জেরুজালেম

ইতিহাস

সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম এক আন্তর্জাতিক নগর, দুই জনগোষ্ঠীর রাজধানী, রাজা-বাদশাহদের সভ্যতার সংঘর্ষ। কিং ডেভিড থেকে বারাক ওবামা, ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম থেকে বর্তমান ইসরাইলি-প্যালেস্টাইন সংঘাত, এটাই তিন হাজার বছরের মহাকাব্যিক ইতিহাস- বিশ্বাস, হত্যাযজ্ঞ, মৌলবাদ এবং সহঅবস্থান।

কিভাবে এই ক্ষুদ্র একটি স্থান মহাপবিত্র স্থান হয়ে উঠলো, হয়ে উঠলো তিন ধর্মের কেন্দ্র স্থল, আর এখন মধ্যপ্রাচ্য শুধু নয়, বিশ্বের শান্তির কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়? শ্বাসরুদ্ধকর গল্পে, বর্ণনায়, ব্যাখ্যায় সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি বিভিন্ন কালের- যুগের নানা ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের বর্ণনা দিয়েছেন- রাজা, রাণী, পয়গম্বর, কবি, সাধু-সন্ত, যুদ্ধজয়কারী-দখলকারী ও বারবণিতাদের কথা- যারা সৃষ্টি করেছে, ধ্বংস করেছে, ধারাবাহিক ও কালানুক্রমিকভাবে জেরুজালেমের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে।

জেরুজালেমের একজন সাধারণ অধিবাসী থেকে স্মৃতি রয়েছে কিং সলোমন, সালাদীন এবং সোলাইমান থেকে অপরূপা ক্লিউপেট্রা, কালিগুলা এবং চার্চিল; পয়গম্বর ইব্রাহিম, ঈশা এবং হযরত মোহাম্মদ (দঃ); প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যেবেল, হেরড এবং নু (দঃ) থেকে আধুনিককালের কায়সার, ডিসরেলি, মার্ক টোয়াইন, রাসপুটিন এবং লরেন্স অব আরাবিয়া।

আর্কাইভের দলিল-দস্তাবেজ, পূর্বের এবং এখনকার গবেষণা, লেখকের পরিবারের সংগ্রহশালা ও লেখকের সারাজীবনে পাঠ-অনুসন্ধানের ফসল লেখক সুন্দর গদ্যে কাউকে কোনো ছোট বা বড় করে নয়, বর্ণনা করেছেন এই ঐতিহাসিক নগরের কথা- যে নগর বাস্তব ও কল্পনায়, বাস্তব ও বিশ্বাসে, রাজা-বাদশাহদের শাসনের পরম্পরায় ও ভবিষ্যতের রহস্যোদঘাটনের সর্বশেষ এই পুস্তকে। এটাই হলো জেরুজালেম, একমাত্র নগর যার জীবন দু'বার- একবার এই ধরায়- এই পার্থিব পৃথিবীতে ও আরেকবার স্বর্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

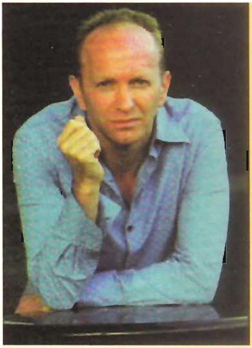

সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি'র জন্ম ১৯৬৫ সালে এবং ক্যাম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াশোনা।

তার লেখা বই ক্যাথরিন দ্য গ্রেট অ্যান্ড পটেমকিন, স্ট্যালিন: দ্য কোর্ট অব দ্য রেড জার, ইয়াং স্ট্যালিন ও উপন্যাস সাসবেনকা। সকল বই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে এবং অনেক উল্লেখযোগ্য পুরস্কার অর্জন করেছে।

তিনি রয়েল সোসাইটি অব লিটেরেচারের সম্মানিত ফেলো। তিনি ও তার স্ত্রী উপন্যাসিক সান্তা মন্টেফিওরি ও দুই সন্তানসহ লন্ডনে থাকেন।

কভার ইমেজ : ইন্টারফটো/আলামি

ISBN 984 802 101 9

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম

ই তি হা স

সাইমন সেবাগ মন্টেফিওরি

অনুবাদ

মোহাম্মদ হাসান শরীফ

মাসুম বিল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রিয় কন্যা

লিলি বাথশেবা-কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের প্রতি দৃষ্টিপাত মানে বিশ্বের ইতিহাস পড়া; বরং তার চেয়েও বেশি; এটা স্বর্গ ও পৃথিবীর ইতিহাস।

বেনিয়ামিন ডিসরাইলি, *তানক্রেড*

নগরীটি ধ্বংস করা হয়েছে, আবারো নির্মিত হয়েছে এবং আবারো নির্মাণ ও বিধ্বস্ত করা হয়েছে। জেরুজালেম হলো যৌনাকাঙ্ক্ষা জাগ্রতকারী বৃদ্ধা, যিনি একের পর এক প্রেমিককে হাই তুলে ঝাঁকিয়ে ঝেড়ে ফেলার আগে নিষ্পেষিত করে মেরে ফেলেন, কৃষ্ণাঙ্গ বিধবা যিনি তার সঙ্গীদের তীরবিদ্ধ করার সময়ও সাগ্রহে তাদের টানতে থাকেন।

অ্যামোজ ওজ, *অ্যা টেল অব লাভ অ্যান্ড ডার্কনেস*

ইসরাইল রাষ্ট্রটি বিশ্বের কেন্দ্র; জেরুজালেম রাষ্ট্রটির কেন্দ্র; হলি টেম্পলটি জেরুজালেমের কেন্দ্র; হলি অব হলিজ হলো হলি টেম্পলের কেন্দ্র; হলি আর্ক হলো হলি অব হলিজ এবং ফাউন্ডেশন স্টোনের কেন্দ্র, যা থেকে হলি আর্কের আগে বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে।

মিদরাশ তানহুমা, *কেদোশিম ১০*

পৃথিবীর পবিত্র স্থান হলো সিরিয়া; সিরিয়ার পবিত্র স্থান হলো ফিলিস্তিন; ফিলিস্তিনের পবিত্র স্থান হলো জেরুজালেম; জেরুজালেমের পবিত্র স্থান হলো মাউন্ট; মাউন্টের পবিত্র স্থান হলো নামাজের স্থান; নামাজের পবিত্র স্থান হলো ডোম অব দ্য রক।

সুর ইবনে ইয়াজিদ, *ফাজাইল*

সবচেয়ে বর্ণাঢ্য নগরী হলো জেরুজালেম। তবে জেরুজালেমেরও কিছু অভাব রয়েছে। আর তাই বলা হয়ে থাকে, 'জেরুজালেম হলো বিচ্ছুভরা সোনালি পানপাত্র।'

মুকাদ্দাসি, *ডেসক্রিপশন অব সিরিয়া ইনক্লুডিং প্যালেস্টাইন*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ১৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ২৫
নাম, অনুবাদ ও পদবি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিবরণ ৩১
প্রস্তাবনা ৩৫

প্রথম অধ্যায় : ইহুদি ধর্ম

১ দাউদের বিশ্ব ৫১
২ দাউদের বেড়ে ওঠা ৫৮
৩ রাজ্য ও টেম্পল ৬২
৪ জুদাহ্'র রাজারা ৭৪
৫ বেবিলনের বারাঙ্গনা ৮৮
৬ পারস্য আমল ৯৭
৭ মেসিডোনীয় আমল ১০৪
৮ ম্যাকাবি পরিবার ১২০
৯ রোমানদের আগমন ১২৯
১০ হেরোড বংশ ১৩৮
১১ যিশুখ্রিস্ট (জেসাস ক্রাইস্ট) ১৬১
১২ হেরোডদের শেষ দিনগুলো ১৮২
১৩ ইহুদি যুদ্ধ : জেরুজালেমের মৃত্যু ১৯৭

দ্বিতীয় অধ্যায় : প্যাগানবাদ

১৪ অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনা ২০৫

তৃতীয় অধ্যায় : খ্রিস্টধর্ম

১৫ বাইজানটিয়ামের প্রত্যন্ত অঞ্চল ২২৩
১৬ বাইজানটাইনের সূর্যাস্ত : পারস্যের আক্রমণ ২৪৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায় : ইসলাম

১৭ আরব বিজয় ২৫৭
১৮ উমাইয়া : টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠা ২৬৯
১৯ আব্বাসীয় রাজবংশ : দূরবর্তী শাসক ২৮২
২০ ফাতিমি রাজবংশ : সহিষ্ণুতা ও পাগলামি ২৮৮

অধ্যায় পাঁচ : ক্রুসেড

২১ গণহত্যা ৩০৫
২২ আউট্রেমারের উত্থান ৩১৬
২৩ আউট্রেমার ভূমির স্বর্ণযুগ ৩২২
২৪ অচলাবস্থা ৩৩৭
২৫ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রাজা ৩৪৮
২৬ সালাহউদ্দিন ৩৫৫
২৭ তৃতীয় ক্রুসেড : সালাহউদ্দিন ও রিচার্ড ৩৬৮
২৮ সালাহউদ্দিনের রাজবংশ ৩৭৬

অধ্যায় ষষ্ঠ: মামলুক

২৯ ক্রীতদাস থেকে সুলতান ৩৯১
৩০ মামলুকদের পতন ৪০১

অধ্যায় সপ্তম : উসমানিয়া তুর্কি

৩১ মহামতি সোলায়মান ৪১১
৩২ : মরমি সাধক ও মিসাইয়া ৪১৫
৩৩ : পরিবার ৪৩১

অষ্টম অধ্যায় : সাম্রাজ্য

৩৪ পূণ্যভূমিতে নেপোলিয়ন ৪৪১
৩৫ নতুন রোমান্টিকতা শ্যাটোব্রিদঁ ও ডিসরাইলি ৪৪৭
৩৬ আলবেনীয় বিজয় ৪৫৬
৩৭ ইভানজেলিস্ট ৪৬২
৩৮ নতুন নগরী ৪৮৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯ নতুন ধর্ম ৪৯১
৪০ আরব নগরী, রাজকীয় শহর ৪৯৯
৪১ রাশিয়ান ৫০৯

অধ্যায় নবম : জায়নবাদ

৪২ দ্য কাইজার ৫১৭
৪৩ জেরুজালেমের বীণাবাদক ৫২৮
৪৪ বিশ্বযুদ্ধ ৫৪৩
৪৫ আরব বিদ্রোহ, বেলফোর ঘোষণা ৫৫২
৪৬ ক্রিসমাস উপহার ৫৭১
৪৭ বিজেতা ও লুণ্ঠন ৫৮৬
৪৮ ব্রিটিশ ম্যান্ডেট ৫৯৬
৪৯ আরব বিদ্রোহ ৬১৩
৫০ নোংরা যুদ্ধ ৬২৯
৫১ ইহুদি স্বাধীনতা, আরব বিপর্যয় ৬৪৬
৫২ বিভক্তি ৬৫৬
৫৩ ছয় দিন ৬৬৫

উপসংহার ৬৭৭

চিত্র (চার অংশে বিন্যস্ত)
শাসকদের বংশপরম্পরা ৭০৫
মানচিত্র ৭১৩
নোটস ৭২৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখবন্ধ

জেরুজালেমের ইতিহাস পৃথিবীরই ইতিহাস, সেইসঙ্গে জুদাইন পাহাড়গুলোর মাঝে বহু পুরোনো একটি জরাজীর্ণ প্রাদেশিক নগরীর ঘটনাপঞ্জিও। একসময় জেরুজালেমকে পৃথিবীর কেন্দ্র মনে করা হতো। কথাটি অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে এখন অনেক বেশি সত্য : নগরীটি এখন ইব্রাহিমি ধর্মগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের কেন্দ্রবিন্দু; খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলমান মৌলবাদীদের কাছে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় তীর্থক্ষেত্র; সংঘাতে জড়িত সভ্যতাগুলোর কৌশলগত রণভূমি; আস্তিক ও নাস্তিকদের মধ্যকার যুদ্ধরেখা; সেক্যুলার মুগ্ধতা আকর্ষণকারী; ইন্দ্রিয়বিলাসী ষড়যন্ত্রবাদ ও ইন্টারনেট রূপকল্পের উপাদান; ২৪ ঘন্টার খবরের জন্য বিশ্বের ক্যামেরাগুলোর সামনে একটি আলোকোজ্জ্বল মঞ্চ। ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও মিডিয়া স্বার্থ অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে জেরুজালেমকে আরো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখতে একে অন্যকে রসদ জুগিয়ে চলছে।

জেরুজালেম পূণ্যভূমি। এর পরও এই নগরী সব সময় অন্ধ বিশ্বাস, ভণ্ডামি ও গোঁড়ামির আখড়া। এর কোনো কৌশলগত মূল্য না থাকলেও রাজা-বাদশাহদের কাছে তা আকাঙ্ক্ষা আর মূল্যবান উপহার বিবেচিত হয়েছে। বহু ধর্মীয় গোষ্ঠীর অবাধ পদাচারণায় মুখরিত, যাদের প্রত্যেকেই মনে করে নগরীটি কেবল তাদের। এটা বহু নামের একটি নগরী– যদিও এর প্রতিটি ঐতিহ্য এতটাই সাম্প্রদায়িক যে, একটি আরেকটিকে ন্যূনতম ছাড় দিতে রাজি নয়। শহরের কোমলতা প্রকাশ করতে ইহুদিদের পবিত্র সাহিত্যে একে বর্ণনা করা হয়েছে নারীবাচক শব্দে– সর্বদা ইন্দ্রিয় পরবশ, প্রাণোচ্ছ্বল রমণী, চির সুন্দর, কিন্তু কখনো নির্লজ্জ বারবনিতা, কখনো সেই ভগ্নহৃদয় রাজকুমারীর মতো প্রেমিক যাকে ফেলে গেছে। জেরুজালেম এক ঈশ্বরের আবাস, দুই জাতির রাজধানী, তিন ধর্মের উপাসনালয়। এটা এমন এক শহর যার অবস্থান স্বর্গ ও মর্ত্য দুই জায়গাতেই। পার্থিব এই শুভেচ্ছার কাছে স্বর্গীয় কোনো মহিমারও যেন তুলনা নেই। জেরুজালেম একই সাথে পার্থিব ও স্বর্গীয়– এর মানে হলো এই নগরীর অস্তিত্ব সবখানে। সারা পৃথিবীতে অনেক নতুন জেরুজালেম গড়ে উঠেছে। আর প্রত্যেকেরই আলাদা স্বপ্ন আছে সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমকে নিয়ে। বলা হয়, নবী-রাসুল থেকে গোষ্ঠীপতি, ইব্রাহিম, দাউদ, ঈসা (যিশু), মোহাম্মদ সবাই এই নগরীর পাথর পায়ে মাড়িয়েছেন। ইব্রাহিমি ধর্মগুলোর জন্ম হয়েছে এখানে। আবার শেষ বিচারের দিন পৃথিবীর সমাপ্তিও ঘটবে এখানে। জেরুজালেম, আহলে কিতাবি তথা ঐশী ধর্মে বিশ্বসীদের কাছে পবিত্র বিবেচিত জেরুজালেম হলো দ্য বুক তথা বাইবেলের নগরী। এই গ্রন্থই আবার অনেক দিক দিয়ে জেরুজালেমের নিজস্ব ইতিহাস এবং এর পাঠকেরা তথা ইহুদি এবং প্রথম দিকের খ্রিস্টান, মুসলিম বিজেতা এবং ক্রুসেডার হয়ে আজকের ইভানজেলিস্টরা বাইবেলীয় দৈব-বাণী পূরণের জন্য বারবার তার ইতিহাস পরিবর্তন করেছে।

বাইবেল যখন প্রথমে গ্রিক, পরে ল্যাটিন ও ইংরেজিতে অনূদিত হয়, তখন তা হয়ে পড়ে বিশ্বজনীন পুস্তক, সেইসঙ্গে বিশ্বজনীন নগরীতে পরিণত হয় জেরুজালেম। প্রত্যেক মহান শাসকই দাউদ (ডেভিড), প্রত্যেক বিশিষ্ট জনগোষ্ঠী নতুন ইসরাইলি এবং প্রতিটি মহান সভ্যতা যেন একটি নতুন জেরুসালেমে পরিণত হয়। যে নগরী কারো নয়, সেটাই সবার কল্পনায় বিরাজ করতে থাকে। এটাই এই নগরীর ট্রাজেডি, এটাই তার জাদু : জেরুজালেম নিয়ে প্রত্যেক স্বপ্নবাজ, সব বয়সী মুসাফিরের প্রত্যেকে (যিশুর শিষ্য থেকে সালাহউদ্দিনের সৈন্য, ভিক্টোরিয়া আমলের তীর্থযাত্রী থেকে আধুনিক কালের পর্যটক ও সাংবাদিক, সবাই অকৃত্রিম জেরুজালেমের স্বপ্নাবিভাব নিয়ে এখানে এসেছে, তারপর তারা যা দেখেছে, তাতে মারাত্মক হতাশ হয়েছে। সদা-পরিবর্তনশীল এই নগরী বারবার ফুলে-ফেঁপে ওঠেছে, আবার সঙ্কোচিত হয়েছে, অনেকবার নির্মিত হয়েছে, বিধ্বস্ত হয়েছে। কিন্তু এটা যেহেতু জেরুজালেম, সবার সম্পত্তি, কেবল তাদের ছবিই সঠিক; ত্রুটিযুক্ত, কৃত্রিম বাস্তবতা অবশ্যই বদলাতে হবে। জেরুজালেমের ওপর নিজেদের 'জেরুজালেম' চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে, এবং তরবারি ও আগুন দিয়ে তারা সেটা অনেকবার করেওছে।

১৪ শতকের ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন এই বইয়ের অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত এবং অনেকগুলোর উৎস। তিনি বলেছেন, 'ইতিহাস খুবই কাঙ্ক্ষিত এবং সাধারণ মানুষও তা জানতে আগ্রহী। রাজা ও নেতারা এর জন্য প্রতিযোগিতায় নামেন।' আর এ কথা বিশেষভাবে সত্যি জেরুজালেমের বেলায়। জেরুজালেম যে বিশ্ব ইতিহাসের একটি থিম, ভারশঙ্কু, এমনকি মেরুদণ্ডও- একথা স্বীকার করা ছাড়া নগরীটির ইতিহাস লেখা অসম্ভব। এই সময় যখন ইন্টারনেট পুরাণতত্ত্ব অর্থাৎ উচ্চ প্রযুক্তির মাউসের শক্তি এবং বাঁকা তরবারি উভয়টাই একই মৌলবাদী অস্ত্রাগারের অস্ত্র হতে পারে, তখন ঐতিহাসিক তথ্য ইবনে খালদুনের সময়ের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের ইতিহাস অবশ্যই হতে হবে আধ্যাত্মিকতার (হলিনেস) প্রকৃতি অনুসন্ধান। এখানকার পূণ্যস্থানগুলোর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য বারবার 'পূণ্যনগরী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু, এ দিয়ে আসলে বোঝানো হয়েছে পৃথিবীর বুকে মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে যোগাযোগের অপরিহার্য স্থানে পরিণত হয়েছে এই জেরুজালেম। পৃথিবীতে এতসব জায়গা থাকতে জেরুজালেম কেন?– এই প্রশ্নের জবাব আমাদেরকে দিতেই হবে। ভূমধ্যসাগর উপকূলের বাণিজ্যপথ থেকে বহু দূরে এর অবস্থান। রয়েছে পানিস্বল্পতা; নগরীটি গ্রীষ্মের প্রখর তাপে দগ্ধ হয়। শীতে বয়ে যায় কাঁপুনি ধরানো হিমেল বাতাস, এখনাকার ধারালো খাঁজকাটা পাথরগুলো কুৎসিত দর্শন এবং অসহনীয়। তবে টেম্পল সিটি (মন্দির নগরী) হিসেবে জেরুজালেমকে বেছে নেওয়া অংশত ছিল সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষমতার পরিচয়সূচক ও ব্যক্তিগত, আংশিকভাবে সামগ্রিক ব্যবস্থপনা-সংক্রান্ত ও বিবর্তনমূলক : দীর্ঘকাল পবিত্র থাকায় এর পবিত্রতা আরো সুতীব্র হয়েছে। কেবল আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাস থাকলেই 'পবিত্রতা' আসে না, সেইসঙ্গে থাকতে হয় বৈধতা ও ঐতিহ্য। নতুন স্বপ্ন দর্শন নিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো নবীর আগমন ঘটলে তাকে অবশ্যই শত শত বছরের অতীত সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে হয়, গ্রহণযোগ্য ভাষায় এবং পবিত্রতার ভূগোলে (আগেকার দৈব-বাণী এবং যেসব স্থান ইতোমধ্যেই ভক্তি পেয়ে আসছে) তার নবুয়তির যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হয়। অন্য ধর্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই কোনো স্থানকে পবিত্রতর করতে পারে না।

অনেক নাস্তিক পর্যটক এই পবিত্রতায় বিরক্ত হন, তারা একে দেখেন ন্যায়নিষ্ঠ গোঁড়ামির মহামারীতে ভুগতে থাকা একটি শহরের ছোঁয়াচে কুসংস্কার হিসেবে। তবে এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে, মানুষের ধর্মের প্রয়োজন রয়েছে এবং এই বিশ্বাস ছাড়া জেরুজালেমকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ক্ষণিকের আনন্দ ও চিরস্থায়ী উদ্বেগের কথা বলে ধর্ম, যা মানুষকে অতীন্দ্রীয়বাদী ও ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে:। নিজেদের চেয়ে বৃহত্তর কোনো শক্তি অনুভব করা প্রয়োজন আমাদের। আমরা মৃত্যুকে সম্মান করি এবং এর মাঝে অর্থ খুঁজে পেতে ব্যাকুল। ঈশ্বর ও মানুষের মিলনস্থল জেরুজালেম, যেখানে এসব প্রশ্নের উত্তর রয়েছে মহাপ্রলয়ের (কিয়ামত) আগাম বার্তার মধ্যে– যখন খ্রিস্ট ও খ্রিস্টবিরোধীর মধ্যে যুদ্ধ হবে, যখন মক্কা থেকে কাবাঘর জেরুজালেমে চলে আসবে, যখন বিচার হবে, মৃতদের পুনরুত্থান ঘটবে এবং মিসাইয়ার শাসন ও স্বর্গীয় রাজ্য (নতুন জেরুজালেম) প্রতিষ্ঠিত হবে। ইব্রাহিমি তিনটি ধর্মের অনুসারীরাই এই কিয়ামতের দিনে বিশ্বাস করে, তবে বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে রয়েছে বিস্তর মতপার্থক্য। সেক্যুলারপন্থীরা এসব বিষয়কে সেকেলে প্রাচীন বাগাড়ম্বর ভাবতে পারেন, কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বিপরীতে এই ধারণার সবগুলোই ব্যাপকভাবে প্রবাহমান। ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম মৌলবাদীদের এই যুগে বিশ্বের উত্তেজনাপূর্ণ রাজনীতির একটি চালিকা শক্তি এই কিয়ামতের দিন।

মৃত্যু আমাদের নিত্যসঙ্গী : অতীতকাল থেকেই তীর্থযাত্রীরা জেরুজালেমে আসছে এখানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার জন্য এবং টেম্পল মাউন্টের আশপাশে শেষশয্যা নেওয়ার জন্য, কিয়ামতের দিন আবার জেগে ওঠার জন্য। তাদের এই আগমন অব্যাহত রয়েছে। শহরটিকে ঘিরে আছে অসংখ্য সমাধিক্ষেত্র, এগুলোর ওপরেই নগরীটির গড়ে উঠেছে প্রাচীন সন্তদের শীর্ণদেহের অবশিষ্টাংশ পবিত্র স্থানে শ্রদ্ধা জানানো হয়ে থাকে– চার্চ অব হলি সেপালচরের (যিশুকে যে কবরে শোয়ানো হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়) গ্রিক অর্থোডক্স সুপেরিয়রের কক্ষে মেরি ম্যাগদালিনের ডান হাতের কালো হয়ে যাওয়া কাটা অংশ এখনো রাখা আছে। অনেক তীর্থস্থান, এমনটি খাশমহল নির্মিত হয়েছে সমাধিকে ঘিরে। মৃতের এই নগরীর অন্ধকারময়তা কেবল নেক্রোফিলিয়া (মৃত্যু ও মৃতদেহ নিয়ে আবেগ) থেকেই আসেনি, নেক্রমেন্সি (মৃতের সঙ্গে যোগাযোগের বিদ্যা) থেকেও উৎসরিত হয়েছে। এখানকার মৃতরা প্রায় জীবন্ত, এমনকি তারা পুনরুত্থানের অপেক্ষা করছে। জেরুজালেমের জন্য অন্তঃহীন সংগ্রাম– গণহত্যা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, যুদ্ধ, সন্ত্রাস, অবরোধ ও বিপর্যয়– এই স্থানটিকে একটি রণক্ষেত্রে পরিণত করে রেখেছে। আলদুয়াস হ্যাক্সলি একে বলেছেন, ‘ধর্মগুলোর কসাইখানা’, ফ্লাউবার্তের মতে, ‘শবঘর’ (চানল-হাউজ)। মেলভিল নগরীটিকে বলেছেন, ‘মৃতদের সেনাবাহিনী’ দ্বারা অবরুদ্ধ একটি ‘মাথার খুলি’। অন্যদিকে অ্যাডওয়ার্ড সাইদের মনে আছে, তার পিতা জেরুজালেমকে ঘৃণা করতেন। কারণ, এটা তাকে মৃতের কথা মনে করিয়ে দিত।

স্বর্গ ও মর্ত্যের এই নিরাপদ আশ্রয়স্থলটি সবসময় দূরদর্শিতার সঙ্গে বিকশিত হয়নি। কোনো একজন দৈব ক্ষমতাসম্পন্ন নবী– মুসা, ঈসা, মোহাম্মদের কাছে একটি স্ফুলিঙ্গ প্রকাশ থেকে সূচনা হয় ধর্মের। কোনো সেনানায়কের শক্তি আর সৌভাগ্যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নগরী বিজিত হয়েছে। রাজা দাউদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত জেরুজালেম তৈরি করেছে জেরুজালেমকে। দাউদের ছোট্ট এই নগরদুর্গ (সিটাডেল), একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজধানীটি একসময় বিশ্ববাসীর কাঙ্ক্ষিত স্থানে পরিণত হবে, এমন সম্ভাবনা ছিল ক্ষীণ। অবাক করা বিষয় হলো, নেবুচাদনেজারের হাতে জেরুজালেম ধ্বংসের ফলে পবিত্রতার আকুতি সৃষ্টি হয়েছিল। ওই বিপর্যয়ের ফলেই ইহুদিদের মধ্যে জায়ন নিয়ে গৌরব রচনা ও প্রকাশ করার আগ্রহ জন্মে। এ ধরনের ভয়াবহ বিপর্যয়ে সাধারণ জাতিগোষ্ঠীগুলো বিলীন হয়ে যায়। তবে ইহুদিদের প্রাণোচ্ছলভাবে টিকে থাকা, তাদের ঈশ্বরের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের দুর্দমনীয় একনিষ্ঠতা, সর্বোপরি বাইবেলে নিজেদের মতো করে ইতিহাস লিখে রাখার ফলেই জেরুজালেমের খ্যাতি ও পবিত্রতার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। বাইবেল ইহুদি রাষ্ট্র এবং টেম্পলের স্থলাভিষিক্ত এবং যেমনটা লিখেছেন হেইরিখ হেইনি, 'ইহুদিদের ভ্রাম্যমাণ পিতৃভূমি ভ্রাম্যমাণ জেরুজালেম'-এ পরিণত হয়। অন্য কোনো নগরীর তার নিজস্ব কোনো গ্রন্থ নেই এবং অন্য কোনো গ্রন্থ কোনো নগরীকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেনি।

নির্বাচিত জনগোষ্ঠী হিসেবে ইহুদিদের ব্যতিক্রমবাদের (এক্সেপশনালিজম) ধারণা থেকে এ নগরীর পবিত্রতার জন্ম। জেরুজালেম নির্বাচিত শহরে পরিণত হয়, ফিলিস্তিন হয় নির্বাচিত দেশ এবং খ্রিস্টান ও মুসলমানরাও এই ব্যতিক্রমবাদের উত্তরাধিকারী হয় এবং গ্রহণ করে। জেরুজালেমের সর্বোচ্চ পবিত্রতা এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের ধারণাটি ইসরাইলে ইহুদিদের পুনর্বাসনের ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় আবেগ এবং জায়নবাদের প্রতি পশ্চিমা উৎসাহ (এর সেক্যুলার পর্যায়ে) সৃষ্টি হয় ইউরোপে ১৬ শতকের সংস্কার (রিফোরমেশন) থেকে ১৯৭০-এর দশকের মধ্যবর্তী সময়ে। তখন থেকে নিজেদের হারানো শহর জেরুজালেমকে নিয়ে ফিলিস্তিনিদের করুণ কাহিনীগুলো ইসরাইল ধারণাটিকে পাল্টে দিয়েছে। ফলে, পশ্চিমাদের মাঝে বিশ্বজনীন মালিকানার বদ্ধমূল ধারণাটি দু'ভাবেই কাজ করতে পারে– এটা একটি মিশ্র আশীর্বাদ অথবা দ্বিধারী তরবারি। জেরুজালেমের পবিত্রতায় আজ এর প্রতিফলন ঘটছে। আর তাই, পৃথিবীর অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক তীব্র, অনেক আবেগময় হয়ে ওঠেছে ইসরাইল-ফিলিস্তিন সঙ্ঘাত।

AMARBOI.COM

যদিও যতটা মনে হয়, কোনো কিছুই ততটা সহজ নয়। ইতিহাসকে প্রায়ই ধারাবাহিক নিষ্ঠুর পরিবর্তন এবং সহিংস ওলট-পালট হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু আমি দেখাতে চাই, জেরুজালেম ছিল একটি অবিচ্ছিন্ন ও সহাবস্থানের নগরী, হাইব্রিড ভবনরাজি এবং হাইব্রিড মানুষের হাইব্রিড মেট্রোপলিশ– এই শহর অন্য ধর্মের কিংবদন্তির সঙ্কীর্ণ শ্রেণীবদ্ধকরণ এবং পরবর্তী সময়ের জাতীয়তাবাদী বর্ণনাগুলো প্রত্যাখ্যান করেছে। আর এ কারণেই আমি তাই যতদূর সম্ভব বিভিন্ন পরিবারের (দাউদ, ম্যাকাবি, হেরোডী, উমাইয়া, বল্ডউইন ও সালাদিনের পরিবার থেকে হোসাইনি, খালিদি, স্প্যাফোর্ড, রথচাইল্ড ও মন্টেফিওরি) মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে অনুসরণ করেছি। এসব পরিবার বা বংশ জীবনের সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপন করে, যা আকস্মিক ঘটনাবলী এবং প্রচলিত ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বর্ণনা প্রত্যাখ্যান করে। জেরুজালেমের কেবল মাত্র দুটি দিক, তাও নয়। এটা অনেক আন্তঃসংযুক্ত ও পরস্পরকে ছাপিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি এবং স্তরবিশিষ্ট আনুগত্য– যা আরব অর্থোডক্স, আরব মুসলমান, সেফারদিক ইহুদি, আশকেনাজি ইহুদি, বিভিন্ন রাজসভার হেরেডি ইহুদি, সেক্যুলার ইহুদি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্মেনিয়ান অর্থোডক্স, জর্জিয়ান, সার্ব, রাশিয়ান, কপ্ট, প্রোটেস্ট্যান্ট, ইথিওপিয়ান, ল্যাতিন এবং আরো অনেক জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি বহুমুখী ও নিঃশব্দে দ্রুত পরিবর্তনশীল কালিডাস্কোপের মতো ।

প্রত্যেক ব্যক্তির অনেক সময়ই বিভিন্ন সত্তার কাছে বিভিন্ন আনুগত্য ছিল, যা জেরুজালেমের পাথর ও ধূলিস্তরের মতোই অসংখ্য। বস্তুত, এই নগরীর প্রাসঙ্গিকতা জোয়ার-ভাটার মতো ওঠানামা করেছে, কখনো স্থির থাকেনি। সব সময় ছিল পরিবর্তনশীল। ঠিক বৃক্ষের মতো, আকার-আকৃতি এমনকি রঙেও যার নিরন্তর পরিবর্তন ঘটছে। যদিও একই জায়গায় আটকে আছে এর শিকড়। 'পূণ্যভূমি তিন ধর্মের কাছে পবিত্র' এবং ২৪ ঘন্টা খবরের দৃশ্যপট হিসেবে মিডিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে জেরুজালেমের যে রূপের কথা বলা হয়, তা সাম্প্রতিককালের ব্যাপার।

এমন বহু শতাব্দী গেছে যখন মনে হয়েছে, জেরুজালেম ধর্মীয় ও রাজনৈতিক গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। অনেক ক্ষেত্রে দৈব নির্দেশনায় নয়, বরং রাজনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরেই আবারো ধর্মীয় নিষ্ঠা উজ্জীবিত ও উৎসাহিত হয়েছে। যখনই জেরুজালেম প্রায় পুরোপুরি বিস্মৃত এবং অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়েছে, তখনই দেখা গেছে বাইবেলের সত্য অনুসন্ধানের কাজে লেগে গেছে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষ। সেটা মক্কা, মস্কো, ম্যাসাচুসেটস- যেখানেই হোক না কেন, তারা নিজেদের বিশ্বাসকে ফিরিয়ে এনেছে জেরুজালেমে। সব নগরী সম্পর্কে বিদেশীদের পূর্ব-ধারণা থাকে, তবে এই শহর দুই পিঠের আয়নার মতো, একটি দিয়ে তার অভ্যন্তরীণ জীবন দেখা যায়, অন্যটি বাইরের দুনিয়া প্রতিফলিত করে। পূর্ণাঙ্গ ধর্মের যুগসন্ধিক্ষণ, সত্যনিষ্ঠ সাম্রাজ্য-নির্মাণ, ইভানজেলিক্যাল দৈব-বাণীর প্রকাশ বা সেক্যুলার জাতীয়তাবাদ- যাই হোক না কেন, জেরুজালেম এর প্রতীক এবং এর পুরস্কারে পরিণত হয়েছে। তবে সার্কাসের আয়নার মতো প্রতিফলনগুলো সব সময় ছিল বিকৃত, প্রায়ই উদ্ভট।

বিজেতা ও ভ্রমণকারী উভয়ের কাছেই জেরুজালেম হতাশার ও নিদারুণ যন্ত্রণার। বাস্তব ও স্বর্গীয় নগরীর বিপরীতমুখী চিত্র এতটাই তীব্র মানসিক যন্ত্রণার সৃষ্টি করে যে, প্রতি বছর এখানে আসা শত মানুষ জেরুজালেম সিনড্রোমে (পাগলামি, হতাশা এবং প্রবঞ্চনাবোধের ধারণা) ভুগতে শুরু করেন। তবে জেরুজালেম সিনড্রোম রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও হতে পারে : জেরুজালেম সহজাত বিবেচনাবোধ, বাস্তবসম্মত রাজনীতি এবং কৌশলকে অবজ্ঞা করে চলেছে; সর্বগ্রাসী আবেগ, অপ্রতিরোধ্য অনুরাগ যুক্তিকে ধরার বাইরে রেখে দিয়েছে।

প্রাধান্য বিস্তার এবং সত্যের এই সংগ্রামে বিজয়ও অন্যদের কাছে নগরীটির পবিত্র মর্যাদা তীব্রতর করেছে। নিয়ন্ত্রণকারীর লোভ যতটা বেশি হয়েছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিযোগিতা হয়েছে তত তীব্র, ভেতরের প্রতিক্রিয়া হয়েছে তেমনই প্রচণ্ড। অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণতির আইনই রাজত্ব করেছে এখানে।

নিরঙ্কুশভাবে আয়ত্তে আনার এ ধরনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা অন্য কোনো স্থান জাগায় না। অবশ্য এই ঈর্ষণীয় উদ্দীপনা আশ্চর্য ঘটনা। কারণ, জেরুজালেমের বেশির ভাগ তীর্থস্থান এবং এগুলোকে ঘিরে সৃষ্ট গল্পগুলো অন্য ধর্ম থেকে হয় ধার করা, না হয় চুরি করে নেওয়া। নগরীটির অতীত বেশির ভাগই কাল্পনিক। বলতে গেলে, প্রতিটি পাথরই এক সময় ছিল অন্য কোনো ধর্মের দীর্ঘ দিন আগে বিস্মৃত তীর্থস্থানের, ভিন্ন কোনো সাম্রাজ্যের বিজয়তোরণ। সব না হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, বিজয়ের পর সহজাতভাবে অন্যান্য ধর্মের সীমাবদ্ধতাগুলো বাতিল করা হলেও, তাদের ঐতিহ্য, কাহিনী আর স্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছে। বহু ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে এখানে। কিন্তু, বিজেতারা প্রায়ই এখানকার আগের বস্তুগুলোকে নষ্ট করেনি, বরং নতুন করে ব্যবহার করেছে, এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। টেম্পল মাউন্ট, সিটাডেল (নগরদুর্গ), দাউদ নগরী (সিটি অব ডেভিড), মাউন্ট জায়ন এবং হলি সেপালচর চার্চের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলো ইতিহাসের স্পষ্ট স্তরবিন্যাস নয়; বরং নতুন করে লেখার জন্য এগুলোর আগের লেখা মুছে ফেলার স্মৃতিবাহক, সিল্কের সুতোর সূচিকর্ম, যা এতো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে, সেগুলো আর আলাদা করা যায় না।

অন্যদের সংক্রমিত পূণ্যময়তা দখলের প্রতিযোগিতার ফলে কিছু তীর্থস্থান একইসঙ্গে এবং তারপর পর্যায়ক্রমে তিন ধর্মের সবার কাছে পবিত্র বিবেচিত হয়েছে; রাজারা ডিক্রি জারি করেছেন, মানুষ এগুলোর জন্য জীবন দিয়েছে- কিন্তু তবুও সেগুলো এখন প্রায় বিস্মৃত : মাউন্ট জায়ন ছিল উন্মাদনাগ্রস্ত ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের কাছে পবিত্র এলাকা। অথচ এখন সেখানে মুসলিম ও ইহুদি পূণ্যার্থীরা খুব কমই যায়, এটা আবার প্রধানত খ্রিস্টানদের হয়ে গেছে।

জেরুসালেমে কল্পকাহিনীর চেয়ে সত্য ঘটনা প্রায়ই কম গুরুত্ব পায়। আর তাই ফিলিস্তিনের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ড. নাজমি আল-জুবেহ বলেছেন, 'জেরুজালেমের সত্যিকার ইতিহাস সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। রূপকথাগুলো বাদ দিলে তুমি আর কিছুই পাবে না।' এখানকার ইতিহাস এতটাই তীব্র কটুস্বাদযুক্ত যে, বারবার তা বিকৃত হয়েছে : প্রত্নতত্ত্ব নিজেই একটি ঐতিহাসিক শক্তি এবং প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কখনো কখনো সৈনিকের মতো প্রবল শক্তি ধারণ করে, অতীতকে বর্তমানের উপযোগী করে তুলতে তাদের নিয়োগ করা হয়। এই শাখাটির লক্ষ্য বিষয়মুখ এবং বৈজ্ঞানিক। অথচ এটা ধর্মীয়-গোষ্ঠীগত সংস্কারকে যৌক্তিক এবং সাম্রাজ্যবাদী উচ্চাভিলাষ পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯ শতকে ইসরাইলি, ফিলিস্তিনি এবং ইভাজেলিক্যাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্রাজ্যবাদী– সবাই একই ঘটনাবলী নিজেদের কর্তৃত্বে নেওয়া এবং সেগুলোকে সাংঘর্ষিক অর্থ ও অস্তিত্বসম্পন্ন করে তোলার অপরাধে অপরাধী। তাই জেরুজালেমের ইতিহাস হয়ে পড়ে সত্য ও কিংবদন্তী উভয়টিই। কিন্তু, এরপরও সত্য রয়েছে এবং এই বইয়ের লক্ষ্য সেগুলোকে তুলে ধরা। তা এক পক্ষ বা অন্যদের কাছে যতই অরুচিকর হোক না কেন।

এখানে আমার লক্ষ্য সাধারণ পাঠকের (সে আস্তিক বা নাস্তিক, খ্রিস্টান, ইহুদি বা মুসলমান যা-ই হোক বর্তমান সঙ্ঘাতয় পরিবেশে তার কোনো রাজনৈতিক এজেন্ডা থাকুক বা না থাকুক) কাছে বৃহত্তর পরিসরে জেরুজালেমের ইতিহাস পরিবেশন করা।

আমি পঞ্জিকা ধরে নারী ও পুরুষের- সৈন্য ও নবি, কবি ও রাজা, কৃষক বা গায়ক-জীবনের মধ্য দিয়ে এবং সেইসব পরিবার, যারা জেরুজালেম নির্মাণ করেছে তাদের গল্পের মধ্য দিয়ে ঘটনাগুলো সাজিয়েছি। আমার মতে নগরটিকে প্রাণবন্ত করে তোলা এবং এর জটিল ও অপ্রত্যাশিত সত্যগুলো কিভাবে এই ইতিহাসের ফলাফল, তা দেখানোর এটাই সবচেয়ে ভালো উপায়। বর্তমানের মোহাবিষ্ট হয়ে অতীতকে দেখার প্রলোভন এড়ানোর জন্য এটা স্রেফ পঞ্জিকা অনুযায়ী ঘটনাক্রমের বর্ণনা। আমি ইতিহাস লেখায়, পরমকারণবাদ (প্রতিটি ঘটনা ছিল অনিবার্য- এমনভাবে ইতিহাস লেখা) এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। কারণ, প্রত্যেকটি পরিবর্তন যেহেতু এর আগের ঘটনার প্রতিক্রিয়া, তাই কেন জেরুজালেম? এই প্রশ্নের জবাব দিতে এবং কেন লোকজন সংশ্লিষ্ট কাজটি করেছিল তা দেখানোর জন্য এ বিবর্তনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করানোর প্রয়োজন ছিল এবং সেজন্য কালানুক্রমিক বর্ণনাই সর্বোত্তম পন্থা। আমার মতে, এসব বলার সবচেয়ে আনন্দদায়ক উপায়ও এটা। যে কাহিনী এযাবৎকালে বলা শ্রেষ্ঠ কাহিনী, সেটা যতই প্রশংসিত হোক না কেন, বলিউডের চর্বিত চর্বন ব্যবহার করে ধ্বংস করার আমি কে? জেরুজালেমকে নিয়ে লেখা হাজারো বইয়ের খুব কম সংখ্যকই আখ্যানমূলক ইতিহাস। বাইবেল, চলচ্চিত্র, উপন্যাস ও খবরের কারণে ইতিহাসের ৪টি সন্ধিক্ষণ– দাউদ (ডেভিড), ঈসা (যিশু), ক্রুসেড ও আরব-ইসরাইল সঙ্ঘাত সবচেয়ে আলোচিত বিষয়। কিন্তু, এর পরও ঘটনাগুলো নিয়ে বারবার বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। বাকিগুলোর জন্য, প্রায় ভুলে যাওয়া ইতিহাস নতুন পাঠকদের সামনে তুলে ধরাই ছিল আমার আন্তরিক ইচ্ছা।

এটা জেরুজালেমের ইতিহাস, বিশ্ব ইতিহাসের কেন্দ্রের মতো। তবে, জেরুজালেমের প্রতিটি ঘটনা নিয়ে বিশ্বকোষ রচনা করার উদ্দেশ্য ছিল না; প্রতিটি ভবনের ফাঁক-ফোকর, কক্ষ, প্রবেশপথের কোনো গাইড বইও এটা নয়। এটা অর্থোডক্স, ল্যাতিন বা আর্মেনীয়, মুসলিম হানাফি বা শাফেয়ি মাজাহাব, হাসিদিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা কারাইতেস ইহুদিদের কোনো অনুপুঙ্খ বর্ণনা নয়; কোনো বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকেও এটা লেখা হয়নি। মামলুক শাসনামল থেকে ম্যান্ডেট পর্যন্ত মুসলিম নগরীটির জীবযাত্রা এতে উপেক্ষা করা হয়েছে। ফিলিস্তিনি বিশেষজ্ঞরা জেরুজালেমের বনেদি পরিবারগুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন, তবে জনপ্রিয় ইতিহাসবিদেরা খুব কমই নজর দিয়েছেন এসবের ওপর। অথচ তারা গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন এবং এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রয়ে গেছেন। কিছু গুরুত্বপূর্ণ উৎস এখনো ইংরেজিতে সহজলভ্য না হওয়ায় সেগুলো আমাকে অনুবাদ করতে হয়েছে, তাদের কাহিনী জানতে আমাকে পরিবারগুলোর সদস্যদের সাক্ষাতকার নিতে হয়েছে। তবে তারা পূর্ণাঙ্গ ছবির একটি অংশ মাত্র। এটা ইহুদি ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম বা ইসলামের ইতিহাস নয়, এমনকি জেরুজালেমে ঈশ্বরের প্রকৃতি নিয়েও কোনো গবেষণা নয়। এ বিষয়ে অন্যরা চমৎকার কাজ করেছেন : অতি সম্প্রতি এমন একটি বই লিখেছেন কারেন আর্মস্ট্রং, বইটির নাম *জেরুজালেম : ওয়ান সিটি, থ্রি ফেইথস।* এটা ইসরাইলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতের বিস্তারিত ইতিহাসও নয়, যা নিয়ে আজকের দুনিয়ায় গভীর গবেষণা চলছে। আমার নিঃশঙ্ক চ্যালেঞ্জ ছিল সবগুলো বিষয় আংশিক হলেও তুলে ধরা।

আমার কাজ হলো, প্রকৃত ঘটনার পেছনে ছোটা, বিভিন্ন ধর্মীয় রহস্যগুলো বিচার করে কোনো রায় দেওয়া নয়। তিনটি মহান ধর্মের স্বর্গীয় বিস্ময় ও পবিত্র লেখাগুলো 'সত্য' কি না তা বিচারের কোনো অধিকার রাখার দাবি আমি করি না। যারা বাইবেল ও জেরুজালেম নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের স্বীকার করতে হবে, সত্যের অনেকগুলো পর্যায় রয়েছে। অন্যান্য ধর্মের বিশ্বাস এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী আমাদের কাছে অদ্ভুত লাগে, যদিও আমাদের কাছে নিজেদের সময় ও স্থানের পরিচিত প্রথাগুলো বেশ যৌক্তিক মনে হয়। এমনকি এই ২১ শতকে, যখন সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা ও স্বাভাবিক জ্ঞানের চূড়ান্ত পর্যায় বলে মনে করে অনেকে, তখনো এর নিজস্ব প্রচলিত জ্ঞান ও আধা-ধর্মীয় গোঁড়ামি রয়েছে, এসব আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে দুর্বোধ্য অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কিন্তু, জেরুজালেমের ইতিহাসের ওপর ধর্ম ও এর অলৌকিকতার প্রভাব অনস্বীকার্যভাবে বাস্তব। তাই ধর্মের প্রতি কিছুটা সম্মানবোধ ছাড়া জেরুজালেমকে জানাও সম্ভব নয়।

জেরুজালেমের ইতিহাসের এমন অনেক শতাব্দী গেছে যেগুলো সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না এবং যার সবকিছুই বিতর্কিত। জেরুজালেমকে নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বিতর্ক সব সময়ই বিষাক্ত এবং কখনো কখনো সহিংস, এখান থেকে দাঙ্গা ও সংঘাতের সূত্রপাত হয়েছে। গত অর্ধ শতকের ঘটনাগুলো এতটাই বিতর্কিত যে, সেগুলোর অনেক ভাষ্য রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম দিকের ইতিহাসবিদ, প্রত্নতত্ত্ববিদ ও বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিঃসংশয় চিত্তে এবং পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেদের ধারণাগুলো প্রকাশ করার জন্য তাদের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অল্প যে কয়েকটি উৎস তাদের কাছে সহজলভ্য ছিল সেগুলো তারা নিংড়েছেন, নিজেদের মতো করে তৈরি করেছেন, অপব্যবহার করেছেন। প্রতিটি ক্ষেত্রে আমি মূল উৎস ও বহু তত্ত্ব পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমি প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে নিজেকে ব্যাকপভাবে জড়িয়ে ফেললে এই বইয়ের বহুল ব্যবহৃত শব্দগুলো হতো 'হতে পারে', 'সম্ভবত', 'হয়তো', 'দৃশ্যত', 'মনে হয়' এসব। তাই আমি সব ঘটনায় এগুলো যোগ করিনি। তবে, আমি পাঠককে বুঝে নিতে বলেছি, প্রতিটি বাক্যের পেছনে রয়েছে একটি বিশাল, সতত পরিবর্তনশীল সাহিত্য। প্রতিটি অধ্যায় একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষাবিদ পড়েছেন, যাচাই করেছেন। আমার সৌভাগ্য, এ কাজে আমি বর্তমান সময়ের কয়েকজন সবচেয়ে প্রখ্যাত অধ্যাপকের সহযোগিতা পেয়েছিলাম।

যাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তিনি হলেন, বাদশাহ দাউদ (কিং ডেভিড)। কারণ, তার রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা খুবই উত্তপ্ত এবং খুবই সমসাময়িক। এমনকি সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থায় করা হলেও, সম্ভবত ঈসা বা মোহাম্মদের ব্যক্তিত্ব ছাড়া আর কোনো জায়গা ও বিষয় নিয়ে এতটা নাটকীয় ও তীব্র বিতর্ক চলে না। দাউদ সম্পর্কিত কাহিনীর উৎস বাইবেল। তার ঐতিহাসিক জীবনটিকে মেনে নিতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। দাউদের জেরুজালেম খুঁজে পেতে ১৯ শতকে পূণ্যভূমি নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-খ্রিস্টানদের স্বার্থ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে উদ্দীপ্ত হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টির পর এই অনুসন্ধানের খ্রিস্টান প্রকৃতি বদলে যায়। ইহুদি জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দাউদের মর্যাদার কারণে রাষ্ট্রটি এ কাজে আবেগময় ধর্মীয়-রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। কিন্তু, দশম শতকের তেমন কোনো প্রমাণ হাজির করতে না পেরে ইসরাইল নিয়ে পুনরুজ্জীবনবাদী ইতিহাসবিদরা দাউদের শহরকে গুরুত্বহীন করতে শুরু করে। এমনকি, তিনি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কিনা সে প্রশ্নও তোলে কেউ কেউ। এতে ইহুদিদের দাবিকে খাটো করা হয় বলে ক্ষেপে যায় ইহুদি ঐতিহ্যবাদীরা, আর ফিলিস্তিনি রাজনীতিবিদরা হয় উল্লসিত। কিন্তু ১৯৯৩ সালে তেল ড্যান পাথরখণ্ডের আবিস্কার বাদশাহ দাউদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। বাইবেল যদিও প্রাথমিকভাবে ইতিহাস হিসেবে লেখা হয়নি, তারপরও এটা ইতিহাসকে জানার উৎস। আমি আমার লেখায় এই উৎস ব্যবহার করেছি। দাউদ নগরীর ব্যপ্তি এবং বাইবেলের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দাউদ নগরীকে নিয়ে বর্তমান সজ্ঞাত সম্পর্কে জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন।

অ্যাডওয়ার্ড সাইদের *অরিয়েন্টালিজমের* ছায়া অনুভব ছাড়া এতদিন পর ১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শতক নিয়ে লেখা সম্ভব নয়। ফিলিস্তিনি খ্রিস্টান বংশোদ্ভুত সাইদের জন্ম জেরুসালেমে। পরে তিনি নিউইয়র্কে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপক হন। ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের জগতে তিনিই প্রকৃত রাজনৈতিক কণ্ঠস্বর। তিনি বলেন, আরব-ইসলামিক জনগণ ও তাদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম ও অব্যাহত ইউরোপকেন্দ্রিক পূর্ব-সংস্কার বিশেষ করে শ্যাটোব্রিদঁ, মেলভিল ও টোয়েনের মতো ১৯ শতকের লেখক-পর্যটকরা আরব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে সাম্রাজ্যবাদকে ন্যায়সঙ্গত বলে তুলে ধরেছেন। সাইদের কাজ তার অনেক অনুসারীকে ইতিহাসের মধ্য থেকে এসব পশ্চিমা অনুপ্রবেশকারীদের ধ্যান-ধারণা ঝেড়ে ফেলতে উৎসাহিত করে, তবে তা নিরর্থক। এটা ঠিক, এসব ভ্রমণকারী আরব ও ইহুদি জেরুজালেমের সত্যিকার জীবন সম্পর্কে খুবই কম দেখেছে বা অনুধাবন করতে পেরেছেন। আগেই বলেছি, এখানকার আদি জনগোষ্ঠীর প্রকৃত জীবনধারা তুলে ধরতে আমি কঠোর পরিশ্রম করেছি। তাই বলে এটা কোনো বাদানুবাদের বই নয় এবং জেরুজালেমের ইতিহাসবিদ অবশ্যই প্রমাণ করতে চাইবেন, এই নগরীর প্রতি পশ্চিমা রোমাঞ্চকর-সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির প্রবল প্রভাবের কারণেই পরাশক্তিগুলো মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেছিল।

একইভাবে পামারস্টোন এবং শ্যাফটসবারি থেকে লয়েড জর্জ, বেলফোর, চার্চিল ও তাদের বন্ধু ওয়াইজম্যান পর্যন্ত ব্রিটিশ জায়নবাদী, সেক্যুলার ও ইভানজেলিক্যালদের অগ্রগতি চিত্রায়িত করেছি কেবল এ কারণে যে, ১৯ ও ২০ শতকে জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনের ভাগ্য নির্ধারণে এটাই ছিল এককভাবে সবচেয়ে সুস্পষ্ট প্রভাব।

আমি বইয়ের মূল অংশ ১৯৬৭ সালে এসে শেষ করেছি। কারণ, ছয় দিনের যুদ্ধই মূলত সৃষ্টি করেছে আজকের পরিস্থিতি এবং দিয়েছে চূড়ান্ত বিরতি। বইয়ের পরিশিষ্টে দায়সারাভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত রাজনীতিটি তুলে ধরা হয়েছে এবং শেষ করা হয়েছে তিনটি পবিত্র স্থানে গতানুগতিক ভোরের রূপটি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে। কিন্তু, পরিস্থিতি নিয়ত পরিবর্তনশীল। আমি যদি আজকের দিন পর্যন্ত ইতিহাসকে টেনে আনতাম, তাহলে বইটির কোনো সুস্পষ্ট সমাপ্তি থাকত না, আর প্রতি ঘন্টাতেই একে হালনাগাদ করতে হতো। তার বদলে আমি দেখাতে চেয়েছি, জেরুজালেম কিভাবে কোনো শান্তিচুক্তির নির্যাস এবং এর পথে বাধা, উভয়ই হতে পারে।

প্রাচীন ও আধুনিককালের মৌলিক উৎসগুলো ব্যাপক অধ্যয়ন, বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক, প্রত্নতত্ত্ববিদ, বিভিন্ন পরিবার ও রাষ্ট্রনায়কের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনা এবং জেরুজালেম, এর পূণ্যস্থানগুলো ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননক্ষেত্রে অসংখ্যবার ভ্রমণের ওপর ভিত্তি করে এই বই লেখা হয়েছে। সম্পূর্ণ নতুন ও কদাচিৎ ব্যবহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়েছে এমন কিছু উৎস আবিষ্কারের সৌভাগ্য আমার হয়েছে। কাজটি করতে গিয়ে তিন ধরনের আনন্দ আমি পেয়েছি : জেরুজালেমে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতে পারা; উসামা বিন মানকিদ, ইবনে খালদুন, ইভলিয়া চেলেবি এবং ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ থেকে টায়ারের উলিয়াম, জোসেফাস ও টি ই লরেন্সের মতো ব্যক্তিদের বিস্ময়কর রচনাগুলো পড়ার সুযোগ পাওয়া; এবং তৃতীয়ত, মারাত্মক হিংসাত্মক রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেও ফিলিস্তিনি, ইসরাইলি, আর্মেনীয়, মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান নির্বিশেষে জেরুজালেমের সব সম্প্রদায়ের মানুষের কাছ থেকে উদার বন্ধুত্ব ও সহয়তা লাভ।

আমার মনে হয়েছে, এই লেখার জন্য সারা জীবন ধরে প্রস্তুতি নিয়েছি। ছেলেবেলায় আমি জেরুজালেমের অলিতে গলিতে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতাম। এর কারণ ছিল এই বইয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 'জেরুজালেমের' সঙ্গে আমার পারিবারিক একটি সংযোগ, যা ছিল আমার পরিবারের মূলমন্ত্র। ব্যক্তিগত সংযোগ যাই থাক না কেন, কী ঘটেছিল আর মানুষ কী বিশ্বাস করে– এখানে সেই ইতিহাসকে নতুন করে মূল্যায়ন করেছি। আমরা যেখানে শুরু করেছিলাম সেখানে আবার ফিরে গেলে দেখা যাবে, সব সময় জেরুজালেম ছিল দুটি- পার্থিব ও স্বর্গীয়। দুটিই শাসিত হয়েছে, যতটা না কারণ ও যুক্তিতে, তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস ও আবেগ দিয়ে। এবং জেরুজালেম বহাল থেকেছে পৃথিবীর কেন্দ্র হিসেবে।

সবাই আমার লেখার এই ধরন পছন্দ করবে না- সর্বোপরি সবকিছুর ওপর এটা যখন জেরুজালেম। তবে বইটি লিখতে গিয়ে আমি সব সময় মনে রেখেছি ইহুদি আরবসহ সবার সার্বক্ষণিক সমালোচনার মুখে থাকা জেরুজালেমের গভর্নর স্ট্রোরসকে দেওয়া লয়েড জর্জে সেই উপদেশ: 'ঠিক আছে, কোনো এক পক্ষ অভিযোগ বন্ধ করামাত্র তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।'[১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বিশাল প্রকল্পে আমাকে সাহায্য করেছেন নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিখ্যাত বিপুলসংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তি। পরামর্শ এবং প্রয়োজন মতো মতামত দিয়ে, আমার লেখা পড়ে ও সংশোধন করে দেয়ার জন্য আমি তাদের কাছে গভীর কৃতজ্ঞ।

আরকিওলজিক্যাল-বিবিলিক্যাল অধ্যায়টি পড়া ও সংশোধনের জন্য সর্বোপরি আপনাদেরকে ধন্যবাদ: অধ্যাপক রনি রিচ; জেরুজালেমের সাবেক প্রধান প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড্যান বাথ, যিনি নগরীর বিস্তারিত পরিচয় জানিয়েছেন আমাকে; ড. র‍্যাফেল গ্রিনবার্গ, একইভাবে যিনি স্থান পরিদর্শনে আমাকে সহায়তা করেছেন এবং রোজ মেরি এ্যাশেল। সাহায্য ও পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রাচীন ইরাক ও জাদু চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত রচনাবলীর সহকারী সংরক্ষক ইভরিং ফিংকেলকে; এবং আসিরিয়া-ব্যাবিলন-পারস্য অধ্যায়টি সংশোধনের জন্য ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের ইতিহাস ও দর্শন বিভাগের প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ের রিডার ড. এলেনর রবসনকে; এবং গেটওয়ে অব মেজিডো'র বয়স নির্ধারণে মৃৎশিল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে পরামর্শের জন্য ড. নিকোলা শেরেইবারকে; আইএএ-এর খনন ও জরিপ বিভাগের পরিচালক ড. জিডিয়ন আভনি; ড. সাইমন গিবসন; সিটাডেলের ড. রেনে সিভানকে। এবং প্রকল্পজুড়ে বিভিন্ন সাহায্য ও হারামের বন্ধ স্থানগুলোতে প্রবেশের সুযোগ করে দেয়ার জন্য হারাম আশ-শরিফের ইসলামি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পরিচালক ড. ইউসুফ আল নাতশেকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ এবং সফরে সঙ্গী হওয়ার জন্য কাদির আল শিহ-াবিকে। হেরোডীয়-রোমান-বাইজানটাইন যুগের ওপর আমার লেখা পড়ে সংশোধনের জন্য আমি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মার্টিন গুডম্যান ও ড. এড্রিয়ান গোল্ডসওয়ার্দির কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ, আরব, তুর্কি, মামলুকদের ওপর আমার লেখা বিস্তারিতভাবে সংশোধন, পরামর্শ ও উপদেশের জন্য আমি, স্কুল অব অরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজের (এসওএএস) আরবির অধ্যাপক হাগ কেনেডির কাছে বিশাল ঋণে আবদ্ধ; ডা. নাজমি আল জুবেহ, ড. ইউসুফ আল নাতশেহ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাদির আল-শিহাবির কাছেও। মামিলা সমাধির ব্যাপারে ধন্যবাদ দেব তৌফিক দেয়াদেলকে।

ক্রুসেড বিষয়ে আমার লেখা পড়া এবং সংশোধনের জন্য ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গির্জা সম্পর্কিত ইতিহাসের প্রফেসর জোনাথন রিলে-স্মিথ এবং ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর ডেভিড আবু লাফিয়াকে ধন্যবাদ।

ফাতিমীয় থেকে উসমানিয়া যুগ পর্যন্ত ইহুদি ইতিহাসের ব্যাপারে প্রফেসর আবুলাফিয়াকে ধন্যবাদ, যিনি আমাকে তার লেখা *গ্রেট সি : অ্যা হিউম্যান হিস্ট্রি অব দ্য মেডিটারিয়ান*-এর পাণ্ডুলিপি বিভাগে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছেন, হাইফা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর মিনা রোজেন এবং স্যার মার্টিন গিলবার্টকে যারা আমাকে *ইন ইসমাইলস হাউজ*-এর পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছেন।

উসমানিয়া যুগ ও ফিলিস্তিনি জেরুজালেমের পরিবার অধ্যায়টির জন্য প্রফেসর আদেল মান্নাকে ধন্যবাদ, যিনি ১৬, ১৭ ও ১৮ শতকের পরিচ্ছেদগুলো পড়েছেন এবং সংশোধন করেছেন।

১৯ শতক–সাম্রাজ্যবাদী–জায়নবাদী যুগের প্রাথমিক পর্যায়ের জন্য ধন্যবাদ ইয়েহোশহোয়া বেন-আরিয়েহ; স্যার মার্টিন গিলবার্ট; প্রফেসর টুডর পারফিট; ক্যারোরিল ফিংকেল; ড. আবিজাইল গ্রিনকে ধন্যবাদ যিনি আমাকে তার *মোজেজ মন্টেফিওরি : জুইশ লিবারেটর, ইমপেরিয়াল হিরো* বইয়ের পাণ্ডুলিপি পড়তে দিয়েছেন এবং বশির বারাকার্তকে, জেরুজালেম পরিবারগুলোর ওপর ব্যক্তিগত গবেষণার জন্য। ক্রিস্টেন এলিস অনুগ্রহ করে আমাকে *স্টার অব দ্য মনিং* বইয়ের অপ্রকাশিত অধ্যায়গুলো পড়ার সুযোগ দিয়েছেন। ড. কার্লে মৌরাডিয়ান আমাকে অনেক উপদেশ ও উপকরণ দিয়েছেন। ডিসরাইলি এবং অন্যান্য বিষয়ে অধ্যাপক মিনা রোজেন তার গবেষণা শেয়ার করেছেন। রাশিয়ান সংযোগ পরিচ্ছেদের ব্যাপারে প্রফেসর সাইমন ডিজনকে এবং মস্কোর গালিনা বাবকোভাকে ধন্যবাদ; আর্মেনিয়ানদের ব্যাপারে জর্জ হিন্টলিয়ান এবং ড. ইগর ডরফম্যান-লাজারেভকে ধন্যবাদ।

জায়নবাদী যুগ, ২০ শতক ও পরিশিষ্ট অধ্যায়ের জন্য আমি বিশাল ধন্যবাদ দেব চাতাম হাউজের মধ্যপ্রাচ্য-বিষয়ক এসোসিয়েট ফেলো ড. নাদিম শেহাদিকে এবং এসওএএস-এর প্রফেসর কলিন শিন্ডলারকে। তারা দুজনই পুরো অধ্যায়টি পড়েছেন, সংশোধন করেছেন। বইটি সংশোধনে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি *ইকোনমিস্ট* ও *হারেজ*-এর ডেভিড ও জ্যাকি ল্যান্ডাউয়ের কাছে কৃতজ্ঞ। পরামর্শ প্রদান এবং যোগাযোগে করিয়ে দেওয়ার জন্য ড. জ্যাক গাউটিয়ার, ড. আলবার্ট আঘাজারিয়ান, জামাল আল-নুসেইবেহকে ধন্যবাদ। নিরাপত্তা দেয়াল এলাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফর সঙ্গী হওয়ার জন্য হুদা ইমাম; আল্ট্রা-অর্থোডক্সদের ওপর গবেষণার জন্য ইয়াকুভ লুপোকে ধন্যবাদ।

আমি ক্যাম্ব্রিজের গনভিলে অ্যান্ড কাইয়াস কলেজের ড. জন ক্যাসির কাছে অনেক ঋণী। তিনি উদারতার সঙ্গে নির্দয়ভাবে পুরো বাইটি সংশোধন করেছেন। আরো করেছেন, ১৯৭৫-৯৫ সাল পর্যন্ত আর্মেনিয়ান প্যাটরিয়ারশেটের সচিব, উসমানীয় যুগের ইতিহাস বিষয়ে পণ্ডিত জর্জ হিন্টলিয়ান। আরবি বিষয়গুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়ার জন্য মারাল আমিন কুত্তিনেহকে বিশেষ ধন্যবাদ।

পরামর্শ দেওয়া এবং জেরুজালেমের বনেদি পরিবারগুলোর পরবর্তী সদস্যদের পারিবারিক ইতিহাস, তাদের সাক্ষাতকার নেওয়া বা আলোচনার জন্য ধন্যবাদ মুহাম্মদ আল-আলামি, নাসেরুদ্দিন আল-নাশাসিবি, জামাল আল-নুসাইবেহ, জাকি আল নুসাইবেহ, ওয়াজেদ আল-নুসাইবেহ, সাইদা আল-নুসাইবেহ, মাহমুদ আল-জারাল্লাহ, জেরুজালেম ইনিস্টিটিউটের হুদা ইমাম, হাইফা আল খালিদি, কাদের আল শিহাবি, সাইদ আল-হুসেইনি, ইব্রাহিম আল-হুসেইনি, ওমর আল-দাজানি, আদেদ আল-জুলেই, মারাল আমিন কুত্তিনেহ, ড. রাজাই ম. আল-দাজানি, রানু আল-দাজানি, আবেদ আল-আনসারি, জানি কোয়াজাজ, আমার পছন্দের আবু সুকরি রেস্টুরেন্টের মালিক ইয়াসের সুকি তোহা; কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর রাশিদ খালিদিকে।

ওয়েস্টার্ন ওয়ালের রাব্বি স্যামুয়েল রবিনোভিটজকে ধন্যবাদ। ক্যাথলিক ফাদার এথানাসিয়াস মাকোরা, চার্চ অব দ্য হলি সেপালচরের আর্মেনিয়ান সুপেরিয়র ফাদার স্যামুয়েল আগোইয়ান, কপ্টিকদের ফাদার এফরাইম এলোরাশমাইলি, সিরীয় বিশপ সেভেরিয়াস, সিরীয় ফাদার মালকে মোরাতকে ধন্যবাদ।

আমি ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেস এবং লর্ড ওয়াইডেনফিল্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ। তাদের দুজনই আইডিয়া দিয়েছেন, স্মৃতিচারণ করেছেন। জেরুজালেমের জর্ডান অংশ নিয়ে স্মৃতিচারণের জন্য জর্ডানের প্রিন্সেস ফারিয়াল এবং প্রিন্স তালাল বিন মোহাম্মদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

মা প্রিন্সেস এন্ড্রু অব গ্রিস এবং চাচি গ্র্যান্ড ডাচিস ইলা সম্পর্কে লেখাটি দেখে দেওয়া এবং পরামর্শের জন্য এইচআরএইচ ডিউক অব এডিনবরা এবং এইচআরএইচ প্রিন্স অব ওয়েলসকে ধন্যবাদ। নিজেদের ব্যক্তিগত মোহাফেজখানায় প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আর্ল অব মরলে ও হন এবং মনোমুগ্ধকর আতিথিয়েতার জন্য মিসেস নাইজেল পার্কারের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আইজ্যাক ইয়াকোভি, জেরুজালেমের সঙ্গে যিনি পরিচয় করিয়েছেন আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আওসচউইটজ থেকে বেঁচে যাওয়া, ১৯৪৮ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের যোদ্ধা, সব কাজের কাজি, বেন-গুরিয়ানের অফিসের তরুণ সহকারী, মেয়র টেডি কোলেকের অধীনে পূর্ব জেরুজালেম উন্নয়ন কোম্পানির দীর্ঘকালীন চেয়ারম্যান।

ইসরাইল ও ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ– উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা সময়, আইডিয়া ও তথ্য দেওয়া এবং আলোচনার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত উদার। ধন্যবাদ লন্ডনে ইসরাইলি রাষ্ট্রদূত রন প্রসরকে এবং ইসরাইলি দূতাবাসের রানি গিদর, শ্যারন হ্যানয় এবং রনিট বেন ডোরকে। ধন্যবাদ লন্ডনে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের রাষ্ট্রদূত প্রফেসর ম্যানুয়েল হাসাসিনকে।

উইলিয়াম ডালরিম্পল এবং চার্লস গ্লাস উভয়েই এই প্রকল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আইডিয়া, উপকরণ ও পাঠ্য তালিকা সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ছিলেন অত্যন্ত উদার। জেরুজালেম ফাউন্ডেশন ছিল অবিশ্বাস্যরকম কাজের : রুথ চেসিন, নারিত গর্ডন, এ্যালান ফ্রিম্যান এবং মিশকেনত শানিমের পরিচালক উপি দ্রমিকে ধন্যবাদ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্যের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে, ফ্রেন্ডস অব ইসরাইল এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন ও একাডেমিক স্টাডি গ্রুপের জন লেভি ও প্রবীণ টেলিভিশন প্রযোজক রে ক্রুসের মতো আর কেউ এতটা সহায়ক ছিল না।

জিওফ্রে স্যব্যাগ-মন্টেফিওরি'র রচনাবলী শেয়ার করার জন্য পিটার সিব্যাগ-মন্টেফিওরি এবং তার মেয়ে লুইসি এসপিনালকে ধন্যবাদ; উইলিয়াম সিব্যাগ-মন্টেফিওরি'র অভিযান নিয়ে গবেষণার জন্য ধন্যবাদ কেট সিব্যাগ-মন্টেফিওরি'কে।

সাহায্য, পরামর্শ ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদঃ আমোস ও নিলয় ওজ, আমেরিকান কলোনি বুকশপের মাস্থের ফাহমি, ফিলিপ উইন্ডসর-আবনের, ডেভিড হারে, ডেভিড ক্রয়াংকার, হান্নাহ কাদের, ফ্রেড আইজম্যান, লিয়া কার্পেন্টার ব্রোকাও, ডানা হারম্যান, ডরোথি এবং ডেভিড হারম্যান, ক্যারোলাইন ফিংকেল, লোরেঞ্জো স্মিথ, প্রফেসর বেঞ্জামিন কাদের, ইয়ায়োভ ফারহি, দিয়ালা তেহলাত, জিয়াদ ক্লট, ইউসেফ খালাত, রানিয়া জুবরান, রেবেকা আব্রাম, স্যার রোক্কো এবং লেডি ফোরতি, কেনেথ রোজ, দোরিত মুসায়েফ এবং তার পিতা শ্লোমো মুসায়েফ, স্যার রোনাল্ড ও লেডি কোহেন, ডেভিড খলিলি, রিচার্ড ফোরম্যান, ব্রিয়ান প্রিন্স, টম হল্যান্ড, তারেক আবু জাইদ, প্রফেসর ইসরাইল ফিনকেলস্টেইন, প্রফেসর আভিগদর শিনান, প্রফেসর ইয়াইর জাকোভিচ, জনাথন ফোরম্যান, মুসা ক্লেবনিকফ, আরলেন লোসকোনা, কেরি এ্যাসটোন, রেভারেন্ড রবিন গ্রিফিথ জোনস, দ্য মাস্টার অব টেম্পল, হানি আবু দিয়াব, মিরিয়াম অভিতস, জোয়ানা শিলিম্যান, সারাহ হেলম, প্রফেসর সাইমন গোল্ডহিল, ড. ডরোথি কিং, ড. ফিলিপ মানসেল, স্যাম কিলে, জন মিকলেথউইট, *ইকোনমিস্ট* সম্পাদক, জিদেয়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিচফিল্ড, রাব্বি মার্ক উইনার, মাউরিক বিটন, কিউরেটর অব বেভিস মার্কস সিনাগগ, রাব্বি আব্রাহাম লেভি, প্রফেসর হ্যারি জেটলিন, প্রফেসর এফ. এম. আল-এলিওসারি, মেলানি ফল, রাব্বি ডেভিড গোল্ডবার্গ, মেলেনি গিবসন, আনাবেল ওয়েডেনফিল্ড, এডাম, জিল, ডেভিড ও র‍্যাচেল মন্টেফিওরি, ড. গ্যাব্রিল বার্কে, মারেক তাম, *নিউ ইয়র্ক টাইমস*-এর ইথান ব্রোনার, হেনরি হ্যামিং, উইলিয়াম সিগহার্ট। গবেষণা কাজে সাহায্যের জন্য টম মর্গানকে ধন্যবাদ।

আমার এজেন্ট জর্জিনা চ্যাপেল এবং আমার আন্তর্জাতিক স্বত্ব এজেন্ট আবি গিলবার্ট ও রোমিলি মাস্টকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার ব্রিটিশ প্রকাশক এলান স্যামসন, ইয়ন ট্রিউইন এবং সুসান ল্যাম্বকে, ওয়েডেনফিল্ডে আমার তুখোড় মেধাবি সম্পাদক বেন হেমিং; এবং কপি সম্পাদনাকারীদের গুরু পিটার জেমস। ধন্যবাদ আমার দীর্ঘ সময়ের সম্পদকদের প্রতি : নফ-এ সনি মেথা; ব্রাজিলে *কোম্পানিয়া দাস লিটরাস*-এর লুইজ শেয়ার্জ এবং আনা পলা হিসায়ামা; ফ্রান্সে *ক্যালম্যান লেভি*'র মিরেইলি পাওলনি, জার্মানিতে *ফিশার*-এর পিটার সিলেম; ইসরাইলে *কিনারেত*-এর জিভ লুইস; হল্যান্ডে *নাইউ আমস্টারডেম*-এর হেঙ্ক ভন টার বর্গ; নরওয়ের *ক্যাপেলেন*-এর ইদা বার্নস্টেন ও জার্দ জনসন; পেল্যান্ডে *ম্যাগনাম*-এর জোলান্টা উলোসজানোস্কা; পর্তুগালে *এলেথিয়া এডিটরস*-এর আলেক্সান্দ্রা লুরো; স্পেনে *ক্রিটিকা'এর* কারমেন এস্তেবান; এস্তোনিয়ায় *ভারাক*-এর ক্রিস্টা কায়ের; এবং সুইডেনে *নরস্টেডস*-এর পের ফাউস্টিনো ও স্টিফেন হিলডিং।

আমার বাবা ড. স্টিফেন ও মা এপ্রিল সিব্যাগ-মন্টেফিওরি আমার বইগুলোর চমৎকার দুই সম্পাদক। সর্বোপরি আমার স্ত্রী সান্তাকে ধন্যবাদ দিতে চাই, এই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় যে ছিল ধৈর্যশীল, উৎসাহী ও প্রেমময়ী সুলতানা। সান্তা এবং আমার সন্তান লিলি ও শাসা নিঃসন্দেহে আমার মতোই জেরুজালেম সিনড্রোম-এ ভুগেছে। তারা হয়তো কখনো সেরে উঠবে না। কিন্তু রক, ওয়াল ও সেপালচর সম্পর্কে অনেক ধর্মপ্রচারক, রাব্বি বা আলেমের চেয়ে তাদের জানাশোনা অনেক বেশি হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম, অনুবাদ ও পদবি প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত বিবরণ

বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং দুর্বোধ্য অনেক নাম, ভাষায় পরিপূর্ণ এই বই, যেগুলো বুঝাতে গিয়ে নতুনভাবে অনুবাদের প্রশ্ন দেখা দেয়। এই বই সাধারণ পাঠকদের জন্য। তাই আমার চেষ্টা ছিল সবচেয়ে সহজবোধ্য এবং পরিচিত নামগুলো ব্যবহার করা। এই সিদ্ধান্তের কারণে যে সব শুদ্ধবাদী ক্ষুব্ধ হবেন, আমি তাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।

জুদাইন আমলে হাসমোনিয়ান রাজাদের নামের ক্ষেত্রে আমি ল্যাতিন বা হিব্রুর বদলে গ্রিক ব্যবহার করেছি– যেমন, এরিস্টোবুলাস। তবে, হেরোডের ভগ্নিপতির মতো ছোটখাটো চরিত্রের বেলায় আমি আরো অনেক এরিস্টোবুলাসের সঙ্গে বিভ্রান্তি এড়াতে তার গ্রিক নাম এরিস্টোবুলাস-এর পরিবর্তে হিব্রু নাম জোনাথন ব্যবহার করেছি। পারিবারিক নামের ক্ষেত্রে আমি পরিচিত নাম– হেরোড (হ্যারোডস নয়), পম্পেই, মার্ক এন্থনি, তৈমুর লঙ, সালাদিন (বাংলা অনুবাদ সালাহউদ্দিন) এসব ব্যবহার করেছি। পারস্যবাসীর ক্ষেত্রে সাইরাসের মতো অতি পরিচিত নামগুলো গ্রহণ করেছি আমি। ম্যাকাবি পরিবার হাসমোনিয়ান রাজবংশের মতোই শাসন করেছিল, কিন্তু স্পষ্টতার স্বার্থে বইয়ে আগাগোড়া আমি তাদেরকে মেকাবি বলেই উল্লেখ করেছি।

আরব আমলের ক্ষেত্রে এই চ্যালেঞ্জ আরো অনেক বড়। সঙ্গতি রক্ষার ভান না করে আমি সাধারণভাবে নামের পরিচিত ইংরেজি ধরনগুলোই ব্যবহার করেছি। যেমন, দামেস্ক-এর বদলে দামাস্কাস। ব্যক্তি, দল ও শহরের পূর্বে 'আল' অব্যয় ব্যবহার করিনি। তবে, যৌগিক নামের মাঝে, নামটি প্রথমবারের মতো উল্লেখ এবং টিকায় তা ব্যবহার করেছি। বিভিন্ন ভাষার বর্ণের সঙ্গে যে চিহ্ন থাকে, তা ব্যবহার করিনি। আব্বাসী এবং ফাতেমী খলিফা এবং আইয়ুবী সুলতানদের বেশির ভাগ তাদের নামের সঙ্গে একটি উপাধি 'লকব' গ্রহণ করেছেন, যেমন, আল-মনসুর। পড়ার সুবিধার্থে আমি সব জায়গায় 'আল' শব্দটি বাদ দিয়ে দিয়েছি। অতি পরিচিত নাম ছাড়া আমি 'বিন' শব্দের বদলে 'ইবন্' (ইবনে) শব্দটি ব্যবহার করেছি। ঠিক একইভাবে সুবিধার জন্য আমি আবু সুফিয়ানের মতো নামের ক্ষেত্রে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরবি সম্বন্ধপদ (যেমন, মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান) ব্যবহার করিনি। আমি সাধারণভাবে আইয়ুবীদের বলেছি 'সালাদিনের (সালাহউদ্দিন) বংশধর'।

আরবি নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের মধ্যে কোনো সঙ্গতি নেই। যেমন, আরব্য রজনীর গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে বিখ্যাত হয়ে থাকা হারুন আল রশিদ ছাড়া আব্বাসীয় অন্য শাসকরা রাজকীয় নামেই পরিচিত। ১২ শতকের সুলতান সালাদিনকে (বাংলাদেশে তিনি সালাহউদ্দিন নামে বেশি পরিচিত হওয়ায় আমরা অনুবাদে সালাহউদ্দিন লিখেছি) সব ইতিহাসবিদ একই নামে অভিহিত করেছেন। অন্যদিকে, তার ভাইয়ের নাম আল-আদিল। সালাহউদ্দিনের জন্মের সময় নাম রাখা হয়েছিল ইউসুফ ইবনে আইয়ুব; তার ভাই আবু বকর ইবনে আইয়ুব। দুজনই সম্মানসূচক নাম গ্রহণ করেছেন, যথাক্রমে সালাহ-উদ-দিন (অর্থাৎ সালাহউদ্দিন) এবং সাইফ-উদ-দিন (অর্থাৎ সাইফউদ্দিন)। পরে দুজনেই রাজকীয় নাম, সালাহউদ্দিন আল নাসির (বিজয়ী) এবং তার ভাই আল-আদিল (ন্যায়পরায়ণ) গ্রহণ করেন। সহজ করতে, আইয়ুবীদের নাম নিয়ে কিছুটা বিভ্রান্তি এড়ানো এবং কিছুটা সালাহউদ্দিনের সঙ্গে সংযোগ বোঝাতে আমি আমি যথাক্রমে সালাদিন ও সাফেদিন (বাংলা অনুবাদে সাইফউদ্দিন) ব্যবহার করেছি। আল-আদিল, আল-আজিজ, আল-আফজাল এগুলো ব্যবহার করিনি।

মামলুক আমলের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা সাধারণত আল-জাহির উপাধির (বংশের প্রতিষ্ঠাতা) বদলে সুলতানের আসল নাম বেইবার্স ব্যবহার করেছেন। অন্যদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময় বংশীয় উপাধি ব্যবহার করেছেন। তবে, আল-নাসির মোহাম্মদের ক্ষেত্রে দুই নামই ব্যবহার করা হয়েছে। অসঙ্গতির এই ঐতিহ্য আমিও রেখেছি।

তুরস্কের উসমানিয়া আমলের কম আলোচিত নামগুলোর ক্ষেত্রে আমি আরবি বানানের বদলে তুর্কি ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। কেবল সবচেয়ে স্বীকৃত সংস্করণটি গ্রহণ করেছি আমি : জামাল পাশা (লেখক জেমাল পাশা লিখেছেন, বাংলা অনুবাদে লেখা হয়েছে জামাল পাশা) তুর্কিতে ছেমাল এবং প্রায়ই এর অনুবাদ হয় জেমাল। আমি মোহাম্মদ আলীর বদলে মেহমেত আলী ব্যবহার করেছি।

আধুনিক যুগে, আমি বলেছি মক্কার শরিফ হোসেইন ইবনে আলী অথবা হেজাজের বাদশাহ হোসেইন। আমি তার ছেলেদের ফয়সাল ও আব্দুল্লাহ ইবনে হোসেইনের বদলে বলেছি যুবরাজ (প্রিন্স) বা আমির (যতক্ষণ না তারা বাদশাহ বা রাজা হয়েছেন) ফয়সাল ও আব্দুল্লাহ। আমি প্রথম যুগের জন্য তাদেরকে শরিফ পরিবার এবং পরবর্তীকালে হাশেমি পরিবার হিসেবে অভিহিত করেছি। আমি সৌদি আরবের প্রথম বাদশাহকে উল্লেখ করেছি আব্দুল আজিজ আল-সৌদ নামে। তবে, এর পশ্চিমা সংস্করণ ইবনে সৌদ ব্যবহার করেছি। ফ্রেডারিক ভেস্টরকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিয়ে করেন বার্থা স্প্যাফোর্ড। সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আমি আগাগোড়া তাকে স্প্যাফোর্ড নামে উল্লেখ করেছি।

কেনান, জুদাহ, জুদিয়া, ইসরাইল, প্যালেসতিনা, বিলাদ আল-শামস, প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন), গ্রেটার (বৃহত্তর) সিরিয়া, কোয়েলে সিরিয়া, পূণ্যভূমি–এমন অনেক নাম ব্যবহার করা হয়েছে দেশটিকে বুঝাতে। এগুলোর সীমানাও এক নয়। বলা হয়, জেরুজালেমের ১৭টি নাম আছে (এর কয়েকটির তালিকা পরিশিষ্টে দেওয়া আছে)। শহরের মধ্যে, ঈশ্বরের ঘর, পূণ্যগৃহ, দ্য টেম্পল- এর সবগুলোই ইহুদি টেম্পলকে বুঝিয়েছে। ডোম, কুব্বাতুল-সাখরা, টেম্পল অব দি লর্ড, টেম্পলাম ডোমিনি বলতে বোঝানো হয়েছে ডোম অব দ্য রককে। আল-আকসা হলো হজরত সোলাইয়মান প্রার্থনাগৃহ। টেম্পল মাউন্টের হিব্রু নাম হার হাবেইত, আরবিতে হারাম আল-শরিফ। একে আমি পবিত্র চত্বর (এসপ্লানেড) হিসেবেও উল্লেখ করেছি। স্যাঙচুয়ারি বলতে প্রথমে হলি অব হলিজ বা পরের দিকে টেম্পল মাউন্টকে বুঝিয়েছি, মুসলমানরা যাকে নোবল স্যাঙচুয়ারি (হারাম শরিফ) বলে। মুসলমানদের কাছে দুটি হারাম শরিফ (নোবল স্যাঙচুয়ারি) বলতে বোঝায় জেরুজালেম এবং হেবরন (অন্য একটি হেরোডীয় ভবন তথা হজরত ইব্রাহিম ও প্যাট্রিয়ার্কদের সমাধি)। দি এনাসথেসিস, দ্য চার্চ, দ্য সেপালচর এবং দেইর সুলতান বলতে চার্চ অব হলি সেপালচরকে বুঝিয়েছি। আরবিতে পাথর হলো সাখরা; হিব্রুতে ভিত্তিপ্রস্তর (ফাউন্ডেশন-স্টোন) হলো ইভেন হাসাথিয়া; হলি অব হলিজ হলো কোদেশ হা কোদেশিম। দ্য ওয়াল, দ্য কোতেল, ওয়েস্টার্ন (পশ্চিম) ও ওয়েলিং (কান্না) দেয়াল এবং আল-বোরাক দেয়াল বলতে ইহুদিদের পবিত্র স্থানগুলোকে বোঝানো হয়েছে। সিটাডেল বা নগরদুর্গ এবং দাউদের মিনার (টাওয়ার অব ডেভিড) বলতে জাফা ফটকের কাছে হেরোডীয়দের দুর্গকে বোঝানো হয়েছে। ভার্জিন'স টম্ব এবং সেন্ট মেরি অব জেহোশেফাট একই স্থান। জেহোশেফাট উপত্যকা হলো কিদরন উপত্যকা। দাউদের সমাধি (ডেভিড'স টম্ব), নবি দাউদ, দি সিনাকল ও কোয়েনাকুলাম বলতে জায়ন পর্বতের মন্দিরকে বোঝানো হয়েছে। প্রতিটি ফটকের নাম এত অসংখ্য এবং নামগুলো এত ঘনঘন পরিবর্তন হয়েছে যে, এর তালিকা করা অর্থহীন। প্রতিটি সড়কের অন্তত তিনটি নাম আছে : ওল্ড সিটির (পুরান শহর) মূল সড়কটির নাম আরবিতে আল ওয়াদ; হিব্রুতে হা-গেই এবং ইংরেজিতে ভ্যালি।

ইস্টার্ন রোম এবং এর সাম্রাজ্য বোঝাতে কনস্টানটিনোপল ও বাইজানটিয়াম ব্যবহার করা হয়েছে। ১৪৫৩ সালের পর এই শহরকে আমি বলেছি ইস্তাম্বুল। ক্যাথলিক ও ল্যাতিন পর্যায়ক্রমে ব্যবহার করা হয়েছে; অর্থোডক্স এবং গ্রিকের ক্ষেত্রেও তাই। কখনো ইরান এবং কখনো পারস্য ব্যবহার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজবোধ্য করার জন্য মেসোপটেমিয়ার বদলে আমি ইরাক শব্দটি ব্যবহার করেছি।

উপাধির ক্ষেত্রে : ল্যাতিন ভাষায় রোম সম্রাটদের নাম ছিল *প্রিনসেপ*, পরে *ইমপারেটর;* বাইজেনটাইন সম্রাটরা পরে গ্রিক ভাষায় হয়ে যান *বাসিলিয়স*। ইসলামের প্রথম যুগে, হজরত মোহাম্মদের (লেখক শুধু মোহাম্মদ লিখেছেন, অনুবাদে হজরত যোগ করা হয়েছে) উত্তরাধিকারীদের বেশির ভাগ ছিলেন আমির উল মুমিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা বা মুমিনদের কমান্ডার) ও খলিফা। সুলতান, পাদিশাহ (বাদশাহ) ও খলিফা- এগুলো ছিলো উসমানিয়া শাসকদের উপাধি। জার্মানিতে কাইজার ও এ্যামপেরর (বাংলা অনুবাদে সম্রাট) এবং রাশিয়ায় জার ও এমপেরর পরিবর্তনশীলভাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাবনা

চার মাস জেরুজালেম অবরোধ করে রাখার পর রোমান সম্রাট ভেসপ্যাসিয়ানাসের ছেলে টাইটাস ইহুদি মাস এব-এর ৮ম দিনে (৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে) তার সেনাবাহিনীকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে জানালেন, পরদিন খুব ভোরে টেম্পলে (মন্দির) অভিযান চালানো হবে। পরের দিনটি ছিল ৫০০ বছর আগে বেবিলনিয়ানরা যেভাবে জেরুজালেমকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছিল, ঠিক তেমন। টাইটাসের নেতৃত্বে চারটি লিজিয়ন নিয়ে গঠিত সেনাদল-রোমান ও স্থানীয় ভাড়াটে মিলিয়ে ৬০ হাজার সৈন্য এই নগরীর ওপর চূড়ান্ত আঘাত হানার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল। প্রাচীরগুলোর মাঝে প্রায় পাঁচ লাখ অভুক্ত ইহুদি নারকীয় পরিবেশে টিকে থাকার লড়াই করে চলছিল। এদের কেউ ছিল চরমপন্থী ধর্মীয় গোষ্ঠীর সদস্য, কেউ বেপরোয়া দস্যু, তবে বেশির ভাগ নিরপরাধ সাধারণ মানুষ, জাঁকাল মৃত্যু-ফাঁদ থেকে পালানোর আর কোনো পথ ছিল না তাদের সামনে। জুদাইয়ের বাইরেও অনেক ইহুদি বাস করত। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে নিকট প্রাচ্য পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে এরা বাস করছিল। টিকে থাকার এই চূড়ান্ত সংগ্রামে কেবল এই শহর এবং এর অধিবাসীদের ভাগ্যই নির্ধারিত হয়নি, ইহুদিবাদ এবং খ্রিস্টধর্মের অনুসারী ক্ষুদ্র ইহুদি সম্প্রদায়ের ভবিষ্যতও নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। এমনকি আরো সামনে তাকালে দেখা যাবে, ছয় শ' বছর পর ইসলামের রূপায়নকেও তা প্রভাবিত করেছে।

রোমানেরা টেম্পলের দেয়ালে ওঠার জন্য ঢালু পথ তৈরি করেছিল। কিন্তু তাদের হামলা ব্যর্থ হলো। সেদিন সকালের দিকে টাইটাস তার সেনাপতিদের বললেন, এই 'ভিনদেশী উপাসনালয়' রক্ষা করতে গিয়ে তার অনেক সৈন্যকে জীবন দিতে হয়েছে। তিনি টেম্পলের ফটকগুলোতে আগুন লাগানোর নির্দেশ দেন। ফটকের রৌপ্য গলে পড়ে, কাঠের তৈরি প্রবেশপথ ও জানালাগুলোতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এরপর টেম্পলের প্রবেশপথে কাঠের তৈরি সাজ-সরঞ্জামগুলো পুড়তে শুরু করে। আগুন নেভানোর নির্দেশ দেন টাইটাস। তিনি ঘোষণা করেন, রোমানরা 'মানুষের বদলে প্রাণহীন বস্তুগুলোর ওপর প্রতিশোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেবে না।' এরপর তিনি ক্ষান্ত দিয়ে, মনোমুগ্ধকর টেম্পল কমপ্লেক্স দেখা যায় এমন দূরে, আধা-বিধ্বস্ত অ্যান্টোনিয়া টাওয়ারে তার সদর দফতরে রাত কাটাতে চলে যান।

দেয়ালের চারপাশে বিভীষিকাময় দৃশ্য, যেন পৃথিবীর বুকে সাক্ষাত নরক। খোলা আকাশের নিচে হাজার হাজার লাশ পচছে। অসহ্য দুর্গন্ধে টেকা দায়। শবদেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কুকুর-শিয়ালের দল। সব বন্দী ও পক্ষত্যাগকারীকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন টাইটাস। প্রতিদিন পাঁচশ' করে ইহুদিকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। মাউন্ট অব অলিভসসহ (জলপাই পাহাড়) নগরীর আশপাশে যতগুলো পাহাড় ছিল, সবগুলোতে হাজার হাজার ক্রুশ খাড়া হয়ে আছে। নতুন কোনো ক্রুশ বসানোর জায়গা নেই। ক্রুশ বানানোর জন্য গাছেরও অভাব দেখা দেয়।[১] টাইটাসের সৈন্যরা মজা করার জন্য শিকারকে ঢালু কোনো জায়গায় ডানা ছড়ানো ঈগলের মতো করে হাত-পা ছাড়িয়ে পেরেক দিয়ে গেথে রাখত। জেরুজালেম থেকে পালানোর জন্য মানুষ এতটাই মরিয়া হয়ে ওঠে যে, সম্পদ লুকানোর জায়গা না পেয়ে মুদ্রাগুলো গিলে খায়। তারা ভেবেছিল রোমানদের হাত থেকে বাঁচতে পারলে এগুলো ফের উদ্ধার করে নেবে। তাদের দেখে মনে হতে লাগল দুর্ভিক্ষের কারণে পেট ফুলে গেছে এবং পেটফোলা রোগে আক্রান্ত। কিন্তু, এরপর তারা যদি কিছু খেত, তাদের পেট 'ফেটে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেত'।

এভাবে পেট ফেটে গেলে সৈন্যরা দেখতে পায়, এই দুর্গন্ধময় অন্ত্রগুলো যেন ধনভাণ্ডার। এবার তারা জীবন্ত অবস্থাতেই বন্দিদের পেট চিড়ে দেখতে লাগল সেখানে কিছু লুকানো আছে কি না। টাইটাস আতঙ্কিত হয়ে পড়লেন, এই নৃশংস কাজ বন্ধ করতে বললেন। কিন্তু তাতে কোনো ফল হলো না : টাইটাসের সিরীয় ভাড়াটে সৈন্যরা, ইহুদিদের সঙ্গে যাদের ছিল আজীবন ঘৃণার সম্পর্ক, উৎসাহ নিয়ে এই প্রাণসংহারী খেলা চালিয়ে যেতে লাগল।[২] প্রাচীরের অভ্যন্তরে রোমান ও বিদ্রোহীদের হিংস্রতার তাণ্ডব ২০ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ গণহত্যাগুলোর সঙ্গে তুলনা করা চলে।

এমন এক সময় এই যুদ্ধ শুরু হয়েছিল, যখন অদক্ষ ও লোভী রোমান গভর্নররা রোমের ইহুদি মিত্র জুদাইন অভিজাতদের পর্যন্ত অপদস্ত করা শুরু করেন। ফলে তা একটি ধর্মভিত্তিক গণঅভ্যুত্থানের অভিন্ন কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিদ্রোহীরা ছিল ধার্মিক ইহুদিদের সঙ্গে সুযোগ সন্ধানী দস্যুদলের মিশ্রণ। সম্রাট নিরোর পতন এবং যে গোলযোগের কারণে তিনি আত্মহত্যার পথ বেছে নেন, তাকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে এরা রোমানদের বিতাড়ন এবং টেম্পলকে ভিত্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছিল। কিন্তু শিগগিরই পারস্পরিক রক্তক্ষয়ী কোন্দল ও গোষ্ঠীগত লড়াইয়ে নিঃশেষ হয়ে যায় ইহুদি বিপ্লব।

নিরোর পর তিনজন রোমান সম্রাট অতি দ্রুত এবং বিভ্রান্তিকরভাবে উত্তরাধিকারী হিসেবে সিংহাসনে বসেন। এরই মধ্যে সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হলেন ভেসপ্যাসিয়ান, তিনি টাইটাসকে পাঠালেন জেরুজালেম অধিকারের জন্য। তখন এই নগরী ছিল তিনজন যুদ্ধবাজ নেতার মধ্যে বিভক্ত। এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করছিল। ইহুদি যুদ্ধবাজরা প্রথমে টেম্পলের আঙিনায় লড়াইয়ে লিপ্ত হয়। শুরু হয় রক্তপাত। এরপর তারা নগরীতে লুটতরাজ শুরু করে।

তাদের যোদ্ধারা ধনী প্রতিবেশীদের ঘরে হামলা চালায়, বাড়িঘর তছনছ করা হয়, পুরুষদের হত্যা, নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতন চলে– 'তাদের জন্য এটা ছিল খেলা। শক্তির উন্মত্ততা এবং ধরপাকড়ের শিহরণের সঙ্গে সম্ভবত মিশেছিল লুট করা মদের প্রভাব। তারা মেয়েলি ধরনের খামখেয়ালিপনার মধ্যে গা ভাসিয়ে দেয়। তারা মেয়েদের মতো করে চুল রাখত, মেয়েদের পোশাক পরত, অলংকার দিয়ে নিজেদের সাজাত, এমনকি চোখের নিচে রং লাগাত।'

লুট করে আনা সুন্দর রংচঙে আলখেল্লা পরা এসব গ্রাম্য খুনি তাদের পথে যাকে পেত তাকেই হত্যা করত। দুষ্কর্ম উদ্ভাবনে পারদর্শীতার পরিচয় দেয় এরা। 'অবৈধ আমোদ-প্রমোদের বহু উপায় আবিষ্কার করেছিল' তারা। 'অসহ্যকর অপবিত্রতা' থেকে নিবৃত্ত হওয়ার স্থান জেরুজালেম পরিণত হয় 'পতিতালয়' ও 'নির্যাতন কেন্দ্রে'। এরপরও তা ছিল পূণ্যস্থান।[৩]

কোনোভাবে টেম্পলের কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। এপ্রিলে, ঠিক রোমান অবরোধ শুরু হওয়ার আগে, পাসওভার পালনের জন্য তীর্থযাত্রীদের আগমন ঘটে। নগরীর স্বাভাবিক জনসংখ্যা ছিল লক্ষাধিক। রোমানেরা তীর্থযাত্রী এবং অনেক উদ্বাস্তুকে এখানে আটকে রেখেছিল। ফলে নগরীতে এখন জনসংখ্যা কয়েক লাখ। টাইটাস নগরী অবরোধ করার পরই কেবল গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের মধ্যকার লড়াই বন্ধ করেছিল। তারা তাদের ২১ হাজার যোদ্ধা একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে রোমানদের মুখোমুখি হয়।

মাউন্ট স্কুপাস (গ্রিক শব্দ *স্কুপিও* থেকে এই পর্বতের নামকরণ হয়েছে, যার অর্থ তাকানো।) থেকে প্রথমবারের মতো নগরীটিকে দেখলেন টাইটাস। প্লিনি নগরীটিকে বর্ণনা করেছেন, 'প্রাচ্যের সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় নগরী', একটি সমৃদ্ধ, বর্ধনশীল বহুজাতিক নগরী, প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে মহান মন্দিরগুলোর একটিকে ঘিরে যা গড়ে উঠেছে, যা নিজেও একটি বিপুল আয়তনের অপূর্ব সুন্দর শিল্পকর্ম। জেরুজালেম তার অস্তিত্ব নিয়ে ইতোমধ্যে হাজার বছর পার করেছে। কিন্তু দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাহাড়ের মাঝে, বহু সংখ্যক প্রাচীর ও সুউচ্চ টাওয়ারে ঘেরা এই নগরী প্রথম শতকের আগে আর কখনোই এত জনবহুল বা ভীতিকর ছিল না : বস্তুত ২০ শতকের আগেও আর কখনো জেরুজালেম ফের এতটা প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি। এটা ছিল অসম্ভব মেধাবী, পাগলাটে ধরনের জুদাইন রাজা হেরোড দ্য গ্রেট-এর কৃতিত্ব। তার প্রাসাদ ও দুর্গগুলো আকার আয়তর ও সাজসজ্জার দিক দিয়ে এতটাই কীর্তিময় ও বিলাসবহুল ছিল যে, ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস লিখেছেন, 'এগুলো বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত।'

অসংখ্য গৌরবগাথায় সমৃদ্ধ টেম্পল সবকিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। 'সূর্যোদয়ের সময়' টেম্পল আঙিনা এবং এর গিল্টি করা ফটকগুলো ঝলমল করত। এর প্রতিফলিত আলো রূপকথার পরিবেশ তৈরি করত। যারা চোখ মেলে এই সৌন্দর্য উপভোগের চেষ্টা করত, প্রখর দ্যুতির কারণে চোখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হতো তারা। টাইটাস ও তার সেনাদলের মতো নবাগতরা যখন প্রথমবার টেম্পলটি দেখে, তাদের কাছে একে তুষারে ঢাকা পর্বতের মতো মনে হয়েছিল। ধার্মিক ইহুদিরা জানত মাউন্ট মোরিয়াহ'র শীর্ষে 'নগরীর মাঝে নগরী' হিসেবে পরিচিত কেন্দ্রীয় অংশের ছোট্ট ঘরটিতে সুমহান পবিত্রতা বিরাজ করে। অথচ বস্তু বলতে তেমন কিছুই ছিল না সেখানে। এটি ছিল ইহুদি ধর্মপ্রাণতার প্রাণকেন্দ্র : হলি অব হলিজ-ঈশ্বরের নিজের বাসস্থান।

হেরোডের টেম্পল ছিল একটি তীর্থস্থান। এরপরও তা ছিল প্রাচীর ঘেরা নগরীর মধ্যে প্রায় অজেয় একটি দুর্গ। 'চার সম্রাটের বছরে' রোমান দুর্বলতার সুযোগে এবং জেরুজালেমের দুরারোহ উচ্চতা, এর দুর্ভেদ্যতা এবং টেম্পলের গোলক ধাঁধাপূর্ণ অবস্থানের কারণে অতিমাত্রায় আত্মবিশ্বাসী হয়ে টাইটাসকে মোকাবিলায় অগ্রসর হয় ইহুদিরা। বলতে গেলে বিগত প্রায় পাঁচ বছর ধরে রোমকে অবজ্ঞা করে চলছিল তারা। যাই হোক, তার কাজের জন্য কর্তৃত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সম্পদ ও মেধা– প্রয়োজনীয় সবকিছুই টাইটাসের ছিল। নিয়মতান্ত্রিক দক্ষতা ও সর্বাত্মক শক্তি নিয়ে জেরুজালেমের ঔদ্ধত্ব খর্ব করার জন্য ধাবিত হলেন তিনি। টেম্পলের পশ্চিম দেয়ালের পাশে গুহাগুলোতে পাওয়া পাথরগুলো সম্ভবত টাইটাস বাহিনীর নিক্ষিপ্ত বস্তু। এতে রোমান সেনাদের বোমাবর্ষণের তীব্রতার প্রমাণ মেলে। আত্মহত্যা করার মতো বেপরোয়া হয়ে ইহুদিরা প্রতিটি ইঞ্চির জন্য লড়াই করে। রোমান প্রকৌশলীদের উদ্ভাবনপটুতায় সমৃদ্ধ অস্ত্রভাণ্ডার নিয়ে অবরুদ্ধ নগরীর প্রথম প্রাচীর পার হতে টাইটাসের ১৫ দিন লাগে। তিনি এক হাজার সৈন্য নিয়ে জেরুজালেমের বাজারগুলোর গোলক ধাঁধায় ঢুকে পড়েন, দ্বিতীয় প্রাচীরের ওপর হামলা চালান। কিন্তু ইহুদিরা অবরোধকারী সেনা দলের ওপর পাল্টা হামলা চালিয়ে প্রাচীর পুনর্দখল করে। ফের প্রাচীর লক্ষ করে সর্বাত্মক হামলা চালানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। টাইটাস নগরীতে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এজন্য তিনি বর্ম, শিরোস্ত্রাণ ও ঝকঝকে তরবারি সজ্জিত; পতপত করে ওড়া পতাকা, দীপ্তি ছড়ানো ঈগল এবং 'চোখ ধাঁধানো সাজের অশ্ববাহিনী' নিয়ে সেনাদলের কুচকাওয়াজের আয়োজন করেন। জেরুজালেমের হাজার হাজার মানুষ প্রতিরক্ষা প্রাচীরের ওপর থেকে হতবিহ্বল হয়ে এই প্রদর্শনী দেখে। তারা 'বর্মগুলোর সৌন্দর্য এবং সেনাদলের চমৎকার শৃঙ্খলার' প্রশংসা করে। এরপরও অদম্য থেকে যায় ইহুদিরা, অথবা যুদ্ধবাজদের নির্দেশ আত্মসমর্পণ নয়– অমান্য করতে ভয় পাচ্ছিল তারা।

শেষ পর্যন্ত পুরোপুরি সিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নগরী ঘেরাও করে একটি প্রাচীর নির্মাণ করেন টাইটাস। জুনের শেষের দিকে রোমানরা দুর্ভেদ্য অ্যান্টোনিয়া দুর্গে হামলা চালায়, এখান থেকেই টেম্পল নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল। একটি টাওয়ার ছাড়া দুর্গটি গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ওই টাওয়ারে টাইটাস তার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপন করেন। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি নগরীর চারপাশে পর্বতগুলোর নবপল্লবিত বনে যখন ক্রুশবিদ্ধ শবদেহগুলো ঘিরে মাছি ভনভন করছিল, তখন অনমনীয় গোঁড়ামি, বাতিকগ্রস্ত ধর্ষকামিতা এবং তীব্র ক্ষুধা নিয়ে আসন্ন বিপর্যয়ের আশঙ্কায় নগরীতে এক নিদারুণ যন্ত্রণাময় পরিবেশ তৈরি হয়। সশস্ত্র দুর্বৃত্তদল খাবারের খোঁজে হন্যে হয়ে ছুটোছুটি শুরু করে। শিশুরা তাদের পিতার হাত থেকে খাদ্যকণা ছিনিয়ে নেয়; মায়েরা তার সন্তানের খাবারও চুরি করে খেতে শুরু করে। দরজা বন্ধ থাকলে মনে করা হতো, সেখানে খাবার লুকানো আছে। লুটেরার দল দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে ঘরের লোকজনকে ধরে তাদের মলদ্বারে দিয়ে দণ্ড ঢুকিয়ে লুকানো খাবারের কথা জানাতে বাধ্য করত। কিছু না পেলে 'আরো হিংস্র ও বর্বর হয়ে উঠত। যেন তারা প্রতারিত হয়েছে।' এমনকি যুদ্ধবাজরা খাবার পেলেও হত্যা ও নির্যাতন চালিয়ে যেত অভ্যাসবশত 'নিজেদের পাগলামি বজায় রাখার জন্য'। জেরুজালেমে 'দুষ্ট-শিকার' (উইচ-হান্ট) শুরু হয়। মজুতদার ও খুচরা বিক্রেতাসহ সব মানুষ পরস্পরকে দোষ দিতে থাকে। পরিস্থিতির প্রত্যক্ষদর্শী জোসেফাস লিখেন, অন্য কোনো শহর কোনোকালেই 'কখনো এরকম দুর্দশা মেনে নিত না। পৃথিবীর সূচনা লগ্ন থেকে আর কোনো জাতি এখানকার মতো দুষ্টবুদ্ধিতে সিদ্ধহস্ত উত্তরাধিকার দিতে পারেনি।'[৪]

তরুণরা রাস্তায় রাস্তায় উদ্দেশ্যহীনভাবে 'ছায়ার মতো ঘোরাঘুরি করতে থাকে, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সবাই আক্রান্ত, মরে পড়ে থাকছে। সবখানে দুর্দশা ঘিরে ধরছে। আত্মীয়-স্বজনকে সমাহিত করতে গিয়ে মানুষ মারা যাচ্ছিল। আবার বাছবিচার ছাড়াই পুরোপুরি মারা যাওয়ার আগেই অনেককে সমাহিত করা হচ্ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্ভিক্ষ প্রতিটি পরিবারকে তাদের ঘরের মধ্যেই গোগ্রাসে গিলে খায়। জেরুজালেমবাসী দেখতে থাকে, তাদের প্রিয়জনরা মারা যাচ্ছে, 'শুকনো চোখ ও খোলা মুখে। গভীর নিস্তব্ধতা ও এক ধরনের মরণরাত্রী নগরীকে ঘিরে ধরে'– এরপরও মৃত্যুপথযাত্রী এসব মানুষের 'চোখ নিবদ্ধ ছিল টেম্পলের ওপর।' রাস্তায় রাস্তায় লাশের স্তূপ। ইহুদি ধর্মের নিয়ম উপেক্ষা করে অল্প কিছু দিন পরই লাশ সমাহিত করা বন্ধ হয়ে গেল। সম্ভবত, যিশুখ্রিস্ট এই বিপর্যয় আগাম দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি আসন্ন মহাপ্রলয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'মৃতরা তাদের মৃতদের সমাহিত করবে।' কখনো কখনো বিদ্রোহীরা লাশগুলো প্রাচীরের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিত। রোমানরা সেগুলো তুলে নিয়ে স্তূপ করে রাখত পচে যাওয়ার জন্য। এরপরও বিদ্রোহীরা যুদ্ধ চালিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিল।

নির্ভেজাল রোমান সৈনিক টাইটাস প্রথম হামলার সময় নিজের হাতে বক্রধনু দিয়ে ১২ জন ইহুদিকে হত্যা করেছিলেন। নগরীর পরিস্থিতি দেখে অবশেষে তিনিও হতবিহ্বল ও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি কেবল ঈশ্বরের কাছে কাতর ধ্বনি প্রকাশ করতে পারছিলেন, এসব কিছুর জন্য তিনি দায়ী নন। 'মানব জাতির সুপ্রিয় ও আনন্দের উৎস', তিনি তার মহত্ত্বের জন্য পরিচিত ছিলেন। যখন তিনি দেখেন, বন্ধুদের উপহার দেওয়ার মতো সময় তার নেই তখন তিনি বলতেন, 'বন্ধুরা, আমি একটি দিন হারিয়েছি।' মুখে সুন্দর কথা আর, গোলাকার মুখমণ্ডলের অধিকারী টাইটাস নিজেকে একজন আশীর্বাদপুষ্ট সেনা অধিপতি এবং নতুন সম্রাট ভেসপ্যাপিয়ানের জনপ্রিয় পুত্র হিসেবে প্রমাণ করছিলেন: তাদের অনিশ্চিত বংশধারা নির্ভর করছিল ইহুদি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে টাইটাসের বিজয়ের ওপর।

টাইটাসের কাছে ইহুদি পক্ষত্যাগকারী অনেক ছিল। এদের মধ্যে তিনজন ছিল জেরুজালেমবাসী। এদের একজন ইতিহাসবিদ, একজন রাজা এবং (সম্ভবত) একজন দুবারের রানি, যিনি সিজারেরও শয্যাসঙ্গীনি হচ্ছিলেন। ইতিহাসবিদ ছিলেন টাইটাসের উপদেষ্টা জোসেফাস। তিনি ছিলেন রোমানদের দলে যোগ দেওয়া পক্ষত্যাগকারী বিদ্রোহী ইহুদি সেনাপতি এবং এই ঘটনাবলীর একমাত্র প্রত্যক্ষ সূত্র। রাজা ছিলেন হেরোড দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পা। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ রোমান ইহুদি, যিনি সম্রাট ক্লাউদিয়াসের রাজদরবারে বেড়ে উঠেছিলেন। তিনি ছিলেন ইহুদি টেম্পলের দেখভালকারী। তারই মহান-দাদা হেরোড দ্য গ্রেট যার নির্মাতা। আধুনিক ইসরাইল, সিরিয়া ও লেবাননের উত্তরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড যার শাসনাধীনে ছিল। জেরুজালেমের প্রাসাদে বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন তিনি।

প্রায় সবসময় রাজার সঙ্গী হিসেবে থাকতেন তার বোন বেরেনিস। তিনি ছিলেন এক ইহুদি রাজন্যের কন্যা। বৈবাহিক সূত্রে দুবার রানি হন তিনি। সম্প্রতি তিনি টাইটাসের রক্ষিতা হয়েছেন। পরে তার রোমান শত্রুরা তাকে 'ইহুদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লিওপেট্রা' হিসেবে অপবাদ দেয়। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হলেও 'জীবনের সবচেয়ে ভালো সময় অতিক্রম করছিলেন তিনি, সৌন্দর্যের দিক দিয়েও ছিলেন অতুলনীয়', জোসেফাস লিখেছেন। বিদ্রোহের শুরুতে, একসঙ্গে বসবাসকারী (তাদের মধ্যে অবৈধ সংসর্গ ছিল বলে তাদের শত্রুদের দাবি) তিনি এবং তার ভাই, শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীদের নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেন। এখন বিখ্যাত নগরীটির মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাওয়া অসহায়ভাবে দেখতে থাকেন এই তিন ইহুদি। এর ধ্বংসকারীর শয্যাসঙ্গীনি হয়ে বেরেনিসও তাই করেছেন।

শহরের ভেতরকার বিভিন্ন খবর পাওয়া যেত বন্দী ও পক্ষত্যাগীদের কাছ থেকে। এগুলো জোসেফাসকে অস্থির করে তুলত। তার নিজের মা-বাবাও ভেতরে আটকা পড়েছিল। এমনকি খাবার ফুরিয়ে যেতে শুরু করলেও ভেতরের যোদ্ধারা জীবিত ও মৃত যাকেই পাচ্ছিল তাদের কাছে থাকা সোনা, যৎকিঞ্চিত খাবার, সামান্য শস্যদানার জন্য 'পাগলা কুকুরের মতো হন্যে হয়ে' হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল। তারা গরুর গোবর, চামড়া, কোমরবন্ধনী, জুতা এবং পুরনো খড় পর্যন্ত খাচ্ছিল। মেরি নামে এক ধনাঢ্য মহিলা তার সব অর্থ ও খাবার হারিয়ে এতটাই উন্মাদ হয়ে ওঠেন যে, নিজের ছেলেকে হত্যা করে তাকে রোস্ট করেন। অর্ধেক খেয়ে বাকিটা পড়ে খাওয়ার জন্য রেখে দেন। এই রোস্টের গন্ধ শহরে ছড়িয়ে পরে। বিদ্রোহীদের নাকে গন্ধ গেলে তারা ঘরটি খুঁজে বের করে। দরজা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করে। এমনকি সেই দুর্বৃত্ত দল পর্যন্ত আধ-খাওয়া শিশুর শরীর দেখে 'ভয়ে শিউরে ওঠে ঘর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে।'[৫]

গোয়েন্দাভীতি ও মানসিক বৈকল্য– ইহুদিদের ভাষায়- পূণ্যনগরী জেরুজালেমকে শাসন করতে থাকে। এরপরও ক্ষেপাটে ধোঁকাবাজ ও ধর্মোন্মাদরা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি ও উদ্ধারের আশ্বাস শোনাতে থাকে। জোসেফাসের মতে, জেরুজালেম ছিল, 'খাবারের জন্য পাগল হয়ে যাওয়া বন্য পশুর মতো। যারা এখন নিজ দেহের মাংস খেতে শুরু করেছে।'

৮ম আব-এর সেই রাতে, টাইটাস বিশ্রাম নিতে গেলেন। তার নির্দেশ মতো সৈন্যরা গলিত রূপার কারণে ছড়িয়ে পড়া আগুন পানি ছিটিয়ে নেভানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা আগুন নেভানোর কাজে নিয়োজিত এসব সৈন্যের ওপর হামলা করে। রোমানরা পাল্টা হামলা চালিয়ে ইহুদিদেরকে টেম্পলে ফিরে যেতে বাধ্য করে। এসময় এক 'ঐশ্বরিক ক্রোধ'-এর মতো এক সৈন্য কিছু জলন্ত বস্তু নিয়ে আরেক সৈন্যের কাঁধে চড়ে 'সোনার জানালার' কাঠামো ও পর্দায় আগুন ধরিয়ে দেয়। এর সঙ্গে মূল টেম্পলের চারপাশের কক্ষগুলোর সংযোগ ছিল। সকাল নাগাদ টেম্পলের একেবারে কেন্দ্র পর্যন্ত আগুন পৌঁছে যায়। হলি অব হলিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে আগুন ছড়িয়ে পড়তে দেখে ইহুদিদের মধ্যে শোরগোল পড়ে যায়। আগুন নেভানোর জন্য ছুটে আসে তারা। কিন্তু, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারা ভেতরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আগুনের সর্বগ্রাসী রূপ দেখতে থাকে।

মাত্র কয়েক গজ দূরে অ্যান্টোনিয়া দুর্গের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ঘুম থেকে জেগে ওঠেন টাইটাস। পরিস্থিতি দেখে লাফিয়ে উঠে পূণ্যগৃহের দিকে ছুটে যান আগুন নেভানোর জন্য। তার সহযাত্রীদের মধ্যে জোসেফাস এবং সম্ভবত রাজা অ্যাগ্রিপ্পা ও বেরেনিসও পেছন পেছন ছোটেন। এরপর হাজার হাজার রোমান সৈন্য তাদের পেছনে ছুটে যায়। 'মহাবিস্ময়ের মধ্যে' সবকিছু ঘটছিল। লড়াই ছিল উন্মত্তের মতো। টাইটাস আবারো আগুন নেভানোর নির্দেশ দেন বলে জোসেফাস দাবি করেছেন, নিজের পৃষ্ঠপোষককে ক্ষমা করে দেওয়ার অনেক যুক্তি ছিল এই রোমান সমর্থকের। এরপরও সবাই চিৎকার করছিল। আগুন ছুটে চলছিল। আর রোমান সৈন্যরা মনে করত, যে শহর এতটা একগুঁয়েমির সঙ্গে বাধা দিয়ে চলেছে তা ধ্বংস হয়ে যাওয়াই ভালো। তারা এমন ভান করে, যেন টাইটাসের নির্দেশ শুনতে পায়নি। বরং তারা চিৎকার করে বন্ধুদের আগুনের মধ্যে আরো দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে দিতে উৎসাহিত করে। সৈন্যরা তখন এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, তাদের রক্তলোলুপতা ও সোনার জন্য মরিয়া আচরণে অনেকে পদতলে পিষ্ঠ হয়ে বা জীবন্ত পুড়ে মারা যায়। টেম্পল এমনভাবে লুণ্ঠিত হয়, যে শিগগিরই পুরো প্রাচ্যকে এর মূল্য দিতে হয়েছে। আগুন নেভাতে অক্ষম ছিলেন টাইটাস এবং নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত বিজয়ের কথা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলেন। তিনি জ্বলন্ত টেম্পলের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে হলি অব হলিজে এসে থামলেন। সেখানে সর্বোচ্চ পুরোহিতকেও বছরে মাত্র একবার প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমান সৈন্য থেকে রাজা হওয়া পম্পেইয়ের পর আর কোনো বিদেশী এই স্থানের বিশুদ্ধতা ক্ষুণ্ন করেনি। কিন্তু জোসেফাস লেখেন, টাইটাস এর ভেতরে তাকালেন, 'একে এবং এর মধ্যে সংরক্ষিত জিনিসগুলো দেখলেন। যেগুলো তার দৃষ্টিতে ছিল পরম উৎকৃষ্ট। এবার তিনি সেনা অধিনায়কদের আগুন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য দায়ী সৈন্যদের পেটানোর নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তাদের ক্রোধ ছিল খুবই প্রবল।' আগুন যখন হলি অব হলিজকে ঘিরে ধরে, তখন সাহায্যকারীরা টাইটাসকে টেনে সরিয়ে নেয়। 'এরপর তাদেরকে আগুন লাগাতে বারণ করার মতো কেউ আর সেখানে ছিল না।'

এরপর আগুনের শিখা ক্রোধে আরো উন্মত্ত হয়ে ওঠে : হতভম্ভ, ক্ষুধায় কাতর জেরুজালেমবাসী জ্বলন্ত ফটকপথে উদ্দেশ্যহীনভাবে এই ক্ষতি ও মর্মপীড়ন অনুভব করছিল। হাজার হাজার সাধারণ মানুষ ও বিদ্রোহী বেদির ধাপের নিচে জড়ো হয়। এরা জীবনের শেষ বিন্দু রক্ত দিয়ে লড়াই বা শুধু আশাহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণের অপেক্ষা করছিল। উল্লসিত রোমানরা এদের সবাইকে গলা কেটে হত্যা করে, যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি গণআত্মাহুতি। লাশের স্তূপের উচ্চতা বেদি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। ধাপ বেয়ে রক্তের স্রোত নামে। ১০ হাজার ইহুদি জ্বলন্ত টেম্পল প্রাঙ্গনে জীবন দেয়।

বিশালাকার পাথর ও কাঠের থামগুলো বজ্রের মতো আওয়াজ করে ফাটছিল। টেম্পলের মৃত্যু অবলোকন করছিলেন জোসেফাস–

> অনেক দূর থেকে অগ্নিশিখার গর্জন শোনা যাচ্ছিল। সেই সঙ্গে ছিল হতাহতদের আর্তচিৎকার। চারদিকে সুউচ্চ পাহাড়ের মাঝে পুড়ে যাওয়া ধ্বংস্তূপের বহর দেখে যে কেউ ভাবতে পারে, গোটা শহর পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং এরপর শোরগোল শব্দ শোনা যেতে লাগল। এটা ছিল অগ্রসরমান রোমান সৈন্যদের যুদ্ধনিনাদ। আগুন ও তরবারির মাঝে ঘেরাও হয়ে থাকা বিদ্রোহীদের তর্জন-গর্জন, ওপরের গণহত্যা এমনভাবে আতঙ্ক ছাড়িয়ে দেয় যে পলায়নপর মানুষ কেবল তার শত্রুর অস্ত্রের নিচে গিয়ে পড়তে থাকে। তাদের ক্ষীণ কণ্ঠের চিৎকার শুনে মনে হচ্ছিল, যেন তারা নিজেদের ভাগ্যকেই বরণ করে নিচ্ছে। যা (নগরীর অন্যদের) বিলাপধ্বনি ও কান্নার সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। ট্রান্স জর্ডান ও আশপাশের পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে এই বিলাপের সুর আরো তীব্র হয়ে তা যুদ্ধনাদকেই আরো উচ্চকিত করে তোলে। সবখানে এমনভাবে অগ্নিশিখা জ্বলছিল যা দেখে কোনো ব্যক্তি মনে করতে পারে, পাদদেশের ওপর সেদ্ধ হচ্ছে টেম্পল পাহাড়।

AMARBOI.COM

জেরুজালেমের দুটি পাহাড়ের অন্যতম 'মোরিয়াহ', বাদশাহ দাউদ যেখানে আর্ক অব কোভেনেন্ট স্থাপন করেছিলেন এবং যেখানে তার ছেলে প্রথম প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করেন, তা আগুনের প্রচণ্ড তাপে যেন টগবগ করে ফুটছিল। অন্যদিকে মৃতদেহের নিচে চাপা পড়ে যায় পুরো মেঝে। সৈন্যরা এসব লাশ পায়ে মাড়িয়েই বিজয়োল্লাস করছিল। পুরোহিতদের অনেকে লড়ে যাচ্ছিলেন, কেউ কেউ ঝাপ দিচ্ছিলেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। টেম্পলের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস হয়ে গেছে দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে ছোটাছুটি করা রোমানেরা সোনাদানা ও মূল্যবান আসবাসপত্র লুটপাটের জন্য ছুটে আসে। লুটের জিনিসপত্র নেওয়া হয়ে গেলে তারা কমপ্লেক্সের বাকি অংশেও আগুন লাগিয়ে দেয়।[৬]

টেম্পলের অভ্যন্তরভাগ পুড়ে যাওয়ার পরদিন সকালে, তখনো বেঁচে থাকা বিদ্রোহীরা রোমান সারি ভেদ করে বহিঃআঙ্গিনার সমাবেশস্থলে মিলিত হয়। কেউ কেউ পালিয়ে যায় শহরে। অশ্বারোহী দল নিয়ে পাল্টা হামলা চালায় রোমানরা। বিদ্রোহীদের টেম্পল থেকে হটিয়ে দেয় এবং এরপর টেম্পলের কোষাগারগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বেবিলন পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসবাসরত ইহুদিদের কর হিসেবে দেওয়া সম্পদে এই কোষাগারগুলো পূর্ণ ছিল। তারা সেখানে দেখতে পায়, ছয় হাজার নারী ও শিশু গাদাগাদি করে পৃথিবী ধ্বংসের (মহাপ্রলয় বা অ্যাপোক্যালিপস) অপেক্ষা করছিল। এর আগে এক 'ভুয়া নবি' দাবি করেছিলেন, তিনি টেম্পলে 'তাদের ত্রাণের ব্যাপারে অলৌকিক চিহ্ন' দেখতে পেয়েছেন। সৈন্যরা কেবল প্রবেশপথটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ফলে জীবন্ত পুড়ে মারা যায় এসব নারী-শিশুর সবাই।

রোমানরা তাদের ঈগলগুলো পূণ্যপর্বতে নিয়ে যায়, নিজেদের দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে। তারা *ইমপারেটর*– সর্বাধিনায়ক হিসেবে টাইটাসের নামে ধ্বনি দেয়।

পুরোহিতরা তখনো হলি অব হলিজের আশপাশে লুকিয়ে ছিলেন। এদের মধ্যে দুজন আগুনে ঝাঁপ দেন, একজন টেম্পলের সম্পদ বের করে নিতে সক্ষম হন। এগুলোর মধ্য ছিল সর্বোচ্চ পুরোহিতের আলখেল্লা, সোনার তৈরি দুটি বাতিদান এবং নানা ধরনের দারুচিনির স্তূপ– টেম্পলের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য প্রতিদিন এসব সুগন্ধি মসলা সেখানে পোড়ানো হতো। বাকিরা আত্মসমর্পণ করলে টাইটাস তাদের হত্যার নির্দেশ দেন। কারণ, 'টেম্পলের সঙ্গে পুরোহিতদেরও ধ্বংস হয়ে যাওয়া উচিত।'

জেরুজালেম তখনো আগের মতোই সুড়ঙ্গের নগরী ছিল। বিদ্রোহীরা সুড়ঙ্গগুলোতে লুকিয়ে পড়ল, তখনো সিটাডল (নগরদুর্গ) ও পশ্চিমে আপার সিটির নিয়ন্ত্রণ তাদের হাতে ছিল। জেরুজালেমের বাকি অংশ দখল করতে আরো এক মাস লাগে টাইটাসের। নগরীর পতন ঘটলে রোমান এবং তাদের সিরীয় ও গ্রিক সহযোগী সেনারা হাতে তরবারি নিয়ে এর অলিতে গলিতে ছড়িয়ে পড়ে : 'সামনে যাকে পায় নির্বিচারে হত্যা করে। যেসব বাড়িঘরে মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল, সেগুলো পুড়িয়ে দেয়।' রাতের বেলা হত্যাযজ্ঞ কিছুটা থামলে, 'এবার রাস্তায় রাস্তায় শুরু হলো আগুনের ধ্বংসলীলা।'

টেম্পল ও নগর উপত্যকার মাঝখানে টানা সেতুর একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে টাইটাস দুজন ইহুদি যুদ্ধবাজের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি আত্মসমর্পণের বিনিময়ে তাদের জীবন ভিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু এবারও তারা প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এবার টাইটাস নিচের নগরীতে লুটতরাজ চালানো এবং পুড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন। বলতে গেলে সেখানকার প্রতিটি বাড়ি ছিল লাশে পূর্ণ। জেরুজালেমের যুদ্ধবাজরা হেরোডের প্রসাদ ও সিটাডলে ফিরে গেলে টাইটাস সেগুলো দখলের জন্য ঢিবি নির্মাণের নির্দেশ দেন। ইলাল-এর ৭ম দিন (আগস্টের মাঝামাঝি) রোমানরা দুর্গগুলোর ওপর হামলা চালায়। সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে বিদ্রোহীরা। একসময় তাদের এক নেতা, জোহন অব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিসহালা আত্মসমর্পণ করে (তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন, যদিও তার যাবজ্জীবন কারদণ্ড হয়)। আরেক দলপতি সাইমন বেন গিওরা একটি সাদা আলখেল্লা পরে টেম্পলের নিচের একটি গুহা থেকে বেরিয়ে আসেন। রোমে, টাইটাসের বিজয়ে উৎসব উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তিনি।

এরপর যে বিশৃঙ্খল অবস্থা তৈরি হয় এবং নিয়মতান্ত্রিক ধ্বংসযজ্ঞ চলে, তাতে বিলুপ্ত হয়ে যায় একটি পৃথিবী থেকে যায় সময়ের মাঝে আটকে যাওয়া কিছু মুহূর্ত। রোমানরা বৃদ্ধ, দুর্বল কাউকেই রেহাই দেয়নি : পুড়ে যাওয়া একটি বাড়ির দরজায় এক মহিলার কঙ্কালসার হাত বলে দেয়, কতটা ভয়াবহ ও আতঙ্কজনক ছিল পরিস্থিতি; ইহুদি আবাসিক এলাকায় ম্যানশনগুলোর ছাঁইয়ের স্তূপ সাক্ষ্য দেয়, নরক অগ্নিকুণ্ডের কথা। টেম্পলের দিকে উঠে যাওয়া সিঁড়ি পথের নিচের সড়কের একটি দোকানে দুইশ' ব্রোঞ্জের মুদ্রা পাওয়া গেছে। সম্ভবত নগরী পতনের শেষ মুহূর্তে গোপন কিছু লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। হত্যাকাণ্ড চালিয়ে রোমানরা একসময় ক্লান্ত হয়ে পড়ে। জেরুজালেমবাসীকে টেম্পলের মহিলা অঙনে স্থাপিত নির্যাতন শিবিরে জড়ো করা হয়। সেখানে সবাইকে বাছাই করে আলাদা করা হয়। যোদ্ধাদেরকে হত্যা করা হয়; গায়ে শক্তি আছে এমন লোকজনকে মিসরের খনিতে কাজ করার জন্য পাঠানো হয়; তরুণ ও সুশ্রী অল্প কয়েকজনকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এদের সার্কাসে সিংহের সঙ্গে লড়াইয়ে পাঠিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল, কিংবা বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রদর্শন করা হয়।

জোসেফাস টেম্পল আঙিনায় ঘুরে ঘুরে দয়া দেখানো যায় এমন বন্দিদের খুঁজতে থাকেন। তিনি তার ভাই ও ৫০ জন বন্ধুকে খুঁজে বের করেন। টাইটাস এদেরকে মুক্তির অনুমতি দেন। তার মা-বাবা মারা গিয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তিনি ক্রুশবিদ্ধ করা লোকজনদের মাঝে তার তিন বন্ধুকে দেখতে পান। 'আমার হৃদয় যেন কেউ কেটে ফেলেছে, টাইটাসকে বললাম', তিনি তাদেরকে নামিয়ে নিয়ে পরিচর্যা করার জন্য চিকিৎসকদের নির্দেশ দেন। এদের মাত্র একজন বেঁচে গিয়েছিল।

নেবুচাদনেজারের মতো টাইটাসও জেরুজালেমকে মুছে ফেলার সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের জন্য জোসেফাস বিদ্রোহীদের দায়ী করেন : 'বিদ্রোহ নগরীটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিল, রোমানরা গুঁড়িয়ে দেয় বিদ্রোহ।' হেরোড দ্য গ্রেট-এর সবচেয়ে বিস্ময়কর সৌধ– টেম্পলটি উপড়ে ফেলাও ছিল একটি প্রকৌশলগত চ্যালেঞ্জ। রাজকীয় প্রবেশদ্বারের অতিকায় এসলার পাথরগুলো গুঁড়িয়ে নিচের পায়ে চলা পথের ওপর আছড়ে ফেলা হয়। আজ দুই হাজার বছর পর এখনো অতিকায় পাথরখণ্ডগুলো চোখে পড়বে, ঠিক যেভাবে ফেলা হয়েছিল, সেভাবে। শত শত বছর ধরে জমে ওঠা জঞ্জালের নিচে এগুলো চাপা পড়ে আছে। টেম্পলের ঠিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপর পাশে উপত্যকায় নিয়ে ফেলা হয় ধ্বংসাবশেষ। গিরিখাদগুলো ভরে ওঠে। ফলে টেম্পল মাউন্ট ও আপার সিটির মধ্যকার গিরিখাদগুলো বর্তমানে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু টেম্পল মাউন্টের রক্ষা দেয়াল এবং আজকের ওয়েস্টার্ন ওয়াল (পশ্চিম দেয়াল) টিকে গেছে। ধ্বংসাবশেষ নামে পরিচিত, হেরোডের নির্মিত টেম্পল এবং নগরী থেকে পাওয়া পাথর জেরুজালেমের সবখানে ছড়িয়ে আছে। পরবর্তী হাজার বছর ধরে জেরুজালেমের বিজেতা ও নির্মাতারা, রোমান থেকে আরব, ক্রুসেডার থেকে উসমানিয়ারা এই পাথরগুলো ব্যবহার ও পুনঃব্যবহার করে চলে।[৭]

জেরুজালেমে ঠিক কত মানুষ নিহত হয়েছিল তা কেউ জানে না। প্রাচীন ইতিহাসবিদদের সবাই সংখ্যা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন। তাসিতাস লিখেন, অবরুদ্ধ নগরীতে ছয় লাখ মানুষ ছিল। অন্যদিকে জোসেফাসের দাবি ১০ লাখের ওপর। সত্যিকার সংখ্যাটি যাই হোক না কেন, তা ছিল বিশাল। এইসব মানুষ ক্ষুধায় মারা গেছে বা তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে অথবা ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে।

ভয়ংকর বিজয়ের পর টাইটাস ভ্রমণ শুরু করেন। তার রক্ষিতা বেরেনিস এবং তার ভাই রাজা তাদের রাজধানী সিজারিয়া ফিলিপ্পিতে (আজকের গোলান মালভূমি) রোমান সেনাপতিকে স্বাগত জানান। সেখানে তিনি দেখতে পান, হাজার হাজার ইহুদি বন্দির মতো পরস্পরের (এবং বন্য পশুর) বিরুদ্ধে লড়াই করে মরছে। এর কয়েক দিন পর তিনি দেখেন, সিজারিয়া মারিতিমায় সার্কাসে আরো আড়াই হাজার লোককে হত্যা করা হলো। এরপরও তার বিজয় উদযাপনের জন্য রোম ফিরে যাওয়ার আগে বৈরুতে আরো বহু মানুষকে খেলাধুলার ছলে হত্যা করা হয়েছে।

রোমান সেনাদল বাকি নগরী পুরোপুরি গুঁড়িয়ে দেয়, এর প্রাচীরগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। টাইটাস কেবল নিজের সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে হেরোডের নগরদুর্গের টাওয়ারগুলো খাড়া অবস্থায় রেখে আসেন। সেখানে ১০ম লিজিয়ন তাদের সদরদফতর বানিয়েছিল। 'এর মধ্য দিয়ে ইহুদি জেরুজালেমের সমাপ্তি ঘটে', জোসেফাস লিখেছেন। 'এছাড়া নগরীটি ছিল সব মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও অতুলনীয় খ্যাতির অধিকারী।'

পাঁচ শ' বছর আগে, বেবিলনের রাজা নেবুচাদনেজার জেরুজালেম পুরোপুরি ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। তার ধ্বংসের ৫০ বছরের মধ্যে টেম্পলটি পুনর্নির্মিত হয় এবং ইহুদিরা সেখানে ফিরে এসেছিল।

কিন্তু এবার, ৭০ খ্রিস্টাব্দের পর, টেম্পলটি আর কখনোই পুনর্নির্মিত হয়নি-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং দুবারের সামান্য বিরতি ছাড়া পরবর্তী প্রায় দুই হাজার বছর ইহুদিরা আর জেরুজালেম শাসন করার সুযোগ পায়নি। যদিও এই চরম বিপর্যয়ের ছাইয়ের মধ্যে শুধু আধুনিক ইহুদিবাদের বীজই সুপ্ত ছিল না; খ্রিস্টবাদ ও ইসলামের কাছেও জেরুজালেমের পবিত্রতার বিষয়টি নিহিত ছিল।

অনেক পরে ইহুদি ধর্মযাজকদের লেখা কিংবদন্তিগুলোতে দেখা যায়, অবরোধের প্রথম দিকে, ইয়োহানান বেন জাক্কাই নামে একজন শ্রদ্ধাভাজন রাব্বি তার অনুসারীদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন একটি কফিনে লুকিয়ে এই সর্বনাশা শহর থেকে তাকে বের করে নিয়ে যায়, যা নতুন ইহুদিবাদের ভিত্তি রচনার একটি রূপক হিসেবে তুলে ধরা হয়, যার সঙ্গে টেম্পলের জীবন উৎসর্গকারী সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ছিল না।[৮]

জুদাই ও গ্যালিলির আশপাশে এবং রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যজুড়ে বসবাসরত ইহুদিরা জেরুজালেমের জন্য বিলাপ করতে থাকে। এরপরও তারা এই নগরীকে পবিত্রজ্ঞানে শ্রদ্ধা করে চলে। কিন্তু বলা হয় যে, স্বর্গে উঠিয়ে নেওয়ার আগে টেম্পল পুনর্নির্মিত হবে– এই আশায় 'ঈশ্বর' সাড়ে তিন বছর মাউন্ট অব অলিভসে অপেক্ষা করে। এই ধ্বংসলীলা খ্রিস্টানদের জন্যও ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সূচক।

রোমানেরা অবরোধ করার আগেই যিশুর চাচাত ভাই সাইমনের নেতৃত্বে জেরুজালেমের ক্ষুদ্র খ্রিস্টান সম্প্রদায় নগরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। রোমান বিশ্বজুড়ে অনেক অ-ইহুদি খ্রিস্টান বাস করলেও জেরুজালেমের খ্রিস্টানেরা ইহুদি সম্প্রদায়ের মতোই টেম্পলে গিয়ে উপাসনা করত। কিন্তু এখন টেম্পল ধ্বংস হয়ে গেছে। খ্রিস্টানেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, ইহুদিরা ঈশ্বরের কৃপা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন : ইহুদি ঐতিহ্যের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী দাবি করে চিরদিনের মতো মাতৃধর্ম থেকে আলাদা হয়ে যায়। খ্রিস্টানেরা একটি স্বর্গীয় জেরুজালেম কল্পনা করে, কোনো বিধ্বস্ত ইহুদি নগরী নয়। সম্ভবত টেম্পল ধ্বংসের পরপরই প্রথম দিকের গসপেলগুলো লেখা হয়। এগুলোতে স্মরণ করা হয়, কিভাবে যিশু দৈব দৃষ্টিতে নগরীর অবরোধ হওয়া দেখতে পেয়েছিলেন: 'তোমরা দেখবে জেরুজালেমকে ঘিরে রেখেছে সেনাবাহিনী'; এবং টেম্পলকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। 'একটি পাথরও অবশিষ্ট থাকবে না।' পবিত্র স্থানটির ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং ইহুদিদের পতন, নতুন রেভেলেশনের (বিস্ময়ের প্রকাশ, বাইবেল) প্রমাণ। ৬২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হজরত মোহাম্মদ নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার পর প্রথম ইহুদি ঐতিহ্যগুলো গ্রহণ করেছিলেন। তিনি জেরুজালেমের দিকে ফিরে প্রার্থনা করতেন, ইহুদি নবিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেন। কারণ, তার কাছে টেম্পলের ধ্বংস ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদিদের উপর থেকে ঈশ্বর তার আশীর্বাদ তুলে নিয়ে তা ইসলামের ওপর বর্ষণ করা।

আশ্চর্যের বিষয় হলো, জেরুজালেম ধ্বংস করে ফেলার ব্যাপারে টাইটাসের সিদ্ধান্তটি, এই নগরীকে ঐশ্বরিক পুস্তকের অধিকারী আরো দুটি গ্রন্থানুসারী জাতির কাছে পুণ্যতার মানদণ্ডে পরিণত করেছে। একেবারে শুরু থেকে, জেরুজালেমের ধর্মপ্রাণতা কেবল বিকশিতই হয়নি, মুষ্টিমেয় মানুষের সিদ্ধান্তে তা আরো উন্নত হয়েছে। টাইটাসের এক হাজার বছর আগে, খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালের দিকে এসব মানুষের অন্যতম হিসেবে যিনি জেরুজালেম দখল করেছিলেন : তিনি হলেন বাদশাহ দাউদ (কিং ডেভিড)।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

ইহুদি ধর্ম

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভুর নগরী, ইসরাইলের পবিত্র সত্তার জায়ন... জাগো, জাগো, শক্তি সঞ্চয় করো, হে জায়ন; তোমার সুন্দর পোশাক পরো, হে জেরুজালেম, পূণ্যনগরী।

ইসাইয়াহ ৬০.১৪, ৫২.১

আমার আদি শহর জেরুজালেম, যেখানে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের পবিত্র তীর্থস্থান অবস্থিত। পূণ্যনগরীটি শুধু জুদাই নামের একটি দেশের মাতা নয়, বরং আশপাশের বেশির ভাগ রাষ্ট্রেরও, সেইসঙ্গে এশিয়া ও ইউরোপের দূরবর্তী অঞ্চলেরও, ফোরাতের অপর পাড়ের শহরগুলোর ব্যাপারে বলার কিছু নেই।

হেরোড প্রথম এগ্রিপ্পা, জুদাইয়ের রাজা, ফিলোতে উদ্ধৃত, ডে *স্পেসিয়ালিবাস লেগিবাস*

যিনি জেরুজালেমকে তার জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থায় দেখেননি, তিনি জীবনে কখনো কোনো কাঙ্ক্ষিত নগরী দেখেননি। যিনি পূর্ণাঙ্গ টেম্পল দেখেননি, তিনি তার জীবনে কখনো কোনো গৌরাম্বিত ভবন দেখেননি।

বেবিলনিয়ান তালমুদ, *ট্র্যাকটেট অব দ্য ট্যাবেরনাক্যাল*

আমি যদি তোমাকে ভুলে যাই, হে জেরুজালেম, আমার ডান হাত অবশ করে দাও। আমি যদি তোমাকে স্মরণ করতে না পারি, আমার জিহ্বাকে তালুর সঙ্গে আটকে দাও; আমি যদি আমার প্রধান আনন্দের ওপরে জেরুজালেমকে স্থান না দেই।

সালম ১৩৭.৫-৬

প্রাচ্যের সবেচেয়ে বিখ্যাত নগরী হলো জেরুজালেম

প্লিনি দ্য এল্ডার, *ন্যাচারাল হিস্টরি*, ৫.১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

দাউদের বিশ্ব

প্রথম বাদশাহ : কেনান সম্প্রদায়

দাউদের (ডেভিড) জায়নের নগরদুর্গ দখল করার সময় জেরুজালেম প্রাচীন হয়ে পড়েছিল। তবে তখন এটা ঠিক নগরী নয়, বরং ছোট্ট একটি পাহাড়ি ঘাঁটি ছিল বলা যায়। এর অবস্থান এমন এক দেশে যাকে বহু নামে চিনেছে মানুষ- কেনান, জুদাহ, জুদাই, ইসরাইল, প্যালেস্টাইন (ফিলিস্তিন), খ্রিস্টানদের কাছে পূণ্যভূমি, ইহুদিদের কাছে প্রতিশ্রুত ভূমি। ভূখণ্ডটি লম্বায় ১৫০ এবং পাশে ১০০ মাইল। ভূমধ্য সাগর ও জর্ডান নদীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এর অবস্থান। এখানকার প্রাচুর্যময় উপকূলীয় সমতল ভূমিপথ হানাদারদের যেমন প্রলুব্ধ করেছে, তেমনি এ পথে যাওয়া-আসা করেছে মিসর ও পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্যগুলোর ব্যবসায়ীরা। তবে সবচেয়ে কাছের উপকূলও ৩০ মাইল দূরে, কাছাকাছি কোনো বাণিজ্যপথও নেই, তীব্র হিম, কখনো বরফে মোড়া শীত, বিবর্ণ গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম, ধুসর প্রস্তরময় ভূমি, গিরিখাত সঙ্কুল জুদাইন পর্বতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা জেরুজালেম নগরী অনেকটাই বিচ্ছিন্ন। তবে ভীতিকর পাহাড়ের নিরাপত্তা ঘেরা নিচের উপত্যকায় একটি ঝরনা আছে, এটাই নগরীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট।

যৌক্তিকভাবে প্রমাণযোগ্য ইতিহাসের এমন যেকোনো তথ্যের চেয়ে দাউদ নগরীর (ডেভিড'স সিটি) রোমাঞ্চকর ভাবমূর্তি অনেক অনেক বেশি উজ্জ্বল। জেরুজালেমের আদি ইতিহাসের ওপর জমে থাকা কুয়াশার মাঝে, মৃৎ শিল্পের টুকরা, পাথর কেটে গড়া ভুতুড়ে চেহরার সমাধি, দেয়ালের অংশ, আদি নৃপতিদের রাজপ্রাসাদে উৎকীর্ণ লিপি এবং বাইবেলের পূণ্যসাহিত্য কেবল অমোচনীয় অস্পষ্টতার মধ্য দিয়ে শত শত বছর আগের মানব জীবনের এক ঝলক দীপ্তি প্রকাশ করতে পারে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রমাণগুলো বিলীন হয়ে যাওয়া একটি সভ্যতার কিছু এলোমেলো মুহূর্তের ওপর কেবল মিটমিটে আলোই নিক্ষেপ করতে পারে। শত শত মানুষ কেমন জীবন কাটিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতে পারি না– যতক্ষণ পর্যন্ত না আরেকটি প্রতিচ্ছবিকে উদ্ভাসিত করেছে অন্য কোনো স্ফুলিঙ্গ। শুধু ঝরনা, পর্বত আর উপত্যকাগুলো একই রয়ে গেছে। ঝরনাও গতিপথ পরিবর্তন করতে পারে জলবায়ুর আশীর্বাদে, মানুষের চেষ্টায় পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা হতে পারে নতুন কিছু, যুক্ত হতে পারে নতুন কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংসাবশেষ। এর অনেকগুলোই অথবা কিছুটা হয়তো সুনিশ্চিত : বাদশাহ দাউদের আগেই পবিত্রতা, নিরাপত্তা এবং প্রকৃতি মিলে জেরুজালেমকে একটি প্রাচীন সুরক্ষিত আশ্রয়ে পরিণত করেছিল, যাকে মনে করা হতো অজেয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৫ হাজার বছর আগেও এখানে মানুষের বাস ছিল। ব্রোঞ্জ যুগের শুরুতে, খ্রিস্টপূর্ব ৩২০০ সালের দিকে, প্রথম নগরী উরুক, যা এখন ইরাক, ছিল ৪০ হাজার মানুষের শহর। কাছাকাছি জেরিকো ছিল একটি দুর্ভেদ্য শহর। সে সময় মানুষ জেরুজালেম পাহাড়ে সমাধি নির্মাণ করে মৃতদের কবর দিত। ছোট চারকোণা আকারের ঘর বানাতে শুরু করে তারা। সম্ভবত এটা ছিল ঝরনার ওপর দিকের পাহাড়ে একটি প্রাচীরঘেরা গ্রাম। এরপর বহু বছর এই গ্রামটি ছিল পরিত্যক্ত।

মিসরে ফারাওদের সাম্রাজ্য যখন পিরামিডের নির্মাণ শৈলিতে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে এবং গ্রেট স্ফিংস সম্পূর্ণ করে, তখন জেরুজালেমের অস্তিত্ব ছিল ন্যূনতম পর্যায়ে। খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালের দিকে ক্রিটে যখন মিনওয়ান সভ্যতার বিকাশ ঘটে, যখন বেবিলনের রাজা হাম্মুরাবি তার আইনগুলো সংকলনের উদ্যোগ নেন; ব্রিটেনের মানুষ যখন স্টোনহেঞ্জে উপাসনা করত, মিসরের লুকসর থেকে উদ্ধার করা সে আমলের মাটির কিছু জিনিস, ভাঙা টুকরো থেকে উরসালিম নামে একটি শহরের কথা জানা যায়, যার আরেক নাম সালেম বা শালেম (সন্ধ্যা তারার দেবতা)। উরসালিম শব্দের অর্থ হতে পারে, 'সালেম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে'।*

আবার জেরুজালেমে ফিরে আসি, গিহন ঝরনাকে (গিহন স্প্রিং) ঘিরে একটি জনবসতি গড়ে উঠতে শুরু করে : কেনান সম্প্রদায়ের লোকজন পাহাড়ের মধ্য দিয়ে একটি খাল কেটে তাদের নগর দুর্গের প্রাচীরের ভেতর পানি নিয়ে যায়। একটি ভূগর্ভস্থ সুরক্ষিত পথে তারা পানি আনা-নেওয়া করত। সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে জানা যায়, একটি সুউচ্চ টাওয়ার থেকে ঝরনাটি পাহারা দেওয়া হতো, এটি ছিল ২৩ ফুট পুরু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরটি নির্মাণে তিন টনি পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। উপাসনার ঘর হিসেবেও ব্যবহার করা হতো টাওয়ারটি। সেখানে ঝরনার স্বর্গীয় পবিত্রতা উৎযাপন করত অধিবাসীরা। কেনানের পুরোহিত রাজারা সুউচ্চ দুর্গের মতো অনেক মন্দির (টাওয়ার টেম্পল) নির্মাণ করেন। পাহাড়ের ওপর দিকে নগর প্রতিরক্ষা দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এগুলোই নগরীর প্রাচীনতম অংশ। জেরুজালেমে অন্যদের চেয়ে অনেক দক্ষ নির্মাতা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে কেনানরা। তারও প্রায় দুই হাজার বছর পর সেখানে সম্রাট হেরোডের আগমন ঘটে।[১]

খ্রিস্টপূর্ব ১৪৫৮ সালে মিসরীয়দের ফিলিস্তিন দখল করার পর জেরুজালেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশের শহর গাজা ও জাফার সুরক্ষা দিত মিসরের সেনাবাহিনী। খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫০ সালে জেরুজালেমের ভীত সন্ত্রস্ত রাজা তার অধিপতি মিসরের নতুন ফারাও আখেনাতেনের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন পাঠান। আশপাশের রাজ্য ও যাযাবর দুর্বৃত্তদের হাত থেকে বাঁচতে ৫০ জন তীরন্দাজ হলেও পাঠানোর আবেদন করেন তিনি। রাজা আবদি-হেপা তার নগরদুর্গটিকে বলতেন, 'জেরুজালেম ভূমির রাজধানী'। যা থেকে নাম হয় বেইত শালমানি (মঙ্গল গৃহ)। সম্ভবত শালমান থেকেই নগরীর নাম শালেম হয়েছে।

দক্ষিণে ছিল মিসরীয়দের প্রতাপ। উত্তরে হিত্তিতি (বর্তমানে তুরস্ক) এবং উত্তর-পশ্চিমে ছিল মায়সিনিয়ান গ্রিকরা, ট্রোজান যুদ্ধে যারা লড়াই করেছিল। এদের মধ্যেই কিছুটা হলেও প্রভাবশালী ছিলেন আবদি-হেপা।

রাজার নামের প্রথম অংশটি ছিল পশ্চিম সেমিটিক- মধ্যপ্রাচ্যের বহু জাতি ও ভাষা হলো সেমিটিস, সম্ভবত শেম (হজরত নুহের ছেলে) থেকে তা এসেছে। তাই, উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের যেকোনো অঞ্চল থেকে আবদি-হেপার আগমন ঘটে থাকতে পারে। তার আবেদনটি ফারাওদের আর্কাইভে পাওয়া যায়। আতঙ্কতাড়িত ও মোসাহেবিতেপূর্ণ এই আবেদনটি এখন পর্যন্ত জ্ঞাত কোনো জেরুজালেমবাসীর প্রথম পাঠানো বার্তা।**

> আমি ৭ ও ৭ বার রাজার পায়ে পড়ি। মিলকিলি ও সুয়ারদাতিরা এই দেশের বিরুদ্ধে কী করছে তা বলছি- তারা গিজারের সৈন্যদের নেতৃত্ব দিচ্ছে... রাজার আইনের বিরুদ্ধে...। হ্যাবিরুরা (যাযাবর দুর্বৃত্ত) রাজার ভূমি দখল করে নিয়েছে। এবং জেরুজালেমের অধীনে থাকা একটি শহর দখল করে নিয়েছে কিল্টুর লোকেরা। রাজা দয়া করে আপনার দাস আবদি-হেপার কথা শুনুন এবং তীরন্দাজ পাঠান।

এর পর কী হলো তার কিছু জানি না। কিন্তু এই অবরুদ্ধ রাজার ভাগ্যে যা কিছুই ঘটুক না কেন, এর এক শ' বছর পর জেরুজালেমবাসী গিহন ঝরনাকে ঘিরে ওফেল পাহাড়ের ওপর খাড়া স্থাপনা নির্মাণ শুরু করে, যেগুলো আজও টিকে আছে। যা ছিল একটি নগর দুর্গ বা শালেম টেম্পলের ভিত্তি।[২] শক্তিশালী প্রতিরক্ষা দেয়াল, সুউচ্চ টাওয়ার এবং সারি সারি ঘরগুলো ছিল জায়ন নামে পরিচিত কেনানদের নগর দুর্গের অংশ। রাজা দাউদ পরে এগুলো দখল করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ১৩ শতকের দিকে জেবুসি নামে একটি সম্প্রদায় জেরুজালেম দখল করে। কিন্তু এজিয়ান অঞ্চলের তথাকথিত সাগর মানবদের আগমনের ফলে পুরনো ভূমধ্যসাগরীয় বিশ্বটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হানাদারদের আক্রমণ এবং অভিবাসনের ফলে সাম্রাজ্যগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। হিত্তিদের পতন ঘটে, রহস্যজনকভাবে ধ্বংস হয়ে যায় মায়সিনীয়রা। মিসরের অবস্থা নড়বড়ে হয়ে উঠে- এ সময় আগমন ঘটে হিব্রু নামে পরিচিত এক জাতিগোষ্ঠীর।

* এ সময় মিসরের ফারাওরা কেনান শাসন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা করতে পেরেছিলেন কি না তা স্পষ্ট নয়। তারা মাটির তৈরি প্রতীকগুলো তাদের শত্রুকে অভিশাপ দেওয়া অথবা নিজেদের মনোভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে থাকতে পারে। উদ্ধার করা মাটির জিনিসপত্রের ভাঙা অংশ নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ বহুবার পরিবর্তিত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, প্রত্নতত্ত্বকে কিভাবে বিজ্ঞানের মতো বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে মনে করা হতো, মিসরীয়রা তাদের নামের জায়গাগুলোকে অভিশপ্ত করার জন্য এসব মাটির পাত্র বা মূর্তি ভেঙে রাখত। তাই এগুলোকে বলা হতো অভিশাপ-বাণী।

** পোড়ামাটির ট্যাবলেটে ব্যবিলিয়ান ভাষায় ধর্মভ্রষ্ট ফারাও চতুর্থ আমেন হাতেফকে (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৫২-১৩৩৬ সাল) লেখা স্থানীয় গোষ্ঠীপতিদের যে ৩৮০টি চিঠি পাওয়া গেছে এগুলো তার কয়েকটি। আমেন হাতেফ মিসরে প্রচলিত অসংখ্য দেবতার বদলে কেবল সূর্য দেবতার পূজা চালু করেন। তিনি নিজের নাম বদলে রাখেন আখেনাতেন। তার নতুন রাজধানী আখেনাতেনে (বর্তমান কায়রোর দক্ষিণে আল-আমরনায়) ফারাওদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের রাজকীয় মোহাফেজখানায় ১৮৮৭ সালে আবিষ্কৃত পত্রঘরে চিঠিগুলোর সন্ধান পাওয়া যায়। একটি তত্ত্বে বলা হয়, হেবরিউরাই হলেন হিব্রু/ইসরাইলিদের পূর্বপুরুষ। আসলে এ সময় মধ্যপ্রাচ্যের সবখানেই লুণ্ঠন বা শিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়ানো জনগোষ্ঠীগুলোকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হতো। বেবিলনীয় ভাষায় এর অর্থ যাযাবর। হ্যাবিরু নামের একটি ছোট্ট দল থেকে হিব্রুর আগমন ঘটতে পারে।

জেরুজালেমে ইব্রাহিম : ইসরাইলি সম্প্রদায়

নতুন 'অন্ধকার যুগটি' স্থায়ী হয়েছিল তিন শ' বছর। এসময় এক ঈশ্বরের উপাসক, অখ্যাত জাতি হিব্রু, যারা ইসরাইলি নামেও পরিচিত ছিল, কেনানের সংকীর্ণ ভূখণ্ডে বসতি স্থাপন করে এবং একটি সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। পৃথিবীর সৃষ্টি, নিজেদের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক- এসব নিয়ে নানা কাহিনীর মধ্য দিয়ে তাদের অগ্রগতি বর্ণাঢ্যভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তারা এসব কাহিনী ছড়িয়ে দেয়, যা হিব্রু ভাষায় পবিত্র বাণী হিসেবে লিখে রাখা হয়েছিল, পরে ফাইভ বুকস অব মোজেজ (পেন্টাটিউচ)-এ সংকলিত হয়। এটাই হয় ইহুদি ধর্মীয় কিতাবগুলোর প্রথম অধ্যায় (তানাখ)। বাইবেলটি পরিণত হয় কিতাবগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিতাব। তবে এটা একক দলিল নয়। এটাকে বলা যায়, বিভিন্ন গ্রন্থ (বিভিন্ন যুগে নানা উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত লেখকদের রচনা ও সম্পাদিত) একত্রিত করে তৈরি একটি অতীন্দ্রীয় লাইব্রেরি।

যুগ যুগান্তরের নানা সন্ধিক্ষণে এবং বহু মানুষের হাতে সংকলিত এই পবিত্র কাজের মধ্যে রয়েছে ইতিহাসের কিছু প্রমাণিত সত্য, কিংবদন্তির মতো কিছু কাহিনী আছে, যা প্রমাণ করা যায় না, ঐশ্বরিক সৌন্দর্যে ভরা কিছু কবিতাও আছে। আছে অনেক দুর্বোধ্যতা, সম্ভবত রহস্যময় সাঙ্কেতলিপি, যা ভুল অনুবাদের কারণেও হতে পারে। বেশির ভাগ লেখায় কেবল কোনো ঘটনার বর্ণনা নয়; তার বদলে একটি উচ্চতর সত্য- মানুষের সঙ্গে তার ঈশ্বরের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। বিশ্বাসীদের কাছে বাইবেল হলো কেবলই ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রকাশ। ইতিহাসবিদদের কাছে এটা একটি পরস্পরবিরোধী অর্থপূর্ণ, অনির্ভরযোগ্য, পুনরুল্লেখপূর্ণ সূত্র। *** তবুও এটি একটি সহজলভ্য অমূল্য সম্পদ। সেইসঙ্গে সত্যিকার অর্থে এটা জেরুজালেমের প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মজীবনী বা ইতিহাস।

বাইবেলের প্রথম পুস্তক জেনেসিসের মতে হিব্রুদের গোষ্ঠীপতি (প্যাট্রিয়ার্ক) ছিলেন আব্রাম। তিনি উর (বর্তমান ইরাক) থেকে এসে হেবরনে বসতি স্থাপন করেন। দেশটির নাম ছিল কেনান। ঈশ্বর এই ভূখণ্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাকে। পরে তার নাম হয় 'জাতির পিতা'—আব্রাহাম (ইব্রাহিম)। আব্রাহাম যখন বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন তখন শালেমের পুরোহিত-রাজা মেলশিজেদেক তাকে সর্বোচ্চ ঈশ্বর এল-ইলাইয়ুনের নামে নিজ রাজ্যে স্বাগত জানান। বাইবেলে এটাই নগরীর নামের প্রথম উল্লেখ। এতে বোঝা যায়, পুরোহিত-রাজাদের শাসনকালেই কেনান সম্প্রদায়ের ধর্ম-কর্মের স্থান ছিল জেরুজালেম। পরে ঈশ্বর পরীক্ষার জন্য ইব্রাহীম তাঁর পুত্র ইসহাককে (আইজ্যাক) 'মোরিয়াহ ভূমির' একটি পাহাড়ে নিয়ে উৎসর্গ করার নির্দেশ দেন। পাহাড়টি আজকের মোরিয়াহ পাহাড়- যা জেরুসালেমে টেম্পল মাউন্ট নামে পরিচিত।

ইব্রাহীম দুষ্ট প্রকৃতির নাতি জ্যাকব কৌশলে উত্তরাধিকার হাসিলের চেষ্টা করেন। তবে তাকে এক আগন্তুকের, যিনি পরে ঈশ্বরে পরিণত হয়েছিলেন, সঙ্গে কুস্তি প্রতিযোগিতায় নামতে হয়, যে কারণে তার নতুন নাম হয় ইসরাইল, যার অর্থ যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। এখান থেকেই কার্যত জন্ম হয় ইহুদি জনগোষ্ঠীর, ঈশ্বরের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক হয় অত্যন্ত আবেগময় এবং যন্ত্রণাদায়ক। যে ১২টি গোত্র মিসরে অভিবাসী হয়েছিল তাদের প্রতিষ্ঠাতা পিতা ছিলেন ইসরাইল। এসব তথাকথিত গোষ্ঠীপতিদের কাহিনীগুলো এত বেশি স্ববিরোধিতাপূর্ণ যে, এগুলোর ঐতিহাসিক তারিখ নির্ধারণ অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩০ বছর পর, প্রস্থান পুস্তকে (বুক অব এক্সডাক্স) ইসরাইলিদের দেখানো হয় ফারওদের নগরী নির্মাণকাজে নিয়োজিত নিপীড়িত দাস হিসেবে। অলৌকিকভাবে ঈশ্বরের কৃপায় মুসা নামে এক হিব্রু রাজপুরুষের নেতৃত্বে মিসর থেকে পালানোর (আজও ইহুদিরা এ দিনে প্রস্থান উৎসব উযযাপন করে) ঘটনাও পুস্তকটিতে স্থান পায়। তারা যখন সিনাইয়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, তখন ঈশ্বর মুসাকে ১০টি বিধান (কমান্ডমেন্ট) দেন। ইসরাইলিরা এসব বিধান মেনে জীবনযাপন এবং উপাসনা করলে ঈশ্বর তাদেরকে কেনান ভূমি ফিরিয়ে দেয়ার অঙ্গীকার করে। মুসা যখন ঈশ্বরের প্রকৃতি জানতে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কেমন'? এ বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করে জবাব এলো, 'আমি যা, তাই' অর্থাৎ নামবিহীন ঈশ্বর, হিব্রুতে যার অর্থ ইয়াহইয়ে, পরে খ্রিস্টানরা বানান ভুল করে লিখেছে জেহোভা।****

সেমেটিকদের অনেকে মিসরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে; সম্ভবত ফারাও সম্রাট দ্বিতীয় রামসেস দ্য গ্রেট তার বাণিজ্যিক শহরগুলোতে হিব্রুদের কাজ করতে বাধ্য করে। মুসা নামটি মিসরীয়। এতে মনে হয়, তার উৎপত্তি অন্তত সেখানে। তিনি যে একেশ্বরবাদী ধর্মগুলোর প্রথম ক্যারিশমেটিক নেতা ছিলেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। মুসা বা তার মতো কেউ এই ঐশ্বরিক বাণীপ্রাপ্ত হন এবং সেখান থেকে ধর্মের সূচনা ঘটে। নিপীড়ন থেকে পালিয়ে যাওয়া সেমেটিক মানুষের কাহিনী যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু ঘটনার সময়কালের সঙ্গে মেলে না। মুসা নেবো পাহাড় থেকে প্রতিশ্রুত ভূমিটি এক নজর দেখেছিলেন, কিন্তু সেখানে প্রবেশের আগেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তার উত্তরসুরি যশুয়ার নেতৃত্বে ইসরাইলিরা কেনানে প্রবেশ করে। বাইবেলে তাদের এই পরিভ্রমণকে একইসঙ্গে রক্তক্ষয়ী ছোটাছুটি ও ধারাবাহিকভাবে বসতি স্থাপন হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। দখলদারিত্বের ব্যাপারে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ নেই। তবে পল্লীর বসতি স্থাপনকারীরা জুদাইন উচ্চভূমিতে অনেক প্রাচীরবিহীন গ্রাম দেখতে পেয়েছিল। † † সম্ভবত মিসর থেকে পালিয়ে আসা ইসরাইলিদের ছোট্ট একটি দল ছিল এদের মধ্যে। ঈশ্বরের (ইয়াহওয়াহ) উপাসনা করার মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ হয় তারা। একটি ভ্রাম্যমাণ মন্দিরে তারা ঈশ্বরের উপাসনা করত। এই মন্দিরে, আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট নামে একটি কাঠের তৈরি পবিত্র বাক্স (যাতে মুসার ১০ বিধান লেখা পাথরের ট্যাবলেট) রাখা ছিল। প্রতিষ্ঠাতা গোষ্ঠীপতিদের কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে তারা সম্ভবত নিজেদের পরিচয় তুলে ধরার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। আদম ও স্বর্গীয় উদ্যান (ইডেন) থেকে ইব্রাহিম পর্যন্ত এসব কাহিনীর অনেকগুলোই পরে কেবল ইহুদিরাই নয় খ্রিস্টান ও মুসলমানরাও পবিত্র জ্ঞানে পালন করেছে এবং যেগুলোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান ছিল জেরুজালেমে।

এই প্রথম শহরটির খুব কাছাকাছি পৌঁছাতে সক্ষম হয় ইসরাইলিরা।

*** সৃষ্টির বিষয়টি জেনেসিসে দুবার এসেছে ১.১-২.৩ এবং ২.৪-২৫। আদমের বংশ ধারা সম্পর্কে দুবার, প্লাবনের কাহিনী দুবার, জেরুজালেম দখলের কাহিনী দুবার, জ্যাকবের নাম কী করে ইসরাইলি হলো সে কাহিনী দুবার। এর কাল নির্দেশেও ব্যাপক অসঙ্গতি লক্ষ করা যায়- যেমন, ফিলিস্তিনি ও আর্মেনীয়দের কথা জেনেসিসে এমন সময় উল্লেখ করা হয়েছে যখন তারা কেনানে আসেনি। ভারবাহী পশু উটের কথা অনেক আগেই এসে পড়েছে। বিদ্বজ্জনেরা মনে করে, প্রথম দিকে বাইবেলের বইগুলো লিখেছিল আলাদা আলাদা গোত্রের লেখকরা। একজন যখন কেনানদের ঈশ্বর এলকে গুরুত্ব দেন, তখন অন্যজন গুরুত্ব দেন ইসরাইলের এক ঈশ্বর ইয়াহওয়েহকে।

****জেরুজালেমের মন্দিরে, কেবল প্রধান পুরোহিত বছরে মাত্র একবার এই চার অক্ষরের শব্দটি ইয়াহইয়ে (ওয়াইএইচডব্লিউএইচ) উচ্চারণ করতে পারতেন। এমনকি আজও এই শব্দটির উচ্চারণ নিষিদ্ধ। এর বদলে আদোনাই (লর্ড) অথবা হা-সেম (যে নাম বলা যায় না) ব্যবহার করা হয়।

† † কেনানে ইসরাইলিদের আগমন জটিল যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। প্রমাণ করা যায়নি, এমন সব তত্ত্বের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এর ইতিহাস। জেরিকোর ওপর ঝটিকা হামলার বিষয়টি রূপকথা মনে হয়। এর প্রাচীরগুলো নাকি যশুয়ার তুর্যনাদে ধূলিস্মাৎ হয়েছিল : জেরিকো শহরটি জেরুজালেমের চেয়েও পুরনো। (২০১০ সালে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ এই শহরের ১০ হাজার বর্ষপূর্তি উৎসব পালন করে– যদিও এই তারিখটি দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্ধারণ করা)। যাই হোক, জেরিকো শহরটি সাময়িকভাবে ছিল জনশূন্য এবং প্রাচীর ধসানোর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দখলদারিত্বের তত্ত্বটি সঠিক বলে মেনে নেওয়া কঠিন। কারণ, যুদ্ধটি (বুক অব যশুয়া অনুযায়ী) হয়েছিল খুবই ছোট্ট এলাকায়। বরং, বুক অব জাজেজ-এ বর্ণিত দখল হয়ে যাওয়া শহরগুলোর একটি, জেরুজালেমের নিকটবর্তী বেথেল শহরটি আসলে ধ্বংস হয়েছিল ১৩ শতকের দিকে। যেমনটা দাবি করা হয়, ইসরাইলি সম্প্রদায়ের মানুষ ছিল তার চেয়েও বেশি শান্তিপূর্ণ ও সহনশীল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২
দাউদের বেড়ে ওঠা

তরুণ দাউদ

যশুয়া জেরুজালেমের উত্তরে শেচেমে নিজের সদরদফতর স্থাপন করলেন। তিনি সেখানে ইয়াহইয়ের একটি মন্দির নির্মাণ করেন। তখন জেরুজালেম ছিল জেভাসিদের আবাসভূমি। পুরোহিত-রাজা আদোনিজেদেক ছিলেন তাদের শাসনকর্তা। তিনি যশুয়াকে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও পরাজিত হন। যদিও 'জুদাহ'র ছেলেরা জেভাসিদের তাড়িয়ে দিতে পারেননি', তারা 'জেরুজালেমে আজকের মতোই জুদাহ'র ছেলেদের পাশাপাশি বসবাস করতেন।' খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে ফারাও সম্রাট রামসেস দ্য গ্রেটের ছেলে মেরনেপতাহ'র সাম্রাজ্যে সাগর-মানবদের আক্রমণ শুরু হলে নিকট প্রাচ্যের পুরনো সাম্রাজ্য বদলে যেতে থাকে, তিনিই সম্ভবত মুসার ইসরাইলিদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে কেনানে অভিযান চালান ফারাও। দেশের ফিরে এসে তিনি এই বিজয়ের কাহিনী থেবান মন্দিরের দেয়ালে লিখে রাখেন। এতে বলা হয়, ফারাও সাগর-মানবদের হারিয়েছেন, অ্যাশকেলন পুনর্দখল করেছেন, একটি জাতির (এই প্রথমবারের মতো তারা ইতিহাসে আবির্ভূত হলো) ওপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন : 'ইসরাইলকে ধ্বংস করা হলো, তার বংশ নির্মূল করা হয়েছে।'

ইসরাইল তখনো কোনো রাজ্য নয়; বরং প্রবীণদের দ্বারা শাসিত কয়েকটি গোষ্ঠীর কনফেডারেশন ছিল বলে বুক অব জাজেস-এ উল্লেখ আছে। এ সময় তারা নতুন এক শত্রুর দ্বারা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। এরা হলো ফিলিস্তিনি, সাগর মানবদের একটি অংশ। এজিয়ান অঞ্চল থেকে তাদের আগমন ঘটে। কেনান উপকূল দখল করে ৫টি সমৃদ্ধ নগর গড়ে তোলে তারা। সেখানে তারা কাপড় বুনত, লাল ও কালো রঙের মাটির তৈজসপত্র তৈরি করত, পুজা করত নিজেদের বহু দেবতার। অন্যদিকে, ইসরাইলিরা ছিলেন ছোট ছোট গ্রামে বসবাসকারী পাহাড়ি রাখাল। তার সঙ্গে অনেক উন্নত সাংস্কৃতির অধিকারী ফিলিস্তিনিদের তুলনা ছিল না। ফিলিস্তিনিদের পদাতিক বাহিনী গ্রিকদের মতো বক্ষবন্ধনী, গ্রিভেস (পায়ের ঢাল) এবং হেলমেট পরত। তারা কিম্ভূতকিমাকার মিসরীয় সারথিদের বিরুদ্ধে ভয়াবহ অস্ত্র মোতায়েন করেছিল।

ফিলিস্তিনিরা ও কেনানিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ইসরাইলিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যারিশম্যাটিক সেনাপতিদের (বিচারপতি) নির্বাচন করে। বুক অব জাজেসের বেশ উপেক্ষিত একটি স্তবকে দাবি করা হয়েছে, ইসরাইলিরা জেরুজালেম দখল করে পুড়িয়ে দেয়। তাই ঘটে থাকলে বোঝা যায়, তারা নিজেদের ঘাঁটিটি ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ১০৫০ সালের দিকে ফিলিস্তিনিরা এবেনেজার যুদ্ধে ইসরাইলিদের ধ্বংস করে দেয়, শিলোহে তাদের মন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। ইয়াহইয়েহের পবিত্র প্রতীক আর্ক অব কোভেন্যান্ট দখল করে জেরুজালেমের চারদিকে পাহাড়ি জনপদের পথে অগ্রসর হয় ফিলিস্তিনিরা। এসময় পুরোপুরি ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে 'অন্য জাতিগুলোর মতো বাঁচার' আকাঙ্ক্ষায় ইসরাইলিরা ঈশ্বরের মনোনীত একজন রাজা নির্বাচিত করার মনস্থ করে।[৩] তারা তাদের বৃদ্ধ নবি শ্যামুয়েলের কাছে যায়। নবিরা (প্রোফেট) ভবিষ্যৎবক্তা ছিলেন না, তবে বর্তমানের বিশ্লেষণে পারঙ্গম। গ্রিক ভাষায় *প্রোফেটিয়ার* অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে স্পষ্ট করে দেওয়া। ইসরাইলিদের একজন সামরিক কমান্ডারের প্রয়োজন ছিল : শ্যামুয়েল তরুণ যোদ্ধা সাউলকে বাছাই করে তার শরীরে পবিত্র তেল মেখে দিলেন। জেরুজালেমের ঠিক তিন মাইল উত্তরে জিবেওনে (তেল আল-ফুল) একটি পাহাড়ের ওপরে নগরদুর্গ থেকে ঘোষণা করা হলো, ইনি 'আমাদের ইসরাইলি জনগণের অধিনায়ক'। মোয়াবীয়, এদোমীয় এবং ফিলিস্তিনিদের পরাজিত করে তাকে নির্বাচিত করা সঠিক বলে প্রমাণ দেন সাউল। কিন্তু সিংহাসনে বসার উপযুক্ত ছিলেন না তিনি : 'ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা কোনো দুষ্ট আত্মা পরিচালিত করছিল তাকে।'

রাজার মানসিক অসুস্থতা দেখে শ্যামুয়েল গোপনে নতুন আরেকজনকে খুঁজতে শুরু করেন। তার মনে হয়, বেথেলহেমের জেসের আট ছেলের মধ্যে এমন প্রতিভাধর কেউ থাকতে পারেন : সবচেয়ে ছোট ছেলে দাউদ (ডেভিড), 'রুক্ষ মেজাজের, তবে কাউকে মুগ্ধ করার প্রতিভা তার আছে এবং বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী। ঈশ্বর বললেন, ওঠ, তার শরীরে তেল লেপন করো : এই সেই ব্যক্তি।' দাউদ ছিলেন 'খেলাধুলায় বেশ পটু, শক্তিশালী ও সাহসী বীর, একজন যোদ্ধা এবং বাস্তবিক জ্ঞান বেশ প্রখর।' ওল্ড টেস্টামেন্টে তার বেড়ে ওঠাকে সবচেয়ে অসামান্য হিসেবে উল্লেখ করা হলেও তাকে বহুমুখী চরিত্রের অধিকারী দেখানো হয়েছে। পবিত্র জেরুজালেমের সৃষ্টিকারী ছিলেন একজন কবি, বিজেতা, হত্যাকারী, ব্যভিচারী, একজন পূণ্যরাজার সব গুণাবলীসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এবং ত্রুটিপূর্ণ অভিযাত্রী।

তরুণ দাউদকে শ্যামুয়েল রাজদরবারে নিয়ে এলে রাজা সাউল তাকে বর্ম-বহনকরী হিসেবে নিয়োগ দেন। রাজার মতিভ্রম দেখা দিলে, দাউদ প্রথমবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো তার ঈশ্বর-প্রদত্ত ক্ষমতাটি দেখালেন : তিনি হার্প (প্রচালিত কাহিনীতে বাঁশি) বাজান, এতে 'সাউল ভালো হয়ে যান'। দাউদের সঙ্গীত প্রতিভা ছিল তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ : তাকে নিয়ে সালমের কিছু অংশের রচয়িতা হতে পারেন তিনি নিজেই। ফিলিস্তিনিরা ইলাহ্ উপত্যকার দিকে অগ্রসর হয়। সাউল এবং তার সেনাবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করে। ফিলিস্তিনিরা একজন দৈত্যাকার ব্যক্তিকে হাজির করে– ইনি হলেন গথের গোলিয়াথ।* তার সুসজ্জিত বর্মের বিপরীতে ইসরাইলিদের পরিচ্ছদ ছিল ঠুনকো ধরনের। মল্লযুদ্ধের আশঙ্কা করলেও সাউল স্বস্তিও পেয়ে থাকবেন। কিন্তু, দাউদ যখন গোলিয়াথের দিকে পাথর ছোঁড়ার দাবি করে বসেন, তখন সন্দিহান হয়ে ওঠেন তিনি। নদী থেকে তোলা ৫টি মসৃণ পাথর বেছে নিয়ে গুলতিতে সংযোজন করলেন দাউদ। তিনি 'এটা ছুঁড়লেন এবং ফিলিস্তিনির কপালে তা সজোরে আঘাত করল, পাথরটি তার কপালে ঢুকে গেল'। † তিনি ভূপাতিত বীরের শিরচ্ছেদ করেন, ইসরাইলিরা ফিলিস্তিনিদেরকে তাদের শহর একরন পর্যন্ত ধাওয়া করে নিয়ে যায়। সত্য যাই থাকুক, এই কাহিনীর গুরুত্বটি হলো, যোদ্ধা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন বালক দাউদ।**

সাউল পদোন্নতি দেন দাউদকে। কিন্তু, রাস্তায় মহিলারা গাইতে থাকেন, 'সাউল এক হাজারকে মেরেছেন; দাউদ মেরেছেন দশ হাজার।' সাউলের ছেলে জোনাথন দাউদের বন্ধু হয়ে যান এবং মেয়ে মিশাল তাকে ভালোবাসতেন। সাউল তাদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেন। তবে, ঈর্ষায় পুড়তে থাকেন : তিনি দুবার তার মেয়ের স্বামীকে বল্লম দিয়ে হত্যার চেষ্টা চালান। দাউদকে জানালা পথে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে তার জীবন বাঁচান রাজকন্যা মিশাল। পরে নবের পুরোহিতদের কাছে আশ্রয় পান দাউদ। তাকে ধরার জন্য ধাওয়া করেন রাজা, একজন ছাড়া সব পুরোহিতকে হত্যা করলেন। দাউদ আবারো পালিয়ে যান। এরপর তিনি ৬০০ দস্যুর একটি দলের নেতা হিসেবে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। দুবার তিনি চুপিসারে ঘুমন্ত রাজার কাছে গিয়েও তাকে হত্যা করেননি। যা শেষ পর্যন্ত সাউলের মনে অনুশোচনার জন্ম দেয় : 'তুমি আমার চেয়ে অনেক ন্যায়নিষ্ঠ।'

দাউদ শেষ পর্যন্ত গথের ফিলিস্তিনি রাজার কাছে চলে যান। রাজা তার কাছে নিজ শহর জিকলাগের কর্তৃত্ব অর্পণ করেন। ফিলিস্তিনিরা আবারো জুদাহ অভিযান চালায়, মাউন্ট গিলবোয়ার যুদ্ধে সাউলকে পরাজিত করে। তার ছেলে জোনাথন নিহত হন, নিজের তরবারি দিয়ে রাজা আত্মহত্যা করেন।

* বাইবেলকে ধন্যবাদ, ফিলিস্তিন শব্দটি ভাষায় প্রবেশ করেছে সংস্কৃতির অভাবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝাতে (যদিও তাদের সংস্কৃতি ছিল বেশ উন্নতমানের)। তাই গথের জনগণ, যা 'গিটস' নামেও পরিচিত, তা স্থানীয় ভাষায় ঢুকে পড়ে। ফিলিস্তিনিরা তাদের নামে ভূ-খণ্ড টির নামকরণ করে। যার নাম হয়, রোমান প্যালেস্তিনা, সেখান থেকে প্যালেস্টাইন বা ফিলিস্তিন।

† তখনকার দিনে গুলতি কোনো শিশুতোষ খেলনা ছিল না, শক্তিশালী অস্ত্র বিবেচিত হতো; মিসরের বেনি হাসানে প্রাচীরচিত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে তীরন্দাজদের পাশাপাশি গুলতিবাজদেরও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মিসর এবং আসিরিয়ার রাজকীয় শিলালিপিগুলোতে বলা হয়েছে, প্রাচীনকালে রাজকীয় বাহিনীতে গুলতিধারীদের নিয়মিত ইউনিট ছিল। মনে করা হয়, দক্ষ গুলতিবাজরা বিশেষভাবে মসৃণ করা টেনিস বল আকারের এক একটি পাথর, ১০০-১৫০ মিটার দূরে ছুঁড়তে পারত।

**** দাউদ আসল নাম, নাকি রাজকীয় উপাধি?** বাইবেলে গোলিয়থের কাহিনী দুবার বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণটিতে ইসরাইলি বালক-বীরের নাম বলা হয়েছে এলহানান : এটা কি দাউদের আসল নাম?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩
রাজ্য ও টেম্পল

দাউদ : রাজকীয় নগরী

দাউদের শিবিরে এসে এক তরুণ দাবি করেন সউলকে হত্যার : 'আমি ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজাকে খুন করেছি।' এ কথা শুনে ওই তরুণকে হত্যা করলেন দাউদ এবং সউল ও জোনাথনের জন্য চিরন্তন কাব্যিক ঢংয়ে শোক প্রকাশ শুরু করেন-

> ইসরাইলের সৌন্দর্যকে ওই উচ্চভূমিতে খুন করা হয়েছে : তার মতো শক্তিধরকে ভূপাতিত করা কিভাবে সম্ভব হলো! হে ইসরাইলের কন্যারা সউলের জন্য অশ্রু বিসর্জন করো, যিনি তোমাদেরকে রক্তবর্ণ কাপড় এবং আনন্দদায়ক বস্তুতে আচ্ছাদিত করেছেন। তোমাদের পোশাকের ওপর যিনি সোনার অলংকার পরিয়েছেন... জীবনে সউল ও জোনাথন ছিল আকর্ষণীয় ও সুপ্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং মরনেও তারা বিচ্ছিন্ন হননি, তারা ছিলেন ঈগলের চেয়ে ক্ষিপ্র, সিংহের চেয়েও শক্তিশালী ... কী বীরেরই না পতন হলো, নষ্ট হয়ে গেল যুদ্ধের অস্ত্র![4]

AMARBOI.COM

এই গোলযোগপূর্ণ সময় জুদাহর দক্ষিণাঞ্চলীয় গোত্রগুলো দাউদকে রাজা ঘোষণা করে। হেবরনকে রাজধানী করা হয়। সাউলের জীবিত ছেলে ইসবোসহেথ উত্তরাধিকার সূত্রে ইসরাইলের উত্তর অংশের শাসনভার গ্রহণ করেন। সাত বছর যুদ্ধের পর ইসবোসহেথ নিহত হলে উত্তরের গোত্রগুলোও দাউদকে রাজা হিসেবে মেনে নেয়। ইসরাইলি ও জুদাহ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভক্তি থাকলেও দাউদ তার নেতৃত্বের গুণে এই মতভেদ কাটিয়ে রাজ্যটিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে সক্ষম হন।

জেবাসিরা বসতি স্থাপনের পর জেরুজালেমকে জেবাস নামে ডাকা হতো। সাউলের শক্ত ঘাঁটি জিবেওনের ঠিক দক্ষিণে ছিল এর অবস্থান। দাউদ এবং তার সেনাবাহিনী জায়ন নগরদুর্গের দিকে অগ্রসর হলে, এক দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সম্মুখীন হয়। সম্প্রতি গিহন ঝরনার কাছাকাছি এটি আবিস্কৃত হয়েছে।* বলা হয়, জায়ন ছিল অজেয় এবং দুর্গটি দাউদের দখল করার বিষয়টি ছিল রহস্যজনক। বাইবেলে দেখানো হয়েছে, জেবাসিরা দেয়ালগুলোতে সারি সারি অন্ধ ও পঙ্গুকে দাঁড় করিয়ে রাখে। এটা ছিল, কী ঘটতে পারে হামলাকারীদের প্রতি তার একটি সতর্কবাণী। কিন্তু, রাজা হিব্রু বাইবেলে কথিত *জিন্নরের* মাধ্যমে কী করে যেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে ঢুকে পড়েন। *জিন্নর* পানি প্রবাহের সুড়ঙ্গপথ হতে পারে- সম্প্রতি ওফেল পাহাড়ে সুড়ঙ্গপথের যে নেটওয়ার্ক আবিস্কৃত হয়েছে, এটি তার একটি। এটি কোনো মন্ত্রও হতে পারে। যাই হোক, 'দাউদ জায়ন ঘাঁটি দখল করলেন : এটাই দাউদ নগরী।'

এই দখল প্রাসাদ অভ্যুত্থানও হতে পারে। দাউদ জেবাসিদের হত্যা করেননি; বরং তাদেরকে তিনি তার বহুজাতিক রাজদরবার ও সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি জায়নের নতুন নাম দেন দাউদ নগরী। ক্ষতিগ্রস্ত নগর প্রাচীর মেরামত এবং আর্ক অব কোভেন্যান্ট (যুদ্ধের মাধ্যমে আবার দখল করা) জেরুজালেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এর পবিত্রতা নিয়ে এতটাই প্রবল ভীতি ছিল যে, এর বহনকারীদের একজন মারা যায়। তাই নিরাপদে বহনের উপায় বের না করা পর্যন্ত দাউদ একজন বিশ্বস্ত অনুচরের কাছে এটি রাখেন। 'দাউদ ও ইসরাইল সম্প্রদায়ের সব লোক ভেরী বাজিয়ে এবং উচ্চস্বরে চিৎকার করে ঈশ্বরের এই 'আর্ক' বহন করে। একে যাজকীয় বস্ত্র পরানো হয়, 'দাউদ তার সর্বশক্তি দিয়ে ঈশ্বরের সামনে নৃত্য করেন।' এর বদলে ঈশ্বর দাউদকে প্রতিশ্রুতি দেন, 'তোমার বংশ ও তোমার সাম্রাজ্য চিরকাল টিকে থাকবে'। কয়েক শ' বছরের সংগ্রামের পর দাউদ ঘোষণা করলেন, ইয়াহইয়ে পুণ্যনগরীতে স্থায়ী আবাস প্রতিষ্ঠা করেছেন।[৫]

অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে ঈশ্বরের কাছে স্বামীর আত্মসমর্পণকে অশ্লীল-অহমিকার প্রদর্শন বলে উপহাস করেন সাউল-কন্যা মিশাল।[৬] বাইবেলের প্রথম দিকের পুস্তিকাগুলো অনেক পরে প্রাচীন গ্রন্থরাজি এবং সাবেক আমলের কাহিনীগুলোর সমন্বয়ে লেখা হয়েছিল। এগুলোতে দাউদের বহুমুখী চরিত্র এবং কাপুরুষোচিত রূপ এতটাই প্রবলভাবে তুলে ধরা হয়েছে যে, তা কোনো সভাসদের স্মৃতিচারণের ওপর ভিত্তি করে লেখা হতে পারে। তবে সেকেন্ড বুক অব স্যামুয়েল এবং ফার্স্ট বুক অব কিংস-এ তা চাপা পড়ে যায়।

দাউদ রাজধানীর জন্য ঘাঁটিটি বেছে নিয়েছিলেন এই কারণে, এটা না ছিল উত্তরের কোনো গোত্রের আবাস, না ছিল দক্ষিণে বসবাসকারী নিজ গোত্র জুদাহর অধিকারভুক্ত কোনো এলাকা। তিনি শত্রুর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সোনালি ঢালগুলো জেরুসালেমে নিয়ে আসেন। সেখানে তিনি নিজের জন্য একটি রাজপ্রাসাদ তৈরি করেন। এর জন্য টায়ারের 'ফিনিসিয়ান' মিত্রদের কাছ থেকে সিডর কাঠ আমদানি করা হয়। বলা হয়ে থাকে, তিনি এমন এক রাজ্য গড়ে তোলেন, যার সীমান্ত ছিল লেবানন থেকে মিসর পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে আজকের জর্ডান ও সিরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত। এমনকি দামাস্কাসেও স্থায়ী সেনাছাউনি ছিল। দাউদ সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস বাইবেল : খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ ও ৮৫০ সালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝামাঝি সময় মিসর ও ইরাকে গড়ে ওঠা সাম্রাজ্য পতনের দিকে থাকায় তৈরি হয়েছিল শক্তির শূন্যতা। ফলে সাম্রাজ্যগুলো সম্পর্কে এ সময়ের রাজকীয় রেকর্ড দুর্লভ। নিশ্চিতভাবে দাউদের অস্তিত্ব ছিল : ১৯৯৩ সালে ইসরাইলের উত্তরাঞ্চল তেল ড্যানে খ্রিস্টপূর্ব নবম শতকের একটি লিপি আবিষ্কৃত হয়। এতে জুদাহর রাজাদের দাউদের বংশধর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে বোঝা যায়, দাউদ ছিলেন রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা।

তবে দাউদের জেরুজালেম আয়তনে ছিল বেশ ছোট। সে সময়, আজকের ইরাকের বেবিলন শহরের আয়তন ছিল আড়াই হাজার একর; এমনকি কাছাকাছি হাজর শহরের আয়তন ছিল দুই শ' একর। জেরুজালেমের আয়তন সম্ভবত ১৫ একরের বেশি ছিল না। নগর দুর্গটিকে ঘিরে এই শহরের বাসিন্দা ছিল ১২ শ'র মতো। তবে, গিহন স্প্রিংয়ের (ঝরনা) ওপর দিকে নগর প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হয়েছে, আগে যেমনটা ভাবা হয়েছিল, দাউদের জায়ন ছিল তার চেয়েও অনেক বেশি সুসংহত। যদিও কোনো রাজ্যের রাজধানীর সঙ্গে এর ছিল বিস্তর ফারাক।** ক্রিটান, ফিলিস্তিনি ও হিত্তিতি ভাড়াটে সৈনিকদের নিয়ে অধিকার করা ভূখণ্ডে দাউদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে যে উল্লেখ রয়েছে তা যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। তবে এ নিয়ে বাইবেলের বর্ণনা অতিরঞ্জিত। এটা ছিল স্রেফ তার ব্যক্তিত্বের গুণে সৃষ্ট উপজাতি গোষ্ঠীগুলোর একটি ফেডারেশন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুপস্থিতিতে দুর্দান্ত সেনাপতিরা কত দ্রুত ইহুদি সাম্রাজ্য দখল করে নিতে পারেন, অনেক পরে ম্যাকাবিরা তা দেখিয়েছে।

একদিন বিকেলে, নিজ প্রাসাদের ছাদে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন দাউদ : 'এ সময় গোসলরত এক নারীর দিকে তার নজর যায়। সেই নারী ছিল অনিন্দ্য সুন্দরী। তার ব্যাপারে খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন দাউদ। একজন বলল, সে কি বাতসেবা নয়? অ-ইসরাইলি ভাড়াটে সৈনিকদের দলনেতা উরিয়াহ দি হিত্তিতি ছিলেন ওই নারীর স্বামী। নারীটিকে ডেকে পাঠান দাউদ। তিনি আসেন, তার সঙ্গে বিছানায় যান', গর্ভবতী হন। রাজা তার সেনাপতি জোয়াবকে বাতসেবার স্বামীকে বর্তমান জর্ডানের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফেরত পাঠাতে নির্দেশ দেন। উরিয়াহ আসলে দাউদ তাকে বাড়ি গিয়ে 'পা ধুয়ে ফেলার' নির্দেশ দেন। বাতসেবাহর গর্ভধারণকে আড়াল করার জন্য তিনি সত্যিই চাচ্ছিলেন, উরিয়াহ যেন তার সঙ্গে বিছানায় যায়। কিন্তু উরিয়াহ এতে অস্বীকৃতি জানালে দাউদ তার চিঠি নিয়ে তাকে জোয়াবের সঙ্গে দেখা করার নির্দেশ দেন। পত্রে লেখা ছিল : 'যুদ্ধক্ষেত্রের যেখানে সবচেয়ে তীব্র যুদ্ধ হচ্ছে উরিয়াহকে সেখানে পাঠাও... যাতে সে ধরাশায়ী হয়।' উরিয়াহ নিহত হলেন।

দাউদের সবচেয়ে প্রিয় স্ত্রী হয়েছিলেন বাতসেবা। কিন্তু, নবি নাথান রাজাকে সেই ধনী লোকের গল্প বলেন, যে কি না সবকিছু থাকার পরও এক গরিবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমাত্র ভেড়াটি চুরি করেছিল। এ ধরনের অন্যায়ে মর্মাহত হন দাউদ : 'যে লোক এ ধরনের কাজ করেছে, সে অবশ্যই মারা যাবে!' 'তুমিই হলে সেই লোক,' প্রতিউত্তরে নাথান বললেন। রাজা বুঝতে পারলেন, তিনি একটি গুরুতর অন্যায় করেছেন। পাপাচারের ফলে জন্ম নেওয়া প্রথম সন্তানকে হারাতে হয় তাকে ও বাতসেবাকে। কিন্তু, তাদের দ্বিতীয় সন্তান সলোমন (সোলায়মান) বেঁচে থাকেন।[৭]

পূণ্যরাজাদের আদর্শ সাধারণত যেমন হয় তার বেশ ব্যতিক্রম ঘটিয়ে দাউদের রাজ্যটি আক্ষরিত অর্থেই ভালুক নাচের আসলে পরিণত হয়েছিল। সাধারণত দেখা যায়, কোনো লৌহমানবকে ঘিরে সাম্রাজ্য গড়ে উঠে। সেই ব্যক্তি যখন অসুস্থ হয়ে পড়েন তখন এর ফাটলগুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে : তার ছেলেরা উত্তরাধিকারের লড়াই শুরু করে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আমনন আশা করছিলেন দাউদের উত্তরাধিকারী হওয়ার। কিন্তু দাউদের পছন্দ ছিল আমননের সৎভাই, বখে যাওয়া ও উচ্চাভিলাষী আবসালোমকে। উজ্জ্বল দ্যুতিময় চুল ও নিখুঁত দেহের অধিকারী ছিলেন তিনি : 'ইসরাইলের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কি না সৌন্দর্যের জন্য আবসালুমের চেয়ে বেশি প্রশংসা পেতে পারে।'

*এটা হলো বিশ্বের সবচেয়ে বেশি খননকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র। বর্তমানে ঝরনার আশপাশে প্রফেসর রনি রিচ যে খনন কাজ চালাচ্ছেন তা দ্বাদশতম। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কেনানবাসীর দুর্গপ্রাচীর আবিস্কার করেন তিনি। ১৮৬৭ সালে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্লস ওয়ারেন একটি খাদ আবিস্কার করেন, যা ওফেল থেকে ঝরনা পর্যন্ত নেমে গেছে। ওয়ারেনের সুড়ঙ্গপথ মানুষের তৈরি বলে দীর্ঘকাল বিশ্বাস করা হতো। জেরুজালেমবাসী এই পথে বালতি নামিয়ে পানি তুলত। কিন্তু, সর্বশেষ খননের ফলে এই ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে : মনে হয় ওয়ারেন সুড়ঙ্গপথটি প্রাকৃতিক। আসল ঘটনা হলো, পাথর কেটে মানুষের তৈরি একটি পুকুরে পানি জমা হতো, একে ঘিরে ছিল সুউচ্চ একটি টাওয়ার ও প্রাচীর।

** দাউদ নগরীর আয়তন কেমন ছিল তা নিয়ে অতি রক্ষণশীল (মিনিমালিস্ট) এবং অতি সামগ্রিকবাদীদের (মেক্সিমালিস্ট) মধ্যে তুমুল বিতর্ক রয়েছে। রক্ষণশীলদের দাবি নগরীটি ছিল একজন গোত্রপতির ছোট একটি নগরদুর্গের সমান। অন্য দিকে সামগ্রিকবাদীরা বাইবেলের প্রচলিত কাহিনীগুলো উদ্ধৃতি দিয়ে রাজকীয় রাজধানীর কথা বলে। তেল ড্যানের প্রাচীরলিপি আবিস্কৃত হওয়ার আগে পর্যন্ত অতি রক্ষণশীলেরা এমন মনোভাব দেখাত, যেন দাউদেরই অস্তিত্বই নেই। এর জন্য তারা বাইবেল ছাড়া আর কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ না থাকাকে উল্লেখ করত। ২০০৫ সালে রাজা দাউদের রাজপ্রাসাদ আবিস্কারের কথা ঘোষণা করেন ড. ইলাত মাজোর। এটা নিয়ে অনেক সন্দেহ ছিল। কিন্তু, তার খনন কাজ ১০ম শতকের একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি ভবন আবিস্কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। এর সঙ্গে কেনানিদের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা এবং ধাপযুক্ত কাঠামোগুলো মিলে দাউদের নগরদুর্গ গড়ে উঠতে পারে।

আবসালুম : এক রাজপুত্রের উত্থান-পতন

আমনন প্রলোভন দেখিয়ে আবসালুমের বোন তামারকে নিজ বাড়িতে নিয়ে ধর্ষণ করেন। এর জের ধরে জেরুজালেরেম বাইরে নিয়ে গিয়ে আমননকে খুন করলেন আবসালুম। এতে শোকাতুর হয়ে পড়েন দাউদ। রাজধানী থেকে পালিয়ে যায় আবসালুম, তিন বছর পর বাড়ি ফেরেন। দাউদ এবং তার প্রিয় সন্তানটির মধ্যে বিরোধও মিটে যায় : আবসালুম সিংহাসনের সামনে গিয়ে অবনত মস্তকে ভূ-লুণ্ঠিত হন। দাউদ তাকে চুমু খান। কিন্তু, আবসালুম তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার লাগাম টেনে ধরতে পারে নি। তিনি জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে সারথি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে কুচকাওয়াজ করেন। এ সময় ৫০ জন অনুচর তার পেছনে ছুটছিল। তিনি পিতার শাসন অবজ্ঞা করেন- 'আবসালুম ইসরাইলের হৃদয় চুরি করেছেন'– এবং হেবরনে বিদ্রোহী শাসন প্রতিষ্ঠা করলেন।

লোকজন এই উদীয়মান সূর্য আবসালুমের পেছনে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু, এ সময় দাউদ আবার তার পুরনো উদ্দীপনা কিছুটা ফিরে পান : তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রতীক আর্ক অব কোভেন্যান্ট করায়ত্ত করেন, এরপর জেরুজালেম ছেড়ে যান। আবসালুম নিজেকে জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠিত করলে বৃদ্ধ রাজা তার সেনাদল সমবেত করেন। দাউদ তার সেনাপতি জোয়াবকে নির্দেশ দেন 'আমার পক্ষ হয়ে এই তরুণের সঙ্গে ভদ্র আচরণ করো।' দাউদ বাহিনী ইফরাইম জঙ্গলে বিদ্রোহীদের কচুকাটা করার সময় একটি খচ্চরে চড়ে পালিয়ে যান আবসালুম। তার জমকাল চুল হয়ে দাঁড়ায় তার সর্বনাশের কারণ : 'এবং খচ্চরটি বিশাল এক ওক গাছের মোটা শাখার নিচে দিয়ে ছুটে গেল, তার মাথাটি ওক গাছের শাখায় আটকে গেলে তিনি স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝে ঝুলতে থাকেন; এবং তার নিচে থাকা খচ্চরটি পালিয়ে গেল।' ঝুলন্ত আবসালুমকে খুঁজে পেয়ে হত্যা করেন জোয়াব। রাজপুত্র নিজের সমাধি হিসেবে যে স্তম্ভ তৈরি করেছিলেন, তাকে সেখানে না দিয়ে অন্য একটি গর্তে কবর দেওয়া হয়।* রাজা করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেটি কি নিরাপদ?' দাউদ যখন শুনলেন, রাজপুত্র নিহত হয়েছে, তিনি বিলাপ করতে লাগলেন : হে আমার পুত্র, আবসালুম, হে পুত্র, আমার পুত্র আবসালুম। হায় ঈশ্বর, আমি যদি তার সঙ্গে মারা যেতাম, ও আবসালুম, আমার পুত্র, আমার পুত্র![৮]

রাজ্যে যখন দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের বিস্তার ঘটল, দাউদ মোরিয়াহ পাহাড়ে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পান, মৃত্যুর দূত জেরুজালেমকে হুমকি দিচ্ছে। এ সময় ঈশ্বরের কাছে থেকে দৈব-বাণী আসে তার কাছে। তাকে সেখানে একটি বেদি নির্মাণের নির্দেশ দেয়া হয়। আগে থেকেই জেরুসালেমে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার শাসকরা পরিচিত ছিলেন যাজক-রাজা হিসেবে। শহরের মূল বাসিন্দাদের একজন জেবুসি সম্প্রদায়ের আরুনাহ ছিলেন মোরিয়াহ ভূমির মালিক। এতে বোঝা যায়, শহরটি ওফেল থেকে কাছের পাহাড়ি এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। 'তাই দাউদ ৫০ রৌপমুদ্রা শ্যাকেলের বিনিময়ে শষ্য মাড়াইয়ের জায়গা ও ষাঁড়গুলো কিনে নেন। দাউদ সেখানে একটি বেদি নির্মাণ করলেন, ঈশ্বরের নামে বিভিন্ন পশুসহ বিভিন্ন জিনিস উৎসর্গ দিলেন, সেখানে একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। তিনি টায়ারের ফিনিশীয় রাজা আবিবালের কাছ থেকে সিডর কাঠ আনার নির্দেশ দেন। এটাই ছিল তার জীবনের সবচেয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সময় : জনগণকে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে নিয়ে আসা, ইসরাইল ও জুদাই সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা এবং জেরুজালেমকে পবিত্র রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। তবে, এমনটা না-ও হতে পারে। দাউদকে বললেন ঈশ্বর : 'তুমি আমার নামে কোনো ঘর নির্মাণ করবে না, কারণ তুমি একজন যোদ্ধা এবং রক্ত ঝরিয়েছ।'

দাউদ এখন 'বৃদ্ধ এবং পীড়িত' তার সভাসদ ও ছেলেরা ক্ষমতার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করলেন। আরেক ছেলে আদোনিজাহ সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা চালালেন, দাউদের মনযোগ ফিরিয়ে রাখার জন্য আবিশাগ নামের সুন্দরী রক্ষিতাকে নিয়ে আসা হলো। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বাতসেবাকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন।[৯]

* কিদরন উপত্যকায় আবসালুমের স্তম্ভ নামে পরিচিত পিরামিডের কথা ১১৭০ সালে প্রথম উল্লেখ করেন টুডেলার বেঞ্জামিন, স্থাপনাটি খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ সালের নয়। এটা ছিল আসলে খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের একটি সমাধি। মধ্যযুগে এই নগরীতে, এমনকি ওয়েস্টার্ন ওয়ালের কাছে যাওয়াও ইহুদিদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। তখন তারা ওই স্তম্ভের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করত। ২০ শতকের গোড়ার দিকে ইহুদি পথচারীরা পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এর দিকে থুথু বা পাথর ছুঁড়ত। এভাবে, আবসালুমের অবিশ্বস্ততার ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করত তারা।

সলোমন : টেম্পল

বাতসেবা তার ছেলে সলোমনের (সোলায়মান) জন্য সিংহাসন দাবি করে বসেন। যাজক জাদুক ও নবি নাথানের সঙ্গে দেখা করেন দাউদ। তারা সলোমনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সসম্মানে রাজার খচ্চরে চড়িয়ে পবিত্র গিহন স্প্রিংয়ের কাছে নিয়ে যান। সেখানে রাজা হিসেবে বরণ করা হয় তাকে। ভেরী বেজে ওঠে, জনগণ উৎসব পালন করে। আদোনিজাহ উৎসবের আওয়াজ শুনতে পেয়ে বেদির নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নেন। তার জীবনের নিশ্চয়তা দেন সলোমন।[১০]

ইসরাইলিদের ঐক্যবদ্ধ করা, ঈশ্বরের নগরী হিসেবে জেরুজালেম প্রতিষ্ঠিত করার মতো অসাধারণ কীর্তি স্থাপনের পর দাউদ মারা যান। তবে তার আগে মাউন্ট মোরিয়াহয় একটি মন্দির (টেম্পল) নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে যান সলোমনকে। এর চার শ' বছর পর বাইবেল লেখকরা নিজেদের যুগের প্রতি লক্ষ্য রেখেই পুস্তকটি রচনা করেছিলেন। এতে তারা একজন পূণ্যরাজা হিসেবে দাউদের পূর্ণতা পুরোপুরি তুলে ধরতে পারেননি। তাকে দাউদ নগরীতে (সিটি অব ডেভিড) তাকে সমাহিত করা হয়।* তার ছেলে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। পবিত্র কাজগুলো সম্পন্ন করছিলেন সলোমন, কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০ সালে রক্তক্ষয়ী ঘটনার মধ্য দিয়ে শাসনকাজ শুরু করতে হয়েছিল তাকে।

রাজমাতা বাতসেবা সলোমনকে নির্দেশ দেন, তিনি যেন বয়সে বড় সৎভাই আদোনিজাহকে রাজা দাউদের শেষ রক্ষিতা আবিশহাগকে বিয়ে করার অনুমতি দেন। 'তাকে রাজ্যটিও নিয়ে নিতে বলেন না কেন?' কিছুটা ব্যঙ্গ করে উত্তর দেন সলোমন। সেইসঙ্গে তিনি আদোনিজাহ ও তার পিতার আমলের একজন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দেন। এটাই দাউদের দরবারি ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে এ ধরনের শেষ কাহিনী। তবে, সলোমন যে একজন মানুষ এটা সত্যিকার অর্থেই তার প্রথম এবং শেষ নিদর্শন। এরপর অচিন্ত্যনীয় জ্ঞানী এবং রূপকথার মহানুভব ও পরাক্রমশালী সম্রাটে পরিণত হন। সলোমনের সবকিছুই ছিল যেকোনো সাধারণ রাজার চেয়ে অনেক বড় ও উন্নত : তার জ্ঞান থেকে সৃষ্টি হয় তিন হাজার প্রবাদ ও ১০০৫টি গান, তার হেরেমে ছিল ৭০০ রানি এবং ৩০০ রক্ষিতা। তার সেনাবাহিনীতে ছিল ১২ হাজার অশ্বারোহী ও ১,৪০০ রথ। তার সামরিক প্রযুক্তির মূল্যবান শো-পিসগুলো শোভা পেতো মেজিদো, গিজার ও হারেজের মতো সুরক্ষিত নগরীতে। আকাবা উপসাগরের এজিয়ন-জিবারে ছিল তার নৌ-বহরের ঘাঁটি।[১১]

সলোমন মিসর ও সিসিলিয়ার সঙ্গে মসলা ও সোনা, রথ ও ঘোড়া- এ সবের বাণিজ্য করতেন। তিনি তার ফিনিশীয় মিত্র টায়ারের রাজা হিরামের সঙ্গে এই বাণিজ্যিক তৎপরতা সুদান থেকে সোমালিয়ায় পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি সেবা'র রানিকে (সম্ভবত সাবা, আজকের ইয়েমেন), জেরুজালেমে স্বাগত জানান। যার আগমন ঘটে 'মসলা এবং সোনা ও মূল্যবান পাথর বোঝাই উটের দীর্ঘ এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাফেলা নিয়ে।' সোনাগুলো ওফি'র (সম্ভবত ভারত) থেকে আনা, আর ব্রোঞ্জ তার নিজস্ব খনি থেকে। সলোমনের সম্পদ জেরুজালেমকে চাকচিক্যময় করে তোলে : 'রাজা জেরুজালেমে রৌপ্যখণ্ডকে পাথর হিসেবে ব্যবহার করেন এবং উপত্যাকার চিনার বাগিচাগুলোকে সিডার গাছের প্রাচুর্যে পরিণত করলেন।' বিভিন্ন দেশে তাকে নিয়ে আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, এক ফারও-কন্যার সঙ্গে তার বিয়ে। ফারাওরা কখনোই তাদের মেয়েদের বিদেশীর সঙ্গে বিয়ে দিত না- বিশেষ করে হঠাৎ সম্পদশালী হয়ে ওঠা কোনো জুদাইনের সঙ্গে, পাহাড়ি মেষচালক গোষ্ঠী থেকে যাদের কি না সবেমাত্র উত্তরণ ঘটেছে। এরপরও এক সময় অহঙ্কারী মিসরে বিশৃঙ্খলা এতটাই লজ্জাজনক অবস্থায় পৌঁছায় যে, ফারও সিয়ামুন জেরুজালেমের অদূরে গিজের শহরে অভিযান চালান। সম্ভবত দেশ থেকে দূরে কোথায় নিজেকে রাখতে চাইছিলেন তিনি, নিজের মেয়েসহ লুণ্ঠিত সামগ্রী সলোমনের কাছে পাঠান, অন্য সময় যা ছিল অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু, পিতার পরিকল্পিত জেরুজালেম মন্দিরটি (টেম্পল) ছিল তার একটি শ্রেষ্ঠ কর্ম।

সলোমনের রাজপ্রাসাদের ঠিক পরেই রাজনির্দেশিত পবিত্র সুরক্ষিত এলাকায় দাঁড়িয়ে ছিল এই 'ঈশ্বরের ঘর'। বাইবেলে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ওই অভিজাত্যপূর্ণ হলগুলো ও বিস্ময়কর বিশালাকারের প্রাসাদগুলো ছিল সোনা ও সিডর কাঠে মোড়া। এগুলোর মধ্যে ছিল হাউজ অব দ্য ফরেস্ট অব লেবানন ও হল অব পিলারস, যেখানে বসে রাজা বিচারকাজ পরিচালনা করতেন।

AMARBOI.COM

এটা কেবল ইসরাইলিদের কৃতিত্ব ছিল না। লেবানন উপকূল ঘেঁষে স্বাধীন নগর রাষ্ট্রগুলোতে বসবাসকারি ফিনশীয়রা ছিল অত্যন্ত নিপুণ শিল্পী এবং ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সওদাগর। তারা টায়ারিয়ান রক্তবর্ণ পোশাক এবং বর্ণমালা সৃষ্টির জন্য তাদের সুখ্যাতি ছিল। তাদের নামটিও (ফিনিক্স, যার অর্থ রক্তবর্ণ) এখান থেকেই এসেছে। টায়ারের রাজা হিরাম কেবল সাইপ্রেস ও সিডর কাঠই নয়, সেইসঙ্গে বিভিন্ন কাজে দক্ষ শিল্পীদেরও সরবরাহ করেন। তারা রুপা ও সোনার অলংকার খোদাইয়ের কাজ করেছিল। সবকিছুই ছিল 'খাঁটি সোনার।'

টেম্পলটি কেবল তীর্থস্থানই ছিল না, এটা ছিল ঈশ্বরের নিজের ঘর, তিনটি অংশের সমন্বয়ে তৈরি একটি কমপ্লেক্স। লম্বায় প্রায় ১১৫ ফুট ও পাশে ৩৩ ফুট, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রথমে সেখানে ইয়াচিন ও বোয়াজ নামের ৩৩ ফুট উঁচু ব্রোঞ্জের দুটি স্তম্ভ-সংবলিত একটি প্রবেশপথ ছিল। স্তম্ভগুলোতে ডালিম ফুল ও পদ্মখচিত ছিল। এর মধ্য দিয়ে এগিয়ে গেলে বিশাল স্তম্ভ-সংবলিত একটি উঠানে পৌঁছানো যেত, যার ওপরের দিকটা ছিল উন্মুক্ত এবং তিন দিকে দুইতলা উঁচু কক্ষরাজিতে ঘেরা। এগুলো হয়তো রাজকীয় মোহাফেজখানা বা কোষাগার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। দহলিজের পথটি পৌঁছেছিল একটি পবিত্র ঘরে : দেয়াল ঘেঁষে দশটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনার তৈরি প্রদীপ রাখা ছিল। সুগন্ধিপূর্ণ একটি উৎসর্গ বেদির সামনে রাখা ছিল একটি সোনার টেবিল, একটি জলাধার ও পরিশুদ্ধি অর্জনের জন্য এর ওপরে ছিল একটি চাকাযুক্ত লিভারের সঙ্গে যুক্ত গামলা এবং একটি ব্রোঞ্জের তৈরি পানি রাখার পাত্র, যা সমুদ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। সিঁড়ি বেয়ে হলি অব হলিজে পৌঁছানো যেত,** পাহারায় একটি ছোট্ট কক্ষ। ১৭ ফুট উঁচু কক্ষটি ছিল জলপাই কাঠ দিয়ে তৈরি এবং সোনার পাত দিয়ে মোড়া।

তবে, সবার আগে আসবে সলোমনের নিজস্ব জাঁকজমকের কথা। টেম্পলটির নির্মাণকাজ শেষ করতে তার সাত বছর লেগেছিল। ১৩ বছর দরকার হয়েছিল নিজের প্রাসাদ তৈরি করতে, এর আকারও ছিল বড়। ঈশ্বরের ঘরে নীরবতা বিরাজ করতে হবে। তাই 'সেখানে কোনো হাতুরি বা কুঠার অথবা লোহার তৈরি কোনো যন্ত্রপাতির আওয়াজ শোনা যায়নি'। তার ফিনিশীয় কারিগরেরা টায়েরে বসে পাথর কেটে সমান করত, সিডার ও সাইপ্রেস কাঠ খোদাই করত, রুপা, ব্রোঞ্জ ও সোনার অলংকরণ করত। তারপর জাহাজে করে সেগুলো জেরুসালেমে পাঠাত। রাজা সলোমন পুরনো প্রাচীরগুলো আরো সম্প্রসারণ করে মোরিয়াহ পাহাড়কে সুরক্ষিত করেন : এরপর থেকে এর নাম হয় 'জায়ন', যা দিয়ে মূল নগরদূর্গ ও নতুন টেম্পল উভয়কে বোঝাত।

সব কাজ শেষ হলে সলোমন, দাউদ নগরী তথা জায়ন নগরদূর্গে তার তাঁবু থেকে যাজকদের বহন করা একাশিয়া কাঠের তৈরি বাক্সে রাখা আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্টকে মোরিয়াহ পাহাড়ের টেম্পলে নিয়ে আসা দেখতে জনগণকে সমবেত করেন। বেদিতে উৎসর্গ করেন সলোমন, এরপর যাজকরা আর্কটিকে 'হলি অব দ্য হলিজে' নিয়ে সোনার তৈরি দুটি বিশালাকার শেরুবিয়ামের পাখার নিচে রাখেন। হলি অব হলিজে শেরুবিয়াম এবং আর্ক ছাড়া আর কিছু ছিল না। চার ফুট দীর্ঘ ও আড়াই ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট আর্কটিতে ছিল কেবল মুসা'র ঐশীবাণী লেখা কিছু মাটির ট্যাবলেট। এটার পবিত্রতা অত্যন্ত প্রবল থাকায় তা জনগণের উপাসনার জন্য ছিল না : এর শূন্যতার মাঝেই ছিল অনাড়ম্বর, অবয়বহীন ইয়াহইয়ে স্বর্গীয় উপস্থিতি, ইসরাইলিদের অনন্য আইডিয়া।

যাজকরা বেরিয়ে এলে, স্বর্গীয় উপস্থিতির 'মেঘ' তথা 'ঈশ্বরের মহিমা, ঈশ্বরের ঘরটিকে পূর্ণ করে দেয়।' সলোমন তার প্রজাদের সামনে টেম্পলটি উদ্বোধন করে ঘোষণা দেন : 'আমি অবশ্যই আপনার বসবাসের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করেছি। একটি নিশ্চিত স্থান, আপনার চিরকাল বসবাসের জায়গা', ঈশ্বর প্রতিউত্তরে সলোমনকে জানান, 'আমি ইসরাইলে তোমার সিংহাসনকে চিরকাল প্রতিষ্ঠিত রাখব। যেমনটা আমি তোমার পিতা দাউদকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম।' এটা প্রথম উৎসবে পরিণত হয়, যা ইহুদি পঞ্জিকায় মহা তীর্থযাত্রায় বিকশিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিল : সলোমন বছরে তিনটি দিন বেদিতে উৎসর্গ করতেন'। সেই মুহূর্তে, জুদিও-খ্রিশ্চিয়ান-ইসলামিক বিশ্বের পবিত্রতার ধারণাটি তার চিরন্তন আবাস খুঁজে পেয়েছিল। ইহুদি এবং আহলি কিতাবিরা (ঐশী পুস্তকের অধিকারী অন্যান্য জাতি) বিশ্বাস করে, টেম্পল মাউন্ট থেকে স্বর্গীয় উপস্থিতি কখনো সরে যায়নি। পৃথিবীর বুকে ঈশ্বর-মানব যোগাযোগের সর্বোচ্চ স্থানে পরিণত হয় জেরুজালেম।

* জনশ্রুতি রয়েছে, বেশ কয়েক শ' বছর পর, ম্যাকাবীয় রাজা জন হিরকানাস এক বিদেশী বিজেতাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য দাউদের সমাধিসৌধ লুণ্ঠন করেন। এর দুই হাজার বছর পর, ক্রুসেডারদের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর শ্রমিকদের জায়ন পাহাড়ে যিশুর শেষ নৈশভোজের স্থান সিনাকল সংস্কারের সময় সেখানে একটি ঘর আবিস্কৃত হয়। যাকে দাউদের কবর বলে ধারণা করা হয়। এই স্থানটি ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম নির্বিশেষে সবার পবিত্র স্থানে পরিণত হয়। তবে, আসলে দাউদের কবরটি কোথায় ছিল তা এখনো রহস্য।

** হলি অব হলিজ কোথায় ছিল? বর্তমানে এটা একটি রাজনৈতিকভাবে বোমা ফাটার মতো প্রশ্ন এবং তা জেরুজালেম ভাগাভাগি করে ইসরাইল-ফিলিস্তিন শান্তি আলোচনার পথে একটি দুর্দমনীয় চ্যালেঞ্জ। অনেক তত্ত্ব রয়েছে এ নিয়ে। বিশেষ করে টেম্পল মাউন্টের আয়তনকে ঘিরে এসব তত্ত্ব সৃষ্টি হয়। হেরোড দ্য গ্রেট পরবর্তীকালে টেম্পলের আয়তন সম্প্রসারণ করেছিলেন। বেশির ভাগ বিদ্বজ্জনের বিশ্বাস, এটা মুসলমানদের ডোম অব দ্য রকের পাথরের শীর্ষে রাখা ছিল। কেউ কেউ বলেন, এই রহস্যময় হলুদ, সর্পিলাকার গুহাটি আসলে ছিল, খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সালের একটি সমাধি গহ্বর। এ নিয়ে অনেক লোককথা প্রচলিত আছে : খ্রিস্টপূর্ব ৫৪০ সালের দিকে নির্বাসিতরা যখন বেবিলন থেকে ফিরে আসে, কথিত আছে, তারা আরউনাহ দ্য জেবাসির মাথার খুলি খুঁজে পায়। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের দিকে ইহুদিদের মুখে মুখে ফেরা প্রবচনগুলো নিয়ে তৈরি সংকলন 'মিশনাহ'য়' সমাধিটিকে উল্লেখ করা হয় টম্ব অব দ্য আবিস নামে, যা 'গভীর যেকোনো সমাধির ভীতি' সৃষ্টির জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। মুসলমানরা একে বলে সউলের কূপ। ইহুদি ও মুসলমানদের বিশ্বাস, এখানেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং ইব্রাহিম তার ছেলে আইজ্যাককে (ইসহাক) উৎসর্গ করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত, ৬৯১ সালের দিকে খলিফা আব্দুল মালিক এই স্থানটি বেছে নেন ডোম অব দ্য রক নির্মাণের জন্য। স্থানটি বাছাই করার একটি কারণ ছিল টেম্পলের ওপর মুসলিম উত্তরাধিকার সৃষ্টি করা। সেখানে রাখা পাথরটিকে টেম্পলের ভিত্তিপ্রস্তর (ফাউন্ডেশন স্টোন) বলে মনে করে ইহুদিরা।) এটা ছিল দুটি পাখাওয়ালা সেরুবিয়ামের (শিশুর অবয়বে স্বর্গীয় প্রাণী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সলোমন : পতন

আদর্শ জেরুজালেম, নতুন বা পুরনো, স্বর্গীয় বা পার্থিব, যা হোক না কেন তা বাইবেলে বর্ণিত সলোমনের নগরীর বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এর আসল রূপ নিশ্চিত করার আর কোনো উপায় নেই। তার টেম্পলটিতেও কিছু পাওয়া যায়নি।

আশ্চর্য শোনালেও বলতে হয়, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণে টেম্পল মাউন্টে খননকাজ চালানো অসম্ভব। আর খননের অনুমতি দেওয়া হলেও সম্ভবত সেখানে সলোমনের টেম্পলের কোনো আলামত পাওয়া যাবে না। কারণ, অন্তত দুবার এর চিহ্ন মুছে ফেলা হয়েছে, অন্তত একবার এর ভিত্তি প্রস্তর উপড়ে ফেলা হয়েছে, নক্সা পরিবর্তন করা হয়েছে অসংখ্যবার। বাইবেলের লেখকেরা টেম্পলের চমৎকারিত্ব সম্পর্কে অতিরঞ্জিত বর্ণনা দিলেও এখনো তা আকারে ও অলংকরণে কম বিস্ময়কর নয়। সলোমনের টেম্পলটি ছিল সে সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থকেন্দ্র। সলোমনের টেম্পলটি কিছুটা ফিনিশীয় মন্দিরের আদলে নির্মাণ করা হয়েছিল। ওইসব মন্দির একেকটা ছিল ধনাঢ্য করপোরেট প্রতিষ্ঠানের মতো। এর জন্য প্রয়োজন হতো শত শত কর্মচারী। মন্দিরগুলোর করপোরেট আয়ের একটা অংশ আসত বারবনিতাদের উপার্জন থেকে। যারা নিজেদের চুল ঈশ্বরকে নিবেদন করতেন, মন্দিরগুলোতে তাদের জন্য নিজস্ব নরসুন্দরও ছিল। এই অঞ্চলজুড়ে যেসব সিরীয় মন্দির আবিস্কৃত হয়েছে সেগুলোর নক্সা, সেই সঙ্গে এগুলোতে ব্যবহৃত পবিত্র সরঞ্জামগুলো, বাইবেলের বর্ণনা অনুযায়ী সলোমনের অভয়াশ্রমে ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলোর প্রায় অনুরূপ।

এখানকার স্বর্ণ গজদন্তের প্রাচুর্যের কথাও সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য। এক শ' বছর পর ইসরাইলি রাজারা সামারিয়ার কাছাকাছি এলাকা থেকে শাসনকাজ পরিচালনা করতেন। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেখানকার রাজপ্রাসাদে গজদন্তের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছেন। বাইবেল বলে, সলোমন ৫০০টি সোনার ঢাল টেম্পলে দান করেছিলেন। সেই যুগে স্বর্ণের প্রাচুর্য থাকার প্রমাণ রয়েছে বিভিন্ন সূত্রে- তা ওফির থেকে আমদানি করা হতো, নাবিয়াতে ছিল মিসরীয়দের খনি। সলোমনের মৃত্যুর পরপর ফারাও শেশুংক জেরুজালেমে হামলা চালানোর হুমকি দিলে তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে টেম্পলের কোষাগার থেকে স্বর্ণ দেওয়া হয়। রাজা সলোমনের স্বর্ণখনির কথা দীর্ঘকাল কাল্পনিক বলে মনে করা হতো। কিন্তু, তার সময় সক্রিয় ছিল, জর্ডানে এমন তামার খনি খুঁজে পাওয়া গেছে। তার সেনাবাহিনীর যে আকার বলা হয় তাও বিশ্বাসযোগ্য। কারণ আমরা জানি, এর ঠিক এক শ' বছর পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসরাইলের এক রাজার সারথি সংখ্যা ছিল দুই হাজার।*১২ সলোমনের জাঁকজমকের বর্ণনায় অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু তার সাম্রাজ্যের পতন কাহিনীর পুরোটাই সত্যি : জ্ঞানের রাজা অজনপ্রিয়, স্বৈরশাসকে পরিণত হয়েছিলেন। রাজার জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনের ব্যয় মেটানো হয়েছিল দেখেন উচ্চ কর বসিয়ে ও 'চাবুক মেরে' আদায় করে। ঘটনার দুই শ' বছর পর বাইবেলের একেশ্বরবাদী লেখকরা বিরক্তিকর ভাবে রচনা করেছিলেন, সলোমন ইয়াহইয়ে এবং অন্যান্য স্থানীয় দেবতার উপাসনা করছেন। অধিকন্তু, তিনি বহু 'অদ্ভুত নারীকে ভালোবাসতেন।'

সলোমন রাজ্যের দক্ষিণে ইদম এবং উত্তরে দামাস্কাস থেকে বিদ্রোহের সম্মুখীন হন। সেইসঙ্গে তার সেনাপতি জেরোবুয়াম উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোকে নিয়ে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন। সলোমন যেরুবুয়ামকে হত্যার নির্দেশ দিলে এই সেনাপতি মিসরে পালিয়ে যান। সেখানে উদীয়মান সাম্রাজ্যের অধিপতি লিবিয়ান ফারাও শেশুংক তাকে আশ্রয় দেন। ইসরাইলি রাজ্যটি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়।

AMARBOI.COM

* বাইবেলে মেজিদো, গিজের ও হাজোর দুর্গকে সলোমনের রসদাগার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, ২১ শতকে প্রফেসর ইসরাইল ফিংকেলস্টেইনের নেতৃত্বে সংশোধনবাদীরা যুক্তি দেখান, এগুলো আসলে বহু শতাব্দী পর সিরীয় আদলে নির্মিত রাজপ্রাসাদ, সলোমনের যুগের ভবন সেগুলো নয়। তবে, অন্যান্য প্রত্নতত্ত্ববিদ সংশোধনবাদীদের এই তারিখ নির্ণয়কে চ্যালেঞ্জ করেন। এসব এলাকায় লালের ওপর কালো নক্সাওয়ালা যেসব মাটির পাত্র পাওয়া গেছে সেগুলো খ্রিস্টপূর্ব দশম শতকের শেষের দিকের। এটা মোটামুটি সলোমনের শাসনামল এবং ফারাও শেশুংকের অভিযানের সময় ছিল। রাজার মৃত্যুর ৯ বছর পর ফারাও এ অভিযান চালান। যদিও ভবনগুলো নিয়ে নতুন বিশ্লেষণগুলোও বেশ মজার। এতে দেখা যায়, এগুলো ছিল দশম শতকের বিশালাকার আস্তাবল। যা সম্ভবত সলোমনের ঘোড়সওয়ার বাহিনীর শক্তি এবং ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় অশ্ব বাণিজ্যের প্রমাণ হতে পারে। বিতর্ক এখনো চলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪
জুদাহ'র রাজারা
খ্রিস্টপূর্ব ৯৩০-৬২৬

রেহোবুয়াম বনাম জেরোবুয়াম : বিভক্তি

দীর্ঘ ৪০ বছর রাজ্য শাসন করে খ্রিস্টপূর্ব ৯৩০ সালে সলোমন পরলোকগমন করলে, তার ছেলে রেহোবুয়াম গোত্রগুলোকে শেচেমে ডেকে পাঠান। এ সময় উত্তরের জনগণ সলোমনের বসানো কর দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। নতুন রাজাকে এ কথা জানাতে তারা সেনাপতি জেরোবুয়ামকে বেছে নেয়। জবাবে উদ্ধত রেহোবুয়াম তাকে বলেন, 'আমি তোমার কাঁধে জোয়াল চাপাব : আমার পিতা তোমাকে চাবুকপেটা করতেন। আমি বিচ্ছু দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।' এতে উত্তরাঞ্চলের দশটি গোত্র বিদ্রোহ করে; তারা জেরোবুয়ামকে রাজা ঘোষণা করে। এভাবে ইসরাইল রাজ্যে নতুন করে ভাঙন দেখা দেয়।

জুদাহ'র রাজা হিসেবে থেকে যান রেহোবুয়াম; তিনি দাউদের প্রপৌত্র এবং জেরুজালেমের টেম্পল, দেবতা ইয়াহইয়ের আবাস তার অধিকারে থাকে। কিন্তু জেরোবুয়াম ছিলেন অনেক বেশি অভিজ্ঞ। শেচেমে রাজধানী প্রতিষ্ঠার পর দূরদর্শিতার সঙ্গে তিনি বললেন: 'এখানকার জনগণ যদি জেরুসালেমে ঈশ্বরের টেম্পলে পূজা দিতে যায়, তাহলে তাদের মন জুদাইয়ের রাজা রেহোবুয়ামের দিকে ঘুরে যাবে, তারা আমাকে হত্যা করবে।' তাই তিনি বেথেল ও ড্যানে দুটি ছোট আকারের মন্দির নির্মাণ করেন। এগুলো ছিল কেনান সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী। জেরোবুয়ামের শাসন ছিল দীর্ঘ ও সফল। কিন্তু এরপরও কখনোই তিনি রেহোবুয়ামের জেরুজালেমের সমতুল্য হতে পারেননি।

ইসরাইলিদের রাজ্য দুটি মাঝে মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ত, আবার কখনো হয়ে উঠত ঘনিষ্ঠ মিত্র। খ্রিস্টপূর্ব ৯০০ সালের পর প্রায় চার শ' বছর দাউদের বংশধররা, জেরুজালেমের রাজকীয় টেম্পলকে ঘিরে গড়ে ওঠা একটি ছোট্ট এলাকা- জুদাহ শাসন করেন। অন্য দিকে উত্তরে, অধিকতর প্রাচুর্যপূর্ণ ইসরাইল পরিণত হয় আঞ্চলিক সামরিক শক্তিতে। রক্তক্ষয়ী অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সিংহাসন দখলকারী জেনারেলদের আধিপত্য ছিল সেখানে। ক্ষমতা দখলকারীদের একজন রাজপরিবারের অনেককে হত্যা করে। দুই শ' বছর পর লেখা, বুক অফ *কিংস অ্যান্ড ক্রনিকলস*-এর লেখকরা, কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠোরভাবে ঘটনাপঞ্জি অনুসরণের ব্যাপারে ততটা সচেতন ছিলেন না, শাসকদের বিচার করেছেন ইসরাইলের এক ঈশ্বরের প্রতি কে কতটা অনুরক্ত- সেই হিসেবে। সৌভাগ্যের বিষয় হলো, এরপর অন্ধকার যুগ কেটে গেল : মিসর এবং ইরাক সাম্রাজ্য থেকে পাওয়া লিপিগুলো আলো ছড়াল। এগুলোতে বাইবেলের ক্রোধমিশ্রিত ন্যায়নিষ্ঠ কর্তব্যগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে (প্রায় নিশ্চিতভাবে)।

সলোমনের মৃত্যুর ৯ বছর পর মিসর এবং ইতিহাস জেরুজালেমের দিকে ফিরে আসে। ইসরাইলিদের একক রাজ্যটির ভাঙনে উৎসাহদানকারী ফারাও শেশুংক উপকূলের দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে হঠাৎ জেরুজালেম অভিমুখে অভিযান শুরু করেন। জেরুজালেমের টেম্পলে ধনসম্পদ এ ধরনের যে কাউকে প্রলুব্ধ করার জন্য ছিল যথেষ্ট। রাজা রেহোবোয়াম টেম্পলের কোষাগার- সলোমনের স্বর্ণ- বিকিয়ে দিয়ে শেশুংকের হাত থেকে নিস্কৃতি পান। ইসারাইলিদের দুটি রাজ্যই আক্রমণ করেন শেশুংক। তিনি উপকূলের মেজিদো শহরে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালান। তিনি নিজের অভিযান নিয়ে একটি শিলালিপি রেখে যান সেখানে। দেশে ফিরে তিনি এই সফল অভিযানের কথা প্রচারের জন্য কারনাকের আমুন টেম্পলের গায়ে লিখে রাখেন। সে যুগে ফারাওদের রাজধানী বুবাসতিসে পাওয়া একটি হেয়ারোগ্লিফিক লিপিতে দেখা যায়, শেশুংকের উত্তরাধিকারী ওসরকুন তার রাজ্যের বিভিন্ন মন্দিরে ৩৮৩ টন স্বর্ণ দান করেন। সম্ভবত এগুলো জেরুজালেম থেকে লুট করা। শেশুংকের অভিযান হলো বাইবেলে বর্ণিত প্রথম ঘটনা, যার ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় নিশ্চিত হওয়া গেছে।

৫০ বছর যুদ্ধের পর ইসরাইলিদের দুটি রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইসরাইলের রাজা আহাব এক ফিনিশীয় রাজকন্যাকে মর্যাদাসম্পন্নভাবে বিয়ে করেন। এটা ছিল তার জন্য সম্মানের। পরে ওই নারী, বাইবেলের ভাষায়, দানবীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি দুর্নীতিবাজ, জালিম এবং বাল ও অন্যান্য মূর্তির পূজা করতেন বলেও জানানো হয়েছে। তার নাম ছিল জেজেবেল। তিনি ও তার পরিবার ইসরাইল জেরুজালেম শাসন করতে আসেন। তারা সঙ্গে করে নৃশংসতা ও বিপর্যয় নিয়ে আসেন।[১৩]

জেজেবেল ও কন্যা, জেরুজালেমের রানি

জেজেবেল ও আহাবের এক মেয়ে ছিল, তার নাম আতহালিয়া। জুদাহ'র রাজা জেহোরার সঙ্গে তার বিয়ে হয় : তাদের আগমনের সময় জেরুজালেম সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল– সিরীয় বণিকেরা তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাণিজ্য করত, লোহিত সাগরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলত জুদাইনের নৌবহর এবং টেম্পল থেকে কেনানিদের মূর্তিগুলো অপসারণ করা হয়েছিল। কিন্তু, জেজেবেল-কন্যা কোনো সৌভাগ্য বা সুখ নিয়ে আসতে পারলেন না।

বৃহৎ শক্তিগুলোর অনুপস্থিতিতেই কেবল ইসরাইলি সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৮৫৪ সালের দিকে আধুনিক ইরাকের নিনেভেহভিত্তিক আসিরীয়দের ফের উত্থান ঘটে। আসিরীয় রাজা তৃতীয় শালমানেসের সিরিয়ার রাজ্যগুলো দখল শুরু করলে তাকে প্রতিরোধের জন্য জুদাহ, ইসরাইল ও সিরিয়া মিলে জোট গঠন করে। কারকারের যুদ্ধে রাজা আহাব দুই হাজার রথ এবং ১০ হাজার পদাতিক সৈন্যের সমাবেশ ঘটান। জুদাইন ও সিরিয়ার রাজারা তাকে সমর্থন দিচ্ছিলেন। তিনি আসিরীয়দের থামিয়ে দেন। কিন্তু, এর পরপরই জোট ভেঙে যায়। সিরিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় জুদাইন ও ইসরাইলি রাজারা; এসময় প্রজারা বিদ্রোহ করে বসে।* একটি তীরের আঘাতে ইসরাইলি রাজা আহাব নিহত হন- 'কুকুর তার রক্ত চেটে খায়।

ইসরাইলে জেহু নামের এক সেনাপতি বিদ্রোহ করলেন। তিনি রাজ পরিবারের সদস্যদের নির্বিচারে হত্যা করেন। সামারিয়ার ফটকের সামনে আহাবের ১৭ ছেলের মাথা কেটে একটি রশিতে ঝুলিয়ে রাখেন। তিনি কেবল ইসরাইলের নতুন রাজাকেই হত্যা করেননি, ইসরাইল সফরে আসা জুদাহ'র রাজাকেও হত্যা করলেন। রানি জেজেবেল রাজপ্রাসাদের জানালা গলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে সম্ভবত রথের চাকার নিচে ফেলে পিষ্ট করা হয়।**

জেজেবেলের লাশটি কুকুরকে খাওয়ানো হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৮৪১ সালে জেজেবেলের মেয়ে রানি আথালিয়া জেরুজালেমের ক্ষমতা দখল করে দাউদ বংশের সম্ভব সব রাজপুত্রকে (নিজের পৌত্রদের) হত্যা করেন। এর মধ্যে কেবল শিশু রাজপুত্র জেহোয়াশ বেঁচে যান। সেকেন্ড বুক অব কিংস এবং নতুন কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার জেরুজালেমের ওই সময়ের জীবনযাত্রার ওপর কিছুটা আলোকপাত করেছে।[১৪]

টেম্পল কমপ্লেক্সে শিশু রাজপুত্রকে লুকিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে, জেজেবেলের আধা ফিনিশীয়, আধা ইসরাইলি মেয়ে তার ছোট্ট পাহাড়ি রাজধানীতে বসে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য এবং বাল দেবতার পূজায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। জেরুসালেমে গজদন্তের তৈরি একটি ডালিম গাছের ওপর বসা অপূর্বসুন্দর একটি ঘুঘুর মূর্তি (এক ইঞ্চিরও ছোট আকারের) পাওয়া গেছে। এটা সম্ভবত জেরুজালেমের বনেদি কোনো পরিবারের আসবাবপত্রের অলংকরণের অংশ। *বুলাই* নামে পরিচিত ফিনিশীয় যুগের কাদার সিলমোহরগুলো সে যুগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নোটপেপার হিসেবে পরিচিত। দাউদ নগরীর নিচে পাথরের তৈরি পুকুরের আশপাশে এগুলো পাওয়া যায়। এগুলোতে সে যুগের জাহাজ এবং সিংহাসনের ওপর ডানাওয়ালা সূর্যের মতো পবিত্র প্রতীক আঁকা রয়েছে। সেইসঙ্গে ছিল ১০ হাজার মাছের কাঁটা, সম্ভবত সে যুগে সমুদ্রপথে যে বাণিজ্য চলত তার মাধ্যমে এসব মাছ ভূমধ্য সাগরীয় এলাকা থেকে আমদানি করা হয়। কিন্তু, খুব দ্রুত জেজেবেলের মতোই ঘৃণার পাত্রী হয়ে ওঠেন আথালিয়া। তার মূর্তিপূজক পুরোহিতরা জেরুজালেমের টেম্পলে বাল ও অন্যান্য দেবতার মূর্তি স্থাপন করেন। ছয় বছর পর টেম্পলের পুরোহিতরা জেরুজালেমের সম্ভ্রান্ত লোকদের একটি গোপন সভা ডাকেন। সেখানে ছোট্ট রাজপুত্র জেহোয়াশের অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে সবাই তার প্রতি আনুগত্যের শপথ নেন। রাজা দাউদের বর্শা ও ঢাল নিয়ে অস্ত্রসজ্জিত হন টেম্পলের পুরোহিত ও প্রহরীরা। এগুলো তখনো টেম্পলে রাখা ছিল। এরপর শিশুটিকে প্রকাশ্যে রাজার পদে অভিষিক্ত করা হয়। পুরোহিতরা বিলাপের সুরে প্রার্থনা করে 'হে ঈশ্বর, এই রাজাকে রক্ষা করো'। এরপর ভেরী বেজে ওঠে।

'নিরাপত্তা রক্ষী ও জনগণের শোরগোল শুনতে পেয়ে' রানি এবং রাজপ্রাসাদের সুরক্ষিত পথে পাশের টেম্পলে ছুটে যান। তখন ওই এলাকাটি ছিল জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে।

'বিদ্রোহ! বিদ্রোহ!' তিনি চিৎকার করতে থাকেন। কিন্তু, প্রহরীরা তাকে আটক করে টেনে হিঁচড়ে পবিত্র পর্বত থেকে সরিয়ে দেয়, ফটকের বাইরে নিয়ে তাকে হত্যা করে। পূজারীদের ফাঁসি দেওয়া হয়, টেম্পলের মূর্তিগুলো ভেঙে টুকরা টুকরা করা হয়। রাজা জেহোয়াস প্রায় ৪০ বছর দেশ শাসন করেন। তারপর খ্রিস্টপূর্ব ৮০১ সালে সিরিয়ার রাজার সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যান। সিরিয়ার রাজা জেরুসালেমে প্রবেশ করেন, টেম্পলের কোষাগারে থাকা সব স্বর্ণ দিয়ে দিতে জেহোয়াসকে বাধ্য করেন। জেহোয়াসকে হত্যা করা হয়। ৩০ বছর পর ইসরাইলের এক রাজা জেরুসালেমে অভিযান চালান, টেম্পল লুট করেন। তখন থেকে টেম্পলের সম্পদ বিজেতাদের জন্য একটি প্রলুব্ধকর উপহারে পরিণত হয়।[১৫]

জেরুজালেমের দূর অতীতের সমৃদ্ধি কোনোভাবেই আসিরিয়ার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও নতুন রাজার অধীনে নতুন করে জেগে উঠতে থাকে এ নগরী : মাংসভোজী সম্রাট আবার অভিযান শুরু করলেন। ইসরাইল ও আরাম-দামাস্কাসের রাজারা আসিরীয়দের প্রতিহত করতে একটি জোট গড়ার চেষ্টা করেন। জুদাইয়ের রাজা আহাজ এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে ইসরাইলি ও সিরীয়রা জেরুজালেম অবরোধ করে। তারা নতুন গড়ে তোলা দুর্গের প্রাচীর ভাঙতে ব্যর্থ হয়, কিন্তু রাজা আহাজ টেম্পলের কোষাগার সরিয়ে ফেলেন এবং আসিরীয় রাজা তৃতীয় টিগলাথ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিলেসারের কাছে সাহায্য চেয়ে আবেদন পাঠান। খ্রিস্টপূর্ব ৭৩২ সালে আসিরীয়রা সিরিয়াকে নিজেদের রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত এবং ইসরাইলকে পুরোপুরি বিধ্বস্ত করে। এদিকে জেরুজালেমের রাজা আহাজ, আসিরিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না আত্মসমর্পণ করবেন তা ঠিক করতে না পেরে দোটানায় ভুগতে থাকেন।

* মোয়াবিদের বিদ্রোহী রাজা মেশাহ'র বিরুদ্ধে ইসরাইল ও জুদাইয়ের রাজারা এক হয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এক শিলালিপিতে দেখা যায়, মেশাহ তার নিজের ছেলেকে উৎসর্গ করেন, হানাদারদের প্রতিহত করতে সফল হন। প্রায় তিন হাজার বছর পর, ১৮৬৮ সালে কয়েকজন বেদুইন জনৈক জার্মান মিশনারিকে একটি কালো আগ্নেয়শিলা দেখান। এতে করে পারস্য, ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মধ্যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়, তাদের এজেন্টরা এই সম্মানজনক রাজকীয় উপহারটি লাভের ষড়যন্ত্র শুরু করেন। বেদুইনদের একটি গোত্র শিলালিপিটি ধ্বংসের চেষ্টা করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ফ্রান্সের হাতে পড়ে। এটা ছিল সংগ্রাম করার মতো একটি সম্পদ। এর ভাষ্য কখনো পরস্পরবিরোধী, আবার কখনো কখনো বাইবেলের বক্তব্যকে নিশ্চিত করে। এতে দেখা যায়, মেশাহ স্বীকার করেছেন, ইসরাইল মোয়াব দখল করেছিল। তবে তিনি রাজা আহাবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন, পরে ইসরাইল ও জুদাহকে পরাজিত করেন- যাকে তিনি (সর্বশেষ অনুবাদ মতে) উল্লেখ করেছেন 'দাউদের আবাস' হিসেবে, এই ভাষ্যও দাউদের অস্তিত্বকে নিশ্চিত করে। তারপর তিনি গর্ব করে বলেছেন, তিনি ' ইয়াহইয়ে'র এক অনুগতের' কাছ থেকে একটি ইসরাইলি শহর দখল করেন। বাইবেলের বাইরে এটাই ইসরাইলি ঈশ্বরের প্রথম উল্লেখ।

** বাইবেলে ইসরাইলের রাজা জেহুকে বালের মূর্তি ধ্বংসকারী এবং ইয়াওয়েহ-এর পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাইবেল ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়েই বেশি আগ্রহী ছিল। তবে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় তার ক্ষমতার রাজনীতির রূপ উদঘাটিত হয়েছে : জেহু সম্ভবত দামাস্কাস থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন। কারণ দামাস্কাসের রাজা হাজায়েল উত্তর ইসরাইলের তেল ড্যানের কেন্দ্রস্তম্ভটি ছেড়ে আসার কথা গর্বভরে জানিয়ে বলেছেন, তিনি ইসরাইল ও দাউদ বংশের পূর্ববর্তী রাজাদের পরাজিত করেছেন। এতে প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে দাউদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। তবে জেহু নিজে আসিরীয় রাজা তৃতীয় শালমানেসারের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। নিমরাডে পাওয়া কৃষ্ণ স্মৃতিস্তম্ভ, যা বর্তমানে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রয়েছে, সেখানে দেখা যায়, জেহু নিচু হয়ে শালমানেসারকে অভিবাদন জানাচ্ছেন। তিনি আসিরীয় ক্ষমতার ডানাওয়ালা প্রতীকের সামনে (একজন সভাসদ তার মাথার ওপর বিশেষ ধরনের ছাতা ধরে আছে) বসে আছেন। ফিতা দিয়ে তার দাড়ি বাধা, মুকুট পরা, তার পোশাক এমব্রয়ডারি করা, তরবারিও আছে সঙ্গে। শালমানেসার বলছেন, 'আমি রুপা, সোনা, একটি সোনার গামলা, একটি সোনার কলস, সোনার বালতি, শিরোস্ত্রাণ, একটি লাঠি, শিকার করার বর্শা পেয়েছি। নুয়ে থাকা জেহু হলেন ইসরাইলের কোনো ব্যক্তির প্রথম ঐতিহাসিক ছবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসাইয়াহ : জেরুজালেম একইসঙ্গে সুন্দরী ও বারবনিতা

ইসাইয়াহ, যিনি একই সঙ্গে ছিলেন রাজপুত্র, যাজক ও রাজার রাজনৈতিক উপদেষ্টা, রাজাকে উপদেশ দেন অপেক্ষা করার : ইয়াওয়েহ জেরুজালেম রক্ষা করবেন। রাজার ইমানুয়েল নামে এক সন্তান থাকতে পারে, যার নামের অর্থ 'ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে'। ইসাইয়াহ বলেন, আমাদের মাঝে এক সন্তানের জন্ম হয়েছে, যে হবে শক্তিশালী ঈশ্বর, চিরস্থায়ী পিতা, শান্তির রাজপুত্র', আনবে 'অন্তহীন শান্তি।'

'বুক অব ইসাইয়াহ'-এর অন্তত দুজন লেখক ছিলেন। এদের একজন লিখেছেন ২০০ বছর পর। এই ইসাইয়াহ কেবল নবিই নন, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কবিও ছিলেন তিনি। আসিরীয়দের সর্বগ্রাসী আগ্রাসনের যুগে যিনি প্রথম টেম্পল ধ্বংস হলে পর রহস্যময় জেরুজালেমের জীবন কেমন হবে তা নিয়ে কল্পনা করেছেন। 'আমি দেখেছি ঈশ্বর উঁচু এক আসনে বসে আছেন এবং তিনি তার বাহনে চড়িয়ে টেম্পলটি উঠিয়ে নিচ্ছেন... এবং ঘরটি ধোঁয়ায় পরিপূর্ণ।'

'পূণ্য-পর্বতটিকে' ভালোবাসতেন ইসাইয়াহ, যাকে তিনি দেখতেন সুন্দরী নারী 'জায়ন-কন্যা পর্বত, জেরুজালেমের পাহাড়', কখনো ন্যায়নিষ্ঠ, কখনো বা বারবনিতা হিসেবে। ঐশ্বরিক এবং শিষ্টতা ছাড়া জেরুসালেমে আর কিছুই নেই। কিন্তু সবকিছু হারিয়ে গেলে, 'জেরুজালেম ধ্বংস হলে', তখন নতুন অতীন্দ্রীয় জেরুজালেমের উদ্ভব ঘটবে 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে,' প্রচারিত হবে দয়াময়ের ভালোবাসার কথা : কল্যাণ করতে শেখ; ন্যায়বিচার চাও; অত্যাচারিতকে মুক্তি দাও; এতিমদের প্রতি দয়া দেখাও; বিধবাদের পক্ষালম্বন করো।' ইসাইয়াহ দিব্যদৃষ্টিতে এক অসাধারণ ঘটনা দেখতে পেলেন : 'সর্বোচ্চ পর্বত শিখরে ঈশ্বরের ঘরটি স্থাপিত হবে... এবং প্রত্যেক জাতির আগমন ঘটবে সেখানে।' এই প্রত্যন্ত এবং সম্ভবত বিলীন শহরের আইন, মূল্যবোধ ও কাহিনীগুলোর উত্থান ঘটবে আবার : 'অনেক মানুষ এখানে আসবে এবং বলবে, তোমরা আসো এবং চলো আমরা ঈশ্বরের পর্বতে যাই, জ্যাকবের ঈশ্বরের ঘরে যাই এবং তিনি আমাদেরকে তার পথে চলার শিক্ষা দেবেন... এখানকার আইন এবং জেরুজালেম থেকে ঈশ্বরের কথা জায়ন ছাড়িয়ে যাবে। এবং সে জাতিগুলোর মধ্যে বিচার করবে।' ইসাইয়াহ এক রহস্যময় কিয়ামত দিনের ভবিষ্যদ্বাণী করেন, যখন একজন অভিষিক্ত রাজা-মিসাইয়া (রক্ষাকর্তা)- আসবেন : 'তারা তাদের তরবারিগুলোকে লাঙলের ফলা বানাবে এবং বর্শাগুলোকে গাছের ডাল কাটার কাস্তেতে পরিণত করবে- তারা কখনো যুদ্ধ শিখবে না।' মৃত্যুরা আবার উঠে দাঁড়াবে। 'নেকড়ে ও মেষ একসঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাস করবে এবং শিশুর সঙ্গে চিতাবাঘ ঘুমাবে।'

এই উদ্ভাসিত পঙক্তিমালায় শেষ বিচারের দিনের আকুল আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয়েছে, যা আজও জেরুজালেমের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ইসাইয়াহ কেবল ইহুদিবাদ নয়, খ্রিস্টবাদের ধারণাটির রূপ দিতেও সাহায্য করেন। টেম্পলের ধ্বংস এবং বিশ্বজনীন আধ্যাত্মিক জেরুজালেমের ধারণা থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতরকে মহিমান্বিত করা পর্যন্ত- ইসাইয়াহ এবং তার শিক্ষা সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন খ্রিস্ট। ইসাইয়াহের ইমানুয়েল হিসেবে নিজেকেই দেখে থাকতে পারেন যিশু।

তিগলাথ-পিলেসারকে অভিবাদন জানাতে রাজা আহাজ দামাস্কাস সফরে যান। ফেরার সময় তিনি টেম্পলের জন্য সিরীয় ধাঁচে তৈরি একটি বেদি নিয়ে আসেন। খ্রিস্টপূর্ব ৭২৭ সালে ওই বিজেতা মারা গেলে ইসরাইলিরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু, নতুন আসিরীয় রাজা দ্বিতীয় সারগন ইসরাইলের রাজধানী সামারিয়া তিন বছর অবরোধ করে রাখেন, এরপর ইসরাইলকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। তিনি এখানকার ২৭ হাজার বাসিন্দাকে আসিরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান। ফলে জেরুজালেমের উত্তর অংশে বসবাসকারী ১২টি গোত্রের মধ্যে ১০টি ইতিহাস থেকে প্রায় হারিয়ে যায়।* আধুনিক ইহুদিরা শেষ দুটি গোত্রের উত্তরসূরি। এরাই জুদাই রাজ্যটি টিকিয়ে রাখে।[১৬] ইসাইয়া যে শিশুটিকে ইমানুয়েল বলে প্রশংসা করেছিলেন, তিনি ছিলেন রাজা হেজেকিয়াহ। তিনি মিসাইয়া ছিলেন না, তবে সব রাজনৈতিক গুণের মধ্যে আসল যে সম্পদ অর্থাৎ সৌভাগ্য ছিল তার পক্ষে। তার প্রতিষ্ঠিত জেরুজালেমের চিহ্ন আজও টিকে আছে।

* ইরান ও ইরাকের প্রাচীন ইহুদি গোত্রগুলো নিজেদেরকে আসিরীয়দের হাতে এবং পরে বেবিলিয়নদের দ্বারা নির্বাসিত ১০টি গোত্রের উত্তরসূরি বলে মনে করে। বংশগতি সম্পর্কিত সর্বশেষ গবেষণায় দেখা যায়, এসব ইহুদি অন্যান্য ইহুদি সম্প্রদায় থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। ওই হারিয়ে যাওয়া ইসরাইলিদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে হাজারো কাহিনী ও কিংবদন্তীর উদ্ভব ঘটেছে। এদের থাকার সম্ভাবনা নেই- এমন অনেক স্থানেই (উত্তর আমেরিকার স্থানীয় অধিবাসী থেকে শুরু করে ইংল্যান্ড পর্যন্ত) তাদের 'আবিষ্কার' করা হয়েছে।

সেন্নাচেরিব : খোঁয়াড়ে নেকড়ে

আসিরীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ পেতে হেজেকিয়াহকে ২০ বছর অপেক্ষা করতে হয় : তিনি প্রথমে মূর্তিগুলো পরিশোধন করেন, টেম্পলে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রোঞ্জের সাপটি ভেঙে ফেলেন, জেরুজালেমের জনগণকে পাসওভারের প্রথম সংস্করণটি পালনের নির্দেশ দেন। সে সময় শহরটি প্রথমবারের মতো পশ্চিম দিকের পাহাড় পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।* তখন শহরটি উত্তর অংশ থেকে আসা শরণার্থীতে পূর্ণ ছিল। এরা সম্ভবত সঙ্গে করে ইসরাইলি ইতিহাস এবং কিংবদন্তির প্রাচীন কিছু স্ক্রল নিয়ে এসেছিল। জেরুজালেমের বিদ্বজ্জনেরা উত্তরাঞ্চলীয় গোত্রগুলোর কাহিনীর সঙ্গে জুদাইনের গল্পগুলো মিশিয়ে দেওয়া শুরু করে। গ্রিকরা যেভাবে হোমারের মহাকাব্য *ইলিয়াড* সংরক্ষণ করেছিল, ঠিক তেমনভাবে টিকিয়ে রাখা এসব স্ক্রলই বাইবেলে পরিণত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব ৭০৫ সালের যুদ্ধে দ্বিতীয় সারগন নিহত হলে জেরুজালেমবাসী এমনকি ইসাইয়াহ পর্যন্ত এটাকে অভিশপ্ত সাম্রাজ্যের পতন বিবেচনা করেছেন। মিসরীয়রা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়; বেবিলন শহর বিদ্রোহ করে, হেজেকিয়াহ'র কাছে দূত পাঠায়। তিনি ভাবলেন, এবার তার সময় এসেছে : আসিরিয়ার বিরুদ্ধে একটি নতুন জোটে যোগ দেন, যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন। কিন্তু জুদাইনদের দুর্ভাগ্য, আসিরিয়ার নতুন মহারাজা ছিলেন যুদ্ধবাজ, দৃশ্যত সীমাহীন আস্থা ও শক্তির অধিকারী : তার নাম ছিল সেন্নাচেরিব।

তিনি নিজেকে 'পৃথিবীর রাজা, আসিরিয়ার রাজা' ঘোষণা করেন। তখন এ দুটি উপাধিই ছিল একই অর্থবোধক। আসিরীয়রা পারস্য উপসাগর থেকে সাইপ্রাস উপসাগর পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এর ভূবেষ্টিত কেন্দ্রভূমি আজকের ইরাক ছিল উত্তরে পর্বত আর পশ্চিমে ফোরাত নদী দিয়ে সুরক্ষিত। তবে দক্ষিণ ও পূর্ব দিক দিয়ে হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা ছিল দুর্বল। এই সাম্রাজ্য ছিল হাঙরের মতো, কেবল ক্ষুধা মেটাতে পারলেই যার টিকে থাকার সম্ভাবনা ছিল। আসিরীয়দের কাছে রাজ্য দখল করা ছিল ধর্মীয় দায়িত্ব। 'ঈশ্বর আশুর-এর ভূমি' হিসেবে বিবেচিত নতুন ভূখণ্ডের সংযুক্তির প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে নতুন রাজার অভিষেক ঘটত। নতুন রাজাকে রাজারা ছিলেন একইসঙ্গে সর্বোচ্চ পুরোহিত ও সেনাপতি। তারা দুই লাখ সৈন্যের শক্তিশালী বাহিনীর নেতৃত্ব দিতেন। আধুনিক যুগের স্বৈরশাসকদের মতোই তারা প্রজাদের শুধু নানাভাবে নির্যাতনই করতেন না, বহু মানুষকে সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নির্বাসনে পাঠাতেন।

সেন্নাচেরিবের পিতার মৃতদেহটি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কখনো আনা হয়নি, যা ছিল ঈশ্বরের অসন্তুষ্টির ভয়ংকর প্রতীক। এরপর সাম্রাজ্যটি ভেঙে যেতে শুরু করে।

কিন্তু সব বিদ্রোহ দমন করেন সেন্নাচেরিব, তারপর বেবিলন দখল করে গোটা শহর গুঁড়িয়ে দেন। রাজ্যে শৃঙ্খলা ফিরে এলে ক্ষমতা সুসংহত করার চেষ্টা করেন। দেশটির রাজধানী ছিল নিনেভেহ নগরীতে। এটা বিবেচিত হতো যুদ্ধ ও আবেগের দেবী ইশতারের নগরী। এখানে তিনি নির্মাণ করেন অতুলনীয় বিশাল রাজপ্রাসাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাল কেটে পানি এনে শহরের বাগানগুলোতে সেচ দেওয়া হতো। আসিরীয় রাজারা ছিলেন উদ্দীপ্ত প্রচারকৌশলী। রাজপ্রাসাদের দেয়ালে রাজার গুণকীর্তন করে বিভিন্ন কথা লিখে রাখা হতো। এসব বক্তব্যে থাকত আসিরীয়দের জয়গাথা এবং তাদের শত্রুদের কেমন ভয়ংকর মৃত্যু হয়েছে- নির্বিচারে শূলে চড়ানো, শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া, মাথা কাটা হয়েছে- এসব কথা। অধিকৃত রাজ্যগুলোর সভাসদরা তাদের রাজাদের কাটা মাথা দিয়ে বানানো মালা গলায় পরে নিনেভেহের মধ্য দিয়ে কুচকাওয়াজ করে যেত। তবে কোনো রাজ্য দখলের পর আসিরীয়রা যে লুটপাট চালাত, তা অন্য বিজেতাদের চেয়ে খুব একটা বেশি ছিল না : যেমন মিসরীয়দের কথা বলা যায়। এরা তাদের শত্রুদের কাটা হাত ও পুরুষাঙ্গ সংগ্রহ করত। যাই হোক, আসিরীয়দের সবচেয়ে নৃশংস যুগটি পার হয়ে গিয়েছিল। সম্ভব হলে আলোচনাকেই গুরুত্ব দিতেন সেন্নাচেরিব।

নিজের সব অর্জনের রেকর্ড নিজের প্রাসাদের নিচে জমা করে রাখেন সেন্নাচেরিব। ইরাকে প্রত্নতত্ত্ববিদরা নগরীর ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। এতে আসিরয়ার সর্বোচ্চ অবস্থাটি দেখা যায়। বিভিন্ন রাজ্য জয়ের ফলে ধনসম্পদ এবং কৃষিকাজের মাধ্যমে সাম্রাজ্যটি বেশ সমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রশাসন চালানোর জন্য কেরানি ছিল। তাদের রেকর্ডগুলো রাজকীয় মোহাফেজখানায় সংরক্ষণ করা হতো। তাদের গ্রন্থাগারগুলোতে রাজদরবারের নীতি প্রণেতাদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে শুভ-অশুভ সঙ্কেত, যাদুবিদ্যা, ধর্মীয় আচার, এবং ঈশ্বরবন্দনা ইত্যাদি বিষয়ে সংগ্রহ ছিল। আবার সেই সঙ্গে গিলগামেশের উপাখ্যানের মতো চিরায়ত সাহিত্যের অনেক মাটির ফলক ছিল সেখানে।

অনেক দেবতা, অতিন্দ্রীয় সত্তা, আত্মার প্রতি ভক্তি, ঐশ্বরিক শক্তির উপাসনা করত আসিরিয়রা। তারা চিকিৎসা বিষয়ে গবেষণা করত, কাদা মাটির ফলকে ব্যবস্থাপত্র লেখা হতো, যা ছিল এমন : 'লোকটির মধ্যে যদি এসব উপসর্গ দেখা যায়, তাহলে সমস্যাটি হলো... তাহলে এসব ওষুধ খেতে হবে...।' ইসরাইলি বন্দিরা নিজেদের দেশ থেকে বহু দূরে আসিরিয়ার জমকাল শহরগুলোতে, সেখানকার বাবেলের মতো দেখতে জিগুরাত নামক টাওয়ার এবং বর্ণিল প্রাসাদগুলোতে কাজ করত। তারা এমন এক রক্তাক্ত মেট্রোপলিটন শহরে নিজেদেরকে দেখতে পায়, 'যা মিথ্যা ও লুটপাটে পরিপূর্ণ। ক্ষতিগ্রস্তদের ভিড়ে জনাকীর্ণ!' নবি নাহুম একে বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'চাবুক ও চাকার শব্দ, অশ্বের হ্রেস্বারব ও রথের ঝনঝনানি!' দিউতারোমি বলেছেন, এখন ওইসব আট চাকার রথ, সেগুলোতে থাকা বিপুল সংখ্যক সেনাবাহিনী এবং সেন্নাচেরিব নিজে জেরুজালেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'ঠিক একটি উড়ন্ত শকুনের মতো'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* প্রাচীরঘেরা দাউদ নগরী (সিটি অব ডেভিড) ও টেম্পল মাউন্টের বাইরে দুটি নতুন উপশহর গড়ে ওঠে : এর একটি ছিল টাইরোপিয়ান উপত্যকার মাখতেশ। এটি ছিল মোরিয়াহ পর্বত এবং পশ্চিম পাহাড়ের মাঝে। অন্যটি মিশনেহ, যা ছিল পশ্চিম পাহাড়ে, আজকের জুইশ কোয়ার্টারে। নগরীর আশপাশের সমাধিগুলোতে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সমাহিত করা হতো : সিলওয়ান গ্রামের একটি সমাধির ওপর লেখা 'এটা হলো ইয়াহু [এর সমাধি] (রাজ তত্ত্বাবধায়ক)। এখানো কোনো সোনা বা রুপা নেই, আছে কেবল তার নিজের ও ক্রীতদাস স্ত্রীর হাড়গোড়- সমাধিতে যে প্রবেশ করবে তার ওপর অভিশাপ।' এই অভিশাপ কাজে আসেনি : সমাধিটি লুট হয়ে যায়, আজ তা একটি মুরগির খোঁয়াড়। ওই রাজতত্ত্বাবধায়ক সম্ভবত ছিলেন হেজেকিয়াহ'র সভাসদ। একটি বিশালাকার সমাধি নির্মাণের জন্য ইসাইয়াহ তার সমালোচনা করেছিলেন : নামটির উচ্চারণ হতে পারে 'শেবনাইয়াহু'।

হেজেকিয়াহ'র সুড়ঙ্গ

হেরে যাওয়া বেবিলনের কী হয়েছিল তা জানতেন হেজেকিয়াহ। তিনি ক্ষিপ্র গতিতে জেরুজালেমের নতুন আবাসিক এলাকার চারদিকে দুর্গের মতো দুর্ভেদ্য প্রাচীর গড়ে তুলতে শুরু করেন। তার এই 'প্রশস্ত প্রাচীর'-এর কোনো কোনো অংশ ছিল ২৫ ফুট চওড়া। অনেক স্থানে আজও তা টিকে আছে। সবচেয়ে আছে জুইশ কোয়ার্টারগুলোতে। তিনি অবরোধের প্রস্তুতি হিসেবে দুই দল প্রকৌশলীকে পাথরের নিচ দিয়ে সিলোয়াম পুকুর (পুল) থেকে শহরের বাইরে গিহন স্প্রিং পর্যন্ত (টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণে সিটি অব ডেভিডের নিচে) ১৭ শ' ফুট দীর্ঘ একটি সুড়ঙ্গ নির্মাণের নির্দেশ দেন। তার নতুন সুরক্ষাব্যবস্থার ফলে সুড়ঙ্গটি প্রাচীরগুলোর অভ্যন্তরেই থাকল।

প্রকৌশলীদের দুটি দল যখন পাথরের নিচে পরস্পর মিলিত হলেন, তারা তাদের আশ্চর্য কৃতিত্ব উদযাপন করতে পাথরের গায়ে খোদাই করে লিখে রাখেন : [যখন সুড়ঙ্গটি] মটির নিচ দিয়ে চলতে লাগল। এবং এটাই ছিল এই সুড়ঙ্গ খোঁড়ার উপায়। যদিও [তারা] এখনো [খনন করে চলেছে তাদের] কুঠার দিয়ে, প্রত্যেকে তাদের সহকর্মীদের দিকে, তখনো তিন কিউবিট পরিমাণ জায়গা খনন করা বাকি [তারা শুনতে পেলেন] কেউ একজন তার সহকর্মীদের ডাকছেন, ডানে [এবং বায়ে] পাথরের মধ্যে তখন ফোকর দেখা গেল। এবং সুড়ঙ্গটি যখন খোঁড়া হয়ে গেল, এ কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের সহকর্মীদের দিকে পরস্পর টুকরো [পাথর], কুঠার ছুঁড়ে মারলেন, ঝরনা থেকে পানি জলাধারের দিকে ১২ শ' কিউবিট পর্যন্ত চলে আসে। এবং খননকারীদের মাথার ১০০ কিউবিট ওপরে ছিল পাথর।*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ দিকে, নগরীতে আরো পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে একটি উপত্যাকা খনন করে বেথসডা পুল তৈরি করা হলো। মনে হয়, তিনি অবরোধ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি হিসেবে তার সেনাদলের মধ্যে খাদ্য- তেল, মদ, শস্য বিতরণ করেন। জুদাইয়ের সর্বত্র এলএমএলকে ('রাজার জন্য') চিহ্নযুক্ত কলসির হাতল দেখতে পাওয়া যায়, এগুলোতে তার প্রতীক, চার পাখাওয়ালা গুবড়ে পোকা, খোদাই করা।

'অবরুদ্ধ শহরের ওপর আসিয়ানরা নেকড়ে'র মতো হামলে পড়ল', বায়রন লিখেন। সেন্নাচেরিব ও তার বিশাল সৈন্যদল তখন জেরুজালেমের কাছাকাছি চলে এসেছেন। অন্যসব আসিরীয় রাজার মতোই, রাজকীয় ছাতায় ঢাকা বেঢপ আকারের তিন ঘোড়ায় টানা রথে চড়ে মহান রাজা চলাফেরা করতেন, সমতল আকারের শিরস্ত্রাণ এবং এমব্রোয়ডারি করা দীর্ঘ ফতুয়ার মতো পোশাক পরতেন। দীর্ঘ বিনুনি করা দাড়ি ছিল তার, হাতে থাকত অলংকৃত বাজুবন্ধনি। ঘোড়াগুলো ছিল চকচকে বর্মে সজ্জিত। তার হাতে সব সময় শোভা পেত একটি ধনুক এবং কোমরে ঝোলানো সিংহের মাথা খোদাই করা কোষের মধ্যে রাখা তরবারি।

আসিরীয় রাজা নিজেদের দৈত্যাকার শকুন অথবা হিংস্র নেকড় নয়, সিংহের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করতে পছন্দ করতেন, ইশতার মন্দিরে বিজয় উৎসব উযাপনকালে সিংহের চামড়া গায়ে চড়াতেন, সিংহের মূর্তি দিয়ে প্রাসাদগুলো সাজাতেন এবং মহান রাজার খেলা হিসেবে সিংহ শিকারে মেতে উঠতেন।

সেন্নাচেরিব জেরুজালেমকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে দক্ষিণে হেজেকিয়াহ'র আরেকটি সুরক্ষিত নগরী লাশিস অবরোধ করলেন। তার নিনেভেহ প্রাসাদের আর্কাইভ থেকে জানা যায়, তার সেনাবাহিনী (এবং জুদাইনদের দৃষ্টিতে) দেখতে কেমন ছিল : আসিরীয়দের ছিল একটি বহুভাষিক সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনী, মাথায় ঝুটি বাঁধা চুল, গায়ে ধাতব শৃঙ্খল নির্মিত আঁটসাঁট বর্ম; উঁচু ও তীক্ষ্ণ শলাকাযুক্ত শিরোস্ত্রাণ, রথীদের সারি, বর্শাধারী, তীরন্দাজ ও গুলতি বাহিনী। তারা শহরটি অবরোধ করল; সৈন্যরা নগর দেয়াল ভাঙা শুরু করে। এক ধরনের ভয়ঙ্কর সূঁচাল মাথা যুক্ত মেশিনের সাহায্যে নগরীর সুরক্ষাব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। তীরন্দাজ ও গুলতি বাহিনী আগুন ধরিয়ে দিতে লাগল। অন্যদিকে সেন্নাচেরিবের পদাতিক বাহিনী মই বেয়ে নগর দখলের চেষ্টা জোরদার করে। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেখানে একটি গণকবর খুঁজে পেয়েছেন, যাতে ১,৫০০ নারী, পুরুষ ও শিশুর দেহাবশেষ ছিল। এদের অনেককে শূলে চড়ান হয়েছিল, অনেকের দেহ থেকে চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে, যেন একটি চিত্র প্রদর্শনী। এই গোলযোগের মধ্যে অনেক শরণার্থী পালিয়ে যায়। জেরুজালেম বুঝতে পারে, তার অবস্থা কেমন হবে।[১৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেজেকিয়াহকে সাহায্যের জন্য আসা মিসরীয় সেনাদলকেও সহজেই বিধ্বস্ত করেন সেন্নাচেরিব। এরপর জুদাইকে বিধ্বস্ত করে জেরুজালেমের কাছাকাছি গিয়ে তাঁবু ফেলে তার বাহিনী। এর ৫০০ বছর পর ঠিক এখানেই তাঁবু গেড়েছিলেন টাইটাস। জেরুজালেমের বাইরে সবগুলো কূপে বিষ ঢেলে রেখেছিলেন হেজেকিয়াহ। তার সৈন্যদল, তার নতুন প্রাচীরে মোতায়েন সৈন্যদের মাথায় ছিল দৃষ্টিনন্দন ফিতাযুক্ত, কানঢাকা পাগড়ি। গায়ে ঝালরওয়ালা ঘাগরাযুক্ত এক ধরনের খাটো পোশাক; পায়ে ছিল বর্ম ও বুট। অবরোধ শুরু হলে নগরীতে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেন্নাচেরিব তার সেনাপতিদের পাঠালেন আলোচনার জন্য- প্রতিরোধ ফলদায়ক হবে না। নবি মিকাহ জায়নের ধ্বংস দেখতে পেলেন। প্রবীণ ইসাইয়া ধৈর্য ধরার উপদেশ দেন : ইয়াহইয়ে সাহায্য পাঠাবেন। হেজেকিয়াহ টেম্পলে গিয়ে প্রার্থনা করেন। 'খাঁচার মধ্যে থাকা পাখির মতো করে জেরুজালেম ঘেরাও করেছেন বলে গর্ব করতে লাগলেন সেন্নাচেরিব। কিন্তু ইসাইয়াহ'র কথা ঠিক ছিল : ঈশ্বর সাহায্য পাঠালেন।

AMARBOI.COM

* ১৮৮০ সালে প্রোট্যাস্ট্যান্ট ধর্মমত গ্রহণকারী ইহুদি সন্তান জ্যাকব এলিয়াহু (১৬ বছর বয়স) তার এক স্কুলবন্ধুকে প্রস্তাব দেন, তারা সিলোয়াম সুড়ঙ্গে ডুব দিয়ে এটি মেপে দেখবেন। তারা দুজনেই পড়েছিলেন বাইবেলের কাহিনী 'দুই রাজা ২০.২০ : 'এবং হেজেকিয়াহ'র সার্বিক কর্মকাণ্ড, এবং তার শক্তিমত্তা, এবং তিনি কিভাবে এই পুকুর ও পানি নিষ্কাশনের নালাটি তৈরি করে শহরের মধ্যে পানি নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন। এগুলো কি জুদাইয়ের রাজাদের নিয়ে লেখা বুক অব ক্রনিকলস অব দ্য কিংস-এ ছিল না?' জ্যাকব এক প্রান্তে এবং তার বন্ধুটি অন্য প্রান্ত থেকে শুরু করেন। তারা নিজেদের হাতে সেই প্রাচীন হাতুরি-বাটালি'র খোদাই অনুভবের চেষ্টা করেন। যখন চিহ্নগুলো দিক পরিবর্তন করে, জ্যাকব বুঝতে পারলেন, এখানেই সেই দুই দলের সম্মিলন ঘটেছিল। সেখানে তিনি একটি খোদাই করা লিপি দেখতে পান। তিনি অন্যপ্রান্ত দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখেন, তার বন্ধুটি অনেক আগেই সুড়ঙ্গ পথ মাপার চেষ্টা বাদ দিয়েছে; তাকে দেখে স্থানীয় আরবরা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। কারণ, তাদের বিশ্বাস ছিল, ওই সুড়ঙ্গে কোনো জিন বা ড্রাগন বাস করে। জ্যাকব বিষয়টি তার প্রধান শিক্ষককে জানানোর পর তা ছড়িয়ে পড়ে। একজন গ্রিক ব্যবসায়ী চুপিসারে সুড়ঙ্গে ঢোকেন এবং যেনতেনভাবে ওই খোদাই করা শিলালিপিটি কেটে আনতে গিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। কিন্তু তুর্কি পুলিশ তাকে ধরে ফেলে; বর্তমানে ওই শিলালিপি ইস্তাম্বুলে রাখা আছে। জ্যাকব এলিয়াহু এরপর ইভানজেলিক্যাল আমেরিকান কলোনিস্টদের সঙ্গে যোগ দেন এবং কলোনির প্রতিষ্ঠাতা স্প্যাফোর্ড পরিবার তাকে দত্তক নেয়। জ্যাকব স্পাফোর্ড কালোনির স্কুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। তিনি সেখানে ওই সুড়ঙ্গপথ সম্পর্কে ছাত্রদের বলতেন। তবে *তিনিই* যে সেই বালক যে কি না শিলালিপিটি আবিস্কার করেছিলেন, কখনো তা প্রকাশ করেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানাশেহ : নরক উপত্যকায় শিশু বলি

'ঈশ্বরের দূত আসলেন এবং আসিরীয়দের শিবিরে আঘাত হানলেন... তারা যখন সকালে জেগে উঠল, তারা সবাই ছিল মড়া লাশ।' আসিরীয়রা দ্রুত তাদের শিবির গুঁটিয়ে ফেলা শুরু করে, সম্ভবত পূর্ব দিকের কোনো বিদ্রোহ দমন করার জন্য। 'তাই আসিরীয় রাজা সেন্নাচেরিব স্থান ত্যাগ করলেন।' ইয়াওয়েহ সেন্নাচেরিবকে জানালেন, 'জেরুজালেম-কন্যা তার মাথা নাড়িয়ে দিয়েছে।' এটা জেরুজালেমের বক্তব্য, কিন্তু সেন্নাচেরিবের বিবরণে দেখা যায়, হেজেকিয়ার বিপুল পরিমাণের উপহার, যার মধ্যে ছিল ৩০ তালেন্ত স্বর্ণ ও ৮০০ ট্যালেন্টস রুপা : মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি এসব দিয়েছেন বলে মনে হয়। সেন্নাচেরিব জুদাইকে ছোট্ট একটি জনবসতিতে পরিণত করেন, যার আয়তন জেরুজালেম এলাকাটির চেয়ে বড় ছিল না, সেখান থেকে ২০০,১৫০ জনকে নির্বাসনে পাঠান।[১৮]

অবরোধ ঘটনার পর হেজেকিয়াহ মারা যান। তাঁর ছেলে মন্নাশেহ সিরিয়ার প্রতি অনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি জেরুজালেমে যেকোনো বিরোধিতা নৃশংসভাবে দমন করতেন। তিনি বিয়ে করেছিলেন এক আরব রাজকন্যাকে, পিতার সংস্কারগুলো বন্ধ করে দেন, পুরুষ বেশ্যার প্রচলন ঘটান, টেম্পলে বাল ও আশেরাহের মূর্তি স্থাপন করেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ছিল, নগরীর দক্ষিণে হিন্নোম উপত্যাকার চুল্লিতে (*টোফেট*) ঈশ্বরের উদ্দেশে শিশুদের বলি দেওয়ার প্রথা চালু করা।* বস্তুত, 'তিনি নিজের সন্তানকে আগুনের মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করেন... ।' বলা হয়, পুরোহিতরা শিশুদের ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় চিৎকারের আওয়াজ যাতে তাদের মা-বাবার কানে না পৌঁছায় সেজন্য ঢোল বাজাতেন।

মান্নাশেহ'র কারণে হিন্নোম কেবল মৃত্যু উপত্যকাতেই পরিণত হয়নি, তা ইহুদিদের জন্য 'নরকে' বা জেহেন্নায় পরিণত হয়, পরে নামটি খ্রিস্টান ও মুসলিম কিংবদন্তিতে ঢুকে পড়ে। টেম্পল মাউন্ট যদি জেরুজালেমের স্বর্গ হয়, তবে জেহেন্না হলো তার নরক।

খ্রিস্টপূর্ব ৬২৬ সালে চালদিয়ান সেনাপতি নাবোপোলাসার বেবিলনের ক্ষমতা দখল করে আসিরীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস শুরু করেন। বেবিলনের ঘটনাপঞ্জিতে তার এই কীর্তির বিবরণ পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬১২ সালে বেবিলন ও মেদেস রাজ্য মিলে নিনেভেহের পতন ঘটায়। খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ সালে মান্নাশেহ'র উত্তরসূরি, তার আট বছরের নাতি জোশিয়াহ'র শাসনামলই ছিল সম্ভবত কোনো মিসাইয়া বংশের রাজত্বকালের স্বর্ণযুগের সূচনা।[১৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* জেনেসিস এবং এক্সডাসে (দলবদ্ধ প্রস্থান) শিশু উৎসর্গের (বলি) ইঙ্গিত রয়েছে। যার মধ্যে ইসহাককে (আইজ্যাক) উৎসর্গ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন ইব্রাহিম। কেনানি ও ফিনিশীয় শাস্ত্রাচারে মানব উৎসর্গের বিষয়টি দীর্ঘকাল সম্পৃক্ত ছিল। অনেক পরে, রোম ও গ্রিসের ইতিহাসবিদরা এই নৃশংস প্রথা চালুর জন্য কার্থাজিনিয়দের দায়ী করে। এরা ছিলেন ফিনিশীয়দেরই উত্তরসূরি। তবে, ১৯২০-এর দশকের আগে পর্যন্ত এ ব্যাপারে তেমন প্রমাণ ছিল না। ওই সময় তিউনিসিয়ায় ফরাসি উপনিবেশের দুই কর্মকর্তা একটি মাঠে মাটির নিচে চাপা দেওয়া পাত্র ও লিপিসহ *টোফেট* আবিস্কার করেন। পাত্রটিতে এমএলকে (*মোলক* হিসেবে, নিবেদন) অক্ষরগুলো লেখা ছিল। এতে আগুনে পোড়ানো শিশুদের হাড় এবং এক বলি হওয়া শিশুর পিতার বার্তা ছিল : 'বোমিলকার তার নিজের দেহের অংশ এই ছেলেটিকে বালের জন্য উৎসর্গ করে। তাকে আশীর্বাদ করো!' এই আবিস্কার মান্নাশেহের আমলের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে মিলে যায়। এতে মনে হয়, বাইবেলের কাহিনীগুলো সত্য। *মোলোক* (নিবেদন) শব্দটি বদলে গিয়ে বাইবেলে 'মোলোচ' হয়েছে, যা প্রতিমাপূজারীদের নৃশংসতার সংজ্ঞা। পরে পশ্চিমা সাহিত্যে বিশেষ করে জন মিল্টনের *প্যারাডাইস লস্ট*-এ তা পরিবর্তিত হয়ে দেবদূত থেকে শয়তানে পরিণত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে। জেরুজালেমের জেহেন্না কেবল নরকেই পরিণত হয়নি, যেখানে জুদাস তার অসৎ উপায়ে পাওয়া রৌপ্যখণ্ড গুলো বিনিয়োগ করেছিলেন। মধ্যযুগে এই স্থানটি ছিল একটি গণশবাধার (চানল-হাউজ)।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫
বেবিলনের বারাঙ্গনা
খ্রিস্টপূর্ব ৬৮৬-৫৩৯

জোশিয়াহ : বিপ্লবী ত্রাণকর্তা

এটা একটি অলৌকিক ঘটনা : আসিরিয়ার দুষ্ট সাম্রাজ্য খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল, মুক্ত হলো জুদাই রাজ্য। রাজা জোশিয়াহ তার ১৮ বছরের শাসনামলে নিজের রাজ্যটি সম্ভবত উত্তরে ইসরাইলের সাবেক ভূখণ্ড, দক্ষিণে লোহিত সাগর এবং পূর্বদিকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। তার রাজত্বের ১৮তম বছরে প্রধান যাজক হিলকিয়াহ টেম্পলের এক প্রকোষ্ঠে বিস্মৃত হয়ে যাওয়া একটি প্রাচীন স্ক্রল (পুস্তিকা) খুঁজে পান।

এই দলিলের শক্তি অনুধাবনে সমর্থ হন হিলকিয়াহ। এটা ছিল বুক অব দিউতারোনমির (গ্রিক ভাষায় 'দ্বিতীয় আইন') প্রথম দিকের সংস্করণ। সম্ভবত ইসরাইল রাজ্যের পতনের পর মানাসেহ'র অত্যাচার চলাকালে একটি পুস্তিকা দক্ষিণে নিয়ে এসে টেম্পলে লুকিয়ে রাখা হয়। টেম্পলে জুদাইনদের সমবেত করেন জোশিয়াহ। ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্ন প্রতীক অঙ্কিত রাজ-স্তম্ভের পাশে দাঁড়িয়ে তিনি অনুশাসন রক্ষার জন্য এক ঈশ্বরের সঙ্গে তার চুক্তির কথা ঘোষণা করেন। রাজা তার রাজ্যের জ্ঞানী-গুণীদের নিয়োগ করেন জুদাইনদের প্রাচীন ইতিহাসগুলো পুনরায় উপস্থাপনের জন্য। চলতি জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে অতীতের অতিন্দ্রীয় গোত্রপতিবৃন্দ, পূণ্যরাজা দাউদ (ডেভিড) ও সলোমন এবং জেরুজালেমের ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক সৃষ্টির নির্দেশ দেন।

এটা ছিল বাইবেল রচনার পথে আরেক ধাপ অগ্রগতি। বস্তুত এসব আইন ছিল পুরনো, মুসার সঙ্গে সম্পর্কিত, তবে টেম্পল অব সলোমনের বাইবেলিক চিত্রে জোশিয়ার (নতুন দাউদ) জেরুজালেম প্রতিফলিত হয়েছে। এরপর থেকে হা-হাকোমের মতোই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পরিণত হয় পবিত্র পর্বত। হিব্রু ভাষায় হা-মাকোম অর্থ : প্রাসাদ।

রাজা কিদরন উপত্যকার সব মূর্তি পুড়িয়ে ফেলেন, পুরুষ বেশ্যাদের টেম্পল থেকে বহিস্কার করেন, নরক-উপত্যাকার শিশু পোড়ানোর স্থানগুলো গুঁড়িয়ে দেন। মূর্তিপূজক পুরোহিতদের হত্যা করে তাদের বানানো বেদিতে ফেলেই তাদের হাড় গুঁড়া করা হয়।* জোশিয়াহ'র এই বিপ্লবকে সহিংস, উন্মত্ত এবং বিশুদ্ধবাদী মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে পারে। এরপর তিনি আনন্দ করতে 'পাসওভার' উৎসবের আয়োজন করেন। 'এবং আগে তার মতো আর কোনো রাজা ছিল না।' যদিও এক বিপজ্জনক খেলা খেলছিলেন তিনি।

মিসরীয় ফারাও নেশো উপকূলের দিকে অগ্রসর হলে আশঙ্কার সৃষ্টি হলো তিনি আসারিয়া দখল করতে পারেন। তাই তাকে থামাতে ছুটে গেলেন জোশিয়াহ। ফারাও খ্রিস্টপূর্ব ৬০৯ সালে জুদাইন বাহিনীকে বিধ্বস্ত করেন, মেজিদোতে নিহত হন জোশিয়াহ। হেরে গেলেও জোশিয়াহ'র শুভবাদী ও দৈবলব্ধ শাসন, দাউদ ও যিশুর মধ্যবর্তী যে কারো চেয়ে অনেক বেশি প্রভাবশালী ছিল। স্বাধীনতা-স্বপ্নের ইতি ঘটে মেজিদোতে, যা মহা বিপর্যয়ের (আরমাগেডন) প্রকৃত সংজ্ঞায় পরিণত হয়।[২০]

জেরুজালেমে উপস্থিত হন ফারাও। তিনি জোশিয়াহ'র ভাই জেহোইয়াকিমকে জুদাহ'র সিংহাসনে বসান। কিন্তু, নিকট প্রাচ্যে আরেকটি সাম্রাজ্যের উত্থান রোধে ব্যর্থ হয় মিসর। খ্রিস্টপূর্ব ৬০৫ সালে কারগামিশে বেবিলনের রাজার ছেলে নেবুচাদনেজার মিসরীয়দের বিধ্বস্ত করেন। বিলুপ্ত হলো আসিরিয়া; জুদা'হর উত্তরসূরি হলো বেবিলন। কিন্তু, এই অস্থিতিশীলতার সুযোগে ৫৯৭ সালে রাজা জেহোইয়াকিম জুদাহকে স্বাধীন করার একটি সুযোগ দেখতে পেলেন। তিনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভের জন্য জাতীয়ভাবে উপবাস পালনের আহ্বান জানালেন। তার উপদেষ্টা ও নবি জেরেমিয়াহ তাকে সতর্ক করে, যা তার লেখনীতে (প্রথম জেরেমিয়াড) উল্লেখ আছে, বলেন, ঈশ্বর জেরুজালেম ধ্বংস করে দিতে পারেন। রাজা জেহোইয়াকিম প্রকাশ্যে জেরেমিয়ার লেখাগুলো পুড়িয়ে ফেলেন।** তিনি জুদাহকে নিয়ে মিসরের সঙ্গে জোট গড়েন। কিন্তু, নতুন দখলদার যখন জেরুসালেমে অবতরণ করলেন, তখন কোনো মিসরীয় তার সমর্থনে এগিয়ে আসেনি।

* ইহুদি ধর্মের বিকাশে জোশিয়াহর সংস্কারগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। হিন্নম উপত্যকায় তার সময়ের একটি সমাধিতে ছোট রুপার পাতে লেখা দুটি স্ক্রল পাওয়া যায় : এর মধ্যে পুরোহিতদের প্রার্থনা-বাণী ৬.২৪-৬ উৎকীর্ণ ছিল। আজও ইহুদিরা এভাবে প্রার্থনা করে। 'ওয়াইএইচডব্লিউএইচ আমাদের আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনেন এবং তিনি আমাদের নির্ভরতা। ওয়াইএইচডব্লিউএইচ আপনার মঙ্গল করুন এবং রক্ষা করুন এবং তার মুখ উজ্জ্বল করুন।'

** দাউদ নগরীর ওপর দিকে ছিল রাজ আমত্যদের আবাস। সেখানেই তারা কাজ করতেন। সেখানকার একটি বাড়িতে কাদামাটিতে তৈরি ৪৫টি সিল বা *বুলি* পাওয়া যায়। নগরীটি ধ্বংসের সময় পুড়ে এগুলো শক্ত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতই ওই বাড়িটি (প্রত্নবিদেরা এটাকে বলেছেন 'হাউজ অব দ্য বুলি) ছিল রাজার একটি সচিবালয়। একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলিতে 'শাপাহানের ছেলে জেমারাইয়াহ' উৎকীর্ণ রয়েছে'। 'বুক অব জেরেমিয়াহ'-এ উলে-খিত রাজা জেহোইয়াকিম এর রাজ উপাধি এটা। সঙ্কটের মধ্যে কোনো একসময় রাজার মৃত্যু ঘটে। তার ছেলে জেহোইয়াচিন সিংহাসনে বসেন।

নেবুচাদনেজার

কাদা মাটির ট্যাবলেটে সংরক্ষিত নেবুচাদনেজারের ক্রমপঞ্জিতে বলা হয়েছে, 'কিসলেভের (ইহুদি বর্ষ) সপ্তম মাসে বেবিলনের রাজা হাত্তি (সিরিয়া) ভূমি অভিমুখে যাত্রা করলেন, জুদাহ নগরী [জেরুজালেম] অবরোধ করেন, আদার মাসের দ্বিতীয় দিনে [খ্রিস্টপূর্ব ৬৯৭ সালের ১৬ মার্চ] নগরী দখল করে রাজাকে গ্রেফতার করেন।' নেবুচাদনেজার টেম্পল লুট করেন, রাজা ও ১০ হাজার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, কারিগর, শিল্পী ও যুবককে বেবিলনে নির্বাসনে পাঠান। সেখানে জেহোইয়াকিম তার ধ্বংসকারীর রাজসভায় যোগ দেন।

নেবুচাদনেজার অন্যায়ভাবে ক্ষমতা দখলকারী এক ব্যক্তির ছেলে হলেও তিনি ছিলেন তেজস্বী ও সাম্রাজ্য-নির্মাতা। তিনি নিজেকে মনে করতেন পৃথিবীতে বেবিলনের পৃষ্ঠপোষক ঈশ্বর বেল-মারদুকের প্রতিনিধি। উত্তরাধিকারসূত্রে তার মধ্যে ছিল আসিরীয় হিংস্রতা। তিনি নিজেকে ধার্মিক ও সৌভাগ্যের প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থান করতেন। দেশে 'সবলরা দুর্বলদের শোষণ করত' তবে নেবুচাদনেজার 'দিন বা রাত কখনো বিশ্রাম নিতেন না, ন্যায়বিচার করার কাজে' ব্যয় করতেন। অবশ্য, ক্ষতিগ্রস্ত জুদাইনরা তাকে 'ন্যায়ের রাজা' হিসেবে স্বীকার না-ও করতে পারেন।'

যে বেবিলন জেরুজালেমকে গ্রামতুল্য করেছিল, জুদাহ থেকে নির্বাসিতদের সেখানেই রাখা হলো। জেরুজালেমে তখন মাত্র কয়েক হাজার মানুষের বসবাস, আর বেবিলন প্রায় আড়াই লাখ জনসংখ্যার এক বহুজাতিক নগরী। এ শহর এতটাই রাজকীয় ও প্রাচুর্যময় যে, বলা হতো প্রেম ও যুদ্ধের দেবী ইশতার রাস্তায় উঁকি দিতেন, সরাইখানা ও গলিপথে তার পছন্দের কারো দেখা পেলে চুমু দিয়ে আদর করতেন।

নেবুচাদনেজার তার নিজস্ব নান্দনিক চিন্তাধারায় বেবিলনকে গড়ে তোলেন। তার পছন্দের রং ছিল স্বর্গীয় আভাপূর্ণ আসমানী নীল। বিশালাকার স্থাপনাগুলো এই রঙে রঙিন ছিল। খরস্রোতা ফোরাতের পানিতে এগুলোর প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হতো। নগরীর বৃক্ষশোভিত রাজপথগামী (শোভাযাত্রা সড়ক) ইশতার ফটকের চারটি প্রকাণ্ড টাওয়ারের ইটগুলোতে ছিল নীল রঙের প্রলেপ, তাতে গাঢ় ও বাদামি হলুদ রঙে ষাঁড় ও ড্রাগনের ছবি আঁকা। রাজপ্রাসাদটি ছিল তার নিজের ভাষায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রশংসনীয় অট্টালিকা; দীপ্ত আশ্রম; আমার রাজকীয় আবাস'। প্রাসাদের সামনে ছিল বিশালাকার সিংহমূর্তি। তার গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদকে অলংকৃত করেছিল ঝুলন্ত উদ্যান। বেবিলনের পৃষ্ঠপোষক দেবতা মারদুকের সম্মানে নেবুচাদনেজার একটি জিগারেট (পিরামিড আকারের মন্দির-স্তম্ভ) নির্মাণ করেন। সিঁড়িযুক্ত ৭ তলা উঁচু বিশাল আয়তনের এই টাওয়ারের ওপরভাগটি ছিল সমতল : এটা ছিল তার স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝে ভিত্তিমঞ্চ, সত্যিকারের বাবেল টাওয়ার। এর অনেক ভাষা সমগ্র নিকট প্রাচ্যের বহুজাতিক রাজধানীকে প্রতিফলিত করত।

জেরুজালেমের সিংহাসনে নির্বাসিত রাজার চাচা জেদেকিয়াহকে বসান নেবুচাদনেজার। ৫৯৪ সালে নেবুচাদনেজারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য জেদেকিয়াহ বেবিলন সফর করেন। কিন্তু ফিরেই বিদ্রোহ শুরু করলেন। নবি জেরেমিয়াহ তার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি তাকে সতর্ক করেন, বেবিলনীয়রা নগরীটি ধ্বংস করে দিতে পারে। নেবুচাদনেজার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলেন। জেদেকিয়াহ মিসরীয়দের কাছে সাহায্যের আবেদন জানালে সেখান থেকে ক্ষুদ্র একটি সেনাদল পাঠানো হয়। সেনাদলটি সহজেই পরাজিত হয়। জেরুজালেমের অভ্যন্তরে জনগণের আতঙ্ক ও উদভ্রান্ত ভাব দেখে জেরেমিয়াহ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু নগর ফটকে গ্রেফতার হন তিনি। তার কাছে উপদেশ চাইবেন, নাকি বিদ্রোহের দায়ে মৃত্যুদ দেবেন—এমন দোটানায় পড়ে রাজা তাকে প্রাসাদের নিচে অন্ধকার কারাগারে বন্দি করে রাখার হুকুম দেন। দীর্ঘ ১৮ মাস জুদাহ'র ওপর ধ্বংসলীলা চালান নেবুচাদনেজার।* জেরুজালেমকে একেবারে শেষ পর্যায়ের জন্য রেখে দেওয়া হয়।

৫৮৭ সালে নেবুচাদনেজার দুর্গ ও অবরোধপ্রাচীরের মাধ্যমে জেরুজালেম অবরুদ্ধ করেন। এতে শহরে 'দুর্ভিক্ষ' ছড়িয়ে পড়ে বলে লিখেছেন জেরেমিয়াহ। ক্ষুধার্ত শিশুরা 'রাস্তায় রাস্তায় পড়ে আছে।' তিনি নরমাংস খাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। 'আমার জাতির মেয়ে ক্রুদ্ধ হয়েছে... দয়ালু মায়েদের হাতগুলো তাদের নিজেদের সন্তানদের অর্ধসেদ্ধ করছে : ধ্বংসে তারা ছিল তাদের মাংস।

ল্যামেনটেশনস লেখক লিখেন, এমনকি ধনীরাও মরিয়া হয়ে খাবারের খোঁজ করতে থাকে। রাস্তায় মানুষ 'অন্ধের মতো' উদভ্রান্ত ও হতভম্ভ অবস্থায় ছুটতে থাকে'। প্রত্নতত্ত্ববিদরা অবরোধের সময়ের একটি পয়ঃনিষ্কাশনের পাইপ খুঁজে পেয়েছেন : জুদাইনদের সাধারণ খাবার ছিল ডাল, গম ও বার্লি। কিন্তু ওই পাইপে পাওয়া নমুনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মানুষ ঘাস লতাপাতা খেয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের কৃমিজনিত রোগের শিকার হয়েছিল তারা।

১৮ মাস অবরোধের পর, ইহুদি পঞ্জিকার নবম মাসে, ৫৬৮ সালের আগস্টে, নেবুচাদনেজার প্রাচীর ভেঙে নগরীতে প্রবেশ করেন। এরপর সম্ভবত মশাল ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীরের মাথায় আগুন ধরিয়ে সেগুলো দিয়ে গোটা নগরী পুড়িয়ে পুড়িয়ে দেন (বর্তমান জুইশ কোয়ার্টার এলাকায় মাটির নিচে চাপা পড়া ছাইয়ের স্তরে তীর শলাকা খুঁজে পাওয়া গেছে)। আগুনে বাড়িঘর পুড়ে যায়, *বুলি* নামে পরিচিত কাদামাটির সরকারি সিলগুলো আরো শক্ত হয়ে উঠে। ফলে সেগুলো এখন পর্যন্ত টিকে আছে। পোড়া বাড়িঘরের নিচে সেগুলো খুঁজে পাওয়া গেছে। এরপর জেরুজালেমে লুটপাট শুরু হয়। নিহতরা ছিল, বেঁচে থাকা মানুষগুলোর চেয়ে বেশি ভাগ্যবান : 'দুর্ভিক্ষের কারণে আমাদের চামড়া কাঠকয়লার মতো কালো হয়ে গেছে। তারা জায়নের নারীদের ধর্ষণ করে; রাজকুমারীদের ধরে নিয়ে ফাঁসিতে ঝুলায়।' দক্ষিণ থেকে এদোমিতি জনগোষ্ঠীর লোকজন দলে দলে শহরে আসতে থাকে লুটপাট করার জন্য : 'আনন্দ করো এবং পরিতৃপ্ত হও, ওহে ইদমের কন্যারা... তোমরা পান করো আর নিজেদের নিরাভরণ করে দাও।' সালম ১৩৭-এ লেখা আছে, ইদমিরা জেরুজালেমকে ধ্বংস করে দিতে বেবিলনীয়দের উৎসাহ যোগায় : 'ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, নগরীর ভিত্তিমূলটিও উপড়ে ফেলো... এতে আসবে সুখ।' বেবিলনীয়রা জেরুজালেমকে ধ্বংস করে চললেও রাজপ্রাসাদের ভূগর্ভের অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠে তখনো বেঁচে ছিলেন জেরেমিয়াহ।

* *অসট্রাকা* নামে পরিচিত এক ধরনের মাটির ফলকের টুকরা খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নতত্ত্ববিদরা। লাশিশ নগর দুর্গের ফটকের কাছে মাটির নিচে চাপা পড়া ছাইয়ের স্তরের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় : এগুলো দেখে বোঝা যায় কিভাবে বেবিলনীয়রা বাধাহীনভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। লাশিশ ও আরেকটি নগরদুর্গ আজেকাহ দীর্ঘদিন অবরুদ্ধ ছিল। এখান থেকে অগ্নি-সঙ্কেতের মাধ্যমে জেরুজালেমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হতো। লাশিশের অবরুদ্ধ জুদাইন কমান্ডার তার সীমান্ত ফাঁড়িগুলো থেকে ধারাবাহিকভাবে পতনের খবর পাচ্ছিলেন। শিগগিরই তার একজন অফিসার খেয়াল করলেন, আজেকিয়াহ থেকে কোনো অগ্নিসঙ্কেত আসছে না। প্রচণ্ড যুদ্ধের মধ্য দিয়ে লাশিশও ধ্বংস হয়ে যায়।

নেবুচাদনেজার : ঘৃণিত ব্যক্তি

সিলোয়াম জলাধারের কাছে অবস্থিত ফটক ভেঙে জেরিকোতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন জেদেকিয়া। কিন্তু বেবিলনীয়রা রাজাকে ধরে নেবুচাদনেজারের সামনে হাজির করে। সেখানে তাকে দণ্ড দেওয়া হয়। তারা জেদেকিয়ার চোখের সামনেই তার ছেলেকে হত্যা করে। এরপর তারা রাজার চোখ উপড়ে ফেলে, হাতে পায়ে ব্রোঞ্জের বেড়ি পরিয়ে বেবিলনে নিয়ে যায়।' বেবিলনীয়রা রাজার কারাগারে জেরেমিয়াহকে আবিস্কার করে। তাকে নেবুচাদনেজারের সামনে হাজির করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সঙ্গে কথা বলার পর নেবুচাদনেজার তাকে রাজকীয় রক্ষী বাহিনীর এক সেনাপতির হাতে সোপর্দ করেন। নেবুজারাদান নামে এই সেনাপতি জেরুজালেমের দায়িত্বে ছিলেন। নেবুচাদনেজার ২০ হাজার জুদাইনকে বেবিলনে নির্বাসনে পাঠান। যদিও জেরেমিয়া লিখেছেন, অনেক দরিদ্রকে পেছনে ফেলে যাওয়া হয়। এর এক মাস পর নেবুচাদনেজার তার সেনাপতিকে নগরীটিকে নিশ্চিহ্ন করার নির্দেশ দেন। নেবুচাদনেজার 'ঈশ্বরের আবাস, রাজার প্রাসাদ এবং জেরুজালেমের সব বাড়িঘর পুড়িয়ে দেন' এবং 'নগর প্রাচীর ভেঙে ফেলেণ।' টেম্পল ধ্বংস করা হলো, এর সোনা ও রুপার পাত্রগুলো লুণ্ঠিত হয়, 'আর্ক অব কোভেন্যান্ট' চিরতরে হারিয়ে গেল।

সালম ৭৪-এ লেখা আছে, 'তারা পবিত্র আশ্রয়স্থলগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়।' নেবুচাদনেজারের সামনে যাজকদের হত্যা করা হয়। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট টাইটাসের মতো টেম্পল ও রাজপ্রাসাদ উপড়ে উপত্যকার নিচে ফেলে দেয়া হয় : 'সোনা কতই না তুচ্ছ হয়ে গেল! সবচেয়ে সুন্দর সোনাগুলো কিভাবেই না বদলে গেল! পবিত্র আশ্রয়স্থলের পাথরগুলো ছুড়িয়ে দেওয়া হলো প্রতিটি রাস্তায়।'* সড়কগুলো ছিল জনশূন্য : 'যে শহর ছিল মানুষে পরিপূর্ণ তা এখন মৃতপুরী।' ধনীরা এখন গরিব : 'যারা মুখরোচক সুস্বাদু খাবারে অভ্যস্ত ছিল, তারা এখন রাস্তায় খাবার খুঁজে ফিরছে।' জায়নের ধুসর পার্বত্য এলাকায় শৃগালের ছুটোছুটি। জুদাইনরা তাদের রক্তক্ষরণ নিয়ে বিলাপ করছে 'জেরুজালেম... যেন এক রজঃশীলা নারী' : 'সে দেহের যন্ত্রণায় রাতভর কেঁদে চলে। তার কপোল বেয়ে নামে অশ্রু : তার প্রেমিকদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে তাকে সান্তনা দেবে।'

টেম্পলটির ধ্বংস কেবল একটি নগরীরই ধ্বংস ছিল না, একটি গোটা জাতির মৃত্যুই প্রতিফলিত করছিল। 'জায়ন এভাবে বিলাপ করছে কারণ ভাবগম্ভীর অনুষ্ঠানের জন্য কেউ আসেনি : তার প্রতিটি ফটক জনশূন্য : তার যাজকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে,... এবং জায়ন-কন্যার সব সৌন্দর্য বিলীন হয়ে গেছে। আমাদের মাথা থেকে মুকুট পড়ে গেছে।' মনে হচ্ছে, এখানেই পৃথিবীর শেষ, অথবা, বুক অব দানিয়েলে যেভাবে একে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, 'বিভীষিকাময় হতশ্রী'। ঈশ্বরের অভিশাপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া অনেক জাতির মতো জুদাইনরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারত। কিন্তু, জুদাইনরা কোনোভাবে এই বিপর্যয়কে গঠনাত্মক অভিজ্ঞতা হিসেবে কাজে লাগায়। ফলে জেরুজালেমের পবিত্রতার ধারণা দ্বিগুণ শক্তি নিয়ে ফিরে আসে, একে কিয়ামতের দিনের একটি নমুনা হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই মহা ধ্বংসযজ্ঞের কারণে তিন ধর্মের সবগুলোতেই এই নগরী শেষ বিচারের দিনের স্থান এবং আগত স্বর্গীয় রাজ্যের মর্যাদা পায়। এটা হলো পৃথিবী ধ্বংসের সময়- গ্রিক ভাষার 'রেভেলেশন' (বিস্ময়ের প্রকাশ) শব্দ থেকে তা এসেছে- যার সম্পর্কে পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিশু দৈব-বাণী করেছিলেন। খ্রিস্টানদের জন্য এটা নির্ধারিত এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষিত। অন্যদিকে, নেবুচাদনেজারের ধ্বংসযজ্ঞকে ইহুদিদের ওপর থেকে ঈশ্বরের করুণা তুলে নেওয়া হিসেবে দেখতে পেয়েছিলেন নবি মোহাম্মদ। যার ফলে ইসলাম ধর্ম অবতীর্ণ হওয়ার পথ সুগম হয়।

বেবিলনে নির্বাসনের মধ্যেও অনেক জুদাইন ঈশ্বর ও জায়নের ওপর নিজেদের বিশ্বাস ধরে রাখে। গ্রিসে হোমারের কবিতাগুলো যখন জাতীয় কাব্যে পরিণত হচ্ছিল, তখন জুদাইনরা নিজেদেরকে বাইবেলের বাণীর অধিকারী এবং বহু দূরের নগরীর বাসিন্দা হিসেবে আলাদাভাবে তুলে ধরার প্রয়াস চালাচ্ছিল :

'বেবিলনের নদীর তীরে আমরা বসে থাকি, জায়নের কথা ভেবে অশ্রুপাত করি। আমরা আমাদের হার্পগুলো (সঙ্গীত যন্ত্র) শহরের মাঝে উইলো গাছে ঝুলিয়ে রাখি।' সালম ১৩৭-এ লেখা আছে, এমনকি বেবিলনীয়রাও জুদাইনদের গানের প্রশংসা করে। 'সেখানে গানের জন্য বন্দিদশা থেকে আমাদের নিয়ে যাওয়া হতো; যারা আমাদের ধ্বংস করেছিল, তাদের আনন্দের জন্য আমাদের দরকার ছিল। তারা আমাদেরকে বলত জায়নের একটি গান গেয়ে শোনাও। অপরিচিত দেশে কিভাবে আমরা ঈশ্বরের গান গাইব?'

তবুও সেখানেই বাইবেল নিজস্ব রূপ ধারণ করতে শুরু করে। দানিয়েলের মতো জেরুজালেমের শিশুরা যখন রাজপরিবারে শিক্ষা গ্রহণ করতে শুরু করে এবং সারা দুনিয়া থেকে নির্বাসিতরা যখন বেবিলনীয় হতে থাকে, জুদাইনরা নতুন নিয়ম-কানুন উদ্ভাবন করে যেন তারা আলাদা এবং বিশেষ জনগোষ্ঠী। তারা সাবাথকে সম্মান জানায়, নিজেদের সন্তানদের খৎনা করায়, খাবার গ্রহণের নিয়মকানুন মেনে চলে, ইহুদি নাম গ্রহণ করে- কারণ ঈশ্বরের বিধান লঙ্ঘন করলে কী হতে পারে জেরুজালেমের পতনের মধ্য দিয়ে তারা তা দেখেছে। জুদাহ থেকে দূরে অবস্থান করে জুদাইনরা ইহুদি (জু) হয়ে উঠছিল।** 'বারাঙ্গনা মাতা ও বিশ্বের বিভিষীকা'- এসব কথা বলে নির্বাসিতরা বেবিলনকে গালাগালি করছিল। অবশ্য সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল, নেবুচাদনেজার ৪০ বছরেরও বেশি সময় দেশটি শাসন করেন।

তবে দানিয়েলের দাবি, রাজা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন : তিনি 'জনগণ থেকে দূরে সরে যান, গবাদি পশুর মতো ঘাস খেতে শুরু করেন, তার হাত ও পায়ের নখ পাখির নখরের মতো বেড়ে উঠছিল'– এগুলো ছিল তার অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি (এবং উইলিয়াম ব্লেকের চিত্রকলার জন্য চমৎকার অনুপ্রেরণা)। প্রতিশোধ থেকে মুক্তি না পেলেও নির্বাসিতরা অন্তত বেবিলনের মর্মান্তিক পরিণতি দেখে সান্তনা পাচ্ছিলেন : ছেলে আমেল-মারদুককে নিয়ে নেবুচাদনেজার এতটা হতাশ ছিলেন যে, তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। সেখানে তার সঙ্গে জুদাইয়ের রাজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেহোইয়াচিনের পরিচয় ঘটে।

* রাজদ বা মিছিলের সময় ব্যবহৃত একটি ছড়ির গজদন্ত নির্মিত ডালিমের আকৃতির অগ্রভাগ ছাড়া টেম্পলের কিছুই পাওয়া যায়নি। এতে অষ্টম শতকের তারিখ ছাড়াও লেখা ছিল : 'হাউজ অব হলিনেসের জিনিস' (যদিও অনেকে মনে করে, এই ভাঙা টুকরাটি আসল নয়)। কিন্তু, জেরেমিয়াহ বিস্ময়করভাবে নির্ভুল : নেবুচাদনেজার হুকুমবরদাররা নগরীর মাঝখানে অবস্থিত ফটকের কাছে সদরদফতর স্থাপন করে জুদাহকে পুনর্গঠিত করার জন্য। বুক অব জেরেমিয়াহ-এ উল্লেখিত তাদের নামগুলো বেবিলনে পাওয়া লেখার সঙ্গে মিলিয়ে নিশ্চিত হওয়া গেছে। নেবুচাদনেজার জুদাই বিষয়ে গেদালিয়াহ নামের ধাম-ধরা এক লোককে রাজআমত্য নিয়োগ করেন। কিন্তু জেরুজালেমের ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় জেরেমিয়াহ'র পরামর্শে তিনি উত্তরের মিজপাথ শহরে বসে শাসনকাজ পরিচালনা করেন। জুদাইনরা বিদ্রোহ করে, গেদেলিয়াহকে হত্যা করল। জেরেমিয়াহ মিসরে পালিয়ে যান। এরপর ইতিহাস থেকে হারিয়ে যান তিনি।

** খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ ও ৪০০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে, বেবিলনে বসবাসকারী বাইবেলের রহস্যময় লেখক-নকলনবিশ ও ধর্মযাজকরা মুসার ৫টি পুস্তিকা (ফাইফ বুক অব মোজেজ) সংগ্রহ ও সংশোধন করে। হিব্রুতে এঁকে বলা হয় তোরাহ (তাওরাত)। এটা ছিল ইয়াহইয়ে এবং এল নামে পরিচিত ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা বিভিন্ন উপদেশের সংকলন। তথাকথিত ডেউতেরোনমিস্টদের এ (ওল্ড টেস্টামেন্টের ৫ম গ্রন্থ) ইতিহাসকে নতুনভাবে বর্ণনা করা হয়। এতে রাজার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা চূড়ান্ত দেখাতে আইনগুলো নতুন করে সাজানো হয়। এতে বেবিলনীয়দের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মহাপ্লাবন বা গিলগামেশের মহাকাব্যের সঙ্গে মেলে এমন অনেক কাহিনী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বলা হয়, উর এলাকায় ইব্রাহিমের জন্ম। বাবেল টাওয়ারের কথাও উল্লেখ আছে এতে। দীর্ঘ সময় ধরে বুক অব দানিয়েল লেখা হয় : এর কিছু অংশ নিশ্চিতভাবে নির্বাসনের প্রথম দিকে লেখা, অন্য অংশগুলো পরে লেখা হয়। দানিয়েল কোনো ব্যক্তি না কি অনেকগুলো নামের সংমিশ্রণ আমরা তা জানি না। কিন্তু, বইটিতে অনেক সন্দেহজনক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্নিবেশ ঘটেছিল। ১৯ শতকে বেবিলনে খননকাজ চালিয়ে পাওয়া নিদর্শনের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে।

বেলসহাজ্জারের ভোজ

আমেল-মারদুক বেবিলনের রাজা হওয়ার পর বন্ধু জুদাইন রাজাকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন। কিন্তু খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৬ সালে রাজবংশটিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় : নতুন রাজা নাবোনিদাস, বেবিলনের ত্রাণকর্তা হিসেবে বেল-মারদুক দেবতাকে মানতে অস্বীকার করেন। তিনি চন্দ্র-দেবতা সিনের পূজা শুরু করেন এবং খেয়ালি মনের পরিচয় দিয়ে বেবিলন ত্যাগ করে বহু দূরে আরব মরুভূমিতে অবস্থিত তেইমাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে বসবাস শুরু করলেন। এক রহস্যজনক রোগে আক্রান্ত হন নাবোনিদাস। নিশ্চিতভাবে তিনি পাগল (নেবুচাদনেজার নয়, দানিয়েলের দাবি মতে) হয়ে যান, 'গবাদি পশুর মতো ঘাস খেতে শুরু করেণ'।

বাইবেল অনুযায়ী রাজার অনুপস্থিতিতে তার প্রতিভূ হিসেবে ছেলে বেলসহাজ্জার বিকৃত রুচির ভোজের আয়োজন করেন। 'সেখানে জেরুজালেম মন্দির থেকে নেবুচাদনেজারের লুটে আনা সোনা, রুপার পানপাত্র ব্যবহার করা হয়।' এসময় হঠাৎ তিনি দেয়ালে ঈশ্বরের একটি বাণী লেখা দেখতে পান : মিন মিন টিকেল আফারসিন।' যার অর্থ করা হয়, সাম্রাজ্যের দিন শেষ হয়ে আসছে। বেলসহাজ্জার ভয়ে শিউরে ওঠেন। বেবিলনের বারবনিতার জন্য, 'লেখা ছিল দেয়ালে।'

খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯ সালে পারসিকরা বেবিলনে অভিযান চালায়। ইহুদিদের ইতিহাস আশ্চর্যসব মুক্তির ঘটনায় পরিপূর্ণ। এটা তার মধ্যে অন্যতম নাটকীয়। ৪৭ বছর পর 'বেবিলনের নদীগুলো'র দ্বারা', এক ব্যক্তির সিদ্ধান্তে, দাউদের মতো ভবিষ্যত-সম্ভাবনাপূর্ণ পন্থায়, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় জায়ন।[২১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬
পারস্য আমল
খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৯-৩৩৬

সাইরাস দ্য গ্রেট

পশ্চিম পারস্যের মেডিয়া অঞ্চলের রাজা অস্টিজেস স্বপ্ন দেখলেন, তার মেয়ের প্রস্রাব থেকে একটি স্বর্ণ নদী তৈরি হয়ে পুরো রাজ্য ভাসিয়ে দিয়েছে। তার *ম্যাজি*রা (পারস্যের পুরোহিত) এই স্বপ্নের ব্যাখ্যায় জানান, রাজার এক নাতি তার শাসনের পথে হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। অস্টিজেস তার মেয়েকে পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যের দুর্বল রাজা আনশানের সঙ্গে বিয়ে দেন। এই দম্পতির ঘরে জন্ম নেয় অস্টিজেসের উত্তরাধিকারী খুরোস, যিনি ইতিহাসে সাইরাস দ্য গ্রেট বা মহান সাইরাস নামে পরিচিত। অস্টিজেস আবারো স্বপ্ন দেখলেন, তার মেয়ের উরুদ্বয়ের পেছনের প্রজনন অংশ থেকে একটি আঙুর-লতা বেড়ে বাড়তে তাকে পুরোপুরি জড়িয়ে ফেলেছে (জ্যাক এণ্ড বেঞ্চটকের যৌন-রাজনৈতিক সংস্করণ)। শিশু সাইরাসকে হত্যার জন্য অস্টিজেস তার সেনাপতি হারপাগাসকে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু শিশুটিকে একটি মেষপালক দলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলা হয়। সাইরাস বেঁচে আছেন, এ কথা জানতে পেরে অস্টিজেস রেগে গিয়ে হারপাগাসের ছেলেকে হত্যা করে মাংস রেঁধে তাকে খেতে দেন। হারপাগাস এই খাবারের কথা কখনো ভুলতে বা এর জন্য অস্টিজেসকে ক্ষমাও করতে পারেননি।

খ্রিস্টপূর্ব ৫৫৯ সালের দিকে পিতার মৃত্যুর পর সাইরাস ফিরে এসে তার রাজ্য দখল করেন। রাজার উদ্ভট স্বপ্নগুলো উল্লেখ করে গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (তিনি বিশ্বাস করতেন, পারসিকরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিত যৌন বা মূত্রনালীর শুভ-অশুভ গণনা করে) বলেছেন, এগুলো ফলতে থাকে : হারপাগাসের সহায়তায় সাইরাস তার পিতামহকে পরাজিত করে মিডিয়া ও পারস্যকে ঐক্যবদ্ধ করেন। রাজ্যের দক্ষিণে বেলহাজ্জার বেবিলনকে বাদ দিয়ে সাইরাস আরেক ধনাঢ্য নৃপতি, লিডিয়ার (পশ্চিম তুরস্ক) রাজা ক্রোয়েসাসের মুখোমুখি হন। ক্রোয়েসাসকে চমকে দিতে তার রাজধানীতে উটের বাহিনী নিয়ে অভিযান চালান সাইরাস। যুদ্ধ উটের গন্ধ পেয়ে লিডিয়ান বাহিনীর ঘোড়াগুলো পালাতে শুরু করে। এরপর বেবিলনের দিকে ধাবিত হন সাইরাস।

নেবুচাদনেজারের চকচকে নীল রঙের মহানগরী সাইরাসের সামনে তার দরজা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলে দিল। সাইরাস বিচক্ষণতার সঙ্গে বেবিলনের উপেক্ষিত ঈশ্বর বেল-মারদুকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন, যা বেবিলনের পতন নির্বাসিত ইহুদিদের উল্লসিত করে : 'ঈশ্বর এটা করিয়েছেন; চিৎকার... গান গাওয়া শুরু করে, ওই পর্বত, হে বনানী এবং সেখানকার প্রতিটি বৃক্ষ; ঈশ্বর যেন ইয়াকুবকে পুনরায় পাঠিয়েছেন এবং ইসরাইলে তাকে মহিমান্বিত করেছেন।' জেরুজালেমসহ বেবিলন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হলেন সাইরাস : তিনি বলেন, 'আমি যখন বেবিলনে অবস্থান করি, তখন পৃথিবীর সব রাজা বিপুল উপঢৌকন নিয়ে হাজির হয় আমার সামনে, আমার পদচুম্বন করে।'

সাম্রাজ্য সম্পর্কে সাইরাসের দর্শন ছিল অভিনব। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড এবং নির্বাসনের মধ্য দিয়ে আসিরীয় ও বেবিলনীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও, সাইরাস জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে, রাজনৈতিক আধিপত্য মেনে নেওয়ার বিনিময়ে রাজনৈতিক সহিষ্ণুতার নিশ্চয়তা দিতেন।*

ইহুদিদের অবাক করে দিয়ে শিগগিরই পারস্যরাজ একটি ডিক্রি জারি করেন : 'ঈশ্বর আমাকে পৃথিবীর সব রাজ্য দান করেছেন এবং তার জন্য জেরুজালেমে একটি গৃহ নির্মাণের দায়িত্ব দিয়েছেন। এখানে তোমাদের মধ্যে তার মানুষ কারা আছ? তাদেরকে জেরুজালেমে যেতে দাও, সেখানে গিয়ে ইসরাইলের ঈশ্বরের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করো।'

সাইরাসই প্রথম শাসক হিসেবে নির্বাসিত জুদাইনদের ফেরত পাঠানোর পাশাপাশি তাদের সব অধিকার ও বিধান ফিরিয়ে দিলেন, ইহুদিদের কাছে জেরুজালেম ফিরিয়ে দেন, টেম্পল পুনর্নির্মাণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। সেখানকার শেষ রাজার ছেলে শেসবাজ্জারকে জেরুজালেমের গভর্নর নিযুক্ত করে তার কাছে টেম্পল থেকে লুটে নেওয়া পাত্রগুলো ফিরিয়ে দেন সাইরাস। তাই জুদাইনদের এক নবি যখন সাইরাসকে মিসাইয়া বলে প্রশংসা করেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। 'তিনি আমার মেষপালক এবং আমার সব শান্তির নিশ্চয়তা দেবেন : বলার অপেক্ষা রাখে না, তোমার হাতে জেরুজালেম এবং টেম্পল নির্মিত হবে; ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।'

নির্বাসিত ৪২ হাজার ৩৬০ জন ইহুদিকে নিয়ে ইয়েহুদ (জুদাহ) রাজ্যের জেরুজালেম প্রদেশে ফিরে আসেন শেসবাজ্জার। বেবিলনের জাঁকজমকের বিপরীতে এই শহর ছিল† পতিত ভূমি। কিন্তু, 'জেগে ওঠো, জেগে ওঠো, আমাদেরকে শক্তি দাও, ও জায়ন,' ইসাইয়াহ লিখেন। 'তোমার সুন্দর পোশাক পরিধান করো, ও জেরুজালেম, পূণ্যনগরী, শরীর থেকে ধুলাবালি ঝেড়ে ফেল... হে বন্দি জায়ন-কন্যা।'

তবে সাইরাস ও ফিরে আসা নির্বাসিতদের পরিকল্পনা জুদাইয়ে থেকে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানীয়দের এবং বিশেষ করে সামারিয়ানদের দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়।

নির্বাসন থেকে ফেরার মাত্র ৯ বছর সর্বোচ্চ অবস্থায় মধ্য এশিয়ার এক যুদ্ধে নিহত হন সাইরাস। বলা হয়, বিজয়ীরা তার কাটা মাথা রক্ত ভরা মদপাত্রে ডুবিয়ে রাখে। এটা করা হয়, অন্যের দেশ দখলের ব্যাপারে সাইরাসের যে তৃষ্ণা ছিল তা নিবারণের প্রতীক হিসেবে। এরপর সাইরাসের উত্তরাধিকারী নিহত রাজার দেহ তুলে নিয়ে একটি সোনার শবাধারে দক্ষিণ ইরানের পাসারগাদে এলাকায় সমাহিত করে। সেখানে এখনো তার সমাধি রয়েছে। গ্রিক সৈনিক জেনোফোন লিখেছেন, 'তিনি অন্য সব রাজ্য দখল করে রাজাদের নিজের কাছে নিয়ে আসতেন'। জেরুজালেম তার রক্ষাকর্তাকে হারাল।[২২]

* সহনশীলতা বিষয়ে জারি করা সাইরাসের একটি ডিক্রি মাটির নলের ওপর উৎকীর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়, যা তাকে মানবাধিকারের জনক খেতাবে ভূষিত করে। এর একটি অনুলিপি বর্তমানে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের প্রবেশপথে রাখা আছে। তবে তিনি ততটা উদার ছিলেন না। যেমন, লিডিয়ার রাজধানী সারদিসে বিদ্রোহ দেখা দিলে হাজার হাজার অধিবাসীকে হত্যা করেন তিনি। সাইরাস ছিলেন পারস্য অঞ্চলের দেবতা আহুরা মেজদা'র পূজারী। পারস্যবাসী ডানাওয়ালা আহুরা মেজদাকে জীবন, জ্ঞান ও আলোর দেবতা হিসেবে পূজা করত। এই দেবতা-সংশ্লিষ্ট ধর্মটির প্রচারক ছিলেন আর্য পারস্যের জোরোস্তার। তার মতে, জীবন হলো সত্য ও মিথ্যা এবং আগুন ও অন্ধকারের মধ্যে লড়াই। তবে পারস্যের কোনো রাষ্ট্রধর্ম ছিল না। তার আলো ও অন্ধকারের বহু ঈশ্বরবাসী ধারণা জুদাইজমের (এবং পরে খ্রিস্টবাদ) সঙ্গে বেমানান ছিল না। প্রকৃতপক্ষে স্বর্গের ফার্সি শব্দ–পারিদাইজা- থেকে ইংরেজি 'প্যারাডাইস' শব্দটি এসেছে। প্রাচীন পারসিক পুরোহিতদের ডাকা হতো 'ম্যাজি' নামে। সেখান থেকেই ম্যাজিক বা 'জাদু' শব্দটি এসেছে। কথিত আছে, এদের মধ্যে তিনজন পুরোহিত খ্রিস্টের জন্মের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

†এটা বাইবেলের একটি অত্যুক্তি। বহু ইহুদি বসবাসের জন্য ইরাক ও ইরানকে বেছে নিয়েছিল। সেলেউসিদাস, পার্থিয়ান ও সাসানীয় থেকে শুরু করে আব্বাসীয় খেলাফত আমল এবং মধ্যযুগ পর্যন্ত বেবিলনীয় ইহুদিরা ছিল সমৃদ্ধ, শক্তিশালী, বিশাল সম্প্রদায়। মঙ্গোলীয়দের অভিযানের আগে পর্যন্ত জেরুজালেমের মতোই বেবিলন ছিল ইহুদি নেতৃত্ব ও শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র। তুরস্কের উসমানীয় খেলাফত ও ব্রিটিশ আমলে আবার পুনরুজ্জীবিত হয় এই সম্প্রদায়। কিন্তু ১৮৮০-এর দশকে বাগদাদে (যার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ ইহুদি ছিল বলে উল্লেখ করা হয়) দমন-নিপীড়ন শুরু হয়, হাশেমি রাজতন্ত্রের অধীনে তা তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৪৮ সালে ইরাকে এক লাখ ২০ হাজার ইহুদি ছিল। ১৯৭৯ সালে ইরানের শাহ যখন ক্ষমতাচ্যুত হন, তখন সেখানে ছিল এক লাখ ইহুদি। দুই দেশ থেকেই বেশির ভাগ ইহুদি ইসরাইলে পাড়ি জমায়। বর্তমানে ইরানে ২৫ হাজারের মতো, আর ইরাকে জনা পঞ্চাশেক ইহুদি রয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দারিউস ও জেরুবাবেল : নতুন মন্দির

আগের যেকোনো সাম্রাজ্যের চেয়ে সাইরাসেরটি ছিল অনেক বিস্তৃত। এই সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয় জেরুজালেমের খুব কাছে। সাইরাসের ছেলে দ্বিতীয় ক্যামবেসিস (কামবুজিয়া) সিংহাসনে বসেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৫ সালে তিনি গাজা ও সিনাইয়ের মধ্য দিয়ে মিসর অভিযানে বের হন। তখন অনেক দূরে পারস্যে তার ভাই বিদ্রোহ করেন। সিংহাসন উদ্ধারের জন্য দেশে ফেরার সময় গাজার কাছে এক রহস্যজনক রোগে ক্যামবেসিস মারা যান। সেখানে তার বাহিনীর ৯ জন উচ্চপদস্থ সেনা অধিনায়ক ঘোড়ার চড়া অবস্থায় সাম্রাজ্যটি দখলের পরিকল্পনা করেন। তবে সম্রাট কে হবে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে না পেরে তারা ঠিক করেন, 'সূর্যোদয়ের পর যার ঘোড়া প্রথম ডেকে উঠবে সে-ই সিংহাসনে বসবে।' ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন অভিজাত বংশীয় তরুণ দারিউস। তিনি ছিলেন ক্যামবেসিসের বর্শাবাহিনীর অধিনায়ক। তার ঘোড়াই প্রথম ডেকে ওঠে। হেরোডোটাস দাবি করেছেন, এ ক্ষেত্রে প্রতারণা করেছেন দারিউস। তিনি স্ত্রীকে বলে দিয়েছিলেন, সে যেন তার আঙুল কোনো ঘোটকির যোনিদ্বারে প্রবেশ করিয়ে দারিউসের ঘোড়াকে এর গন্ধ শুকতে দেয়। ফলে চূড়ান্ত মুহূর্তে ঘোড়াটি উত্তেজিত হয়ে ডেকে উঠে। হেরোডোটাস বেশ উৎসাহ নিয়ে একজন পূর্বাঞ্চলবাসীর উথানের সঙ্গে একটি যৌন উদ্দীপক হাতের কারসাজি যুক্ত করে দেন।

সহযোগী ছয় ষড়যন্ত্রকারীকে নিয়ে দারিউস পূর্বদিকে ধাবিত হলেন, পুরো পারস্য সাম্রাজ্য পুনর্দখলে সক্ষম হন। তাকে প্রায় প্রতিটি প্রদেশে বিদ্রোহ দমন করতে হয়। এই গৃহযুদ্ধ 'দারিউসের শাসনামলের দ্বিতীয় বর্ষ পর্যন্ত জেরুসালেমে ঈশ্বরের গৃহ নির্মাণকাজ বন্ধ রাখে।' ৫২০ সালে জুদাহ'র শেষ রাজার নাতি যুবরাজ জেরুবাবেল, তার পুরোহিত ও পুরনো টেম্পলের শেষ পুরোহিতের ছেলে যত্তয়া জেরুজালেমকে উদ্ধার করতে বেবিলনের উদ্দেশে রওনা হন।

জেরুবাবেল টেম্পল মাউন্টের ওপর বেদিটি নতুনভাবে উৎসর্গ করেন। টেম্পলটি নতুনভাবে নির্মাণের জন্য তিনি শিল্পী নিয়োগ করেন, ফিনিসিয়া থেকে সিডর কাঠ কিনে আনেন। একদিকে স্বপ্ন সৌধের নির্মাণ, অন্যদিকে সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলায় উদ্দীপ্ত ইহুদিরা মিসাইনিক স্বপ্নে বিভোর হয়। 'সেদিন আমি তোমাকে তুলে নেব, ঈশ্বর বললেন। ও জেরুবাবেল, আমার বান্দা... আমি তোমাকে একটি সিলমোহর তৈরি করে দেব,' নবি হাজ্জাই এ কথা লিখেন। দাউদীয় মোহর অঙ্কিত আংটিটি জেরুবেবেলের নাতি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। ইহুদি নেতারা সোনা ও রুপা নিয়ে বেবিলন থেকে এলেন। তারা জেরুবাবেলকে 'সুট' বলে প্রশংসা করেন (যার মানে 'বেবিলনের বীজ'), যিনি 'মহিমা গ্রহণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন এবং তার সিংহাসনে বসে শাসন করবেন।

নগরীর আশপাশ এবং সামারিয়ার উত্তরে বসবাসকারী স্থানীয় জনগণও এ সময় এই পবিত্র কাজে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে, জেরুবাবেলকে তাদের সহায়তা দেওয়ার কথা বলে। কিন্তু ফিরে আসা নির্বাসিতরা নতুন রেওয়াজে ইহুদি ধর্মের চর্চা করত, এসব স্থানীয়কে আধা-অসভ্য ভাবত। তাদেরকে আম হা-আরেজ, 'স্থানীয় জনগণ' হিসেবে তাচ্ছিল্য করা হতো। জেরুজালেমে প্রতিপক্ষ গজিয়ে ওঠার আশঙ্কা অথবা স্থানীয়দের কাছ থেকে ঘুষ পেয়ে- যেকোনো কারণেই হোক না কেন পারসিক গভর্নর নগরীর নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেন।

দারিউস তিন বছরের মধ্যে সব চ্যালেঞ্জ সফলতার সঙ্গে মোকাবেলা করে প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে সফল শাসক হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তিনি থারেস ও মিসর থেকে হিন্দুকুশ পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত সহনশীল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তার সাম্রাজ্যই প্রথম তিনটি মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।* নতুন এই মহান রাজার মধ্যে ছিল বিজেতা ও প্রশাসকের গুণের বিরল সমাহার। তার বিজয়ের স্মরণে পাথরে মুদ্রিত দারিউসের (দারাইয়াভাউস) ছবিতে তাকে ক্লাসিক আর্যের মতো শারীরিক গড়নের অধিকারী হিসেবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এতে দেখা যায়, ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি লম্বা এই পারসিকের উঁচু কপাল, খাড়া নাক ছিল। মাথায় সোনার তৈরি ও ডিম্বাকৃতির রত্নখচিত যুদ্ধের মুকুট। কোকড়ানো চুল, ঝুলে পড়া পাকানো গোঁফ, তার চুলগুলো একটি জালির মধ্যে বাধা এবং তার বর্গাকৃতি দাড়ি চারটি সারিতে সজ্জিত। জুতা ও ট্রাউজারের ওপর দীর্ঘ পোশাকে রাজকীয় ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো। তার হাতে ধরা হাঁসের মাথাওয়ালা একটি ধনুক।

এমন ভীতি উদ্রেককারী শাসকের কাছেই সাইরাসের ডিক্রির কথা উল্লেখ করে জেরুজালেম নির্মাণের আবেদন জানিয়েছিলেন জেরুবাবেল। দারিউস রাজ-মোহাফেজখানায় এ বিষয়ে খোঁজ নিয়ে ডিক্রিটি দেখতে পান। তিনি নির্দেশ দেন, 'ইহুদি গভর্নর, ঈশ্বরের এই বাড়িটি নির্মাণ করুন। আমি, দারিউস, একটি ডিক্রি জারি করছি। দ্রুততার সঙ্গে এ কাজ শেষ করুন।' মিসরে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে ৫১৮ সালে তিনি সেখানে অভিযান চালান। এসময় তিনি সম্ভবত জেরুজালেমের অতি-উত্তেজিত ইহুদিদের শায়েস্তা করতে জুদাইয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন : তিনি দাউদের শেষ বংশধর জেরুসাবেলকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারেন। এরপর থেকে কোনো কারণ ছাড়াই ইতিহাসে তার আর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

৫১৫ সালের মার্চে পুরোহিতরা আনন্দ-উৎসব করে দ্বিতীয় টেম্পল (সেকেন্ড টেম্পল) উদ্বোধন করেন। তারা ১০০ ষাঁড়, ২০০ মেষ, ৪০০ ভেড়া এবং ১২টি ছাগল উৎসর্গ করলেন (১২টি গোত্রের পাপ মোচনের জন্য ১২টি ছাগল উৎসর্গ করা হয়)। নির্বাসনের পর এই প্রথম পাসওভার উৎসব পালন করে ইহুদিরা। কিন্তু সলোমনের টেম্পলের কথা এখনো মনে আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন বৃদ্ধরা এই সাদামাটা ভবনটি দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শহরটি ক্ষুদ্র এবং প্রায় জনবসতিহীন অবস্থায় থেকে যায় ।২৩

৫০ বছরেরও বেশি সময় পর দারিউসের নাতি রাজা প্রথম আরটাজেরজেসের রাজপরিচারকদের একজন ছিলেন ইহুদি, নাম নেহেমিয়া। জেরুজালেমবাসী তার কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন করে : 'শহরের অবশিষ্ট অংশও নষ্ট হতে চলেছে। জেরুজালেমের প্রাচীর ভেঙে পড়েছে।' নেহেমিয়ার হৃদয় ভেঙে গেল : 'শুনে আমি বসে পরলাম এবং কান্না ও বিলাপ করতে লাগলাম। এরপর পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী সুসার রাজদরবারে আবার যখন পানীয় পরিবেশনের জন্য তার ডাক পড়ল। রাজা আরটাজেরজেস তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?' জবাবে তিনি বললেন, 'রাজা চিরজীবী হোন। আমার মন বিষণ্ন হবে না কেন? যখন আমার জন্মস্থান, আমার পিতার শবাধার রাখার জায়গাটি বিরান হয়ে যাচ্ছে?... রাজার অনুগ্রহ হলে... আমাকে জুদাহ পাঠিয়ে দিন... যেন আমি শহরটি নির্মাণ করতে পারি।'

'দুরুদুরু বুকে' উত্তরের জন্য অপেক্ষা করছিলেন নেহেমিয়াহ।

AMARBOI.COM

* দারিউস কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বদিকে মধ্য এশিয়ায় অভিযান চালান, ভারত ও ইউরোপে অনুসন্ধান দল পাঠান। তিনি ইউক্রেন আক্রমণ করেন এবং থ্রেস নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি পারসেপোলিসে (দক্ষিণ ইরান) তার ঐশ্বর্যময় প্রাসাদ-রাজধানী নির্মাণ করেন। জরোআস্তার ও আহুরা মাজদা ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, প্রথম বিশ্ব মুদ্রার (দারিক) প্রচলন ঘটান। গ্রিক, মিসরীয় ও ফিনিশীয়দের নিয়ে নৌবাহিনী গড়ে তোলেন, প্রথম সত্যিকারের ডাকসেবার প্রচলন করেন। তিনি সুসা থেকে সারদিস পর্যন্ত ১,৬৭৮ মাইল দীর্ঘ রাজপথের প্রতি ১৫ মাইল পর পর সরাইখানা স্থাপন করেন। তার ৩০ বছরের শাসনামলের এসব অর্জন তাকে পারস্য সাম্রাজ্যের 'অগাস্টাসে' পরিণত করে। তবে দারিউসেরও সীমাবদ্ধতা ছিল। মারা যাওয়ার কিছু আগে খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে গ্রিসে অভিযান চালান। সেখানে ম্যারাথনের যুদ্ধে হেরে যান তিনি।

নেহেমিয়াহ : পারস্য সাম্রাজ্যের পতন

মহান সম্রাট নেহেমিয়াহকে গভর্নর নিয়োগ করলেন, তার জন্য তহবিল ও সেনা প্রহরার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এ সময় জেরুজালেমের উত্তরে বসবাসরত সামারিয়ান সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকার সূত্রে নিজস্ব গভর্নর ছিল। তার নাম ছিল সানবালাত। তিনি সুদূর সুসা থেকে আগত গোপনপ্রবণ এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজসভাসদকে অবিশ্বাস এবং নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তন পরিকল্পনার বিরোধিতা করতে লাগলেন। গুপ্তহত্যার আশঙ্কা নিয়ে নেহেমিয়া রাতের আঁধারে জেরুজালেমের ভাঙা প্রাচীর ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুড়ে যাওয়া ফটক পরিদর্শনে বের হন। তার স্মৃতিকথায়, বাইবেলের একমাত্র রাজনৈতিক আত্মজীবনী, উল্লেখ আছে যে, নেহেমিয়াহ গভর্নর হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত জেরুজালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণের পরিকল্পনার কথা শুনলে 'আমাদের ঘৃণাভরে উপহাস' করলেন সানবালাত। প্রাচীরের বিভিন্ন অংশ নির্মাণের জন্য জমির মালিক ও পুরোহিতদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হলো। সানবালাতের লোকজন তাদের বাধা দিলে নেহেমিয়া সেখানে প্রহরী নিযুক্ত করেন। কেবল দাউদ নগরী ও টেম্পল মাউন্ট ঘিরে এই প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছিল। নির্মাণকাজ শেষ হয় ৫২ দিনে। একটি ছোট্ট দুর্গও নির্মাণ করা হয় টেম্পলের উত্তর দিকে।

নেহেমিয়া জানান, 'নতুন জেরুজালেম সুবিশাল ও মহান', তবে, সেখানে মানুষের বসবাস ছিল হাতে গোণা'। বাইরে থাকা ইহুদিদের নগরীর মধ্যে এসে বসবাসের জন্য উৎসাহ দিতে লাগলেন নেহেমিয়া : প্রত্যেক ১০ জনের মধ্যে একজনকে জেরুজালেমে এসে বসত গড়তে হবে। ১২ বছর পর নেহেমিয়া এ বিষয়ে সম্রাটকে রিপোর্ট করার জন্য পারস্য সফর করেন। কিন্তু ফিরে এসে দেখেন, সানবালাতের ঘনিষ্ঠজনরাই লাভজনকভাবে টেম্পলটি দেখভাল করছে, ইহুদিরা স্থানীয়দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে। টেম্পল থেকে এসব অনধিকার প্রবেশকারীদের বহিস্কার করেন নেহেমিয়াহ। তিনি ভিন্ন গোত্রে বিয়ে নিরুৎসাহিত করেন, নতুন বিশুদ্ধ ইহুদি ধর্মের প্রবর্তন ঘটান।

পারস্যের সম্রাট যখন তার প্রদেশগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে থাকেন, তখন ইহুদিরা তাদের নিজস্ব আধা-স্বায়ত্তশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্য ইয়েহুদ প্রতিষ্ঠা করে। টেম্পলকে ঘিরে প্রতিষ্ঠিত এ রাজ্যের তহবিল যোগায় তীর্থ ভ্রমণে আসা লোকজন। এদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছিল। ইয়েহুদ পরিচালিত হতো তাওরাতের আইনে, শীর্ষ পুরোহিতরা দেশটিকে শাসন করতেন। এরা ছিলেন সম্ভবত রাজা দাউদের পুরোহিত জাদোকের বংশধর।

আবারো লোভনীয় উপহারে পরিণত হয় টেম্পলের কোষাগার। টেম্পলের ভেতরে একজন শীর্ষস্থানীয় পুরোহিত তার নিজের লোভী ভাইয়ের (জেসাস, আরামিক ভাষায় যশুয়া) হাতে খুন হন। পবিত্র স্থান কুলষিত হওয়ায় পারস্যের গভর্নর জেরুসালেমে অভিযান চালানোর অজুহাত পেয়ে যান, সেখানকার স্বর্ণ লুটে নেন।[২৪]

পারস্যের সভাসদরা যখন নিজেদের মধ্যে মারামারি এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তখন মেসিডনের রাজা প্রথম ফিলিপ দুর্দান্ত সেনাদল গড়ে তোলেন। তিনি গ্রিসের নগর রাজ্যগুলো দখলের পর পারস্যের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরুর প্রস্তুতি নেন। এটা ছিল দারিউস এবং তার পুত্র জেরজেসের দখলদারিত্বের প্রতিশোধ। এরপর ফিলিপ নিহত হলে তার ১২ বছর বয়স্ক ছেলে আলেকজান্ডার সিংহাসনে বসেন, পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধ গ্রিকদের জেরুজালেম নিয়ে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭
মেসিডোনীয় আমল
খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬-১৬৬

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট

খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৬ সালে, পিতার মৃত্যুর তিন বছরে মধ্যে আলেকজান্ডার দুবার পারস্যের রাজা দ্বিতীয় দারিউসকে পরাজিত করেন। দ্বিতীয় দারিউস পূর্ব দিকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে আলেকজান্ডার তার পিছু ধাওয়া করেননি। তবে তখনই মিসরের দিকে ধাবিত হন। তিনি জেরুজালেমকে তার সেনাদলের খরচ নির্বাহের জন্য চাঁদা দেওয়ার নির্দেশ দেন। শীর্ষ পুরোহিতরা প্রথমে এই নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তবে দীর্ঘ সময়ের জন্য নয় : টায়ার প্রতিরোধ করলে আলেকজান্ডার শহরটি অবরোধ করেন। এর পতন ঘটলে সেখানে জীবিত সবাইকে ক্রুশবিদ্ধ করেন।

'দ্রুত জেরুজালেমের পথে ধাবিত হন আলেকজান্ডার', দীর্ঘদিন পর ইহুদি ঐতিহাসিক জোসেফাস এ কথা লিখেছেন। তিনি দাবি করেন, শীর্ষ পুরোহিতরা রক্তবর্ণের আলখেল্লা পরে নগর ফটকে এই বিজেতাকে স্বাগত জানান। এ সময় জেরুজালেমবাসীর পরনে ছিল সাদা পোশাক। তারা আলেকজান্ডারকে টেম্পলে নিয়ে যায়, তিনি সেখানে ইহুদি ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন করেন। এই কাহিনী সম্ভবত মনের মাধুরী মিশিয়ে বানানো। খুব সম্ভবত শীর্ষ পুরোহিতরা আধা-ইহুদি সামারীয় নেতাদের সঙ্গে করে রোশ হা আইম উপকূলে গিয়ে সেখানে অবস্থানরত আলেকজান্ডারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। সাইরাসের মতো তিনিও ইহুদিদের নিজস্ব ধর্মীয় আইন-কানুন মেনে চলার অধিকার দেন।* এরপর তিনি মিসর জয় করতে ধাবিত হন। সেখানে নিজের নামে আলেকজান্দ্রিয়া শহর প্রতিষ্ঠা করেন, পরে পূর্বদিকে অভিযানে বের হন। তিনি আর মিসরে ফিরেননি।

পারস্য সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে তিনি নিজের দখলকৃত এলাকা সুদূর পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এরপর আলেকজান্ডার তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু করেন। আর তা হলো, পৃথিবী শাসনের জন্য পারসিক ও মেসেডোনীয়দের একটি একক অভিজাত শ্রেণী সৃষ্টি। এতে পুরোপুরি সফল না হলেও ইতিহাসে যেকোনো বিজেতার চেয়ে তিনি পৃথিবীকে অনেক বেশি বদলে দিয়েছিলেন। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে আফগানিস্তানের পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকায় হেলেনিকন- গ্রিসের সংস্কৃতি, ভাষা, কবিতা, ধর্ম, ক্রীড়া এবং হোমারীয় রাজত্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেতনা ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১৯ শতকে ব্রিটিশ, আর এখন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ওই সময় গ্রিকদের জীবনধারা বিশ্বজনীন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। এরপর থেকে এমনকি এই দর্শন ও বহু ঈশ্বরবাদী সংস্কৃতির শত্রু একেশ্বরবাদী ইহুদিরাও বিশ্বকে হেলেনিজমের দৃষ্টিতে না দেখে পারেনি।

পরিচিত বিশ্বকে অধিকার করার ৮ বছর পর খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ সালের ১৩ জুন আলেকজান্ডার বেবিলনে, হয় জ্বর না হয় বিষক্রিয়ায়, মৃত্যুশয্যা নিলেন। মাত্র ৩৩ বছর বয়সে তিনি যখন মৃত্যুর পথে, তখন বিশ্বস্ত সৈন্যরা তার বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রুপাত করছিল। যখন তারা আলেজান্ডারের কাছে জিজ্ঞেস করল, কার কাছে তিনি এই সাম্রাজ্য দিয়ে যাচ্ছেন? তিনি তখন উত্তর দিলেন : 'শক্তিমানের কাছে।'[২৫]

* ইতোমধ্যে সামারীয়দের নতুন বেবিলনীয় শাসন প্রতিষ্ঠার আগে প্রতিষ্ঠিত ইহুদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের আলাদা আধা-ইহুদি ধরনের ধর্মীয় বিশ্বাস তৈরি করে নিয়েছিল। পারস্য সাম্রাজ্যের অধীনে সানবালাত বংশের গভর্নররা সামারিয়া শাসন করতেন। জেরুজালেম থেকে বহিষ্কারের ঘটনা তাদেরকে মাউন্ট জেরেজিমে নিজস্ব টেম্পল প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করে। তারা ইহুদি ও জেরুজালেমের সঙ্গে বিরোধেও জড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেমন দেখা যায়, এসব বিরোধ ছিল তেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে। সামারীয়রা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়। ইহুদিরা তাদের ধর্মচ্যুত আখ্যায়িত করে অবজ্ঞা করতে থাকে। এরপর যিশু অবাক করে দিয়ে 'ভালো সামারীয়দের ব্যাপারে দৈব-বাণী প্রকাশ করলেন। ইসরাইলে এখনো হাজার খানেক সামারীয় বাস করে : ইহুদিদের উৎসর্গ করার সংস্কৃতি পরিত্যাগের দীর্ঘদিন পর ২১ শতকে এসে সামারীয় ফের পাসওভার উৎসবে জেরেজিম পর্বতে গিয়ে মেষ উৎসর্গ করছে।

AMARBOI.COM

টলেমি : সাবাত লুণ্ঠনকারী

শক্তিমানকে খুঁজে পেতে আলেকজান্ডারের জেনারেলদের মধ্যে ২০ বছর যুদ্ধ চলে। আর মেসিডোনীয় যুদ্ধবাজদের মধ্যে হাতবদল হতে থাকে জেরুজালেম। তারা 'পৃথিবীতে অশুভ কার্যক্রম বহুগুণ বাড়িয়ে তুলছিল। শীর্ষ দুই দাবিদারের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলাকালে জেরুজালেম ছয়বার হাতবদল হয়। ১৫ বছর এই শহর শাসন করেন এক চোখবিশিষ্ট অ্যান্টিগোনস। খ্রিস্টপূর্ব ৩০১ সালে যুদ্ধে তিনি নিহত হন, বিজয়ী টলেমি নগরপ্রাচীরের বাইরে হাজির হয়ে জেরুজালেম দাবি করেন।

টলেমি ছিলেন আলেকজান্ডারের চাচাত ভাই এবং অভিজ্ঞ জেনারেল। তিনি গ্রিস থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বহু যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, সিন্ধু নদে মেসিডোনীয় নৌবহরের কমান্ডার ছিলেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরপরই তাকে মিসরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি যখন শুনতে পেলেন, মহান আলেজান্ডারের শবাধার গ্রিসের পথে ফিরছে, তিনি ফিলিস্তিনের মধ্য দিয়ে দ্রুত অগ্রসর হলেন এটা দখলের জন্য। তিনি শবাধারটি নিজের রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় নিয়ে আসেন। এভাবে গ্রিসের রক্ষাকবচ আলেকজান্ডারের শবের অভিভাবক পরিণত হন তার মশাল বহনকারীতে। টলেমি কেবল অভিজ্ঞ যোদ্ধাই ছিলেন না : মুদ্রায় তার দৃঢ় চিবুক এবং ভোঁতা নাকের আড়ালে তার ধূর্ততা ও কমন সেন্স ঢাকা পড়ে রয়েছে।

এবার টলেমি জেরুজালেমবাসীকে জানালেন, ইহুদিদের ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করতে তিনি সাবাতের সময় নগরীতে প্রবেশ করতে চান। বিশ্রামরত ইহুদিরা এই কূটচাল বিশ্বাস করল, টলেমি নগরী দখল করে বসেন, ইহুদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গোঁড়ামি উন্মোচন করলেন। তবে সাবাতের সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ইহুদিরা পাল্টা আঘাত হানে। টলেমির সৈন্যরা এরপর জেরুসালেমে তা ব বইয়ে দেয়- 'লুটপাটের জন্য ঘরে ঘরে তন্নতন্ন করে তল্লাসি চালানো হয়, নারীরা ধর্ষিত হলো, বন্দী করা হয় শহরের প্রায় অর্ধেক অধিবাসীকে।' টলেমি সম্ভবত মেসিডোনীয় সেনাদলকে বারিস দুর্গে মোতায়েন করেছিলেন। টেম্পল মাউন্টের ঠিক উত্তরে এই দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন নেহেমিয়াহ। টলেমি হাজার হাজার ইহুদিকে মিসরে নির্বাসনে পাঠান। এর ফলে টলেমির জাঁকজমকপূর্ণ রাজধানী আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিকভাষী ইহুদি সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন ঘটে।

টলেমি ও তার উত্তরাধিকারীরা মিসরে পরিণত হন ফারাওয়ে, আলেকজান্দ্রিয়া এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ছিলেন গ্রিক রাজা। টলেমি সোটার (ত্রাণকর্তা, এ নামেই তিনি পরিচিত ছিলেন) স্থানীয় দেবতা আইসিস ও ওসিরিস এবং রাজ্য শাসন-সংক্রান্ত মিসরীয় ঐতিহ্য গ্রহণ করার মাধ্যমে তিনি মিসরীয় ঈশ্বর-রাজা এবং আধা-ঐশ্বরিক গ্রিক রাজা উভয় হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেন। সাইরেনিকা এবং পরে আনাতোলিয়ার তৃণভূমি অঞ্চল এবং গ্রিক দ্বীপগুলো জয় করেন তিনি ও তার ছেলে সাইপ্রাস। শুধু জাঁকজমক নয়, সংস্কৃতিই বৈধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব এনে দিতে পারে- এটা তিনি বুঝেছিলেন। তাই তিনি আলেকজান্দ্রিয়াকে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রিক শহরে পরিণত করেন। এটা ছিল সম্পদে সমৃদ্ধ ও অভিজাত। এখানে যাদুঘর ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রিক পণ্ডিতদের নিয়ে আসা হয়। ফারোস দ্বীপে বাতিঘর নির্মাণ করা হয়- যা ছিল প্রাচীন যুগের সপ্তাশ্চার্যের একটি। টলেমির প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য ৩০০ বছর টিকেছিল। ক্লিওপেট্রা ছিলেন এর শেষ বংশধর।

টলেমি ৮০ বছর বেঁচেছিলেন, আলেকজান্ডারের ওপর ইতিহাস লিখেছিলেন।[২৬] টলেমি দ্বিতীয় ফিলাদেলফোজ ইহুদিদের আনুকূল্য দেখান। তিনি এক লাখ ২০ হাজার ইহুদি ক্রীতদাসকে মুক্ত করে দেন, টেম্পল অলংকরণের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্ণ পাঠান। জমকাল প্রদর্শনী ও জাকাল উৎসবের ক্ষমতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তিনি। খ্রিস্টপূর্ব ২৭২ সালে তিনি সামান্য কয়েকজন বিশেষ অতিথির জন্য মদ ও প্রাচুর্যের দেবতা দিওনিসাসের নামে কুচকাওয়াজের আয়োজন করেন। এ উদ্দেশে চিতাবাঘের চামড়া দিয়ে বিশালাকার একটি মদ রাখার পাত্র তৈরি করা হয়। এতে দুই লাখ গ্যালন মদ ধরত। তিনি ১৮০ ফুট দীর্ঘ এবং ৯ ফুট প্রশস্ত একটি পুরুষাঙ্গ তৈরি করেন, হাতির সাহায্যে এটাও প্রদর্শিত হয়। এই কুচকাওয়াজ দেখতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রজারা আলেকজান্দ্রিয়ায় জড়ো হয়। তিনি ছিলেন আগ্রহী বই সংগ্রাহক। শীর্ষ পুরোহিতরা যখন ইহুদি তানাকার* ২০টির মতো বই আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠান, তিনি সেগুলোকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদের নির্দেশ দেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদি বিদ্বজ্জনদের সম্মান করতেন। তাদেরকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি অনুবাদ কর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন: তাদের চাহিদা অনুযায়ী 'সবকিছু' দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। বলা হয়, ৭০ দিন ধরে ৭০ জন বিদ্বজ্জন প্রতিটি বইয়ের অভিন্ন অনুবাদ সম্পন্ন করেন। সেপ্টুয়াজিন্ট (সত্তুরে) বাইবেল জেরুজালেমের ইতিহাস বদলে দেয়, পরে খ্রিস্টবাদের বিস্তারকে সম্ভব করে। আলেকজান্ডারের কারণে গ্রিক হয়েছিল আন্তর্জাতিক ভাষা। ফলে বলতে গেলে এই প্রথম সবার পক্ষে বাইবেল পড়া সম্ভব হয়।[২৭]

AMARBOI.COM

* তানাকা ছিল আইন, নবি ও লেখকের হিব্রু অদ্যাক্ষর নিয়ে গঠিত শব্দ। এই বইটিকেই খ্রিস্টানরা পরে ওল্ড টেস্টামেন্ট নামে আখ্যায়িত করে।

যোসেফ, দ্য তোবিয়াদ

টলেমির সাম্রাজ্যে জেরুজালেম একটি আধা-স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসত্তা হিসেবে থেকে যায়, জুদাহ'র নিজস্ব মুদ্রা ছিল, এতে 'ইয়েহুদ' কথাটি অঙ্কিত ছিল। এটা কেবল একটি রাজনৈতিক সত্তাই নয়, ছিল উচ্চ শ্রেণীর পুরোহিত শাসিত ঈশ্বরের নিজের নগরী।

বাইবেলে উল্লেখিত পুরোহিত জাদোকের বংশধর বলে দাবিদার ওনিয়াদ পরিবারের তরুণ সদস্যরা, টলেমি শাসকদের খাজনা প্রদানের বিনিময়ে বিপুল বৈভব ও ক্ষমতা ভোগ করতেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৪০ সালের দিকে, প্রধান পুরোহিত দ্বিতীয় ওনিস টলেমি তৃতীয় ইউরগেতেসকে পাওনা ২০ রৌপ্য তালেন্ত খাজনা পরিশোধ না করার চেষ্টা করেন। এর ফলে ভালো যোগাযোগ আছে এমন এক তরুণ ইহুদির সামনে চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি প্রধান পুরোহিতকে, কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম নয়, একেবারে রাজ্য থেকেই তাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এই দুঃসাহসিক উদ্যোগের নায়ক ছিলেন প্রধান পুরোহিতেরই আপন ভাইয়ের ছেলে, যোসেফ।* তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার উদ্দেশে রওনা হন। সেখানে নিলাম চলছিল : বিভিন্ন ভূখণ্ড থেকে আসা লোকজন উচ্চ খাজনার বিনিময়ে শাসন এবং কর আদায়ের ক্ষমতা লাভ করছিল সেখানে। সিরিয়া থেকে নিলাম ডাকে অংশ নিতে আসা সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকজন যোসেফকে উপহাস করে। কিন্তু, তিনি বাকপটুতা দিয়ে সবাইকে হারিয়ে দেন। তিনি প্রথমে রাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে নিয়ে, তাকে খুশি করতে সক্ষম হন। তৃতীয় টলেমি যখন নিলাম ডাকেন, যোসেফ তখন কোয়েলে-সিরিয়া, ফিনিসিয়া, জুদাহ ও সামারিয়া এলাকার সব প্রতিপক্ষকে পেছনে ফেলে দেন। এবার রাজা জোসেফকে নিয়ম অনুযায়ী কর প্রদানের নিশ্চয়তা হিসেবে জামিনদাকে উপস্থিত করতে বলেন। তখন এই আত্মগর্বী তরুণ জবাব দেন, 'হে রাজা, আমার কাছে আপনাকে ও আপনার স্ত্রী ছাড়া দেওয়ার মতো আর কোনো ব্যক্তি নেই। যোসেফের ধৃষ্টতামূলক বক্তব্যের জন্য রাজা তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। কিন্তু টলেমি হেসে রাজি হয়ে গেলেন।

যোসেফ দুই হাজার মিসরীয় পদাতিক সৈনিক নিয়ে জেরুজালেম ফিরে আসেন। অ্যাশকেলনবাসী কর দিতে অস্বীকার করলে যোসেফ সেখানকার ২০ জন শীর্ষস্থানীয় নাগরিককে হত্যা করেন। অ্যাশকেলনবাসী কর দিতে বাধ্য হয়।

জেনেসিসে উল্লেখিত সমনামের ব্যক্তির মতোই যোসেফ মিসরের উচ্চপর্যায়ে খেলেছেন, জয়ী হয়েছেন। আলেকজান্দ্রিয়া রাজার সঙ্গে তার মাখামাখি ছিল। সেখানে তিনি এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েন। তিনি যখন প্রেমে মাতোয়ারা, তখন যোসেফের ভাই ওই অভিনেত্রীর জায়গায় নিজের মেয়েকে বসিয়ে দেন। রাতের বেলা যোসেফ এতটাই মদ্যপ ছিলেন যে, এসব খেয়াল করার সুযোগ পাননি। হুঁশ ফিরলে তিনি নিজের ভাতিজিরই প্রেমে পড়ে যান। তাদের বিয়ে এই শাসক বংশকে শক্তিশালী করে। যাই হোক, তার ছেলে হিরকানাস বড় হতে থাকেন। তিনিও ছিলেন জেসেফের মতো দুর্বৃত্ত।

আভিজাত্যের মধ্যে বসবাস, নিষ্ঠুরতার সঙ্গে শাসন এবং অতিমাত্রায় কর আদায়ের পরও জোসেফাসের মতে, যোসেফ ছিলেন 'মহানুভব এবং ভালো মানুষ। তিনি তার 'গাম্ভীর্য, প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের' প্রশংসা করেছেন। তিনি ইহুদিদেরকে দারিদ্র ও হীন অবস্থা থেকে বের করে অধিকতর সমৃদ্ধির সন্ধান দেন।

মিসরীয় রাজাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন যোসেফ দ্য তোবিয়াদ। কারণ, এ সময় তাদেরকে মধ্যপ্রাচ্যের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার জন্য মেসিডোনিয়ার সেলুসিদ রাজবংশের সঙ্গে অব্যাহতভাবে লড়াই করতে হচ্ছিল। খ্রিস্টপূর্ব ২৪১ সালের দিকে তৃতীয় টলেমি একটি যুদ্ধে জয়ের পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে জেরুজালেম সফর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। সেখানে তিনি টেম্পলে শ্রদ্ধাভরে উৎসর্গ করেন, নিঃসন্দেহে যোশেফের আয়োজনে। রাজা মারা গেলে মিসরীয়রা দেখতে পায়, এক অদম্য উচ্চাভিলাষী সেলুসিদ কিশোর রাজা তাদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছেন।

(* যোসেফের পরিবার ছিল মিশ্র বংশীয় ইহুদি। সম্ভবত নেহেমিয়াহ'র বিরোধিতাকারী আমনীয় বংশের তোবিয়াহ তার পূর্বপুরুষ। তার পিতা তোবিয়াহ ছিলেন দ্বিতীয় টলেমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বড় ব্যবসায়ী। জেনন নামে এক রাজকর্মচারীর আর্কাইভে পাওয়া প্যাপিরাসের রেকর্ডে দেখা যায়, তোবিয়াহ রাজার সঙ্গে বাণিজ্য করতেন এবং আমন (বর্তমান জর্ডান) এলাকায় একটি বিশাল ভূখণ্ডে তার জমিদারি ছিল।)

মহান এনটিওকাস : হাতির যুদ্ধ

এশিয়ার মেসেডোনীয় রাজা তৃতীয় আনতিওকাস ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বি। খ্রিস্টপূর্ব ২২৩ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে ভবঘুরে প্রকৃতির এই যুবক একটি সুবিশাল পদবি এবং একটি ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হয়ে হয়ে বসেন।* তবে এই অবস্থা পরিবর্তন করার প্রতিভা তার ছিল। আনতিওকাস নিজেকে আলেকজান্ডারের উত্তরসূরি মনে করতেন, অন্যসব মেসিডোনীয় রাজাদের মতো নিজেকে অ্যাপোলো, হারকিউলিস, একিলিস ও সর্বোপরি জিউসের সঙ্গে যুক্ত করেন। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আনতিওকাস আলেকজান্ডারের পূর্বাঞ্চলীয় সাম্রাজ্য সুদূর ভারত পর্যন্ত ভূখণ্ড পুনরায় অধিকার করেন। এই সাফল্য তাকেও 'মহান' সম্রাটের উপাধি এনে দেয়। তিনি বারবার ফিলিস্তিনে অভিযান চালান। কিন্তু টলেমিরা তার অভিযান ব্যর্থ করে দেন। জেরুজালেমে প্রবীণ যোসেফ দ্য তোবিয়াদের শাসন অব্যাহত থাকে। কিন্তু ছেলে হিরকানাস তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নগরীতে হামলা চালান। মৃত্যুর কিছু আগে তোবিয়াদ তার ছেলেকে পরাজিত করেন। তাবিয়াদপুত্র আজকের জর্ডানে নিজের ক্ষুদ্র রাজ্যটি গড়ে তুলেছিলেন।

খ্রিস্টপূর্ব ২০১ সালে মহান আনতিওকাস ৪০ বছর বয়সে পূর্বাঞ্চলে তার বিজয় শেষ করে দেশে ফিরেন। এ সময় জেরুজালেমের অবস্থা ছিল দুদিক থেকে ধেয়ে আসা ঝড়ের মাঝে দুলতে থাকা জাহাজের মতো। শেষ পর্যন্ত আনতিওকাস মিসরীয়দের সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, জেরুজালেম নতুন মনিবকে স্বাগত জানায়। 'আমরা যখন তাদের নগরীতে আসি", আনতিওকাস জানান, 'ইহুদিরা আমাদেরকে জমকাল অভ্যর্থনা দেয়, তাদের সভাসদরা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তারা মিসরীয় সেনানিবাস উচ্ছেদের কাজেও আমাদের সহায়তা করেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলুসিদ রাজা ও সেনাবাহিনী ছিল মনোমুগ্ধকর। আনতিওকাস একটি রাজকীয় উষ্ণিষ, স্বর্ণখচিত ফিতাওয়ালা টকটকে লাল রঙের বুট, একটি বিশালাকার প্রান্তযুক্ত মাথার হ্যাট, সোনার ঝালরওয়ালা গাঢ় নীল রঙের আলখেল্লা এবং গলার কাছে টকটকে লাল রঙের একটি ব্রৌচ পরতেন। জেরুজালেমবাসী তার বহুজাতিক সেনাবাহিনীর রশদ জোগায়। এদের মধ্যে ছিল সারিসা বর্শাধারী মেসেডোনীয় ফালানক্সরা, ক্রিটের পার্বত্য যোদ্ধা, সিলিসি'র হালকা অস্ত্রধারী পদাতিক, থারাসিয়ান গুলতিবাহিনী, মাইসিয়ান তীরন্দাজ, লাইডিয়ান জাভেলাইনার, পারসিক তীরন্দাজ, কুর্দি পদাতিক, ইরানি ভারী-বর্মধারী অশ্ববাহী ক্যাটাফেরাক্ট এবং সবচেয়ে মর্যাদার হস্তিবাহিনী, যা জেরুজালেমের জন্য সম্ভবত ছিল প্রথম।†

আনতিওকাস জেরুজালেম টেম্পল এবং নগর প্রাচীর মেরামত, নগরীতে জনবসতি গড়ে তোলা এবং ইহুদিদেরকে তাদের 'পিতৃপুরুষের আইন অনুযায়ী' শাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বিদেশীদের টেম্পলে প্রবেশ অথবা 'ঘোড়া বা খচ্চর অথবা বন্য বা পোষা গাধা, চিতাবাঘ, শিয়াল বা খরগোশের মাংস নিয়ে শহরে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেন।' সর্বোচ্চ পুরোহিত সাইমন একে সর্বতোভাবে সমর্থন দেন : জেরুজালেম কখনো এমন উদার বিজেতার দেখা পায়নি। এ সময়ের জেরুজালেমবাসিরা, এই সময়টিকে দেখে একজন আদর্শ উঁচু মাপের পুরোহিতশাসিত স্বর্ণযুগ হিসেবে। তারা বলেন, এ যেন মেঘের মাঝে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকা শুকতারা।[২৮]

www.amarboi.com

* আনতিওকাস ছিলেন আলেকজাণ্ডারের সুবিশাল সাম্রাজ্যের অংশ দখল করে জেনারেলদের প্রতিষ্ঠিত আরেকটি মহান রাজবংশের উত্তরসূরি। টলেমি যখন মিসরে নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি আনতিওকাসের পূর্বসূরি আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে বেবিলন অবরোধে সহায়তা করেছিলেন। টলেমির সহায়তা পেয়ে সেলুকাস এশিয়ায় আলেকজান্ডারের জয় করা দেশগুলো পুনরায় অধিকার করেন। এরপর সেলুসিদরা 'এশিয়ার রাজা' উপাধি লাভ করে। সেলুকাসের সাম্রাজ্য ছিল গ্রিস থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত। সাফল্যের শিখরে থাকা অবস্থায় গুপ্তহত্যার শিকার হন তিনি। তার পরিবার কোয়েলি-সিরিয়া অঞ্চলটি দাবি করলে টলেমি তা হস্তান্তরে অস্বীকার করেন। এর ফলে শুরু হয় শতাব্দীব্যাপী সিরীয় যুদ্ধ।

†তখন ছিল হস্তিযুদ্ধের যুগ। এমনকি আলেকজান্ডার যখন ভারত অভিযান শেষে ফিরে আসেন তার সঙ্গে ছিল একটি হাতি বাহিনী। ভয়াল দর্শন এই চতুষ্পদ জন্তুগুলো ছিল যেকোনো আত্মগর্বী মেসিডোনীয় রাজার জন্য তার বাহিনীর সবচেয়ে সম্মানজনক (এবং ব্যয়বহুল) অস্ত্র। যদিও এগুলো প্রায়ই শত্রুর বদলে নিজ বাহিনীর পদাতিকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদদলিত করত। এরই মধ্যে পশ্চিম দিকে, টায়ারের ফিনিশীয়দের উত্তরসূরি কার্থাজিনিয়ান এবং রোমানরা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাজত্ব করার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। কার্থাজিনিয়ার তুখোর জেনারেল হানিবল ইতালি দখল করেন। তিনি তার হাতি বাহিনীকে আল্পস পর্বত ডিঙিয়ে সেখানে নিয়ে যান। আনতিওকাস ভারতীয় হাতি মোতায়েন করেছিলেন। অন্য দিকে, টলেমির ছিল আফ্রিকান হাতি এবং হানিবল মরক্কোর আলতাই পার্বত্য অঞ্চলের কিছুটা ছোট আকৃতির ও বর্তমানে বিলুপ্ত প্রজাতির হাতি ব্যবহার করতেন।

ন্যায়পরায়ণ সাইমন : শুকতারা

ডে অব অ্যাটনমেন্টে (প্রায়শ্চিত্ত দিবস) সাইমন* যখন হলি অব হলিজ থেকে বেরিয়ে এসে 'পবিত্র বেদিতে গেলেন, তখন সর্বোচ্চ পুরোহিতের পরনে ছিল নিখুঁত পোশাক।' তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ পুরোহিতের মূর্তরূপ, যিনি ধর্মীয় রাজার মতো জুদাহ শাসন করতেন। তার মধ্যে ছিল সম্রাট, পোপ ও আয়াতুল্লাহ'র সম্মিলন। তিনি পরতেন সোনালি পাড় লাগনো আলখেল্লা, ঝকঝকে বক্ষবন্ধনি এবং রাজমুকুটের মতো পাগড়ি, যার ওপর বসানো থাকত *নেজের* বা সোনার তৈরি ফুল, যা ছিল জীবন ও আত্মার মুক্তির প্রতীক; জুদাহ'র রাজাদের মস্তকাবরণের স্মারক। একলেসিয়াসটিকাসের লেখক এবং এই বিকাশমান নগরীর পবিত্র নাটকীয় ঘটনাবলী তুলে ধরা প্রথম ব্যক্তি জেসাস বিন সিরার মতে সাইমন ছিলেন 'সাইপ্রেস গাছের মতো, যার বিস্তার ছিল মেঘ পর্যন্ত।'

জেরুজালেম পরিণত হয় ধর্ম রাষ্ট্রে। 'ঈশ্বরে হাতে সামগ্রিক সার্বভৌমত্ব এবং সব কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট রাষ্ট্র সত্ত্বাটি বর্ণনা করার সময় ঐতিহাসিক জোসেফাস 'ধর্মরাষ্ট্র' পরিভাষাটি উদ্ভাবন করেছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র কঠোর আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। জেরুসালেমে কোনো মূর্তি বা খোদাই করা প্রতিকৃতি ছিল না। সাবাত দিনটি পালন করা হতো মোহাচ্ছন্নতার মতো। ধর্মের বিরুদ্ধে সব ধরনের অপরাধের একমাত্র শাস্তি ছিল মৃত্যু। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হতো চারভাবে- পাথর মেরে, পুড়িয়ে, শিরচ্ছেদ করে এবং ফাঁসিতে ঝুলিয়ে। ব্যভিচারীদের পাথর মেরে হত্যা করা হতো। এই শাস্তি পুরো সম্প্রদায়ের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতো (যদিও অভিযুক্তদের প্রথমে একটি গিরিখাদের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হতো। ফলে, পাথর মারার সময় সাধারণত তাদের চেতনা থাকত না)। পিতাকে আঘাত করার দায়ে এক পুত্রকে শ্বাসরুদ্ধ করে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এক ব্যক্তি তার মা ও মেয়ে দুজনের সঙ্গেই ব্যাভিচারে লিপ্ত হওয়ায় তাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদি জীবন পরিচালিত হতো টেম্পলকে কেন্দ্র করে : প্রধান পুরোহিত ও তার পরিষদ (সেনহিদ্রিন) সেখানে মিলিত হতেন। প্রতিদিন সকালে ভেরী বাজিয়ে প্রথম প্রার্থনার সময় ঘোষণা করা হতো, ঠিক মুসলমানদের মুয়াজ্জিনের আজানের মতো। প্রতিদিন চারবার সাতটি রুপালি ভেরী প্রার্থনাকারীদের প্রতি টেম্পলে আসার আহ্বান জানাত। প্রতিদিন সকাল-বিকাল দুবার টেম্পলের বেদিতে একটি পুরুষ ভেড়া, গরু বা কবুতর উৎসর্গ করা হতো। তবে, এর জন্য বেদি কখনো অপরিচ্ছন্ন থাকত না। এর সঙ্গে বেদিতে ধূপের মতো সুগন্ধি বস্তু ছড়ানো হতো। এগুলো ছিল ইহুদি প্রার্থনাকারীদের প্রধান আচার। 'হলুকাস্ট' শব্দটি হিব্রু 'ওলাহ' শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ 'উর্ধ্বে ওঠা'। সম্পূর্ণ প্রাণীটি পুড়িয়ে ফেলা হলে এর ধোঁয়া ঈশ্বরের কাছে 'উঠে যায়'। নগরীকে অবশ্যই টেম্পল বেদির গন্ধ পেতে হতো। গোশত পোড়া গন্ধের সঙ্গে ধূপাধারের দারুচিনি ও অন্যান্য বস্তুর গন্ধ মিশে যেত। যা মানুষকে মোহাবিষ্ট করার মতো গন্ধ ছড়াত।

উৎসব উপলক্ষে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রীদের ভিড় জমত। টেম্পলের উত্তরদিকে শিপ গেটের কাছে মেষ ও গবাদি পশু জমা করা হতো, উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত রাখা হতো। পাসওভার উৎসবে দুই লাখ মেষ জবাই করা হতো। কিন্তু, তাবেরনাকল ছিল জেরুজালেমের সবচেয়ে পবিত্র ও প্রাণোচ্ছল সপ্তাহ। এসময় তরুণ-তরুণীরা সাদা পোশাকে সজ্জিত হয়ে টেম্পল প্রাঙ্গণে জ্বলন্ত মশাল দুলিয়ে নাচত, গাইত এবং ভোজে অংশ নিত। তারা পাম (তাল) ও গাছের শাখা নিজেদের বাড়িঘরের ছাদে অথবা টেম্পল আঙিনায় কুঁড়েঘর বানাত।**

এমনকি খাঁটি সাইমনের সময়ও ধনী গ্রিকদের মতো অনেক বস্তুবাদী ইহুদি ছিল। তারা আপার সিটি নামে পরিচিত পশ্চিম পাহাড়ের পাদদেশে জমকাল প্রাসাদে বাস করত। গোঁড়া ইহুদি রক্ষণশীলরা এগুলোকে বর্বর উপাদান মনে করলেও এইসব ইহুদি বিলাসিতাকে সভ্যতার অনুষঙ্গ মনে করত। এটা ছিল জেরুজালেমের নতুন ধারার সূচনা : এই নগরী যতই পবিত্র হতে থাকল, বিভক্ত হতো লাগল ততই। জীবনযাত্রার দুটি ধারা ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মধ্যেই বিরাজমান ছিল, যা দুঃখজনক পারিবারিক বিরোধের জন্ম দেয়। এসময় নগরী- এবং ইহুদিদের অস্তিত্ব- নেবুচাদনেজারের পর সবচেয়ে ঘৃণ্য দানবের হুমকির মুখে পড়ে।[২৯]

* কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করে, সাইমন আসলে প্রথম টলেমির অধীনে শাসন করতেন। সূত্রগুলো পরস্পরবিরোধ হলেও খুব সম্ভবত তিনি ছিলেন মহান আনতিওকাসের সমসাময়িক দ্বিতীয় সাইমন। তিনি নগরদুর্গ পুনর্নির্মাণ, টেম্পল সংস্কার এবং টেম্পল মাউন্টের ওপর একটি বিশাল জলাধার তৈরি করেছিলেন। ওল্ড সিটির উত্তরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিস্তিনি অধ্যুষিত শেখ জারা এলাকায় তার সমাধি রয়েছে। উসমানিয়া শাসনামলে সেখানে প্রতি বছর একটি 'ইহুদি বনভোজন' আয়োজন করা হতো। মুসলমান, ইহুদি ও খ্রিস্টান সবাই মিলে তা উদযাপন করত। জাতীয়তাবাদ বিস্তারের আগে এটা ছিল এমন এক উৎসব যাতে সব সম্প্রদায়ের মানুষ অংশ নিত। বর্তমানে এটি ইহুদি তীর্থস্থান। একে কেন্দ্র করে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনা করেছে ইসরাইল। এর পরও সমাধিক্ষেত্রটি জেরুজালেমের অনেক স্থানের মতো একটি কিংবদন্তি। এটা না ইহুদি, না ন্যায়পরায়ণ সাইমনের শেষশয্যা, ৫০০ বছর পর এটি নির্মাণ করা হয়। এটা জুলিয়া সাবিনা নামের এক রোমান নারীর সমাধি।

** ইহুদিদের প্রধান উৎসব পাসওভার, টেম্পল উইকস (সপ্তাহ) ও তাবেরনাকল- এখনো বিকাশমান। পাসওভার ছিল বসন্তকালীন উৎসব। বর্তমানে এর সঙ্গে দুটি পুরনো পর্ব- আনলিভেন্ড ব্রেড এবং প্রস্থানের (এক্সডাস) উৎসব দুটি যোগ হয়েছে। তবে তাবেরনাকলকে ধীরে ধীরে হটিয়ে পাসওভার ক্রমেই জেরুজালেমে প্রধান ইহুদি উৎসবের স্থানটি দখল করে নিয়েছে। বর্তমানে তাবেরনাকল টিকে আছে সাকোত হিসেবে। এই উৎসবে ইহুদি ছেলেমেয়েরা এখনো ফসল তোলার কুঁড়েঘর তৈরি করে, যা ফলমূল দিয়ে সাজানো হয়। লেভিতিদের মধ্যে পালাক্রমে টেম্পলের দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হতো। এরা লেভি গোত্র ও পুরোহিতদের উত্তরসূরি (মুসার ভাই আরোনের বংশধর হলো লেভিতিদের একটি উপগোষ্ঠী)।

আনতিওকাস ইপিফানেস : পাগলা ঈশ্বর

জেরুজালেমের কল্যাণকারী মহান আনতিওকাস বিশ্রাম নিতে পারলেন না : তিনি এবার এশিয়া মাইনর ও গ্রিস বিজয়ে মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু অতি আত্মবিশ্বাসী এশিয়ার এই রাজা রোম প্রজাতন্ত্রের উদীয়মান শক্তিটিকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। এই শক্তি সবেমাত্র হানিবল ও কার্থেজকে পরাজিত করে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমাঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। আনতিওকাসের গ্রিস দখলের চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয় রোম। মহারাজা তার নৌবহর ও হস্তিবাহিনী সমর্পণ ও জামিন হিসেবে নিজের ছেলেকে রোমে পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হন। কোষাগার পূর্ণ করার লক্ষ্যে আনতিওকাস পূর্ব দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু পারস্যের একটি মন্দির লুট করার সময় তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন।

এই সময় বেবিলন থেকে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত ইহুদিরা জেরুজালেমের টেম্পলের জন্য তাদের উৎপাদিত ফসলের এক-দশমাংশ দিতে লাগল। ফলে জেরুজালেমের ধনসম্পদ এতটাই ফুলে ফেঁপে উঠে যে, তা নিয়ে ইহুদি নেতাদের মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। জেরুজালেমের ধনসম্পদের প্রতি মেসিডোনীয় রাজারাও আকৃষ্ট হতে থাকে। বাবার নামে আনতিওকাস নাম ধারণ করা এশিয়ার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন রাজা রাজধানী অ্যান্টিয়কের দিকে ধাবিত হলেন, সিংহাসন দখল করেন, পরিবারে সিংহাসনের অন্যান্য দাবিদার সবাইকে তিনি হত্যা করলেন। রোম ও গ্রিসে বেড়ে ওঠা এই চতুর্থ আনটিওকাস পিতার অদম্য ও প্রখর বুদ্ধিমত্তার মতো গুণগুলো পেয়েছিলেন। কিন্তু তার হম্বিতম্বি ও উন্মাদনাপূর্ণ জাঁকজমক প্রদর্শন ক্যালিগুলা বা নিরোর বিকৃত মস্তিস্কপ্রসূত প্রদর্শনবাদের সঙ্গেই মেলে।

এক মহান রাজার উত্তরসূরি হিসেবে তাকে অনেক বেশি প্রমাণ দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এই আনতিওকাস যেমন ছিলেন সুন্দর, তেমনি তিনি কারো ওপর নির্ভর করতেন না। তিনি সভাসদদের নিয়ে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। এগুলোর কিছু সীমাবদ্ধতা থাকলেও অন্যকে চমকে দেওয়ার যে একক ক্ষমতা তার ছিল তা তাকে গর্বিত করত। কিন্তু অ্যান্টিয়কে তরুণ রাজা নগরীর প্রধান চত্বরে মাতলামি করতেন। প্রকাশ্য জনসম্মুখে গোসল ও গায়ে একধরনের দামি লোশন মালিশ করাতেন। এসব কাজে সহায়তার জন্য লোকজন ডাকতেন। এক দর্শক এসব দামী সুগন্ধী বস্তুর নির্বিচার অপব্যয় নিয়ে প্রশ্ন তুললে আনটিওকাস নির্দেশ দিলেন ওই লোকের মাথায় সুগন্ধির হাড়িটি ভাঙার। লোকজন এই অতিমূল্যবান সুগন্ধি কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়। আর রাজা পাশে দাঁড়িয়ে পাগলের মতো অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। তিনি জমকাল পোশাক পরতে ভালোবাসতেন। তিনি সোনালি আলখেল্লা, মাথায় গোলাপের মুকুট পরে রাস্তায় বের হতেন। এসময় প্রজারা অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে তাদের দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতেন। রাতের বেলা তিনি নগরীর পেছনের রাস্তায় ছদ্মবেশে বের হতেন। আগন্তুকদের প্রতি তার আচরণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত বন্ধুবাৎসল। তার আদর-সোহাগ ছিল প্যান্থারের মতো স্নেহময়, যা মুহূর্তেই কদর্য রূপ ধারণ করতে পারে। তিনি যেমন ছিলেন নির্মম, তেমনি ছিলেন সদাশয়।

হেলেনিক যুগের শাসকেরা সাধারণত হারকিউলিস বা অন্যান্য দেবতার উত্তরসূরি হওয়ার দাবি করতেন। কিন্তু আনতিওকাস এক ধাপ এগিয়ে ছিলেন। তিনি নিজেকে 'এপিফানেস' বা সাক্ষাত দেবতা হিসেবে উল্লেখ করতেন। যদিও প্রজারা তার নাম দেয় 'এপুমানেস' বা 'পাগলাটে ব্যক্তি'। অবশ্য তার এই পাগলামির একটি উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চাইতেন প্রজাদেরকে মাত্র এক রাজার আনুগত এবং একটি ধর্মের অনুসারী করার মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যের বন্ধন সুদৃঢ় করতে। তিনি একান্তভাবে চাইতেন তার প্রজারা যেসব স্থানীয় দেবতার পূজা করে, সেগুলোকে গ্রিক দেব-দেবী এবং তার নিজের ধর্মমতের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলুক। কিন্তু ইহুদিদের জন্য এটা ছিল ভিন্ন। গ্রিক সংস্কৃতির সঙ্গে তাদের ছিল যুগপৎ ভালোবাসা ও ঘৃণার সম্পর্ক। তারা এ সভ্যতাকে ব্যাকুলভাবে কামনা করত, কিন্তু ঘৃণা করত এর আধিপত্যকে। জোসেফাস বলেন, তারা গ্রিকদেরকে দায়িত্বহীন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেদবিচারশূন্য, আধুনিক চপলতাপূর্ণ বলে মনে করত। অবশ্য, জেরুজালেমের অনেক অধিবাসী ফ্যাশনদুরস্ত জীবনযাপন করত। নিজেদেরকে অভিজাত বোঝাতে তারা গ্রিক ও ইহুদি দুই নামই ব্যবহার করত। এর বিরোধী ছিল রক্ষণশীল ইহুদিরা। তাদের মতে গ্রিকরা শুধুই মূর্তিপূজারী, তাদের নগ্ন ক্রীড়াবিদরা তাদের মনে নিদারুণ বিরক্তি উৎপাদন করত।

ইহুদিদের এই বনেদিপনার প্রথম সহজাত প্রবণতা ছিল অ্যান্টিয়ক গিয়ে জেরুজালেমে কতটা ক্ষমতাশালী হওয়া যায় তার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। সংকটের শুরু একটি পরিবারের অর্থ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নিয়ে। সর্বোচ্চ পুরোহিত তৃতীয় ওনিয়াস যখন রাজার কাছে তার পৌরহিত্যের জন্য নজরানা পেশ করলেন, তখন তার ভাই জাসোন অতিরিক্ত ৮০ তালেন্ত নজরানা দিয়ে সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদটি কিনে নেন। তিনি জেরুজালেমকে একটি গ্রিক নগরী হিসেবে নতুন করে গড়ে তোলার কর্মসূচি নিয়ে ফিরে আসেন : তিনি রাজার সম্মানে নগরীর নতুন নাম দেন আনিতোস-হিরোসোলিমা (যার অর্থ জেরুজালেমের আনিতোস)। তিনি তাওরাতের মর্যাদা খর্ব করেন, সম্ভবত টেম্পলের দিকে মুখ করে পশ্চিম দেয়ালে একটি গ্রিক জিমনেশিয়াম নির্মাণ করেন।

জাসোনের সংস্কার কর্মগুলো বেশ জনপ্রিয়তা পায়। তরুণ ইহুদিরা সেজেগুঁজে জিমনেশিয়ামে যাওয়ার জন্য ছিল অসম্ভবরকম ব্যাকুল। সেখানে তারা নগ্ন অবস্থায় (কেবল মাথায় একটি গ্রিক হ্যাট থাকত) ব্যায়াম করত। কোনোভাবে তারা নিজেদের লিঙ্গাগ্রের ত্বকচ্ছেদটি লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করত। যা ছিল ঈশ্বরের প্রতি তাদের আনুগত্যের প্রতীক। নিশ্চিতভাবে তরুণ ইহুদিদের এই কর্মকাণ্ড ছিল আয়েশী জীবনের ওপর ফ্যাশনের বিজয়। কিন্তু, জাসোন নিজে জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণে রাখার কাজে হেরে যান : কর প্রদানের জন্য তিনি নিজের হুকুমবরদার মেনেলাওসকে অ্যান্টিয়কে পাঠান। কিন্তু ঠগবাজ মেনেলাওস টেম্পলের তহবিল চুরি করে জাসোনের বদলে নিজের জন্য প্রধান পুরোহিতের পদবি কিনে আনেন। যদিও তার প্রয়োজনীয় বংশগত উত্তরাধিকার ছিল না। মেনেলাওস জেরুজালেম অববরোধ করেন। জেরুজালেমবাসী এর প্রতিবাদ জানিয়ে রাজার কাছে প্রতিনিধি দল পাঠালে তিনি তাদের হত্যা করেন। এমনকি তিনি মেনেলাওসকে সাবেক প্রধান পুরোহিত ওনিয়াসকে হত্যার ব্যবস্থা করারও অনুমতি দেন।

আনতিওকাস তার সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য তহবিল সংগ্রহ নিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন ছিলেন। একটি আকস্মিক অভ্যুত্থানে প্রায় ক্ষমতাচ্যুত হতে যাচ্ছিলেন : তিনি চাচ্ছিলেন টলেমি ও সেলুসিদ সাম্রাজ্য দুটিকে একত্রিত করতে। খ্রিস্টপূর্ব ১৭০ সালে আনতিওকাস মিসর দখল করেন। কিন্তু, জেরুজালেমবাসী তার এই বিজয়কে খাটো করে দেখে। তারা ক্ষমতাচ্যুত জাসোনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। ফলে পাগলাটে লোকটি সিনাই পেরিয়ে ধেয়ে এসে জেরুজালেমের ওপর ঝটিকা অভিযান চালান। ১০ হাজার ইহুদিকে* নির্বাসনে পাঠান তিনি। তার হুকুমবরদার মেনেলাওসকে নিয়ে তিনি হলি অব হলিজে প্রবেশ করে ক্ষমাহীন ভ্রষ্টাচারের পরিচয় দেন, এর অমূল্য পুরাকীর্তিগুলো- সোনার বেদি, আলো জ্বালানোর মোমবাতি এবং সিওব্রেড টেবিল নিয়ে যান।

পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যায়। আনতিওকাস ইহুদিদের প্রতি তাকে সাক্ষাত- ঈশ্বর জ্ঞান করে তার উদ্দেশে উৎসর্গ করার নির্দেশ দেন। এভাবে তিনি ইহুদিদের আনুগত্যের প্রমাণ নিতে চাইলেন, যারা কি না গ্রিক সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এর পর নিজের কোষাগার টেম্পলের সোনা দিয়ে পূর্ণ করে মিসরের অভিমুখে ছুটলেন, সেখানকার বিদ্রোহ দমন করতে। আনতিওকাস রোমানদের সঙ্গে চাতুরি শুরু করেন। খেলাধুলা ও আনটিওসে একটি ভুয়া নির্বাচনের আয়োজন করেন। অন্যদিকে, গোপনে তার নিষিদ্ধ নৌবহর পুনর্নির্মাণ ও হস্তিবাহিনী গড়ে তুলতে থাকেন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চলে প্রভাব বিস্তারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রোমানেরা আনতিওকাসের নতুন সাম্রাজ্যটি সহ্যই করতে পারছিলেন না। আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে রোমান দূত পপিলিয়াস লায়েনাস রাজার সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়ে আনতিওকাসের চারদিকে বালুর ওপর একটি বৃত্ত আঁকেন। মিসর থেকে আনতিওকাস যেন চলে যান, সেই দাবি করেন দূত। তা না হলে তাকে বিতাড়িত করা হবে বলেও হুমকি দেন। 'বালির ওপর দাগ টানা' প্রবাদটি সেখান থেকেই এসেছে। আনতিওকাসের, 'ভেতর থেকে যেন হৃদয় ছিঁড়ে বেরিয়ে এলেন'। রোমান শক্তির কাছে মাথা নত করলেন তিনি।

এদিকে, আনতিওকাসকে ঈশ্বর মেনে তার সামনে উৎসর্গ করতে অস্বীকার করল ইহুদিরা। জেরুজালেম যেন তৃতীয়বারের মতো বিদ্রোহ করে না বসে তা নিশ্চিত করতে, এই প্রেক্ষপটে লোকটি ইহুদি ধর্মটিকেই সমূলে উৎপাটনের সিদ্ধান্ত নেন।

* জাসোন ফের পালিয়ে তার পৃষ্ঠপোষক তোবিয়াদ রাজপুত্র হিরকানাসের কাছে আশ্রয় নেন। হিরকানাস প্রায় ৪০ বছর জর্ডানের বেশির ভাগ এলাকা শাসন করেন। টলেমিরা জেরুজালেম হারালেও তিনি তাদের মিত্র থেকে যান। তিনি আরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, আরাক-ই-আমিরে একটি বিলাসবহুল দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। এতে চমৎকার নক্সা খোদাই ছিল, সুশোভিত বাগানও ছিল। আনটিওকাস মিসর দখল ও জেরুজালেম পুনর্দখল করেন। হিরকানাসের সামনে তখন আর কোনো বিকল্প ছিল না : তোবিয়াদদের শেষ রাজা আত্মহত্যা করেন। জর্ডানে তার রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখন একটি পর্যটনক্ষেত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনতিওকাস এপিফানেস : আরেকটি বিভীষিকাময় ধ্বংসলীলা

খ্রিস্টপূর্ব ১৬৭ সালে সাবাতের দিনে চাতুরির মাধ্যমে জেরুজালেম দখল করেন আনতিওকাস। সেখানে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেন, নগরপ্রাচীরগুলো ধ্বংস করেন। একর নামে একটি নতুন নগরদুর্গ নির্মাণ করা হলো। নগরীর দায়িত্ব তিনি গ্রিক গভর্নর ও সহযোগী মেনেলাওসের কাছে অর্পণ করেন।

আনতিওকাস টেম্পলে সব ধরনের উৎসর্গ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন। সাবাত নিষিদ্ধ করা হলো। ইহুদি আইন পালন ও খৎনা করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘোষণা দেন। তিনি টেম্পলটিকে শূকরের মাংস দিয়ে লেপন করার নির্দেশ দিলেন। ৬ ডিসেম্বর টেম্পলটিকে রাষ্ট্রীয় দেবতা– অলিম্পিয়ান জিউসের পূজার উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। এটা ছিল আরেকটি বিভীষিকাময় ধ্বংসলীলা। ঈশ্বর-রাজা আনতিওকাসের উদ্দেশে একটি উৎসর্গ করা হয়, হলি অব হলিজের বাইরে একটি বেদিতে সম্ভবত তার উপস্থিতিতে এ কাজ করা হয়েছিল। 'টেম্পল হয়ে পড়ে কোলাহলপূর্ণ এবং তা ছিল অ-ইহুদি লোকজনে ভরা। এসব লোক বারবনিতা নিয়ে লাম্পট্য করছিল,' পবিত্র স্থানগুলোতে এরা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।' মেনেলাওস বিনা আপত্তিতে এসব মেনে নেয়। লতাপাতা দিয়ে বানানো মুকুট পড়ে মানুষ টেম্পলের মধ্য দিয়ে মিছিল করে যায়। প্রার্থনার পর, এমনকি অনেক পুরোহিতও জিমনেশিয়ামে উলঙ্গ খেলা দেখতে নেমে আসেন।

যারা সাবাত পালন করেন তাদের জীবন্ত পোড়ানো হয় অথবা গ্রিস থেকে আমদানি করা ভয়ংকর শাস্তির শিকার তথা ক্রুশবিদ্ধ হতে হয়। এক বৃদ্ধলোক শূকরের মাংস খাওয়ার বদলে না খেয়ে মারা গেলেন : যেসব নারী তাদের শিশুদের খৎনা করান তাদেরকে বাধ্য করা হয় নিজ সন্তানকে জেরুজালেমের প্রাচীর থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। তাওরাত টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া হয়, প্রকাশ্যে পুড়িয়ে ফেলা হয় : যার কাছেই এর কোনো অনুলিপি পাওয়া যায় তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হয়। এরপরও টেম্পলের মতো তাওরাত ছিল জীবনের চেয়ে মূল্যবান। এসব মৃত্যু, আত্মোৎসর্গের নতুন একটি ধর্মমতের জন্ম দিল, মহাপ্রলয়ের প্রত্যাশা আরো বাড়িয়ে দিল। 'পৃথিবীর ধূলিতলে ঘুমিয়ে থাকা তাদের অনেকে আবার জেগে উঠবে, জেরুজালেমে অন্তহীন জীবনের দিকে ধাবিত হবে, দুষ্ট পরাজিত হবে' এবং একজন মনুষ্যপুত্র মিসাইয়াহ'র আগমনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের বিজয় সম্পন্ন হবে। তিনি হবেন চিরন্তন গৌরবের অধিকারী।*

অ্যান্টিয়ক আবার ফিরে পেলেন আনতিওকাস। সেখানে তিনি উৎসবের মধ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে এই ত্রুটিপূর্ণ বিজয় উযযাপন করেন। রাজধানীতে সোনার বর্ম পরানো সিদিয়ান অশ্বারোহী, ভারতীয় হাতি, গ্লাডিয়েটর এবং সোনার লাগাম পরানো নিসাইয়ান ঘোড়ার কুচকাওয়াজ আয়োজন করা হয়। এরপর আসে সোনার গিল্টি করা মুকুট পরিহিত তরুণ ক্রীড়াবিদের দল। সেই সঙ্গে উৎসর্গের জন্য জড়ো করা হয় এক হাজার ষাঁড়, মূর্তি ও কাঁধে বহন করা মূর্তি। জনতার ভিড়ে সুগন্ধি ছড়িয়ে দিচ্ছিল একদল নারী। গ্লাডিয়েটরেরা সার্কাসের মঞ্চে লড়াই করছিল, মদের ধারায় রঙিন হয়ে ওঠে ঝরনাগুলো- এমন পরিবেশে এক হাজার অতিথি আপ্যায়ন করেন রাজা। সবকিছুর তত্ত্বাবধান করছিলেন 'পাগলাটে ব্যক্তিটি'। মিছিলের সামনে-পেছনে ছুটোছুটি, অতিথিদের আমোদিত, ভাঁড়দের সঙ্গে কৌতুক করছিলেন তিনি। ভোজের শেষে ভাঁড়েরা কাপড়ের টুকরায় জড়ানো একজনকে এনে মাটিতে রাখে। গান বাজনা শুরু হতেই লোকটি হঠাৎ নিজের আবরণ ছুঁড়ে ফেলে। দেখা গেল উলঙ্গ অবস্থায় আত্মপ্রকাশ করে নাচতে শুরু করেছেন রাজা।

সেখানে যখন এমন লাম্পট্য ও দুরাচার কর্ম চলছিল, তখন এর অনেক দক্ষিণে আনতিওকাসের জেনারেলরা রাজার নির্মমতার পরিচয় দিয়ে চলছিলেন। জেরুজালেমের কাছে মোদিন গ্রামে ৫ ছেলের বাবা, মাত্তাথিয়াস নামে এক বৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাকে আনতিওকাসের উদ্দেশে উৎসর্গ করে তিনি যে ইহুদি নয় তার প্রমাণ দিতে বলা হলো। কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন : 'যদি রাজার নিয়ন্ত্রণে থাকা সব রাজ্যের মানুষ এসেও এ কথায় কান দেয়, আমি ও আমার ছেলেরা আমাদের পিতাদের ধর্মশালায় (কোভেনেন্ট) যাব।' আরেকজন ইহুদি যখন উৎসর্গ করার জন্য এগিয়ে গেলেন, মাত্তাথিয়াসের 'উদ্দীপনা প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে।' তার শিরা-উপশিরা উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। তিনি নিজের তরবারি বের করে প্রথমে প্রথমে ওই ইহুদি বিশ্বাসঘাতককে এবং পরে আনতিওকাসের জেনারেলকে হত্যা করেন, বেদিটি ছুঁড়ে ফেলে দেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'যারা কোভেনেন্টকে রক্ষা করতে চাও, তারা আমার সঙ্গে এসো।' সেই বৃদ্ধ ও তার পাঁচ ছেলে পার্বত্য এলাকায় পালিয়ে যান। অতি ধর্মনিষ্ঠ ইহুদিরা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। এরা বিশুদ্ধবাদী (হাসিদিম) নামে পরিচিত। প্রথমদিকে তারা এতটাই ধর্মনিষ্ঠ ছিল যে, (ভয়াবহ) যুদ্ধের মধ্যেও তারা সাবাত পালন করত : এই সুযোগ নিতে গ্রিকরা সাধারণত শনিবার তাদের যুদ্ধ পরিচালনার চেষ্টা করত।

এর কিছুদিন পরেই মাত্তাথিয়াস মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তু তার তৃতীয় পুত্র জুদাহ, জেরুজালেমের আশপাশের পাহাড়ি অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তিনি উপর্যুপরি তিনবার সিরীয় সেনাদলকে পরাজিত করেন। আনতিওকাস পূর্বমুখে ইরাক ও পারস্য দখলের জন্য অগ্রসর হতে থাকলেন। এসময় তিনি ইহুদিদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্রোহকে গুরুত্ব দেননি তেমন। তিনি তার প্রতিনিধি লাইসিয়াসকে ওই বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দেন। কিন্তু জুদাহ্ তাকেও পরাজিত করেন।

পারস্যের মতো দূরদেশে থেকেও আনতিওকাস বুঝতে পারলেন, জুদাহ'র জয়গুলো তার সাম্রাজ্যের জন্য হুমকি হয়ে উঠেছে। তিনি সন্ত্রাস বন্ধ করলেন।

তিনি সানহেদ্রিনের (ইহুদি কাউন্সিল) গ্রিকপন্থী সদস্যদের কাছে লিখেন, ইহুদিরা 'তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী গোশত খেতে পারে, তাদের নিজস্ব আইন অনুসরণ করতে পারে।' কিন্তু, অনেক দেরি করে ফেলেছিলেন তিনি। এর কিছু দিন পরই মৃগীরোগে আক্রান্ত হয়ে রথ থেকে ছিটকে পড়ে মারা যান আনতিওকাস ইপিফানেস।[৩০] জুদাহ ইতোমধ্যে তার বীরত্বের স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। যার মধ্য দিয়ে 'দ্য হ্যামার' বা হাতুড়ি নামে পরিচিতি লাভ করে তার প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ।

AMARBOI.COM

* বুক অব দ্যানিয়েল হলো বিভিন্ন গল্পের একটি সংকলন। এর কিছু অংশ বেবিলনে নির্বাসিতদের কাছ থেকে এসেছে, অন্যগুলো নেওয়া হয়েছিল আনতিওকাসের দ্বারা নির্যাতিতদের কাছ থেকে হতে : প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে তার নির্যাতনগুলো বর্ণনা করা হতে পারে। দ্যানিয়েলের নতুন সংস্করণে বর্ণিত বিভ্রান্তিকর 'মানুষের পুত্র' যিশুকে উদ্বুদ্ধ করে। আত্মোৎসর্গে বিশ্বাসী ধর্মমতটি খ্রিস্টধর্মের প্রথম শতকগুলোতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮
ম্যাকাবি পরিবার
খ্রিস্টপূর্বাব্দ ১৬৪-৬৬

জুদাহ্ দ্য হ্যামার

খ্রিস্টপূর্ব ১৬৪ সালের শীতকালে জুদাহ্ দ্য হ্যামার আনতিওকাসের নবনির্মিত একরা দুর্গ ছাড়া জেরুজালেম এবং জুদাইয়ের পুরো এলাকা দখল করেন। অত্যধিক বিস্তৃত এবং বিরান টেম্পলটি দেখে বিলাপ করলেন জুদাহ্। তিনি সেখানে ধূপ জ্বালালেন, হলি অব হলিজ পুনঃস্থাপন করেন, ১৪ ডিসেম্বর তার পৌরহিত্যে আবার উৎসর্গ অনুষ্ঠান শুরু হয়। ধ্বংসপ্রাপ্ত নগরীতে টেম্পলের ঝাড়বাতিগুলো জ্বালানোর মতো তেলেরও স্বল্পতা ছিল। এরপরও কোনো কারণে বাতিগুলো নিভে যায়নি। টেম্পলটি মুক্ত ও পুনঃপবিত্রকরণের এই দিনটি এখনো ইহুদি হানুকাহ (উৎসর্গ) উৎসব হিসেবে উদযাপিত হয়।

ল্যাতিন ভাষায় হ্যামার হলো ম্যাকাবিয়াস*। জর্ডানজুড়ে তিনি অভিযান পরিচালনা করেন, তার ভাই সাইমনকে পাঠান গ্যালিলি'র ইহুদিদের উদ্ধারের জন্য। জুদাহ'র অনুপস্থিতিতে ইহুদিরা পরাজিত হয়। ম্যাকাবি পাল্টা আঘাত হানেন। হেবরন ও ইদম দখল করেন। এরপর জেরুজালেমের একরা দুর্গ অবরোধের আগে আশদোদে প্যাগান মন্দিরটি গুঁড়িয়ে দেন। কিন্তু সেলুসিদ রাজা-প্রতিনিধি বেথেলহেমের দক্ষিণে বেথ-জাকারিয়ায় ম্যাকাবিদের পরাজিত করেন, তারপর জেরুজালেম অবরোধ করলেন। অ্যান্টিয়কে বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনা প্রত্যাহার করেন। তিনি অবশেষে ইহুদিদেরকে 'তাদের নিজস্ব আইনে' জীবনযাপন এবং তাদের টেম্পলে গিয়ে প্রার্থনা করার অধিকার মঞ্জুর করেন। নেবুচাদনেজারের চার শ' বছর পর ফের ইহুদিদের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো।

তবে এর পরও ইহুদিরা নিরাপদ ছিল না। সেলুসিদরা গৃহযুদ্ধের কারণে বিপর্যস্ত হলেও তখনো ছিল দুর্দমনীয়। তারা ইহুদিদের নির্মূল করে ফিলিস্তিন অধিকারের ব্যাপারে ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রচণ্ড ও জটিল যুদ্ধ ২০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। এর বিস্তারিত বর্ণনা তুলে ধরার প্রয়োজন নেই, সেলুসিদ অনেক নাম একই মনে হবে। কিন্তু এমন অনেক সময় গেছে যখন ম্যাকাবিরা পুরোপুরি ধ্বংসের মুখোমুখি হয়েছে। এপরও অন্তহীন সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাধর পরিরবারটি সবসময় বিপর্যয় কাটিয়ে পাল্টা আঘাত হেনেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেম্পল থেকে দেখা যায় এমন দূরত্বে অবস্থিত একরা দুর্গটি বিভক্ত জেরুজালেমকে নিদারুণ যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য টিকে থাকে। জোসেফাস বলেছেন, ভেরী বেজে ওঠলে পুরোহিতরা আবার উৎসর্গ করতেন, একরের প্যাগান দুর্বৃত্ত এবং ধর্মত্যাগী ইহুদিরা কখনো কখনো 'হঠাৎ দৌড়ে বেরিয়ে আসত' এবং 'টেম্পলগামীদের ধ্বংস করে দিত।' জেরুজালেমবাসী সব নষ্টের গোড়া সর্বোচ্চ পুরোহিত মেনেলাওসকে হত্যা করে। এরপর তারা নতুন পুরোহিত নির্বাচন করল।** কিন্তু সেলুসিদরা ফের সংঘবদ্ধ হয়। তাদের জেনারেল নিকানোর জেরুজালেম পুনর্দখল করেন। বেদিকে উদ্দেশ করে এই গ্রিক একটি হুমকি দেন : 'জুদাহ ও তার আশ্রয়দাতাকে আমার হাতে তুলে দেওয়া না হলে আমি এই ঘর পুড়িয়ে ফেলব।'

জীবন রক্ষার জন্য যুদ্ধরত জুদাহ গ্রিক রাজ্যের শত্রু রোমের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন, রোম কার্যকরভাবে ইহুদি সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দেয় । দ্য হ্যামার খ্রিস্টপূর্ব ১৬১ সালে নিকানোরকে পর্যুদস্ত করেন। তার মাথা ও হাত কেটে জেরুজালেমে নিয়ে আসতে তিনি নির্দেশ দেন। তিনি হাত ও কাটা জিহ্বা'র এই ভীতিকর ট্রফি টেম্পলে উপহার দেন। এই হাত ও মুখ দিয়েই টেম্পলকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এগুলো টুকরো টুকরো করে কেটে পাখির খাবার হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আর, মাথাটি দুর্গশীর্ষে ঝুলিয়ে রাখা হয়। জেরুজালেমবাসী পরিত্রাণের উৎসব হিসেবে 'নিকানোর দিবস' উদযাপন করে। এরপর সেলুসিদদের হাতে পরাজিত হলে আত্মহত্যা করেন ম্যাকাবি; জেরুজালেমের পতন ঘটে। জুদাহকে মোদিনে সমাহিত করা হয়। মনে হচ্ছিল সবকিছু হারিয়ে গেল। কিন্তু, তিনি তার ভাইদের মাঝে বেঁচে থাকলেন।[৩১]

* তার পরিবার আসলে হাসমনিয়ান রাজবংশ হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সহজে বোঝানোর জন্য এই বইটিতে তাদেরকে ম্যাকাবীয় বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজা আর্থার ও শার্লেমেনের পাশাপাশি মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান বীরধর্মের মূর্তরূপে পরিণত হয় ম্যাকাবি। চার্লস 'মার্টেল'- দ্য হ্যামার- ৭৩২ খ্রিস্টাব্দে ট্যুরস যুদ্ধে আরবদের পরাজিত করেছিলেন; ১২ শতকে রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট এবং অ্যাডওয়ার্ড (১২৭২-১৩০৩) নিজেদের আধুনিক ম্যাকাবি হিসেবে পরিচয় দিতেন। এরপর, রুবেনস 'জুদাহ দ্য ম্যাকাবি' ছবিটি আঁকেন; তাকে নিবেদন করে একটি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত রচনা করেন হান্দেল। ম্যাকাবিরা বিশেষ করে ইসরাইলকে উদ্দীপ্ত করেন। সেখানে অনেক ফুটবল টিমের নাম রয়েছে তাদের নামে। হানুকাহ'র বীরদেরকে ইহুদিরা ঐতিহ্যগতভাবে হিটলারের পূর্বসূরি গণহত্যা পরিচালনাকারী স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামী মনে করে। কিন্তু বর্তমানকালে আমেরিকান গণতন্ত্র ও জিহাদি সন্ত্রাসবাদের মধ্যে সংঘাতের ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ আরেকটি অভিমত প্রকাশ করে। তাদের মতে, গ্রিকরা ছিল সভ্য। তারা ধর্মীয় উগ্রবাদী ম্যাকাবিদের ('ইহুদি তালেবান') বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে।

** এই নতুন সর্বোচ্চ পুরোহিত, এমনকি ওনিয়াস বংশের জাদোকি ধারার সদস্যও ছিলেন না। এর বৈধ উত্তরাধিকারী ছিলেন চতুর্থ ওনিয়াস। তিনি এ সময় তার অনুসারীদের নিয়ে মিসর পালিয়ে যান, রাজা টলেমি চতুর্থ ফিলোমিতার তাদেরকে স্বাগত জানান। ফিলোমিতার তাকে নীল ব-দ্বীপের লিয়নটোপলিসে একটি অব্যবহৃত মিসরীয় তীর্থে ইহুদি উপাসনাগার নির্মাণের অনুমতি দেন। সেখানে নিজস্ব জেরুজালেমে গড়ে তোলেন চতুর্থ ওনিসাস, যা এখনো তেল আল-জাহুদিয়া বা ইহুদি পাহাড় নামে পরিচিত। এসব ইহুদি রাজপুরুষ মিসরে প্রভাবশালী সেনানায়ক হয়েছিলেন। ৭০ খ্রিস্টাব্দে টাইটাসের নির্দেশে ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত ওনিয়াসের মন্দিরটি টিকেছিল।

মহান সাইমন : ম্যাকাবিদের বিজয়

দুই বছর পালিয়ে থাকার পর জুদাহ'র ভাই জোনাথন ফের মরুভূমি থেকে আবির্ভূত হলেন সেলুসিদদের পরাস্ত জন্য। তিনি গ্রিকে-অধিকৃত জেরুজালেমের উত্তরে মিখমাস এলাকায় তার শাসনকেন্দ্র স্থাপন করেন। জেরুজালেম পুনর্দখলের জন্য জোনাথন কূটনীতি দিয়ে সিরিয়া ও মিসরের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের নিস্ক্রিয় করেন। এরপর তিনি নগরপ্রাচীর সংস্কার এবং টেম্পল পুনঃপবিত্র করেন। খ্রিস্টপূর্ব ১৫৩ সালে তিনি সেলুসিদ রাজাকে প্ররোচিত করেন যেন তাকে 'রাজার বন্ধু' উপাধিতে ভূষিত এবং সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। সবচেয়ে কোলাহলময় উৎসব তেবারনাকলে ম্যাকাবিকে তেল দিয়ে অভিষিক্ত এবং রাজকীয় পুষ্প ও পুরোহিতের আলখেল্লা দিয়ে সাজান হয়। জোনাথন এক প্রাদেশিক পুরোহিতের উত্তরসূরি হলেও জাদোকের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না। ইহুদিদের অন্তত একটি ধারা তাকে 'দুষ্ট পুরোহিত' বিবেচনা করত।

প্রথমে জোনাথনকে সহায়তা করেন মিসরের রাজা টলেমি চতুর্থ ফিলোমিতার। ফারাওদের জাঁকজমক নিয়ে ফিলোমিতার জোপ্পা উপকূল (জেরুজালেমের সবচেয়ে কাছের বন্দর, জাফা) পর্যন্ত চলে আসেন পুরোহিতের বেশধারী জোনাথনের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য। মহান আলেকজান্ডার থেকে প্রতিটি গ্রিক রাজার জন্য যা ছিল স্বপ্ন, টলেমাইজে (বর্তমানে একর) এসে ফিলোমিতারের তা পূরণ হয় : তাকে মিসর ও এশিয়ার রাজা হিসেবে মুকুট পরানো হয়। কিন্তু ঠিক ওই মুহূর্তে সেলুসিদদের হাতি দল দেখে তার ঘোড়া ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায়, তিনি মারা যান।* প্রতিদ্বন্দ্বি সেলুসিদরা ক্ষমতার জন্য পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত হলে ঝানু কূটনীতিক জোনাথন বারবার পক্ষ পরিবর্তন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে থাকেন। সিংহাসনের দাবিদার এক সেলুসিদ আনিতোসে তার প্রাসাদে অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে জোনাথনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান। তিনি ইহুদিদের পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। জোনাথন তার দুই হাজার সেনা নিয়ে জেরুজালেম থেকে, বর্তমানে যা ইসরাইল এবং লেবানন ও সিরিয়ার মধ্য দিয়ে অ্যান্টিয়ক পর্যন্ত এগিয়ে যান। ইহুদি সেনারা প্রাসাদ থেকে এবং এরপর জ্বলন্ত নগরীজুড়ে এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়ে গিয়ে তীর ছুঁড়তে থাকে। তারা রাজাকে উদ্ধার ও সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। জুদাইয়ে ফিরে এসে জোনাথন অ্যাশকেলন, গাজা, ও বেথ-জুর অধিকার করেন এবং জেরুজালেমের একরার দুর্গ অবরোধ করে বসেন। তবে টলেমিরা তাকে তার দেহরক্ষী ছাড়াই তার সর্বশেষ গ্রিক মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাত করতে প্রলুব্ধ করে। তাকে আটক করা হয়, তারা জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হয়।

ম্যাকাবি পরিবার তখনো শেষ হয়ে যায়নি : তখনো আরো এক ভাই বাকি ছিল।[৩২] তার নাম সাইমন, যিনি জেরুজালেমকে পুনরায় সুরক্ষিত করেন, সেনাদলের সমাবেশ ঘটান। এ সময় হঠাৎ তুষার ঝড় শুরু হলে তিনি গ্রিকরা পিছু হটতে বাধ্য হয়। কিন্তু গ্রিক রাজা প্রতিশোধ নেন : তিনি সাইমনের আটক ভাই জোনাথনকে হত্যা করেন। সাইমন খ্রিস্টপূর্ব ১৪১ সালের বসন্তে একরায় ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে যে পাহাড়ের ওপর নগরীটি দাঁড়িয়েছিল, সেটি নিশ্চিহ্ন করে দেন।† তারপর 'প্রশংসা ও পাম শাখার সঙ্গে, হার্প, বেহালা বাজিয়ে, স্তোত্রসঙ্গীত গেয়ে ও করতালির' মধ্যে জেরুজালেম উৎসব শুরু করে।

'ইসরাইল থেকে বর্বরদের জোয়াল সরিয়ে দেওয়া হলো,' বিশাল এক সমাবেশে বংশানুক্রমিক শাসক হিসেবে সাইমনের প্রশংসা করা হয়। তাকে সোনার তৈরি রক্তবর্ণের রাজকীয় পোশাক পরিয়ে দেওয়া হলো। নাম ছাড়া আর সবকিছুতেই তিনি ছিলেন রাজা। "লোকজন তাদের চুক্তিনামাগুলো এভাবে লেখা শুরু করে : 'সাইমন দ্য গ্রেট, সর্বোচ্চ পুরোহিত, সেনাপ্রধান এবং ইহুদিদের নেতার প্রথম বছরে'।"

* ওনিয়াস ও আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদিরা ফিলোমিতারকে সমর্থন করেছিল বলে ফিলোমিতারের উত্তরসূরি ইহুদিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। এমনকি পরিবারটির একটি কলুষিত রূপ থাকার পরও টলেমি অষ্টম উয়েরগেতেস ছিলেন দানব। আলেকজান্দ্রিয়ার সাধারণ মানুষ তাকে ফাতসো (হিসকন) নামে ডাকত। ফাসতো মিসরের ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ নেন। তাদেরকে পদদলিত করতে হাতি লেলিয়ে দিলেন। কিন্তু সম্ভবত কোনো অলৌকিক ঘটনার মতো হাতিগুলো ইহুদিদের বদলে রাজাকে ঘিরে থাকা সভাসদদেরই পদদলিত করে হত্যা করে। ফাসতোর নৃশংসতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবচেয়ে ভয়ংকর নমুনা ছিল নিজের ১৪ বছর বয়সী ছেলেকে হত্যা, যে পিতার ওপর পুরোপুরি আস্থা রেখেছিল : ফাসতো ছেলের মাথা, পা ও হাত টুকরো টুকরো করে কেটে তার মা দ্বিতীয় ক্লিওপেট্রার কাছে পাঠিয়ে দেন। পরিবারের আরেকজন ক্লিওপেট্রা থিয়া সিরিয়ার রাজা দ্বিতীয় দেমেতরিসকে বিয়ে করেছিলেন। তিনিও নিজের সন্তানকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে এক পেয়ালা বিষ পান করতে দেন। কিন্তু ছেলে তার মাকেই ওই বিষ পানে বাধ্য করেন। এমন ছিল টলেমিদের জীবনযাত্রা।

† একরার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের বিশ্বাস, টেম্পল মাউন্টের ঠিক দক্ষিণে ছিল এর অবস্থান। হেরোড দ্য গ্রেটকে টেম্পল মাউন্ট সম্প্রসারণ করতে হয়েছিল। তাই সম্ভবত সমতল করে ফেলা একরার পর্বতটি এখন টেম্পল প্লাটফর্মের নিচে রয়েছে, যেখানে আল-আকসা মসজিদ দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। যারা প্রশ্ন করেন, সেই আমল, যেমন রাজা দাউদের সময়ের তেমন কোনো প্রমাণ কেন পাওয়া যায় না? তাদের জন্য বক্তব্য হলো, সেখানে এমন অসংখ্য নির্মাণকাজ হয়েছে, যেগুলোর কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা এখন আর অবশিষ্ট নেই।

জন হিরকানাস : সাম্রাজ্য নির্মাতা

AMARBOI.COM

খ্রিস্টপূর্ব ১৩৪ সালে সাইমন দ্য গ্রেট যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন তার জামাতা তাকে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান। ম্যাকাবিদের প্রথম প্রজন্মের শেষ মানুষটিকে হত্যা করা হয় সেখানে। জামাতা এরপর সাইমনে স্ত্রী ও তার দুই সন্তানকে আটক করে। খুনিরা তার আরেক সন্তান জোহনকে (হিব্রুতে তার নাম ইয়েহোহানান) ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু তিনি জেরুজালেম পালিয়ে গিয়ে শহরটি দখল করেন।

জন প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালালে তার সামনেই তার মা ও ভাইদের টুকরা টুকরা করে কাটা হয়। তৃতীয় সন্তান হিসেবে জন সিংহাসন পাওয়ার আশা করেননি। কিন্তু ক্যারিশমেটিক-মিসাইয়ানিকসহ আদর্শ ইহুদি নেতা হওয়ার মতো পরিবারিক সব প্রতিভাই পেয়েছিলেন তিনি। জোসেফাস লিখেছেন, 'বস্তুত, ঈশ্বর জনকে সবচেয়ে বড় তিনটি বর দিয়েছিলেন- জাতির জন্য আইন, সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদ এবং ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা'।

ইহুদিদের এই গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার ও জেরুজালেম অবরোধ করে বসেন সেলুসিদ রাজা আনতিওকাস চতুর্থ সিদেতেস। জেরুজালেমবাসী অনাহারে দিন কাটাতে শুরু করে। এরপর রাজা সিদেতেস আলোচনার ইঙ্গিত দিয়ে গিল্টিকরা শিংয়ের কতগুলো 'সুদর্শন উৎসর্গ' ষাঁড় তাবেরনাকলের ভোজের জন্য প্রেরণ করেন। জন শান্তি প্রার্থনা করেন, জুদাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে ম্যাকাবিদের দখল করা স্থানগুলো হস্তান্তর, ৫০০ রুপার তালেন্ত ক্ষতিপূরণ এবং নগরপ্রাচীর ভেঙে দিতে সম্মত হন তিনি।

ইরান ও ইরাকে উদীয়মান শক্তি পার্থিয়ানদের উত্থানের বিরুদ্ধে নতুন মনিবের অভিযানে সমর্থন দিতে হয় জনকে। গ্রিকদের জন্য এই অভিযান বিপর্যয় হলেও তা ইহুদিদের জন্য আশীর্বাদ বয়ে আনে। জন গোপনে পার্থিয়ান রাজার সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে থাকতে পারেন, সেখানেও অনেক ইহুদি প্রজা ছিল। গ্রিক রাজা নিহত হন, জন করুণ অবস্থা থেকে বের হয়ে দেশে ফিরেন, নিজের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।*

অন্তঃকোন্দলে জড়িয়ে বৃহৎ শক্তিগুলো ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই জন বিজয় অভিযান চালানোর স্বাধীনতা পেলেন। তিনি এমনভাবে তা শুরু করলেন যা দাউদের পর আর দেখা যায়নি। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হলো, তার যুদ্ধের তহবিলও যোগান দেন দাউদ : জন তার সমৃদ্ধ সমাধি লুট করেন, সম্ভবত পুরনো দাউদ নগরীতে ছিল এর অবস্থান।

তিনি জর্ডানের ওপারে মাদাবা জয় করেন। তিনি দক্ষিণের এদোমিদেরকে (যারা ইদুমীয় নামে পরিচিত) ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেন, গ্যালিলি দখলের আগে সামারিয়া ধ্বংস করেন। জন ক্রমবর্ধমান জেরুজালেম নগরীর চারদিকে তথাকথিত 'প্রথম প্রাচীর' (ফার্স্ট ওয়াল) নির্মাণ করেন।** তার রাজ্যটি ছিল আঞ্চলিক শক্তি, এর টেম্পলটি ছিল ইহুদি জীবনযাত্রার কেন্দ্র। অবশ্য ভূমধ্যসাগরের চারদিকে গড়ে ওঠা বসতিগুলোর অধিবাসীরা তাদের দৈনন্দিন প্রার্থনা স্থানীয় সিনাগগে গিয়েই সম্পাদন করত। সম্ভবত এই আত্মপ্রত্যয়ী সময়েই ২৪টি গ্রন্থ ইহুদি ওল্ড টেস্টামেন্ট হিসেবে সার্বজনীনতা লাভ করে।

জনের মৃত্যুর পর তার ছেলে আরিস্টোবুলাস নিজেকে জুদাইয়ের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালের পর তিনি ছিলেন জেরুজালেমের প্রথম রাজা। তিনি বর্তমান ইসরাইলের উত্তরে ইতুরিয়া ও লেবাননের দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করেন। কিন্তু, ম্যাকাবিরা এসময় গ্রিক ও হিব্রু নাম ব্যবহার করে তাদের শত্রুদের মতোই প্রায় গ্রিক হয়ে ওঠে। তারা উৎপীড়ক গ্রিকদের মতো হিংস্র আচরণ শুরু করে। আরিস্টোবুলাস তার মাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন, অধিকতর জনপ্রিয় ভাইকে হত্যা করলেন। এই পাপের পরিণতি তাকে পাগল বানিয়ে ছাড়ে। রক্তবমি করতে করতে তিনি মারা গিয়েছিলেন। তবে তার আশঙ্কা ছিল, তার বেঁচে থাকা আরেক ভাই দুর্দমনীয় আলেকজান্ডার জান্নাইস দানব যিনি ম্যাকাবিদের ধ্বংস করে দেবেন।[৩৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* জনের নতুন ডাকনাম হিরকানাস নিশ্চিতভাবে ছিল তার পার্থিয়ান অভিযানের ফল। তিনি কখনো কাস্পিয়ানের হিরকানিয়া এলাকায় যাননি। তিনি বিদেশে একজন নতুন রোমান মিত্রের মাধ্যমে এবং জেরুজালেমে ধনী টেম্পল এলিট, জোদাক সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি সাদুসিদের মাধ্যমে নিজের শক্তি সুসংহত করেছিলেন।

** নগর প্রাচীর টেম্পল মাউন্ট থেকে সিলোয়াম জলাধার পর্যন্ত এবং সেখান থেকে নগরদুর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেখানে এখনো তার টাওয়ারের ভিত্তিপ্রস্তরের ধ্বংসাবশেষ রয়ে গেছে। সেখানে এখনো ম্যাকাবীয় জেরুজালেমের আবাসিক ভবনের ছোটখাট নমুনা দেখা যায়। ক্যাথলিক সিমেটারির ঠিক পশ্চিমে মাউন্ট জায়নের দক্ষিণ ঢালে; জেহেকিয়া এবং আরো অনেক পরে বাইজানটাইন সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার বড়বড় পাথরগুলোর ঠিক অদূরে এখনো জনের নির্মাণ করা প্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে। ১৯৮৫ সালে ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদরা একটি ভূগর্ভস্থ পানির নালা এবং বিশাল জলাধার আবিষ্কার করেন। জোহন ও ম্যাকাবিরা এগুলো তৈরি করেছিলেন। ১৮৭০ সালে ভিলা ডোলোরোসায় যখন সিস্টার অব জায়ন কনভেন্ট নির্মাণ শুরু হয়, তখন ১৯ শতকের ব্রিটিশ, জার্মান ও ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদরা মাটির নিচে এই স্ট্রুথিয়ন জলাধারটির বিষয়ে জানতে পারেন। পানির নালাটির মাধ্যমে বোঝা যায়, কিভাবে স্ট্রুথিয় জলাধার থেকে পানি সরবরাহ করা হতো। দর্শকরা ভিয়া ডোলোরোসার কাছাকাছি কনভেন্টের নিচে গিয়ে এই পানির নালার পাশ দিয়ে হাঁটতে পারে। এটা এখন টেম্পল টানেলের অংশ। ম্যাকাবিরা টেম্পল মাউন্ট ও আপার সিটি সংযোগ করে ডিপ ভ্যালিতে একটি সেতুও নির্মাণ করেছিল। জন নিজে থাকতেন টেম্পলের উত্তর দিকে সুরক্ষিত বারিস এলাকায়। তবে তিনি সম্ভবত আপার সিটির সম্প্রসারিত অংশে প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেছিলেন।

AMARBOI.COM

আলেকজান্ডার দ্য থ্রাসিয়ান : ক্রুদ্ধ সিংহশাবক

জেরুজালেমের দখল প্রতিষ্ঠার পরপরই রাজা আলেকজান্ডার (জান্নাইয়াস হলো হিব্রু নাম ইয়েহোনাথানের গ্রিক সংস্করণ) তার ভাইয়ের বিধবা পত্নীকে বিয়ে করেন, একটি ইহুদি সাম্রাজ্য জয়ের লক্ষ্যে বেরিয়ে পড়েন। আলেকজান্ডার ছিলেন এক বিভ্রান্ত ও হৃদয়হীন ব্যক্তি– তার পাপাচারপূর্ণ ধর্ষকামী চরিত্রের জন্য ইহুদিরা তাকে প্রচণ্ড রকম ঘৃণা করত। কিন্তু আলেকজান্ডার তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ লাগিয়ে বেশ মজা পেতেন- গ্রিক রাজ্য তখন পতনের পথে, আর রোমানেরা আসেনি তখনো।

বারবার পরাজয়ের পরও ভাগ্যের জোরে এবং ভয়াবহ হিংস্রতার জন্য আলেকজান্ডার সবসময় বেঁচে যেতেন* : বর্বরতা এবং তার বাহিনীর গ্রিসের ভাড়াটে সৈন্যের জন্য ইহুদিরা তাকে থ্রাসিয়ান নাম দেয়।

আলেকজান্ডার মিসর সীমান্তে গাজা ও রাফিয়া এবং উত্তরে গুয়ালানিতিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(গোলান) দখল করেন। মোয়াবে নাবাতীয় আরব জনগণের আকস্মিক হামলার শিকার হয়ে জেরুসালেমে পালিয়ে আসেন আলেকজান্ডার। তাবেরনাকলের ভোজের সময় তিনি যখন সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে অভিষিক্ত হচ্ছিলেন তখন ক্ষুব্ধ জনতা তার ওপর ফলমূল নিক্ষেপ করে। ধর্মীয় গোষ্ঠী ফ়ারিসিস (যারা মুখে মুখে চলে আসা ঐতিহ্য এবং লিখিত তাওরাতের অনুসরণ করে) ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ জনতা আলেকজান্ডারকে এই বলে উপহাস করতে থাকে, যেহেতু তার মা বন্দি ছিলেন তাই তিনি পুরোহিত হওয়ার অযোগ্য। এর জবাবে নিজের জনগণের ওপর ভাড়াটে গ্রিক সৈন্যদের লেলিয়ে দেন আলেকজান্ডার। তারা রাজপথে গণহত্যা চালিয়ে ছয় হাজার মানুষ হত্যা করে। এই বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে জুদাই আক্রমণ করে সেলুসিদরা। পাহাড়ি এলাকায় পালিয়ে যান আলেকজান্ডার।

তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। প্রতিশোধ নেওয়ার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। রাজা যখন ফের জেরুজালেমে প্রবেশ করে নিজের ৫০ হাজার প্রজাকে হত্যা করেন। এই বিজয় উদযাপনের জন্য এক ভোজের আয়োজন করা হলো। সেখানে তিনি রক্ষিতাদের নিয়ে নেচে-গেয়ে আনন্দ উল্লাস করেন। এসময় তিনি দেখে ৮ শ' বিদ্রোহীকে আশপাশের পাহাড়ে ক্রুশবিদ্ধ করে রাখা প্রত্যক্ষ করেন। তাদের চোখের সামনেই তাদের স্ত্রী ও সন্তানদের গলা ফালি ফালি করে কাটা হয়েছিল। কিন্তু মদের প্রভাবে মারা গেলেন এই 'ক্রুদ্ধ সিংহশাবক,' শত্রুরা তাকে এ নামেই ডাকত। স্ত্রী সালোমে আলেকজান্দ্রার জন্য রেখে গেলেন একটি ইহুদি সাম্রাজ্য, যা ছিল আজকের ইসরাইল, ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও লেবাননের অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত। তিনি স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে গেলেন, জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রন লাভ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তার লাশটি যেন সৈন্যদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা হয়। তিনি ফারিসিসদের নিয়ে রাজ্য শাসন করার পরামর্শও দিলেন।

নতুন রানি হলেন জেজেবেলের মেয়ের পর জেরুজালেমের প্রথম নারী শাসক। কিন্তু, এই রাজপরিবারের সৃজনশক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। সালোমে আলেকজান্দ্রা (সালোমে হলো শালোম জিয়ন শব্দের গ্রিক সংস্করণ, যার অর্থ জায়নের শান্তি) ৬০উর্ধ্ব বয়সী দুই রাজার বিচক্ষণ বিধবা পত্নী ফারিসিদের সমর্থন নিয়ে তার ছোট্ট সাম্রাজ্যটি শাসন করেন। কিন্তু নিজের দুই ছেলেকে নিয়ন্ত্রণ করা তার জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বড় ছেলে সর্বোচ্চ পুরোহিত জোহন দ্বিতীয় হিরকানাস তেমন তেজস্বী ছিলেন না। তবে ছোট ছেলে এরিস্টোবুলাস ছিলেন নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভুত উদ্যমী।

উত্তরে ভূমধ্যসাগরের চারদিকে রোমানেরা নিরন্তরভাবে এগিয়ে চলছিল। তারা প্রথমে গ্রিস এবং পরে আজকের তুরস্ক অধিকার করে। রোমান শক্তিকে প্রতিরোধ করেন পোন্টাসের গ্রিক রাজা মিথরিদাতেস। খ্রিস্টপূর্ব ৬৬ সালে রোমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল পম্পেই মিথরিদাতেসকে পরাজিত করে শূন্যতা পূরণের জন্য দক্ষিণ দিকে ধাবিত হন। জেরুজালেমের দিকে ধেয়ে আসছিল রোমানরা।

* তিনি যখন গ্রিক নগরী টলেমাইস আক্রমণ করেন, তখন সাইপ্রাসের শাসনকর্তা টলেমি নবম সোতের এগিয়ে এসে, আলেকজান্ডারকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহুদি-সংশ্লিষ্টতাই তাকে রক্ষা করে। সোতের ও তার মা মিসরের রানি তৃতীয় ক্লিওপেট্রার সঙ্গে যুদ্ধরত ছিলেন। জুদাইয়ে ছেলের ক্ষমতা নিয়ে ভীত ছিলেন রানি। ক্লিওপেট্রার সেনাপতি ছিলেন সর্বোচ্চ ইহুদি পুরোহিত ওনিয়াসের ছেলে আনানিয়াস। তিনি ম্যাকাবীয় রাজাকে উদ্ধার করেছিলেন। ক্লিওপেট্রা জুদাইকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু এর বিরোধিতা করেন ইহুদি জেনারেল। রানি তখন তার সেনাবাহিনীকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার মতো অবস্থায় ছিলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯
রোমানদের আগমন
খ্রিস্টপূর্ব ৬৬-৪০

হলি অব হলিজে পম্পেই

রানি সালোমে মারা গেলে তার ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই শুরু করেন। নিজের ভাই দ্বিতীয় আরিস্টোবুলাসের হাতে জেরিকোর কাছে লড়াইয়ে দ্বিতীয় হিরকানাস পরাজিত হন। ভাইয়েরা সমঝোতায় পৌঁছেন, টেম্পলে গিয়ে জেরুজালেমবাসীর সামনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। আরিস্টোবুলাস রাজা হলেন। হিরকানাস অবসরে যান। কিন্তু বহিরাগত আনতিপাতের তাকে শলাপরামর্শ দেওয়া ও নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। এই ইদুমীয় নৃপতিই* ছিলেন ভবিষ্যত। পরে তার ছেলে হেরোড রাজা হয়েছিলেন। তাদের মেধাবি ও লম্পট পরিবার এক শ' বছরেরও বেশি সময় জেরুজালেমের আধিপত্য চালায়, তারাই আজকের মতো করে টেম্পল মাউন্ট ও ওয়েস্টার্ন ওয়াল (পশ্চিম দেয়াল) নির্মাণ করে।

হিরকানাসকে নাবাতীয় আরবের রাজধানী পেত্রায় (এর মানে 'পাথর'। নগরীটি 'এ রোজ রেড সিটি হাফ অ্যাজ ওল্ড অ্যাজ টাইম' নামে পরিচিত) পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন আনতিপাতের। রাজা আরিতাস (আরবিতে হারিস) ভারতীয় মসলার ব্যবসা করে বিপুল ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন, আনতিপাতের আরব স্ত্রী'র সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল তার। আরিস্টোবুলাসকে পরাজিত করতে আরিতাস তাদেরকে সাহায্য করেন। আরিস্টোবুলাস জেরুজালেমের পালিয়ে গেলেন। আরব রাজা তাকে ধাওয়া করে সুরক্ষিত টেম্পল মাউন্টের মধ্যে অবরুদ্ধ করেন। কিন্তু, এত কিছুর পরও গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা ঘটেনি। কারণ, উত্তরে পম্পেই তখন দামাস্কাসে তার সদর দফতর স্থাপন করছিলেন। রোমের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি জিনাইয়াস পম্পিয়াস ছিলেন খেয়ালি সেনানায়ক, যিনি সরকারি কোনো পদের অধিকারী না হয়েও ইতালি, সিসিলি ও উত্তর আফ্রিকায় রোমান গৃহযুদ্ধে নিজের ব্যক্তিগত বাহিনীর বিজয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি দুটি বিজয় উদযাপন করেন, বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হন। এই সতর্ক জেনারেল ছিলেন অসাধারণ সুন্দর চেহারার অধিকারী- 'পম্পেইয়ের কপোলের চেয়ে কমনীয় কিছু ছিল না'- কিন্তু এটা ছিল প্রবঞ্চনাময় : ঐতিহাসিক স্যালুস্ট লিখেছেন, 'পম্পেই ছিলেন চেহারায় সৎ, মনের দিক দিয়ে নির্লজ্জ।' গৃহযুদ্ধ শুরুর দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্ষকাম ও লোভের কারণে লোকে তাকে 'তরুণ কসাই' নাম দেয়। এরপর তিনি নিজেকে রোমে প্রতিষ্ঠিত করেন। তবে এই রোমান শক্তিধরের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য ক্রমাগত বিজয়ের প্রয়োজন ছিল। তার ডাকনাম 'ম্যাগনাস' (দ্য গ্রেট) কিছুটা হলেও ছিল শ্লেষাত্মক। বালক বয়সে তিনি আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এবং তার হোমারীয় পদ্ধতির বীরত্বপূর্ণ রাজ্যশাসনের গভীর অনুরাগী ছিলেন। এর স্বাভাবিক পরিণতি ছিল দখল না করা প্রদেশগুলো ও প্রাচ্যের সম্পদ করায়ত্ত করা রোমান শাসকগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের জন্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়া।

খ্রিস্টপূর্ব ৬৪ সালে পম্পেই সেলুসিদ রাজ্যটিকে বিলুপ্ত করে সিরিয়াকে নিজ রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন, বিবদমান ইহুদিদের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে পেরে বেশ খুশি ছিলেন। জেরুজালেম থেকে কেবল যে বিবদমান ভাইদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা আসতেন তা কিন্তু নয়, ফারিসিসরাও আসে ম্যাকাবিদের কবল থেকে তাদেরকে মুক্তি দেয়ার আবেদন নিয়ে। পম্পেই উভয় রাজপুত্রকে নির্দেশ দিলেন তার রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে। কিন্তু, এরিস্টোবুলাস রোমের বিপুল শক্তিকে অবমূল্যায়ন করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেন। পম্পেই ক্ষিপ্রগতিতে জেরুজালেমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এরিস্টোবুলাসকে ধরে ফেলেন। কিন্তু দুর্ভেদ্য টেম্পল মাউন্ট ম্যাকাবীয়দের দখলে থাকে। তারা আপার সিটির সঙ্গে যুক্ত সেতুটি ভেঙে ফেলে। পম্পেই বেথসেদা জলাধারের উত্তর দিকে শিবির স্থাপন করেন। তিনি তিন মাস টেম্পল মাউন্ট অবরোধ করে রাখেন। ক্যাটাপুলেট দিয়ে এর ওপর পাথর ছোঁড়েন। আবারো ইহুদিদের ধর্মপ্রীতির সুযোগ নিয়ে (সাবাত ও ভোজের দিন) রোমানেরা উত্তর দিক থেকে টেম্পলের ওপর হামলা চালায়। সৈন্যরা বেদি পাহারারত পুরোহিতদের গলা কেটে হত্যা করে। ইহুদিরা নিজেদের বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়, অন্যরা দুর্গের ছাদ থেকে লাফিয়ে আত্মহত্যা করে। ১২ হাজার লোককে হত্যা করা হয়। পম্পেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেন, রাজ্যটিকে বিলুপ্ত করেন, ম্যাকাবি রাজ্যের প্রায় পুরোটা বাজেয়াপ্ত করলেন এবং হিরকানাসকে সর্বোচ্চ পুরোহিত পদে নিয়োগ দিলেন। মন্ত্রী আনতিপাতেরকে নিয়ে জুদাই শাসন করেন তিনি।

বিখ্যাত হলি অব হলিজের ভেতর কী আছে তা দেখার লোভ সামলাতে পারলেন না পম্পেই। পূর্বাঞ্চলীয় ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতি রোমানরা ছিল কৌতুহলী, যদিও তাদের অনেক দেবতা নিয়ে ছিল গর্বিত এবং ইহুদিদের একেশ্বরবাদী আদিম কুসংস্কারের প্রতি তাচ্ছিল্যপূর্ণ। গ্রিকরা উপহাস করে বলত, ইহুদিরা গোপনে একটি সোনার তৈরি গাধার মাথা পূজা করে অথবা কোনো মানুষকে মোটাতাজা করে উৎসর্গ করা হয়, পরে তাকে খেয়ে ফেলার জন্য। পম্পেই ও তার সঙ্গী-সাথীরা হলি অব হলিজে প্রবেশ করেন। এটা ছিল অবর্ণনীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক ভ্রষ্টাচার, যেখানে সর্বোচ্চ পুরোহিতও বছরে মাত্র একবার প্রবেশ করতেন। এ পর্যন্ত পম্পেই ছিলেন সম্ভবত ইহুদি নন এমন দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি (চতুর্থ আনতিওকাসের পর), যিনি পবিত্র চত্বরে প্রবেশ করেছেন। যদিও তিনি সম্ভ্রমের সঙ্গে সোনার টেবিল ও পবিত্র ঝাড়বাতিদানগুলো পরিদর্শন করেন। তিনি বুঝতে পারেন, সেখানে এর বাইরে আর কিছু নেই, দেবতার কোনো মাথা নেই- পবিত্রতার তীব্র অনুভূতি কেবল রয়েছে। সেখান থেকে কিছু নেননি তিনি।

নিজের এশিয়া বিজয় উদযাপনের জন্য পম্পেই দ্রুত রোম ফিরে আসেন। এদিকে এরিস্টোবুলাস এবং তার ছেলেদের বিদ্রোহ হিরকানাসকে অতিষ্ঠ করে তোলে। কিন্তু তার মন্ত্রী আনতিপাতের সত্যিকার শাসকের মতো ওই সময়ের ক্ষমতার সব উৎস রোমের সমর্থন আদায় করতে পেরেছিলেন। যদিও রোমান রাজনীতির ঘোরপ্যাচের কারণে সবচেয়ে ধুরন্ধর রাজনীতিকরাও ছিলেন চ্যালেঞ্জের মুখে। পম্পেই অন্য দুই নেতা ক্রাসাস ও সিজারের সঙ্গে ক্ষমতার সমান ভাগাভাগি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সিজার শিগগিরই গল বিজেতা হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তী রোমন রাজন্য ক্রাসাস খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সালে রাজ্য জয়ের জন্য পূর্বমুখে ধাবিত হন। তিনি সিরিয়া উপস্থিত হন। প্রতিদ্বন্দ্বীদের সমান রাজ্য জয়ে আগ্রহী ছিলেন তিনি।[৩৪]

AMARBOI.COM

* বাইবেলে যাদেরকে ইদোমি সম্প্রদায় বলা হয়েছে, সেই ইদুমিনরা ছিল প্যাগান যোদ্ধা, দক্ষিণ জেরুজালেমে ছিল এদের আবাসস্থল। এরা জন হিরকানাসের সময় একযোগে ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে। এমনই এক ইহুদি ধর্মগ্রহণকারীর ছেলে ছিলেন আনতিপাতের। তাকে রাজা আলেকজান্ডার ইদোমের গভর্নর পদে নিয়োগ দেন। এই পরিবারটির মূল আবাস ছিল ফিনিশীয় উপকূলের কোনো শহর।

সিজার ও ক্লিওপেট্রা

রোমে ডিভেস (ধনী) লোক হিসেবে পরিচিত ক্রাসাস তার ধনলিপ্সা ও নিষ্ঠুরতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। শুধু অন্যের ধন সম্পদ দখলের জন্য রোমান স্বৈরশাসক সুল্লাহ'র দেওয়া মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের তালিকায় নাম যোগ করতেন তিনি। স্পার্টাকাস বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে 'আপিয়ান ওয়ে'জুড়ে দুই পাশে ছয় হাজার ক্রীতদাসকে ক্রুশবিদ্ধ করে তিনি হত্যা করেছিলেন। এবার তিনি আজকের ইরাক ও ইরানে অবস্থিত পারসিক ও সেলুসিদদের স্থলাভিষিক্ত নতুন পার্থিয়ান রাজ্যটি নিশ্চিহ্ন করার পরিকল্পনা নেন।

তহবিল সংগ্রহের জন্য জেরুজালেম টেম্পলে অভিযান চালান ক্রাসাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখান থেকে তিনি পাম্পেইয়ের স্পর্শহীন দুই হাজার তালেন্ত এবং হলি অব হলিজের 'খাঁটি সোনায় তৈরি স্তম্ভটি' লুট করেন। তবে পার্থিয়ানেরা ক্রাসাস এবং তার সেনাবাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। ক্রাসাসের মস্তকটি যখন মঞ্চের ওপর ছুঁড়ে ফেলা হয় তখন পার্থিয়ান রাজা দ্বিতীয় ওরাদ একটি গ্রিক নাটক দেখছিলেন। ওরাদ গলিত সোনা ক্রাসাসের মুখের মধ্যে ঢালতে ঢালতে বলতে থাকেন, 'তুমি জীবনে যা চেয়েছিলে তা নিয়ে এবার তুষ্ট হও।'৩৫

এসময় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে লিপ্ত হন রোমের দুই শক্তিধর ব্যক্তি সিজার ও পম্পেই। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯ সালে সিজার গল থেকে রুবিকন অতিক্রম করে ইতালিতে অভিযান চালান। এর ১৮ মাস পর পম্পেইয়ের পরাজয় ঘটে। পম্পেই মিসরে পালিয়ে যায়। রোমের নির্বাচিত স্বৈরশাসক সিজার তার পিছু ধাওয়া করে মিসর পৌঁছান। এর দুই দিন আগেই মিসরীরা পম্পেইকে খুন করে। সিজারকে স্বাগত জানিয়ে নোনা জলে ভেজানো পম্পেইয়ের কাটা মাথা উপহার দেওয়া হয়। এটা দেখে স্বস্তি পেলেও আতঙ্কিত বোধ করেন তিনি। ৩০ বছর আগে তিনি প্রাচ্যে অভিযান চালিয়েছিলেন। এখন তিনি রোমের জন্য প্রাচ্যের সবচেয়ে মূল্যবান উপহার মিসর দখলের পরিকল্পনা করতে যেয়ে দেখতে পেলেন, দেশটি রাজা ত্রয়োদশ টলেমি এবং তার বোন-স্ত্রী সপ্তম ক্লিওপেট্রার মধ্যে এক ভয়ংকর সজ্ঞাতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু তিনি জানতেন না, সিংহাসনচ্যুত ও কঠিন হৃদয়ের এই তরুণী কিভাবে তার ইচ্ছাকে বদলে দিয়ে নিজের দিকে চালিত করবে।

ক্লিওপেট্রা রোম সাম্রাজ্যের অধিপতির সঙ্গে গোপনে দেখা করতে চাইলেন। রানি নিজেকে একটি ধোপার থলের মধ্যে (কার্পেট নয়) লুকিয়ে সিজারের প্রাসাদে যান। এভাবেই একটি যৌন-রাজনৈতিক নির্বাক নাটকের অভিনয় সম্পন্ন হয়েছিল। ৫২ বছর বয়সী, যুদ্ধ-ক্লান্ত ও পলিতকেশের অধিকারী গাইয়াস জুলিয়াস সিজার নিজের টেকো মাথার ব্যাপারে বেশ সচেতন ছিলেন। কিন্তু এই বিস্মিত (কিছুটা সংযত প্রাণ-শক্তিসম্পন্ন হলেও) ব্যক্তিটি যুদ্ধ, সাহিত্য ও রাজনীতির সব প্রতিভা ধারণ করতেন, তারুণ্যের নির্মম উদ্দীপনার অধিকারী ছিলেন। সেই সঙ্গে যৌন বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন, ক্রাসাস ও পম্পেইয়ের স্ত্রীদের সঙ্গেও শুয়েছিলেন। ক্লিওপেট্রার বয়স ছিল ২১ বছর : 'তার সৌন্দর্য অতুলনীয় অপ্রতিদ্বন্দী ছিল এমনটা নয়। তবে, তার দৈহিক আকর্ষণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্রলুব্ধকর সম্মোহনী শক্তি এবং তার বিচ্ছুরিত রূপের আভা,' যা শক্তিশালী মুগ্ধতা তৈরি করত। মুদ্রায় অঙ্কিত প্রতিকৃতি ও তার মূর্তি দেখে বোঝা যায়, তার নাক ছিল ঈগল ঠোঁটের মতো ও চিবুক ছিল তীক্ষ্ণ। পুনরুদ্ধার করার মতো একটি রাজ্য ছিল তার, তিনি ছিলেন প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপনের মতো অত্যন্ত উচ্চ বংশমর্যাদার অধিকারী। সিজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ক্লিওপেট্রা দুজনেই ছিলেন রাজনীতির পথে উৎসুক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। প্রণয়ে জড়িয়ে পড়লেন তারা। ক্লিওপেট্রার গর্ভে সিজারের সন্তান (সিজারিয়ান) জন্ম নিল। সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো, রোম সম্রাট এখন তার পৃষ্ঠপোষকতা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

সিজার শিগগিরই দেখতে পেলেন, তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় আটকা পড়ে গেছেন। মিসরীয়রা ক্লিওপেট্রা ও তার রোমান পৃষ্ঠপোষকের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠেছে। এদিকে, জেরুজালেমে পম্পেইয়ের মিত্র আনতিপাতের সিজারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তৈরির একটি সুযোগ পেলেন। তিনি তিন হাজার ইহুদি সৈন্য নিয়ে মিসরের দিকে ধাবিত হলেন। সেইসঙ্গে মিসরীয় ইহুদিদের উদ্বুদ্ধ করেন তাকে সমর্থন দেয়ার জন্য। তিনি সিজারের বিরোধীদের আক্রমণ করেন। সিজার জয়ী হলেন কৃতজ্ঞ ক্লিওপেট্রাকে সিংহাসনে পুনঃঅধিষ্ঠিত করলেন। সিজার রোম ফেরার আগে কৃতজ্ঞ সিজার হিরকানাসকে সর্বোচ্চ পুরোহিত এবং ইহুদিদের শাসনকর্তা হিসেবে পুনঃনিয়োগ দেন। তাকে জেরুজালেমের প্রাচীর সংস্কারেরও অনুমতি দিলো। কিন্তু, তিনি জুদাইয়ের আমমোক্তার হিসেবে সব ক্ষমতা অর্পণ করেন আনতিপাতের হাতে। সেইসঙ্গে তার ছেলেদের স্থানীয় বিচ্ছিন্ন এলাকার শাসনকর্তা নিয়োগ করা হয়। বড় ছেলে ফাসায়েলকে জেরুজালেম পরিচালনার ভার দেওয়া হয়; ছোটছেলে হেরোড পান গ্যালিলি।

হেরোডের বয়স ছিল মাত্র ১৫। কিন্তু, শিগগিরই তিনি একদল গোঁড়া ইহুদিকে ধাওয়া করে হত্যা করার মধ্য দিয়ে নিজের বীরত্ব প্রকাশ করেন। এই তরুণের অবৈধ হত্যার ঘটনায় জেরুজালেমে সেনহিদ্রিন (কাউন্সিল) সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং বিচারের জন্য তাকে তলব করে। যাই হোক, রোমানরা আনতিপাতের ও তার ছেলেদের প্রশংসা করে এ জন্য যে, এরা হলেন সে ধরনের মিত্র, সেখানকার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে শাসন করার জন্য যাদের প্রয়োজন। হেরোডকে অভিযোগ থেকে মুক্তি এবং তাকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদানের জন্য সিরিয়ার রোমান নির্দেশ দিলেন।

ইতোমধ্যে হেরোড নিজেকে ব্যতিক্রমধর্মী প্রমাণ করেছেন। জেসেফাস লিখেছেন, তিনি ছিলেন, 'দৈহিক, মানসিক ও দর্শণীয় সব ধরনের আশীর্বাদে পূর্ণ।' এই ভবিষ্যত বীর সে যুগের বিশিষ্ট রোমানদের মুগ্ধ ও অভিভুত করার জন্য যথেষ্ট কেতাদুরস্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন উদগ্র কামুক প্রকৃতির– অথবা জোসেফাস একে বলেন, 'অনুভুতির গোলাম'– যদিও তিনি বর্বর ছিলেন না। স্থাপত্য বিদ্যার প্রতি তার অনুরাগ ছিল। গ্রিক, ল্যাতিন ও ইহুদি সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চশিক্ষা ছিল তার। যখন রাজনীতি বা আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকতেন না, তখন তিনি ইতিহাস ও দর্শন নিয়ে বিতর্ক উপভোগ করতেন। যদিও ক্ষমতা সবার আগে আসে এবং এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য উদগ্র বাসনা তার প্রতিটি সম্পর্ককে বিষাক্ত করে তোলে। ইহুদি ধর্ম গ্রহণকারী দ্বিতীয় প্রজন্মের ইদুমিন এবং একজন আরব মায়ের ছেলে (তার ভাইকে ডাকা হতো ফাসায়েল–ফয়সাল নামে) হেরোড ছিলেন কসমোপলিটন ব্যক্তিত্ব। তিনি রোমান, গ্রিক ও ইহুদি সবাইকে বশে রাখতে পারতেন। কিন্তু ইহুদিরা কখনো তার মিশেল রক্তের কথা ভোলেনি। একটি ধনাঢ্য কিন্তু সতর্ক ও নিষ্ঠুর পরিবারে বেড়ে ওঠা হেরোড তার ঘনিষ্ঠ পরিবারটির ধ্বংস প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং ক্ষমতার নশ্বরতা ও সন্ত্রাস কতটা সহজে ঘটে চলে তার সাবলীলতা অনুধাবন করেন। তিনি বেড়ে উঠেছেন মৃত্যুকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে : বাতিকগ্রস্ত, অতিমাত্রায় স্পর্শকাতর, প্রায় হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মতো এই কিশোর ছিলেন 'ভয়াবহ বর্বর ব্যক্তি' সেইসঙ্গে সংবেদনশীল, টিকে থাকার শক্তি আয়ত্তে এনে যেকোনো মূল্যে আধিপত্য বিস্তার করে।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৪ সালে সিজার নিহত হলে, ক্যাসিয়াস (তিনিও ছিল সিজারের হত্যাকারীদের একজন) সিরিয়ার শাসনকর্তা হয়ে আসেন। হেরোডের পিতা আনতিপাতের পক্ষ পরিবর্তন করলেন। কিন্তু, চক্রান্তের ফল শেষ পর্যন্ত তাকেও ভোগ করতে হয়। তার এক প্রতিদ্বন্দ্বী বিষ প্রয়োগ করে জেরুজালেম দখল করতে সক্ষম হয়। হেরোডের হাতে খুন না হওয়া পর্যন্ত জেরুজালেম তার দখলে থাকে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই ক্যাসিয়াস ও আরেক গুপ্তঘাতক ব্রুটাস ফিলিপ্পির যুদ্ধে হেরে যান। জয়ী হয় সিজারের ভাগ্নে ও পালকপুত্র মাত্র ১২ বছর বয়সী অক্টাভিয়ান এবং দুর্দমনীয় জেনারেল মার্ক অ্যান্টনি। সাম্রাজ্যকে ভাগ করে নেন তারা। প্রাচ্য পড়ে অ্যান্টনির ভাগে। অ্যান্টনি যখন সিরিয়ার পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন দুই তরুণ নৃপতি, সম্পূর্ণ বিপরীত ধরনের স্বার্থ নিয়ে এই রোমান বীরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ধাবিত হলেন। একজন চাচ্ছিলেন ইহুদি রাজ্যটিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, আর অন্যজন একে তার পিতৃপুরুষের সাম্রাজ্যের মধ্যে বিলীন করে দিতে।[৩৬]

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা

রানি ক্লিওপেট্রার মোহনীয় শক্তি তখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। টলেমিদের বংশধর, তখনকার সময়ে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাবান রাজবংশের উত্তরসূরি তিনি। প্রেমের দেবী আইসিস-অ্যাফ্রোডাইটি যেভাবে ডাইওনাইসাসের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, ক্লিওপেট্রাও সেভাবে অ্যান্টনির সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। অ্যান্টনি তাকে তার পূর্বপুরুষদের প্রদেশগুলো দিয়ে দিলেন।

তাদের সাক্ষাত দুজনের জন্য ভাগ্যনির্ধারক ছিল। ক্লিওপেট্রার চেয়ে ১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের বড় ছিলেন অ্যান্টনি। তিনি তখন তার সর্বোচ্চ অবস্থায় : অতি-মদ্যপ, মোটা গর্দান বিশিষ্ট, স্ফীত বক্ষদেশ, তোবড়ানো চোয়াল এবং পেশীবহুল পায়ের অধিকারী। ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য তার চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। তিনি গ্রিক সংস্কৃতি এবং প্রাচ্যের ভোগ-বিলাসপূর্ণ জাঁকজমক গ্রহণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজেকে আলেকজান্ডারের উত্তরাধিকারী এবং হারকিউলিসের বংশধর এবং অবশ্যই দেবতা দিওনিসাস মনে করতে থাকেন। কিন্তু, পার্থিয়ান অভিযান পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য তার মিসরীয় ধন সম্পদ ও রসদেরও প্রয়োজন ছিল। তাই তাদের পরস্পরকে দরকার ছিল এবং প্রয়োজনই প্রায়ই সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চ হিসেবে দেখা দেয়।

অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা তাদের মিত্রতার বন্ধন ও প্রণয় উদযাপন করেন ক্লিওপেট্রার বোনকে (তিনি ইতোমধ্যে তার ভাইকেও হত্যা করেছেন) খুন করার মাধ্যমে। হেরোডও দ্রুততার সঙ্গে অ্যান্টনির আনুগত্য স্বীকার করেন। মিসরের তরুণ অশ্বারোহী কমান্ডার হিসেবে হেরোডের পিতার কাছ থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছিলেন অ্যান্টনি। তিনি হেরোড ও তার ভাইকে জুদাইয়ের প্রকৃত শাসক পদে নিয়োগ করেন। সর্বোচ্চ পুরোহিত হিরকানাস পরিণত হলেন কেবল শোভাবর্ধক। হেরোড তার এই ক্ষমতায় আরোহণকে রাজকীয় বাগদানের মাধ্যমে উদযাপন করেন। তার প্রেমিকা ছিলেন ম্যাকাবীয় রাজকুমারী ম্যারিয়ামি। পারিবারিক আন্তঃ বিয়ের কারণে তিনি ছিলেন দুই রাজার নাতনি। তার দৈহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে জোসেফাস লিখেছেন, তার মুখ ছিল অত্যন্ত সুন্দর। এই সম্পর্ক জেরুজালেমের জন্য আবেগময় ধ্বংসকরী বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

ক্লিওপেট্রার গর্ভে অ্যান্টনির জমজ সন্তান জন্ম নেয়। ক্লিওপেট্রাকে অনুসরণ করে আলেকজান্দ্রিয়া যান অ্যান্টনি। কিন্তু যখনই হেরোডের উত্থান নিশ্চিত হলো, পার্থিয়ানরা সিরিয়ায় হামলা করে বসে। একজন ম্যাকাবীয় রাজপুত্র ও হিরকানাসের ভাগ্নে আন্টিগোনাস জেরুজালেমের বিনিময়ে পার্থিয়ানদের এক হাজার তালেন্ত ও পাঁচ শ' নারীর একটি হেরেম দেওয়ার প্রস্তাব করেন।

পাকোরাস : পার্থিয়ান শুট

রোমান ক্রীড়নক হেরোড ও তার ভাই ফাসায়েলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ইহুদি নগরীটি। তারা টেম্পলের উল্টোদিকে রাজপ্রাসাদ ঘেরাও করে। দুই ভাই বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন, কিন্তু পার্থিয়ানরা ছিল ভিন্ন বিষয়। জেরুজালেম ছিল তীর্থযাত্রীতে পূর্ণ- এটা ছিল ফিস্ট অব উইকস- এ সময় ম্যাকাবীয়দের সমর্থকরা পার্থিয়ান রাজপুত্র পাকোরাস* ও তার সহযাত্রী আন্টিগোনোসের জন্য নগরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটক খুলে দেয়। জেরুজালেমবাসী ম্যাকাবিদের প্রত্যাবর্তনকে উদযাপন করে।

পার্থিয়ানরা হেরোড ও এন্টিগোনোসের মধ্যে সৎ মধ্যস্ততাকারীর ভূমিকার পালনের ভান করে। এর মাধ্যমে তারা হেরোডের ভাই ফাসায়েলকে ফাঁদে পা দিতে প্রলুব্ধ করে। পার্থিয়ানরা শহরটি লুট করে নিলে হেরোড পতনে সম্মুখীন হন। তারা জুদাইয়ের রাজা ও সর্বোচ্চ পুরোহিত হিসেবে আন্টিগোনোসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে।† হেরোড তার চাচা হিরকানাসের অঙ্গহানি করেন, তার কান কেটে ফেলে তাকে সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদের জন্য অযোগ্য করে দেন। হেরোডের ভাই ফাসায়েলকে হয় খুন করা হয় অথবা তিনি স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে যান।

হেরোড জেরুজালেম এবং তার ভাইকে হারান। হেরোড রোমানদের সমর্থন দিয়েছিলেন। কিন্তু পার্থিয়ানরাই মধ্যপ্রাচ্য জয় করেছিল। হেরোড ছিলেন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, হতাশাগ্রস্ত উন্মাদ না হলে নিশ্চিতভাবে ছিলেন বিক্ষিপ্তচিত্তের লোক। কিন্তু, ক্ষমতার জন্য তার ইচ্ছাশক্তি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তা, জীবনের প্রতি লোভ এবং বেঁচে থাকার জন্য সহজাত প্রবণতা ছিল হিংস্র ধরনের। তিনি প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিলেন। তবে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলেন। রাতের আঁধারে মরিয়া হয়ে পালাতে এবং ক্ষমতা লাভের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে তিনি সহযাত্রীদের একত্রিত করলেন।

AMARBOI.COM

* পাকোরাস ছিলেন ক্রাসাসকে পরাজিতকারী আরসাসিদ রাজাধিরাজ দ্বিতীয় ওরাদেরের ছেলে এবং উত্তরসূরির দাবিদার। ২৫০ সালের দিকে সেলুসিদদের থেকে আলাদা হয়ে পার্থিয়ানরা কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব থেকে তাদের রাজ্যকে সম্প্রসারণ করে একটি নতুন সাম্রাজ্য সৃষ্টি করে, যা রোমান শক্তির জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। পকোরাসের সেনাবাহিনী ছিল দুর্ধর্ষ পাহলভীয় নাইটদের নিয়ে গঠিত। এরা ভারী বর্ম এবং ঢোলা ট্রাউজার পরিধান করত, ১২ ফুট দীর্ঘ বর্শা, কুঠার ও গদা বহন করত। পূর্ণ শক্তিতে আক্রমণ চালিয়ে এই দুর্ধর্ষ বাহিনী কারহাই'তে রোমান বাহিনীকে তছনছ করে দেয়। তাদেরকে সহায়তা করে অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী। তীব্র গতি ও কাঁধের ওপর থেকে তীর ছুড়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদের জন্য সুখ্যাতি ছিল তাদের। একে বলা হতো 'পার্থিয়ান শুট'। কিন্তু, পার্থিয়ার একটি সামন্ততান্ত্রিক ক্রুটি ছিল : এর রাজারা তাদের অতিশক্তিমত্তা এবং অবাধ্য আমত্যদের কাছে প্রায়ই থাকতেন অসহায়।

† পরলোকগত রাজা দ্বিতীয় আরিস্টোবুলাসের ছেলে আন্টিগোনোস গ্রিক ও হিব্রু নাম ব্যবহার করতেন। তার মুদ্রায় তার পারিবারিক প্রতীক টেম্পল মেনোরাহ- ঝাড়বাতি ও সেইসঙ্গে গ্রিক ভাষায় 'রাজা আন্টিগোনোস' নামটি অঙ্কিত। উল্টোপাশে টেম্পলের দর্শনীয় টেবিলের সঙ্গে হিব্রুতে 'ম্যাথিয়াস, সর্বোচ্চ পুরোহিত' কথাটি লেখা ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেরোড : ক্লিওপেট্রার কাছে পলায়ন

হেরোড তার সঙ্গীদের (৫০০ রক্ষিতা, তার মা, বোন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তার প্রেমিকা ম্যাকাবীয় রাজকুমারী মারিয়ামি) নিয়ে দ্রুত বেগে জেরুজালেম থেকে বের হয়ে উষর জুদাইন পর্বতমালার মধ্য দিয়ে পালাতে থাকেন।

হেরোড রক্ষিতাদের নিয়ে (স্পষ্টত এরা ছিলেন পার্থিয়ানদেরকে দেওয়া ক্ষতিপূরণ) পালিয়ে যাওয়ায় রাজা আন্টিগোনোস ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। হেরোডকে ধরতে তিনি অশ্বারোহী বাহিনী পাঠান। পাহাড়ের মধ্য দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় হেরোড আবারো ভেঙে পড়েন, আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রহরীরা তার হাত থেকে উদ্ধত তরবারি কেড়ে নেয়। শিগগিরই আন্টিগোনোসের অশ্বারোহী বাহিনী হেরোডের কাফেলাটিকে ধরে ফেলে। এসময় হেরোড তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে অশ্বারোহী বাহিনীকে পরাজিত করেন। তিনি তার সফরসঙ্গীদের দুলঙ্ঘনীয় পার্বত্য দুর্গ মাসাদায় রেখে নিজে মিসর পালিয়ে যান।

অ্যান্টনি ইতোমধ্যে রোম চলে গিয়েছিলেন। হেরোডকে স্বাগত জানালেন রানি ক্লিওপেট্রা। তিনি তাকে আলেকজান্দ্রিয়ায় রেখে দেওয়ার জন্য চাকরির প্রস্তাব দেন। এর বদলে হেরোড রোমের উদ্দেশে জাহাজে চড়ে বসেন। তার সঙ্গে ছিলেন তার প্রেমিকার ছোট ভাই জোনাথন। এই ম্যাকাবীয় রাজপুত্র জুদাইন সিংহাসনের প্রার্থী। এ সময় পার্থিয়ানদের হটাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছিলেন অ্যান্টনি। তিনি অনুধাবন করলেন, এটা কোনো বালকের কাজ নয়, এর জন্য হেরোডের নির্মম যোগ্যতার প্রয়োজন।

অ্যান্টনি এবং সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তার অংশীদার অক্টাভিয়ান সসম্মানে, হেরোডকে সিনেটে নিয়ে যান। সেখানে তাকে জুদাইয়ের রাজা এবং রোমানদের মিত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় (*রেক্স সোসিয়াস অ্যাট অ্যামিকাস পপিউলি রোমানি*)। নব অধিষ্ঠিত রাজা হেরোড সিনেট কক্ষ থেকে হেঁটে বেরিয়ে আসেন। এসময় তার দুই পাশে ছিলেন অক্টাভিয়ান ও অ্যান্টনি- বিশ্বের দুই স্তম্ভ। এটা ছিল ইদোম পর্বত থেকে উৎসরিত আধা-ইহুদি আধা-আরব মানুষটির জন্য এক অভূতপূর্ব মুহূর্ত। তার ৪০ বছরের ভীতিকর ও চমকপ্রদ শাসনামলের ভিত্তি ছিল এই দুই ব্যক্তির সঙ্গে তার সম্পর্ক। অবশ্য তিনি ছিলেন রাজ্য শাসন থেকে অনেক দূরে : পার্থিয়ানরা তখনো পূর্বাঞ্চল দখল করে রেখেছে; জেরুজালেমে চলছে আন্টিগোনোসের আধিপত্য। ইহুদিদের কাছে হেরোড ছিলেন রোমান ভাঁড় এবং ইদুমিন সংকর। তাকে তার রাজ্যের প্রতি ইঞ্চি ভূমি এবং জেরুজালেম দখলের জন্য লড়াই করতে হয়েছে।[৩৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০
হেরোড বংশ
খ্রিস্টপূর্ব ৪০ থেকে ১০ খ্রিস্টাব্দ

আন্টিগোনোসের পতন : শেষ ম্যাকাবীয়

হেরোড টলেমাইজে ফিরে এসে দুর্ধর্ষ এক সেনাদল গড়ে, রাজ্য জয় শুরু করেন। বিদ্রোহীরা যখন গ্যালিলিতে একটি দুর্জেয় গুহা দখল করে বসেছিল তখন তিনি শিকলে বাঁধা সিন্দুকে করে সৈন্যদের নিচে নামিয়ে দেন, এরা ছিলেন আকশি সজ্জিত। এসব সৈন্য তার বিরোধীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদেরকে নিচের গিরিখাদের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। তবে জেরুজালেম দখলের জন্য অ্যান্টনির সমর্থন প্রয়োজন ছিল হেরোডের। রোমানরা পার্থিয়ানদের তাড়িয়ে দেয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮ অ্যান্টনি নিজেই যখন সামোসাতায় (দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক) একটি পার্থিয়ান দুর্গ অবরোধে করেন তখন হেরোড উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে তার সাহায্য কামনা করেন। পার্থিয়ানরা অ্যান্টনির ওপর অতর্কিত হামলা চালায়। হেরোড পাল্টা হামলা চালিয়ে রসদবাহী বহরকে রক্ষা করেন। বিভ্রান্ত অ্যান্টনি পুরনো বন্ধুর মতো হেরোডকে স্বাগত জানান, সেনাবাহিনীর সামনেই হেরোডকে সাদর আলিঙ্গন করেন। জুদাইয়ের তরুণ রাজার সম্মানে কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করেন। কৃতজ্ঞ অ্যান্টনি হেরোডের নামে জেরুসালেমে অবরোধের জন্য ৩০ হাজার পদাতিক এবং ৬ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য পাঠান। রোমানেরা যখন টেম্পলের ঠিক উত্তরে শিবির স্থাপন করছিল হেরোড তখন ১৭ বছর বয়সী মারিয়ামিকে বিয়ে করেন। ৪০ দিন অবরোধের পর রোমানরা নগরীর বাইরের প্রাচীরের ওপর হামলা চালায়। দুই সপ্তাহ পর তারা টেম্পলের ওপর হামলে পড়ে, 'একদল পাগলের মতো' নগরীকে তছনছ করে দেয়। অলিতে-গলিতে জেরুজালেমবাসীকে ধরে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য রোমানদের ঘুষ দিতে হয়েছিল হেরোডকে। এরপর ধৃত আনটিগোনোসকে অ্যান্টনির কাছে পাঠানো হয়। সেখানে হত্যা করা হয় শেষ ম্যাকাবীয় রাজাকে। রোমান শক্তিমান এরপর এক লাখ সৈন্য নিয়ে পার্থিয়া অভিযানে ছুটলেন। তার সামরিক শৌর্য-বীর্যকে অতিরঞ্জিত করা হয়; তার অভিযান ছিল প্রায় বিপর্যয়কর। তিনি সেনাবাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ হারান। বাকিরা ক্লিওপেট্রার সহায়তায় রক্ষা পান। রোমে অ্যান্টনির সুনাম আর কখনো পুনরুদ্ধার হয়নি।

রাজা হেরোড তার জেরুজালেম দখল উদযাপন করলেন সেনহিদ্রিনের ৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সদস্যের মধ্যে ৪৫ জনকে হত্যার মাধ্যমে। টেম্পলের উত্তরে বারিস দুর্গ গুঁড়িয়ে দেন তিনি। তিনি চারটি চূড়াযুক্ত চতুষ্কোণাকৃতি একটি দুর্গতুল্য টাওয়ার নির্মাণ করেন। নিজের পৃষ্ঠপোষকের নামে এর নামকরণ করেন অ্যান্টোনিয়া। নগরীর ওপর প্রাধান্য বিস্তারের মতো যথেষ্ট বিশাল ছিল এটি। পাথর কুঁদে নির্মিত ভিত্তি ছাড়া অ্যান্টোনিয়ার এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এটা দেখতে কেমন ছিল তা আমরা জানি। কারণ, হেরোডের অনেক দুর্গ এখনো টিকে আছে : তার প্রত্যেকটি পার্বত্য দুর্গের নক্সায় ছিল দুর্ভেদ্য নিরাপত্তার পাশাপশি অতুলনীয় বিলাসিতার সমন্বয়।* এরপরও তিনি কখনো নিরাপদ বোধ করেননি। তাকে দুই রানির (নিজের স্ত্রী মারিয়ামি ও ক্লিওপেট্রা) চক্রান্ত প্রতিরোধ করে রাজ্য রক্ষায় ব্যস্ত থাকতে হয়।[৩৮]

* নিহত কাউন্সিলরদের সম্ভবত অলংকৃত সেনহিদ্রিন সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়। যা এখনো পুরনো নগরীর উত্তরে দাঁড়িয়ে আছে। এই সামাধিক্ষেত্র ডালিম ও একান্থাস পত্রে শোভিত। তার পার্বত্য দুর্গগুলোর মধ্যে সবেচেয়ে বিখ্যাত মাসাদা। খ্রিস্টপূর্ব ৭৩ সালে এখানে রোমের বিরুদ্ধে লড়াইরত সর্বশেষ ইহুদি যোদ্ধারা গণআত্মহত্যা করে। আরেকটি বিখ্যাত দুর্গ হলো মাচাইরাস। এখানে হেরোডের এক ছেলে জোহন দ্য ব্যাপ্টিস্টের শিরচ্ছেদ করা হয়। এছাড়া রয়েছে কৃত্রিম পর্বত হেরোডিয়াম। হেরোড ও তার পুত্রদের এখানে সমাহিত করা হয়।

AMARBOI.COM

হেরোড ও ক্লিওপেট্রা

হেরোড ভয় পেয়ে থাকতে পারেন কিন্তু তিনি নিজে ম্যাকাবীয়দের নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষটি তার বিছানাতেই ছিল। রাজার বয়স এখন ৩৬ বছর। তিনি সংস্কৃতমনা, ধর্মপরায়ণ ও অহংকারী মারিয়ামির প্রেমে পড়েন। কিন্তু তার মা আলেকজানদ্রা ছিলেন নরক থেকে উঠে আসা এক শাশুড়ির জীবন্ত প্রতিমূর্তি। তিনি, হেরোডকে ধ্বংস করার জন্য ক্লিওপেট্রার সঙ্গে মিলে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। ম্যাকাবীয় নারীরা তাদের বংশীয় ঐতিহ্যের জন্য গর্বিত ছিল। এই নারী মিশেল রক্তের হেরোডীয়কে বিয়ে করার জন্য নিজের মেয়ের ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। যদিও প্রথম শতাব্দীর রাজনীতির পাশাবিক অবস্থানের পরও আলেকজানদ্রা বুঝতে পারেননি, অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হেরোড তার চেয়ে অনেক বড় প্রতিদ্বন্দ্বী।

অঙ্গহানির শিকার বৃদ্ধ হিরকানাস যেহেতু টেম্পলে আর কার্যক্রম চালাতে পারছেন না, তাই আলেকজানদ্রা চাইলেন তার তরুণ ছেলে, মারিয়ামির ছোট ভাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোনাথনকে সর্বোচ্চ পুরোহিত পদে বসাতে। এটা এমন এক পদ যা আধা-আরব ইদুমিন হেরোডের মতো ভূঁইফোঁড় ব্যক্তি কামনা করতে পারেন না। জোনাথন কেবল ন্যায়সঙ্গত রাজা হওয়ারই দাবিদার নন; তার সৌন্দর্যও ছিল মনোমুগ্ধকর। ওই সময় চেহারায় ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রতিফলিত হয় বলে প্রচলিত ছিল। তিনি যেখানেই যেতেন জনতা তাকে ঘিরে ধরত। হেরোড এই তরুণকে ভয় পেতেন। তিনি এই সমস্যার সমাধান করেন সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে একজন অপরিচিত বেবিলনীয় ইহুদিকে বসিয়ে। আলেকজান্দ্রা গোপনে ক্লিওপেট্রার কাছে আবেদন জানান। অ্যান্টনি ক্লিওপেট্রার রাজ্যকে বিস্তৃত করেন লেবানন, ক্রিট ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত। এমনকি মিসরের রানিকে তিনি হেরোডের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি ভেষজ উদ্যান ও জেরিকোর খেজুর বাগানও দিয়ে দেন। † হেরোড তার কাছ থেকে এগুলো ইজারা হিসেবে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু স্পষ্টই তার পূর্বপুরুষদের ভূ জুদাইয়ের প্রতি রানির লোভ ছিল।

মারিয়ামি ও তার মা আলেকজান্দ্রা অ্যান্টনির কাছে লোভনীয় মোরসেলের (এক ধরনের মদ) তৃষ্ণা উদেককারী সুদর্শন জোনাথনের একটি পেইন্টিং পাঠান। সে যুগের বেশির ভাগ মানুষের মতো অ্যান্টনিও নারী সৌন্দর্যের পাশাপাশি বালকদেরও কামনা করতেন। তার সিংহাসনের দাবিকে সমর্থন জানানোর অঙ্গীকার করেন ক্লিওপেট্রা। তাই অ্যান্টনি যখন বালকটিকে ডেকে পাঠান, হেরোড অতিমাত্রায় সতর্ক হলেন, তাকে যেতে দিতে অস্বীকার করেন। হেরোড তার শাশুড়িকে জেরুসালেমে কড়া নজরদারির মধ্যে রেখেছিলেন। যদিও ক্লিওপেট্রা তাকে ও তার ছেলেকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিলেন। প্রাসাদ থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি কফিন তৈরি করান আলেকজান্দ্রা।

শেষ পর্যন্ত ম্যাকাবীয়ের জনপ্রিয়তা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হন হেরোড, স্ত্রীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাবেরনাকলের ভোজের সময় জোনাথনকে সর্বোচ্চ পুরোহিত পদে নিয়োগ দেন। জোনাথন যখন তার জমকাল পোশাক ও রাজকীয় উষ্ণিষ মাথায় দিয়ে বেদিতে উঠে দাঁড়ালেন, জেরুজালেমবাসী সমস্বরে চিৎকার করে তাকে স্বাগত জানায়। হেরোডীয় স্টাইলে হেরোড তার এই সমস্যারও সমাধান করেন : তিনি সর্বোচ্চ পুরোহিতকে জেরিকোতে নিজের সুরম্য প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান। হেরোড ছিলেন সতর্কতভাবে সদয়; সেই রাত্রি ছিল বাষ্পপূর্ণ; জোনাথনকে পুকুরে সাঁতার কাটতে উৎসাহিত করা হয়। আনন্দ সরোবরের পানির নিচে তাকে টেনে ধরে হেরোডের এক বিশ্বস্ত অনুচর। পরদিন সকালে জোনাথনের লাশ পানিতে ভাসতে দেখা যায়। মারিয়ামি ও তার মায়ের মন ভেঙে গেল, তারা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন; জেরুজালেমবাসী শোকাবিভুত হয়। জোনাথনের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় কান্নায় ভেঙে পড়েন হেরোড।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেকজান্দ্রা এই খুনের ব্যাপারে ক্লিওপেট্রাকে অবগত করেন। তিনি সহানুভূতি জানালেও তা ছিল পুরোপুরি রাজনৈতিক : এই নারী নিজের অন্তত দুই, আর সব মিলিয়ে সম্ভবত তিন ভাইবোনকে হত্যা করেছিলেন। তিনি অ্যান্টনিকে প্ররোচিত করেন হেরোডকে যেন সিরিয়ায় তলব করা হয়। ক্লিওপেট্রা যদি সুযোগ পেতেন, তাহলে হেরোডকে আর ফিরতে হতো না। এই ঝুঁকিপূর্ণ সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুতি নেন হেরোড। তিনি নিজের ভয়ংকর পথেই মারিয়ামির প্রতি ভালবাসা দেখান : নিজের অনুপস্থিতিতে শাসনভার দেওয়া চাচা যোসেফের জিম্মায় স্ত্রীকে রেখে যান। তবে নির্দেশ দেন অ্যান্টনি যদি তাকে হত্যা করে, সঙ্গে সঙ্গে যেন মারিয়ামিকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হেরোড চলে গেলে, যোসেফ বারবার মারিয়ামিকে বলতে থাকেন রাজা তাকে কতটা ভালোবাসেন। সেই সঙ্গে আরো বলেন, রাজা নিজে যদি না বাঁচেন, তাহলে স্ত্রীর বেঁচে থাকা তিনি চাইবেন না। মারিয়ামি কষ্ট পেলেন। জেরুজালেমে জোর গুজব ছাড়িয়ে পড়ে, হেরোড নিহত হয়েছেন। হেরোডের অনুপস্থিতিতে তার বিদ্বেষপূর্ণ রাজসভায় সবচেয়ে দুর্বিনীত হিসেবে পরিচিত রাজার বোন সালোমের ওপর রাজার মতোই কর্তৃত্ব ফলাতে শুরু করেন মারিয়ামি।

রোমান নৃপতিদের সামলানোর কাজে পারদর্শী হেরোড অ্যান্টনিকে লোয়াডিসিয়ায় গিয়ে খুশি করতে সমর্থ হন, মাফ পেয়ে যান। তারা দুজন দিন-রাত্রি একত্রে কাটাতে লাগলেন। হেরোড ফিরে আসার পর সালোমে তার ভাইকে জানান, তাদের চাচা যোসেফ কিভাবে মারিয়ামিকে কুকর্মে প্ররোচিত করে। অন্য দিকে, তার শাশুড়ি বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছিলেন। এরপরও কোনোভাবে হেরোড ও মারিয়ামির মধ্যে সমঝোতা হয়। রাজা তার প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা ঘোষণা করেন। 'তারা দুজনেই কান্নায় ভেঙে পড়েন, পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ থাকলেন'- যতক্ষণ পর্যন্ত না মারিয়ামি জানালেন যে, তাকে হত্যা করার রাজার পরিকল্পনার কথা তিনি জানতেন। রাগে জ্বলতে থাকেন হেরোড। মারিয়ামিকে গৃহবন্দী করা হলো, তার চাচা যোসেফকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

খ্রিস্টপূর্ব ৩৪ সালে অ্যান্টনি তার প্রথম দিকের এলোমেলো অবস্থা কাটিয়ে উঠে রোমের ক্ষমতা দখল করেন, পার্থিয়ান আর্মেনিয়ায় সফল অভিযান চালান। ক্লিওপেট্রা ফোরাত নদী পর্যন্ত তাকে সঙ্গ দেন, দেশে ফেরার পথে হেরোডের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এই দুই প্রতারক দানব ফষ্টিনষ্টি করে বেশ কিছু দিন কাটান। দুজনেই ভাবতে থাকেন অন্যজনকে কিভাবে হত্যা করা যায়। হেরোড দাবি করেন, ক্লিওপেট্রা তাকে কুকর্মে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলেন : এমন কোনো পুরুষ যে কি না ক্লিওপেট্রার জন্য কিছু করতে পারে, তার সঙ্গে এটা ছিল ওই নারীর স্বাভাবিক আচরণ। এটা একটা প্রাণঘাতি ফাঁদও বটে। হেরোড ফাঁদ এড়িয়ে যান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং নীল নদের এই সরীসৃপকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু তার সভাসদরা এর প্রবল বিরোধিতা করেন।

মিসরের রানি আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে চললেন। সেখানে অ্যান্টনি এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ক্লিওপেট্রাকে 'রাজাদের রানি' উপাধিতে ভূষিত করেন। সিজারের ঔরসে জন্ম নেওয়া তার ছেলে সিজারিয়ান তখন ১৩ বছরের বালক। তিনি হলেন তার মায়ের সহ-ফারাও। অন্যদিকে, অ্যান্টনির ঔরসে জন্ম নেওয়া ক্লিওপেট্রার অন্য তিন সন্তানকে আর্মেনিয়া, ফিনিসিয়া ও সাইরেনির রাজা করা হলো। রোমে এই ওরিয়েন্টালকে প্রাচ্যকরণ অ-রোমনচিত, অপৌরুষচিত এবং অজ্ঞতাসুলভ বিবেচনা করা হয়। অ্যান্টনি তার এই প্রাচ্যের নিয়োগগুলোর যৌক্তিকতা তুলে ধরে রচনা করেন তার একমাত্র জানা সাহিত্যকর্ম 'অন হিস ড্রিংকিং'- এবং তিনি অক্টাভিয়ানকে লিখেন, 'কেন তুমি বদলে গেছ? এর কারণ কি, আমি রানিকে যৌনসঙ্গী বানিয়েছি? আসলেই কি তুমি তোমার সলতে কোথায় বা কার মধ্যে ডোবাবে তা কোনো ব্যাপার?' কিন্তু, এটা ব্যাপার ছিল। ক্লিওপেট্রাকে একজন নিষ্ঠুর পিশাচ হিসেবে দেখা হতো। তাদের মিত্রতা ভেঙে গেল, অক্টাভিয়ান আগের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩২ সালে, সিনেট অ্যান্টনির সম্রাট মর্যাদা বাতিল করে। এরপর ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে অক্টাভিয়ান। দুই পক্ষ গ্রিসে মুখোমুখি হলো : অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা মিলে অ্যান্টনির সৈন্যবাহিনী ও ক্লিওপেট্রার মিসরীয়-ফিনিশীয় নৌবহর পরিচালনা করেন। এটা ছিল বিশ্বযুদ্ধ।[৩৯]

† প্রাচীন ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বিলাসী ব্রান্ডগুলোর কয়েকটি হলো : জেরিকোর বাগানে উৎপন্ন খেজুরের মদ; ভেষজ বাগানগুলোতে উৎপন্ন হতো গিলিয়াদের সুগন্ধী। মাথার ব্যথা ও চোখের ছানির ওষুধ তৈরির পাশাপাশি সবচেয়ে দামি সুগন্ধি'র উপাদান হিসেবে এর সুখ্যাতি ছিল। ক্লিওপেট্রা জাপ্পাসহ (জাফা) বেশির ভাগ সমুদ্রবন্দর নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। হেরোডের জন্য অবশিষ্ট ছিল কেবল গাজা।

অগাস্টাস ও হেরোড

হেরোডকে বিজয়ী পক্ষকে সমর্থন দিতে হয়েছিল। তিনি গ্রিসে অ্যান্টনির সঙ্গে যোগদানের প্রস্তাব করেন। কিন্তু, এর বদলে তাকে বর্তমান জর্ডানের আরব নাবাতীয়দের ওপর আক্রমণ চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। হেরোড যখন ফিরে আসছিলেন তখন অকটিয়ামে অক্টাভিয়ান ও অ্যান্টনি পরস্পরকে মোকাবিলা করছিলেন। অক্টাভিয়ান কমান্ডার মারকাস অ্যাগ্রিপ্পার সমতুল্য ছিলেন না অ্যান্টনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাগর যুদ্ধ ছিল একটি বিপর্যয়। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা মিসরে পালিয়ে যান। অক্টাভিয়ান কি অ্যান্টনির জুদাইন রাজাকে ধ্বংস করবেন? হেরোড আবারো মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন। নিজের ভাই ফেরোরাসকে দায়িত্ব দিলেন। আর যাতে নিরাপদে থাকা যায় সে জন্য বৃদ্ধ হিরকানাসকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হলো। তিনি মা ও বোনকে মাসাদায় পাঠিয়ে দেন। অন্যদিকে মারিয়ামি ও আলেকজান্দ্রাকে আরেকটি পার্বত্য দুর্গ আলেকজান্দ্রিয়ামে রাখা হলো। তার যদি কিছু হয় তাহলে যেন মারিয়ামকে হত্যা করা হয়, আবারো সেই নির্দেশ দিয়ে যান তিনি। এরপর হেরোড জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতের উদ্দেশে জাহাজে চড়ে বসেন।

অক্টাভিয়ান তাকে রোডস দ্বীপে স্বাগত জানান। হেরোড অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও বন্ধুবাৎসল্যের সঙ্গে সাক্ষাতকারটি সামাল দেন। তিনি বিনম্রভাবে নিজের মাথার মুকুট অক্টাভিয়ানের পায়ের কাছে রাখেন। এরপর অ্যান্টনির বিপক্ষে কিছু না বলে তিনি কেবল অক্টাভিয়ানকে বললেন, তিনি কার বন্ধু ছিলেন এটা আমলে না নিয়ে 'তিনি কেমন বন্ধু' তা যেন বিবেচনা করা হয়। হেরোডের রাজত্ব ফিরিয়ে দেন অক্টাভিয়ান। বিজয়ীর বেশে জেরুজালেমে ফিরে আসেন হেরোড। এরপর অক্টাভিয়ানকে অনুসরণ করে মিসর যান। অ্যান্টনি ও ক্লিওপেট্রা আত্মহত্যা করার পরপরই তিনি আলেকজান্দ্রিয়া পৌঁছান। অ্যান্টনি তরবারি আর ক্লিওপেট্রা বিষধর সাপ এস্‌প বেছে নেন আত্মহত্যার জন্য।

অক্টাভিয়ান এবার অগাস্টাস নাম ধারণ করে প্রথম রোমান সম্রাট হিসেবে আবির্ভূত হলেন। তখন মাত্র ৩৩ বছর বয়সী এই কেতাদুরস্ত ব্যবস্থাপক, স্পর্শকাতর, আবেগহীন ও ক্রটি সন্ধানি লোকটি হেরোডের সবচেয়ে বিশ্বস্ত পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। বস্তুত, সম্রাট ও তার সহাকারী, যাকে তার ক্ষমতার প্রায় অংশীদার বলা যায় সেই স্পষ্টভাষী মারকাস আগ্রিপ্পা হেরোডের একটাই ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন যে, জোসেফাসের বর্ণনায়, 'আগ্রিপ্পার পাশে হেরোড ছাড়া আর কাউকেই পছন্দ করতেন না সিজার। আর সিজারের পাশে হেরোডের চেয়ে বড় বন্ধু আর কাউকেই করেননি আগ্রিপ্পা।' হেরোডের রাজ্যকে আধুনিক ইসরাইল, জর্ডান, সিরিয়া ও লেবানন পর্যন্ত বিস্তৃত করেন অগাস্টাস। অগাস্টাসের মতো হেরোডও ছিলেন যোগ্য ব্যবস্থাপক : যখন দুর্ভিক্ষ আঘাত হানে, তিনি নিজের স্বর্ণ বিক্রি করে মিসর থেকে খাদ্য-শষ্য আমদানি করে জুদাইবাসীকে অনাহারের হাত থেকে রক্ষা করেন। তার রাজসভা ছিল আধা-গ্রিক, আধা-ইহুদি। সুদর্শন খোজা ও রক্ষিতারা সেবা দিত। তার সহযাত্রীদের অনেকে ছিল ক্লিওপেট্রার কাছ থেকে আসা। তার সচিব দামাস্কাসের নিকোলাস ছিলেন ক্লিওপেট্রার সন্তানদের শিক্ষক।* তার চার শ' গালাতীয় দেহরক্ষী ছিল ক্লিওপেট্রার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী : অগাস্টাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপহার হিসেবে এদেরকে দেন হেরোডকে। এরা তার নিজস্ব জার্মান ও গ্রাসিয়ান প্রহরীদের সঙ্গে যোগ দেয়। এসব উজ্জ্বল গাত্রবর্ণের নিষ্ঠুর লোক সে যুগের সবচেয়ে কসমোপলিটান এই রাজার নির্যাতন ও খুন-খারাবির কাজগুলো সামাল দিত। বংশগতভাবে হেরোড ছিলেন ফিনিশীয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হেলোনীয় ধারার, জন্মস্থানসূত্রে ইদুমিন, ধর্মে ইহুদি, জেরুজালেমের অধিবাসী এবং নাগরিক হিসেবে রোমান।*

জেরুজালেমে তিনি ও মারিয়ামি থাকতেন অ্যান্টোনিয়া দুর্গে। সেখানে তিনি ছিলেন ইহুদি রাজা। তিনি সাত বছর পর পর টেম্পলে দিউতারোনমি পাঠ করতেন, সর্বোচ্চ পুরোহিত নিয়োগ দিতেন, যার আলখেল্লা তিনি অ্যান্টোনিয়ায় রেখে দিতেন। কিন্তু জেরুজালেমের বাইরে তিনি ছিলেন দানবীর গ্রিক নৃপতি- যার নতুন প্যাগান নগরীগুলো- বিশেষ করে উপকূলে সিজারিয়া এবং সামারিয়ার জায়গায় সাবাসতি (অগাস্টাস শব্দের গ্রিক)। সমৃদ্ধশালী এসব নগরী ছিল মন্দির, ঘোড় দৌড়ের স্থান হিপ্পোড্রোম এবং সুরম্য অট্টালিকায় পূর্ণ।

এমনকি জেরুজালেমের তিনি গ্রিক ধাঁচের থিয়েটার ও হিপ্পোড্রোম নির্মাণ করেন, যেখানে তিনি নিজের পুরুষালি খেলাগুলো উপস্থাপন করে অগাস্টাসের বিজয় উদযাপন করতেন। এসব প্যাগান আয়োজন দেখে একদল ইহুদি বিদ্রোহ করে বসে। এর সঙ্গে জড়িতদের প্রাণদ দেওয়া হলো। কিন্তু প্রিয়তমা স্ত্রী স্বামীর এ সাফল্য উদযাপন করতে পারলেন না। ম্যাকাবীয় ও হেরোডীয় রাজপুত্রদের মধ্যকার সংঘাতে শাসনব্যবস্থা দূষিত হয়ে পড়ে।[৪৩]

* এই সিরীয়-গ্রিক বিদ্বজ্জন হেরোডের বিশ্বস্ত হওয়ার পাশাপাশি অগাস্টাসের ব্যক্তিগত বন্ধুতে পরিণত হন। তিনি অবশ্যই ছিলেন সংবেদনশীল মনের সভাসদ। বিশেষ করে ক্লিওপেট্রা ও হেরোডের মতো দুই খুনির রাজসভায় তাকে টিকে থাকতে হয়েছে। পরে তিনি অগাস্টাস ও হেরোড উভয়ের জীবনী রচনা করেন। এ কাজে তার প্রধান সূত্র ছিলেন হেরোড নিজে। নিকোলাসের হেরোডীয় জীবনী এখন পাওয়া যায় না। কিন্তু এটা জোসেফাসের প্রধান সূত্র হিসেবে কাজ করে, এর চেয়ে ভালো কিছু আর কল্পনা করা যায় না। নিকোলাসের সাবেক ছাত্র, সিজার ও ক্লিওপেট্রার পুত্র সিজারিয়ানকে হত্যা করেন অগাস্টাস। কিন্তু সম্রাটের বোন অ্যান্টনির সাবেক স্ত্রী অক্টাভিয়া অন্য তিন সন্তানকে রোম নিয়ে আসেন। ছেলেগুলোর ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল তা জানা যায় না। তবে মেয়ে ক্লিওপেট্রা সেলেনেকে বিয়ে করেন মৌরিতানিয়ার রাজা দ্বিতীয় জুবা। তার ছেলে মৌরিতানিয়ার রাজা টলেমি কালিগুলার হাতে নিহত হন। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট-এর ৩৬৩ বছর পর এখানেই টলেমি রাজবংশের রাজত্বের অবসান ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের কেন্দ্র ও প্রাণ হলো টেম্পল মাউন্ট, হিব্রুতে যাকে বলা হয় হার হা-বিয়াত, আরবিতে হারাম আল-শরিফ ও বাইবেল শরিফে মাউন্ট মরিয়াহ। এর পশ্চিম দেয়াল জুদাবাদের (ইহুদি) পবিত্রস্থান। এর কাছ ঘেসেই ডোম অব রক মুসলমানদের পবিত্রস্থান এবং আল আকসা মসজিদ। অনেকের কাছেই এই ৩৫ একর জমি পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে বামে: ১৯৯৪ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদরা পাথরে খোদিত পাথরটিতে এই লেখা *হাউজ অব ডেভিড ডানে* উদ্ধার করেন। আররান-সিরিয়ার রাজা হাজায়েল ইহুদিদের পরাজিত করে দখল করলে স্থানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রাচীন পাথর ডেভিডের অস্তীত্ব প্রমাণ করে।

উপরে ডানে: সোলেমান টেম্পল এত বেশি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় যে এর অল্প কিছু আলামত বর্তমানে আছে, তার মধ্যে এই আইভরি পাত্রটি যেখানে লেখা আছে *হাউজ অব হোলিনেস*: সম্ভবতঃ প্রথম টেম্পলে ধর্মীয় শোভাযাত্রায় এটা ব্যবহার হতো।

বামে: রাজা হেজকিয়া, সিরিয়ার সেনা অভিযান থেকে শহর রক্ষায় ৭০১ কিঃমিঃ প্রাচীর তৈরী করেন, যা এখন ইহুদিদের বর্তমান আবাস স্থল।

নিচে: তাঁর দুই দল ইঞ্জিনিয়ার নগরে পানি পরিষেবা ভূগর্ভস্থ নালা তৈরী করে, একটি স্থানে যেয়ে নালাটি সংযোজিত হয়, সেখানে তারা পাথরে খোদাই করে এ বিষয়ে কিছু লেখেন। সেটা আবিস্কৃত হয় এক স্কুল ছাত্র বালকের দ্বারা ১৮৯১ সালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসিরিয়ান রাজা জেরুজালেম দখলের আগে হেজেকিয়ার দ্বিতীয় শহর লাসিস দখল করেন। এরপর সেখানে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে ইহুদিরা নিগৃহীত হয়। খোদাইকরা পাথরে তারই এক অঙ্কন।

এখানে রাজা দায়রুসের চিত্র। তিনিই প্রথম পার্সিয়ান রাজা যিনি জেরুজালেম দখল করেন। পার্সিয়ানরা দু'শ বছর জেরুজালেম শাসন করে। তিনি ইহুদি ধর্মযাজকদের শাসন করার ক্ষমতা দেন এমন কী ইহুদি চিহ্ন সম্বলিত মুদ্রা তৈরীর বিষয়ও মত দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের মৃত্যুর পর, দুই গ্রিক পরিবার তার সাম্রাজ্যের অধিপতি হয় । বা দিকের ছবিতে পটোলেমি সোটার আলেকজান্ডারের মরদেহ হস্তগত করে এবং মিশরে রাজত্ব করে এবং জেরুজালেম পর্যন্ত তার বিস্তার করে । উপরে ডানদিকে রাজা অ্যান্টিকুশ টেম্পল মাউন্টের অবমাননা করে এবং ইহুদিদের নির্যাতন করে । যা পরে ইহুদিরা প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ করে এবং ইহুদি ম্যাকারের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে, উপরের বা দিকে খোদিত ছবি, এদের রাজত্ব রোমানদের জেরুজালেম অধিকারের আগ পর্যন্ত ছিল ।

রোমান শক্তিধর মার্ক এ্যান্টিন *(নিচে বামে)* নতুন শাসক হ্যারডকে সমর্থন করেন কিন্তু তার রক্ষিতা ও শেষ পটোলেমিক রাণী ক্লিওপেট্রা *(নিচে ডানে)* নিজেই জেরুজালেমের শাসক হতে চান ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

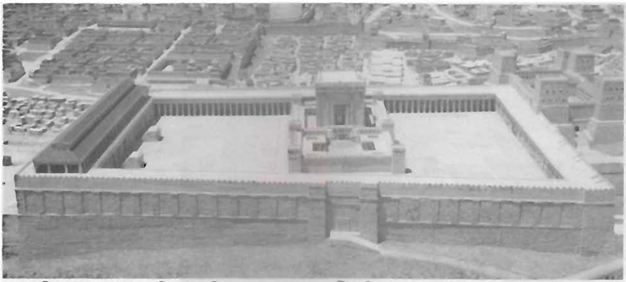

একদিকে ভয়ংকর খুনি অন্যদিকে দারুণ মেধাবী, মিশ্র গোত্রের আরব ইহুদি বংশোদ্ভূত *হেরড দ্য গ্রেট* নতুন করে উপসানালয়টি তৈরী করেন ও নগরটিও গড়ে তোলেন অধিক জাকজমক করে।

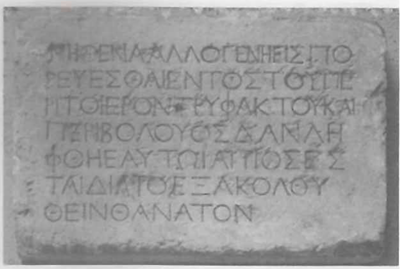

উপরে বায়ে এই বাক্সে লেখা রয়েছে সিমন এই শতাব্দীর নির্মাতা। সম্ভবতঃ এখানে রয়েছে এই আর্কিটেকটের হাড়। ডান দিকে গ্রিক ভাষায় লেখা হয়েছে অন্দর ভবনে মৃত্যুর যন্ত্রনা না নিয়ে ঢোকার হুসিয়ারি।

হেরোডের আমলে তৈরী টেম্পেল মাউন্টের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেয়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

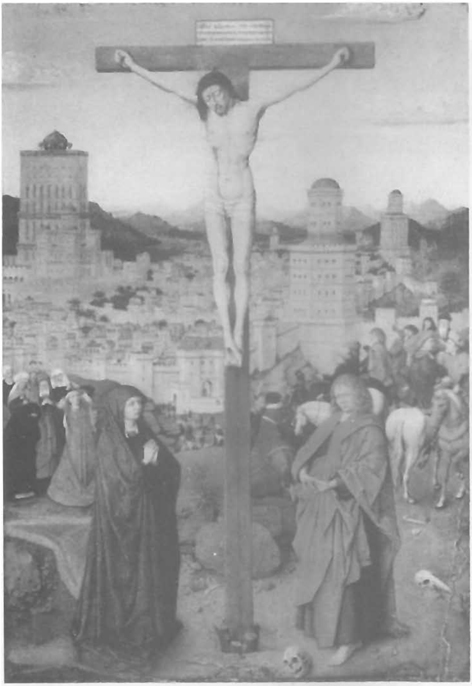

ক্রুশবিদ্ধ যশুির ছবিটা এঁকেছেন ফন আইক। ছবিটি নিশ্চই রোনামদের উদ্যোগে তৈরী হয়েছে এবং এই কাজে উপসনালয়ের কর্তাদের সমর্থন ছিল এই কারণে যে এর অবস্থান যেন পরবর্তীতে পরিবর্তন না হয়।

গ্যালিলির শাসক *হেরড দ্য গ্রেটের* পৌত্র হেরড এন্টিপাস যিশুকে নিয়ে বিরুপভাব প্রকাশ করতেন কিন্তু কখনো যিশুকে মূল্যায়ন করেননি।

রোমান ইতিহাসে কিং হ্যারড আগ্রিপা ছিলেন ইহুদিদের মধ্যে সকলের চেয়ে বেশি শক্তিধর মানুষ। তিনি ছিলেন আমুদে, পরওয়াহীন ও অভিযান প্রিয়। তার সাথে গভীর বন্ধুত্ব ছিল এমপেরার কালিগুলার সাথে। তার সাহায্যে জেরুজালেমকে রক্ষা ও ক্লডিয়াস সিংহাসনে বসেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

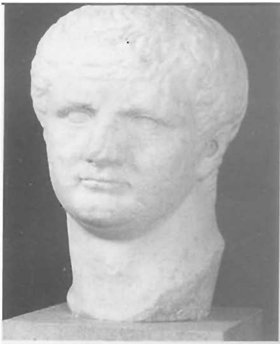

দীর্ঘ চার বছর যুদ্ধের পর রোমান রাজা *ভেসপাসিয়ানের* পুত্র টুটুস (বামে) অবরুদ্ধ জেরুজালেম নগরীতে উপস্থিত হন। মাঝখানে নগর ও উপাসনালয়ের ধ্বংসস্তুপ। প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখানে খুজে পান এক নারীর কংকাল, দেয়াল চাপা পড়া তাঁর হাতটি বের হয়ে আছে। *হেরোদিয়ানদের* সকল প্রকার পাথড়ের ওপর লিখন গুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই রোমান জয়কে স্মরণ করে নিচের এই মুদ্রা ইস্যু করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামে: বাদশাহ হাদরিয়ান ইহুদিবাদকে নিষিদ্ধ করেন এবং জেরুজালেম কে পূণর্গঠন করেন ও রোমান সাম্রাজ্যের একটি নগরে পরিণত করেন। আলিয়া কেনটোলিনা সিমন করে কোসবারে ইহুদিদের বিরুদ্ধে উৎসাহিত করেন তিনিই এই তিনটি মুদ্রা জেরুজালেম পূর্ণগঠন উপলক্ষে ইস্যু করেন।

উপরে: পাথরে খোদাই, আমরা ঈশ্বরের কাছে যাব। এই পাথরটি পাওয়া যায় হোলি সেপুলশেরে চার্চে। আর এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে খ্রীষ্টান তীর্থ যাত্রীরা হাদরিয়ান উপশনালয়ে উপশনা করতো!

ডানে: কনসটানটিন দ্য গ্রেট সাধু-সন্ত ছিলেন না, তিনি তার স্ত্রী ও পুত্রকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু তিনি খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন এবং চার্চ তৈরী করার নির্দেশ দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারিয়ামি : ভালোবাসা ও ঘৃণায় হেরোড

হেরোড যখন দূরে, মারিয়ামি আবারো তার অভিভাবককে ফুসলিয়ে, স্বামী না ফিরলে তাকে নিয়ে কি পরিকল্পনা করা আছে তা জেনে নেন। হেরোড তাকে রাজনৈতিকভাবে বিষাক্ত বিবেচনা করলেও ব্যক্তিগতভাবে অপ্রতিরোধ্য বলে মনে করতেন : ভাইকে হত্যার জন্য রানি প্রকাশ্যে রাজাকে দায়ী করেন। কখনো কখনো রাজসভায় এই অবমাননা আরো স্পষ্ট করে দিতেন এভাবে যে, তিনি রাজাকে যৌনমিলনে বাধা দিয়েছেন। আবার কখনো কখনো দুজনের সম্পর্ক ছিল অন্তরঙ্গ ও সমঝোতাপূর্ণ। রাজার ঔরসে মারিয়ামির দুটি ছেলে হয়। এরপরও তিনি রাজার ধ্বংস চাচ্ছিলেন। তিনি হেরোডের বোন সালোমিকে তার নীচ বংশের জন্য উত্ত্যক্ত করতেন। হেরোড ছিলেন 'ঘৃণা ও ভালোবাসার মাঝে দোদুল্যমান'। তার অনুরাগ আরো তীব্র হয়ে ওঠত। কারণ ক্ষমতার প্রতি তার যে আবেগ ছিল, এর সঙ্গে তা মিশে গিয়েছিল।

সালোমে মনে করতেন, জাদুবলে মারিয়ামি রাজার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছেন। তিনি রাজার কাছে এমন প্রমাণও হাজির করেন যে, এই ম্যাকাবীয় ভালোবাসার মায়ায় জড়িয়ে রাজার সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। মারিয়ামির অপরাধগুলো প্রকাশ না করা পর্যন্ত তার খোঁজা প্রহরীদের ওপর নির্যাতন চালানো হলো। রাজার অনুপস্থিতিতে মারিয়ামিকে দেখভালকারী অবিভাবককে হত্যা করা হয়। মারিয়ামিকে আন্টেনিয়ায় কারারুদ্ধ ও বিচারের সম্মুখীন করা হয়। সালোমে এমনভাবে নানা তথ্য প্রকাশ করতে লাগলেন যেন ম্যাকাবীয় রানির নিশ্চিত মৃত্যু ঘটে।

মারিয়ামিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো। বিচারের সময় তার মা আলেকজান্দ্রা মেয়েকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। এভাবে নিজের চামড়া বাঁচানোর আশা করেছিলেন। জবাবে জনতা তাকে নিয়ে উপহাস করতে থাকে। মারিয়ামিকে যখন হত্যার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তিনি বিস্ময়করভাবে 'হৃদয়ের মহানুভবতার' প্রকাশ ঘটে, এমন আচরণ করেন। তিনি বলেন, এভাবে নিজেকে প্রকাশ করা তার মায়ের জন্য লজ্জাজনক। সম্ভবত শ্বাসরুদ্ধ করে মারিয়ামিকে হত্যা করা হয়। একজন সত্যিকার ম্যাকাবীয়ের মতো মারা যান মারিয়ামি, 'চেহারার রঙে কোনো পরিবর্তন আসেনি' তার। এমন শোভন আচরণ প্রদর্শন করেন 'যা দর্শকদের সামনে তার পূর্বপুরুষদের আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটায়।' প্রচণ্ড দুঃখে হেরোড উন্মাদ হয়ে যান। তিনি ভাবতেন, মারিয়ামির জন্য তার প্রেম ছিল তাকে ধ্বংসের জন্য একটি ঐশ্বরিক প্রতিশোধ। তিনি প্রাসাদের চারদিকে রানির নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতেন। ভৃত্যদের নির্দেশ দিতেন রানিকে খুঁজে আনার জন্য। মনযোগ অন্যদিকে ফিরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখতে ভোজন-বিলাসে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু পার্টিগুলো শেষ পর্যন্ত শেষ হতো কান্না দিয়ে। অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। তার গায়ে ফোঁড়া দেখা দিল। এসময় আলেকজান্দ্রা ক্ষমতার জন্য শেষ চেষ্টা চালালেন। হেরোড তাকে হত্যা করেন। এরপর হত্যা করেন নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ট চার বন্ধুকে। সম্ভবত এরা মায়াবি রানিরও ঘনিষ্ঠ ছিল। রাজা মারিয়ামির শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এটা ছিল একটি অভিশাপ, যা আরেকটি প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিতে ফিরে এসেছিল। পরে তালমুদে দাবি করা হয়, মারিয়ামির মরদেহ মধুতে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করেছিলেন হেরোড। এটা সত্য হতে পারে, কারণ এটা ছিল প্রয়োজনীয় মিষ্টি, যথাযথ ভয়ংকর।

রানির মৃত্যুর পর হেরোড তার অমর কীর্তি, জেরুজালেম নিয়ে কাজ শুরু করেন। টেম্পলের উল্টোদিকে ম্যাকাবীয় রাজপ্রাসাদ তার রুচি অনুযায়ী ততটা সুরম্য ছিল না। তাছাড়া অ্যান্টোনিয়ায় অবশ্যই মারিয়ামির প্রেতাত্মা তাড়া করে ফিরত। খ্রিস্টপূর্ব ২৩ সালে তিনি তার পশ্চিম দিকের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা আরো সুদৃঢ় করেন। টাওয়ারযুক্ত নতুন সিটাডল (নগরদুর্গ) ও প্রাসাদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করেন। এটা ছিল 'জেরুজালেমের মধ্যে জেরুজালেম'-এর মতো। ৪৫ ফুট উঁচু প্রাচীরঘেরা সিটাডলের তিনটি টাওয়ারের নামের সঙ্গে আবেগ জড়িত ছিল। সর্বোচ্চ ১২৮ ফুট উঁচু টাওয়ারটির নাম ছিল হিপ্পিকাস (যুদ্ধে নিহত এক তরুণ বন্ধুর নামে)। এর ভিত্তি ছিল ৪৫ ফুট বর্গাকার। দ্বিতীয়টি তার নিহত ভাই ফাসায়েলের নামে এবং শেষটির নাম মারিয়ামি।* অ্যান্টোনিয়া যদিও টেম্পলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, শহর শাসন করত এই নগরদুর্গ।

সিটাডলের দক্ষিণে নিজের প্রাসাদ নির্মাণ করেন হেরোড। এই আমোদ-প্রমোদশালায় ছিল দুটি ব্যয়বহুল ও বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। এগুলো ছিল তার দুই পৃষ্ঠপোষক অগাস্টাস ও আগ্রিপ্পার নামে। এগুলোর দেয়াল ছিল মার্বেল পাথরের। থামগুলো সিডর কাঠের, সুবিস্তৃত মোজাইক, স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকাজ করা। প্রাসাদের চারদিকে ছিল আঙিনা, কলানেইড (সারি সারি স্থাপিত স্তম্ভ) ও দহলিজ। সেই সঙ্গে ছিল সবজ লন, প্রমোদ কুঞ্জ, শীতল পানির পুকুর ও কৃত্রিম ঝরনার পানি বয়ে যাওয়া খাল। এগুলোর ওপরে ছিল পায়রার বাসা (হেরোড সম্ভবত পায়রা'র ডাকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন)। এসবের খরচ যোগান দেন অগাধ সম্পদের অধিকারী হেরোড নিজেই : তিনি সম্রাট ছাড়াও ছিলেন ভূ-মধ্যসাগরীয় এলাকার সবচেয়ে ধনাঢ্য ব্যক্তি †। রাজপ্রাসাদের উত্তেজিত কর্মব্যস্ততা, সেই সঙ্গে টেম্পলের ভেরী ও দূরে নগরীর কোলাহল থেকে অবশ্যই মুক্তি দিত প্রাসাদ আঙিনার পাখির কুজন ও ঝরনার কুলকুল ধ্বনি। হেরোডের রাজভায় আর যাই থাকুক, নিস্তব্ধতা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার ভাইয়েরা ছিলেন নির্দয় চক্রান্তকারী : তার বোন সালোমে আবির্ভূত হলেন নির্দয় দানবী হিসেবে এবং তার হারেমের নারীরা সবাই স্পষ্টত ছিল রাজার মতোই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বাতিকগ্রস্ত। হেরোডের জৈবিক চাহিদা রাজনীতিকে জটিল করে তোলে। জোসেফাস লিখেন, তিনি ছিলেন, 'জৈবিক আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ একটি মানুষ'। মারিয়ামির আগে তিনি ডোরিস নামে এক নারীকে বিয়ে করেছিলেন। মারিয়ামির পর তিনি আরো অন্তত আটজনকে স্ত্রী করে, তিনি সুন্দরীদের বেছে নিতেন ভালোবাসা বা কামুকতার জন্য কখনোই তাদের বংশানুক্রমিক পরিচয়ের জন্য নয়।

৫০০ নারীকে নিয়ে সমৃদ্ধ হারেম ছাড়াও হেরোডের গ্রিক অভিরুচি তার গৃহের বালক-ভৃত্য এবং হিজড়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তার দ্রুত বিকাশমান পরিবারে ছিল কিছুটা উচ্ছন্নে যাওয়া, কিছুটা অবহেলিত পুত্রদের সমাবেশ। প্রত্যেককে ইন্ধন দিত একেকজন ক্ষমতালোভী মা। ফলে পরিবারটি একটি শয়তান উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিণত হয়। এমনকি অত্যন্ত কৌশলী ক্রীড়নক নিজেও এসব বিদ্বেষ ও ঈর্ষাপরায়ণতা সামাল দিতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিলেন। হেরোড জানতেন জেরুজালেমের মর্যাদা তার নিজের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই তিনি সলোমনের সমমাপের হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৪১]

AMARBOI.COM

* এটা পরবর্তী কোনো স্ত্রীর নামেও হতে পারে, তাকেও হয়তো মারিয়ামি নামে ডাকা হতো। কিন্তু, এটা তাকে এবং ম্যাকাবীয় রাজপুত্রদের প্রত্যেককে স্মরণ করিয়ে দেয়। বর্তমানের টাওয়ার অব ডেভিড (দাউদ মিনার), যার সঙ্গে দাউদের কোনো সম্পর্ক নেই, নির্মিত হয়েছে হেরোডের হিপ্পিকাস টাওয়ারের ওপর। নগরীতে টাইটাসের ধ্বংসযজ্ঞের পরও উসমানিয়াদের সময় পর্যন্ত এটা ছিল জেরুজালেমের সবচেয়ে সুরক্ষিত এলাকা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা সেখানে জুদাই, ম্যাকাবীয়, হেরোডীয়, রোমান, আরব, ক্রুসেডার, মামলুক ও উসমানিয়া আমলের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। তবে এই সিটাডলের মতো জেরুজালেমের আর কোনো স্থাপনাই নগরীর উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে এতটা বিশদভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি।

† মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে হেরোডের জমিদারি থেকে তার অর্থ-সম্পদের আগমন ঘটে। সেখানে মেষ ও গবাধিপশু উৎপন্ন হতো (জর্ডান ও জুদাইয়ে এগুলো পালন করা হতো), গ্যালিলি ও জুদাই থেকে আসতে গম ও বার্লি; অ্যাশকেলন থেকে মাছ, জলপাই তেল, মদ, পিঁয়াজ, পদ্ম ও ফল (শালুট হলো আশকেলনের পিঁয়াজ), জেরুজালেমের উত্তরে জেবা থেকে আসতো ডালিম, জাফা থেকে ডুমুর এবং জেরিকো থেকে খেজুর ও বালসাম (এই গাছ থেকে সুগন্ধি'র কাঁচামাল পাওয়া যায়)। হেরোড তার রাজ্যের অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ এলাকার মালিক ছিলেন। তিনি কর বসাতেন এবং নাবাতীয় মসলা রফতানি করতেন; তার খনি থেকে চুম্বক লোহা তোলা হতো। তিনি সাইপ্রাসের তামার খনির অর্ধেক মালিকানার জন্য তিনি অগাস্টাসকে তিন শ' তালেন্ত দিতেন। তিনি স্থানীয় মদ রফতানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেও নিজে খেতেন ইতালীয় ভিনটেজ। জীবনভর বিভিন্ন নির্মাণ কাজের পেছনে ব্যয় ও রোমকে বিপুল অংকের খাজনা দেওয়ার পরও মৃত্যুর সময় তিনি অগাস্টাসের জন্য এক হাজার তালেন্ত বা এক মিলিয়ন দ্রাকমা এবং নিজের পরিবারের জন্য এর চেয়েও বহুগুণ বেশি সম্পদ রেখে যান।

হেরোড : দ্য টেম্পল

হেরোড বিদ্যমান সেকেন্ড টেম্পল (দ্বিতীয় মন্দির) ভেঙে ফেলে, ওই জায়গায় নির্মাণ করেন বিশ্বের বিস্ময়। ইহুদিদের ভয় ছিল তিনি পুরনো মন্দির ধ্বংস করে ফেলবেন, নতুনটির কাজ কখনো শেষ হবে না। তাই তিনি নগরবাসীকে বোঝানোর জন্য একটি সভা আহ্বান করেন। খুঁটিনাটি সবকিছু তৈরি করা হলো। ওস্তাগার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এক হাজার পুরোহিতকে। লেবাননের সিডর বন উজার করা হলো। উপকূলে গাছের গুঁড়ি ভেসে আসতে লাগলো। জেরুজালেমের চারপাশের পাথরের কোয়ারি থেকে হলুদ দীপ্তি ছড়ানো প্রায় সাদা প্রকাণ্ড এসলার পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিল। এসব চুনাপাথর খুঁজে খুঁজে তোলা হয়। এক হাজার ওয়াগন জড়ো করা হলো পাথর বহনের জন্য। পাথরগুলোর আকার আয়তনও ছিল অকল্পনীয়। টেম্পল মাউন্টের পাশে গুহাগুলোর মধ্যে একটি পাথর আছে ৪৪.৬ ফুট দীর্ঘ, ১১ ফুট পুরু। যার ওজন ৬০০ টন।* কোনো কোলাহল, কোনো হাতুরির আঘাত সলোমন টেম্পল ভবন কলুষিত করেনি। প্রতিটি বস্তু যেন নিঃশব্দে যার যার জায়গা মতো বসে যায়, হেরোড তা নিশ্চিত করেন। দুই বছরের মধ্যে হলি অব হলিজের নির্মাণ শেষ হয়। কিন্তু পুরো কমপ্লেক্সের কাজ ৮০ বছরেও শেষ করা যায়নি।

হেরোড ভিত্তি প্রস্তরের নিচ পর্যন্ত খোঁড়েন, সেখান থেকে নির্মাণ শুরু করেন। তাই তিনি সলোমন ও জোরুবাবেলের টেম্পলগুলোর যেকোনো অবশিষ্ট ধ্বংস করে ফেলতে পারেন। কিদরন উপত্যকার ঢালের কারণে টেম্পল পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করতে না পারায় তিনি টেম্পল মাউন্টের সমতল চত্বর দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করেন। স্থানটিতে আরেকটি সাব-স্ট্রাকচার নির্মাণ করা হয়, যা ৮৮টি স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো এবং এর ১২টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। বর্তমানে এটি সলোমনের আস্তাবল নামে পরিচিত। তিন একর এলাকা জুড়ে এই মঞ্চ রোমান ফোরামের চেয়ে দ্বিগুণ বড়।

আজও পূর্ব দেয়ালে এই সন্ধিমুখ সহজেই চোখে পড়ে। নগরীর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত থেকে এর ১০৫ ফুট এখনো দৃশ্যমান। এর বাঁ দিকে আছে বিশালায়তন হেরোডীয় এসলার এবং ডান দিকে তুলনামূলক ছোট আকারের ম্যাকাবীয় পাথর। টেম্পলের পবিত্রতা চির-বর্ধনশীল হলেও এর আঙিনা ক্রমাগত ছোট হতে হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রায় বিলুপ্তির পথে। বিশালায়তন কোর্ট অব জেনটিলস- এ ইহুদি, অ-ইহুদি সবাই প্রবেশ করতে পারতো। কিন্তু নারীদের জন্য একটি চত্ত্বর ছিল দেয়াল দিয়ে ঘেরা এবং সেখানে উৎকীর্ণ ছিল সতর্কবাণী-

'আগন্তুক! মন্দিরের সংরক্ষিত এবং পৃথক
করা স্থানে প্রবেশ করো না।
একাজ করতে গিয়ে ধরা পড়লে
তার শাস্তি মৃত্যু এবং এর জন্য
সে নিজেই দায়ী থাকবে।'

৫০ ধাপ ওপরে উঠলে সেখানে রয়েছে 'ইসরাইল চত্ত্বর'। সেখানকার ফটক পুরুষ ইহুদির জন্য খোলা। এই ফটক দিয়ে একান্তভাবে পুরোহিতদের জন্য সংরক্ষিত কোর্ট অব পির্স্টস-এ যাওয়া যায়। এসব এলাকার মধ্যে রয়েছে পূণ্যস্থান (স্যাঙচুয়ারি) এবং হলি অব হলিজ ধারণকারী হেকহাল।

এখানে রয়েছে সেই পাথর যেখানে ইব্রাহিম তার পুত্র ইসহাককে (আইজ্যাক) উৎসর্গ করতে গিয়েছিলেন বলে বলা হয় এবং যেখানে দাউদ তার বেদি তৈরি করেছিলেন। কোর্ট অব ওম্যান (নারীদের চত্ত্বর) ও মাউন্ট অব অলিভসের (জলপাই পর্বত) দিকে মুখ ফেরানো এই স্থানটিতে উৎসর্গ করা হতো। পুড়িয়ে উৎসর্গ করার বেদিটি রয়েছে এখানে।

উত্তর দিক থেকে টেম্পল মাউন্টকে পাহারা দিয়ে রেখেছিল হেরোডের অ্যান্টোনিয়া দুর্গ। সেখান থেকে টেম্পলে যাওয়ার জন্য হেরোড গোপন সুড়ঙ্গ তৈরি করেন। টেম্পলের দক্ষিণ দিক 'ডাবল' ও 'ট্রিপল' গেটের মধ্য দিয়ে সমাধিক্ষেত্রের সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়েছে। সেখানকার টেম্পল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূগর্ভস্থ চলার পথটি পায়রা ও ফুলে শোভিত। পশ্চিম দিকে রয়েছে একটি স্মারক সেতু। এর সাথে রয়েছে নালা, যার মধ্যমে একটি বিশালাকার গোপন জলাধারে পানি আনা হতো। সেতুটি টেম্পল থেকে উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। টেম্পলের খাড়া পূর্ব দেয়ালে রয়েছে শুসান গেট। সর্বোচ্চ পুরোহিতরা পূর্ণিমার চাঁদ পবিত্রকরণ অথবা সবচেয়ে দুর্লভ, পবিত্র, নিষ্কলুষ লাল বাছুর** উৎসর্গ করার উদ্দেশে এই পথে মাউন্ট অব অলিভসে যেতেন।

টেম্পলের চারপাশে থামের ওপর স্থাপিত পোর্টিকো রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়টি হলো 'রয়্যাল পোর্টিকো'। এটি হলো একটি বিশাল ব্যাসিলিকা (হলরুম)। হেরোড নগরীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৭০ হাজার। কিন্তু উৎসবের সময় সেখানে লাখ লাখ তীর্থযাত্রী জড়ো হত। যেকোনো ব্যস্ত তীর্থস্থানের মতো, এমনকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজকের দিনেও, টেম্পলের একটি সাক্ষাত প্রার্থীদের জন্য এবং বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালনের মতো জায়গা প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজন মেটানোর কাজ করেছে রয়্যাল পোর্টিকো। দর্শনার্থীরা এখানে এসে ব্যস্ত ফুটপাথের দোকান-পাটে কেনাকাটা করত। ওয়েস্টার্ন ওয়াল লাগোয়া মনুমেন্টাল আর্কের নিচের দিককার সড়কে ছিল এসব দোকান। টেম্পল দর্শনের সময় হলে তীর্থযাত্রীরা বিভিন্ন পূণ্যপুকুরে গোসল করে পরিশুদ্ধ হতো। এগুলোকে *মিকভাহ* বলা হতো। দক্ষিণ প্রবেশ পথে এরকম অনেক পুকুর দেখা যায়। তীর্থযাত্রীরা রয়্যাল পোর্টিকো অভিমুখী একটি স্মারক সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠত। প্রার্থনার সময় হওয়ার আগে সেখান থেকে তারা পুরো শহরের দৃশ্যটি দেখে নিত। দক্ষিণ-পূর্ব কোণায় সুউচ্চ দেয়াল ও কিদরান উপত্যকার গিরিখাদ মিলে একটি দুরারোহ চূড়া সৃষ্টি হয়েছে। এর নাম পিনাকল। গসপেল মতে শয়তান এখানে যিশুকে প্রলুব্ধ করে। সমৃদ্ধ আপার-সিটির দিকে ফেরানো দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় দাঁড়িয়ে পুরোহিতরা শুক্রবার রাতে ভেরী বাজিয়ে উৎসব ও সাবাতের ঘোষণা দিতেন। সেই ঘোষণার ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। খ্রিস্টপূর্ব ৭০ সালে টাইটাসের উপড়ে ফেলা একটি পাথরে 'ভেরী বাজানোর জায়গা' কথাটি উৎকীর্ণ ছিল।

রাজা ও তার অগণিত স্থাপত্যবিদ টেম্পলের নির্মাণকাজ তদারক করতেন ('মন্দিরের নির্মাতা সাইমন' লেখা একটি ফলক পাওয়া গেছে)। সেকালের নির্মাতারা স্থান ও থিয়েটারের ব্যাপারে কতটা জ্ঞান রাখত তার চমৎকার নমুনা এই টেম্পল। চোখ ধাঁধানো এবং সম্ভ্রম উদ্রেককারী হেরোডের টেম্পল পুরোটাই ছিল 'সোনার পাতে ঢাকা এবং সকালের সূর্যরশ্মি এর ওপর প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধানো আগ্নিবর্ণ রূপ ধারণ করত। মাউন্ট অব অলিভস থেকে জেরুজালেম আসার সময় একে দেখা যেতে একটি 'তুষারমোড়া পর্বতের মতো।' এই সেই টেম্পল যাকে জেসাস (যিশু) জানতেন, আর টাইটাস যাকে ধ্বংস করেন। হেরোডের অবকাশ কাটানোর চত্বরটি (এসপ্লানেড) আজকের হারাম আশ-শারিফ। এর তিন দিক হেরোডীয় পাথর দিয়ে বাধানো, যা আজও দীপ্তি ছড়ায়। বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ালটিকে পবিত্র জ্ঞান করে ইহুদিরা।

বলা হয়, নির্মাণকাজ চলাকালে সেখানে দিনের বেলায় বৃষ্টি হতো না, ফলে কাজে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি। পূণ্যস্থান ও এসপ্লানেড নির্মাণ শেষ হওয়ার পর ৩০০ ষাঁড় উৎসর্গ করে উৎসব করেন হেরোড। তবে, তিনি পুরোহিত না হওয়ায় হলি অব হলিজে প্রবেশ করতে পারতেন না।[৪২] এভাবে নিজের সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছলেন হেরোড। কিন্তু, তার এই অপ্রতিরোধ্য শ্রেষ্ঠত্ব নিজের সন্তানদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বারাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়, যখন ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী বাছাই প্রশ্নে আগের অপরাধগুলো ফের মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

* হেরোড সে সময়ের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকবেন। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ বছর আগেই মিসরীয়রা তা জানত, পিরামিড নির্মাণের জন্য বিশালাকার পাথর কিভাবে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া যায়। রোমান প্রকৌশলী ভিটরুভিয়াস ভারী পাথর বহনের জন্য বড় বড় সব যন্ত্র-চাকা, স্লেজ ও ক্রেন- এসব তৈরি করেছিলেন। ১৩ ফুটেরও বেশি দৈর্ঘের ব্যাসবিশিষ্ট চাকা এক্সেল হিসেবে ব্যবহার করা হতো। একসঙ্গে অনেকগুলো ষাঁড় জুড়ে দিয়ে এসব চাকা ঘোরানো হতো। এরপর ছিল কপিকলের মতো উইনচ। এর সাহায্যে মাত্র আটজন মানুষ দেড় টন ওজন তুলতে পারত।

** ১৯ নম্বর স্তবকে মুসা ও আরনকে নির্দেশ দিলেন ঈশ্বর, 'ইসরাইলের সন্তানদের বলো, তারা যেন একটি লাল বাছুর নিয়ে আসে, যার গায়ে কোনো দাগ নেই, নিষ্কলঙ্ক ও নিখুঁত'। লাল সুতায় বাঁধা সিডার ও হিসাপ গাছের কাঠের চিতায় বাছুরটি উৎসর্গ করা হতো এবং এর ছাই পবিত্র পানিতে মেশানো হতো। মিশ্‌নাহ'র বর্ণনা অনুযায়ী, এ ধরনের উৎসর্গ মাত্র ৯ বার হয়েছিল এবং দশমবারের সময় মিসাইয়ার আগমন ঘটবে। ১৯৬৭ সালে ইসরাইল জেরুজালেম দখল করার পর মৌলবাদী খ্রিস্টান ইভানজেলিস্ট এবং ইহুদি রিডেম্পটশনিস্টরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, শেষ বিচারের দিন ও মেসিয়াহ'র আগমনের (অথবা যিশুর দ্বিতীয় আগমন) তিনটি লক্ষণের দুটি পূর্ণ হয়েছে : ইসরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং জেরুজালেমে ইহুদিদের দখলে এসেছে। তৃতীয় পূর্বশর্তটি হলো টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কিছু খ্রিস্টান মৌলবাদী এবং টেম্পল ইন্সটিটিউটের মতো রিডেম্পটশনিস্ট অর্থোডক্স ইহুদিদের মতো ক্ষুদ্র কিছু গোষ্ঠী বিশ্বাস করে এটা কেবল তখনই সম্ভব, যখন লাল বাছুর উৎসর্গ করার মধ্য দিয়ে টেম্পল মাউন্টকে পরিশুদ্ধ করা হবে। তাই এখন মিসিসিপি এলাকার ক্লায়েড লোট নামে একজন পেনটেকোস্টাল ধর্মপ্রচারক, টেম্পল ইন্সটিটিউটের রাব্বি রিচম্যানের সঙ্গে জোট বেধে জর্ডান উপত্যাকার একটি খামারে বসে নেব্রাস্কা থেকে আমদানি করা ৫০০ রেড আঙ্গুস থেকে লাল বাছুর জন্ম দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তাদের বিশ্বাস, তারা 'সেই বাছুর জন্ম দেবেন, যা পৃথিবীকে বদলে দেবে।'

হেরোডের রাজপুত্ররা : পারিবারিক ট্রাজেডি

এ সময় হেরোডের ১০ স্ত্রীর ঘরে অন্তত ১২টি সন্তান ছিল। তিনি মারিয়ামির দুই পুত্র- আলেকজান্ডার ও আরিস্টোবুলাস ছাড়া আর সবাইকে উপেক্ষা করে চলতেন। এরা ছিল আধা-ম্যাকাবি, আধা-হেরোডীয় এবং তারা হবেন হেরোডের উত্তরাধিকারী। তিনি দুই ছেলেকে রোম পাঠালেন। সেখানে তাদের বিদ্যা অর্জন তদারকি করতেন অগাস্টাস নিজেই। পাঁচ বছর পর বিয়ে করানোর জন্য এ দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোর রাজপুত্রকে বাড়িতে নিয়ে আসেন হেরোড: কাপ্পাডোকিয়ার রাজার মেয়েকে আলেকজান্ডার এবং হেরোডের এক ভাগ্নিকে বিয়ে করেন আরিস্টোবুলাস।* খ্রিস্টপূর্ব ১৫ সালে মারাকার অ্যাগ্রিপ্পা হেরোডের জেরুজালেম পরিদর্শনে আসেন। সঙ্গে ছিলেন তার নতুন স্ত্রী, অস্বাভাবিক যৌন আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত আগাস্টাসের বোন জুলিয়া।

অকটিয়াম বিজয়ী ও অগাস্টাসের অংশীদার অ্যাগ্রিপ্পার সঙ্গে হেরোডেরও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠেছিল। তিনি আন্তরিকভাবে বন্ধুকে জেরুসালেমে স্বাগত জানান। অ্যাগ্রিপ্পা সিটাডলের অভ্যন্তরে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে অবস্থান করেন। সেখানে হেরোডের সম্মানে ভোজের আয়োজন করা হয়। এর আগে অগাস্টাস টেম্পলে গিয়ে ইয়াহইয়ের উদ্দেশে একদিন উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু এবার অ্যাগ্রিপ্পা একশ' ষাঁড় উৎসর্গ করেন। তিনি আচরণে এমন কৌশল অবলম্বন করেন যে, খুঁতখুঁতে ইহুদিরাও তার চলার পথে তাল শাখা বিছিয়ে দেন এবং হেরোডীয়রা অ্যাগ্রিপ্পার নামে সন্তানদের নাম রাখেন। এরপর অ্যাগ্রিপ্পা ও হেরোড তাদের নৌবহর নিয়ে গ্রিস সফরে যান। সেখানে স্থানীয় ইহুদিরা গ্রিকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে নালিশ জানায়। অ্যাগ্রিপ্পা ইহুদিদের দাবি সমর্থন করেন। হেরোড তাকে ধন্যবাদ জানান এবং দুজনে পরস্পরকে সমমর্যাদায় আলিঙ্গন করেন।[৪৩] কিন্তু, এসব দহরম-মহরম শেষে দেশে ফিরেই নিজের সন্তানদের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন হেরোড।

AMARBOI.COM

রোমান শিক্ষায় শিক্ষিত রাজপুত্র আলেকজান্ডার ও এরিস্টোবুলাস মা-বাবা দুজনের কাছ থেকেই দৃষ্টিভঙ্গি ও ঔদ্ধত্যের দোষগুলো পেয়েছিলেন। তারা তার মায়ের ভাগ্যের জন্য পিতাকে দোষ দিতে থাকেন। মায়ের মতো এরাও আধা-সংকর হেরোডীয়দের তাচ্ছিল্য করতে থাকেন। রাজকন্যা বিয়ে করে বিশেষ করে আলেকজান্ডার আরো বেশি করে অন্যদের অবজ্ঞা করতে থাকেন। দুটি ছেলেই এরিস্টোবুলাসের হেরোডীয় স্ত্রীকে ব্যঙ্গ-উপহাস করতেন। এর ফলে স্ত্রীর মা তথা তাদের বিপজ্জনক চাচি সালোমেও উপহাসের পাত্রী হয়ে ওঠেন। ছেলেরা গর্ব করে বলতে থাকেন তারা যখন রাজা হবেন, তখন হেরোডের স্ত্রীদের দাসী এবং হেরোডের অন্য সন্তানদের কেরানি বানানো হবে।

হেরোডকে এসব জানিয়ে নালিশ করলেন সালোমে। এসব কথা শুনে তিনি ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন এবং বখে যাওয়া রাজপুত্রদের বিশ্বাসঘাতকতা নিয়ে বিপদের আশঙ্কা করতে থাকেন। রাজা তার বড় ছেলে, প্রথম স্ত্রী ডোরিসের সন্তান, আনতিপাতেরকে এতদিন উপেক্ষা করে আসছিলেন।

কিন্তু এখন খ্রিস্টপূর্ব ১৩ সালে এসে হেরোড আনতিপাতেরকে ডেকে পাঠান

এবং আগ্রিপ্পাকে বলেন, তাকে রোম নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে সম্রাটের জন্য ছিল সিল করা একটি পত্র : এটা ছিল তার উইল। এতে আগের দুই সন্তানকে উত্তরাধিকার থেকে বাদ দিয়ে রাজ্যটি আনতিপাতেরকে দেওয়া হয়। কিন্তু, পিতার কাছ থেকে উপেক্ষা ও ভাইদের ঈর্ষাপরায়ণতায় নতুন উত্তরাধিকারীর মন তখন তিক্ত হয়ে উঠেছে। তখন সম্ভবত ২৫-এর কাছাকাছি তার বয়স। তিনি ও তার মা মিলে উত্তরাধিকার বঞ্চিত রাজপুত্রদের ধ্বংস করার চক্রান্ত শুরু করে, যাদেরকে তারা রাষ্ট্রোদ্রোহিতার দায়ে অভিযুক্ত করলেন।

হেরোড আড্রিয়াটিকের আকুইলিয়ায় অবস্থানরত অগাস্টাসকে বললেন তিন রাজপুত্রের বিচার করতে। অগাস্টাস পিতা ও পুত্রদের মধ্যে সমঝোতা করে দেন। এই রায় নিয়ে বাড়ি ফিরে হেরোড টেম্পল আঙিনায় একটি সভা আহ্বান করেন। সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, তিন ছেলে তার রাজ্য ভাগাভাগি করে নেবে। ডোরিস, আনতিপাতের ও সালোমে তাদের নিজ নিজ উদ্দেশ্যে এই সমঝোতা পরিবর্তনের প্রস্তুতি নেন। অবশ্য, অন্য দুই বালকের ঔদ্ধত্য তাদের এ কাজকে সহজ করে দেয় : আলেকজান্ডার সবাইকে বলেন, হেরোড নিজের বয়স কম দেখাতে চুল কালো করেন। গোপন কথা বলছেন এমন ভান করে লোকজনকে জানান, পিতাকে খুশি করতে শিকার করতে গিয়ে ইচ্ছে করেই তিনি লক্ষ্যবস্তু মিস করেছেন। তিনি রাজার নিজস্ব তিন খোজাকে প্ররোচিত করেন পিতার গোপন বিষয়গুলো জানার জন্য। আলেকজান্ডারের ভৃত্যদের গ্রেফতার করেন হেরোড, যতক্ষণ না এদের একজন স্বীকার করে, তাদের মনিব শিকারের সময় রাজাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। এসময় মেয়েকে দেখতে আসা আলেকজান্ডারের শ্বশুর কাপ্পাডোকিয়ার রাজা আবারো পিতা ও পুত্রদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কাপ্পাডিয়ার রাজাকে একটি মূল্যবান হেরোডীয় উপহার দিয়ে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন হেরোড : এটি ছিল রাজনর্তকী, যার উপাধি ছিল পান্নিসিস (রাতভর)।

এই শান্তি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি : আলেকজান্দ্রিয়াম দুর্গের সেনাপতির কাছে আলেকজান্ডারের পাঠানো এক পত্রে ভৃত্যদের ওপর চালানো নির্যাতনের কথা প্রকাশ করা হয়। এতে বলা হয় : 'আমরা যা করতে চাচ্ছি এর সবকিছু যখন অর্জন করতে পারব, আমরা তোমার কাছে আসব।' হেরোড স্বপ্ন দেখেন, আলেকজান্ডার একটি ছুরি নিয়ে তার ওপর চড়ে বসছে। এই দুঃস্বপ্নটি এতই সজীব ছিল যে, তিনি দুই ছেলেকে গ্রেফতার করেন। তারা পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেন। হেরোড এ নিয়ে অগাস্টাসের সঙ্গে পরামর্শ করেন। যদিও সম্রাট দুষ্ট সন্তান ও উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বের বিষয়ে অজ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু তার পুরনো বন্ধুর এই অতিরিক্ত ঝামেলা তার কাছে ক্লান্তিকর হয়ে উঠছিল। অগাস্টাস রায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন, বালকেরা যদি হেরোডের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে থাকে, তবে তাদের শাস্তি দেওয়ার পুরো অধিকার তার রয়েছে।

হেরোড তার আনুষ্ঠানিক এখতিয়ার সীমার বাইরে বেরিতাসে (বৈরুত) এই বিচারের ব্যবস্থা করেন। ধরে নেওয়া হয়, এটি ন্যায়বিচারের জন্য একটি উত্তম জায়গা। হেরাডের ইচ্ছা অনুযায়ী ছেলেদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, যা তেমন বিস্ময়কর ছিল না। হেরোডের সভাসদরা ক্ষমার পরামর্শ দেন। কিন্তু যখন একজন ইঙ্গিত দেয়, বালকেরা সেনাবাহিনীকে অবৈধ কাজে প্ররোচিত করেছে, তখন হেরোড তিন শ' অফিসারকে বরখাস্ত করেন। রাজপুত্রদের জুদাইতে ফিরিয়ে নেওয়া হলো, সেখানে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়। তাদের মা মারিয়ামির ট্রাজেডির ষোলকলা পূর্ণ হলো, যা ম্যাকাবিদের অভিশাপ হিসেবে পরিচিত। অগাস্টাস খুশি হতে পারেননি। তিনি জানতেন, ইহুদিরা শূকরের মাংস এড়িয়ে চলে, তিনি ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেন: 'আমি হেরোডের ছেলে হওয়ার চেয়ে তার শূকর হওয়া বেশি পছন্দ করব।' কিন্তু এটা ছিল হেরোড দ্য গ্রেটের মহা পতনের সূচনা মাত্র।

* হেরোডের পরিবারের শাখা প্রশাখা অত্যন্ত জটিল। কারণ পরিবারটি পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, সমঝোতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় হেরোডীয় ও ম্যাকাবীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মধ্যে বারবার আন্তঃবিয়ে এবং পুনঃবিয়ে সংঘটিত হয়েছে : হেরোড তার ভাই ফেরোরাসকে মারিয়ামির বোনের সঙ্গে বিয়ে দেন এবং বড় ছেলে আনতিপাতেরকে বিয়ে করান শেষ রাজা আনটিগোনোসের (হেরোডের অনুরোধে তার শিরচ্ছেদ করেন অ্যান্টনি) মেয়েকে। কিন্তু বিভিন্ন হত্যার ঘটনায় এসব বিয়ে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে : সালোমির প্রথম দুই স্বামী হেরোডের হাতে নিহত হয়। হেরোডীয়রা কাপ্পাডোকিয়া, ইমেসা, পোন্টাস, নাবাতাইয়া ও সিলিসিয়ার মতো রাজপরিবারগুলোর সঙ্গেও বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এরা সবাই ছিল রোমানদের মিত্র। স্বামী ইহুদি ধর্ম গ্রহণ ও খৎনা করতে অস্বীকৃতি জানানোর কারণে অন্ত ত দুটি বিয়ে ভেঙে যায়।

হেরোড : জীবন্ত পরিশুদ্ধি

রাজার বয়স এখন ষাটের কোটায়। অসুস্থ ও ভ্রমগ্রস্ত ব্যাক্তি। আনতিপাতের হলেন একমাত্র ঘোষিত উত্তরাধিকারী। কিন্তু এর বাইরেও আরো অনেক ছেলে আছেন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবিদার। হেরোডের বোন সালোমি তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেন। তিনি একজন ভৃত্যকে খুঁজে পান, যার দাবি হেরোডকে রহস্যময় ওষুধের মধ্যে বিষ দিয়ে হত্যার চক্রান্ত করছে আনতিপাতের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগাস্টাসের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রোমে ছিলেন আনতিপাতের। তিনি দ্রুত দেশে ফিরে ছিলেন, জেরুজালেম প্রাসাদে ছুটে যান। কিন্তু পিতার সাক্ষাত পাওয়ার আগেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। বিচারের সময় সন্দেহজনক ওষুধটি একজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তকে দেওয়া হলে সে মারা যায়। নির্যাতন চালিয়ে জানা যায়, অগাস্টাসের বিষ বিশেষজ্ঞ স্ত্রী সম্রাজ্ঞী লিভিয়ার এক ইহুদি ক্রীতদাস এবং তিনি নিজে মিলে সালোমের জন্য জাল চিঠি তৈরি করেছেন, সালোমেকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করার জন্য।

হেরোড এসব নমুনা অগাস্টাসের কাছে পাঠান, তার তৃতীয় উইল রচনা করেন। রাজ্যটি তিনি আনতিপাস নামে আরেক পুত্রের নামে লেখে দেন। এই হেরোডকে পরে জন দ্য বাপতিস্ত ও যিশুর (জেসাস) মুখোমুখি হতে হয়েছিল। হেরোডের অসুস্থতা তার স্নায়ুকে বিকৃত করে দেয়, ইহুদিবিরোধী জনগণের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে ফেলে।

তিনি টেম্পলের সবচেয়ে বড় ফটকের ওপরে ব্রোঞ্জের গিল্টি করা একটি ঈগল স্থাপন করেছিলেন। কিছু ছাত্র ছাদে উঠে ঈগলটি নামিয়ে আনে, টেম্পল চত্বরে ভিড়ের মধ্যে এটি টুকরা টুকরা করে কাটে। অ্যান্টেনিয়া দুর্গ থেকে সৈন্যরা ছুটে এসে ছাত্রদের গ্রেফতার করে। রোগশয্যায় শায়িত হেরোডের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তারা বলে, কেবল তাওরাতের নির্দেশ পালন করছিল তারা। এসব দুর্বৃত্তকে জীবন্ত পোড়ানো হয়।

হেরোড ভেঙে পড়লেন। ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক এক রোগে আক্রান্ত হলেন : তার সারা শরীরে চুলকানি দেখা দিল; তার পাকস্থলিতে যন্ত্রণা দেখা দিল, হাত-পা ফুলে গেল, মলদ্বারে আলসার হলো। তার সারা শরীর থেকে তরল পুঁজ বের হতে লাগল, শ্বাস-প্রশ্বাস আটকে যেতে থাকল, তার চেহারা কিম্ভুতকিমাকার, তার পুরুষাঙ্গ এমনভাবে ফুলতে লাগল, যা এক সময় ফেটে যায়। তার সারা শরীরে পোকা বাসা বাঁধে।

শরীরে পচন ধরার পরও রাজা আশা করছিলেন, জেরিকো প্রাসাদে গেলে সেখানকার উষ্ণ পরিবেশে তিনি সেরে উঠবেন। কিন্তু তার রোগ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকলে তাকে 'মৃত সাগরের' তীরে কাল্লিরোহিতে নিয়ে যাওয়া হয় উষ্ণ সালফারের পানিতে গোসল করানোর জন্য। কিন্তু এসব তার রোগ যন্ত্রণাকেই কেবল বাড়িয়ে চলে।*

গরম তেলের চিকিৎসা দেওয়ার পর তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাকে জেরিকোতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। সেখানে তিনি জেরুজালেমের টেম্পল এলিটদের ডেকে পাঠান। এদের সবাইকে হিপ্পোড্রেমে আটক করা হয়। তাদেরকে হত্যার জন্য এ কাজ করা হয়েছিল, এটা মনে হয় না। সম্ভবত তিনি চেয়েছিলেন তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তরাধিকারের বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে নিশ্চিত করতে। এজন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এমন সবাইকে পাহারার মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন।

এই সময়ের দিকে যশুয়া বিন যোসেফ অথবা (আরামিক ভাষায়) জেসাস (যিশু) নামে এক শিশুর জন্ম হয়। তার জন্মদাতা যোসেফ ছিলেন কাঠমিস্ত্রী এবং মা তরুণী মেরি (হিব্রুতে মারিয়ামি)। গ্যালিলির উজানে নাজারেথে ছিল পরিবারটির আদি বাস। তারা তেমন স্বচ্ছল ছিলেন না। কিন্তু বলা হতো, তারা আদি দাউদের বংশধর। এই পরিবার বেথেলহেমে এসে বসতি স্থাপন করে। সেখানে যিশু নামে শিশুটির জন্ম হয়, 'যে আমার ইসরাইলি সন্তানদের শাসন করবে।' সেন্ট লুকের মতে, জন্মের অষ্টম দিন তাকে খৎনা করানোর সময়, শিশুটিকে জেরুজালেম নিয়ে আসা হয় ঈশ্বরের কাছে নিবেদনের জন্য এবং ঐতিহ্য অনুযায়ী মা-বাবা টেম্পলে গিয়ে উৎসর্গ করে। ধনী ব্যক্তিরা মেষ বা গরু উৎসর্গ করতে পারে। কিন্তু যোসেফ মাত্র দুটি ঘুঘু ছানা বা কবুতর উৎসর্গ করেছিলেন।

হেরাড যখন মৃত্যুশয্যায়, ম্যাথিউ'র গসপেলের মতে, তিনি এই সদ্য জন্মগ্রহণকারী শিশুটিকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সব নবজাতককে হত্যার নির্দেশ দেন। যোসেফ মিসরে গিয়ে আশ্রয় নেন, হেরোডের মৃত্যুর আগে পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। সেখানে নিশ্চিতভাবে মুসা'র সময়কার গুজবটি ছড়িয়ে পড়েছিল, হেরোড একজন দাউদ বংশীয় উত্তরাধিকারীর আগমনের আশঙ্কা করছিলেন। কিন্তু, তিনি যে যিশুর আগমনের কথা শুনেছিলেন বা কোনো নিষ্পাপকে হত্যা করেছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, এই দানবকে এমন একটি অপরাধের জন্য মনে রাখা হয়, যা তিনি করতে অবহেলা করেছিলেন। আবার নাজারেথের শিশুটির ব্যাপারে পরবর্তী ৩০ বছর আমরা আর কিছু শুনতে পাই না।**

* তার রোগের লক্ষণগুলো নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে এখনো বিতর্ক চলছে। এরমধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য হলো, হেরোড হাইপারটেনশন এবং আরটিওসেলেরোসিস রোগে ভুগছিলেন। সেইসঙ্গে ক্রমবর্ধমান ডিমেনশিয়া পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তোলে। হৃদযন্ত্র ও কিডনি কাজ করছিল না। আরটিওসেলেরোসিসের কারণে শিরায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হচ্ছিল। ফলে সারা শরীরে ফোস্কা পড়ে। রক্ত প্রবাহ এতটাই কমে যায় যে, তার পেশিতে নেক্রোসিস দেখা দেয়, গ্যাংরিন সৃষ্টি হয়। কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করায় শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা ও চুলকানি সৃষ্টি হতে পারে। তার শরীরে পচন ধরায় তা মাছি'র ডিম ফোটানোর আদর্শ ক্ষেত্রে পরিণত হয়। হতে পারে যৌনাঙ্গ থেকে পোকা বের হওয়ার বিষয়টি প্রচারণা। একজন দুষ্ট রাজার ওপর ঐশ্বরিক অভিশাপ হিসেবে এই প্রচারণা চালানো হয়েছিল। আনতিওকাস চতুর্থ ইপিহানেস, হেরোডের নাতি প্রথম আগ্রিপ্পা এবং জুদাস ইসকারিতসহ আরো আরো অনেক পাপাচারীর নামেও এরকম পোকা-আক্রান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়া, পাকস্থলি ফেটে যাওয়ার কথা ছড়ানো হয়েছে।

** যিশুর জন্মের ইতিহাস নিয়ে ব্যাপক মতবিরোধ রয়েছে। গসপেলগুলোর কাহিনীও পরস্পরবিরোধী। সঠিক তারিখ কেউ জানে না। তবে এটা সম্ভবত হেরোডের মৃত্যুর আগে খ্রিস্টপূর্ব ৪ সালের দিকে হবে। এর মানে ২৯-৩০ খ্রিস্টাব্দের দিকে যখন যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হলো তখন তার বয়স ছিল ত্রিশের কোটায়। শুমারিতে উল্লেখিত, পরিবারটিকে বেথেলহেমে ডেকে পাঠানোর গল্প ঐতিহাসিক সত্য নয়। কারণ, কুইরিনিয়াসের শুমারি হয়েছিল হেরোডের উত্তরাধিকারী আরকেলাউসের ক্ষমতাচ্যুতির পর, যিশুর জন্মের প্রায় ১০ বছর পর, ৬ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসন হারান তিনি। ম্যাথুর গসপেলে যিশুর বেথেলহেম গমন এবং দাউদের সঙ্গে সম্পর্কিত বংশধারা ফের পর্যালোচনা করে যিশুর রাজকীয় জন্ম এবং একে ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন হিসেবে দেখানো হয়- 'তাই নবির হাতেই এটা লিখিত'। শিশু হত্যা ও মিসরে পালিয়ে যাওয়ার গল্প স্পষ্টত পাসওভার কাহিনী থেকে এসেছে : ১০টি মহামারির একটি হলো প্রথম জন্মের শিশুটিকে হত্যা। যিশু যেখানেই জন্ম নিন না কেন, তার পরিবার উৎসর্গ করার জন্য টেম্পলে গিয়ে থাকতে পারেন। মুসলমানদের বিশ্বাস, আল-আকসা মসজিদের নিচে থাকা চ্যাপেলে বেড়ে ওঠেন যিশু, যা জেসাস ক্রাডেল নামে পরিচিত। ক্রুসেডাররা এই বিশ্বাসকে আরো ছড়িয়ে দেয়। যিশুর পরিবারটি রহস্যময় : জন্মের পর গসপেলে যোসেফের আর কোনো হদিস পাওয়া যায় না। ম্যাথু ও লুক লিখেন, মেরি তখনো কুমারী এবং যিশুর জন্ম হয়েছে ঈশ্বরের মাধ্যমে (রোমান ও গ্রিক ধর্মতত্ত্বে এই ধারণাটি অতি পরিচিত এবং ইসাইয়াহর ইমানুয়েল সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীতেও এ কথা বলা হয়েছে)। কিন্তু ম্যাথু, মার্ক ও জন যিশুর (জেসাস) ভাইদের নাম উল্লেখ করেন : জামেস, যোসেস, জুদাস সাইমন, সেইসঙ্গে ছিল তাদের বোন স্যালেমে। মেরির কুমারিত্ব যখন খ্রিস্টান ধর্মমতে পরিণত হয় তখন অন্য সন্তানরা হয়ে পড়েন অপ্রাসঙ্গিক। জন উল্লেখ করেন 'ক্লিওফাসের স্ত্রী মেরি।' যোসেফ যদি তরুণ বয়সে মারা গিয়ে থাকেন, তাহলে ক্লিওফাসের সঙ্গে মেরির বিয়ে হতে পারে এবং তাদের অনেক সন্তানও হতে পারে। কারণ, ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পর নেতা হিসেবে যিশুর উত্তরাধিকারী হন তার ভাই জামেস এবং এরপর 'ক্লিওফাসের পুত্র সাইমন'।

আরকেলাউস : মিসাইয়ারা ও গণহত্যা

সম্রাট অগাস্টাস হেরোডের চিঠির জবাব পাঠান : তিনি লিভিয়ার ক্রীতদাসীকে পিটিয়ে হত্যা করেছেন এবং রাজপুত্র আনতিপাতেরকে যেকোনো শাস্তি দিতে পারেন হেরোড। যদিও হেরোড এখন নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছেন, তবুও তিনি ছুরি তোলেন আত্মহত্যার জন্য। এসব গোলযোগের ফলে নিকটস্থ সেলে আটক আনতিপাতের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, বুড়ো রাজা মারা গেছেন। তিনি খুশিতে আত্মহারা হয়ে কারারক্ষীকে ডেকে পাঠান গরাদ খুলে দেওয়ার জন্য। সত্যিই, শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যন্ত আনতিপাতের ইহুদিদের রাজা হয়ে গেলেন? কারারক্ষীর কানেও চেঁচামেচি পৌঁছেছিল। তিনি দ্রুত রাজসভায় ছুটে যান। গিয়ে দেখেন হেরোড মারা যাননি, কেবল উন্মাদের মতো আচরণ করছেন। তার ভৃত্যরা তার কাছ থেকে ছুরিটি কেড়ে নেয়। কারারক্ষী আনতিপাতের বিদ্রোহের কথা রাজাকে জানায়। এই পুতিদুর্গন্ধময় জীবন্ত লাশের মতো রাজা নিজের মাথায় চাটি মারেন এবং প্রহরীদের নির্দেশ দেন ঘৃণ্য পুত্রটিকে অবিলম্বে হত্যা করার জন্য। এরপর তিনি নতুন করে উইল লিখেন। রাজ্যকে তিন ভাগ করে দেন তার অল্প বয়সী তিন ছেলের মধ্যে। এর মধ্যে জেরুজালেম ও জুদাই পান আরকেলাউস।

এর পাঁচ দিন পর, ৪ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে, ৩৭ বছর রাজ্য শাসনের পর, যিনি 'দশ হাজার বিপদ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন', সেই হেরোড দ্য গ্রেট মারা যান। ১৮ বছর বয়সী আরকেলাউস খুশিতে নাচতে ও গান গাইতে শুরু করেন। যেন তার বাবা নয়, কোনো শত্রুর মৃত্যু হয়েছে। এটা দেখে হেরোডের বিদ্বেষে ভরা পরিবারের সদস্যরাও দুঃখ পান। তার দেহটিকে মুকুট পরিয়ে ও রাজদণ্ড হাতে দিয়ে সোনায় মোড়া সুসজ্জিত লাল রঙের শবাধারে করে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এই শব-মিছিলে নেতৃত্ব দেন আরকেলাউস। জার্মান ও থ্রাসিয়ান প্রহরীরা তাকে অনুসরণ করে। এসময় ৫ শ' ভৃত্য মসলা বহন করছিল (দুর্গন্ধ নিশ্চিতভাবেই তীব্র ছিল)। জেরুজালেম থেকে ২৪ মাইল দূরে পার্বত্য দুর্গ হেরেডিয়ামে শব নিয়ে যাওয়া হয়। এখানে একটি সমাধিতে* হেরোডকে সমাহিত করা হয়। দুই হাজার বছর যা লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল।[৪৪]

আরকেলাউস ক্ষমতা গ্রহণের জন্য জেরুজালেম ফিরে এসে টেম্পলে গিয়ে একটি সোনার সিংহাসনে বসেন। সেখানে তিনি তার পিতার নিষ্ঠুরতা পরিহারের ঘোষণা দেন। সেসময় পাসওভার উৎসব পালন করতে আসা তীর্থযাত্রীতে শহর ছিল পূর্ণ। এদের অনেকেই নিশ্চিত ছিলেন, রাজার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে একটি মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত সত্যের প্রকাশ পেয়েছে। তারা টেম্পলের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকে। আরকেলাউসের প্রহরিদের ওপর পাথর ছোঁড়া হয়। নির্যাতন চালানো হবে না বলে সবেমাত্র প্রতিশ্রুতি দেওয়া আরকেলাউস সেখানে অশ্বারোহী সেনাদল পাঠান : টেম্পলে তিন হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়।

এই কিশোর উৎপীড়ক তার ধীর-স্থির ভাই ফিলিপকে দায়িত্ব দিয়ে রোমের উদ্দেশে জাহাজে চড়ে বসেন অগাস্টাসের কাছ থেকে নিজের উত্তরাধিকার নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু, তার ছোট ভাই আনতিপাসও রোম ছুটে যান রাজ্য পাওয়ার আশায়। আরকেলাউস নগরী ত্যাগ করা মাত্র অগাস্টাসের স্থানীয় তত্ত্বাবধায়ক সাবিনাস, হেরোডের গুপ্তধন খুঁজে পাওয়ার আশায় তার জেরুজালেম প্রাসাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তছনছ করেন। এতে দাঙ্গা বেধে যায়। সিরিয়ার গভর্নর ভারাস ছুটে আসেন শান্তি -শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু পেন্টিকোস্টে থাকা গ্যালিলীয় ও ইদুমীয় দুর্বৃত্ত দল এসে টেম্পল দখল করে। তারা কোনো রোমানকে দেখামাত্র হত্যা করে। এ সময় প্রাণভয়ে ফাসায়েলের টাওয়ারে গিয়ে আশ্রয় নেন সাবিয়ান।

জেরুজালেমের বাইরে তিন বিদ্রোহী সাবেক ক্রীতদাস নিজেদেরকে রাজা ঘোষণা করেন। তারা হেরোডীয় প্রাসাদ পুড়িয়ে দেন এবং 'বন্য উন্মত্ততার' সঙ্গে মানুষ হত্যা করেন। স্বঘোষিত এই রাজারা ছিলেন কপট নবি। এতে প্রমাণ হয়, যিশু এমন একসময় জন্মগ্রহণ করেন যখন ধর্মীয় চিন্তা চেতনা নিয়ে তীব্র সংশয় বিরাজ করছিল। হেরোডের পুরো আমলে ইহুদিরা এ ধরনের নেতার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। এখন তারা একসঙ্গে তিনজনের আগমন দেখল। ভারাস ওই তিন ভণ্ডকে পরাজিত ও হত্যা করেন।** কিন্তু, এরপরও কপট নবিদের আগমন ঘটতে থাকে, রোমানরা তাদের হত্যা করে চলে। জেরুজালেমে দুই হাজার বিদ্রোহীকে শূলে চড়ান ভারাস।

রোমে, অগাস্টাসের বয়স তখন ষাট। তিনি হেরোডীয়দের গোলযোগ সম্পর্কে অবগত হন এবং হেরোডের উইল নিশ্চিত করেন। কিন্তু, রাজা উপাধি স্থগিত রেখে তিনি আরকেলাউসকে জুদাই, সামারিয়া ও ইদুমিয়ার ইথনার্ক (প্রশাসক), আনতিপাসকে গ্যালিলি ও পেরাইয়ার (বর্তমানে জর্ডানের অংশ) টেটরারাক এবং তাদের সৎভাই ফিলিপকে বাকি অংশের টেটরারাক (অধীনস্ত শাসক) নিযুক্ত করেন।† আরকেলাউসের জেরুজালেমে রোমান ভিলার জীবনযাত্রা ছিল সব দিক থেকেই অ-ইহুদিসুলভ : সেখান থেকে উদ্ধার করা একটি রুপার পানপাত্র প্রায় দুই হাজার বছর লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। ২০১১ সালে একজন আমেরিকান সংগ্রাহকের কাছ থেকে এটি উদ্ধার করা হয়। এর গায়ে সমকামী জোড়দের যৌনক্রিয়ার বিস্তারিত চিত্র অঙ্কিত রয়েছে।

কিন্তু আরকেলাউস এতটাই নৃশংস, অসংযত এবং অপব্যয়ী হয়ে ওঠেন যে, দশ বছর পর অগাস্টাস তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে গলে নির্বাসনে পাঠান। জুদাই রোমান প্রদেশে পরিণত হয়। তখন উপকূলীয় শহর সিজারিয়া থেকে জেরুজালেমের শাসনকাজ চালাতেন নিম্ন পদমর্যাদার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। এ সময় রোমানরা নিবন্ধিত করদাতাদের একটি শুমারি করেন। রোমান শক্তির কাছে এ ধরনের অবমাননাকর নতি স্বীকার ছোটখাট ইহুদি বিদ্রোহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল। শুমারির বিষয়টিকে সম্ভবত ভুল করে, বেথেলহেমে যিশু পরিবার আসার কারণে হয়েছিল বলে উল্লেখ করেন লুক। হেরোডপুত্র আনতিপাস ৩০ বছর গালিলি শাসন করেন। তিনি তার পিতার রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা স্বপ্ন দেখতেন, যা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রায় পেতে যাচ্ছিলেন তিনি। এরপর মরুভূমিতে এক নতুন ক্যারিশম্যাটিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবি, জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের আগমন ঘটে। তাকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন, তার কাছে উপহাসের পাত্র হয়ে দাঁড়ান আনতিপাস।[৪৫]

* ২০০৭ সালে হেরোডের সমাধি আবিস্কার করেন প্রফেসর এহুদ নেজার। তিনি একটি নকশাদার লাল রঙের পাথরের শবাধার খুঁজে পান। এটা ছিল ফুল দিয়ে সাজানো। তবে টুকরো টুকরো করা। ৬৬-৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হেরোডবিরোধী ইহুদি বিদ্রোহীরা এ কাজ করেছিল- এটা প্রায় নিশ্চিত। আরো দুটি শবাধার ছিল সাদা রঙের। সেগুলোও ফুল দিয়ে সাজানো : এগুলো কি হেরোডের সন্তানদের? হেরোডের নির্মাণ কাজের আরেকটি বিস্ময় হলো হেরোডিয়াম। মানুষের তৈরি একটি পাহাড়, যার ব্যাস ২১০ ফুট। সেখানে আছে বিশালায়তনের এক বিলাসবহুল প্রাসাদ। যার ওপরে রয়েছে একটি গম্বুজওয়ালা গোসলখানা, টাওয়ার, ফ্রেসকো ও পুকুর। হেরোডের পিরামিড আকৃতির সমাধিটি ছিল দুর্গের পূর্ব দিকের টাওয়ারের নিচে হেরোডিয়াম পাহাড়ের ওপর। ৬৬-৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এটিও ধ্বংস করে ফেলা হয়।

** এই রাজাদের একজন হলেন সাইমন। তিনি ছিলেন হেরোডের একজন হাঁদারাম মার্কা ক্রীতদাস। ধরা মাত্রই রোমানরা তার শিরচ্ছেদ করে। সাইমন তথাকথিত গ্যাব্রিয়েল (জিব্রাইল) রেভেলেশনের বিষয়বস্তু হতে পারে। দক্ষিণ জর্ডানে পাওয়া একটি শিলালিপিতে দেখা যায়, আর্কাঞ্জেল গ্যাব্রিয়েল (জিব্রাইল ফেরেশতা) দাবি করছেন, সাইমন নামে এক 'রাজপুত্র'কে হত্যা করা হবে কিন্তু, তিন দিনের মধ্যে তিন আবার ফিরে আসবেন, তখন তোমরা জানবে, ন্যায়বিচারের কাছে শয়তান পরাজিত হয়েছে। তিন দিনের মধ্যে তুমি বেঁচে উঠবে, আমি, গ্যাব্রিয়েল তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি।' এক নবির মৃত্যুর পর পুনরুত্থান ও বিচার নিয়ে এই বিস্তারিত বিবরণটি যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ৩০ বছরেরও বেশি সময় আগের। সাইমনকে হত্যার পর ফিবলিয়াস কুইংকটিলিয়াস ভারাস জার্মান যুদ্ধ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেন। এর প্রায় ১০ বছর পর, ৯ খ্রিস্টাব্দে অতর্কিত হামলার শিকার হয়ে তার তিনটি লিজিয়ন নিশ্চিহ্ন হয়। এই বিপর্যয় অগাস্টাসের শেষ দিনগুলোকে কলঙ্কিত করে। তিনি তার প্রাসাদে কেঁদে কেঁদে বলতেন, 'ভারাস, আমার সেনাদল ফিরিয়ে দাও!'

† পালক হিসেবে গ্রহণকারী তিন ছেলের সবার নামও ছিল 'হেরোড'। এটা গসপেলগুলোতে বড় রকমের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আরকেলাউস ছিল বিবাহিত। তবুও তিনি কাপ্পাডিয়ার রাজার মেয়ে গ-াফিরা'র প্রেমে পড়েন। তার সঙ্গে হেরোড ও মারিয়ামির ছেলে আলেকজান্ডারের বিয়ে হয়। আলেকজান্ডারের মৃত্যুদণ্ড হলে মৌরিতানিয়ার রাজা জুবাকে বিয়ে করেন তিনি। রাজার মৃত্যুর পর গ্লাফিরা কাপ্পাডিয়ায় ফিরে আসেন। এবার তিনি আরকেলাউসকে বিয়ে করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১
যিশুখ্রিস্ট (জেসাস ক্রাইস্ট)
১০-৪০ খ্রিস্টাব্দ

জোহন দ্য ব্যাপ্টিস্ট ও গ্যালিলির খেঁকশিয়াল

জনের বাবা টেম্পলের পুরোহিত জাকারিয়াস ও মা এলিজাবেথ নগরীর ঠিক বাইরে আইন কেরেম গ্রামে বাস করতেন। টেম্পলের দায়িত্ব পালনকারী অনেক পুরোহিতের মধ্যে নম্র-ভদ্র লোক হিসেবে পরিচিত ছিলেন জাকারিয়াস। টেম্পলের অভিজাত ব্যক্তিদের হট্টগোল থেকে দূরে থাকতেন। জন ছেলেবেলায় প্রায়ই টেম্পলে যেতেন। ভালো ইহুদি হওয়ার অনেক রাস্তা ছিল, ইসাইয়াহ যেমন আহ্বান করেছেন সেই কঠোর তপস্যাপূর্ণ জীবনযাপনের পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি : 'মরুভূমিতে ইয়াহইয়ের পথ প্রস্তুত করো।'

খ্রিস্টাব্দের তৃতীয় দশকের শেষের দিকে, জন প্রথম জেরুজালেমের অদূরে মরুভূমিতে উপরোক্ত বাণী অনুসরণ শুরু করেন– 'জন খ্রিস্ট ক্রাইস্ট কি না, তা নিয়ে সবাই তন্ময় হয়ে ভাবত'। আরো উত্তরে হেরোড আনতিপাসের এলাকা গ্যালিলিতে তার পরিবার ছিল। মেরি ছিলেন জনের মায়ের চাচাত বোন। যিশু যখন তার গর্ভে, তখন তিনি জনের পিতা-মাতার সঙ্গে থাকতেন। চাচাত ভাই জন ধর্মপ্রচার করেন- এ কথা শুনে নাজারেথ থেকে তাকে দেখতে আসেন যিশু এবং জন জর্ডানে তাকে ব্যাপ্টাইজ করেন। দুই চাচাত ভাই একসঙ্গে ধর্ম প্রচার শুরু করেন। তারা বলেন, ব্যাপ্টাইজমের মাধ্যমে পাপমুক্ত হওয়া যায়। তাদের এ নতুন আচার ইহুদিদের *মিকভহে* গোসল করার আনুষ্ঠানিকতা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। যাই হোক, হেরোড আনতিপাসকেও নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করা শুরু করেন জন।

গ্যালিলির টেটরারাক রাজকীয় জীবনযাপন করতেন। তার বিলাসের পয়সা আসত কর সংগ্রাহকদের কাছ থেকে, যাদেরকে জনগণ প্রচণ্ড ঘৃণা করত। পিতার পুরো রাজ্য ফিরে পাওয়া জন্য অগাস্টাসের খিটখিটে স্বভাবের সৎপুত্র রোমান সম্রাট তিবেরিয়াসের দরবারে ধর্ণা দিতেন আনতিপাস। অগাস্টাসের বিধবা পত্নী ও নিজের মায়ের নামে নতুন সম্রাট তার রাজধানীর নাম দেন 'লিভিআস'। এই নারী ছিলেন পরিবারটির বন্ধু। এরপর ১৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি গ্যালিলি সাগর তীরে তিবেরিয়াস নামে একটি নতুন নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। জনের মতো যিশু আনতিপাসকে অর্থলোভী দুরাচার ও রোমান ভাঁড় হিসেবে ঘৃণা করতেন : যিশু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে ডাকতেন 'ওই খেঁকশিয়াল' বলে।

নাবাতীয় আরবের রাজা চতুর্থ আরেতাসের মেয়েকে বিয়ে করেন আনতিপাস। এর লক্ষ্য ছিল একটি জোট গড়ে ইহুদি ও আরব প্রতিবেশীদের মধ্যে শান্তি নিশ্চিত করা। ৩০ বছর শাসনের পর মধ্যবয়সী আনতিপাস গভীরভাবে নিজের ভাইয়ের মেয়ে হেরোডিয়াসের প্রেমে পড়েন। তিনি ছিলেন হেরোড দ্য গ্রেট-এর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ছেলে আরিস্টোবুলাসের মেয়ে, এক সৎভাইয়ের সঙ্গে ইতোমধ্যে তার বিয়ে হয়েছিল। এবার তিনি দাবি করলেন, আনতিপাসকে তার আরব স্ত্রীকে তালাক দিতে হবে। বোকার মতো আনতিপাস এতে রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু নাবাতিয়ার রাজকুমারী চুপচাপ সরে গেলেন না। জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট এই ব্যভিচারি জুটিকে হাল জামানার আহাব ও জেজেবেল বলে উপহাস করতে থাকলে আনতিপস তাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দেন। জর্ডানে হেরোড দ্য গ্রেট-এর নির্মাণ করা ম্যাখাইরাস দুর্গে এই নবিকে কারারুদ্ধ করে রাখা হয়। মৃত সাগর থেকে ২,৩০০ ফুট উঁচুতে ছিল এর অবস্থান। এখানকার ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাকক্ষে জন একা ছিলেন না; আরেক বিখ্যাত ব্যক্তি আনতিপাসের আরব স্ত্রীও সেখানে ছিলেন। আনতিপাস তার সভাসদকে নিয়ে নিজের জন্মদিন উদযাপন করেন, হেরোডিয়াস ও তার মেয়ে সালোমের উদ্দেশে ভোজের আয়োজনের মধ্যে। টেটরারাক ফিলিপের সঙ্গে সালোমের বিয়ে হয়েছিল। (ম্যাখাইরাসের ভোজন কক্ষটির মোজাইক করা মেঝের কিছু অংশ এবং ভূগর্ভস্থ কিছু কক্ষ আজও অক্ষত আছে)। সালোমে 'আসলেন এবং নেচে হেরোডকে তুষ্ট করলেন'। সম্ভবত তিনি ৭ প্রস্থ বস্ত্র খুলে নগ্ন হন,*। এটা এতটাই প্রশংসনীয় হয়েছিল যে, আনতিপাস বলেন: 'তুমি যা চাও আমাকে বলো, আমি তা দেব।' মায়ের কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে সালেমে প্রত্যুত্তোর দেন, 'জন দ্য বাপ্টিস্টের শির'। এর কয়েক মুহূর্ত পর ভূগর্ভস্থ কক্ষ হতে তার মাথা আনা হলো, 'যুবতীকে তা উপহার দেওয়া হলো, যুবতী তা তার মাকে দিলেন।'

যিশু নিজের বিপদ বুঝতে পেরে মরুভূমিতে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি প্রায়ই জেরুজালেম আসতেন- ইব্রাহিমি তিনটি ধর্মের মধ্যে এই একটির প্রতিষ্ঠাতাই কেবল নগরীর রাস্তায় হেঁটেছেন। তার স্বপ্নের কেন্দ্রতে ছিল এই নগরী ও টেম্পল। ইহুদির জীবনের ভিত্তি হলো নবিদের জীবনী পাঠ, আইন মেনে চলা এবং জেরুজালেমে গিয়ে আচার-অনুষ্ঠান পালন। যিশু জেরুজালেমকে বলতেন, 'মহান রাজার নগরী'। যদিও যিশুর জীবনের প্রথম তিন দশক আমাদের কাছে অজানা, কিন্তু এটা পরিস্কার, ইহুদি বাইবেল সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল, তিনি যা করতেন তা ছিল এই বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন। ইহুদি হওয়ায় যিশুর জীবনে টেম্পল ছিল অতিপরিচিত অংশ, তাই জেরুজালেমের ভাগ্য সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার আবিষ্টতা ছিল। তার বয়স যখন ১২ বছর তখন পাসওভার উৎসবে মা-বাবা তাকে টেম্পলে নিয়ে যান। তারা যখন ফিরে আসছিলেন, লুক বলেন, যিশু তাদের কাছ থেকে চুপিসারে চলে যান এবং তিনটি উদ্বিগ্ন দিন কাটানোর পর তারা 'টেম্পলে গিয়ে চিকিৎসকদের মাঝে সন্তানকে বসে থাকতে দেখেন। তিনি তাদের কথা শুনছেন ও বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন।' তাকে যখন বুঝিয়ে শুনিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন শয়তান 'টেম্পলের চূড়া থেকে তাকে দেখছিল।'

তিনি অনুসারীদের কাছে নিজের অভিষ্ঠ লক্ষ্যের কথা প্রকাশ করে বললেন, তার শেষ গন্তব্য হলো জেরুজালেমে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া : 'তখন থেকে যিশু তার শিষ্যদের দেখাতে লাগলেন, কিভাবে তাকে জেরুজালেম যেতে হবে এবং অনেক কষ্ট সহ্য করতে হবে... এবং নিহত হবেন এবং তৃতীয় দিনে আবার জেগে উঠবেন।' কিন্তু এর জন্য জেরুজালেমকে মূল্য দিতে হবে : 'এবং যখন তোমরা দেখবে সেনাদল জেরুজালেম ঘেরাও করেছে, তখন জানবে ধ্বংস নিকটবর্তী... অ-ইহুদি ব্যক্তিদের হাতে জেরুজালেম ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এ অবস্থা ততদিন পর্যন্ত চলবে, যতদিন পর্যন্ত না তাদের সময় পূর্ণ হবে।'

তার ১২ জন শিষ্যকে সঙ্গে করে (তার ভাই জামেসসহ) যিশু আবার গ্যালিলীয় মাতৃভূমিতে আবির্ভূত হলেন, যাকে তিনি 'সুসমাচার' বলতেন তা প্রচার করতে করতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হন। তার বাণী ছিল সরাসরি এবং নাটকীয় : 'অনুতপ্ত হও : স্বর্গরাজ্য হাতের নাগালে।' যিশু কিছু লিখে রাখেননি এবং তার প্রচার কৌশল নিয়ে সীমাহীন বিশ্লেষণ হয়েছে। কিন্তু চারটি গসপেলের মাধ্যমে প্রকাশ পাওয়া তার বাণীগুলোর নির্যাস হলো, আসন্ন পৃথিবী ধ্বংসের দিন নিয়ে তার সতর্কবাণী এবং স্বর্গরাজ্য। এটা ছিল এক ধরনের আতঙ্কজনক ও চরম চিন্তাধারা। যেখানে যিশু নিজেই রহস্যময় আধা-মিসিয়ানিক মানবপুত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। এই বাক্যাংশটি ইসাইয়াহ এবং দানিয়েলের কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে : 'মনুষ্যপুত্র তার দেবদূতদের প্রেরণ করবেন এবং তারা তার রাজ্য থেকে সব অকল্যাণকর জিনিস এবং যারা পাপাচারে লিপ্ত তাদের বিতারিত করবে; এবং তাদেরকে একটি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে : সেখানে তারা বিলাপ ও রাগে দাঁত কিড়মিড় করতে থাকবে। এরপর তাদের পিতার রাজ্যে সূর্যের মতো ন্যায়ের বিচ্ছুরণ ঘটবে।' সব মানব বন্ধন বিনষ্ট হবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন : 'ভাই ভাইকে হত্যা করবে এবং পিতা সন্তানকে : শিশুরা তাদের পিতা-মাতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে এবং তাদেরকে হত্যা করবে... মনে রেখো, আমি পৃথিবীতে শান্তি পাঠানোর জন্য আসিনি : আমি শান্তি নয়, তরবারি প্রেরণের জন্য এসেছি।'

এটা কোনো সামাজিক বা জাতীয়তাবাদী বিপ্লব ছিল না : যিশু পৃথিবীর শেষ দিনগুলোর পর কী হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি যতটা না এ জগতের জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার চেয়ে বেশি পরজীবনের সামাজিক ন্যায়বিচারের কথা প্রচার করেছেন : 'দুর্বল আত্মার ওপর আশীর্বাদ বর্ষিত হোক : তাদের জন্য রয়েছে স্বর্গরাজ্য।' অভিজাত ব্যক্তি ও পুরোহিতদের আগে কর-আদায়কারী ও বারবনিতারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে। যিশু দুঃখের সঙ্গে যখন দেখতে পেলেন, পুরনো আইনগুলো আর তেমন কাজ করছে না, তখন মহাপ্রলয়ের কথা প্রচার করেন : 'মৃতদেরকে তাদের মৃতদের সমাহিত করতে দাও।' যখন পৃথিবীর অবসান ঘটবে, 'মনুষ্যপুত্র তার গৌরবের সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন' এবং সব জাতি বিচারের জন্য তার সামনে জড়ো হবে। সেখানে দুষ্টদের 'চিরকালের জন্য শাস্তি দেওয়া হবে' এবং ন্যায়নিষ্ঠরা 'অনন্ত জীবন' পাবে।

যাই হোক, যিশু ছিলেন সতর্ক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইহুদি রীতি-নীতি অনুসরণ করতেন। বস্তুত তার যাজকবৃত্তি পুরো ক্ষেত্রেই জোর দেওয়া হয় যে, তিনি বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করছেন : 'আমি ধর্ম বা নবিদের ধ্বংস করতে আসিনি : 'আমি ধ্বংসের জন্য আসিনি, পূর্ণ করার জন্য এসেছি।' তিনি ইহুদি ধর্মের প্রতি ছিলেন একনিষ্ঠ। যদিও তা যথেষ্ট ছিল না : 'তোমাদের ন্যায়নিষ্ঠা, স্ক্রাইব (ইহুদি ধর্মগুরু) ও ফারিসিদের ন্যায়নিষ্ঠা অতিক্রম করে না গেলে, স্বর্গরাজ্যে তোমাদের প্রবেশের কোনো কারণ নেই।' তিনি রোমান সম্রাট এমনকি হেরোডকেও সরাসরি চ্যালেঞ্জ করার মতো ভুল করেননি। যদিও তার প্রচারের বেশির ভাগ অংশ জুড়ে রয়েছে শেষবিচারের দিনের কথা, তিনি বেশ প্রত্যক্ষভাবে নিজের সাধুতার প্রমাণ দিয়েছেন : তিনি ছিলেন রোগ নিরাময়কারী, তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্তদের সারিয়ে তুলতেন, মৃতকে জীবিত করতেন, 'বিপুলসংখ্যক মানুষ একত্রে তার কাছে সমবেত হতো।'

জনের মতে, যিশু শেষবার যাওয়ার আগে, পাসওভার ও অন্যান্য উৎসবের সময় আরো অন্তত তিনবার জেরুজালেম সফর করেন। এবং দুবার ভাগ্যগুণে কেটে পড়তে পেরেছিলেন। তাবেরনাকলের সময় তিনি যখন টেম্পলে বাণী প্রচার করছিলেন, কেউ কেউ তাকে নবি আবার কেউ খ্রিস্ট বলে প্রশংসা করছিল। যদিও জেরুজালেমবাসী তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, 'ক্রাইস্ট কি গ্যালিলি থেকে এসেছেন?'

তিনি যখন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বাদানুবাদ করতেন, জনতা তাকে চ্যালেঞ্জ করত: 'তখন তারা তার দিকে ছোঁড়ার জন্য পাথর তুলত। কিন্তু, যিশু নিজেকে লুকিয়ে তাদের মাঝ দিয়েই টেম্পল থেকে বেরিয়ে যেতেন।' তিনি হানুকাহ'র (নিবেদনের উৎসব) সময় ফিরে আসেন। কিন্তু যখন তিনি দাবি করতেন, 'আমি ও আমার পিতা একই, তখন ইহুদিরা তাকে মারার জন্য পাথর তুলত... কিন্তু তিনি চলে যেতে সক্ষম হতেন'। জেরুজালেম সফরে গেলে কী হতে পারে তা তিনি জানতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে, গ্যালিলিতে আনতিপাসের উল্লেখিত আরব স্ত্রী ম্যাখাইরাসের ভূগর্ভস্থ কারাকক্ষ থেকে পালিয়ে তার পিতা চতুর্থ আরেতাসের রাজ্যে চলে যান। এই রাজা ছিলেন নাবাতিয়ার রাজাদের মধ্যে সবেচেয়ে ধনী। তিনি বিখ্যাত খাজনেহ সৌধ এবং 'গোলাপ-লাল' পেত্রায় রাজকীয় সমাধি নির্মাণ করেন। কন্যার এই অবমাননা তাকে ক্রুদ্ধ করে। তিনি আনতিপাসের করদরাজ্যে হামলা চালান। হেরোডীয়রা প্রথমে একজন নবির মৃত্যুর জন্য এবং এবার আরব-ইহুদি যুদ্ধের জন্য দায়ী হয়। যুদ্ধে আনতিপাস পরাজিত হন। ব্যক্তিগত যুদ্ধে যোগ দিতে রোমান মিত্রদের অনুমতি দেওয়া হয়নি : সম্রাট তিবেরিয়াস আনতিপাসের নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষুব্ধ হলেও তাকে সমর্থন দেন।

হেরোড আনতিপাস এবার যিশুর কথা শুনতে পেলেন। তাকে নিয়ে জনগণের মধ্যে ছিল বিস্ময়। কেউ কেউ তাকে 'জন দা ব্যাপ্টিস্ট, আবার কেউ ইলিয়াস এবং অন্যারা একজন নবি বলে মনে করত।' যদিও তার অনুচর পিটারের বিশ্বাস ছিল তিনি মিসাইয়াহ। নারীদের মাঝে বিশেষভাবে জনপ্রিয় ছিলেন যিশু। এদের অনেকে ছিল হেরোডীয়। হেরোডের রাজসরকারের স্ত্রীও ছিলেন তার অনুসারী। ব্যাপ্টিস্টের সঙ্গে যোগাযোগের বিষয়টি জানতেন হেরোড : 'এটা জোহন, আমি যার শিরচ্ছেদ করেছি : সে মৃত থেকে জীবিত হয়েছে।' তিনি যিশুকে গ্রেফতারের হুমকি দেন। কিন্তু তার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন কয়েকজন ফারিসিস যিশুকে সতর্ক করে দেন : 'এখান থেকে চলে যান : হেরোড আপনাকে হত্যা করবে।'

কিন্তু তবুও যিশু আনতিপাসকে অমান্য করে চলতে লাগলেন। 'তুমি যাও এবং খেঁকশিয়ালকে বলো' যে আরো দুই দিন তিনি রোগ নিরাময় ও বাণী প্রচার করবেন এবং তৃতীয় দিন তিনি সেই স্থানে যাবেন কেবল যেখানে মনুষ্যপুত্র তার গন্তব্য পূরণ করতে পারেন : 'একজন নবি জেরুজালেমের বাইরে গিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন তা হতে পারে না।'

টেম্পলের নির্মাতা রাজার পুত্রের উদ্দেশে তার সম্ভ্রম উদ্রেককারী কবিসুলভ বাণী ছিল ভাগ্যনির্দিষ্ট নগরীর প্রতি যিশুর ভালোবাসায় সিক্ত : 'হায় জেরুজালেম, জেরুজালেম, যদিও তুমি তোমার বুকে প্রেরিত নবিদের হত্যা করেছ, তাদের পাথর মেরেছ : কিভাবে আমি তোমার সন্তানদের একত্রিত করব, মুরগি যেমন তার বাচ্চাদের পাখার নিচে একত্রিত করে। দেখবে, তোমার ঘরগুলো বিরান হয়ে যাবে।'[৪৬]

* ইচ্ছেমতো যেকানো কিছু করা ও বিকৃত রুচির নর্তকীর প্রতীক হয়ে আছে সালোমে। কিন্তু, মার্ক ও ম্যাথুর গসপেলের কোথাও তার নাম উল্লেখ করা হয়নি। জোসেফাস আমাদেরকে হেরোডদের এই মেয়ের নাম জানান ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উল্লেখ করেন, কোনো নাচনেওয়ালির প্ররোচনা ছাড়াই আনতিপাস জনকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সাত প্রস্ত বস্ত্রেও নাচের বিষয়টি আরো অনেক পরে ব্যাখ্যা করা হয়। হেরোডদের মধ্যে অনেক সালোমে পাওয়া যায় (যিশুর বোনের নামও ছিল সালোমে) তবে নর্তকীটি খুব সম্ভবত ট্রাশনিতিসের টেটরার্ক ফিলিপের স্ত্রী ছিলেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর তিনি তার আরেক কাজিনকে বিয়ে করেছিলেন। পরে এই কাজিন লেসার আর্মেনিয়ার রাজা নিযুক্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ নর্তকী পরিশেষে হয়েছিলেন রানি। চূড়ান্ত পর্যায়ে জনের মস্তকটি খ্রিস্টানদের পবিত্র স্মারকে পরিণত হয়। অন্তত পাঁচটি তীর্থস্থানে আসল মস্তকটি আছে বলে দাবি করা হয়ে থাকে। দামাস্কাসের উমাইয়া মসজিদে জনের মস্তকের তীর্থস্থানটিকে মুসলমানেরা শ্রদ্ধা করে।

নাজারেথের যিশু : জেরুজালেমে তিন দিন

৩৩ খ্রিস্টাব্দের পাসওভারের দিন,* প্রায় একই সময়ে যিশু ও হেরোড আনতিপাস জেরুজালেমে আসেন। যিশু মাউন্ট অব অলিভসের বিথানির দিকে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যান। তিনি তার শিষ্যদের শহরে পাঠান একটি গাধা নিয়ে আসার জন্য। এটা যেমন তেমন গাধা নয়, রাজারা আরোহণ করেন তেমন গাট্টাগোট্টা গর্দভ। এসব বিষয়ে আমাদের একমাত্র সূত্র গসপেলগুলো পরবর্তী তিন দিনের ঘটনাবলী নিয়ে যেসব বিবরণ দিয়েছে তাতে হেরফের রয়েছে সামান্যই। 'এর সবকিছুই করা হলো', ম্যাথু ব্যাখ্যা করেন, 'নবিদের বাইবেল পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে।'

মিসাইয়া একটি গাধায় চড়ে নগরীতে প্রবেশ করবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, যিশু যেভাবে প্রবেশ করেছেন, তার অনুসারীরা তার সামনে পাম শাখা বিছিয়ে দেয় এবং তাকে 'দাউদ পুত্র' ও 'ইসরাইলের রাজা' বলে প্রশংসা করতে থাকে। তিনি সম্ভবত সিলোয়াম পুকুরের কাছে দক্ষিণ দিকের ফটক দিয়ে আরো অনেক দর্শনার্থীর মতো নগরীতে প্রবেশ করেন। এরপর তিনি রবিনসন আর্চের স্মারক সোপানশ্রেণী বেয়ে টেম্পলে উঠে যান।

তার শিষ্যরা ছিল গ্যালিলীয় প্রদেশের মানুষ। তারা কখনো জেরুজালেমে আসেনি। তারা টেম্পলের বিশালত্ব দেখে অবাক হয় : 'প্রভু দেখুন কী ধরনের পাথর ও কী রকম ভবন এগুলো!' যিশু অনেকবার টেম্পল দেখেছেন। তিনি উত্তর দেন, 'তোমরা কি এসব বড় বড় ভবনগুলো দেখছ? এর একটি পাথর অন্যটির ওপর নেই। এগুলো ছুঁড়েও ফেলা যাবে না।'

যিশু জেরুজালেমের জন্য তার ভালোবাসা এবং হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয়ংকর ধ্বংসলীলার ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ঐতিহাসিকদের বিশ্বাস, এই ভবিষ্যদ্বাণী পরে সংযুক্ত করা হয়েছে। কারণ, টাইটাস টেম্পল ধ্বংসের পর গসপেলগুলো লেখা হয়েছে। আগেও জেরুজালেম ধ্বংস ও পুনর্নির্মিত হয়েছে এবং যিশু টেম্পলবিরোধী জনপ্রিয় ঐতিহ্যগুলো প্রকাশ করছিলেন।** 'এই টেম্পল ধ্বংস করে দাও এবং আমি আরেকটি নির্মাণ করব, যা কোনো মানুষের মাধ্যমে নির্মিত হবে না।' তিনি যখন এ কথা বলেন তার কণ্ঠে ইসাইয়াহর মতো নবিসুলভ তেজদীপ্ত সুর ধ্বনিত হতো। দুজনেই বাস্তবে নগরীর পরিবর্তে একটি স্বর্গীয় জেরুজালেমকে দেখতেন, বিশ্বকে নাড়িয়ে দেওয়ার মতো শক্তি থাকবে যার। যিশু তিন দিনের মধ্যে নিজে টেম্পল নির্মাণ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সম্ভবত তিনি দেখাতে চেয়েছেন, এটা ছিল কলুষিত, এটা কোনো পূণ্যগৃহ নয় যে কারণে তিনি এর বিরোধিতা করছেন।

দিনের বেলা যিশু শিক্ষা দিতেন, টেম্পলের ঠিক উত্তরে বাথসেদা এবং দক্ষিণে সিলোয়াম পুকুরে অসুস্থ মানুষকে নিরাময় করতেন। তীর্থে আসা লোকজন নগরীতে প্রবেশের আগে এই পুকুর দুটিতে গোসল করে পরিশুদ্ধ হতো। রাতের বেলা তিনি বেথানিতে তার বন্ধুর বাড়িয়ে ফিরে আসতেন। সোমবার সকালে তিনি আবারো নগরীতে প্রবেশ করেন, এবার তিনি টেম্পলের রয়্যাল পোর্টিকো অভিমুখে চললেন।

AMARBOI.COM

পাসওভারের সময় জেরুজালেমে সবচেয়ে জনবহুল এবং বিপজ্জনক অবস্থায় থাকে। অর্থ, পদ ও রোমানদের সঙ্গে যোগাযোগের মধ্যেই ক্ষমতা নিহিত। সোনা, পদবি বা নগদ অর্থ দিয়ে রোমানরা সম্মানের পরিমাপ করত; ইহুদিরা তা করত না। জেরুজালেমে সম্মান ছিল পরিবার (টেম্পলের সঙ্গে জড়িত ও হেরোডীয় অভিজাত), পাণ্ডিত্য (ফারিসি শিক্ষক) এবং স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার ভিত্তিতে। আপার সিটিতে, টেম্পল থেকে শুরু করে উপত্যকাজুড়ে অভিজাত বংশীয় লোকজন ইহুদি বৈশিষ্ট-সংবলিত গ্রেসিয়ান-রোমান ম্যানশনগুলোতে বাস করত : সেখানে খনন করে পাওয়া পালাতির কথিত বাসভবনে বিশালাকার অভ্যর্থনা কক্ষ ও *মিকভাহ* দেখা যায়। সেখানে আনতিপাসের রাজপ্রাসাদ ও সর্বোচ্চ পুরোহিত জোসেফ কাইয়াফাসের বাসভবন দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু জেরুজালেমে আসল ক্ষমতা ছিল প্রশাসনিক কর্মকর্তা পন্টিয়াস পিলাতির হাতে। তিনি উপকূলের সিজারিয়া প্রদেশ থেকে এ নগরী শাসন করতেন। তবে পাসওভার দেখভালের জন্য উপস্থিত থাকতেন সবসময়, অবস্থান করতেন হেরোডের সিটাডলে।

জেরুজালেমে আনতিপাসই কেবল রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী ইহুদি ছিলেন না। বর্তমান ইরাকের*** উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছোট্ট এক রাজ্য আদিয়াবেনের রানি হেলেনা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে জেরুজালেম চলে আসেন, দাউদ নগরীতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তিনি টেম্পল স্যাঙচুয়ারির প্রবেশ পথের ওপরে বসানোর জন্য সোনার বাতিদান দান করেন এবং শষ্যহানির সময় খাদ্য কেনার জন্য অনুদান দিতেন। পাসওভার উৎসবে রানি হেলেনাও উপস্থিত থাকতেন, তার গায়ে যেসব অলংকার থাকত সম্ভবত সেগুলো সম্প্রতি জেরুজালেমে আবিস্কৃত হয়েছে : মুক্তাখচিত সোনার তৈরি কানের দুল, প্রতিটিতে স্বর্ণের মধ্যে পান্না বসানো।

জোসেফাসের অনুমান, পাসওভারে ২৫ লাখ ইহুদি এসেছিল। এটা অতিরঞ্জিত হলেও পার্থিয়া ও বেবিলনিয়া থেকে ক্রিট ও লিবিয়া পর্যন্ত 'প্রত্যেক দেশ থেকে' ইহুদিরা এখানে আসত। হজের সময় মক্কার অবস্থা থেকে বিষয়টি কল্পনা করা যেতে পারে। পাসওভারের সময় প্রত্যেক পরিবার একটি দুম্বা উৎসর্গ করত। ভেড়া-দুম্বার ডাকে শহরে টেকা দায় হতো- ২৫৫,৬০০ পশু উৎসর্গ করা হতো। আরো অনেক কিছু করা হতো : তীর্থযাত্রীদেরকে প্রতিবার টেম্পলে প্রবেশের আগে, এমনকি উৎসর্গ করার ভেড়া কেনার আগেও *মিকভায়* ডুব দিতে আসতে হতো। সবাই নগরীতে থাকতে পারত না। হাজার হাজার তীর্থযাত্রী যিশুর মতো আশপাশের গ্রামগুলোতে গিয়ে থাকতেন, অথবা প্রাচীরগুলোর চারপাশে তাঁবু গাড়তেন। উৎসর্গ করা ভেড়া পোড়ানো এবং অন্যান্য জিনিসের তীব্র গন্ধ যখন বাসাতে ভেসে আসত- এবং প্রার্থনা ও উৎসর্গ করার সময় জানিয়ে ভেরী বেজে উঠত- তা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে গোটা নগরীতে ছড়িয়ে পড়তো। তখন সবার দৃষ্টি থাকত টেম্পলের দিকে। আর অ্যান্টোনিয়া দুর্গ থেকে অস্বস্তির সঙ্গে তা দেখত রোমান সৈন্যরা।

এসময় যিশু সুউচ্চ, বিশাল স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো রয়্যাল পোর্টিকোর মধ্য দিয়ে হাঁটতেন। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে চলা, রংবেরঙের পোশাক পরা এই ভিড়ই ছিল সব জীবনের কেন্দ্র। এখানে তীর্থযাত্রীরা তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করত, বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এবং উৎসর্গের ভেড়া বা ঘুঘু কিংবা ধনীরা ষাঁড় কেনার জন্য অর্থ বিনিময় করে টাইরিয়ান রৌপ্য সংগ্রহের জন্য সেখানে সমবেত হত। এটা কেবল টেম্পলের মতো বা কোনো সংরক্ষিত আঙিনা ছিল না, ছিল পুরো কমপ্লেক্সের মধ্যে সবচেয়ে উন্মুক্ত এবং জনসমাগমের স্থান, রোমান ফোরামের মতো করে তৈরি। পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে টেম্পল কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করে কথা বলতেন যিশু : তিনি বলতেন, 'তার নামে রাখা এই ঘরটি কি আজ দস্যুদের গুহায় পরিণত হয়েছে?' জেরেমিয়াহ, জাকারিয়াহ এবং ইসাইয়াহ'র ভবিষ্যদ্বাণীগুলো উদ্ধৃত করে প্রচারের সময় তিনি অর্থ-বিনিময়কারীদের টেবিলগুলো উল্টে দিতেন। তার বিক্ষোভ মনযোগ আকর্ষণ করত, কিন্তু তা টেম্পলের রক্ষী বা রোমান সেনাদের হস্তক্ষেপ ঘটানোর মতো যথেষ্ট ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেথানিতে আরেক রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে তিনি তার সমালোচকদের সঙ্গে বিতর্ক করার জন্য টেম্পলে † ফিরে আসেন। গসপেলগুলোতে ফারিসিদের যিশুর শত্রু হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, সম্ভবত তাতে ৫০ বছর পরের অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছে, ওই সময়ই এগুলো লেখা হচ্ছিল। ফারিসিরা ছিল অনেক নমনীয় এবং লোকবাদী গোষ্ঠী, তাদের কিছু কিছু শিক্ষা যিশুর প্রায় অনুরূপ। তার মূল শত্রু ছিল টেম্পলের কায়েমী গোষ্ঠী। রোমানদের কর দেওয়া নিয়ে হেরোডীয়রা এ সময় তাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। কিন্তু, তিনি কুশলী জবাব দেন, 'সিজারের জিনিসগুলোর জন্য সিজারকে প্রতিদান দিন এবং ঈশ্বরের জিনিসগুলো জন্য ঈশ্বরকে।'

তিনি নিজেকে মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা বা রক্ষাকর্তা) দাবি করেননি। তিনি 'শেম' তথা এক ঈশ্বরের প্রতি ইহুদিদের প্রার্থনার ওপর জোর দিতেন এবং তার ভক্তদের ভালোবাসতেন : তিনি ছিলেন প্রকৃত ইহুদি। তবে তিনি উত্তেজিত জনতাকে আসন্ন মহাপ্রলয় সম্পর্কে সতর্ক করে দেন, যা অবশ্যই জেরুজালেমে সংঘঠিত হবে : 'তোমরা ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূরে নও।' ইহুদিরা মিসাইয়ার আগমন সম্পর্কে বহুসংখ্যক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করলেও প্রায় সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, ঈশ্বরের নির্দেশে পৃথিবী অবসান ঘটবে। এরপর জেরুজালেমে মিসাইয়ার রাজ্য সৃষ্টি হবেঃ 'জায়নে ভেরীর শব্দ সাধুদের ডাকবে,' সলোমনের সালোমে এ কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এটা যিশুর মৃত্যুর খুব বেশি দিন পর লেখা হয়নি। এতে আরো বলা হয়েছে, 'জেরুজালেমে একটি সুসংবাদ ঘোষণা করে দাও, ইসরাইলের ঈশ্বর করুণাময়।' তাই তার অনুসারীরা যিশুকে জিজ্ঞেস করে : 'আপনার আগমন ও বিশ্বের অবসানের লক্ষণ কি?' তিনি জবাব দেন, 'অপেক্ষা করো, তোমরা জানবে না কখন তোমার প্রভুর আগমন ঘটবে,'। এরপর তিনি আসন্ন মহাপ্রলয় সম্পর্কে কথা বলেন : 'এক জাতি আরেক জাতির বিরুদ্ধে , রাজ্য রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং দুর্ভিক্ষ এবং পোকার আক্রমণ এবং ভূমিকম্প দেখা দেবে,' এরপর তারা দেখবে 'স্বর্গের মেঘে চড়ে শক্তি ও মহান গৌরব নিয়ে মনুষ্যপুত্রকে আসতে দেখবে'। যিশুর অনলবর্ষী পদক্ষেপ রোমান প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সর্বোচ্চ পুরোহিতদের গুরুতরভাবে সন্ত্রস্ত করে তুলতে পারে। যিশু তাদেরকে সতর্ক করে দেন, শেষ দিন কোনো ক্ষমা পাওয়া যাবে না : 'তোমরা সরীসৃপ, তোমরা রক্তচোষার দল, কিভাবে তোমরা নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবে?'

পাসওভারের সময় জেরুজালেম সবসময় উত্তেজিত থাকত। স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি তটস্থ থাকত কর্তৃপক্ষ। বেশ কিছু উপেক্ষিত পঙতিতে মার্ক ও লুক বর্ণনা করেন, জেরুজালেমে কিছু গ্যালিলীয় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, পিলাতি তা দমন করে। টেম্পলের দক্ষিণে 'সিলোম টাওয়ারের' আশপাশে তার হাতে ১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালিলীয় নিহত হয়। বেঁচে থাকা বিদ্রোহী বারাব্বাসের সঙ্গে যিশুর সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি বিদ্রোহের সময় 'একটি খুন করেন।' আসন্ন মহাপ্রলয়ের দোহাই দিয়ে গ্যালিলীয়রা আরেকটি ধ্বংসলীলা চালাক- সেই সুযোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন সর্বোচ্চ পুরোহিতরা : প্রভাবশালী সাবেক দুই সর্বোচ্চ পুরোহিত কাইয়াপাস ও আন্নাস, করনীয় নিয়ে আলোচনা করলেন। জনের গসপেলে দেখা যায় কাইয়াফাস বলছেন, 'অবশ্যই এটা উত্তম যে জনগণের জন্য একজনই মারা যাবে গোটা জাতি পচবে না।' পরিকল্পনা তৈরি করেন তারা।

পরদিন যিশু, জেরুজালেমের পশ্চিম পাহাড়ে অবস্থিত (পরে যার নাম হয়, মাউন্ট জায়ন) ক্যান্যাকল বা কোয়েনাকুলাম নামে পরিচিত আপার রুমে পাসওভার পালনের প্রস্তুতি নেন। নৈশভোজের সময় যিশু কোনোভাবে জানতে পারেন, ৩০টি রৌপ্যখণ্ডের জন্য তার শিষ্য জুদাস ইসকারিয়ট বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাই বলে তিনি নগরীর চারপাশে হেঁটে বেড়ানোর পরিকল্পনা বাদ দিলেন না। জুদাস ওখান থেকে সরে পড়লেন। আমরা জানি না তা নীতির কারণে- (অতি চরম বা তেমন চরম না হওয়ায়) না কি লোভ বা ঈর্ষা থেকে তিনি যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জুদাস একদল সিনিয়র পুরোহিত, টেম্পল রক্ষক এবং রোমান সৈন্যকে সঙ্গে করে ফিরে আসেন। অন্ধকারের মধ্যে তখনই যিশুকে চেনা গেল না। তাই জুদাস তাকে একটি চুমু দেওয়ার মাধ্যমে শনাক্ত করে নিজের রৌপ্যগুলো গ্রহণ করলেন। সেখানে গোলযোগ সৃষ্টি হলো, শিষ্যরা তাদের তরবারি বের করেন, পিটার এক সর্বোচ্চ পুরোহিতের মোসাহেবের কান কেটে ফেলেন এবং অজ্ঞাত পরিচয় একটি বালক রাতের বেলা সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক পরিস্থিতি, এটা সত্য প্রকাশ করে দেয়। যিশুকে গ্রেফতার করা হয় এবং দুজন ছাড়া বাকি শিষ্যরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েন, ওই দুজন দূর থেকে তাকে অনুসরণ করতে থাকেন।

তখন ছিল প্রায় মাঝ রাত। রোমান সৈন্যরা সিলোয়াম গেট দিয়ে যিশুকে পাহারা দিয়ে দক্ষিণ দেয়ালের কাছে আপার সিটিতে নগরীর প্রভাবশালী ব্যক্তি আন্নাসের বাসভবনে নিয়ে যায়।**** আন্নাস জেরুজালেমের ওপর প্রভাব রাখতেন এবং কঠোর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। টেম্পল পরিবারগুলো ছিল তার নিয়ন্ত্রণে। তিনি নিজে ছিলেন সাবেক সর্বোচ্চ পুরোহিত এবং বর্তমান সর্বোচ্চ পুরোহিত কাইয়াফাসের শ্বশুর এবং তার অন্তত পাঁচ ছেলে সর্বোচ্চ পুরোহিত পদে রয়েছেন।

কিন্তু অর্থলোভী, ঠগবাজদের সহযোগী ছিলেন বলে তার ও কাইয়াফাসের প্রতি বেশির ভাগ ইহুদি ছিল অসন্তুষ্ট। এক ইহুদি লেখায় পাওয়া যায়, তার ভৃত্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কাঠের টুকরা দিয়ে আমাদের পেটায়'; তাদের বিচার ছিল দুর্নীতিপূর্ণ অর্থ-কামানোর কায়দা মাত্র। অন্যদিকে যিশু জনগণের মনের কথাই বলতেন এবং এমনকি সেনহেদ্রিন (ইহুদি কাউন্সিল) সদস্যদের মধ্যেও তার ভক্ত ছিল। এই জনপ্রিয় এবং নির্ভীক প্রচারককে শায়েস্তা করতে হবে কৌশলে, রাতের মধ্যে।

মধ্যরাতের কিছু সময় পর প্রহরীরা আঙিনায় একটি আগুন জ্বালালে (জেসাসের শিষ্য পিটার তার প্রভুকে চিনতে পারার কথা তিনবার অস্বীকার করেন), আন্নাস ও তার জামাতা তাদের অনুগত সেনহিদ্রিনের সদস্যদের জড়ো করেন—কিন্তু তাদের সবাইকে নয়। কারণ, তাদের অন্তত একজন, আরিমাথিয়ার জোসেফ ছিলেন যিশুর গুণমুগ্ধ। তিনি যিশুর গ্রেফতার মেনে নিতেন না। উচ্চ পুরোহিতরা যিশুকে যাচাই-বাছাই করলেন : আসলেই কি তিনি টেম্পল ধ্বংসের হুমকি দিয়েছিলেন এবং তিন দিনের মধ্যে তা পুনর্নির্মাণের কথা বলেছিলেন? তিনি কি মিসাইয়াহ হওয়ার দাবি করেছেন? যিশু কিছুই বললেন না। তবে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন, 'তোমরা ক্ষমতার ডানহাতের ওপর বসা এবং স্বর্গের মেঘে ভেসে আসতে দেখবে মনুষ্যপুত্রকে।'

কাইয়াফাস বললেন, 'সে ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছে'।

শেষ রাত্রিতে জড়ো করা ভিড় থেকে চিৎকার করে বলা হলো, 'সে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার যোগ্য।' যিশুর চোখ বাধা হলো এবং ভোর হওয়ার আগে পর্যন্ত তাকে আঙিনায় কাটাতে হলো। তাকে নিয়ে উপহাস করা হচ্ছিল। সকালে আসল কাজ শুরু হলো। পিলাতি অপেক্ষা করছিলেন।[৪৭]

AMARBOI.COM

* যিশু কবে জেরুজালেম এসেছিলেন কেউ জানে না। লুক যিশুর যাজকত্ব নিয়ে লেখা শুরু করেন ২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে জন কর্তৃক তার ব্যাপ্টাইজ হওয়া থেকে। বলেন, তার বয়স প্রায় ৩০। এতে মনে হয় তার মৃত্যু হয়েছিল ২৯-এর মধ্যে, তবে বলা হয় ৩৩ খ্রিস্টাব্দে। জন বলেন, তার যাজকত্ব স্থায়ী হয়েছিল এক বছর; ম্যাথু, মার্ক ও লুক বলেন, তা ছিল তিন বছর। যিশু ৩০, ৩৩ বা ৩৬ খ্রিস্টাব্দে নিহত হতে পারেন। তবে ঐতিহাসিকভাবে তার অস্তিত্বের প্রমাণ কেবল গসপেলগুলোই নয়; তাসিতার ও জোসেফাসও তার কথা উল্লেখ করেছেন। তারা জন ও ব্যাপ্টিস্টের কথাও বলেছেন। সর্বশেষে আমরা জানি, পিলাতি শাসনকর্তা হয়ে আসার পর (২৬) এবং তার চলে যাওয়ার আগে (৩৬) যিশু পাসওভারের সময় জেরুজালেম এসেছিলেন। তখন ছিল তিবারিয়াস (মৃত্যু ৩৭ খ্রিস্টাব্দ) এবং আনতিপাসের (৩৯ খ্রিস্টাব্দের আগে) শাসনামল। এবং সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে ছিলেন কাইয়াফাস (১৮-৩৬) : খুব সম্ভবত ২৯ থেকে ৩৩-এর মধ্যে। পিলাতি চরিত্রটি জোসেফাস ও আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো জুদাইয়াস উভয়েই নিশ্চিত করেছেন। সিজারিয়াতে পাওয়া একটি শিলালিপিতেও তার অস্তিত্ব নিশ্চিত হওয়া গেছে।

** যেমন এসেনি সম্প্রদায়ের লোকজন, সম্ভবত ধর্মভীরু হাসিদিম গোষ্ঠী থেকে এরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে, যারা ছিল ম্যাকাবিদের মূল সমর্থক। জোসেফাসের মতে, এরা হলো প্রথম খ্রিস্টাব্দের দিকে তিনটি ইহুদি ধারার একটি। কিন্তু, ১৯৪৭-৫৬ সালে মৃত সাগরের কাছে কুমারানের ১১টি গুহা থেকে আবিষ্কৃত 'ডেড সি স্ক্রল' থেকে আমরা আরো অনেক কিছু জানতে পারি। এগুলো ছিল বাইবেলের কিছু পুস্তিকার প্রাচীন হিব্রু সংস্করণ। সেপ্টুয়াজিন্ট (সত্তুরে) বাইবেল নিয়ে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলছে (এই বাইবেল বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মূল হিব্রু বাইবেল থেকে গ্রিক ভাষায় অনুবাদ, যা খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় থেকে প্রথম শতকের মধ্যে লেখা হয় এবং খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট-এর ভিত্তি) এবং এটি টিকে থাকা সবচেয়ে পুরনো হিব্রু বাইবেল (সপ্তম থেকে খ্রিস্ট দশম শতকের মধ্যে লেখা মাসোরেটিক বাইবেল। আলেপ্পো কোডেক্স সবচেয়ে পুরনো তবে অসম্পূর্ণ; সেন্ট পিটার্সবার্গ কোডেস্ক লেখা হয় ১০০৮ খ্রিস্টাব্দে এবং এটাও সম্পূর্ণ)। স্ক্রলের সঙ্গে পার্থক্য থাকলেও এর মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া যায়, মাসোরেটিক অনেক বেশি নির্ভুল। স্ক্রলের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে, যিশুর সময় থেকেই বাইবেল সম্পর্কিত পুস্তকের অনেক সংস্করণ প্রচলিত ছিল। এসেনিরা ছিল কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ ইহুদি। তারা জেরেমিয়াহ ও দানিয়েলের মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত ধারণার বিকাশ ঘটায়। তারা পৃথিবীকে দেখত ভালো-মন্দের মাঝে সঙ্ঘাত হিসেবে, যুদ্ধ ও শেষ বিচারের মধ্য দিয়ে যার অবসান ঘটবে। তাদের নেতা ছিল রহস্যময় 'ন্যায়নিষ্ঠতার শিক্ষক'; তাদের শত্রু ছিল 'দুষ্ট পুরোহিত'—ম্যাকাবিরা যার একটি। তারা খ্রিস্টবাদের উৎপত্তি নিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর তত্ত্বের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু আমরা বলতে পারি, জন দ্য ব্যাপ্টিস্ট মরুভূমিতে তাদের সঙ্গে থাকতে পারেন এবং টেম্পলের সঙ্গে তাদের শত্রুতা ও তাদের মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত ঘটনাবলীর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হতে পারে ইহুদিরা।

*** এই ইরাকি রাজ্য পরের শতাব্দীতেও ইহুদি ছিল। পুরনো জেরুজালেম নগরীর ঠিক বাইরে তিনটি পিরামিডে রানি হেলেনা ও তার ছেলেদের সমাহিত করা হয়। আমেরিকান কলোনি হোটেলের দিকে চলে যাওয়া নাবলুস রোডের ওপর দামাস্কাস গেটের উত্তরে অলংকরণ করা রাজার সমাধি আজও টিকে আছে। ১৯ শতকে এক ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ সেখানে খননকাজ চালিয়ে ঘোষণা করেন, এটা রাজা দাউদের সমাধি। ওই এলাকায় আদিয়াবেনে একমাত্র ইহুদি বসতি ছিল না : পার্থিয়া, আসিনাইয়াস ও আনিলাইয়াসের বিরুদ্ধে দুই ইহুদি বিদ্রোহী বেবিলনের কাছে একটি স্বাধীন ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা প্রায় ১৫ বছর টিকে ছিল।

† ঐতিহ্যবাহী গোল্ডেন গেট (সোনার ফটক) দিয়ে ইহুদিরা টেম্পলে প্রবেশ করত এবং ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টান মরমি ধর্মবিশ্বাসে রয়েছে, মিসাইয়াহ এই ফটক দিয়েই জেরুজালেম প্রবেশ করবেন। কিন্তু, যিশু এই পথে প্রবেশ করতেন না: পরের ৬০০ বছরেও ফটকটি নির্মিত হয়নি, কাছের সুশান ফটকটি জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সর্বোচ্চ পুরোহিত নিজেও কদাচিৎ ব্যবহার করতেন। আরেকটি খ্রিস্টান কিংবদন্তীতে বলা হয়, যিশুখ্রিস্ট অন্য পাশের বিউটিফুল গেটটি (সুন্দর ফটক) দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। সম্ভবত এটি বর্তমানে পশ্চিম দিকে বাব আল সিলসিলার (গেট অব দ্য চেইন, শৃঙ্খলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটক) কাছাকাছি ছিল। এটা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু, যিশুর মৃত্যুর পর পিটার ও জোহন গোল্ডেন গেটের জায়গায় একটি অলৌকিক কাজ করেছিলেন। ল্যাতিন ভাষায় সোনালী হলো 'অরিয়া' এবং গ্রিক ভাষায় সুন্দর হলো 'ওরিয়া'। তাই গোল্ডেন গেটটির নাম বিকৃত হয়ে 'সুন্দর' হতে পারে। এ ধরনের বহু ভুল বোঝাবুঝির সঙ্গে জেরুজালেমের পবিত্রতা মিশে আছে। পাশাপাশি, এই এলাকার পবিত্র মর্যাদা জোরদার ও উচ্চকিত করার জন্য একে নিয়ে বহু সংখ্যক কিংবদন্তীও সৃষ্টি হয়েছে।

**** এই গল্পের প্রতিটি ঘটনাকে জেরুজালেমে তার নিজস্ব ভূগোল সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে। যদিও এর অনেকগুলো স্থানই ঐতিহাসিকভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। মাউন্ট জায়নে উপরের কক্ষ (ক্যান্যাকল) হলো শেষ ভোজের সনাতন স্থান; আসল স্থানটি হতে পারে সিলোয়াম পুকুরের আশেপাশে সম্ভাদরের ঘরগুলো। মার্ক উল্লেখ করেছেন, 'এক ব্যক্তি সেখানে এক কলস পানি নিয়ে গিয়েছিল।' শেষ ভোজের কাহিনী উদ্ভব হয়েছে পরে, পঞ্চম শতকের দিকে এবং ক্রুসেডারদের সময় তা দৃঢ় ভিত্তি পায়। একটি আরো শক্তিশালী কাহিনী থেকে মনে হয়, স্থানটি ছিল পেনটেকোস্ট, যিশুর মৃত্যুর পর যেখানে পূণ্যাত্মা শিষ্যদের কাছে অবতীর্ণ হয়েছিল। নিশ্চিতভাবে এটা সবচেয়ে পুরনো খ্রিস্টান ধর্মীয় স্থানগুলোর একটি। এর পবিত্রতা এতটাই সংক্রামক ছিল যে, পরে ইহুদি এবং মুসলমানরা পর্যন্ত একে ভক্তি করত। আন্নাস ম্যানসনের অবস্থানের ব্যাপারে প্রচলিত কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য স্থানটি হলো আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারের মধ্যে চার্চ অব হলি আর্ক এঞ্জেলস-এর মধ্যে। জেরুজালেমে পাওয়া একটি শিলালিপিতে আরামিক ভাষায় লেখা আছে 'কাইয়াফাসের বাড়িতে ছিল'। ১৯৯০ সালে ভবন নির্মাতারা একটি সিলগালা করা সমাধিপাত্র খুঁজে পায়, যার মধ্যে উল্লেখ ছিল 'জোসেফাস পুত্র কাইয়াফাস'– এগুলো সম্ভবত ছিল সর্বোচ্চ পুরোহিতের হাড়। প্রাচীন জলপাই বনসহ জেসমিন বাগানটি সত্যিই ছিল বলে বিশ্বাস করা হয়।

AMARBOI.COM

পন্টিয়াস পিলাতি : যিশুর বিচার

ভাড়াটে সেনাদলের ঘেরাওয়ের মধ্যে থেকে প্রাটোরিয়ামের ওপর সমবেত উত্তেজিত জনতা এই রোমান প্রশাসককে দেখছিল। উঁচু এই মঞ্চটি বর্তমান জাফা গেটের কাছে রোমান সদর দফতর হেরোড সিটাডেলের বাইরে অবস্থিত ছিল। পন্টিয়াস পিলাতি ছিলেন কৌশলের ধার ধারেন না এমন কঠোর আগ্রাসী ব্যক্তি। ইতোমধ্যে তিনি জেরুজালেমে অপছন্দনীয় লোকে পরিণত হয়েছিলেন। অর্থলিপ্সা, সহিংসতা, চুরি, আঘাত করা, অত্যাচার, অব্যাহত হত্যা এবং বর্বর হিংস্রতার জন্য তিনি কুখ্যাত ছিলেন। এমনকি হেরোডীয় রাজপুত্ররা পর্যন্ত তাকে ডাকত, 'হিংস্র মানসিকতার প্রতিহিংসাপরায়ণ।'

সম্রাটের ছবি আঁকা ঢাল দেখিয়ে জেরুজালেমের মধ্য দিয়ে কুচকাওয়াজ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেতে সেনাদলকে নির্দেশ দিয়ে তিনি ইতোমধ্যে ইহুদিদের ক্ষুব্ধ করেছেন। তাদের অপসারণের অনুরোধ জানিয়ে পিলাতির কাছে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন হেরোড আনতিপাস। কিন্তু সব সময় 'অনমনীয় এবং নিষ্ঠুর' পিলাতি এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। আরো ইহুদি যখন বিক্ষোভ শুরু করে তিনি প্রহরী লেলিয়ে দেন। কিন্তু, প্রতিনিধিরা মাটিতে শুয়ে পড়ে বাধা দেন। এরপর পিলাতি ঢাল থেকে ছবি সরিয়ে ফেলেন। এর কিছুদিন আগেই তিনি গ্যালিলীয় বিদ্রোহীদের হত্যা করেছেন 'যাদের রক্ত পিলাতি উৎসর্গ করা পশুর রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেন।'[৪৮]

'তুমি কি ইহুদিদের রাজা?' পিলাতি যিশুকে জিজ্ঞেস করেন। যিশু যখন জেরুজালেমে প্রবেশ করেন তার অনুসারীরা তাকে রাজার মতোই সংবর্ধনা জানায়। কিন্তু তিনি উত্তর দেন, 'তোমরা তা বলো।' এর বেশি কিছু বলতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পিলাতি জানতে পারলেন, তিনি গ্যালিলীয়। 'যখন জানলেন, তিনি হেরোডের কর্তৃত্বাধীন এলাকায় রয়েছেন,' গ্যালিলি'র শাসকের প্রতি সৌজন্য হিসেবে বন্দিকে হেরোড আনতিপাসের কাছে পাঠালেন। যিশুকে নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল আনতিপাসের। অল্পদূরেই আনতিপাসের রাজপ্রাসাদ। লুক বলেন, হেরোড আনতিপাস 'উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন'। জন দ্য বাপ্টিস্টের উত্তরাধিকারীর সঙ্গে দেখা হবে বলে দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন তিনি তার কাছ থেকে অলৌকিক কিছু দেখারও আশা ছিল তার।' কিন্তু জোহনের হত্যাকারী 'খেঁকশিয়ালকে' যিশু জানিয়ে দেন, তার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা তার নেই।

আনতিপাস যিশুর সঙ্গে কৌতুক করছিলেন, তাকে জাদু দেখাতে বলেন, যিশুকে একটি রাজকীয় পোশাক পরিয়ে 'রাজা' নাম ধরে ডাকেন। জোহন দ্য বাপ্টিস্টের উত্তরসুরিকে রক্ষা করার কোনোই চেষ্টা করলেন না টেটরারাক। তবে, তার সাক্ষাত সুযোগ পাওয়া গেছে বলে খুশি হলেন। পিলাতি ও আনতিপাস অনেকদিন ধরে শত্রু হলেও এখন তারা 'বন্ধুর মতো'। তাছাড়া যিশু রোমানদের জন্যও সমস্যা। হেরোড আনতিপাস যিশুকে প্রাইটোরিয়ামে ফেরত পাঠালেন। সেখানে পিলাতি যিশুর বিচার করেন। মার্ক লিখেন, 'সেখানে তথাকথিত দুজন চোর ও গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টিকারী বারাব্বাসের সঙ্গে তাকে বেঁধে রাখা হয়।' এতে বোঝা যায়, কয়েকজন বিদ্রোহীর সঙ্গে সেখানে দুজন চোরও ছিল। যিশুর সঙ্গে বিচার করতে তাদের রাখা হয়েছিল।

পিলাতি এসব বন্দির একজনকে মুক্তি দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করলেন। জনতার মধ্য থেকে বারাব্বাসকে ছেড়ে দেয়ার দাবি উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, গলপেলগুলো লিখে। এই কাহিনী সত্য বলে মনে হয় না : রোমানরা সাধারণত খুনি বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড দিত। যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। যদিও ম্যাথুর মতে, সমবেত জনতার সামনে পিলাতি 'পানি নিয়ে হাত ধুয়েছিলেন, বলছিলেন, এই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিটির রক্তের ব্যাপারে আমি নির্দোষ'।

ভিড় থেকে বলা হলো, 'তার রক্ত আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্য থাকবে।'

পিতালির মতো দুর্বৃত্ত আগে কখনো রক্তপাতের আগে নিজের হাত ধোয়ার কথা ভাবেননি। এর আগে ইহুদিদের সঙ্গে বিরোধের সময় তিনি সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে শান্তিপূর্ণ জেরুজালেমের সমাবেশের মধ্যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। পিলাতির ইঙ্গিত পেয়ে সৈন্যরা তরবারি বের করে রাস্তা পরিস্কার শুরু করেছিল। এ সময় অনেককে হত্যা করা হয়। এখন ওই সপ্তাহেই বারাব্বাস বিদ্রোহের মুখোমুখি হওয়ার প্রেক্ষাপটে, পিলাতি স্পষ্টভাবে হেরোডের মৃত্যুর পর থেকে জুদাইয়ে একের পর এক 'রাজা' ও 'ভণ্ড নবি'র আবির্ভাব নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে আবেগময়ী বক্তব্য রাখতেন যিশু এবং নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ছিলেন। এমনকি অনেক বছর পর, জোসেফাস নিজে একজন ফারিসি হয়েও যিশুকে একজন বিচক্ষণ শিক্ষক হিসেবে বর্ণনা করেন।

মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ব্যাপারে প্রচলিত সাক্ষ্যগুলোতে সত্য প্রতিফলিত হয়নি।

গসপেলে বলা হয়, পুরোহিতরা বলেছিল মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার এখতিয়ার তাদের নেই। কিন্তু, একথা সত্যের অপলাপ মাত্র। জোসেফাস লিখেন, 'সর্বোচ্চ পুরোহিত অপরাধের বিচার করবেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দেবেন।' ৭০ খ্রিস্টাব্দে টেম্পল ধ্বংসের পর লেখা বা সংশোধিত এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আগ্রহী গসপেলগুলো ইহুদিদের অভিযুক্ত করা হয়, রোমানদের মুক্তি দেওয়া হয়।

যদিও যিশুর বিরুদ্ধে অভিযোগ এবং সেগুলোর শাস্তি নিয়ে তাদের নিজস্ব কাহিনী বলা হয়েছে : এটা ছিল একটি রোমান অভিযান। ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য অন্যান্য অভিযুক্তের মতো যিশুকেও একটি চামরার চাবুক দিয়ে চাবকানো হয়। চাবুকের মাথায় হাড় বা ধাতব কিছু আটকানো ছিল। এটা এমন এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি যে, এতে অসহায় লোকটি প্রায়ই মারা যেত। রোমান সৈন্য, যাদের অনেকেই ছিলো সিরীয়-গ্রিক ভাড়াটে, তাদের তৈরি করা 'ইহুদিদের রাজা' লেখা একটি প্ল্যাকার্ড, রক্তে ভেসে যাওয়া শরীরে মুড়িয়ে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এটা সম্ভবত হয়েছিল ১৪ নিশান বা ৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল শুক্রবার, সকাল বেলা। আরো দুই অভিযুক্তের সঙ্গে যিশুকে দিয়েই তাকে হত্যার জন্য ক্রুশটি সিটাডল কারাগার থেকে আপার সিটির রাস্তা ধরে বধ্যভূমি পর্যন্ত বহন করিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অনুসারীরা জনৈক সাইমন অব সিরেনিকে উদ্বুদ্ধ করছিল, সে যেন ক্রসবারটি বহনে সাহায্য করে। এসময় তার ভক্ত মহিলারা বিলাপ করে কাঁদছিল। তখন যিশু বললেন, 'জেরুজালেমের কন্যারা, আমার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেঁদো না। নিজেদের ও নিজেদের সন্তানদের জন্য কাঁদো। কারণ, শেষ বিচারের দিন আসন্ন।'

শেষবারের মতো জেরুজালেমে ছেড়ে গেলেন যিশু। বাঁদিকে ঘুরে জেন্নাত জেন্নাত গেটের (বাগান ফটক) মধ্য দিয়ে একটি পাহাড়ি বন এলাকায় প্রবেশ করেন। এটি একটি পাথর কেটে বানানো সমাধি এবং জেরুজালেমের বধ্যভূমি। সেখানকার নাম ছিল খুলি'র জায়গা : গলগাথা।*

* এটি ডোলোরোসা হয়ে প্রচলিত গমনপথের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পথ। জোসেফাস উল্লেখিত জিন্নাত গেটটি জুইশ কোয়ার্টারের উত্তর অংশে ছিল বলে ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদ নাহম্যান আভিগাদ চিহ্নিত করেছেন। এটা ফার্স্ট ওয়ালের (প্রথম দেয়াল) একটি অংশ। মুসলিম যুগে, খ্রিস্টানদের মধ্যে ভুল বিশ্বাস ছিল, প্রাইটোরিয়ামটি অ্যান্টোনিয়া দুর্গে ছিল, এখানে পিলাতি যিশুর বিচার করেন। মধ্যযুগে ফ্রান্সিসক্যান সাধুরা ডোলোরোসা হয়ে অ্যান্টোনিয়া থেকে চার্চ অব দ্য হলি সেপালচরে যাওয়ার প্রথা উদ্ভব ঘটান। এটা বলা যায়, ভুল পথ। গলগাথা শব্দটি 'খুলি' শব্দের আরামিক, ল্যাটিন ভাষায় 'খুলি' হলো ক্যালভারি, ক্যালভা।

AMARBOI.COM

যিশুখ্রিস্ট : ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যু (প্যাসন)

শত্রু ও বন্ধুদের একটি ভীড় যিশুর পেছনে পেছনে চলল কিভাবে মৃত্যুদ কার্যকর করা হয়, তা দেখার জন্য। এ ধরনের ঘটনার প্রতি সবারই আগ্রহ থাকে। বধ্যভূমিতে তিনি যখন পৌছলেন তখন সূর্য উঠে গেছে। সেখানে তার জন্য দাঁড় করানো খুঁটি অপেক্ষা করছে : এটা তার আগেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার পরেও ব্যবহৃত হয়ে থাকবে। সৈন্যরা স্নায়ু শক্ত রাখার জন্য যিশুকে প্রথাগত মদ এবং মির্‌রাহ পান করার জন্য দেয়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর তাকে ক্রসবারে আটাকয়ে হলো, দণ্ডটি দাঁড় করানো হলো। জোসেফাস বলেন, ক্রুশবিদ্ধ হলো সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু'। † অভিযুক্তকে প্রকাশ্যে হেনস্থা করার জন্য এটা করা হতো। এরপর পিলাতি 'ইহুদিদের রাজা' লেখা প্লাকার্ড যিশুর ক্রুসের সঙ্গে আটকে দেয়ার নির্দেশ দেন। অভিযুক্তদের বাধা বা পেরেক গেঁথে আটকানো হতো। এটা করা হতো অভিযুক্ত যেন রক্তপাত ছাড়াই মারা যায়। পেরেক গাথা হতো বাহুতে এবং পায়ের গোড়ালিতে- হাতের তালু বা নয় : উত্তর জেরুজালেমের একটি সমাধিতে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় এক ইহুদির কঙ্কাল খুঁজে পাওয়া গেছে। তার হাড়ে সাড়ে ৪ ইঞ্চি লম্বা লোহার পেরেক গাথা ছিল। ক্রুশবিদ্ধ করার কাজে ব্যবহৃত পেরেক গলায় লকেট হিসেবে ব্যবহার বেশ জনপ্রিয় ছিল। ইহুদি,-অ-ইহুদি সবাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা পরত রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে। পরে খ্রিস্টানরা ক্রুশ আকারে যে স্মারক ব্যবহার শুরু করে, ঐতিহ্য হিসেবে তা আসলে অনেক পুরনো। অভিযুক্তদের সাধারণত উলঙ্গ করে ক্রুশবিদ্ধ করা হতো, পুরুষদেরকে সামনের দিকে আর মহিলাদেরকে পেছন দিকে ফিরিয়ে।

হত্যাকারীরা নিহতের কষ্ট দীর্ঘায়িত বা দ্রুততর করার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিল। যিশুকে দ্রুত হত্যা করা তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তাদের উদ্দেশ্য ছিল রোমান শক্তিকে অবজ্ঞা করার পরিণতি সবাইকে দেখানো। তাকে খুব সম্ভবত পেরেক দিয়ে ক্রুশে আটকানো হয়। খ্রিস্টানদের চিত্রগুলোতে যেমন দেখা যায়, তার হাত দুটি সেভাবে বিস্তৃত ছিল। নিতম্বের নিচে ছোট কিলক এবং পায়ের নিচে একটি সাপেডানিয়াম দিয়ে দেহের ভার রক্ষা করা হয়। এসব কাজ করা হয় যেন তিনি দীর্ঘ সময় বেঁচে (কয়েক ঘন্টা কিংবা এমনকি কয়েক দিন পর্যন্তও) থাকেন। মৃত্যু ত্বরান্বিত করার উপায় ছিল, পা ভেঙে দেওয়া। দেহের ভার তখন দুই হাতের ওপর ঝুলতে থাকত, অভিযুক্ত তখন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ১০ মিনিটের মধ্যেই মারা যেত।

সময় যেতে লাগল; তার শত্রুরা তাকে উপহাস করতে থাকল; পথচারীরা হাসি ঠাট্টা করল। মা মেরির পাশাপাশি তার বন্ধু মেরি অব ম্যাগদালা এবং এক 'অজ্ঞাত শিষ্য যাকে তিনি ভালোবাসতেন', সম্ভবত তিনি ছিলেন তার ভাই জামেস, তারা সবকিছু দেখছিলেন। তার সমর্থক জোসেফ অব আরিমাথিয়াও তাকে দেখতে আসেন। সেদিনের আবহাওয়া ছিল কখনো উষ্ণ ও কখনো শীতল। যিশু বললেন, 'আমার তৃষ্ণা পেয়েছে'। তার মহিলা অনুসারীরা একটি স্পঞ্জ ভিনেগার ও সুগন্ধী ভেষজে ডুবিয়ে তা তার ঠোঁটের ওপর ধরেন যেন তিনি চুষে নিতে পারেন। কখনো কখনো তাকে বিচলিত হয়ে উঠতে দেখা যায় : 'আমার ঈশ্বর, আমার ঈশ্বর, কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?' সঠিক বাক্যটি সালম ২২-এ উল্লেখ রয়েছে। ঈশ্বর তাকে পরিত্যাগ করেছেন- এ কথা বলে তিনি কি বোঝাতে চাইলেন? যিশু কি মনে করছিলেন, ঈশ্বর পৃথিবীর ধ্বংস নিয়ে আসবেন?

তিনি যখন দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তিনি দেখেন, মা 'তার সন্তানকে আঁকড়ে ধরে আছে।' তিনি প্রিয় শিষ্যটিকে বললেন, মায়ের যত্ন নিতে। তিনি যদি তার ভাই হয়ে থাকেন, তবে এমনটাই অনুমান করা যায়, শিষ্য হয়ে থাকলে মেরিকে দূরে নিয়ে যাবেন। ভিড়ও কমে যেতে থাকে। রাত্রি নেমে আসে।

ক্রুশবিদ্ধ হওয়া ব্যক্তি স্ট্রোক, ক্ষুধা, শ্বাসরুদ্ধ, আঘাত বা তৃষ্ণায় ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করে। সম্ভবত চাবুকের আঘাতের কারণে যিশুর শরীর থেকে রক্ত ঝরছিল। তিনি হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'সব শেষ হয়ে গেল' তিনি বললেন, চেতনা হারিয়ে ফেললেন। জেরুজালেমের উত্তেজনা এবং আসন্ন সাবাথ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাসওভার উৎসবের দিনের কারণে পিলাতি তার জল্লাদদের বিষয়টি আর বিলম্বিত না নির্দেশ দিয়ে থাকতে পারেন। সৈন্যরা দুই অপরাধী বা বিদ্রোহীর পা ভেঙে দিয়ে তাদেরকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর সুযোগ করে দেয়। তারা যখন যিশুর কাছে আসে, তাকে মৃত মনে হচ্ছিল। তাই, একজন সৈন্য বর্শা দিয়ে তাকে বিদ্ধ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ থেকে রক্ত ও পানি বেরিয়ে আসে। আসলে বর্শা তার মৃত্যুর কারণ হতে পারে।

জোসেফ অব আরিমাতিয়া প্রাইতোরিয়ামে পিলাতির কাছে ছুটে গেলেন দেহটি নেওয়ার জন্য। নিহতদের শরীর সাধারণত ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় পচে যেত, শকুনের খাবার হতো। কিন্তু ইহুদিরা দ্রুত সমাহিত করায় বিশ্বাসী ছিল। পিলাতি রাজি হলেন।

প্রথম শতকে ইহুদিরা মৃতদেহ মাটিতে সমাহিত করত না, পাথরের সমাধিতে কফিনের মধ্যে রেখে দিতো। পরিবারের সদস্যরা সব সময় সেখানে গিয়ে পরীক্ষা করত, সমাহিত ব্যক্তি সত্যিই মারা গেছেন, না কি গভীর অচেতন অবস্থায় আছে, তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য : বিরল হলেও, পরদিন সকালে 'মৃতকে' জেগে থাকতে দেখতে পাওয়ার কথা একেবারেই শোনা যেত না, তেমন নয়। শবদেহগুলো এরপর শুকানোর জন্য এক বছর ফেলে রাখা হতো। এরপর, একটি বাক্সে হাড়গুলো রাখা হতো। একে ওসুয়ারি বলা হতো। এর বাইরে নামটি খোদাই করে সাধারাণত কোনো পাথরের সমাধিতে রেখে দেওয়া হতো।

যোসেফ ও যিশুর পরিবার এবং অনুসারীরা দেহটি নামিয়ে আনেন, কাছাকাছি বাগানে একটি অব্যবহৃত সমাধিতে নিয়ে সমাহিত করেন। দেহটিতে দামী মসলা দিয়ে মাখিয়ে একটি কাফনে মোড়া হয়- খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের দিকে ব্যবহৃত হয়েছে, এমন ধরনের কাফন নগর প্রাচীরের দক্ষিণে অবস্থিত 'রক্তাক্ত প্রান্তর' (ফিল্ড অব ব্লাড)-এর কাছাকাছি একটি সমাধিতে পাওয়া গেছে, তাতে পোড়ানো মানুষের চুল লেগে ছিল (তবে এটা বিখ্যাত তুরিন কাফন নয়, এর বয়স ১২৬০ এবং ১৩৯০ সালের মধ্যে)। হতে পারে, বর্তমান চার্চ অব হলি সেপালচারই হলো সত্যিকারের জায়গা, যা ক্রুশবিদ্ধ করার স্থান এবং সমাধি উভয়ের কাছাকাছি অবস্থিত। কারণ, স্থানীয় খ্রিস্টানরা পরবর্তী তিন শ' বছর শবদেহ কাফনে মোড়ানোর প্রথাটি চালু রেখেছিল। যিশুর শিষ্যরা রাতের বেলায় যিশুর দেহ চুরি করে নিয়ে পরে এবং জনগণকে বলতে পারে, তিনি জীবিত হয়ে উঠেছেন এই আশঙ্কায় কাইয়াফাসের অনুরোধে যিশুর সমাধিতে পাহারার ব্যবস্থা করেন পিলাতি।

আমাদের কাছে যিশুর এই যন্ত্রণা ভোগের (জেসাস প্যাসন) কাহিনীর একমাত্র সূত্র গসপেলগুলো। ল্যাতিন 'পাতিওর' থেকে ইংরেজি 'প্যাশন' শব্দটি এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে এজন্য একজন ইহুদি নবির জীবন-মৃত্যু এবং অলৌকিকত্ব বিশ্বাস করার জন্য ঈমান আনার প্রয়োজন নেই। যাই হোক, লুকের মতে ক্রুশবিদ্ধ করার তিন দিন পর রোববার সকালে যিশুর পরিবারের কয়েকজন নারী সদস্য ও অনুসারী (তার মা ও হেরোড আনতিপাসের রাজসরকারের স্ত্রী জোয়ান্নাসহ) সমাধি দেখতে আসেন : 'তারা দেখেন সেপলচর (সমাধি কক্ষ) থেকে পাথর সরে গেছে। ভেতরে প্রবেশ করে তারা প্রভু যিশুর দেহটি দেখতে পেলেন না। তারা হতভম্ভ হয়ে পড়লেন, দেখতে পেলেন উজ্জ্বল পোশাক পরা দুই ব্যক্তি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ভীত হয়ে পড়লেন... তারা নারীদের বললেন : মৃতের মধ্যে তোমরা কেন জীবিতকে খুঁজতে এসেছ? তিনি সেখানে ছিলেন না, উর্ধ্বে উঠে গেছেন।' পাসওভার সপ্তাহে ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যরা মাউন্ট অব অলিভস লুকিয়ে বেড়ান। কিন্তু, যিশু তাদের কাছে ও তার মায়ের কাছে বেশ কয়েকবার আবির্ভূত হন। তাদেরকে বলেন, 'ভয় পেও না।' টমাস যখন পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিলেন, যিশু তাকে নিজের হাত ও পাশের ক্ষতগুলো দেখান। এর কয়েক দিন পর তিনি সবাইকে নিয়ে মাউন্ট অব অলিভসে যান, সেখান থেকে স্বর্গে আরোহণ করেন। এই পুনরুত্থান যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুকে মরণের ওপর জীবনের বিজয়ে পরিবর্তিত করে। আর এটাই হলো খ্রিস্টবিশ্বাস চূড়ান্ত হওয়ার মুহূর্ত। ইস্টার সানডে'তে এই বিশ্বাসই উদযাপন করা হয়।

যারা এই বিশ্বাসের সঙ্গে একমত নয়, তাদের জন্য বলা যায়, এ ঘটনার সত্যতা যাচাই করা অসম্ভব। ম্যাথু যা তুলে ধরেন, নিশ্চিতভাবে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে এর সমসাময়িক বিকল্প সংস্করণ থাকবে, 'সেই দিন সম্পর্কে ইহুদিদের কাছ থেকে সাধারণভাবে যে বক্তব্য পাওয়া যায়' : সর্বোচ্চ পুরোহিতরা সঙ্গে সঙ্গে সমাধি পাহারা দিয়ে রাখা সৈন্যদের বকশিশ দিয়ে তাদের নির্দেশ দেন, তারা যেন সবাইকে বলে, 'রাতের বেলা তারা যখন ঘুমাচ্ছিলেন, তখন অনুসারীরা যিশুর লাশ সমাধি থেকে নিয়ে গেছেন।'

প্রত্নতত্ত্ববিদরা মনে করে, বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা দেহটি জেরুজালেমের কোনোখানে আরেকটি সমাধিতে সরিয়ে নিয়েছিল মাত্র। তারা সমাধি খনন করে 'যিশুর ভাই জামেস' এবং এমনকি 'জোসেফের ছেলে সেসাস' নাম লেখা কাফনমোড়া শবদেহ খুঁজে পেয়েছেন। এগুলো মিডিয়ার হেডলাইন হয়েছে। কিছু কিছু জাল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তবে বেশির ভাগ সমাধি সত্যিকার অর্থেই প্রথম শতকের। এগুলোতে খুবই সাধারণ ছিল- এবং এগুলোর সঙ্গে যিশুর** কোনো সম্পর্ক নেই।

জেরুজালেমে পাসওভার উদযাপন করা হয়। জুদাস তার অর্থ জমিতে বিনিয়োগ করেন- নগরীর দক্ষিণে আকেলদামায় যা 'পটার্স ফিল্ড' নামে পরিচিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্টত এটা নরক উপত্যকা (ভেলি অব হেল) যেখানে তার 'পেট বিস্ফোরিত হয়ে নাড়িভূড়ি বেরিয়ে যায়।' † শিষ্যরা লুকানো অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পর মাউন্ট জায়নের ক্যান্যাকল আপার রুমে পেনটিকোস্ট পালনের জন্য মিলিত হন। 'সেখানে হঠাৎ স্বর্গ থেকে প্রবল দমকা হওয়া এলো'- পূণ্যাত্মা, যিনি তাদেরকে জেরুজালেমে আসা বিভিন্ন জাতির লোকজনের সঙ্গে কথা বলার অনুমতি দেন, যিশুর নামে চিকিৎসা করার কথা বলেন। পিটার এবং জন দৈনন্দিন প্রার্থনার জন্য বিউটিফুল গেট দিয়ে প্রবেশ করছিলেন। এ সময় এক পঙ্গু তাদের কাছে ভিক্ষা চায়। 'উঠে দাঁড়াও এবং হাঁটো,' তারা বললেন এবং সে তাই করল।

শিষ্যরা যিশুর ভাইকে 'জেরুজালেমের ওভারশিয়ার' নিযুক্ত করেন। এই ইহুদি সম্প্রদায়ের নেতা নাজারিনি নামে পরিচিত। যিশুর মৃত্যুর পরপরই এই সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল কারণ, 'জেরুজালেম এ চার্চের ওপর ব্যাপক নিপীড়ন চলে।' যিশুর এক গ্রিকভাষী অনুসারী স্টিফেন টেম্পলের নিন্দা করে বলেন, 'হাতে বানানো মন্দিরে ঈশ্বর থাকতে পারেন না'। ফলে স্টিফেনকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে উচ্চ পুরোহিতরা। সেনহিদ্রিনে তার বিচার করে প্রাচীরের বাইরে নিয়ে পাথর মেরে হত্যা করা হয়। স্থানটি সম্ভবত বর্তমানে দামাস্কাস গেটের উত্তরে অবস্থিত ছিল। তিনি ছিলেন খ্রিস্টানদের মধ্যে প্রথম 'শহীদ'। গ্রিক 'উইটনেস' (সাক্ষী) শব্দ থেকে এই মার্ট্যার শব্দটি এসেছে। জামেস ও তার নাজারিনিরা ধর্মভীরু ইহুদি এবং যিশুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকলেও পরবর্তী ৩০ বছর টেম্পলে গিয়ে শিক্ষাদান ও প্রার্থনা অব্যাহত রাখেন। পূণ্যবান ইহুদি হিসেবে সেখানে জামেস ব্যাপক প্রশংসিত হন। যিশুর ইহুদিবাদ তার আগে ও পরে আসা অনেক ধর্মপ্রচারকদের চেয়ে স্পষ্টত অধিকতর 'বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন' ছিল না।

যিশুর শত্রুরা টিকতে পারেনি। তার ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার পরপরই পিলাতিকে ডুবিয়েছিলেন এক সামারিতান ভণ্ড নবি। তিনি জেরিজিম পর্বতে মুসার দেহভস্ম রাখার পাত্রটি দেখার কথা বলে লোকজনকে উত্তেজিত করতেন। পিলাতি অশ্বারোহী দল পাঠালেন। তারা তার অনুসারীদের অনেককে হত্যা করেন। প্রশাসক ইতোমধ্যে জেরুজালেমকে বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল। এখন সামারিতানরা তার নৃশংসতার নিন্দা জানাতে শুরু করল।

সিরিয়ার গভর্নর এসে জেরুজালেমে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। তিনি কাইয়াফাস ও পিলাতি, দুজনকেই বরখাস্ত করেন। তাদেরকে রোম পাঠিয়ে দেওয়া হলো। এই কাজ এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল, জেরুজালেমবাসী উৎসাহের সঙ্গে রোমান গভর্নরকে স্বাগত জানায়। ইতিহাস থেকে হারিয়ে গেলেন পিলাতি। ইতোমধ্যে হেরোড আনতিপাসকে নিয়ে বিরক্ত হয়ে উঠেছেন তিবারিয়াস।[৪৯] কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানেই রাজবংশটির সমাপ্তি ঘটেনি : ইহুদি রাজপুত্রদের মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকি গ্রহণকারী হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিটির কারণে হেরোডীয়রা অসাধারণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজপুত্র রোমে অস্থিরমতি রোমান সম্রাটের বন্ধু হন, জেরুজালেম পুনঃরুদ্ধারে সহায়তা করেন।

† ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যার প্রচলন ঘটে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে। সম্রাট দারিউস বেবিলনীয় বিদ্রোহীদের ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেন। পরে গ্রিকরা এই পদ্ধতি গ্রহণ করে। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে আমরা দেখেছি টাইরিয়ানদের ক্রুশবিদ্ধ করতে। জেরুজালেমের বিদ্রোহীদের ক্রুশবিদ্ধ করেন আলেকজান্ডার ইপিফানেস ও ইহুদি রাজা আলেকজান্ডার জান্নাইয়াস; কার্থিয়ানরা বেয়াড়া জেনারেলদের ক্রুশবিদ্ধ করত। ৭১ খ্রিস্টাব্দে রোমানরা স্পার্টাকাস ক্রীতদাসদের বিদ্রোহ দমন করে, তাদেরকে ব্যাপকভাবে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়। বলা হয়, ক্রুশ তৈরি করার কাঠ আসত ১১ শতকে নির্মিত মনাস্ট্রি অব দ্য ক্রসের এলাকা থেকে। বর্তমান ইসরাইলের নেসেটের কাছে ছিল এর অবস্থান। এই মনাস্ট্রি দীর্ঘকাল জেরুজালেমে, জর্জিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সদরদফতর ছিল।

** ১৯ শতকে মিসরে আবিষ্কৃত হয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে লেখা নস্টিক কোডেক্স, গসপেল অব পিটার। তাতে মৃতদেহ সরিয়ে নেওয়া নিয়ে একটি রহস্যজনক কাহিনী রয়েছে। প্রায় ৪০ বছর পর ৭০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লেখা সবচেয়ে পুরনো গসপেল মার্কে বলা হয় যিশুকে সমাধিস্থ করা হয়েছে। এর কোথাও পুনরুত্থানের কথা বলা হয়নি। পুনরুত্থান সম্পর্কে মার্কের বক্তব্য পরে সংযুক্ত করা। ৮০ সালের দিকে লেখা হয় ম্যাথু এবং লুক লেখা হয় মার্ক ও আরেকটি অজ্ঞাত সূত্র অবলম্বনে। এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় 'সিনোপটিকস'- গ্রিস ভাষায় যার অর্থ 'একত্রে দর্শন'। লুকে ক্রুশবিদ্ধের সময় যিশু পরিবারের স্বল্পতম ভূমিকা দেখানো হয়েছে। কিন্তু মার্কে জামেস, জোসেস ও যিশুর বোনের মা মেরির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্ভবত, প্রথম শতকের শেষ দিকে লেখা সর্বশেষ গসপেল জন অন্য গসপেলগুলোর চেয়ে যিশুর ঐশ্বরিক রূপ অতিমাত্রায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে এতে যিশুর জেরুজালেম ভ্রমণ নিয়ে অন্যগুলোর চেয়ে অধিক বিবরণ রয়েছে।

† শিষ্যদের আচরণ- এ এই কাহিনী বলা হয়েছে। কিন্তু, ম্যাথুতে রয়েছে অন্য কথা : অনুশোনায় দগ্ধ জুদাস তার রৌপ্যমুদ্রা টেম্পলের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলেন, যেখানে সর্বোচ্চ পুরোহিত (এগুলো ব্লাডমানি ছিল তাই তিনি তা টেম্পলের কোষাগারে জমা করেননি) 'বেওয়ারিশ লাশ সামিহত করার জন্য' তা পটার্স ফিল্ডে বিনিয়োগ করেন। এরপর জুদাস গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। আকেলদামা- রক্তাক্ত প্রান্তর- মধ্যযুগেও গোরস্তান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২
হেরোডদের শেষ দিনগুলো
৪০-৬৬ সাল

হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা : ক্যালিগুলার বন্ধু

রোমের রাজপরিবারে বেড়ে ওঠা তরুণ অ্যাগ্রিপ্পা সম্রাট তিবেরিয়াসের ছেলে দ্রুসাসের সেরা বন্ধুতে পরিণত হয়। হেরোড দ্য গ্রেট এবং মারিয়ামির নাতি, তাদের নিহত ছেলে এরিস্টোবুলাসের সন্তান, এই আকর্ষণীয় এবং বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অসম্ভব কৌতূহলী তরুণটি সম্রাটের ছেলের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করেন। ফলে বিপুল ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি।

২৩ সালে তরুণ দ্রুসাস মারা গেলে ভগ্ন হৃদয় সম্রাট তার সন্তানের বন্ধুর মুখোমুখি হতে চাইলেন না। ফলে হেরোড অ্যাগ্রিপ্পাকে হতাশ হয়ে গ্যালিলিতে ফিরে আসতে হয়। এসময় সেখানকার শাসক ছিলেন আনতিপাস। তার সঙ্গে বোন হেরোডিয়াসের বিয়ে হয়েছে। অ্যাগ্রিপ্পাকে তিবেরিয়াসে একটি বৈচিত্রহীন কাজ দেন আনতিপাস, কিন্তু, একঘেঁয়েমি তার ভালো লাগার নয়। তিনি পরিবারের আবাসভূমি ইদুমিয়ায় পালিয়ে যান, আত্মহত্যা করার কথা ভাবতে থাকে। যাই হোক, এই অমিতব্যয়ী দুষ্ট প্রকৃতির তরুণ সব সময়ই অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু পেয়ে থাকতেন।

যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার সময় পরিবারের উত্তরাঞ্চলীয় ভূমির টেটরারাক ফিলিপ মারা যান। আনতিপাস সম্রাটের কাছে তার করদরাজ্য সম্প্রসারণের জন্য আবেদন জানালেন। হেরোড অ্যাগ্রিপ্পাকে সবসময় পছন্দ করতেন তিবেরিয়াস। তাই তিনি নিজের দাবি প্রতিষ্ঠার জন্য চাচাকে উপেক্ষা করে দ্রুত কাপ্রিতে সম্রাটের বাসভবনে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি দেখেন, তিবেরিয়াস তার জুপিটার ভিলার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে অবস্থান করছেন। তার জৈবিক ক্ষুধা নিবারণ করছে, ঐতিহাসিক সুয়েতোনিয়াসের মতে, তার 'মিন্নোয়া' নামের বালকেরা। সম্রাট পুকুরে সাঁতার কাটার সময় তার গোপন অঙ্গ লেহন করার ব্যাপারে এরা ছিল প্রশিক্ষিত।

তিবেরিয়াস অ্যাগ্রিপ্পাকে স্বাগত জানান, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার বিপুল দেনার কথা তখনো সম্রাটের কানে যায়নি। তবে জন্মগতভাবে জুয়াড়ি আগ্রিপ্পা তাকে অর্থ ধার দিতে সম্রাটকে রাজি করাতে তিনি তার মায়ের বন্ধু আনতোনিয়াকে ধরেন, এ ব্যাপারে সম্রাটের কাছে আবেদন জানান। মার্ক এন্টনির কন্যা, কঠোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রমী এবং ধর্মপরায়ণ আনতোনিয়াকে আদর্শ রোমান অভিজাত হিসেবে শ্রদ্ধা করতেন তিবেরিয়াস। তিনি তার কথায় এই ইহুদি দুরাচারকে ক্ষমা করে দেন। অ্যাগ্রিপ্পা অর্থ নিয়ে ঋণ পরিশোধ না করে তা আরেকজন দেউলিয়া রাজন্য ক্যালিগুলাকে উপহার দেন। তিনি ছিলেন অ্যাগ্রিপ্পার পরলোকগত বন্ধু দ্রুসাসের সন্তান জিমেল্লাসের সঙ্গে তিবেরিয়াসের আরেক উত্তরাধিকারী। সম্রাট জিমেল্লাসকে দেখাশোনা করতে অ্যাগ্রিপ্পাকে নির্দেশ দেন।

সুযোগ সন্ধানী অ্যাগ্রিপ্পা তা না করে গাইয়াস ক্যালিগুলার সেরা বন্ধুতে পরিণত হন। ক্যালিগুলা শিশু মাসকট হিসেবে খুদে-সেনা পোশাক পরে সেনাবাহিনীর সামনে কুচকাওয়াজ করতেন (এমনকি সামরিক বুট *ক্যালিগা*সহ, এজন্য তার ডাক নাম হয়েছিল 'বুটকিনস'।)। জনপ্রিয় জেনারেল গেরমানিকাসের ছেলে হিসেবে তিনি ছিলেন সবার প্রিয়। ক্যালিগুলার বয়স তখন ২৫ বছর। বেয়াড়া ও সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চলাফেরা করা যুবকটি উচ্ছন্নে যেতে থাকেন, সম্ভবত তিনি ছিলেন কিছুটা পাগলাটে ধরনের। এরপরও মানুষ তাকে পছন্দ করত। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে পড়েন তিনি। ক্যালিগুলা ও হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা ছিলেন অমিতচারী, পাপাচারপূর্ণ জীবনে নিমজ্জিত। অথচ বহু দূরে জেরুজালেমে অ্যাগ্রিপ্পার ভাইদের জীবন ছিল ধার্মিকতাপূর্ণ।

তারা যখন কাপ্রির আশেপাশে ঘুরছিলেন, তখন দুজনের মনে তিবেরিয়াসের মৃত্যু নিয়ে উদ্ভট কল্পনা তৈরি হয়। এসব কথা শুনছিল তাদের সারথী। আগ্রিপ্পা তাকে চুরির দায়ে গ্রেফতার করলে সে সম্রাটের ওইসব কথা বলে দেয়। আগ্রিপ্পাকে কারাগারে পাঠানো হলো, বাঁধা হলো শিকলে। কিন্তু তার বন্ধু ক্যালিগুলাকে রাখা হলো পাহারায়। তিনি তাকে গোসল করা, বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত ও মজাদার খাবার উপভোগের সুযোগ করে দেন।

৩৭ সালের মার্চে অবশেষে তিবেরিয়াস মারা গেলে বালক জেমেল্লাসকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন ক্যালিগুলা। তখনই তিনি বন্ধুকে মুক্তি দেন, তাকে সোনার শিকল উপহার দিয়ে বন্দিত্বের দিনগুলো উদযাপন করেন। তাকে রাজার পদে পদোন্নতি দিয়ে ফিলিপের উত্তরাঞ্চলীয় ভূখণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়। ভাগ্যের কী পরিবর্তন। অ্যাগ্রিপ্পার বোন হেরোডিয়াস এবং যিশুর ঘৃণিত 'খেঁকশিয়াল' আনতিপাস ক্যালিগুলার সিদ্ধান্ত বদল করা এবং তাদের রাজ্য ফিরে পাওয়ার জন্য কাছাকাছি সময়ে রোম সফরে যান। কিন্তু অ্যাগ্রিপ্পা তাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। তিনি অভিযোগ আনেন, এরা বিদ্রোহের পরিকল্পনা করছে। ক্যালিগুলা জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের হত্যাকারী আনতিপাসকে ক্ষমতাচ্যুত করেন, (আনতিপাস পরে লিয়নসে মারা যায়) তার সব সম্পত্তি হেরোড অ্যাগ্রিপ্পাকে দিয়ে দেন।

নতুন রাজা খুব কমই রাজ্যে যেতেন, ক্যালিগুলার ঘনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন। ভ্রাতৃঘাতী খামখেয়ালিপনার কারণে ক্যালিগুলা দ্রুত রোমানদের প্রিয়পাত্র থেকে বিরাগভাজনে পরিণত হন। পূর্বসূরীদের মতো সামরিক সুনাম না থাকায় ক্যালিগুলা সাম্রাজ্যজুড়ে- এবং টেম্পলের হলি অব হলিজে নিজের মূর্তির পূজা করার নির্দেশ দিয়ে নিজের মর্যাদা বাড়ানোর চেষ্টা করেন। জেরুজালেম এতে অস্বীকৃতি জানায়; বিদ্রোহের প্রস্তুতি নেয় ইহুদিরা। সিরিয়ায় গভর্নরের কাছে গিয়ে প্রতিনিধিরা জানায়, এ ধরনের ধর্মদ্রোহীতা প্রতিষ্ঠার আগে 'তাকে গোটা ইহুদি জাতিকে হত্যা করতে হবে'। আলেকজান্দ্রিয়ায় গ্রিক ও ইহুদিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে যায়। উভয় পক্ষ ক্যালিগুলার কাছে প্রতিনিধি পাঠায়। গ্রিকরা অভিযোগ করে, কেবল ইহুদিরাই ক্যালিগুলার মূর্তি পূজা করছে না।

সৌভাগ্যবশত রাজা অ্যাগ্রিপ্পা তখন রোমে উপস্থিত ছিলেন, ক্রমাগত অধিকতর অসহিষ্ণু হয়ে ওঠা ক্যালিগুলার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা আরো বেড়েছে। সম্রাট যখন গল অভিযান শুরু করেন, তখন সঙ্গে ইহুদি রাজাও ছিলেন। কিন্তু, যুদ্ধ ছাড়াই সাগরের ওপর বিজয়ের দাবি করলেন ক্যালিগুলা। বিজয়স্মারক হিসেবে ঝিনুক সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন।

ক্যালিগুলা সিরিয়ার গভর্নর পেট্রোনিয়াসকে নির্দেশ দেন তার আদেশ কার্যকর করে জেরুজালেম গুঁড়িয়ে দিতে। হেরোডীয় রাজপুত্রদের নেতৃত্বে ইহুদি প্রতিনিধিরা পেট্রোনিয়াসকে মত বদলানোর অনুরোধ করে। ইতস্তত করছিলেন পেট্রোনিয়াস। তিনি জানতেন, যুদ্ধে অগ্রসর হতে হবে, নইলে নিজের মৃত্যু অনিবার্য।

কিন্তু উড়নচণ্ডী সুযোগ সন্ধানী রাজা হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা হঠাৎ নিজেকে বিস্ময়করভাবে ইহুদিদের রক্ষক হিসেবে তুলে ধরলেন। তিনি জেরুজালেমের হয়ে সাহসের সঙ্গে ক্যালিগুলাকে সবচেয়ে অবাক করা চিঠিটি লিখেন: 'আপনি জানেন, আমি জন্মে ইহুদি এবং আমার জন্মভূমি জেরুজালেম এবং যেখানে রয়েছে সর্বেশ্বরের পবিত্র টেম্পল। আমার প্রভু গাইয়াস, এই টেম্পল মানুষের হাতে কখনো আঘাত পায়নি। কারণ, এটা সত্যিকার ঈশ্বরের পবিত্র স্থান। আপনার দাদা [মারকাস] আগ্রিপ্পা এখানে সফর করে টেম্পলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন, অগাস্টাসও তাই করেছেন। [এরপর তিনি ক্যালিগুলাকে অনুগ্রহ দেখানোর জন্য ধন্যবাদ জানান, কিন্তু] আমি কেবল একটি জিনিসের সঙ্গে সেসবের [ওইসব অনুগ্রহ] বিনিময় করব– তা হলো এই পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠানগুলোর যেন ক্ষতি করা না হয়। আমাকে হয় একজন রাষ্ট্রোদ্রোহী হিসেবে নিজেকে মনে করতে হবে অথবা আমি আগে যেমন ছিলাম তেমন আর কখনো আপনার বন্ধু হিসেবে গণ্য হব না; এর বাইরে আর কোনো বিকল্প নেই।'*

'মৃত্যু বা স্বাধীনতা'র এই সাহসী উচ্চারণ অতিরঞ্জিত বলে মনে হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যালিগুলাকে এভাবে চিঠি লেখা ছিল ঝুঁকির বিষয়। রাজার এই হস্তক্ষেপ শেষ পর্যন্ত জেরুজালেমকে রক্ষা করে। একটি ভোজে সম্রাট হওয়ার আগে তাকে বিভিন্ন সহায়তার জন্য ক্যালিগুলা রাজা অ্যাগ্রিপ্পাকে ধন্যবাদ জানান। তিনি যেকোন অনুরোধ রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজা তাকে টেম্পলে তার কোনো ছবি না রাখার জন্য বললেন, ক্যালিগুলা রাজি হলেন।

* ম্যাকাবীয় ও হেরোডীয় হিসেবে আগ্রিপ্পা লিখেন, 'এ বিষয়ে কথা বলতে আমার ওপর দায়িত্ব বর্তেছে। আমার প্রপিতা, পূর্বসূরি, রাজা, যাদের বেশির ভাগের উপাধি ছিল সর্বোচ্চ পুরোহিত, যারা তাদের রাজ উপাধিকে পৌরহিত্বের চেয়ে খাটো বলে বিবেচনা করতেন। একজন রাজার চেয়ে সর্বোচ্চ পুরোহিতের পদে বসা মর্যাদার কারণ ঈশ্বর মানুষকে অতুলনীয় করেছেন। আমার ভাগ্য যেহেতু এই জাতি, নগরী ও টেম্পলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এদের সবগুলোর জন্যই আমি আপনার কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করছি।'

হেরোড আগ্রিপ্পা এবং সম্রাট ক্লাউডিয়াস : হত্যা, গৌরব ও কীট

AMARBOI.COM

সম্রাট ৩৭ সালের শেষের দিকে এক অদ্ভুত রোগ থেকে সেরে ওঠার পর আরো বেশি ভারসম্যহীন হয়ে পড়েন। পরের কয়েক বছর, বিভিন্ন সূত্র দাবি করে, তিনি নিজের তিন বোনের সঙ্গে পাপাচারে লিপ্ত হন, তাদেরকে অন্য মানুষের শয্যায় যেতে বাধ্য করেন, নিজের ঘোড়াকে সভাসদ নিযুক্ত করে। এসব কেলেঙ্কারির সত্যতা নিরূপণ করা কঠিন। তবে তার কর্মকাণ্ড নিশ্চিতভাবেই বেশির ভাগ রোমান এলিটকে বিরূপ ও আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তিনি নিজের বোনকে বিয়ে করেন, তিনি গর্ভবতী হয়ে পড়লে শিশুটিকে গর্ভাশয় থেকে বের করে আনা হয়। এক রক্ষিতাকে চুম্বন করে তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলেন, 'যখনই আমি চাইব, এই সুন্দর গলাটি কাটা হবে' এবং পরিষদদের বলেন, 'আমি কেবল একবার মাথা ঝাকাব এবং তখনই তোমাদের গলা কেটে ফেলা হবে।' তার প্রিয় উক্তি ছিল 'রোমের যদি একটা গলা থাকত।' বোকার মতো তিনি গাট্টাগোট্টা প্রিটোরিয়ার প্রহরীদের 'প্রিপ্পাস' বলে রসিকতা-তামাশা করতেন। কিন্তু এভাবে চলতে পারে না।

ক্যালিগুলা ৪১ সালের ২৪ জানুয়ারি দুপুরে হেরোড অ্যাগ্রিপ্পাকে নিয়ে একটি গোপন পায়ে হাঁটা পথে থিয়েটার ত্যাগ করছিলেন। এসময় এক প্রিটোরিয়ান সেনা তার তরবারি বের করে চিৎকার করে বলে, 'না-ও এটা!' তরবারি ক্যালিগুলার কাঁধে আঘাত করে তাকে প্রায় দ্বিখণ্ডিত করে ফেলে। কিন্তু, এরপরও তিনি চিৎকার করতে থাকেন, 'আমি এখনো বেঁচে আছি।' ষড়যন্ত্রকারীরা চিৎকার করে ওঠে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আবার আঘাত করো' এবং তাকে শেষ করে দাও। তার জার্মান দেহরক্ষীরা রাস্তায় লুটপাট চালাচ্ছিল। প্রিটোরিয়ান প্রহরীরা পালাতিন পাহাড়ে রাজপ্রাসাদ তছনছ করতে থাকে, ক্যালিগুলার স্ত্রীকে হত্যা করে। সম্রাটের মস্তক থেকে মগজ বের করে আনা হয়। এদিকে সম্রাটের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালাচ্ছিল সিনেট।

হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা ক্যালিগুলার দেহ নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে ঘোষণা করলেন, সম্রাট আহত হলেও এখনো জীবিত আছেন। এর মাধ্যমে তিনি কিছু সময় হাতে নিলেন। তিনি প্রাইটোরিয়ানদের একটি দলকে নিয়ে প্রাসাদে যান। তারা দেখেন, কেউ একজন মশারির ওপারে কেউ স্থির হয়ে শুয়ে আছে। তারা আবিস্কার করেন, তিনি আর কেউ নন কালিগুলার চাচা ও অ্যাগ্রিপ্পার পারিবারিক বন্ধু আনতোনিয়ার ছেলে, পঙ্গু ও তোতলা পণ্ডিত ক্লাউদিয়াস। সবাই মিলে তাকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করল। তাকে একটি ঢালে বসিয়ে তাদের শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রজাতন্ত্রীবাদী ক্লাউদিয়াস এই সম্মান প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহুদি রাজা তাকে রাজমুকুট গ্রহণের পরামর্শ দিয়ে বলেন, তিনি যেন এ ব্যাপারে সিনেটকে রাজি করান। অ্যাগ্রিপ্পার আগে বা পরে এমনকি আধুনিক কালেও আচারনিষ্ঠ কোনো ইহুদি তার মতো এতটা ক্ষমতাশালী হয়নি। সম্রাট ক্লাউদিয়াস ধীরস্থির, বুদ্ধিমান শাসক হিসেবে প্রমাণিত হন। তিনি তার বন্ধুকে জেরুজালেমসহ হেরোডের গোটা রাজ্য উপহার দেন। সেই সঙ্গে তাকে সভাসদের পদমর্যায় ভূষিত করেন। এমনকি অ্যাগ্রিপ্পার ভাইও একটি রাজ্য পান।

হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা যখন জেরুজালেম ত্যাগ করেছিলেন, তখন তিনি ছিলেন কপর্দকহীন; ফিরে এলেন জুদাইয়ের রাজা হিসেবে। তিনি টেম্পলে উৎসর্গ করেন, সমবেত জনতার সামনে কর্তব্যনিষ্ঠভাবে দিউতারোনমি পাঠ করলেন। তিনি যখন নিজের মিশ্র বংশের জন্য কাঁদছিলেন তখন ইহুদিরা চলে গেল। তিনি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে ক্যালিগুলার দেওয়া সোনার শিকল টেম্পলে দান করেন। 'যেই পবিত্র শহরকে' তিনি 'নগরী মাতা' হিসেবে দেখেন, তা কেবল জুদাই নয়, ইউরোপ ও এশিয়াজুড়ে ইহুদিরাও একইভাবে দেখে। নগরীটিকে জিতে নেন এই নতুন হেরোড। তার মুদ্রায় লেখা হতো 'গ্রেট কিং অ্যাগ্রিপ্পা, ফ্রেন্ড অব সিজার'। জেরুজালেমের বাইরে তিনি রোমান-গ্রিক রাজা হিসেবে জীবনযাপন করতেন, কিন্তু নগরীতে ইহুদির মতো থাকতেন। প্রতিদিন টেম্পলের গিয়ে উৎসর্গ করতেন। তিনি সম্প্রসারিত জেরুজালেমর সৌন্দর্যবর্ধন করলেন, একে সুরক্ষিত করেন। নতুন বেজেথা শহরতলী ঘিরে তৃতীয় প্রাচীর নির্মাণ করেন- এর উত্তর অংশ খনন করা হয়েছে।

অ্যাগ্রিপ্পাকেও জেরুজালেমের উত্তেজনা প্রশমনের জন্য হিমশিম খেতে হয়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বছরের মধ্যে পরপর তিনজন সর্বোচ্চ পুরোহিত নিয়োগ দেন তিনি এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা করেন। রোমে ইহুদি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে ক্লাউদিয়াসের দমন অভিযানের সঙ্গে কাকতালীয়ভাবে এ ঘটনা ঘটতে পারে, খ্রিস্টধর্ম প্রচারের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে তাদের বহিস্কার করা হয়। এক্টস অব দ্য এপসলস-এ বলা হয়, 'এই সময়ে হেরোড রাজা চার্চকে বিরক্ত করতে হস্ত প্রসারিত করেন,' জামেসের শিরচ্ছেদ করা হয় (তিনি যিশুর ভাই নন; অন্য কোনো শিষ্যের নাম হবে)। তিনি পিটারকেও গ্রেফতার করেন। পাসওভারের পর তাকে হত্যার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কোনোভাবে বেঁচে যান পিটার : খ্রিস্টানরা একে অলৌকিক ঘটনা বলে মনে করে। কিন্তু, বিভিন্ন সূত্র থেকে মনে হয়, সম্ভবত সমবেত জনতার জন্য উপহার হিসেবে রাজা তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাউকে সম্রাট বানানোর বিষয়টি অ্যাগ্রিপ্পার মাথা থেকে তখনো যায়নি। তিনি রোমানদের অনুমতি ছাড়াই স্থানীয় তিবেরিয়াস রাজাদের একটি সভা ডাকলেন। রোমানরা সতর্ক হয়ে গেল এবং রাজাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হলো সভা ছেড়ে চলে যেতে। ক্লাউদিয়াস জেরুজালেমে নতুন প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ বন্ধ করে দেন। এরপর থেকে অ্যাগ্রিপ্পা, সোনার অলংকরণ খচিত পোশাক পরে গ্রিক দেব-রাজের মতো তার রাজ্য চালাতেন। তিনি যখন পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হন তখন :'তাকে পোকা খাচ্ছে', এক্টস অব দ্য এপসলস লিখে। ইহুদিরা চট পেতে বসে তার রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনা করল, কিন্তু সবই বৃথা গেল। উদার ইহুদি, কট্টর ইহুদি এবং রোমানদের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার মতো ক্যারিশমা ও সংবেদনশীলতা তার ছিল। যে মানুষটি জেরুজালেম রক্ষা করতে পারত, তিনি মারা গেলেন।[৫০]

হেরোড দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পা : নিরোর বন্ধু

রাজার মৃত্যুর খবরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তার পুত্র দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পার বয়স তখন ১৭ হলেও ক্লাউদিয়াস তাকেই রাজা করতে চাইলেন। কিন্তু সম্রাটকে পরামর্শ দেওয়া হলো, বালকটি এতই ছোট যে, তার পক্ষে বর্তমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। তার চেয়ে সম্রাট যেন সেখানে রোমের প্রত্যক্ষ শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরলোকগত অ্যাগ্রিপ্পার ভাই, কিং হেরোড অব সালকিসকে সর্বোচ্চ পুরোহিত নিয়োগ এবং টেম্পল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেন। পরের ২৫ বছর রোমান দেওয়ান (প্রকিউরেটর) এবং হেরোডীয় রাজাদের মধ্য এক অদ্ভুত অংশীদারিত্বের মাধ্যমে জেরুজালেম শাসিত হয়। কিন্তু তারা ধর্মীয় উত্তরাধিকারী, গ্রিক, ইহুদি ও সামারিতানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব এবং ধনী, রোমানপন্থী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজাত ও গরিব ন্যায়নিষ্ঠ ইহুদিদের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্যের কারণে সৃষ্ট গোলযোগ প্রশমিত করতে পারেনি।

যিশুর ভাই জামেস এবং তাদের কথিত *প্রেসবাইতিরোই* বা প্রবীণদের নেতৃত্বে ইহুদি খ্রিস্টান নাজারিনিরা জেরুজালেমে টিকে থাকেন, সেখানে আসল শিষ্যরা টেম্পলে গিয়ে ইহুদিদের মতো প্রার্থনা করতেন। কিন্তু যেসব ধর্মপ্রচারক রোমান নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করত, যিশু ছিলেন তাদের থেকে অনেক দূরে : জোসেফাস একের পর এক আগত স্বঘোষিত-নবীদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। এদের বেশির ভাগকে রোমানরা হত্যা করে।

পরিস্থিতি পরিবর্তনের ব্যাপারে দেওয়ানেরা কিছু করলেন না। পিলোতির মতো তারাও এসব নবিদের নিশ্চিহ্ন করার ব্যবস্থা করতেন। সেইসঙ্গে ছিল, প্রদেশ থেকে কিভাবে মুনাফা নিংড়ে নেওয়া যায় সে চেষ্টা করা। জেরুজালেমে একবছর পাসওভারের সময় রোমান সৈন্য ইহুদিদেরকে তার নিম্নদেশ প্রদর্শন করে। এতে দাঙ্গা বেধে যায়। দেওয়ান সেনাদল পাঠালে তারা জনতাকে পদদলিত করা শুরু করে। এতে সরু সড়কগুলোতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে বহু মানুষ মারা যায়। এর কয়েক বছর পর, ইহুদি ও সামারিতানদের মধ্যে এক যুদ্ধের সময় রোমানরা অনেক ইহুদিকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে।

উভয় পক্ষ রোমের কাছে আবেদন জানায়। সামারিতানরা সফল হতো পারত। কিন্তু রোমে শিক্ষাগ্রহণরত তরুণ হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা ক্লাউদিয়াসের প্রভাবশালী স্ত্রী আগ্রিপ্পানার মন জয় করেন : ফলে সম্রাট কেবল ইহুদিদেরকে সমর্থন দিলেন না, তিনি দোষী রোমান লোকজনকে জেরুজালেমে অপদস্ত করে হত্যার নির্দেশ দেন। দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পার পিতা যেমন ক্যালিগুলার প্রিয় ছিলেন তেমনি তিনিও ছিলেন ক্লাউদিয়াসের পাশাপাশি তার উত্তরসূরি নিরোর প্রিয়ভাজন। চাচা হেরোড অব শালকিস মারা গেলে আগ্রিপ্পাকে লেবানিজ জায়গিরের রাজা নিযুক্ত করা হয়, সেইসঙ্গে জেরুজালেম টেম্পলের ব্যাপারে তাকে বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়।

রোমে বার্ধক্যের কারণে দুর্বল হয়ে পরা ক্লাউদিয়াকে বিষ প্রয়োগ করেন অ্যাগ্রিপ্পিনা।* সম্ভবত একথালা মাশরুমের সঙ্গে এ বিষ মেশানো ছিল। নতুন তরুণ সম্রাট নিরো দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পাকে গ্যালিলি, সিরিয়া ও লেবাননে আরো ভূখণ্ড দান করেন। কৃতজ্ঞতা হিসেবে অ্যাগ্রিপ্পা তার রাজধানী সিজারিয়া ফিলিপ্পির নতুন নাম রখেন নিরোনিয়াস, নিরো সঙ্গে নিজের উষ্ণ সম্পর্ক নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালান। নিজের মুদ্রায় কিংবদন্তির 'ফিলো-সিজার' মুদ্রিত করেন। তবে, নিরোর দেওয়ানেরা ছিলেন দুর্নীতিবাজ আনাড়ি। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিচ ছিলেন আনতোনিয়াস ফেলিক্স নামের এক অর্থলোভী গ্রিক। তিনি ছিলেন মুক্তি পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রীতদাস। তার ব্যাপারে ঐতিহাসিক তাকিতাস লিখেন, 'সব ধরনের হিংস্রতা ও লোভ ছিল তার মধ্যে। রাজার দেওয়া ক্ষমতার সঙ্গে দাসসুলভ নিচতা মিশেছিল তার মধ্যে।' যেহেতু তিনি ছিলেন ক্লাউদিয়াস ও পরে নিরোর সচিবের ভাই, তাই ইহুদিরা তার ব্যাপারে রোমে অভিযোগ করতে পারত না। রাজা অ্যাগ্রিপ্পার কলঙ্কিত বোনেরা উচ্চ বংশীদের দুর্নীতির প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। 'সৌন্দর্যে সব নারীকে ছাড়িয়ে যাওয়া' দ্রুসিল্লার সঙ্গে আরব রাজা ইমেসার আজিজাসের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু ফেলিক্স তার ব্যাপারে 'মনে অনুরাগ পোষণ করতেন। দ্রুসিল্লা অসুখী ছিলেন এবং কুটিল চরিত্রের বোন বেরেনিসের সহায়তায় ফেলিক্সের সঙ্গে পালানোর সুযোগ খুঁজছিলেন।' শালকিসের রানি বেরেনিস (চাচার সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল) তার সর্বশেষ স্বামী সিলিসিয়ার রাজাকেও ছেড়ে এসে নিজের ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করছিলেন: রোমানরা তাদের ভাই-বোনের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের গুজব ছড়ায়। ফেলিক্স যখন অর্থের জন্য জুদাই দোহন করছিলেন, তখন সিকারি নামে পরিচিত 'দুর্বৃত্তদের একটি নতুন দল' (এদের ছিল রোমান ধাঁচের ছোট আকারের ছুরি- যা থেকে 'সিকল' শব্দটি এসেছে) জেরুজালেমের মধ্যাঞ্চলে উৎসবগুলোর সময় ধনাঢ্য ইহুদিদের হত্যা করতে শুরু করে। তাদের প্রথম সাফল্য ছিল একজন সাবেক উচ্চপদস্থ পুরোহিতকে হত্যা করা। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড এবং বারবার 'স্বঘোষিত-নবিদের' আবির্ভাবের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি ফেলিক্স নিজেকে আরো বেশি ধনী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। তবে শান্তি বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছিলেন।

এই ধ্বংসাত্মক গোলযোগের মধ্যে যিশুর ছোট্ট গোষ্ঠীটি জেরুজালেমের ইহুদি নেতা এবং রোমান সাম্রাজ্যজুড়ে বিস্তৃত সাধারণ ইহুদি জনগণের মধ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এসময় যিশুর সবচেয়ে গতিশীল এবং চরম অনুসারী হিসেবে পরিচিতরা একটি নতুন বিশ্বধর্ম গঠনের দিকে সবচেয়ে বলিষ্ঠভাবে অগ্রসর হয়, খ্রিস্টধর্মের ভবিষ্যত পরিকল্পনায় প্রত্যাবর্তন করে।

*ক্লাউদিয়াসের বিবাহ-ভাগ্য ভালো ছিল না : তিনি এক স্ত্রীকে হত্যা করেন এবং আরেকজন তাকে হত্যা করে। তিনি রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে তার অবিশ্বস্ত তরুণী স্ত্রী মেসালিনাকে হত্যা করেন। পরে নিজের ভাগ্নি, কালিগুলার বোন, জুলিয়া অ্যাগ্রিপ্পিনাকে বিয়ে করেন। এই নারী তার আগের বিবাহসূত্রে জন্ম নেওয়া ছেলে নিরোকে উত্তরসূরি হিসেবে এগিয়ে নিতে শুরু করেন। তিনি ছিলেন তার আগের ঘরের ছেলে। ক্লাউদিয়াস নিরোকে তার নিজ পুত্র ব্রিটেন বিজয়ী ব্রিটানিকাসের সঙ্গে যৌথ উত্তরাধিকারী করেন। তিনি তার ব্রিটেন জয়কে উদযাপন করতে ওই ছেলের ওই নাম রেখেছিলেন। সিংহাসনে বসে নিরো ব্রিটানিকাসকে হত্যা করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টারসাসের পল : খ্রিস্টধর্মের স্রষ্টা

জেরুজালেম সর্বশেষ সহিংসতা থেকে ক্রমেই মুক্ত হচ্ছিল। মিসরীয় ইহুদি একদল লোক নিয়ে মাউন্ট অব অলিভসে ওঠে যিশুর প্রতিধ্বনি করে ঘোষণা করলেন, তিনি নগরীর দেয়াল ধ্বংস করে জেরুজালেম হাতে নিতে যাচ্ছেন। স্বঘোষিত এই নবি নগরীতে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কিন্তু রোমানদের সঙ্গে মিলে জেরুজালেমবাসী ওই নবীর অনুসারীদের তাড়িয়ে দেয়। ফেলিক্সের সৈন্যদের হাতে এদের বেশির ভাগ নিহত হয়।[৫১] ওই 'জাদুকর' লোকটি খোঁজেও তল্লাসি চলে। এসময় নগরীতে পলের আগমন ঘটে, তিনি একে বেশ ভালো করে চিনতেন।

পলের পিতা ছিলেন ফারিসি, রোমান নাগরিক হওয়ার মতো যথেষ্ট সম্পদ ছিল তার। তিনি তার ছেলেকে জেরুজালেম টেম্পলে পাঠালেন অধ্যয়নের জন্য। এই ছেলেটি যিশুর সমবয়সী ছিলেন, জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমান তুরস্কের সিলিসিয়ায়। তখন তার নাম ছিল সাউল। যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার ঘটনায় তার সমর্থন ছিল। যারা স্টিফেনকে পাথর মেরে হত্যা করেছিল, তিনি তাদের গায়ের বেশ তুলে ধরেন, তা ছিল 'তার মৃত্যুর প্রতি সম্মতি।' এই গ্রিকভাষী রোমান ফারি-সি ও তাঁবু-প্রস্তুতকারক ৩৭ সালে হঠাৎ বদলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সর্বোচ্চ পুরোহিতের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। তারপর তিনি মহাপ্রলয় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভ করেন : 'হঠাৎ তার চারপাশে এক স্বর্গীয় আলো উদ্ভাসিত হয়ে উঠে,' তিনি আওয়াজ শুনতে পেলেন 'তাকে বলা হচ্ছে; সাউল, সাউল, কেন আমাকে শাস্তি দিচ্ছ?' এরপর উঠে আসা খ্রিস্ট তাকে ত্রয়োদশ শিষ্য হিসেবে নিযুক্ত করেন অ-ইহুদিদের কাছে সুসমাচার প্রচার করার জন্য।

জামেস এবং জেরুজালেমের খ্রিস্টানেরা এই নতুন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিটির ব্যাপারে সঙ্গত কারণেই ছিলেন সন্দেহপ্রবণ। কিন্তু নিজের সর্বশক্তি দিয়ে যিশু শিক্ষা প্রচারের তাড়না অনুভব করলেন পল : 'গসপেল প্রচার না করলে আমার ওপর অভিশাপ নেমে আসবে।' শেষ পর্যন্ত 'প্রভুর ভাই জামেস' তার নতুন সহকর্মীকে গ্রহণ করলেন। পরের ১৫ বছর এই অদম্য উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটি পূর্বাঞ্চল সফর করে বেড়ান, নিজস্ব ধারণা অনুযায়ী যিশুর গসপেল প্রচার করেন। এতে ইহুদিদের বিশেষত্বকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। 'অ-ইহুদিদের এই শিষ্য' বলতেন, ঈশ্বর যিশুকে 'আমাদের জন্য একজন পাপ উৎসর্গকৃত ব্যক্তি হিসেবে পাঠিয়েছেন, তিনি কোনো পাপ জানতেন না, তাই তার জন্য আমাদেরকে ঈশ্বরের মতো ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে।' পল 'পুনরুত্থানের' ওপর গুরুত্ব দিতেন, একে মানবতা ও ঈশ্বরের মধ্যে সেতু হিসেবে দেখতেন তিনি। পলের জেরুজালেম ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বর্গরাজ্য, বাস্তব কোনো টেম্পল নয়; তার 'ইসরাইল' ছিল যিশুর সব অনুসারীর জন্য উন্মুক্ত, কেবল ইহুদি জাতির জন্য নয়। কোনো কোনো দিক দিয়ে তিনি ছিলেন আশ্চর্য রকম আধুনিক, যা প্রাচীন বিশ্বের নৃশংস সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে ছিল সাংঘর্ষিক। তিনি ভালোবাসা, সাম্য এবং একতাবদ্ধতায় বিশ্বাস করতেন : গ্রিক ও ইহুদি, নারী ও পুরুষ- আমরা সবাই এক খ্রিস্টের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে সবাই মুক্তি অর্জন করতে পারি। তার চিঠিগুলো নিউ টেস্টামেন্টের এক-চতুর্থাংশ স্থান জুড়ে প্রভাব বিস্তার করে আছে। তার লক্ষ্য ছিল সীমাহীন, তিনি সব মানুষকে দীক্ষিত করার স্বপ্ন দেখতেন।

যিশু ইহুদিদের বাইরে খুব কম সংখ্যক অনুসারী তৈরি করার সুযোগ পান। কিন্তু পল কথিত ঈশ্বরকে ভয়কারী, খৎনা না করেও ইহুদিবাদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন এমন অ-ইহুদিদের মাঝে ধর্মপ্রচারে বিশেষ সফলতা লাভ করেন। অ্যান্টিয়কে যেসব সিরীয় পলের ধর্ম গ্রহণ করে, তারাই প্রথম 'খ্রিস্টান' (ক্রিসটিয়ান) নামে পরিচিতি লাভ করে। খ্রিস্টীয় ৫০ সালের দিকে পল জেরুজালেম ফিরে এসে অ-ইহুদিদেরকে খ্রিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত করার জন্য জামেস ও পিটারকে উদ্বুদ্ধ করেন। জামেস রাজি হন, কিন্তু পরের বছরগুলোতে তিনি দেখতে পেলেন, পল ইহুদিদেরকে মুসার প্রচারিত বিশ্বাস থেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছেন।

অনূঢ় বিশুদ্ধবাদী, নিঃসঙ্গ ব্যক্তি পল তার সফরকালে জাহাজডুবি, ডাকাতি, প্রহৃত ও পাথর নিক্ষেপের শিকার হন। কিন্তু, সহজ-সরল ইহুদি গ্যালিলীয়কে যিশুখ্রিস্টে (মানবজাতির ত্রাণকর্তা, সেকেন্ড কামিং তথা স্বর্গরাজ্যে যার আগমন আসন্ন) রূপান্তরের কাজে কোনো কিছুই তাকে বিচ্যুত করতে পারেনি। কখনো কখনো তিনি নিজেও ছিলেন ইহুদি। তিনি সর্বোচ্চ পাঁচবার জেরুজালেমে এসে থাকতে পারেন। কখনো কখনো তিনি ইহুদিবাদকে তুলে ধরেন নতুন শত্রু হিসেবে। প্রাচীন খ্রিস্টীয় লেখাগুলোতে, থেসালোনিয়ানদের (খ্রিস্ট ধর্মবিশ্বাস গ্রহণকারী গ্রিক অ-ইহুদি) উদ্দেশে লেখা তার 'প্রথম পত্রে' তিনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে যিশু এবং তাদের নিজেদের নবিদেরকে হত্যার কথা তুলে ধরেছেন। তিনি মনে করতেন, ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদিদের অঙ্গীকার হলে খৎনা। এটা করা ইহুদিদের কর্তব্য, অ-ইহুদিদের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক : 'কুকুরগুলোকে দেখ! দেখ যারা চামড়া কেটে ফেলে! আমরা, যারা খ্রিস্ট যিশুর চেতনা ও গৌরব নিয়ে ঈশ্বরের প্রার্থনা করি, সত্যিকারের অঙ্গীকারাবদ্ধ।' অ-ইহুদি খ্রিস্টানদের যারা খৎনা করানোর কথা ভাবতো তাদের ওপর ক্ষিপ্ত হতেন তিনি।

এসময় জামেস ও জেরুজালেমের প্রবীণরা পলের বিরোধিতা শুরু করেন। তারা আসল যিশুকে জানতেন। যদিও পল জোর দিয়ে বলতেন: 'আমি খ্রিষ্টের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি। এখন আমি যে জীবন যাপন করছি তা আমার জীবন নয়, আমার মধ্যে খ্রিস্ট বাস করছেন।' তিনি দাবি করতেন, 'আমি যিশুর চিহ্ন বহন করছি, যা আমার শরীরে আঁকা আছে।' সম্মানিত পূণ্যমানব জামেস তাকে ইহুদিবাদ প্রত্যাখ্যানের দায়ে অভিযুক্ত করেন। এমন কি পলও যিশুর ভাইকে উপেক্ষা করতে পারলেন না। ৫৮ সালে তিনি যিশু পরিবারের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের জন্য আসেন।

জামেস দ্য জাস্টের মৃত্যু : যিশুর বংশধারা

জামেসের সঙ্গে পল টেম্পলে গেলেন নিজেকে পরিশুদ্ধ করার জন্য, ইহুদির মতো প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দেশভ্রমণকালে ধর্মপ্রচারের সময় তাকে দেখেছে এমন কিছু ইহুদি তাকে চিনে ফেলে। টেম্পলের শৃঙ্খলা রক্ষায় নিযুক্ত রোমান সেনাদল তাকে জনতার হাতে মৃত্যু থেকে রক্ষা করে। পল আবার ধর্মপ্রচার শুরু করলে রোমানরা তাকে পলাতক মিসরীয় 'জাদুকর' বলে ভাবল। ফলে তাকে শিকলে বেঁধে চাবুক পেটা করতে করতে অ্যান্টোনিয়া প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া হয়। 'রোমান কোনো ব্যক্তিকে কি চাবকানো ঠিক হচ্ছে?' পল বললেন। সেনাদল বাকরুদ্ধ হয়ে পড়ে, দেখতে পায় এই বুনো-দৃষ্টি সম্পন্ন ধর্মপ্রচারক রোমান নাগরিক, তার ওপর নির্যাতনের ব্যাপারে নিরোর কাছে বিচার দেওয়া অধিকার তার রয়েছে। রোমানরা পলকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সর্বোচ্চ পুরোহিত ও সেনহিদ্রিনকে অনুমতি দেয়। এসময় সেখানে ছিল ক্রুদ্ধ জনতার ভিড়। তার উত্তর এতটাই অপমানজনক ছিল যে, আবারো তিনি জনতার হাতে মারা যাওয়ার উপক্রম হন। সেনাদল তাকে সিজারিয়াতে পাঠিয়ে দিয়ে উন্মত্ত জনতাকে শান্ত করে।[৫২]

পলের এই সুযোগ গ্রহণ ইহুদি খ্রিস্টানদের জন্য কলঙ্কজনক হতে পারে। ৬২ সালে সর্বোচ্চ পুরোহিত আনানাস (তার পিতা আন্নাস যিশুর বিচার করেছিলেন) জামেসকে গ্রেফতার করেন, সেনহিদ্রিনের সামনে তার বিচার করলেন। জামেসকে টেম্পলের দেয়ালের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয়, সম্ভবত পিনাকল থেকে, যেখানে তার ভাইকে শয়তান প্রলুব্ধ করেছিল। এরপর জামেসের দিকে পাথর ছোঁড়া হয় এবং হাতুরি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়।*

জেরুজালেম বসবাসরত জোসেফাস আনানাসকে 'বর্বর' বলে নিন্দা করেন। তিনি বলেন, বেশির ভাগ ইহুদি আতঙ্কিত হয়েছিল : যিশুর ভাই ছিলেন সবার কাছে শ্রদ্ধেয়। রাজা দ্বিতীয় আগ্রিপ্পা তখনই আনানাসকে বরখাস্ত করেন। এরপরও খ্রিস্টানরা একটি বংশ হিসেবে থেকে যায় : যিশু ও জামেসের উত্তরাধিকারী হন কাজিন বা সৎভাই সাইমন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে, বন্দি পলকে সিজারিয়ায় নিয়ে আসা হয় : দেওয়ান ফেলিক্স এবং তার হেরোডীয় স্ত্রী, দ্রুসিল্লার সাবেক রানি তাকে গ্রহণ করেন। তিনি তাকে ঘুষের বিনিময়ে মুক্তির প্রস্তাব দেন। পল তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফেলিক্স এর চেয়ে আরো কঠিন দুঃশ্চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন। ইহুদি ও সিরীয়দের মধ্যে সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি বহুসংখ্যক ইহুদিকে হত্যা করেন, তাকে রোমে তলব করা হয়।† পলকে পাঠানো হয় কারাগারে। হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা ও তার বোন, শালকিস ও সিলিসিয়ার সাবেক রানি (এবং তার পাপাচারী প্রেমিক) বেরেনিস সিজারিয়া সফর করেন, নতুন দেওয়ানের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য, যিনি খ্রিস্টানদের বিষয়টি রাজার ওপর ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন, পিলাতি যেভাবে যিশুকে আনতিপাসের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

এই রাজদম্পতির কাছে খ্রিস্টান গসপেলের শিক্ষা প্রচার করেন পল, তারা এতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হন। পল বিচক্ষণতার সঙ্গে তার বাণীকে এই মধ্যপন্থী রাজার মনমতো করে তুলে ধরেন : 'আমি জানি আপনি ইহুদি আচার-নিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ। রাজা অ্যাগ্রিপ্পা কি নবিদের বিশ্বাস করেন? আমি জানি তিনি বিশ্বাস করেন।'

রাজা উত্তর দেন, 'আপনি আমাকে খ্রিস্টবাদে প্রায় দীক্ষিত করে ফেলেছেন।' 'এই লোকটি যদি সিজারের কাছে আপিল করে না থাকে তবে তাকে মুক্তি দিয়ে দেওয়া উচিত।' কিন্তু পল নিরোর কাছে আপিল করেছিলেন- তাই নিরোর কাছে তাকে যেতে হবে।[৫৩]

* জামেসের মাথাটি প্রথম অ্যাগ্রিপ্পার হাতে নিহত সেন্ট জামেসের (আরেক দাউদ বংশীয়) সঙ্গে সমাহিত করা হয়। স্থানটি পরিণত হয় আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারের ক্যাথিড্রাল। এ কারণে এর নাম বহুবচনে- সেন্ট জামেসেস ক্যাথেড্রাল।)

† ফেলিক্স ও দ্রুসিল্লার এক ছেলে পম্পেইতে বাস করতেন। ৭৯ সালে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে শহরটি ধ্বংস হয়ে গেলে ওই ছেলে ও তার মা দ্রুসিল্লা ছাইয়ের নিচে চাপা পড়ে মারা যান।

জোসেফাস : বিপ্লবের দিন গণনা

নিরোর কাছ থেকে বিচার পাবার আশায় একমাত্র পলই ছিলেন না; ফেলিক্স হাতে বরখাস্ত হওয়া টেম্পলের কয়েকজন হতভাগা পুরোহিতও ছিলেন। তাদের বন্ধু, ২৬ বছর বয়সী জোসেফ বেন ম্যাথিয়াস রোমে গিয়ে এসব পুরোহিতকে রক্ষার সিদ্ধান্ত নিলেন।

জোসেফাস নামেই তিনি বেশি পরিচিত ছিলেন। তবে তার আরো পরিচয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল- বিদ্রোহী নেতা, হেরোডীয় আশ্রিত, রাজসভাসদ- কিন্তু সবার ওপরে তিনি ছিলেন জেরুজালেমের শ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ।

জোসেফাস ছিলেন পুরোহিতের সন্তান, ম্যাকাবীয় বংশধর, ইহুদি ভূস্বামী। জেরুজালেমের বাসিন্দা। জ্ঞান ও বিচক্ষণতার জন্য সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। তরুণ বয়সেই তিনি তিনটি বড় ইহুদি সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। জেরুজালেম ফেরার আগে মরুভূমিতে সন্ন্যাসীদের সাহচর্যও তিনি পেয়েছেন।

রোমে আসার পর ধ্বংসকর ও অস্থিরমতি সম্রাটের সুনজরে থাকা এক ইহুদি অভিনেতার সঙ্গে যোগাযোগ করেন জোসেফাস। নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে লাল চুল ও গোলাপি ত্বকের অধিকারী বিবাহিত সুন্দরী পপ্পাইয়ার প্রেমে পড়েন নিরো। সম্রাজ্ঞী হওয়ার পর পপ্পাইয়া সম্রাট যেন তার ক্ষতিকর মা অ্যাগ্রিপ্পিনাকে হত্যা করে সেই ব্যবস্থা করেন, যদিও পপ্পাইয়া আধা-ইহুদি 'ঈশ্বর-ভীত' নারীতে পরিণত হয়েছিলেন। জোসেফাস তার অভিনেতা বন্ধুর মাধ্যমে সম্রাজ্ঞীর কাছে পৌছান এবং তার কাছে বন্দিদের মুক্ত করতে সাহায্য চান। ভালো কাজ করেছিলেন জোসেফাস। কিন্তু, যখন তিনি বন্ধুদের নিয়ে দেশে ফিরলেন তারা দেখেন জেরুজালেমে 'রোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের উত্তেজনা' ছড়িয়ে পড়েছে। বিদ্রোহ অবশ্যম্ভাবী না হলেও পপ্পাইয়ার সঙ্গে জোসেফাসের ক্ষণিকের পরিচয়ের মধ্য দিয়ে তিনি রোমান ও জেরুজালেমের মধ্যে এখনো আপসের রেখাটি খোলা দেখতে পান।

প্রতি বছর ইহুদিদের তীর্থ উৎসবের সময় নগরী জনাকীর্ণ হয়ে পড়ে। তখন অ্যান্টেনিয়ায় মাত্র একটি রোমান কোহর্ট (৬,০০-১,২০০ সৈন্যের দল) উপস্থিত থাকলেও নগরীতে তেমন গোলযোগ হতো না। সমৃদ্ধ টেম্পলের এই নগরীতে 'শান্তি ও প্রাচুর্য' বিরাজ করেছিল। নগরী তখন চলে রাজার নিয়োগ করা ইহুদি সর্বোচ্চ পুরোহিতের নির্দেশে। এ সময়ে টেম্পলের নির্মাণকাজ চূড়ান্তভাবে শেষ হয়ে যাওয়ায় ১৮ হাজার শ্রমিক বেকার হয়ে পড়েছে। তাই রাজা অ্যাগ্রিপ্পা নতুন নতুন সড়ক নির্মাণ পরিকল্পনা করে তাদের কাজের ব্যবস্থা করেন।*

যেকোনো সময় একজন অধিক পরিশ্রমী সম্রাট, অধিক পরিশ্রমী দেওয়ান ইহুদি গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। অথচ, সাম্রাজ্যটি চালাত সম্রাটের অদক্ষ মুক্তি পাওয়া গ্রিক ক্রীতদাসরা। এরা অভিনেতা ও ক্রীড়াবিদ হিসেবে সম্রাটের নিন্দাসূচক, এমনকি তার রক্ত চেয়ে লাগানো বিভিন্ন পোস্টারকেও তেমন তোয়াক্কা করতো না। কিন্তু যখন অর্থনীতির পতন শুরু হলো, তখন নিরোর প্রতি অযাচিত মন্তব্যগুলো জুদাই পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। সেখানে এসময় এমন 'কোনো ধরনের দুরাচারী বাকি ছিল না' যা দেওয়ান 'অনুশীলন করতে ভুলে গিয়েছিলেন'। জেরুজালেমে নতুন দেওয়ান একটি দুর্বৃত্ত চক্র লালন করতেন, অভিজাতদের কাছ থেকে ঘুষ নিতেন। তার অকর্মণ্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিকারিদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নগরীতে আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল। বিস্ময়কর না হলেও এসময়, সেই জেসাস নামে আরেকজন নবি টেম্পলে গিয়ে চিৎকার শুরু করেন, 'জেরুজালেমের জন্য দুঃখ!' পাগল ঠাউরে তাকে চাবকানো হলেও হত্যা করা হয়নি। অবশ্য জোসেফাস সামান্য রোমানবিরোধী উত্তেজনার কথা উল্লেখ করেছেন।

৬৪ সালে রোমে আগুন লাগে। নিরো সম্ভবত আগুন নেভানোর কাজ তদারকি করছিলেন, যারা বাড়িঘর হারিয়েছে, তাদের থাকার জন্য নিজের বাগান খুলে দেন। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা বলতে থাকে, নিরো নিজেই এই আগুন লাগিয়েছেন, যেন প্রাসাদ আরো সম্প্রসারণ করা যায়। সে কারণে তিনি আগুন নেভানোকে উপেক্ষা করেন, এসময় তিনি বীণা বাজাচ্ছিলেন। আগুন লাগানোর জন্য নিরো দ্রুত বেড়ে ওঠা আধা-ইহুদি সম্প্রদায় বা খ্রিস্টানদের দায়ী করেন। এদের অনেককে তিনি জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা করেন, বন্য প্রাণীর খাবারে পরিণত বা ক্রুশবিদ্ধ করেন। এই ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কয়েক বছর আগে জেরুজালেমে গ্রেফতার হওয়া দুজনও ছিলেন : পিটারকে মাথা নিচের দিকে দিয়ে ক্রুশবিদ্ধ করা হয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে; পলের শিরচ্ছেদ করা হয়। এই খ্রিস্টানবিরোধী কাজের মধ্য দিয়ে ক্রিশ্চিয়ান বুক অব রেভেলেশন-এ স্থান করে নেন নিরো। এই বই পরে 'নিউ টেস্টামেন্টে' পরিণত হয় : রোমান সম্রাটরা শয়তানের পশু এবং ৬৬৬ হলো পশুর সংখ্যা, যা সম্ভবত নিরোর কোড নম্বর।** খ্রিস্টানদের জন্য তিনি যেসব 'চমৎকার নির্যাতন কৌশল' আবিস্কার করেছিলেন, তা তাকে রক্ষা করতে পারেনি। বাড়িতে, তিনি তার গর্ভবতী রানি পপ্পাইয়ার পেটে লাথি মারেন, এতে তিনি নিহত হয়। সম্রাট আসল ও কাল্পনিক দুই রকম শত্রুকেই হত্যা করেন। সেই সঙ্গে নিজের অভিনয় পেশাটিকে জোরদার করে চলছিলেন। জুদাইয়ে তার সর্বশেষ দেওয়ান জেসিয়াস ফ্লোরাস 'জনগণের ওপর সম্রাটের ক্রোধের চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটান।' সিজারিয়ায় বিপর্যয় শুরু হলো : সিরীয় গ্রিকরা সিনাগগের বাইরে একটি বাচ্চা মোরগ উৎসর্গ করে; ইহুদিরা এর প্রতিবাদ জানায়। অ-ইহুদিদেরকে সমর্থন করার জন্য ফ্লোরাসকে ঘুষ দেওয়া হয়। ফলে তিনি জেরুজালেমে গিয়ে টেম্পল থেকে ১৭ তালেন্ত কর দাবি করেন। ৬৬ সালের বসন্তে তিনি যখন প্রাইটোরিয়ামে আসেন, ইহুদি যুবকরা তখন পেনি সংগ্রহ করে তার দিকে ছুঁড়ে মারে। ফ্লোরাস–এর গ্রিক ও সিরীয় সৈন্যরা ভিড়ের ওপর হামলা চালায়। টেম্পলের অবিভাবকদের কাছে ফ্লোরাস দাবি করেন, গুন্ডাদেরকে তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে। ফলে, তার সৈন্যরা রণমূর্তি ধারণ করে ছুটাছুটি শুরু করে, 'প্রত্যেক বাড়িতে হামলা চালাও এবং ঘরের সবাইকে হত্যা করো'। ফ্লোরাস বন্দিদের চাবুক পেটা করলেন, ক্রুশবিদ্ধ করেন। এদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমান নাগরিক ইহুদি অভিজাত ব্যক্তিরাও ছিল। এটাই ছিল সর্বশেষ খড়কুটা : টেম্পলের আমত্যরাও রোমান সুরক্ষা পাওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হন না। স্থানীয়দের ওপর ফ্লোরাসের বর্বরতা ইহুদি প্রতিরোধ উস্কে দেয়। তার অশ্বারোহী দল রাস্তা দিয়ে আওয়াজ করতে করতে চলত 'এক ধরনের পাগলের মতো'। তারা এমনকি রাজা অ্যাগ্রিপ্পার বোন রানি বেরেনিসকেও আক্রমণ করে। তার প্রহরীরা রানিকে আড়াল করে ম্যাকাবীয় প্রাসাদে নিয়ে যায়। তবে, তিনি জেরুজালেম বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন।[৫৪]

AMARBOI.COM

* সড়কগুলো পশ্চিম প্রাচীরের ঠিক পাশে এখনো টিকে আছে। একইভাবে আরেকটি ফুটপাথ আছে যা মাউন্ট জায়ন থেকে দেখা যায়।

** হিব্রু ব্যাঞ্জনবর্ণে 'নিরো সিজার' অনুবাদ করে ব্যাঞ্জনবর্ণগুলো যদি তাদের গাণিতিক সমানুপাতে প্রতিস্থাপন করা হয়, তবে যে সংখ্যাগুলো পাওয়া যাবে তার যোগফল ৬৬৬। সম্রাট দোমিতিয়ার (৮১-৯৬) যন্ত্রণাভোগের সময় সম্ভবত রেভেলেশন লেখা হয়। ২০০৯ সালে রোমে প্রাচীরের বাইরে চার্চ অব সেন্ট পল-এর নিচে একটি লুকানো সমাধি আবিস্কার করেন পোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিদেরা। এটা পলের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে বিখ্যাত ছিল। সেখানে পাওয়া হাড়গোড় কার্বন পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলো প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দীর- এগুলো পলের দেহাবশেষ হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩
ইহুদি যুদ্ধ : জেরুজালেমের মৃত্যু
৬৬-৭০ সাল

নগ্নপদ রানি বেরেনিস : বিপ্লব

৩০ বছর আগে হেরোড যে পথ দিয়ে হাঁটিয়ে যিশুকে পিলাতির কাছে ফেরত পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সেই রাস্তা দিয়ে বেরেনিস খালি পায়ে হেঁটে প্রাইটোরিয়ামে গেলেন। রাজকন্যা ও রাজার বোন, দুইবারের রানি সুন্দরী বেরেনিস তার রোগমুক্তির জন্য ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে তীর্থযাত্রায় জেরুজালেমে এসেছিলেন। তিনি ৩০ দিন উপবাস করেছিলেন, মাথার চুল ফেলে দিয়েছিলেন (রোমান সংস্কৃতির অনুসারী এই হেরোডীয়ের ক্ষেত্রে যা ছিল বিস্ময়কর)। তিনি ফ্লোরাসের সামনে নিজেকে সমর্পণ করে তাকে নৃশংসতা বন্ধের অনুরোধ জানান। কিন্তু এই রোমান প্রতিনিধি চাচ্ছিলেন প্রতিশোধ এবং লুটের মাল। তার অতিরিক্ত সেনাদল জেরুজালেমে আসছিল, ইহুদিরা ছিল দুই পক্ষে বিভক্ত। একপক্ষ সমঝোতা চাচ্ছিল। আরেক পক্ষ ছিল চরমপন্থী, তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সম্ভবত রোমান শাসনাধীনে সীমিত স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার আশা করছিল তারা।

টেম্পলের পুরোহিতরা তরুণ বিদ্রোহীদের নিবৃত্ত করতে মাথায় শোকের ধূলা মেখে পূণ্যনৌযান নিয়ে শোভাযাত্র বের করেন। ইহুদিরা রোমান সেনাদলকে অভ্যর্থনা জানাতে শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে গেল। কিন্তু ফ্লোরাসের ইঙ্গিতে অশ্বারোহী সেনারা উল্টো তাদের তাড়া করে। লোকজন ফটকের দিকে ছুটতে শুরু করে। এতে তাদের অনেকে পদদলিত হয়ে নিহত হয়। এরপর ফ্লোরাস টেম্পল মাউন্ট অভিমুখে অভিযান চালান। তার আশা ছিল অ্যান্টোনিয়া দুর্গের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা। জবাবে ইহুদিরা রোমানদের ওপর ছাদ থেকে বর্শা ছুঁড়তে শুরু করে, তারা অ্যান্টোনিয়া দখল করে টেম্পল অভিমুখী সেতুটি কেটে দেয়, সেটিকে দুর্গের দিকে নামিয়ে আনে।

ফ্লোরাস নগরী ত্যাগ করার পরপরই হেরোড অ্যাগ্রিপ্পা আলেকজান্দ্রিয়া থেকে এসে পৌছেন। রাজা তার প্রাসাদের নিচে আপার সিটিতে জেরুজালেমবাসীর এক সমাবেশ আহ্বান করেন। অ্যাগ্রিপ্পা যখন ইহুদিদেরকে বিদ্রোহ বন্ধ রাখার আবেদন জানাচ্ছিলেন, ছাদের নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে তা শুনছিলেন বেরেনিস। রাজা বলছিলেন : 'পুরো রোমান সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করার দুঃসাহস দেখিও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার যুদ্ধ শুরু হলে তা থামানো সহজ হবে না। বিশ্বের সব জনবসতিতে রোমানরা অপরাজেয়। নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের জন্য না হলেও এই নগরীর জন্য অন্তত করুণা করো- এই টেম্পলকে রেহাই দাও। অ্যাগ্রিপ্পা ও তার বোন প্রকাশ্যে কাঁদছিলেন। জেরুজালেমবাসী চিৎকার করে বলতে থাকে, তারা কেবল ফ্লোরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চেয়েছিল। অ্যাগ্রিপ্পা তাদেরকে কর দিতে বললেন। জনগণ রাজি হয়, অ্যাগ্রিপ্পা তাদেরকে টেম্পলে নিয়ে যান, শান্তিপূর্ণ সদিচ্ছা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টেম্পল মাউন্টে গিয়ে অ্যাগ্রিপ্পা জোর দেন, নতুন দেওয়ান না আসা পর্যন্ত ইহুদিদের ফ্লোরসকে মানতে হবে। এতে জনগণ আবারো ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

জোসেফাসসহ পুরোহিতরা টেম্পলে বৈঠকে বসলেন। রোমান সম্রাটের জন্য প্রতিদিন তারা যে উৎসর্গ করেন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে কি না তা নিয়ে আলোচনা করলেন। এই উৎসর্গ ছিল রোমের প্রতি বিশ্বস্ততার নিদর্শন। বিদ্রোহের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 'রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধের ভিত্তি রচিত হলো', জোসেফাস লিখেছেন, তিনি নিজেও বিদ্রোহে যোগ দেন। বিদ্রোহীরা যখন টেম্পল দখল করে, তখন মধ্যপন্থী অভিজাতরা আপার সিটির নিয়ন্ত্রণ নেয়। ইহুদিদের পক্ষগুলো গুলতি ও বর্শা ছুড়ে পরস্পরকে ঘায়েলের চেষ্টা করতে থাকে।

অ্যাগ্রিপ্পা ও বেরেনিস জেরুজালেম ছেড়ে গেলেন, তারা মধ্যপন্থীদের সমর্থনে তিন হাজার অশ্বারোহী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু লড়াইয়ে চরমপন্থীরা জয়ী হয়। টেম্পলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ধর্মান্ধদের দল ও বিশেষ ধরনের ছোঁড়া সজ্জিত সিকারিরা আপার সিটিতে হামলা চালিয়ে রাজা অ্যাগ্রিপ্পার সৈন্যদের বিতাড়িত করে। তারা সর্বোচ্চ পুরোহিত ও ম্যাকাবিদের বাড়িঘরের পাশাপাশি সরকারি আর্কাইভগুলোও পুড়িয়ে দেয়। এসব আর্কাইভে বিভিন্ন মানুষের ঋণের হিসাব রাখা ছিল। স্বল্প সময়ের জন্য তাদের এক নেতা 'বর্বর, নিষ্ঠুর' যুদ্ধবাজ জেরুজালেম শাসন করে। পুরোহিতরা তাকে হত্যা করলে সিকারিরা মৃতসাগরের কাছে মাসাদা দূর্গের দিকে পালিয়ে যায়। জেরুজালেম পতনের আগে পর্যন্ত এদের আর কোনো ভূমিকা দেখা যায়নি।

পুরোহিতদের হাতে স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ ফিরলেও মূলত তখন থেকে জেরুজালেমের বিভিন্ন উপদল, তাদের যুদ্ধবাজ নেতা, সুযোগ সন্ধানী ও স্থানীয় অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়দের পাশাপাশি ধর্মীয় উপদলগুলোর মধ্যে শুরু হয় নিষ্ঠুর ও বিশৃঙ্খল গৃহযুদ্ধ। এমনকি এ সম্পর্কে আমাদের একমাত্র সূত্র জোসেফাসও এসব উপদল কাদের নিয়ে গঠিত এবং তাদের বিশ্বাসই বা কি ছিল সেসব বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলতে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে তিনি বলেছেন, হেরোড দ্য গ্রেট-এর মৃত্যুর পর যে গ্যালিলীয় বিদ্রোহ দানা বেঁধে ওঠে তার পেছনে ছিল ধর্মীয় টানাপোড়েন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমানবিরোধী ধর্মান্ধতা :‘ স্বাধীনতার জন্য তাদের ছিল তীব্র আকাঙ্ক্ষা। এটা ছিল প্রায় অজেয় কারণ, তারা বিশ্বাস করত, ঈশ্বরই তাদের একমাত্র নেতা।’ তারা ‘সেই বীজ প্রদর্শন করে যা থেকে জীবন উৎসরিত হয়।’ তিনি বলেন, পরের কয়েক বছর ইহুদিরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। এটা ছিল ‘চিরন্তন হত্যাকাণ্ড ’।

৬০০ সৈন্যের রোমান গ্যারিসন তখন হেরোড দ্য গ্রেট-এর দুর্গে আটকা পড়েছিল। তারা নিরাপদে নগরী থেকে প্রস্থানের বিনিময়ে অস্ত্র সমর্পণে রাজি ছিল। কিন্তু, বহুসংখ্যক নিরাপরাধ ইহুদিকে নির্বিচারে হত্যার জন্য দায়ী এসব সিরীয় ও গ্রিককেও ‘নৃশংসভাবে গলা কেটে হত্যা করা হয়’। রাজা অ্যাগ্রিপ্পা মধ্যস্ততা করার উদ্যোগ বাদ দেন, রোমের সঙ্গে হাত মেলান। ৬৬ সালের নভেম্বরে অ্যাগ্রিপ্পা ও মিত্র রাজাদের সহযোগিতায় সিরিয়ার রোমান গভর্নর অ্যান্টিয়ক থেকে অভিযান শুরু করেন, যুদ্ধ করে জেরুজালেম পৌছান। সম্ভবত ঘুষের বিনিময়ে যদিও তিনি আকস্মিকভাবে অভিযান বন্ধ করে দেন, তার পিছু হটার সময় ইহুদিরা ভয়ংকর রকমের হামলা চালায়। এতে পাঁচ হাজারের বেশি রোমান সৈন্য এবং একটি লিজিয়নের ঈগল প্রাণ হারায়।

এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মূল্য দিতে হয়। প্রতিশোধস্পৃহায় ছুটে আসে গর্বিত রোমানরা। বিদ্রোহীরা স্বাধীন ইসরাইলের নেতা হিসেবে সাবেক সর্বোচ্চ পুরোহিত আনানাসকে বেছে নেয়। তিনি প্রতিরক্ষা প্রাচীরগুলো মজবুত করেন। পাশাপাশি নগরজুড়ে অস্ত্রপাতি ও বর্মের ঝনঝনানি শোনা যেতে লাগল। তিনি সেনাপতিদের নিয়োগ করেন, এদের মধ্যে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক জোসেফাসও ছিলেন। এবার তিনি গ্যালিলির সেনাপতি হিসেবে নগর ছেড়ে গেলেন। তিনি আরেক যুদ্ধবাজ নেতা জন অব গিসকালার সাক্ষাত পান, রোমানদের বিরুদ্ধে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বিনীত যোদ্ধা। নতুন ইহুদি মুদ্রায় ‘জায়নের স্বাধীনতা’ ও ‘জেরুজালেমের পবিত্রতা’ ঘোষণা করা হলো। যদিও মনে হচ্ছিল, এটা এমন এক মুক্তি, যা অনেকেই চাইছিল না এবং ‘ধবংসস্তুপে পরিণত’ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল এই নগরী। ইসরাইলের বিদ্রোহ করার কথা নিরোর কানে যায়। তখন তিনি গ্রিসে ছিলেন গান পরিবেশন এবং অলিম্পিক গেমসে রথদৌড়ে প্রতিযোগিতা অংশ নেওয়ার জন্য (তিনি নিজের রথ থেকে পড়ে গিয়েও প্রতিযোগিতায় জিতেছিলেন)।

জোসেফাসের ভবিষ্যদ্বাণী : সম্রাট হলেন খচ্চরচালক

বিজয়ী জেনারেলদের ভয় পেতেন নিরো। তাই ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তিনি নিজের সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে এক একগুঁয়ে প্রবীণ যোদ্ধাকে সেনাপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে বাছাই করলেন। প্রায় ষাট বছর বয়সী এই জেনারেলের নাম টাইটাস ফ্ল্যাভিয়াস ভেসপ্যাসিয়ান। সম্রাট যখন মঞ্চে অভিনয় করতেন, তখন প্রায়ই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন, এজন্য তাকে বহুবার কথা শুনতে হয়েছে। তবে তিনি ব্রিটেন জয় করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু বৈচিত্র্যহীন নির্ভরশীলতা এবং সেনাবাহিনীর কাছে খচ্চর বিক্রি করে প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়ায় লোকে তার নাম দিয়েছিল খচ্চরচালক।

সৈন্য সংগ্রহের জন্য ছেলে টাইটাসকে আলেকজান্দ্রিয়ায় পাঠিয়ে ভেসপ্যাসিয়ান চারটি লিজিয়নসহ ৬০ হাজার সৈন্যের এক বিশাল সেনাদল গড়ে তোলেন। সেইসঙ্গে ছিল সিরীয় গুলতিবাহিনী, আরব তীরন্দাজ এবং রাজা হেরোড অ্যাগ্রিপ্পার অশ্বারোহী বাহিনী। এরপর তিনি টলেমি উপকূলের (একর) দিকে যাত্রা শুরু করেন। ৬৭ সালের প্রথম দিকে পরিকল্পিতভাবে পুনরায় গ্যালিলি অধিকার শুরু করেন তিনি। তাকে জোসেফাস ও তার গ্যালিলীয় সৈন্যদের ভয়ংকর প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত জোসেফাসকে তার জোতাপাতা দুর্গের মধ্যে অবরোধ করেন ভেসপ্যাসিয়ান। সেই বছরের ২৯ জুলাই প্রাচীরের ফাটল দিয়ে নগরীতে ঢুকে পরে শহর দখল করেন টাইটাস। আমরণ লড়াই চালিয়ে যায় ইহুদিরা, অনেকে আত্মহত্যা করে।

AMARBOI.COM

একটি গুহায় লুকিয়ে জোসেফাস এবং আরো কয়েকজন রক্ষা পান। রোমানরা যখন তাদের ফাঁদে ফেলে, তারা তখন আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কে কাকে হত্যা করবে এ নিয়ে লটারি করে। 'ঈশ্বরের কৃপায়' (অথবা প্রতারণা করে) জোসেফাস শেষ লটারি টানেন, গুহা থেকে জীবন্ত বেরিয়ে আসেন। ভেসপ্যাসিয়ান তাকে নিরোর কাছে পুরস্কার হিসেবে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন, যা তার জন্য আরো নৃশংস মৃত্যুর কারণ হতে পারতো। জোসেফাস জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। তাকে ভেসপ্যাসিয়ান ও টাইটাসের সামনে দাঁড় করানো হলে তিনি বললেন, 'ভেসপ্যাসিয়ান! আমি আপনার কাছে অনেক বড় সুসংবাদের বার্তা নিয়ে এসেছি। আপনি আমাকে কেন নিরোর কাছে পাঠাবেন? আপনি ভেসপ্যাসিয়ানই হবেন সিজার ও সম্রাট। আপনি এবং আপনার ছেলে।' দুর্দমনীয় ভেসপ্যাসিয়ান চাটুকারিতায় গলে গেলেন। জোসেফাসকে কারাগারে রাখলেও তাকে উপহার পাঠালেন। প্রায় একই বয়সী টাইটাস জোসেফাসের বন্ধুতে পরিণত হলেন।

ভেসপ্যাসিয়ান ও টাইটাস যখন জুদাইয়ের দিকে অগ্রসর হন, জোসেফাসের প্রতিদ্বন্দ্বী জোহন অব গিসকালা জেরুজালেম পালিয়ে যান- 'এটি তখন শাসকবিহীন নগরী'। সেখানে তখন উন্মত্ততা চলছিল, সবাই পরস্পরকে হত্যা করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারঙ্গনালয় জেরুজালেম : নৃশংস নৃপতি জন ও সাইমন

ইহুদি তীর্থযাত্রীদের জন্য জেরুজালেমের ফটক খোলা ছিল। ফলে ধর্মীয় চরমপন্থী, যুদ্ধবাজ গলাকাটা দল এবং হাজার হাজার উদ্বাস্তুর ঢল নামে নগরীতে। সেখানে বিদ্রোহীরা গোষ্ঠী যুদ্ধ, জৈবিক সুখ-সন্ধান এবং বিশ্বাসঘাতকদের খুঁজতে ডাকিনিবিদ্যায় শক্তি ব্যয় করতে থাকে।

তরুণ, বেপরোয়া দস্যুদল পুরোহিতদের শাসন চ্যালেঞ্জ করে বসে। তারা টেম্পল অবরোধ করে সর্বোচ্চ পুরোহিতকে উৎখাত করে সেখানে লটারির মাধ্যমে এক 'গেঁয়ো চাষা'কে বসায়। আনানাস জেরুজালেমবাসীকে সংঘবদ্ধ করে টেম্পলে হামলা চালান, কিন্তু তিনি অন্দরমহল এবং হলি অব হলিজে অভিযান চালাতে ইতস্তত করছিলেন। জন দ্য গিসকালা ও তার গ্যালিলীয় যোদ্ধারা নগরী দখলের সুযোগ দেখতে পেল। জন জেরুজালেমের দক্ষিণে বসবাসকারী 'সবচেয়ে বর্বর ও রক্তলোলুপ জাতি হিসেবে পরিচিত' ইদুমিয়ানদের আহ্বান জানালেন। ইদুমিয়ানরা নগরীতে ঢুকে পড়ে টেম্পলে হামলা চালায়। রক্তে ভেসে যায় টেম্পল, এরপর রাস্তায় রাস্তায় লুটতরাজ চলে। ১২ হাজার মানুষ হত্যা করা হয়। তারা প্রথমে আনানাসকে এবং এরপর পুরোহিতদের হত্যা করে। তাদেরকে বেঁধে উলঙ্গ করে পায়ে পেষা হয়। পরে নগর প্রাচীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হলো। জোসেফাস বলেন, 'আনানাসের মৃত্যু ছিল নগরী ধ্বংসের সূচনা।' সর্বশেষে, আরেক নতুন প্রতাপশালী জন অব গিসকালার হাতে রক্তস্নাত জেরুজালেম দিয়ে ইদুমিনরা লুণ্ঠিত মালামাল নিয়ে চলে যায়।

যদিও রোমানেরা তখন খুব একটা দূরে ছিল না, তবুও গ্যালিলীয় ও ধর্মান্ধদের বিজয় উৎসব উপভোগ করার স্বাধীনতা দেন জন। পূণ্যগৃহ পরিণত হয় বারঙ্গনালয়ে। কিন্তু, এই দুরাচারের ওপর জনের কয়েকজন অনুচর শিগগিরই আস্থা হারিয়ে ফেলে। এরা পক্ষ ত্যাগ করে নগরীর বাইরে উদীয়মান শক্তি, তরুণ যুদ্ধবাজ নেতা সাইমন বেন জিওরার সঙ্গে যোগ দেয়। তিনি জনের মতো ততটা ধূর্ত ছিলেন না, কিন্তু শক্তি ও সাহসে তার চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। সাইমন 'ছিলেন মানুষের কাছে রোমানদের চেয়েও বড় আতঙ্ক।' জেরুজালেমবাসী এক জালিমের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে দ্বিতীয়জন– সাইমন বেন জিওরাকে– আমন্ত্রণ জানাল। শিগগিরই তিনি নগরীর বেশির ভাগ এলাকা দখল করে নেন। এবার ধর্মান্ধরা তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। তারা ইনার টেম্পল দখল করে নেয়। তাসিতাসের বর্ণনায়, 'তিনজন সেনাপতি, তিনটি সেনাদল' লড়াই করছে একটি নগরীর জন্য। এমনকি রোমানরা কাছে এসে পড়লেও তা চলছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেসপ্যাসিয়ানের হাতে কাছের শহর জেরিকোর পতন ঘটলে তিনটি ইহুদি উপদল নিজেদের মধ্যকার যুদ্ধ বন্ধ করে জেরুজালেম সুরক্ষিত করার কাজে নামে। পরিখা খনন এবং নগরীর উত্তরে প্রথম হেরোড অ্যাগ্রিপ্পার তৃতীয় প্রাচীরটি আরো মজবুত করে তারা।

ভেসপ্যাসিয়ান জেরুজালেম অবরোধের জন্য প্রস্তুতি নেন। তারপর হঠাৎ উদ্যোগ থেমে যায়। রোম তাদের প্রধানকে হারায়। ৬৮ সালের ৯ জুন বিদ্রোহ পরিবেষ্টিত অবস্থায় আত্মহত্যা করেন নিরো। এসময় তিনি বলেন : 'আমার মৃত্যুতে বিশ্ব এক শিল্পীকে হারাল।' উত্তরাধিকারী হিসেবে রোম দ্রুত তিনজন সম্রাটকে স্বাগত জানায় এবং ধ্বংস করে। তিন মিথ্যা নিরোর উত্থান ঘটে, মনে হচ্ছিল প্রকৃত একজন যথেষ্ট ছিল না। শেষ পর্যন্ত জুদাই এবং মিসরের সেনাদল ভেসপ্যাসিয়ানকে সম্রাট হিসেবে বরণ করে নেয়। জোসেফাসের ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করলেন খচ্চরচালক, তাকে মুক্ত করলেন, নাগরিকত্ব দিয়ে নিজের উপদেষ্টা নিযুক্ত করলেন নিজের 'মাসকট'-এর মতো, যেন তিনি প্রথমে জুদাই এবং পরে বিশ্ব জয় করেছেন। ভেসপ্যাসিয়ানকে রোমের সিংহাসনে বসাতে সাহায্য করতে নিজের মূল্যবান রত্নাদি বন্ধক রাখলেন বেরেনিস : খচ্চরচালক কৃতজ্ঞ হলেন।

নতুন সম্রাট আলেকজান্দ্রিয়া হয়ে রোম অভিমুখে চললেন। অন্যদিকে তার ছেলে টাইটাস ৬০ হাজার সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হলেন পূণ্যনগরীর দিকে। তিনি জানতেন, জেরুজালেমের ভাগ্যের মধ্য দিয়ে তার বংশেরও ভাঙা-গড়া নির্ধারিত হবে।[৫৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্যাগানবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে শহর ছিল মানুষে ভরপুর, সে কিভাবে জনশূন্য থাকতে পারে! সে কী করে নিঃসঙ্গ হয়! সে তো ছিল সব জাতির সেরা, সব প্রদেশের রানি, সে কিভাবে অধীনস্ত হয়! নিশিরাতে সে করুণ কণ্ঠে কাঁদে, তার চিবুক গড়িয়ে পানি নামে : কোনো প্রেমিকই তাকে স্বস্তি দিতে পারে না।

ল্যামেনটেশনস, ১. ১-২

এমন কি জেরুজালেম যখন দাঁড়িয়েছিল, আমাদের সঙ্গে ইহুদিদের শান্তি বিরাজ করছিল, তখনো তাদের ধর্মীয় রীতিনীতিগুলো আমাদের সাম্রাজ্যের গৌরব এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রথা থেকে ভিন্ন ছিল।

সিসেরো, *প্রো এল ফ্ল্যাকো*

যে কারো জন্য ইসরাইলের বাইরে পুরোপুরি ইহুদি অধ্যুষিত শহরে বসাবসের চেয়ে এই দেশের ভেতরে পুরোপুরি অ-ইহুদিদের শহরে বাস করা উত্তম। কারো সেখানে কবর হওয়ার অর্থ হলো সে জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছে, জেরুজালেমে কবর হওয়াটা গৌরবময় মর্যাদায় জন্মের সামিল।

জুদাহ হ্যান্যাসি, *তালমুদ*

পৃথিবীতে ১০টি সৌন্দর্য উপকরণ নাজিল হয়েছে, এগুলোর ৯টি জেরুজালেমে দেওয়া হয়েছে, অবশিষ্ট একটি আছে বাকি দুনিয়ায়।

মিডরাশ তানহুমা, *কেদুশিম ১০*

জেরুজালেমের স্বাধীনতার জন্য।

সাইমন বার কোচবা, মুদ্রা

অর্থাৎ শয়তানের সূচনা দিনেই জেরুজালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে, আর ওই দিনটিকেই এখন ইহুদিরা সবচেয়ে পবিত্র মনে করে।

ডিও ক্যাসিয়াস, *রোমান হিস্টরি*

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৪
অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনা
৭০-৩১২ খ্রিস্টাব্দ

টাইটাসের বিজয় : রোমে জেরুজালেম

জেরুজালেম ধ্বংস এবং রক্ত-তৃষ্ণা মেটানোর কয়েক সপ্তাহ পর টাইটাস জেরুজালেমের বিলীন গৌরবের সঙ্গে নগরীটির বর্তমান করুণ বিপর্যয়ের তুলনা করতে আবার সেখানে গেলেন। তারপর তিনি রোমের উদ্দেশে জাহাজে উঠলেন। জেরুজালেম জয় উদযাপনের জন্য তিনি সঙ্গে নিলেন বন্দি ইহুদি নেতাদের, রাজ-রক্ষিতা বেরেনিস, পক্ষত্যাগ করে তার প্রিয়জন হয়ে ওঠা জোসেফাস এবং টেম্পলের সম্পদরাজি। ভেসপ্যাসিয়ান ও টাইটাস জলপাই পাতার মুকুট ও রক্তবর্ণ পোশাক পরে আইসিসের মন্দির থেকে বের হলে সিনেট তাদেরকে স্বাগত জানাল। তারপর রোমের ইতিহাসে অন্যতম চমকপ্রদ জয়ের ঘটনাটি পর্যালোচনা করতে ফোরামে তারা নিজ নিজ আসন গ্রহণ করলেন। জাঁকাল দেব-মূর্তি, স্বর্ণ-নির্মিত বাহন (যেগুলোর কোনো কোনোটি ছিল তিন তলা এমন কি চার তলা পর্যন্ত উঁচু এবং ধন-রত্নে পরিপূর্ণ) দেখে দর্শকেরা 'আনন্দিত ও বিস্মিত' হয়েছিল বলে কাঠখোট্টাভাবে লিখেছেন জোসেফাস : কারণ এতে 'একটি সুখী দেশের ধ্বংস ফুটে উঠেছিল।' স্থির দৃশ্যের মাধ্যমে (*ট্যাবলেয়াক্স ভিভান্টস*) রোমান বাহিনীর আক্রমণ, ইহুদি হত্যা, জ্বলন্ত টেম্পলসহ জেরুজালেমের পতন ফুটিয়ে তোলা হলো। প্রতিটি বাহনের শীর্ষে অবস্থান করছিলেন নগরী জয় করা সংশ্লিষ্ট রোমান কমান্ডার। এরপর প্রদর্শন করা হলো (যেটাকে জোসেফাস নৃশংসতম কাজ হিসেবে অভিহিত করেছেন) হলি অব হলিজের স্বর্ণ টেবিল, ঝাড়বাতিদান এবং ইহুদিদের বিধানতন্ত্র। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্দি সাইমন বেন জিওরার গলায় দড়ি বেঁধে জুপিটারের মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে সাইমন ও অন্যান্য বিদ্রোহী গোত্রপতির ফাঁসি কার্যকর করা হয়। জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে দেবতার উদ্দেশে বলি দেওয়া হলো। জেরুজালেমের মৃত্যু হয়েছে, স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে জোসেফাস বললেন : 'এর কুলীনতা, বিপুল সম্পদরাজি কিংবা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা এর অধিবাসী, শাস্ত্রাচারের শ্রেষ্ঠত্ব- কিছুই তার পতন ঠেকানোর জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হয়নি।'

এই দুর্দান্ত বিজয়ের স্মরণে আর্চ অব টাইটাস নির্মিত হলো, রোমে এখনো এটি দাঁড়িয়ে আছে।* ইহুদিদের কাছ থেকে লুট করে আনা সামগ্রী কলোসিয়াম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও টেম্পল অব পিসে (শান্তি মন্দির) দান করা হলো। ভেসপ্যাসিয়ান সেখানেই জেরুজালেমের মূল্যবান সামগ্রীগুলো প্রদর্শন করলেন। তবে হলি অব হলিজের পবিত্র ল' স্ক্রল এবং রক্তবর্ণ পর্দাগুলো রাজপ্রাসাদে রাখা হলো। বিজয় উল্লাস এবং রোমকে নতুন করে গড়ে তোলার ঘটনায় কেবল নতুন রাজবংশের আনুষ্ঠানিক অভিষেক ছিল না, সেইসঙ্গে সাম্রাজ্যকে নতুন আদর্শের দিকে পরিচালিত করা এবং ইহুদিবাদের ওপর বিজয়ের বার্তাও ঘোষণা করছিল। ইহুদিদের এখন টেম্পলে রাজস্ব প্রদানের বদলে জুপিটারের মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্য রোমান রাষ্ট্রকে ফিসকাস জুদাইকাস (ইহুদি-কর) প্রদান করার নির্দেশ দেওয়া হলো। এই অপমানজনক কর জবরদস্তিমূলকভাবে আদায় করা হতো।** তার পরও জুদাই ও গ্যালিলিতে প্রাণে বেঁচে যাওয়া লোকজন এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও বেবিলনের সমৃদ্ধ সম্প্রদায়গুলোর বেশির ভাগ ইহুদি আগের মতো রোমান বা পার্থিয়ান শাসন মেনে বসবাস করতে থাকে।

ইহুদিদের যুদ্ধ কার্যত শেষ হয়নি। ইলিয়াজার দ্য গ্যালিলিয়ানের নেতৃত্বে তারা মাসাদা দুর্গ তিন বছর ধরে রেখেছিল। রোমানেরা সেটা দখলের উদ্যোগ নিল। ৭৩ সালের এপ্রিলে ইহুদিদের নেতা এই অন্ধকার নতুন দুনিয়ার বাস্তবতা সম্পর্কে তার অনুগত ও তাদের পরিবারগুলোর উদ্দেশে বললেন, 'এই শহরটা এখন কোথায়, যেখানে ঈশ্বর বাস করে বলে বিশ্বাস করা হতো?' জেরুজালেম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, তারা এখন দাসত্ব বরণ করার মুখে ছিল-

> আমার সহৃদয় বন্ধুরা অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আমরা কখনো রোমানদের বা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কারো দাসত্ব বরণ করব না। আমরাই তাদের বিপক্ষে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ করেছিলাম, আমরাই শেষ ব্যক্তি হিসেবে তাদের বিরুদ্ধে লড়েছি। আমি গর্বের সঙ্গে বলতে পারি, সাহসিকতা সঙ্গে, স্বাধীনভাবে, গৌরবজনকভাবে আমাদের প্রিয়তম বন্ধুদের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার ক্ষমতা ঈশ্বর তার দয়ায় আমাদের মঞ্জুর করেছেন। আমাদের স্ত্রীরা নির্যাতিতা ও আমাদের সন্তানেরা ক্রীতদাসত্ব বরণের আগেই মৃত্যুবরণ করুক।

আর তাই 'স্বামীরা আবেগভরে তাদের স্ত্রীদের আলিঙ্গন করল, সন্তানদের কোলে নিল, কাঁদতে কাঁদতে তারা তাদের দীর্ঘতম বিচ্ছেদি চুমু খেল।' প্রত্যেক পুরুষ তার স্ত্রী ও সন্তানদের হত্যা করল; লটারির মাধ্যমে ১০ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করা হলো ৯৬০ জনের সবাইকে হত্যা করার জন্য। বেশির ভাগ রোমানের কাছে মাসাদার আত্মহত্যার ঘটনাটি ইহুদিদের বিকৃত মস্তিষ্কের প্রমাণ মনে হয়েছে। এই ঘটনার ৩০ বছর পর ত্যাসিতাস বিরাজমান ধারণা তুলে ধরে লিখেছেন, ইহুদিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল 'ইতর ও বিদ্রোহপ্রবণ' গোঁড়া, তাদের মধ্যে একেশ্বরবাদ ও খৎনা করার কুসংস্কারপূর্ণ প্রথা প্রচলিত,' তারা রোমান দেবতাদের ঘৃণা করে, তাদের মধ্যে 'দেশপ্রেম নেই' এবং নিজেদের 'মারাত্মক দুষ্টবুদ্ধিতে মজে রয়েছে।' অবশ্য যে কয়েকজন আত্মহত্যা এড়িয়ে আত্মগোপন করেছিল, জোসেফাস তাদের কাছ থেকে মাসাদার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ সংগ্রহ করেন। তিনি ইহুদিদের সাহসিকতা সম্পর্কে তার উচ্চ ধারণাও গোপন করেননি।

* ইতালিতে ভেসপ্যাসিয়ানের যে কীর্তিটি সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে সেটা হলো গণ-শৌচাগার নির্মাণ, এখনো এটা ভেসপ্যাসিয়ানোস নামে পরিচিত।

** ভেসপ্যাসিয়ানের মুদ্রায় 'জুদাই ক্যাপতা'কে গর্বিত ভঙ্গিতে দেখা যায় : নারী রূপে জুদাই একটি তাল গাছের পায়ের কাছে নতভাবে বসে আছে, রোম তার ওপর বর্শা হাতে ঝুঁকে রয়েছে। জেরুজালেমের সম্পদরাজি নিয়ে পরের ঘটনাবলী বেশ রহস্যময়। ভ্যান্ডালদের রাজা জেনসেরিক ৪৫৫ সালে রোম লুণ্ঠন করে টেম্পলের সম্পদরাজি কার্থেজে নিয়ে যান। পরে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস অভিযান চালিয়ে সেগুলো কনস্টানটিনোপলে নেন। জাস্টিনিয়ান ঝাড়বাতিদানটিকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে দেন। ৬১৪ সালে পারসিকেরা অবশ্যই সেটা লুট করেছিল। যে কারণেই হোক না কেন, এর পর এগুলোর হদিস পাওয়া যায় না। টাইটাসের ভাই ডোমিটিয়ানের সমাপ্ত করা আর্চ অব টাইটাসে ঝাড়বাতিদানের বাহুগুলো ত্রিশূলের মতো ওপরের দিকে প্রসারিত দেখা যায়। হয় এটা বিকৃত করা হয়েছিল কিংবা শিল্পী ভুল করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, রোমানিকৃত ঝাড়বাতিদানটি (প্যাগান প্রতীক ছাড়া) আধুনিক ইহুদি মেনোরাহ (হানুকা পর্বে ব্যবহৃত ঝাড়বাতি) এবং ইসরাইলের পরিচয় তকমার ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে।

বেরেনিস : ইহুদি ক্লিওপেট্রা

রোমে ভেসপ্যাসিয়ানের পুরনো বাড়িতে বাস করতেন জোসেফাস। টাইটাস তাকে টেম্পলের কয়েকটি স্ক্রল, পেনশন ও জুদাইয়ের কিছু ভূমি দিয়েছিলেন, তার প্রথম গ্রন্থ *দ্য জুইশ ওয়ার* প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। জোসেফাসের সূত্র কেবল সম্রাট ও টাইটাস ছিলেন না। তার 'প্রিয় বন্ধু' রাজা হেরোড অ্যাগ্রিপা লিখেছেন, 'তুমি এলে তোমাকে অনেক কিছু অবহিত করব।' কিন্তু জোসেফাসের বুঝতে পেরেছিলেন, 'আমার বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তি ঈর্ষা এবং বিপদ ডেকে' এনেছে। এ কারণে তার রাজকীয় নিরাপত্তার প্রয়োজন হয়েছিল, ডোমিশিয়ানের শাসনকাল পর্যন্ত তিনি তা পেয়েছিলেন। ডোমিশিয়ান উৎকণ্ঠিতভাবে তার কয়েকজন শত্রুকে প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন। জোসেফাসের প্রতি ফ্ল্যাভিয়ানদের আনুকূল্য তার শেষ বয়স (তিনি আনুমানিক ১০০ সালে পরলোকগমন করেন) পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি টেম্পলটির পুনর্নির্মাণের ব্যাপারে আশাবাদী হয়েছিলেন, মানব সভ্যতায় ইহুদিদের অবদান নিয়ে আরো বেশি গর্বিত হয়ে ওঠেছিলেন : 'আমরা বিশ্বকে বিপুলসংখ্যক সুন্দর আইডিয়া উপহার দিয়েছি। চির অমলিন ধর্মানুরাগের চেয়ে বড় সৌন্দর্য আর কি আছে? আইনের প্রতি অনুগত থাকার চেয়ে বড় ন্যায়বিচার আর কি আছে?'

হেরোডীয় প্রিন্সেস বেরেনিস রোমে টাইটাসের সঙ্গে অবস্থান করছিলেন। তবে তার জাঁকাল হীরা-মানিক, রাজকীয় চাল-চলন এবং ভাইয়ের সঙ্গে অজাচারের কাহিনী প্রচারের কারণে তিনি রোমানদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। 'তিনি প্রাসাদে টাইটাসের সঙ্গে বাস করতেন। তিনি তাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, এমনভাবে চলাফেরা করতেন যাতে মনে হতো, তিনি তার স্ত্রী।' বলা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে মাখামাখির কারণে জেনারেল ক্যাসিনাকে হত্যা করেছিলেন টাইটাস। টাইটাস তাকে ভালোবাসতেন, তবে রোমানেরা তাকে অ্যান্টোনিকে মোহজালে বন্দিকারী ক্লিওপেট্রার সঙ্গে তুলনা করত বা তার চেয়েও খারাপ ভাবত। কারণ ইহুদিরা এখন ঘৃণিত ও পরাজিত। টাইটাসকে তাই তাকে সরিয়ে দিতে হলো। টাইটাস ৭৯ সালের পিতার স্থলাভিষিক্ত হলে বেরেনিস রোমে ফিরে আসেন। বেরেনিসের বয়স তখন ৫০-এর কোঠায়। কিন্তু তবুও তাঁর বিরুদ্ধে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়ায় টাইটাস আবারো ইহুদি ক্লিওপেট্রাকে তার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে বাধ্য হলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, ফ্ল্যাভিয়ান রাজবংশ তখনো সিংহাসন সুসংহত করতে পারেনি। বেরেনিস সম্ভবত তার ভাইয়ের (হেরোড বংশের প্রায় শেষ সদস্য) কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।* টাইটাসের রাজত্বকাল ছিল সংক্ষিপ্ত। দুই বছর পর তিনি এই কথাগুলো বলে মারা গেলেন : 'আমি কেবল একটি ভুল করেছিলাম।' জেরুজালেম ধ্বংস? ইহুদিরা তার অকাল মৃত্যুকে ঈশ্বরের শাস্তি[১] মনে করত। পরের ৪০ বছর বিধ্বস্ত জেরুজালেমে প্রচণ্ড উত্তেজনা চলতে থাকে। অবশেষে জুদাই আবার চূড়ান্ত এবং বিপর্যয়কর ক্রোধে ফেটে পড়ে।

*হেরোড দ্বিতীয় অ্যাগ্রিপ্পাকে লেবাননের একটি বড় অংশ উপহার দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত তিনি জুদাইয়ের ধ্বংসাবশেষ শাসন করতে আগ্রহী ছিলেন না, হয়তো রোমে তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গড়ার কথা ভেবেছিলেন। ৭৫ সালে তিনি যখন টেম্পল অব পিস (শান্তি মন্দির) উদ্বোধনের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন (টেম্পলের কয়েকজন প্রতিনিধিকে প্রদর্শনের জন্য) তখন তাকে প্রিট্যর [প্রাচীন রোমের ম্যাজিস্ট্রেট] পদবি দেওয়া হয়। ১০ জন সম্রাটের অধীনে কাজ করার পর ১০০ সালের দিকে তিনি পরলোকগমন করেন। তার স্বজনেরা আর্মেনিয়া ও সিলিসিয়ার রাজা হন, শেষ পর্যন্ত এমনকি রোমান কনসলও হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিশু বংশের পতন : বিস্মৃত ক্রুশবিদ্ধকরণ

জেরুজালেম ছিল ১০ম লিজিয়নের (বাহিনী) সদরদফতর। তাদের ক্যাম্পটি ছিল হেরোডের নগরদুর্গের টাওয়ার তিনটির আশপাশে বর্তমানের আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারে, তাদের শেষ ঘাঁটি হিপিকাস টিকে আছে। নগরীর সর্বত্র প্রাপ্ত লিজিয়নটির আবাসস্থলের ছাদে ব্যবহৃত টাইলস ও ইটের প্রত্যেকটিতেই ইহুদিবিরোধী প্রতীক শূকরের ছাপ ছিল। জেরুজালেম পুরোপুরি জনশূন্য হয়নি। সেখানে ঐতিহ্যগতভাবেই ইহুদিবিদ্বেষী হিসেবে পরিচিত সিরিয়া ও গ্রিক সাবেক যোদ্ধারা বসতি স্থাপন করেছিল। পরিত্যক্ত প্রান্তরগুলো অবশ্যই ভুতুরে মনে হতো। তবে ইহুদিরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, আগের মতো টেম্পলটি আবারো নির্মিত হবে।

রাব্বি ইয়োহানান বেন জাক্কাই কফিনে করে জেরুজালেম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ভেসপ্যাসিয়ান তাকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ইয়াবনেয়ে (জ্যামনিয়া) আইনশাস্ত্র শিক্ষা দানের অনুমতি দিয়েছিলেন। তা ছাড়া জেরুজালেমে ইহুদিদের আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ করাও হয়নি। জোসেফাস ও অ্যাগ্রিপা ছাড়াও সম্ভবত আরো অনেক সম্পদশালী ইহুদি রোমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। অবশ্য তাদের টেম্পল মাউন্টে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। টেম্পলের জন্য মর্মাহত তীর্থযাত্রীরা কিদরন উপত্যাকার জেকারিয়ার সমাধির* পাশে প্রার্থনা করত। অনেকে ঈশ্বরের রাজত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য মহাপ্রলয়ের আশায় ছিল। তবে বেন জাক্কাইয়ের কাছে বিলুপ্ত নগরীটি পরাবাস্তব অতিন্দ্রীয়বাদ মনে হয়েছিল। ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শনের সময় 'আমাদের কী দুর্দশা হলো' বলে এক শিষ্যের আর্তনাদের জবাবে তিনি বলেছিলেন (কয়েক শ' বছর পর লিখিত তালমুদে বর্ণনানুসারে), 'শোক করো না, আমাদের আরেক দফা প্রায়শ্চিত্ত বাকি আছে। এটা তাঁর ভালোবাসাসিক্ত করুণা।' ওই সময় কেউ তার কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পারেনি। তবে এটাই ছিল টেম্পলবিহীন আধুনিক ইহুদিবাদের সূচনা।

ক্লিওফাসের ছেলে সাইমনের (যিশুর সৎভাই বা কাজিন) নেতৃত্বে ইহুদি খ্রিস্টানেরা জেরুজালেমে ফিরে গিয়ে আপার রুমকে, বর্তমানের মাউন্ট জায়নে, সম্মান প্রদর্শন শুরু করল। বর্তমান ভবনের নিচে থাকা সিনাগগটি সম্ভবত তারা টেম্পলের হেরোডীয় ধ্বংসাবশেষ দিয়েই নির্মাণ করেছিল। অবশ্য ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসকারী অ-ইহুদি (জেনটাইল) খ্রিস্টানদের মধ্যে তখন আর আসল জেরুজালেমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। ইহুদিদের পরাজয় (এর ফলে তারা চির দিনের মতো মাতৃ-ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল) তাদের কাছে যিশুখ্রিস্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈব-বাণীর সত্যতা এবং নবতর ধর্ম আবির্ভাবের প্রমাণ মনে হয়েছিল। জেরুজালেম ছিল এক ব্যর্থ ধর্মের উষর জনহীন প্রান্তর। বুক অব রেভেলেশনে (বাইবেল) টেম্পলের জায়গায় ক্রাইস্ট দ্য ল্যাম্বের স্থান হলো। কিয়ামতের দিনে স্বর্ণ ও রত্নখচিত জেরুজালেম স্বর্গ থেকে নেমে আসবে।

অবশ্য এসব সম্প্রদায়কে সতর্ক থাকতে হতো। কারণ রোমানেরা মিসাইয়ানিক রাজ্য-সংশ্লিষ্ট কোনো কিছু বিন্দুমাত্র মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। টাইটাসের উত্তরসূরি তার ভাই ডোমিশিয়ান ইহুদিবিরোধী কর বহাল, খ্রিস্টানদের ওপর জুলুম-নির্যাতন অব্যাহত রাখেন। এগুলোকে তিনি নিজের টলমল করতে থাকা ক্ষমতা সুরক্ষিত করার উপায় বিবেচনা করতেন। তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হলে তার স্থলাভিষিক্ত হন ধীর-স্থির ও প্রবীণ সম্রাট নেরভা। তিনি নির্যাতন ও ইহুদি কর শিথিল করেন। অবশ্য, এই অবস্থা বেশি সময় স্থায়ী ছিল না। নেরভার ছেলে ছিল না। তিনি উত্তরসূরি মনোনীত করলেন তার খ্যাতিমান সেনাপতি ট্রাজানকে। দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান, দৃঢ় মনোবলের অধিকারী ট্রাজান ছিলেন আদর্শ সম্রাট, সম্ভবত অগাস্টাসের পরে শ্রেষ্ঠ শাসক। তাঁর আগ্রহ ছিল নতুন নতুন রাজ্য জয়, পুরনো মূল্যবোধ সমুন্নত রাখায়। এটি ছিল খ্রিস্টানদের জন্য দুঃসংবাদ, ইহুদিদের জন্য আরো খারাপ পরিস্থিতি। ১০৬ সালে তিনি জেরুজালেমে খ্রিস্টানদের ওভারসিয়ার সাইমনকে ক্রুশবিদ্ধ করার হুকুম দেন। তার অপরাধ ছিল, তিনি যিশুর মতো নিজেকে রাজা ডেভিডের (দাউদ) বংশধর মনে করতেন। এর মাধ্যমে যিশুর বংশের সমাপ্তি ঘটল।

ট্রাজানের পিতা টাইটাসের অধীনে ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এ ঘটনায় গর্বিত ট্রাজান ফিসকাস জুদাইকাস (ইহুদি-কর) আবার চালু করেন। তিনি ছিলেন আরেক বীর-পূজক আলেকজান্ডার। তিনি পার্থিয়া আক্রমণ এবং বেবিলনের ইহুদিদের আবাসভূমি ইরাককে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। যুদ্ধকালে ইহুদিরা নিশ্চিতভাবেই তাদের রোমান ভাইদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। ট্রাজান ইরাকের অভ্যন্তরে অগ্রসর হওয়ার সময় বিদ্রোহী 'রাজাদের' নেতৃত্বে আফ্রিকা, মিসর ও সাইপ্রাসের ইহুদিরা হাজার হাজার রোমান ও গ্রিককে হত্যা করে। অবশেষে তারা প্রতিশোধ নিতে পেরেছিল। সম্ভবত পার্থিয়ার ইহুদিরা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করেছিল।

ইরাকে অগ্রসর হওয়ার সময় পেছনে থাকা ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং বেবিলনের ইহুদিদের আক্রমণের আশঙ্কায় ট্রাজান 'জাতিটিকে যতটুকু সম্ভব ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।' তিনি ইরাক থেকে মিসর পর্যন্ত ইহুদিদের হত্যা করার নির্দেশ দেন। ইতিহাসবিদ অ্যাপিয়ান লিখেছেন : 'ট্রাজান ইহুদি জাতিকে পুরোপু-রি ধ্বংস করে দিয়েছেন।' এখন ইহুদিদের রোমান সাম্রাজ্যের শত্রু হিসেবে দেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে লাগল। ত্যাসিতাস লিখেছেন, তারা 'আমাদের পবিত্র বিবেচিত সবকিছুই ঘৃণা করে, আর আমাদের ঘৃণ্য বস্তুগুলো তাদের প্রিয়।'

সিরিয়ার নতুন গভর্নর অ্যালিয়াস হ্যাড্রিয়ান রোমের ইহুদি সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি ট্রাজানের ভাইঝিকে বিয়ে করেন। কোনো উত্তরসূরি ছাড়াই ট্রাজানের আকস্মিক মৃত্যু হলে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করলেন, তার স্বামী অন্তিমশয্যায় দত্তক পুত্র গ্রহণ নিয়েছিলেন : হ্যাড্রিয়ান হলেন নতুন সম্রাট। তিনি ইহুদি সমস্যাটিকে চির দিনের জন্য সমাধানের পরিকল্পনা করেন। তিনি ছিলেন খ্যাতিমান সম্রাট, জেরুজালেমের অন্যতম নির্মাতা, ইহুদি ইতিহাসের জঘন্যতম ঘাতকদের একজন।[২]

* এটা ছিল অসমাপ্ত পারিবারিক সমাধি। সম্ভবত অবরোধের সময় পরিবারটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ফলে টেম্পলের জন্য শোক প্রকাশ করার জন্য এটা ছিল উপযুক্ত জায়গা। ওইসব তীর্থযাত্রী হিব্রুতে কিছু খোদাই করেছিল, যা এখনো দেখা যায়।

হ্যাড্রিয়ান : জেরুজালেম সমাধান

১৩০ সালে সম্রাট তার তরুণ প্রেমিক অ্যান্টিনাস সমবিহারে জেরুজালেম গিয়ে নগরীটিকে পুরোপুরি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নিলেন, এমনকি নাম পর্যন্ত মুছে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। তিনি পুরনো শহরের স্থানে নতুন নগরী নির্মাণের নির্দেশ দিলেন। তার নিজের পরিবার ও জুপিটার ক্যাপিটোলিয়াসের (সাম্রাজ্যের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সম্পর্কিত দেবতা) সঙ্গে মিলিয়ে এর নাম দিলেন অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনা। ঈশ্বরের সঙ্গে ইহুদিদের সম্পর্ক থাকার প্রমাণ হিসেবে প্রচলিত ঐতিহ্য খৎনা নিষিদ্ধ করে তিনি এটাকে মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ ঘোষণা করলেন। ইহুদিরা এসব আঘাতে (তারা বুঝতে পেরেছিল, এর মানে হলো টেম্পলটি আর কখনো নির্মিত হবে না) তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল, আর বেখেয়ালি সম্রাট মিসর ভ্রমণে গেলেন।

অলিভ ওয়েল প্রস্তুত করে ধনী হওয়া স্পেনের এক পরিবারে হ্যাড্রিয়ানের জন্ম হয়েছিল। তার বয়স তখন ৫৪। মনে হচ্ছিল, সাম্রাজ্য শাসন করার সহজাত ক্ষমতা আছে তার। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি একইসঙ্গে নির্দেশ প্রদান, শ্রবণ ও আলোচনা করতে পারতেন। তিনি তার স্থাপত্যের নক্সা তৈরি করেছিলেন, কবিতা ও গান লিখতে পারতেন। সার্বক্ষণিক ছোটাছুটিতে উদ্দীপ্ত হতেন, সাম্রাজ্য নতুনভাবে বিন্যস্ত ও সুসংগঠিত করার কাজে বিরামহীনভাবে প্রদেশের পর প্রদেশে ছুটে যেতেন। কঠোর যুদ্ধের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাজানের জয় করা ড্যাকিয়া ও ইরাক থেকে বাহিনী প্রত্যাহারের জন্য সমালোচিত হয়েছিলেন। এর বদলে তিনি গ্রিক সংস্কৃতিতে ঐক্যবদ্ধ ও স্থিতিশীল সাম্রাজ্য গঠনে মনোযোগ দেন। বিষয়টি এতদূর গড়িয়েছিল যে, তার ডাকনাম হয়ে পড়ে গ্রিকলিঙ (বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দাসেরা গ্রিক কায়দায় তার দাড়ি ও চুল কেটে-ছেঁটে দিত)। ১২৩ সালে এশিয়া মাইনর সফরকালে তিনি তার সারা জীবনের ভালোবাসার ধন গ্রিকবালক অ্যান্টিনাসের সাক্ষাত পান, ছেলেটি তার যৌনসঙ্গীতে পরিণত হয়।* অবশ্য এই নিখুঁত সম্রাট রেগে গেলে তিনি কী করবেন, তা কেউ ধারণা করতে পারতেন না, একবার রাগের মাথায় তিনি কলম দিয়ে এক দাসের চোখ উপড়ে ফেলেছিলেন। তিনি তার রাজত্বের সূচনা ও শেষ উভয়টাই করেছিলেন রক্ত-বন্যা বইয়ে।

এবার তিনি ইহুদি নগরী জেরুজালেমের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে রোমান, গ্রিক ও মিসরীয় দেবদেবীদের পূজা করার ব্যবস্থা-সংবলিত রোমান ধাঁচের শহর নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। হেরোডীয় পাথরে নির্মিত কলামসজ্জিত তিন দরজাবিশিষ্ট জাঁকজমকপূর্ণ প্রবেশপথ তথা নেয়াপলিশ (বর্তমান দামাস্কাস) গেটটি একটি বৃত্তাকার জায়গায় উন্মুক্ত হতো, আর দুটি প্রধান সড়ক, দ্য কার্ডিনেস- অক্ষ- দুটি ফোরামের দিকে গিয়েছিল, এর একটি ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত অ্যান্টোনিয়া দুর্গের কাছে, অপরটি বর্তমানের হলি সেপালচরের দক্ষিণে। যেখানে যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল, হ্যাড্রিয়ান সেখানেই জুপিটারের মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। মন্দিরটির বহির্ভাগে ছিল অ্যাফ্রোডাইটির মূর্তি। ইহুদি খ্রিস্টানদের তীর্থস্থানটি থেকে বঞ্চিত করার জন্যই সম্ভবত পরিকল্পিতভাবেই তিনি কাজটি করেছিলেন। আরো খারাপ ব্যাপার ছিল, হ্যাড্রিয়ান টেম্পল মাউন্টে অশ্বপৃষ্ঠে বসা তার নিজের মূর্তিসংবলিত তীর্থস্থান নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।** হ্যাড্রিয়ান পরিকল্পিতভাবে জেরুজালেমের ইহুদি বৈশিষ্ট্য ধ্বংস করেন। আরেক ফিলহেলেনিক শো-ম্যান অ্যান্টিওচাস ইপিফানেস পরে অ্যাথেন্সে অলিম্পিয়ান মন্দির নির্মাণের সময় তার পরিকল্পনা অধ্যয়ন করেছিলেন।

২৪ অক্টোবর মিসরীয়রা তাদের দেবতা ওসিরিসের মৃত্যু উদযাপন উৎসবের সময় হ্যাড্রিয়ানের যৌনসঙ্গী অ্যান্টিনাস রহস্যজনকভাবে নীল নদে ডুবে মারা যান। তিনি কি আত্মহত্যা করেছিলেন? হ্যাড্রিয়ান কিংবা মিসরীয়রা তাকে উৎসর্গ করেছিল? ওটা নিছক একটা দুর্ঘটনা ছিল? এই ঘটনায় চাপা স্বভাবের হ্যাড্রিয়ান খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি ছেলেটিকে দেবতা অসিরিসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করে তার নামে অ্যান্টিনোপলিসে শহর নির্মাণ এবং অ্যান্টিনাস ধর্মমত প্রচার করেন। তার উদ্যোগে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলজুড়ে তার মায়াভরা মুখ এবং চমৎকার দৈহিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়নের মূর্তিতে ছেয়ে যায়।

মিসর থেকে দেশে ফেরার পথে হ্যাড্রিয়ান জেরুজালেম অতিক্রম করেন। সম্ভবত তিনি তার নির্মিত অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনার সীমারেখা টেনে দিয়েছিলেন। নির্যাতন, জেরুজালেমের প্যাগানকরণ (পৌত্তলিকীকরণ) এবং বলপূর্বক নির্মিত বালকসঙ্গী অ্যান্টিনাসের নগ্নমূর্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে ইহুদিরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে জুদাইন পাহাড়ের ভূগর্ভস্থ কমপ্লেক্সগুলোতে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। হ্যাড্রিয়ান নিরাপদে চলে যাওয়ামাত্র ইসরাইলের রাজা হিসেবে পরিচিত এক রহস্যময় নেতা সবচেয়ে ভয়ংকর ইহুদি যুদ্ধের সূচনা করেন।[৩]

* বিষয়টি রোমানদের নাখোশ করে। গ্রিক প্রেম ছিল প্রচলিত বিষয়, এটা পৌরুষহীনতা বিবেচিত হতো না : সিজার, অ্যান্টোনি, টাইটাস ও ট্রাজন- সবাই ছিলেন নারী ও পুরুষ উভয়তে আসক্ত। অবশ্য বর্তমান নৈতিকতার বিপরীতে রোমানদের মধ্যে তখনকার রেওয়াজ ছিল, বালকদের সঙ্গে যৌনকর্ম করা গেলেও প্রাপ্তবয়স্কদের সঙ্গে করা যাবে না। অ্যান্টিনাস পুরুষে পরিণত হলেও হ্যাড্রিয়ান স্ত্রীকে অবজ্ঞা করে তাকেই সঙ্গী হিসেবে বহাল রাখেন।

** হ্যাড্রিয়ানের ভবনরাজি কয়েকটি অপ্রত্যাশিত স্থানে টিকে আছে : জালাটিমোর মিষ্টির দোকানে, ৯ হ্যানজিত স্ট্রিট, হ্যাড্রিয়ান নির্মিত জুপিটার মন্দিরের দরজা ও প্রধান ফোরামে প্রবেশদ্বারটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ১৮৬০ সালে উসমানিয়া তুর্কি সার্জেন্ট মোহাম্মদ জালাটিমো দোকানটি চালু করেন। দোকানটি এখনো কেক প্রস্তুতকারী ঐতিহ্যবাহী ফিলিস্তিনি পরিবার সমির জালাটিমোর পারিবারিক প্যাট্রিয়ার্ক পরিচালনা করছে। হ্যাড্রিয়ানের প্রাচীরগুলো আরেকটি প্রাচীন ফিলিস্তিনি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান (আবু আসাবের ফলের জুস) থেকে শুরু হয়ে রাশিয়ান আলেকজান্ডার নেভস্কি চার্চে মিশেছে। হ্যাড্রিয়ানের গৌণ ফোরামের তোরণশোভিত পথটি ভায়া ডোলোরোসায় টিকে আছে। অনেক খ্রিস্টান ভুলক্রমে বিশ্বাস করে, এই জায়গাটিতে রোমান প্রশাসক জনতার সামনে ক্ষতবিক্ষত যিশুকে উপস্থিত করে বলেছিলেন, 'ইসি হোমো' (এই সে-ই লোক)। বস্তুত, তোরণটি এক শ' বছরও টিকেনি। দামাস্কাস গেটের নিচে খননকাজ চালানোর পর হ্যাড্রিয়ানের গৌরবগাথা প্রকাশ পায়। বর্তমানের প্রধান রাস্তা হা-গাই বা এল ওয়াদটি হ্যাড্রিয়ানের কারডোর রুট ধরে নির্মিত, যা ওয়েস্টার্ন ওয়াল প্লাজায় খননকাজে পাওয়া গেছে। ইতিহাসবিদ ক্যাসিয়াস ডিও এবং পরে খ্রিস্টান সূত্র ক্রোনিকন পাসক্যাল জানান, জুপিটার মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল টেম্পল মাউন্টের ওপর। এটা হওয়া সম্ভব, তবে এখন পর্যন্ত কোনো আলামত পাওয়া যায়নি।

সাইমন বার কোচবা : নক্ষত্র-পুত্র

'প্রথমে রোমানেরা ইহুদিদের উপেক্ষা করেছিল।' কিন্তু এবার ইহুদিরা সাইমন বার কোচবা'র শক্তিশালী নেতৃত্বে ভালোভাবেই প্রস্তুতি নিয়েছিল। তিনি নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসরাইলের রাজা এবং নক্ষত্র-পুত্র বলে দাবি করে (রাজকীয় এই একই রহস্যময় সঙ্কেতচিহ্ন যিশুর জন্মের উল্লেখ করেছিল) সংখ্যায় দৈব-বাণী উচ্চারণ করলেন : 'জ্যাকবের বংশ থেকে এক নক্ষত্রের আবির্ভাব ঘটবে, ইসরাইল থেকে একটি রাজদণ্ড বের হবে, মোয়াবকে আঘাত করবে।' অনেকে তাকে নতুন ডেভিড হিসেবে গ্রহণ করে। শ্রদ্ধাভাজন রাব্বি আকিবা (চতুর্থ শতকের তালমুদে) দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এই হলো রাজা মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা)।' তবে সবাই এতে একমত হননি। আরেক রাব্বি জানালেন, 'তোমার মুখে ছাই পড়ুক আকিবা।' তিনি আরো বলেন, 'ডেভিডের পুত্র এখনো আবির্ভূত হননি।' কোচবার আসল নাম ছিল বার কোসিবা। সংশয়বাদীরা তাকে বিদ্রুপ করে বলতেন 'বার কোজিবা' (মিথ্যার পুত্র)।

সাইমন অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে রোমান গভর্নর এবং তার দুটি লিজিয়নকে পরাজিত করলেন। জুদাইনের একটি গুহায় প্রাপ্ত সাইমনের নির্দেশাবলী তার রুক্ষ যোগ্যতা প্রকাশ করেছে। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমি রোমানদের মোকাবিলা করব,' এবং তিনি তা করেছিলেন। তিনি একটি লিজিয়ন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেন। তিনি তার হাঁটু দিয়ে নিক্ষিপ্ত বস্তু ধরে সেগুলো আবার ছুঁড়ে অনেক শত্রু খতম করেছিলেন।' রাজা ভিন্নমত মোটেই বরদাস্ত করতেন না : 'ইয়েহোনাতান ও মাসাবালাকে সাইমন বার কোসিবার নির্দেশ। তেকোয়া ও অন্যান্য স্থানে তোমাদের সব লোককে কালবিলম্ব না করে আমার কাছে পাঠাও। তোমরা যদি তাদের না পাঠাও, তবে তোমরা শাস্তি পাবে।' ধর্মীয় দিক থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত কট্টরভাবাপন্ন। 'খ্রিস্টানেরা যদি যিশুকে মিসাইয়া হিসেবে অস্বীকার করা থেকে বিরত না থাকে, তবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি পেতে হবে' বলে নির্দেশ জারি করেছিলেন তিনি, লিখেছেন এক সমসাময়িক খ্রিস্টান। অপর খ্রিস্টান ইউসেবিয়াস অনেক পরে লিখেছিলেন, 'খ্রিস্টানেররা রোমানদের বিরুদ্ধে তাকে সহায়তা না করায় তিনি তাদেরকে হত্যা করেছিলেন।' তিনি আরো বলেন, 'লোকটি খুনি ও দস্যু, তবে নিজের খ্যাতির ওপর নির্ভর করতেন, মনে হতো তিনি দাসদের সঙ্গে কাজ করছেন, আর তিনি নিজেকে আলো প্রদানকারী দাবি করতেন।' তিনি তার প্রতি যোদ্ধাদের উৎসর্গ মনোভাব পরীক্ষা করার জন্য তাদের প্রত্যেকের একটি করে আঙুল কেটে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নক্ষত্র-পুত্র জেরুজালেমের ঠিক দক্ষিণে অবস্থিত হেরোডিয়াম দুর্গ থেকে তার ইসরাইল রাজ্য শাসন করতেন। তার মুদ্রাগুলোতে এই ঘোষণা রয়েছে- 'বছর এক : ইসরাইল পুনরুদ্ধার'। তবে তিনি টেম্পল নতুন করে নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিংবা উৎসর্গ প্রথা আবার চালু করতে পেরেছিলেন? তার মুদ্রা গর্বভরে 'জেরুজালেমের স্বাধীনতা'র কথা বলে, তাতে টেম্পলটি অঙ্কিত রয়েছে। তবে তার একটি মুদ্রাও জেরুজালেমে পাওয়া যায়নি। অ্যাপিয়ান লিখেছেন, টাইটাসের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাড্রিয়ানও জেরুজালেম ধ্বংস করেছিলেন। এতে মনে হয়, তখনো ধ্বংস করার মতো কিছু ছিল। আর বিদ্রোহীরা নিশ্চয় নগরদুর্গে ১০ম লিজিয়ন অবরুদ্ধ করেছিল, সুযোগ পেয়ে টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করেছিল। তবে সেটা নিশ্চিতভাবেই ঘটেছিল, তা বলতে পারি না।

হ্যাড্রিয়ান দ্রুত ব্রিটেন থেকে তার শ্রেষ্ঠ কমান্ডার জুলিয়াস সেভারাসকে তলব করলেন, সাত কিংবা এমনকি ১২টি লিজিয়ন নিয়ে জুদাইতে ফিরে গেলেন। এই অনালোচিত যুদ্ধের অল্প কয়েকজন ইতিহাসবিদের অন্যতম ক্যাসিয়ার দিও বলেছেন, তিনি 'ইহুদিদের বিরুদ্ধে নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কোনো ধরনের অনুকম্পা ছাড়াই তাদের পাগলামির শাস্তি দিলেন।' তিনি আরো লিখেছেন, 'তিনি হাজার হাজার শিশু, নারী ও পুরুষকে হত্যা করলেন, যুদ্ধ আইনানুসারে ক্রীতদাস বানালেন।' সেভারাস এসে ইহুদিদের কৌশল গ্রহণ করে 'তাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে বিচ্ছিন্ন করে অবরুদ্ধ করলেন, তাদেরকে খাদ্য থেকে বঞ্চিত করলেন' যাতে তিনি তাদের 'ধ্বংস ও শেষ' করে দিতে পারেন। রোমানেরা খুব কাছাকাছি এসে পড়ায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে কোচবাকে কঠোর হুমকি দিতে হলো।' তিনি এক সহকারীকে বলেছিলেন, 'তুমি যদি তোমার সঙ্গে থাকা গ্যালিলীয়দের সঙ্গে অসদাচরণ করো তবে আমি তোমার পায়ে বেড়ি পরাব, যেমন পরিয়েছিলাম বেন আফলুলের পায়ে!'

ইহুদিরা পিছু হটে জুদাইয়ের গুহাগুলোতে সরে গেল, এ কারণে সাইমনের চিঠিপত্র এবং তাদের তীক্ষ্ণ সামগ্রীগুলো সেখানে পাওয়া গিয়েছিল। এসব উদ্বাস্তু ও যোদ্ধা তাদের পরিত্যক্ত ঘরবাড়ির চাবিগুলোর (আর কখনো প্রত্যাবর্তন করতে না পারার নিয়তির সান্ত্বনা) সঙ্গে তাদের বিলাস সামগ্রী তথা চামড়ার বাক্সে রাখা কাচের প্লেট, সাজ-সজ্জার আয়না, কাঠের বাক্সভর্তি অলংকার ও ধূপের সংগ্রহ নিয়েছিল। সেখানেই তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, মালামালগুলো তাদের হাড়গোড়ের পাশেই ছিল। তাদের টুকরা টুকরা চিঠিতে ভয়াবহ দুর্দশার ছবি দেখতে পাওয়া যায় : 'শেষ পর্যন্ত... তাদের আশা নেই... দক্ষিণে আমার ভাইয়েরা... তরবারির কাছে সব হারিয়ে গেছে... ।'

রোমানেরা জেরুজালেমের ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত বার কোচাবার শেষ দুর্গ বেটারের দিকে অগ্রসর হলো। সাইমন তার এই শেষ অবস্থানেই মারা যান, ইহুদি কিংবদন্তি অনুযায়ী গলায় একটি সাপ পেঁচিয়ে। 'তার লাশ আমার কাছে নিয়ে এসো!' হুকুম দিলেন হ্যাড্রিয়ান। মাথা ও সাপটি দেখে তিনি অভিভূত হলেন। 'ঈশ্বর হত্যা না করলে কে তাকে শেষ করতে পারত?' হ্যাড্রিয়ান সম্ভবত তত দিনে রোমে ফিরে গিয়েছিলেন। তবে তার আগে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে তিনি প্রায় গণহত্যা চালিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাসিয়াস দিও লিখেছেন, 'খুব কম লোকই বেঁচে ছিল। তাদের ৫০টি চৌকি ও ৯৮৫টি গ্রাম মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়, যুদ্ধে পাঁচ লাখ ৮৫ হাজার নিহত হয়।' তবে এর চেয়েও আরো বেশি লোক 'ক্ষুধা, রোগ ও আগুনে মারা যায়।' ৭৫টি ইহুদি বসতি পুরোপুরি ধ্বংস করা হয়। এত বেশিসংখ্যক ইহুদিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয় যে, হেবরনের দাস বাজারে ক্রীতদাসের মূল্য ঘোড়ার চেয়েও কমে যায়। ইহুদিরা তখনো পল্লী এলাকায় বাস করছিল। তবে হ্যাড্রিয়ানের ধ্বংসযজ্ঞের পর জুদাই আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। হ্যাড্রিয়ান শুধু ইহুদির খৎনা করাই নিষিদ্ধ করেননি, তাদের অ্যালিয়ায় কাছাকাছি হওয়াও মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ হিসেবে ঘোষণা করলেন। হ্যাড্রিয়ান জুদাইকে মানচিত্র থেকে মুছে দেন, ইহুদিদের প্রাচীন শত্রু জাতি ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে মিল রেখে এর নতুন নাম রাখেন প্যালেসটিনা।

হ্যাড্রিয়ান সম্মানসূচক *ইমপারেটর* পদবি গ্রহণ করেন। তবে এবার বিজয়োল্লাস করার অবকাশ ছিল না : জুদাইতে সম্রাট তার ক্ষতিতে বিমর্ষ ও হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। সিনেটে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি স্বাভাবিক দীপ্তকণ্ঠে বলতে পারেননি, 'আমি ভালো আছি, সেনাবাহিনীও ভালো আছে।' ধমনীসংক্রান্ত (আর্টোরিওসক্লেরোসিস) রোগে আক্রান্ত (তার মূর্তিতে কানের লতি খণ্ডিত অবস্থায় দেখা যায়) ছিলেন, শোথরোগে শীর্ণ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি সম্ভাব্য সব উত্তরসূরিকে হত্যা করেছিলেন, এমনকি তার ৯০ বছর বয়স্ক ভগ্নিপতিও রক্ষা পাননি। এই বৃদ্ধ হ্যাড্রিয়ানকে অভিশাপ দিয়েছিলেন : 'সে হয়তো দীর্ঘ দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করবে, কিন্তু মরতে পারবে না।' অভিশাপটি সত্য হয়েছিল : হ্যাড্রিয়ান আত্মহত্যার চেষ্টা করেও সফল হননি। তবে কোনোকালেই অন্য কোনো স্বৈরশাসক মৃত্যু সম্পর্কে হ্যাড্রিয়ানের মতো এত বুদ্ধিদীপ্ত ও কামনাপূর্ণ কিছু লিখে যেতে পারেননি-

ছোট্ট আত্মা, ছোট্ট মুসাফির, ছোট্ট জাদুকর,
দেহের অতিথি ও সাথী,
এখন তুমি কোথায় যাবে?
অন্ধকার, ঠাণ্ডা ও যন্ত্রণাদায়ক স্থানে-
আর তুমি সহজাত কৌতুক করতে পারবে না।

অবশেষে তিনি মারা গেলেন, তবে তখন 'সবার কাছেই ঘৃণিত।' সিনেট তাকে দেবত্বের মর্যাদা দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ইহুদি সাহিত্যে হ্যাড্রিয়ানের প্রসঙ্গে সব সময় উল্লেখ থাকত, 'তার হাড়গুলো নরকে পচুক।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার উত্তরসূরি অ্যান্টোনিনাস পায়াস ইহুদিদের খৎনার অনুমতিসহ কিছু ছাড় দিলেন। তবে টেম্পল মাউন্টে হ্যাড্রিয়ানের মূর্তির পাশে অ্যান্টোনিনাসের মূর্তি স্থাপন করার মাধ্যমে * এই বার্তাই দেওয়া হলো, টেম্পল আর কখনো নির্মিত হবে না। খ্রিস্টানেরা তখন ইহুদিদের থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে গেছে। ফলে চেঁচামেচি ছাড়া তারা আর কোনো সাহায্য করছিল না। অ্যান্টোনিয়াসকে খ্রিস্টান জাস্টিন লিখেছিলেন, 'উপাসনার পূণ্যস্থানটি অভিশাপের জায়গায় পরিণত হয়েছে, আমাদের পিতৃপুরুষদের আশীর্বাদপুষ্ট গৌরব আগুনে পুড়ে গেছে।' ইহুদিদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হলো, ওই শতাব্দীর বাকি সময় সাম্রাজ্যে হ্যাড্রিয়ানের নীতিই বহাল থাকে। অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনা তখন ১০ হাজার লোক অধ্যুষিত ছোট্ট রোমান উপনিবেশ। আগের আকারের চেয়ে মাত্র দুই-পঞ্চমাংশ এই নগরীতে কোনো প্রাচীর ছিল না। এর বিস্তৃতি ছিল বর্তমানের দামাস্কাস গেট থেকে চেইন গেট পর্যন্ত। এখানে দুটি ফোরাম, গলগাথার স্থানে জুপিটারের মন্দির, দুটি বাষ্পীয় স্নানাগার, একটি থিয়েটার, একটি নেমফিয়াম (পুলগুলোর চার দিকে পরীদের মূর্তিশোভিত) ও একটি অ্যাম্পিথিয়েটার ছিল। সবকিছুই- বৃক্ষ, চারকোনাযুক্ত উঁচু থাম ও মূর্তিতে শোভিত করা হয়। ১০ম লিজিয়নের ইহুদিবিদ্বেষী শূকরের একটি বড় মূর্তিও ছিল। ইহুদিরা আর হুমকি (বড়জোর কিছুটা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারত) বিবেচিত না হওয়ায় ১০ম লিজিয়ন ধীরে ধীরে জেরুজালেম থেকে চলে যেতে থাকে। সম্রাট মারকাস আওরেলিয়াস মিসর যাত্রাপথে 'দুর্গন্ধ ও বিশৃঙ্খল ইহুদিদের দেখে বিতৃষ্ণ হয়ে' অন্য বিদ্রোহপ্রবণ গোত্রগুলোর সঙ্গে তাদের তুলনা করে কৌতুক করেছিলেন : 'ওহে কাদি, ওহে সামারিতীয়রা, অবশেষে আমি তোমাদের চেয়ে অসভ্য একটি জনগোষ্ঠীর সাক্ষাত পেয়েছি!' পূণ্যময়তা ছাড়া জেরুজালেমে আর কোনো প্রাকৃতিক দান ছিল না। ফলে ১০ম লিজিয়নের অনুপস্থিতিতে জেরুজালেম অবস্থা আরো উপেক্ষিত হয়ে পড়েছিল।

১৯৩ সালে গৃহযুদ্ধের ফলে রোমের শান্তিপূর্ণ উত্তরাধিকার-ব্যবস্থার অবসান ঘটে। ইহুদিরা প্রধানত গ্যালিলি ও ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বসবাস করত। গৃহযুদ্ধের সুযোগে তারা নড়াচড়া শুরু করে। তারা তাদের স্থানীয় শত্রু সামারিতীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা হয়তো সিংহাসনের চূড়ান্ত বিজয়ী সেপটিমাস সেভেরাসকে সমর্থন করেছিল। এর ফলে ইহুদিবিরোধী নীতিতে নমনীয়তা আসে : নতুন সম্রাট ও তার পুত্র ক্যারাক্যালা ২০১ সালে অ্যালিয়া সফর করেন। তারা সম্ভবত 'প্রিন্স' হিসেবে পরিচিত ইহুদি নেতা জুদাহ হ্যানাসির সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। ক্যারাক্যালা সিংহাসন লাভের পর জুদাহকে গোলান ও লিড্ডায় (জেরুজালেমের কাছে) ভূসম্পত্তি দিয়ে পুরস্কৃত করলেন, ধর্মীয় বিরোধ নিষ্পত্তি, পঞ্জিকা প্রণয়ন ও ইহুদিদের নেতা (ইহুদি প্যাট্রিয়ার্ক) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার এবং তার উত্তরাধিকারীদের হাতে বংশ পরম্পরায় ভোগ করার কিছু ক্ষমতা ন্যস্ত করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পদশালী জুদাহর মধ্যে ইহুদি ধর্মীয় নেতা হওয়ার মতো বিদ্যার পাশাপাশি অভিজাত বিলাসিতাও ছিল। এক গথ দেহরক্ষী নিয়ে গ্যালিলিতে তিনি আমর্ত্যবর্গের সঙ্গে বসতেন। তিনি টেম্পল-পরবর্তী ইহুদি ধর্মের লোক-গাথা অবলম্বনে মিশনাহ সঙ্কলন করেন। সম্রাটের সঙ্গে জুদাহ'র সম্পর্ক এবং সময়ের পরিক্রমায় ইহুদিবিরোধী কড়াকড়ি শিথিল হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইহুদিরা এখন সেনাশিবিরে ঘুষ দিয়ে কিদরন উপত্যাকায় বা মাউন্ট অব অলিভসে বিধ্বস্ত টেম্পলের বিপরীত দিকে উপাসনা করার সুযোগ পেত। তারা বিশ্বাস করত, সেখানে পবিত্র আত্মা- *শেকিনাহ* বাস করে। বলা হয়ে থাকে, জুদাহ ইহুদিদের ছোট একটি 'ধর্মীয় গোষ্ঠীকে' জেরুজালেমে বসবাস করে বর্তমানের মাউন্ট জিয়নে একটি সিনাগগে প্রার্থনা করার অনুমতি সংগ্রহ করে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে সেভেরান সম্রাটেরা কখনোই হ্যাড্রিয়ানের মূলনীতি থেকে সরে যাননি।

অবশ্য, জেরুজালেমে ফেরার ইহুদিদের ইচ্ছায় কখনো ভাটা পড়েনি। পরের শতাব্দীগুলোতে তারা যেখানেই বসবাস করছিল না কেন, প্রতিদিন তিনবার প্রার্থনা করত : 'আমাদের জীবদ্দশাতে শিগগিরই টেম্পলটি আবার নির্মাণে তোমার ইচ্ছা হোক।' মিশনাহ'য় তারা টেম্পলের প্রতিটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ এবং সেটি পুনর্নির্মাণে তাদের প্রস্তুতির কথা লিখে রেখেছিল। 'জেরুজালেমের একটি ছোট্ট স্মারকের জন্য কোনো নারী তার সব অলংকার দান করতে পারে,' অপর সঙ্কলন টোসেফটায় লেখা ছিল। পাসওভার *সেদের* ভোজসভা এই বলে শেষ হতো : 'পরের বছর জেরুজালেমে।' তারা যখনই জেরুজালেমের দিকে যেত, তরা বিধ্বস্ত নগরী দেখামাত্র কাপড় ছেঁড়ার ধর্মীয় প্রথা পালন করত। এমনকি যেসব ইহুদি অনেক দূরে বসবাস করত, তারাও চাইত টেম্পলের কাছাকাছি যেন তাদের কবর হয়, যাতে শেষ বিচারের দিনে তারা প্রথমে পুনর্জীবিত হতে পারে। এ কারণেই মাউন্ট অব অলিভসে ইহুদি কবরস্থান গড়ে উঠে।

টেম্পলটির পুনঃনির্মাণের প্রবল সম্ভাবনা ছিল, সময়টা খুব কাছে মনে হচ্ছিল। সরকারিভাবে জেরুজালেমে ইহুদিরা তখনো নিষিদ্ধ থাকলেও তখন তারা নয়, খ্রিস্টানেরা রোমের জন্য বিপদ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল।[৪]

২৩৫ সালে সাম্রাজ্য ৩০ বছর স্থায়ী সঙ্কটে পড়ল, বিপদ আসছিল ভেতর ও বাইরে- উভয় দিক থেকে। পূর্ব দিক থেকে পার্থিয়ার স্থলাভিষিক্ত পরাক্রান্ত পারস্য সাম্রাজ্য রোমানদের চ্যালেঞ্জ করছিল। এই সঙ্কটকালে রোমান সম্রাটেরা খ্রিস্টানদের নাস্তিক অভিহিত করে অভিযোগ করলেন, তারা রোমানদের দেবতাদের সামনে বলি দেয় না। তারা তাদেরকে বর্বরভাবে হত্যা করতে লাগলেন। যদিও খ্রিস্টধর্ম তখন একক কোনো ধর্মের মতো কিছু নয়, বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভিন্ন প্রথার পুঞ্জিভূত রূপ ছিল।** তবে খ্রিস্টানেরা কিছু মৌলিক ব্যাপারে একমত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ছিল যিশুখ্রিস্ট যাদের রক্ষা করেছে তাদের প্রায়শ্চিত্ত এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবন প্রাপ্তি। তারা প্রাচীন ইহুদিদের বেশ কিছু দৈব-বাণী নিজেদের করে নিয়েছিল। রোমানেরা খ্রিস্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে বিদ্রোহী আখ্যায়িত করে হত্যা করেছিল। কিন্তু খ্রিস্টানেরা নিজেদের নতুন বৈশিষ্ট্যে পরিচিত করে। এর ফলে তারা রোমানদের বাদ দিয়ে নিজেদেরকে ইহুদি ধর্মের বিরোধী বলে প্রচার করতে থাকে। এতে রোম তাদের পবিত্র নগরীতে পরিণত হয়; ফিলিস্তিনে বেশির ভাগ খ্রিস্টান উপকূলের ক্যাসারিয়ায় বসবাস করত; জেরুজালেম হয়ে পড়ে 'স্বর্গীয় নগরী,' প্রকৃত স্থান অ্যালিয়া, যেখানে যিশু মারা গিয়েছিলেন, অজ্ঞাত নগরীতে পরিণত হয়। অবশ্য স্থানীয় খ্রিস্টানেরা হ্যাড্রিয়ানের জুপিটার মন্দিরের নিচে চাপা পড়া ক্রুশবিদ্ধকরণ ও পুনরুজ্জীবনের এলাকাটির ঐতিহ্য ধরে রেখেছিল। তারা এই সময় গোপনে গোপনে সেখানে গিয়ে প্রার্থনা করত, প্রাচীরচিত্র আঁকত।*** ২৬০ সালে রোম সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় পড়ে। পারসিকেরা সম্রাটকে আটক করে (তাকে গলিত স্বর্ণ খেতে বাধ্য করা হয়, তারপর তার পেটে খড় ও ঘাস পুরে দেওয়া হয়)। অন্য দিকে প্রাচীরবিহীন অ্যালিয়াসহ পুরো পূর্ব এলাকা জেনোবিয়া নামের এক তরুণীর নেতৃত্বে অল্প সময়ের জন্য গড়ে উঠা প্যালমিরান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। তবে ১২ বছরের মধ্যে রোম তার পূর্বাঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়। শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট ডিওক্লেতিয়ান সফলভাবে রোমান শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, পুরনো দেবদেবীদের আর্চনা আবার চালু করতে সফল হন। খ্রিস্টানেরা সম্ভবত এই পুনরুত্থানকে খুব বেশি গুরুত্ব দেয়নি। ২৯৯ সালে সিরিয়ায় সৈন্য সমাবেশে দেবতাদের উদ্দেশে সম্রাটের বলি দেওয়ার সময় কয়েকজন খ্রিস্টান সৈন্য ক্রুশের সঙ্কেতচিহ্ন দেখালে প্যাগান ভবিষ্যৎবক্তারা বলেন, ভবিষ্যৎ-কথন অনুষ্ঠানের পবিত্রতার হানি ঘটেছে। ডিওক্লেতিয়ানের প্রাসাদ আগুনে পুড়ে গেলে তিনি এ জন্য খ্রিস্টানদের দায়ী করেন, তাদের ওপর নেমে আসে ভয়াবহ নির্যাতন। তাদের অনেককে হত্যা, ধর্মীয় গ্রন্থ পোড়ানো, চার্চগুলো ধ্বংস করা হয়।

৩০৫ সালে সাম্রাজ্যকে ভাগ করে ডিওক্লেতিয়ান রাজ দায়িত্বের অবসান ঘটান। পূর্বাঞ্চলের নতুন সম্রাট গ্যালেরিয়াস নির্মমভাবে খ্রিস্টানদের কুঠার দিয়ে কাটতে থাকেন, পুড়িয়ে মারেন, অঙ্গহানি করেন। তবে পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টানটিয়াস কলোরাস ছিলেন বলিষ্ঠ ইলিরিয়ান সৈনিক। তিনি ইয়র্কে রাজকীয় পোশাক পরেন। তখনই তিনি অসুস্থ ছিলেন, অল্প সময় পর মারা যান। ৩০৬ সালের জুলাইতে ব্রিটিশ লিজিয়ন তার তরুণ পুত্র কনস্টানটাইনকে সম্রাট হিসেবে বরণ করে নেয়। পশ্চিম এবং পরে পূর্বাঞ্চলকে জয় করতে তার ১৫ বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেগেছিল। রাজা ডেভিডের (দাউদ) মতো কনস্টানটাইনও মাত্র একটি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাস এবং জেরুজালেমের ভাগ্য বদলে দিয়েছিলেন।[৫]

* টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ দেয়ালের ডাবল গেটের অলংকৃত অংশের পাশে একটি লিপি দেখা যায় : **'সম্রাট সিজার টাইটাস অ্যালিয়াস হ্যাড্রিয়ানাস অ্যান্টোনিনিয়াস আগাস্টাস পায়াসের প্রতি'**। প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, টেম্পল মাউন্টে ঘোড়ার পিঠে আসীন অ্যান্টোনিয়াস পায়াসের মূর্তির ভিত্তি এখানে ছিল। এটা অবশ্যই লুট হয়ে গিয়েছিল। পরে উমাইয়া খলিফারা তাদের নির্মিত গেটে এটাকে নতুন করে ব্যবহার করেছিলেন।

** নসটিকরা (মরমিবাদী খ্রিস্টান) ছিল এসব রূপের একটি। তারা বিশ্বাস করত, বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী অল্প কয়েকজনের জন্য স্বর্গীয় আলোকচ্ছটা বর্ষিত হয়েছে। ১৯৪৫ সালে মিসরীয় কৃষকেরা একটি জারের মধ্যে রাখা ১৩টি কোড আবিষ্কার করে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকের এসব কোড থেকে তাদের প্রথা সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়। এগুলোর সূত্র ধরে অনেক লোমহর্ষক মুভি ও উপন্যাস তৈরি হয়। পিটারের অ্যাপোক্যালিপস এবং জেমসের ফার্স্ট অ্যাপোক্যালিপসে বলা হয়, যিশুর বদলে অন্য একজনকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। ফিলিপের গসপেলে যিশুর ম্যারি ম্যাগডালেনকে চুমু দেওয়ার বিচ্ছিন্ন বর্ণনায় এই ধারণাই জোরদার হয়, তারা হয়তো বিবাহিত ছিলেন। ২০০৬ সালে আবির্ভূত জুদাসের গসপেলে জুদাসকে বিশ্বাসঘাতক নয়, বরং যিশুর সহকারী হিসেবে তার সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হতে দেখা যায়। চতুর্থ শতকে খ্রিস্টান সম্রাটদের ধর্মভ্রষ্টদের ওপর দমন অভিযান শুরুর সময় সম্ভবত এসব গ্রন্থ লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তবে নসটিক শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক নলেজ (জ্ঞান) থেকে, এটি ১৮ শতকে প্রচলিত হয়। ইহুদি খ্রিস্টানেরা অল্প সংখ্যায় ইবিনাইটস (হতভাগা) হিসেবে চতুর্থ শতক পর্যন্ত টিকে ছিল। তারা ভার্জিন বার্থের (কুমারী জন্ম) ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছিল, যিশুকে ইহুদি নবি হিসেবে শ্রদ্ধা করত। মূলধারার খ্রিস্টানেরা তুলনামূলক অল্পসংখ্যক হলেও তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ চেতনা এবং মিশনের কারণে জেনটাইলদের (অ-ইহুদি) তাচ্ছিল্য করতে থাকে। এসব খ্রিস্টানই অ-ইহুদিদের অসভ্য- বাম্পকিনস- প্যাগানি বলে ডাকত, তা থেকেই প্যাগান (পৌত্তলিক) শব্দের উৎপত্তি।

*** প্রাচীন সেন্ট হেলেনার আর্মেনিয়ান চ্যাপেল খননকালে আর্মেনীয় প্রত্নতাত্ত্বিকেরা একটি স্থানের (যা এখন ভারদা চ্যাপেল) সন্ধান পান, যেখানে সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রাচীরচিত্র পাওয়া যায় : একটি নৌকার ছবিতে ল্যাতিন ভাষায় লেখা ছিল : 'ডমাইন ইভিমাস' (প্রভু আমরা এসেছি), এটা সালাম ১২২-এর প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, যা শুরু হয়েছে 'ইন ডোমাম ডোমিনি ইবিমাস' (আমরা প্রভুর ঘরে যাব)। এগুলো ছিল দ্বিতীয় শতকের। এ থেকে প্রমাণিত হয়, খ্রিস্টানেরা গোপনে প্যাগান অ্যালিয়ায় জুপিটারের মন্দিরের ভেতরে গিয়ে প্রার্থনা করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়

খ্রিস্টধর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম- এটা মহান রাজার নগরী।

যিশু, সেন্ট ম্যাথু, ৫.৩৫

হায় জেরুজালেম, জেরুজালেম, যদিও তুমি তোমার বুকে প্রেরিত নবিদের হত্যা করেছ, তাদের পাথর মেরেছ।

যিশু, সেন্ট ম্যাথু, ২৩.৩৭

এই মন্দিরটি ধ্বংস করো এবং তিন দিনে আমি সেটা গড়ে তুলব।

যিশু, সেন্ট জন, ২.১৯

জুদাই যেমন অন্য সব প্রদেশের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, এই নগরীও তেমন জুদাইয়ের মধ্যে সেরা।

সেন্ট জেরোমে, ইপিসলস

জেরুজালেম এখন বিশ্বের সব অংশের মানুষের জন্য নিরাপদ জায়গায় পরিণত হয়েছে, নারী-পুরুষ সবাই দলে দলে এত ভিড় করে, এখানে সব ধরনের প্রলোভন জড়ো হয়ে থাকে।

সেন্ট জেরোমে, ইপিস্টলস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫
বাইজানটিয়ামের প্রত্যন্ত অঞ্চল
৩১২-৫১৮ খ্রিস্টাব্দ

কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট : জয়ের দেবতা যিশুখ্রিস্ট

কনস্টানটাইন ৩১২ সালে ইতালি আক্রমণ করেন, রোমের ঠিক বাইরে প্রতিদ্বন্দ্বি ম্যাক্সেনটিয়াসের মুখোমুখি হন। যুদ্ধের আগের রাতে কনস্টানটাইন তার সামনে 'আকাশে আলোর ক্রুশের সঙ্কেতচিহ্ন'-সংবলিত সূর্য দেখতে পেলেন, তাতে লেখা রয়েছে : 'এই সঙ্কেতচিহ্নের মাধ্যমে তুমি বিজয়ী হবে!' সুতরাং তিনি তার সৈন্যদের ঢালে গ্রিক ভাষার 'খ্রিস্ট' শব্দের প্রথম দুটি অক্ষর চি-রো অঙ্কিত করলেন। পর দিন মিলভিয়ান ব্রিজের যুদ্ধে তিনি পশ্চিমাঞ্চল জয় করেন। শুভাশুভ লক্ষণ এবং অন্তর্দৃষ্টির ওই যুগে কনস্টানটাইন বিশ্বাস করলেন, তার শক্তি খ্রিস্টানদের 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের' কাছ থেকে প্রাপ্ত।

কনস্টানটাইন ছিলেন দুর্বিনীত যোদ্ধা, ধর্মীয় স্বপ্নদ্রষ্টা, রক্তপিপাসু স্বৈরাচার এবং রাজনৈতিক শো-ম্যান। সামনের সবকিছু গুঁড়িয়ে দিয়ে তিনি সম্রাট হয়েছিলেন। তবে মানবীয় সামর্থ্যের সর্বোচ্চ অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি এক ধর্ম ও এক সম্রাটের অধীনে পুরো জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখতে থাকেন। তার জীবন ছিল বৈপরীত্যে ভরা। স্থূলস্কন্ধ, ঈগলের ঠোঁটের মতো নাকবিশিষ্ট এই লোকটির মস্তিস্কবিকৃতি ফুটে উঠত বন্ধু ও পরিবার সদস্যদের হঠাৎ হঠাৎ হত্যার মাধ্যমে। কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত চুল, জাঁকাল ব্রেসলেট, রত্নখচিত পোশাক পরতেন। তিনি মহা আড়ম্বরে কর্তৃত্ব প্রদর্শন, দার্শনিক ও বিশপদের বিতর্ক, স্থাপত্যগত সৌন্দর্য পরিকল্পনা, ধর্মীয় দুঃসাহসিকতা উপভোগ করতেন। ওই সময় ঠিক কী কারণে তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা কেউ বলতে পারে না। একটা কারণ হতে পারে, অনেক কঠিনহৃদয় লোকের মতো তিনিও তার মাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন। আর তার মা হেলেনা ছিলেন প্রথম দিকের ধর্মান্তরিত খ্রিস্টান। কনস্টানটাইনের ব্যক্তিগত ধর্মান্তর দামাস্কাসের রাস্তায় সেন্ট পলের মতো চরম নাটকীয়ভাবে হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে খ্রিস্টধর্মের রূপান্তর ঘটেছিল ধীরে ধীরে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল খ্রিস্ট যুদ্ধে জয় এনে দিয়েছেন, কনস্টানটাইন ওই ভাষাটাই বুঝেছিলেন : ক্রাইস্ট দ্য ল্যাম্ব (খ্রিস্ট) পরিণত হলেন বিজয়ের দেবতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কোনোভাবেই ল্যাম্ব-লাইক না হলেও অল্প পরেই তিনি নিজেকে যিশুখ্রিস্টের শিষ্যদের (এপসল) সমকক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করলেন। নিজেকে ঐশ্বরিক সহায়তাপ্রাপ্ত সেনানায়কে উন্নীত করার মধ্যে চমক ছিল না। গ্রিক রাজাদের মতো রোমান সম্রাটেরাও নিজেদের সব সময় ঐশ্বরিক আশীর্বাদপুষ্ট হিসেবে প্রচার করতেন। কনস্টানটাইনের পিতাও 'অজেয়' সূর্যের উপাসনা করতেন, যা ছিল একেশ্বরবাদের দিকে একটি পদক্ষেপ। তবে কনস্টানটাইনের সামনে খ্রিস্টকে গ্রহণ করা একমাত্র বিকল্প ছিল না, সেটা ছিল তার ব্যক্তিগত খেয়াল। ৩১২ সালে ম্যানিচাইনিজম ও মিথ্রাইজম খ্রিস্টধর্মের চেয়ে কম জনপ্রিয় ছিল না। কনস্টানটাইন আনায়াসেই এসবের কোনো একটি গ্রহণ করতে পারতেন, সেক্ষেত্রে আজ ইউরোপ মিথ্রাই বা ম্যানিচাইন ধর্মের মহাদেশে পরিণত হতে পারত।*

৩১৩ সালে কনস্টানটাইন ও পূর্বাঞ্চলের সম্রাট লিসিনিয়াস তাদের মিলান এডিক্টে (অধ্যাদেশ) খ্রিস্টানদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন এবং কিছু সুবিধা মঞ্জুর করলেন। কনস্টানটাইন ৩২৪ সালে (তখন বয়স ৫১) লিসিনিয়াসকে পরাজিত করে সাম্রাজ্যকে একীভূত করার স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হন। তিনি তার পুরো সাম্রাজ্যে খ্রিস্টীয় বিশুদ্ধতা আরোপের চেষ্টা; প্যাগান বলিদান প্রথা, মন্দিরে পতিতাবৃত্তি, ধর্মীয় উন্মত্ত যৌনতা নিষিদ্ধ; গ্লাডিয়টর প্রদর্শনীর বদলে চ্যারিয়ট-রেসিং প্রবর্তন করেন। ওই বছরই তিনি তার রাজধানী পূর্ব দিকে বাইজানটিয়ামে (সেকেন্ড রোমে) সরিয়ে নেন। ইউরোপ ও এশিয়ার প্রবেশপথ বসফোরাসের তীরবর্তী এই গ্রিক শহরটি অল্প সময়ের মধ্যেই কনস্টানটিনোপল নামে পরিচিত হয়ে উঠে। এই শহরের প্যাট্রিয়ার্ক এখন রোমের বিশপ এবং আলেকজান্দ্রিয়া ও অ্যান্টিয়কের প্যাট্রিয়র্কের সঙ্গে মিলে খ্রিস্টধর্মের পরিচালনা শক্তিতে পরিণত হলেন। নতুন ধর্মটি কনস্টানটাইনের রাজত্ব পরিচালনার নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে মানানসই ছিল। জেরুজালেমের ওভারসিয়ার জেমসের আমলের শুরু থেকেই খ্রিস্টধর্ম এমন একটি ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, যাতে প্রবীণেরা ক্রম-পরম্পরায় শাসনকাজ পরিচালনা করত, ওভারশিয়ার/বিশপেরা (*ইপিসকোপই*) আঞ্চলিক ধর্মীয় কার্যক্রমগুলো দেখাশোনার দায়িত্বে থাকত। কনস্টানটাইন দেখতে পেলেন, ক্রম-পরম্পরা-সংবলিত খ্রিস্টানতত্ত্ব রোমান সাম্রাজ্য সংগঠনের সমান্তরাল : সেখানে এক সম্রাট, এক রাষ্ট্র ও এক ধর্ম।

অবশ্য তিনি তার রাজকীয় ধর্মে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলেন, খ্রিস্টধর্মটি বিভক্ত। তিনি দেখতে পেলেন, যিশুর প্রকৃতি এবং ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্কের ব্যাপারে গসপেলগুলোর বর্ণনা অস্পষ্ট। প্রশ্ন সৃষ্টি হলো, যিশু ঐশ্বরিক বৈশিষ্ট্য-সংবলিত মানুষ ছিলেন না কি মানবদেহ আছরকারী ঈশ্বর? তত দিনে চার্চ দৃঢ়ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, খ্রিস্টধর্মতত্ত্বই সর্বোচ্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়, মানুষের জীবনের চেয়েও বড়। আর তা-ই মানুষ মুক্তি পেয়ে স্বর্গে প্রবেশ করবে কি না সেটা নির্ধারণের জন্য খ্রিস্টের সংজ্ঞা প্রয়োজন। আমাদের সেক্যুলার যুগে আমরা যে আবেগ আর আগ্রহ নিয়ে পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ বা বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ে বিতর্ক করছি, তখন ওইসব প্রশ্নও ছিল তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। গোঁড়ামিপূর্ণভাবে ধর্ম অনুসরণের ওই যুগে খ্রিস্টধর্ম গণধর্মে পরিণত হয়েছিল, পথে-ঘাটে এবং সাম্রাজ্যের প্রাসাদগুলোতে ওইসব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক হচ্ছিল। আলেকজান্দ্রিয়ার পাদ্রি অ্যারিয়াস লোকজ ধারণা ব্যবহার করে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে খ্রিস্টকে ঈশ্বরের অধীনস্থ হিসেবে উপস্থাপন করে তার মধ্যে ঐশ্বরিকের চেয়ে মানব বৈশিষ্ট্য বেশি ছিল প্রচার করলেন। এতে যারা খ্রিস্টকে মানবের চেয়ে বেশি ঐশ্বরিক ক্ষমতাপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করত, তাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় গভর্নর অ্যারিয়াসকে দমনের চেষ্টা করলে আলেকজান্দ্রিয়ায় তার অনুসারীরা দাঙ্গায় লিপ্ত হয়।

মতাদর্শগত এসব বিতর্কে ক্রুদ্ধ ও হতচকিত হয়ে ৩২৫ সালে কনস্টানটাইন বিশপদের কাউন্সিল অব নিক্যায়া আহ্বান করে এর মাধ্যমে একটি সমাধান চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন : যিশুর মধ্যে একইসঙ্গে খোদাত্ব ও মনুষত্ব রয়েছে, তিনি পিতার সঙ্গে 'একই সত্তা'। এই নিক্যায়াতেই (বর্তমানকালের তুরস্কের ইসনিক) অ্যালিয়া ক্যাপিটলিনার (এক সময় যাকে বলা হতো জেরুজালেম) বিশপ ম্যাক্যারিয়াস তার ছোট ও অবহেলিত শহরটির দিকে কনস্টানটাইনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কনস্টানটাইন অ্যালিয়াকে চিনতেন, সম্ভবত আট বছর বয়সে তিনি সম্রাট ডোমিশিয়ানের সফরসঙ্গী হয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। নিক্যায়াতে নিজের সাফল্য উদযাপনে আগ্রহী কনস্টানটাইন তার সাম্রাজ্যের পবিত্র গৌরব তুলে ধরতে ওই শহরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন, সেটাকে এমনভাবে গড়ে তোলেন, ইউসেবিয়াস (ক্যাসারিয়ার বিশপ ও সম্রাটের জীবনীকার) ভাষায় : 'পুরনোটির স্থানে নতুন জেরুজালেম নির্মাণ করেন যা ছিল পুরনোটির মতোই বিখ্যাত।' তিনি সুসমাচার সূতিকাগার হিসেবে জেরুজালেমের সঙ্গে মানানসই একটি চার্চ নির্মাণ করলেন। সম্রাটের রক্তাক্ত পারিবারিক ঝামেলায় এই নির্মাণকাজ ত্বরান্বিত হয়।

* প্রথম দিকে কনস্টানটাইন খ্রিস্টধর্মের ঈশ্বরকে 'অজেয় সূর্য' হিসেবে চিহ্নিত করে তার কিছু মুদ্রায় ক্রুশদণ্ড, কিছু মুদ্রায় সূর্য এবং বাকিগুলোতে প্যাগান (পৌত্তলিক) ধর্মের পন্টিফেক্স ম্যাক্সিমাস (প্রধান পুরোহিত) অঙ্কিত করেন। ৩২১ সালে কনস্টানটাইন রোববারকে (সানডে) সূর্যের (সান) দিবস হিসেবে সাবাথের খ্রিস্টীয় সংস্করণ প্রচলন করেন। মিথ্রাইজম ছিল পারসিক মরমি ধর্ম, রোমান সৈন্যদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা ছিল। ম্যানিচাইনিজম ধর্মে পার্থিয়ান নবি ম্যানি প্রচার করতেন, অস্তিত্ব হলো আলো ও অন্ধকারের স্থায়ী দ্বন্দ্ব (যিশুখ্রিস্টের চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত এবং আলোকপ্রাপ্ত অবস্থা)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্তমানে জীবনকে ভালো ও মন্দের মধ্যকার দ্বন্দ্বের ক্ষেত্র হিসেবে দেখার বৈশ্বিক দর্শনে ওই ধর্মের রেশ দেখা যায়।

কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট : পারিবারিক হত্যাকাণ্ড

কনস্টানটাইনের বিজয়ের অল্প পরেই তার স্ত্রী ফাউস্তা সম্রাটের বড়ছেলে (আগের স্ত্রীর গর্ভজাত) ক্রিসপাস সিজারের বিরুদ্ধে যৌন অপরাধের অভিযোগ আনেন। ক্রিসপাস তাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন বা তিনি ধর্ষণকারী- এমন দাবি করার মাধ্যমে ফাউস্তা কি কনস্টানটাইনের নতুন খ্রিস্টধর্মের সতীত্ব প্রথার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন না কি তাদের মধ্যে গোপন কোনো সম্পর্ক ছিল, যা পরে তিক্ত হয়ে পড়েছিল? সৎমায়ের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন নতুন বিষয় ছিল না, ক্রিসপাসের আগে এবং পরে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। সম্ভবত ক্রিসপাসের সামরিক সাফল্যে সম্রাট আগেই ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন। তা ছাড়া ফাউস্তার তার নিজের সন্তানদের সম্ভাবনার বিপরীতে ক্রিসপাসকে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা বিবেচনা করার অত্যন্ত যৌক্তিক কারণ ছিল।

আসল ঘটনা যা-ই হোক না কেন, ছেলের অনৈতিকতায় প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে কনস্টানটাইন তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। এতে সম্রাটের খ্রিস্টান উপদেষ্টারা বিরক্ত হলেন, তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারী তার মা এখন নাক গলালেন। হেলেনা ছিলেন ব্রিথনিয়ান বারমেইড, সম্ভবত তার পিতাকে কখনো বিয়ে করেননি, প্রথম দিককার খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিতা, নিজের অধিকার বলে তখন হয়েছিলেন অগাস্তা (সম্রাজ্ঞী)।

হেলেনা কনস্টানটাইনকে বোঝালেন, তাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। সম্ভবত তিনি এ কথাই জানিয়েছিলেন, ফাউস্তাই ক্রিসপাসকে প্রলুব্ধ করেছেন, উল্টাটি সত্য নয়। একটি ক্ষমাহীন খুনের পরিণাম হলো আরেকটি খুন, কনস্টানটাইন ব্যভিচারের অভিযোগে তার স্ত্রী ফাউস্তাকে হত্যার আদেশ দিলেন। তাকে গরম পানিতে চুবিয়ে কিংবা অতি উত্তপ্ত বাষ্পীভূত কক্ষে দম বন্ধ করে হত্যা করা হয়। পুরোপুরি অখ্রিস্টীয় একটি সঙ্কটের অখ্রিস্টীয় সমাধান ছিল এটি। এই দুটি খুনের ঘটনায় জেরুজালেম লাভবান হয়।* তবে বিব্রত খ্রিস্টান গুণকীর্তনকারীরা বিষয়টি বলতে গেলে উল্লেখই করেনি।

এই ঘটনার পর পরই হেলেনা নিজের মতো করে খ্রিস্টের নগরীকে গড়ে তোলার অধিকার নিশ্চিত করে জেরুজালেম যাত্রা করলেন। নগরীর গৌরবই হবে কনস্টানটাইনের প্রায়শ্চিত্ত।[১]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* ছেলেকে হত্যা করে কনস্টানটাইন রাজপুত্র হত্যাকারী হেরোড দ্য গ্রেট, ইভান দ্য টেরিবল, পিটার দ্য গ্রেট, সুলাইমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট-এর কাতারভুক্ত হন। আর হেরোড, সম্রাট ক্লাউডিয়াস ও অষ্টম হেনরি তাদের স্ত্রীদেরও হত্যা করেছিলেন।

অবশ্য কনস্টানটাইন পরিবারের প্রথম সদস্যা হিসেবে তিনি সেখানে যাননি। ফাউন্ডার খ্রিস্টান মা ইউট্রোপিয়া আরো আগে সেখানে গিয়ে সম্রাটের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছিলেন। মেয়ের পতনে তার অবস্থারও অবনতি ঘটে, ইতিহাসের পাতা থেকে প্রায় মুছেই গেছেন।

হেলেনা : প্রথম প্রত্নতত্ত্ববিদ

সত্তরোর্ধ্ব সম্রাজ্ঞী হেলেনা (মুদ্রায় তাকে তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব ও পরিপাটি করে রাখা চুল ও টায়রাশোভিত দেখা যায়) 'তারুণ্যের উদ্যম' এবং বিপুল অর্থ নিয়ে অ্যালিয়ায় পৌঁছালেন। তিনি জেরুজালেমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম নির্মাতা এবং বিস্ময়কর রকম সফল প্রত্নতত্ত্ববিদে পরিণত হন।

ইউসেবিয়াসের ভাষায়, কনস্টানটাইন জানতেন, আফ্রোডাইটির প্রাণহীন পাপীষ্ঠা ভাস্কর-সংবলিত হ্যাড্রিয়ানের টেম্পলের ('প্রাণহীন মূর্তিগুলোর পাপপূর্ণ মন্দির') নিচেই যিশুর ক্রুশবিদ্ধের ঘটনা ঘটে, সেখানেই তার কবর রয়েছে। তিনি বিশপ ম্যাক্যারিয়াসকে প্যাগান মন্দিরটি ভেঙে স্থানটি পবিত্র করার, আসল কবরটি খুঁড়ে সেখানে ব্যাসিলিকা নির্মাণের আদেশ দেন, যা হবে 'সবচেয়ে সুন্দর কাঠামো, কলাম ও মার্বেলের মনোহর, সবচেয়ে দামি ও সর্বাধিক ব্যবহারযোগ্য, স্বর্ণখচিত' এবং 'বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর'।

আসল কবরটি খুঁজে পেতে হেলেনা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্যাগান মন্দিরটি গুঁড়িয়ে ফেলা হলো, শান বাঁধানো পথ সরিয়ে ফেলা হলো, তারপর মাটি খুঁড়ে পবিত্র স্থানটি চিহ্নিত করা হলো। সম্রাজ্ঞীর তাগিদে ক্ষুদ্র পরিসরের অ্যালিয়ায় নিঃসন্দেহে উত্তেজনাপূর্ণ এবং লোভনীয় অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। জনৈক ইহুদি, সম্ভবত অবশিষ্ট খ্রিস্টান ইহুদিদের কেউ, কিছু নথিপত্র উপস্থাপন করল। এর সূত্র ধরে গুহাটি আবিষ্কৃত হলো, তা যিশুর কবর বলে স্বীকৃত হলো। হেলেনা ক্রুশবিদ্ধকরণ স্থান এবং যিশুর ক্রুশটিও আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন।

আর কোনো প্রত্নতত্ত্ববিদই তার মতো সফল হননি। তিনি তিনটি কাঠের ক্রুশদণ্ড, 'নাজারেথের যিশু, ইহুদিদের রাজা' লেখা-সংবলিত একটি কাঠের ফলক এবং আসল পেরেকগুলো আবিষ্কার করেন। কিন্তু আসল ক্রুশদণ্ড কোনটি? বলা হয়ে থাকে, সম্রাজ্ঞী ও বিশপ মৃতপ্রায় এক নারীর বিছানার পাশে এসব কাঠের সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই অশক্ত নারীর পাশে তৃতীয়টি রাখা হলে, 'সঙ্গে সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি চোখ মেললেন, শক্তি ফিরে পেলেন, বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলেন।' হেলেনা 'কিছু অংশের সঙ্গে পেরেকগুলোর কয়েকটি তার ছেলে কনস্টানটাইনের কাছে পাঠালেন,' সম্রাট সেগুলো তার ঘোড়ার লাগামে পরালেন। এখন থেকে জেরুজালেমে প্রাপ্ত স্মারক বস্তুর জন্য খ্রিস্ট জগৎ গভীর আগ্রহী হয়ে ওঠল, 'লাইফ-গিভিং ট্রি' বিপুলসংখ্যক 'আসল ক্রুশদণ্ড' উৎপাদন করল, এই ক্রুশদণ্ড খ্রিস্টধর্মের প্রতীক হিসেবে ইতোপূর্বে ব্যবহৃত চি-রো'র স্থলাভিষিক্ত হলো।

হেলেনার ক্রুশদণ্ড আবিষ্কার সম্ভবত পরবর্তীকালে সৃষ্ট কাহিনী। তবে তিনি নিশ্চিতভাবেই নগরীটিকে চির দিনের জন্য বদলে দিয়েছিলেন। তিনি মাউন্ট অব অলিভসে এসেনসন ও ইলেওনা চার্চ দুটি নির্মাণ করেন। তার তৃতীয় চার্চটি ছিল হলি সেপালচরের। এটি নির্মাণে ১০ বছর লেগেছিল। এটি আসলে কোনো ভবন নয়, চারটি অংশবিশিষ্ট একটি কমপ্লেক্স। এর বহির্ভাগটি ছিল পূর্বমুখী (বর্তমানে চার্চটি দক্ষিণমুখী), প্রধান রোমান সড়ক (কারডো) থেকে এখানে প্রবেশ করা যেত। অতিথিদের সিঁড়ি বেয়ে অভ্যর্থনা কক্ষে প্রবেশ করতে হতো। তিন দরজাবিশিষ্ট ওই স্থান থেকে ব্যাসিলিকা বা মারটিরিয়ার মাধ্যমে পাঁচটি আইল এবং অসংখ্য স্তম্ভ-সংবলিত বিশাল 'চার্চ অব ওয়ান্ডারাস বিউটি'তে প্রবেশ করা যেত। সেখান থেকে যেতে হতো হলি গার্ডেনে। এর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি উন্মুক্ত চ্যাপেলের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল গলগথা পাহাড়। সোনালি গম্বুজবিশিষ্ট রোটানদা'র (দ্য অ্যানাসতাসিস) ছাদ উন্মুক্ত করা যেত, যাতে করে আলো সরাসরি যিশুর কবর আলোকিত করতে পারে। জেরুজালেমের জাঁকজমকপূর্ণ পবিত্র এই স্থানটির সামনে টেম্পল মাউন্টকে জরাজীর্ণ মনে হতো। হেলেনা টেম্পল মাউন্টের সব প্যাগান মন্দির পুরোপুরি ধ্বংস করেছিলেন, ইহুদিদের ঈশ্বরের ব্যর্থতা প্রদর্শনের জন্য 'সেখানে আবর্জনা ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন।'*

AMARBOI.COM

অল্প কয়েক বছর পর, ৩৩৩ সালে প্রথম যুগের অন্যতম তীর্থযাত্রী (বর্দুর জনৈক অজ্ঞাত ব্যক্তি) দেখতে পেয়েছিলেন, অ্যালিয়া তত দিনে সমৃদ্ধ খ্রিস্টান মন্দির-নগরীতে পরিণত হয়ে গেছে। 'আশ্চর্য সুন্দর' চার্চটির নির্মাণকাজ শেষ না হলেও দ্রুত মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। টেম্পল মাউন্টের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তখনো হ্যাড্রিয়ানের মূর্তিটি দাঁড়িয়ে ছিল।

সম্রাজ্ঞী হেলেনা যিশুর জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব স্থাপনা পরিদর্শন করে তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রথম রোডম্যাপ তৈরি করছিলেন। তত দিনে জেরুজালেমের বিশেষ পূণ্য সঞ্চয়ের জন্য তীর্থযাত্রীরা ধীরে ধীরে সেখানে ভিড় করতে শুরু করেছিল। প্রায় ৮০ বছর বয়সে হেলেনা কনস্টানটিনোপলে ফিরে যান। তখন তার ছেলে ক্রুশদণ্ডের অংশটি নিজের কাছে রেখে আরেকটি অংশ ও ফলকটি গেরুসালেমে (জেরুজালেম) রোমান চার্চ সান্তা ক্রসে পাঠিয়ে দেন। ক্যাসারেয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশপ ইউসেবিয়াস জেরুজালেমের নতুন খ্যাতিতে ঈর্ষান্বিত ছিলেন, 'প্রভুর রক্তাক্ত হত্যাকারী এই ইহুদি শহরটির বদ অধিবাসীদের শাস্তি দানের পর' আবার এটা ঈশ্বরের নগরীতে পরিণত হতে পারবে কি না তা নিয়ে তার সন্দেহ ছিল। অধিকন্তু, খ্রিস্টানেরা তিন শতক ধরে জেরুজালেমের প্রতি সামান্যই নজর দিয়েছিল। অবশ্য ইউসেবিয়াস উল্লেখ করেছেন : কনস্টানটাইনকে যেভাবে ইহুদিদের ঐতিহ্যের মুখোমুখি হতে হয়েছিল, নতুন জেরুজালেমের নির্মাতাকে সেভাবেই ইহুদি স্থানগুলোর পবিত্রতা তার নতুন নতুন পূণ্যস্থানের মধ্যে সঞ্চালনের কাজটি করতে হবে।

রোমানেরা যখন অনেক ঈশ্বরের পূজারী ছিল, তখন রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি সৃষ্টি না হলে তারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সহ্য করত। কিন্তু একেশ্বরবাদী ধর্ম এক সত্য এবং এক ঈশ্বরের প্রতি স্বীকৃতি দাবি করে। ফলে খ্রিস্টের হত্যাকারী ইহুদিদের (যাদের দুর্দশায় খ্রিস্টধর্মের সত্যতা প্রমাণিত হয়) ওপর খড়গ নেমে আসা ছিল অনিবার্য। কনস্টানটাইন নির্দেশ দিলেন, কোনো ইহুদি তার ভাইদের খ্রিস্টধর্ম গ্রহণে বাধা দিলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে পুড়িয়ে মারা হবে।** তখনও শতাধিক বছর ধরে ইহুদিদের একটি ছোট্ট সম্প্রদায় জেরুজালেমে বসবাস করে মাউন্ট জায়নের সিনাগগে প্রার্থনা করে আসছিল, ইহুদিরা সতর্কতার সঙ্গে পরিত্যক্ত টেম্পল মাউন্টে উপাসনা করত। এখন 'ইহুদি ইতরজনদের', কনস্টানটাইন তাদের এভাবেই ডাকতেন, জেরুজালেমে নিষিদ্ধ করা হলো। তাদেরকে বছরে মাত্র একবার টেম্পল মাউন্টে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হতো। বর্দুর তীর্থযাত্রী দেখেছিলেন, ইহুদিরা (বর্তমানের ডোম অব দ্য রক দিয়ে ঘেরা) টেম্পলের ফাউন্ডেশন-স্টোনের (ছিদ্রকারী পাথর) সামনে গিয়ে শোক করত, জামা ছিঁড়ে ফেলত।

কনস্টানটাইন তার সিংহাসনে আরোহণের ৩০-তম বার্ষিকী জেরুজালেমে উদযাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অবশ্য তখনো গোলযোগ পাকানো পাদ্রি অ্যারিয়াসের সৃষ্ট বিতর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে তিনি হিমশিম খাচ্ছিলেন, এমনকি নাড়িভুঁড়ি বের হওয়ার ঘটনায় অ্যারিয়াস দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরও। কনস্টানটাইন 'ব্লাসফেমি থেকে চার্চকে মুক্ত করা এবং আমার আলোকিত দায়িত্ব পালনের জন্য' যাজকীয় বিচারসভা আয়োজন করেন। কিন্তু আবারো অ্যারিয়াস তার এই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেন। সারা দুনিয়ার বিশপেরা জেরুজালেমে সমবেত হয়েছিলেন। কিন্তু অ্যারিয়াসের বিরোধিতায় জেরুজালেমের প্রথম খ্রিস্টান উৎসব ম্লান হয়ে যায়। অসুস্থ হওয়ায় সম্রাট নিজেও এতে যোগ দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৩৩৭ সালে তিনি মৃত্যুশয্যায় ব্যাপ্তাইজ হন, তিন ছেলে ও দুই ভাইপোর মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করে দেন। তারা খ্রিস্ট সাম্রাজ্য অব্যাহত রাখা, ইহুদিবিরোধী নিয়ম-কানুন আরো বেশি বেশি চাপিয়ে দেওয়ার মতো বিষয়গুলোতেই কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একমত হতে পেরেছিলেন। ৩৩৯ সালে তারা তাদের ভাষায় 'বর্বর, জঘন্য ধরনের লোক' ইহুদিদের সঙ্গে আন্তঃবিবাহ নিষিদ্ধ করেন।

কনস্টানটাইনের উত্তরসূরিদের মধ্যে ২০ বছর গৃহযুদ্ধ চলে, শেষ পর্যন্ত তার দ্বিতীয় ছেলে কনস্টানটিয়াস জয়ী হন। গৃহযুদ্ধের সময় প্যালেসটিনায় অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। ৩৫১ সালে জেরুজালেমে ভূমিকম্পের সময় সব খ্রিস্টান 'ভয়ে জড়সড় হয়ে' হলি সেপালচর চার্চে ছুটে গিয়েছিল। জনৈক মহাপ্রলয়বাদী (মিসাইয়ানিক) রাজার নেতৃত্বে গ্যালিলীয় ইহুদিরা বিদ্রোহ করলে সম্রাটের কাজিন গ্যালিয়াস সিজার এত নির্মম গণহত্যা চালিয়ে ছিলেন, যা দেখে রোমানরা পর্যন্ত পীড়িত হয়ে পড়েছিল। অবশ্য ইহুদিরা এবার অপ্রত্যাশিতভাবে সহানুভূতির স্পর্শ পেল। সম্রাট খ্রিস্টধর্ম বাদ দিয়ে ইহুদি টেম্পল পুনর্নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।[২]

* আমরা এসব ভবন নির্মাণ ও আবিষ্কারের প্রকৃত অনুক্রম জানি না। সমসাময়িক ইতিহাস রচনাকারী ক্যাসারেয়ার ইউসেবিয়াস শুধু হলি সেপালচর চার্চ নির্মাণে সম্রাটের নির্দেশাবলী এবং বিশপ ম্যাক্যারিয়াসের কার্যক্রম উল্লেখ করেছেন (ক্রুশদণ্ড খোঁজার ব্যাপারে হেলেনার ভূমিকার কিছুই তিনি উল্লেখ করেননি।) অবশ্য তিনি মাউন্ট অব অলিভসে এসেনসন চার্চ নির্মাণে হেলেনাকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। অনেক পরে সোজোম্যান (একজন স্থানীয় খ্রিস্টানও) হেলেনা ও ক্রুশদণ্ডের কাহিনী উল্লেখ করেছেন। রাশিয়ান আলেকজান্ডার নেভস্কি চার্চের মধ্যে কনস্টানটাইনের প্রাচীরের কিছু অংশ এখনো দেখা যায়। পাথরগুলোতে কনস্টানটাইনের ইঞ্জিনিয়ারদের মার্বেলে লাগানোর কুলুঙ্গি বিদ্যমান। কনস্টানটাইনের চার্চগুলো কোনো প্যাগান মন্দিরের ওপরে নয়, বরং সম্রাটদের দরবার হল তথা সেক্যুলার ব্যাসিলিকার ভিত্তিভূমিতে নির্মিত হয়েছিল। স্বর্গ-সম্রাটের প্রতিনিধিদের মর্যাদা ফুটিয়ে তুলতে চার্চে শাস্ত্রাচার এবং পাদ্রিদের রীতিনীতি পালনে রাজদরবারের ক্রম-পরম্পরা অনুসরণ করা হতো।

** নিক্যায়া সম্মেলন পর্যন্ত ইস্টার পালিত হতো পাসওভারে, কারণ পাসওভারেই যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এখন ইহুদি বিদ্বেষের কারণে কনস্টানটাইন ইস্টারের দিনটি চিরদিনের মতো বদলে দিয়ে হুকুম জারি করলেন, ইস্টার পালিত হবে মহাবিষুবের পর প্রথম পূর্ণিমার রোববার। ১৫৮২ সাল পর্যন্ত এই নিয়মই চলে। তারপর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের ক্যালেন্ডার আলাদা হয়ে যায়।

কনস্টানটাইনের সঙ্গে বৈঠক শেষে অ্যারিয়াস কনস্টানটিনোপল দিয়ে যাওয়ার সময় 'ভেতরের বস্তু বের করার চাপ' অনুভব করলেন। সক্রেটিস স্কলাস্টিকাস লিখেছেন, তবে সুবিধাজনক স্থানে পৌঁছার সময় পাননি। তার আগে ফোরামের মধ্যেই অ্যারিয়াসের দেহ থেকে তার নাড়িভুঁড়ি, যকৃত ও প্লীহা বের হয়ে এলো, যা ছিল সুস্পষ্টভাবে তার ধর্মভ্রষ্ট-সংক্রান্ত শয়তানি কাজের পরিণাম। অবশ্য কনস্টানটাইনের মৃত্যুর পরও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যারিয়াসের মতবাদ টিকে ছিল। সম্রাটের উত্তরসূরি দ্বিতীয় কনস্টানটাইনও এতে সমর্থন দিয়েছিলেন। তবে প্রথম থিওডোসিয়াস এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে এই মতবাদ মিইয়ে পড়ে। তিনি ৩৮১ সালে হুকুম জারি করেন, ট্রিনিটি তত্ত্বের পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার মধ্যে যিশু পিতার সমকক্ষ এবং একই নির্যাস।

মহান প্রচারক জুলিয়ান : জেরুজালেমের পুনর্নির্মাণ

৩৬২ সালের ১৯ জুলাই, কনস্টানটাইনের ভাইপো নতুন সম্রাট জুলিয়ান পারস্য আক্রমণে যাওয়ার পথে অ্যান্টিয়কে এক ইহুদি প্রতিনিধি দলকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা বলি দাও না কেন?'

'আমাদের অনুমতি নেই,' ইহুদিরা জবাব দিল। 'আমাদেরকে নগরীতে যেতে দিন, টেম্পল ও বেদিটি আবার নির্মাণ করুন।'

'আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের টেম্পল নির্মাণ করতে সর্বাত্মক দিয়ে চেষ্টা করব।' সম্রাটের এই অভূতপূর্ব জবাবে ইহুদিরা খুশিতে ফেটে পড়ে এই বলে অভিনন্দিত করেছিল, এ আশ্বাস 'তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মতো।'

হ্যাড্রিয়াক ও কনস্টানটাইন আমলের দমন-পীড়নমূলক নীতি জুলিয়ান প্রত্যাহার করলেন, ইহুদিদের জেরুজালেমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন, ইহুদিবিরোধী কর বাতিল করে দেন, তাদেরকে করারোপের ক্ষমতা প্রদান করেন এবং তাদের পুরোহিত হিলেলকে আঞ্চলিক ম্যাজিস্ট্রেটের মর্যাদা দেন। এই আশ্চর্য ঘটনা উদযাপনের জন্য নিশ্চিতভাবেই রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য থেকে ইহুদিরা দলে দলে জেরুজালেমে এসেছিল। তারা আবার টেম্পল মাউন্টের দখল নিল, হ্যাড্রিয়ান ও অ্যান্টোনিয়াসের মূর্তি অপসারণ করে একটি অস্থায়ী সিনাগগ নির্মাণ করল। স্থানটি ছিল সম্ভবত বর্দুর তীর্থযাত্রীর উল্লেখিত হেজেকিয়ার প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপের আশপাশে।

জুলিয়ান ছিলেন লাজুক, অপ্রতিভ ও কদাকার। জনৈক পক্ষপাতদুষ্ট খ্রিস্টান তার সম্পর্কে বলেছেন 'বেঢপ গ্রন্থিচ্যুত গলা, কুঁজো ও সদাকম্পমান কাঁধ, আকর্ষণহীন নোংরা চোখযুক্ত লোক, থপ থপ করে হাঁটেন, বিশাল নাক দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস গ্রহণ করেন, যাস্নায়ুবিক দৌর্বল্যযুক্ত এবং অনিয়ন্ত্রিত হাসি সৃষ্টিকারী। তার মাথা সব সময় নড়তে থাকে, মাঝে মাঝেই কথা আটকে যায়।' তবে শ্মশ্রুমণ্ডিত ও স্বাস্থ্যবান সম্রাট ছিলেন স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ও অকপট। তিনি প্যাগান ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন, পারিবারিক পুরনো ঐশ্বরিক পৃষ্ঠপোষক সূর্যকে সম্মান প্রদর্শন এবং প্যাগান মন্দিরগুলোতে বলিদান প্রথা উৎসাহিত করতে থাকেন, অ-রোমান মূল্যবোধ ঝেঁটিয়ে বিদায় করার জন্য গ্যালিলীয় (তিনি বলতেন খ্রিস্টান)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিক্ষকদের বরখাস্ত করেন।

সাম্রাজ্য শাসন করার কথা জুলিয়ান কখনো আশা করেননি। কনস্টানটিয়াস যখন তার পিতা এবং তার পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে হত্যা করেছিলেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র পাঁচ বছর। মাত্র দুজন হত্যাকাণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন : গ্যালাস ও জুলিয়ান। কনস্টানটিয়াস ৩৪৯ সালে গ্যালাসকে সিজার পদে নিয়োগ করেন। কিন্তু একটি ইহুদি বিদ্রোহ দমনে অক্ষমতাসহ নানা কারণে অল্প সময় পরেই তাকে হত্যা করলেন। তবে পশ্চিমাঞ্চলে তার একজন সিজারের প্রয়োজন পড়ে, তার সামনে একজন প্রার্থীই ছিল। জুলিয়ান তখন ছিলেন অ্যাথেন্সে দর্শনের ছাত্র। সিজার হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি প্যারিস থেকে শাসনকাজ চালাতেন। অস্থিরমতি সম্রাট যখন তাকে তলব করেছিলেন, তখন তার নার্ভাস হওয়াটা আশ্চর্যের কিছু ছিল না। স্বপ্নে জিউসকে দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি তার সৈন্যদের কাছ থেকে রাজমুকুট গ্রহণ করেন। তিনি যখন পূর্বাঞ্চলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কনস্টানটিয়াস মারা যান। ফলে জুলিয়ান নিজেকে পুরো সাম্রাজ্যের অধিপতি হিসেবে দেখতে পেলেন।

জুলিয়ানের ইহুদি টেম্পল পুনর্নির্মাণ কেবল তার সহিষ্ণুতার ইঙ্গিত ছিল না, বরং এর মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টানদের আসল ইসরাইলের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবিটিও প্রত্যাখ্যান করলেন। এটা ছিল টেম্পলের পতন-সংক্রান্ত ড্যানিয়েল ও যিশুর দৈব-বাণী পূরণ হয়েছে বলে যে দাবি করা হচ্ছিল তা প্রত্যাখ্যান করা এবং চার্চের কার্যক্রম বাতিল করার ব্যাপারে তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ার ঘোষণা। তিনি পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিকল্পনার সময় বেবিলনের ইহুদিদের সমর্থন লাভ করেছিলেন। জুলিয়ান গ্রিক প্যাগান ধর্ম ও ইহুদি একেশ্বরবাদের মধ্যে কোনো সঙ্ঘাত দেখেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন, ইহুদিদের 'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর'কে গ্রিকেরা জিউস হিসেবে পূজা করে : ইয়াহইয়ে শুধু ইহুদিদেরই নন।

জুলিয়ান ইহুদি টেম্পল নির্মাণের জন্য ব্রিটেনে তার প্রতিনিধি অ্যালিপিয়াসকে নিয়োগ করেন। এত ভালো আখেরে ভালো হবে কি না তা ভেবে সেনহিড্রিন দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল। পারস্য যুদ্ধে রওনা হওয়ার পথে জুলিয়ান 'ইহুদি সম্প্রদায়ের কাছে' প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করে চিঠি লিখে তাদের আশ্বস্ত করেন। জেরুজালেমে উল্লসিত ইহুদিরা 'সবচেয়ে দক্ষ কারিগরদের জড়ো, নির্মাণসামগ্রী সংগ্রহ, ভূমি পরিষ্কার করল। প্রবল উৎসাহের সৃষ্টি হওয়ায় নারীরাও মাটি বইতে লাগল, ব্যয় মেটাতে গলার হার খুলে দিল।' তথাকথিত সোলায়মানের আস্তাবলে (স্টেইবলস অব সলোমন) নির্মাণসামগ্রী রাখা হতে লাগল। 'তারা সাবেক ভবনের অবশিষ্টাংশ সরিয়ে ফেলে ভিত্তিভূমি পরিষ্কার করল।'

ইহুদিদের জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার সময় জুলিয়ান ৬৫ হাজার সৈন্য নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারস্য আক্রমণ করলেন। জেরুজালেমে ৩৬৩ সালের ২৭ মে একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে। ঠিক তখনই অজ্ঞাত কারণে নির্মাণসামগ্রীতে আগুন লেগে যায়।

এই 'আশ্চর্য ঘটনায়' খ্রিস্টানেরা উল্লসিত হলেন, তারা এই অগ্নিকাণ্ডে সহায়তাও করে থাকতে পারে। অ্যালিপিয়াস তার কাজ অব্যাহত রাখতে পারতেন। তবে জুলিয়ান তখন ইরাকের তাইগ্রিস অতিক্রম করেছেন। জেরুজালেমে উত্তেজনা চলতে থাকায় অ্যালিপিয়াস জুলিয়ানের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সম্রাট তত দিনে পিছু হঠতে শুরু করেছিলেন। ২৬ জুন সামারার কাছে যুদ্ধের এক বিভ্রান্তকর পরিস্থিতিতে এক আরব সৈন্য (সম্ভবত খ্রিস্টান) তাকে বর্শাবিদ্ধ করে। তার দেহের পাশ দিয়ে এটি যকৃতে বিঁধে গিয়েছিল। জুলিয়ান বর্শাটি খুলে ফেলার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন। খ্রিস্টান লেখকেরা দাবি করে, তিনি এ কথা বলে মারা যান, 'ভিসিস্তি, গ্যালিলি!' 'তুমি জয়ী হয়েছ গ্যালিলিয়ান!' তার রক্ষী বাহিনীর কমান্ডার তার স্থলাভিষিক্ত হয়ে আবার খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, জুলিয়ানের সব কাজ বাতিল করে ইহুদিদেরকে জেরুজালেমে নিষিদ্ধ করলেন : এর মাধ্যমে আবার এক ধর্ম, এক সত্যের প্রত্যাবর্তন ঘটল। প্রথম থিওডোসিয়াস ৩৯১-২ সালে খ্রিস্টবাদকে সাম্রাজ্যের সরকারি ধর্ম ঘোষণা করে তা কার্যকর করা শুরু করেন।৩*

AMARBOI.COM

* ইহুদিদের এই সংক্ষিপ্ত উত্থানের কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি। অবশ্য কেউ কেউ মনে করে, একটু সূত্র রয়ে গেছে। ওয়েস্টার্ন ওয়ালের উঁচুতে একটি হিব্রু লেখা আবিষ্কৃত হয়েছে : 'আর তোমরা যখন এটা দেখবে, খুশিতে তোমাদের হৃদয়-মন ভরে যাবে, তোমাদের হাড়গুলো তরুণ ঘাসের মতো সতেজ হয়ে উঠবে।' এটা অনেক উঁচুতে ছিল। ফলে তা দ্বিতীয় টেম্পলের দেয়াল হওয়ার কথা নয়। অবশ্য এই সময় ভূমি ছিল অনেক উঁচু। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করে, এর মাধ্যমে ইহুদিরা জেরুজালেমে তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উল্লাস প্রকাশ করেছেন। খুব সম্ভবত এটা দশম শতকের একটি কবরস্থানের উল্লেখ, এই স্থানের নিচে অনেক হাড় পাওয়া গেছে।

জেরোমে ও পলা : সন্ন্যাস, যৌনতা ও মহান নগরী

৩৮৪ সালে জোরোমে নামের এক বদমেজাজি রোমান বিদ্বজ্জন সম্পদশালী খ্রিস্টান নারী সমবিহারে জেরুজালেমে পৌঁছেন। ধার্মিকতার আবেশে আচ্ছন্ন হলেও তারা যৌন কেলেঙ্কারি বয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

ইলিরিয়ান জেরোমের বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি। এই সন্ন্যাসী সিরীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরুভূমিতে নির্জনবাস করেছিলেন, সব সময় যৌন আকর্ষণে তাড়িত হতেন : 'যদিও আমার সঙ্গী বলতে ছিল বিছা, তবুও আমি মেয়েদের নৃত্যে ভেসে বেড়াতাম, আমার মন লোলুপতায় আচ্ছন্ন ছিল।' জেরোমে রোমের বিশপ প্রথম দামাসাসের সচিব হিসেবে কাজ করতেন। রোমের অভিজাতবর্গ তত দিনে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছেন। দামাসাস দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, রোমের বিশপেরা সেন্ট পিটারের কাছ থেকে সরাসরি আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছেন। এই বিশ্বাস পরে পোপদের সব ভুলের উর্ধ্বে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধরে পরিণত হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিতে পরিণত হয়েছিল। তখন চার্চ সম্ভ্রান্ত পরিবারগুলোর ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছিল। এ প্রেক্ষাপটে দামাসাস ও জেরোমে পুরোপুরি পার্থিব কিছু কেলেঙ্কারিতে ডুবে গেলেন। দামাসাসের বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের অভিযোগ ছিল। তার সম্পর্কে বলা হতো, তিনি 'মধ্য বয়সী নারীদের কানে সুড়সুড়ি দিয়ে থাকেন।' আর পলা নামের এক ধনী বিধবার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন জেরোমে। এ ধরনের অনেক নারী তখন খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। জেরোমে ও পলা শাস্তি থেকে নিস্কৃতি পেলেও তাদেরকে রোম ছাড়তে হলো, তারা পলার মেয়ে ইউটোশিয়ামকে নিয়ে জেরুজালেম রওনা হলেন।

জেরোমে সব জায়গাতেই যৌনতার গন্ধ পেতেন। ফলে ধরে নেওয়া যায়, এই কিশোরী কুমারীর উপস্থিতি তার মনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। তিনি তার লেখালেখির বড় অংশজুড়ে এর বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন : 'লোলুপতা ইন্দ্রিয়কে সুড়সুড়ি দেয়, ইন্দ্রিয় সুখের মৃদু আগুন এর আনন্দদায়ক উষ্ণ অনুভূতিকে ঢেকে রাখে।' জেরুজালেমে পৌছামাত্র জোরোমে এবং তার ধার্মিক মিলিওনিয়ার নারীরা নতুন শহরের পূণ্যময়তা, বাণিজ্য, পারস্পরিক যোগাযোগ ও যৌনতার সঙ্গে পরিচিত হলেন। ধার্মিকতা ছিল প্রবল, এসব নারীর মধ্যে সবচেয়ে ধনী মেলেনিয়া (যার বার্ষিক আয় ছিল এক লাখ ২০ হাজার পাউন্ড স্বর্ণ) মাউন্ট অব অলিভসে নিজস্ব মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ধর্মীয় আবেগ ও ইন্দ্রিয় সুখের এই থিম পার্কে জড়ো হওয়া এসব ভিনদেশী নর-নারীর মেলামেশার ফলে সৃষ্ট যৌনতার সুযোগে জেরোমে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'এখানে সব ধরনের প্রলোভন ওঁত পেতে আছে। এখানে পতিতা, অভিনেতা, ভাঁড়- সব ধরনের মানুষ আছে।' বস্তুত, 'এমন কোনো লজ্জাজনক কাজ নেই, যা থেকে তারা বিরত ছিল,' মন্তব্য করেছেন তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ও সন্ন্যাসী ধরনের আরেক ব্যক্তি নিসার গ্রেগরি। তিনি বলেছেন, 'প্রতারণা, ব্যভিচার, চৌর্যবৃত্তি, মূর্তিপূজা, বিষপ্রয়োগ, ঝগড়া, খুন- প্রতিদিনই ঘটে।'

রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা, স্মারক স্থাপনা এবং তীর্থযাত্রীর ঢলে এখন নগরীজুড়ে পালা-পর্বন ও শাস্ত্রচারের নতুন ক্যালেন্ডারের সৃষ্টি হলো, ইস্টারে তা চরম আকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধারণ করত। যিশুখ্রিস্টের যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলোকে কেন্দ্র করে জেরুজালেমের নতুন আধ্যাত্মিক ভূগোলের আত্মপ্রকাশ ঘটল, নামগুলো বদলে থাকল,* ঐতিহ্যেও বিবর্তন দেখা যেতে থাকে। তবে জেরুজালেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবকিছুই সত্য বলে মনে হতে থাকে। আরেক নারী অগ্রপথিক স্প্যানিশ নান ইজেরিয়া ৩৮০-এর দশকে জেরুজালেমে হলি সেপালচরে স্মারক বস্তুগুলোর সংগ্রহ অব্যাহতভাবে বাড়ছে উল্লেখ করে বলেছেন, চার্চটিতে এখন রাজা সোলামনের (সোলায়মান) আংটি ও দাউদের (ডেভিড) ব্যবহৃত তেলের শিঙ যুক্ত হয়েছে। এগুলোর সঙ্গে যিশুর কাঁটার মুকুট, যে তরবারি দিয়ে তার দেহে আঘাত করা হয়েছিল, সেগুলোও এসেছে।

রঙ্গমঞ্চ ও পুণ্যময়তার কারণে জেরুজালেমের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি অনেক তীর্থযাত্রীর চিত্তবৈকল্য হয়েছিল। আসল ক্রুশকে বিশেষভাবে পাহারা দিয়ে রাখতে হতো, কারণ তীর্থযাত্রীরা চুমু খাওয়ার সময় এর একটি অংশ কামড়ে তুলে নেওয়ার চেষ্টা করত। এসব নাটুকে বিষয় জেরোমের সহ্য না হওয়ায় তিনি বাইবেলকে হিব্রু থেকে ল্যাতিনে অনুবাদের অবিস্মরণীয় কাজটি করতে বেথলেহেমে চলে গিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি প্রায়ই জেরুজালেম যেতেন, তার দৃষ্টিভঙ্গি গোপন করেননি। ব্রিটিশ তীর্থযাত্রীদের অশ্লীলতার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছিলেন, 'ব্রিটেনের মতো জেরুজালেমের স্বর্গ খুঁজে নেওয়া কঠিন কিছু নয়।' হলি গার্ডেনে ক্রুশদণ্ডের সামনে তার বান্ধবী পলার আবেগময় প্রার্থনা লক্ষ করে তিনি চাতুর্যের সঙ্গে দাবি করেছেন, তিনি যখন তাকান 'তখন মনে হয় ঈশ্বরকে আকাশে দেখতে পাচ্ছেন,' তার কবরে চুমু খাওয়াটা 'দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অত্যন্ত পিপাসার্ত লোকের পানির সন্ধান পাওয়ার মতো।' তার 'কান্না ও শোক প্রকাশ' এত তীব্র যে তা 'জেরুজালেমের সবাই কিংবা যে ঈশ্বরের জন্য করা হচ্ছে তিনি জানেন।'

অবশ্য যিশুর দৈব-বাণী নিশ্চিত করার জন্য টেম্পল মাউন্টকে পরিত্যক্ত রাখার ব্যবস্থায় তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। জেরোমে পুলকসহকারে দেখতেন, প্রতি বছরের ৯ অ্যাবে [ইহুদি পঞ্জিকার ১১ শ' মাস] ইহুদিরা টেম্পল ধ্বংসের কথা স্মরণ করছে : 'ঈশ্বরের দাসকে হত্যা করে দুর্দশায় পতিত এসব ধর্মহীন লোক এখানে সমবেত হয়েছে। চার্চ অব রিসারেকশন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে, তার ক্রুশের ব্যানার মাউন্ট অব অলিভসে ঝলমল করছে, আর অধোপতিত এসব লোক টেম্পলের ধ্বংসস্তূপে কাঁদছে। আরেকটু কান্না করার সুযোগ দিতে এসব লোকের কাছে এক সৈন্য ঘুষ চাচ্ছে।' হিব্রু ভাষায় অগাধ দখল সত্ত্বেও জেরোমে ইহুদিদের ঘৃণা করতেন। তার ভাষায় তারা 'কীটের মতো' বাচ্চা বাড়িয়ে তুলছে। তার কাছে এগুলো খ্রিস্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জয়ের নিশ্চিত প্রমাণ বিবেচিত হয়েছে : 'কেউ কি যন্ত্রণা আর দুর্ভোগ দিবস-সংক্রান্ত দৃশ্য দেখার পরও তা নিয়ে সন্দেহ করতে পারে?' জেরুজালেমের প্রতি ভালোবাসায় ইহুদিদের মর্মবেদনা দ্বিগুণ হতো। রাব্বি বেরেখাহ'র মতে এই দৃশ্য শাস্ত্রাচারের মতো পবিত্র ও যন্ত্রণাদায়ক। তিনি বলেন, 'তারা নীরবে আসে, নীরবে প্রস্থান করে, তারা কাঁদতে কাঁদতে আসে, কাঁদতে কাঁদতে বিদায় নেয়। তারা রাতের অন্ধকারে আসে, অন্ধকারেই চলে যায়।'

অবশ্য তারপরও ইহুদিদের আশার আলো আরেকবার প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল, যখন সম্রাজ্ঞী শাসন করতে জেরুজালেমে এলেন।[৪]

* শুরুতে জায়ন ছিল টেম্পলের দক্ষিণে ডেভিড'স সিটির দুর্গের নাম। এই সময় তা টেম্পল মাউন্টের সমার্থে পরিণত হয়। এখন 'জায়ন' হয়ে গেল পশ্চিম দিকের পাহাড়ের খ্রিস্টান নাম। ৩৩৩ সালেও বর্দুর তীর্থযাত্রী একে জায়ন নামে অভিহিত করেন। ৩৯০ সালে জেরুজালেমের বিশপ কোয়েনাকুলামের স্থানে মাদার অব চার্চেস নামে বিশাল ও চমৎকার জায়ন নির্মাণ করেন। নতুন নতুন আবিষ্কার এবং সাংস্কৃতিক চৌর্যবৃত্তিতে জেরুজালেমের উপহার ছিল সীমাহীন, তবে এতে নামগুলো নিয়েও সৃষ্টি হলো মহা বিভ্রান্তি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় : বিশাল স্তম্ভযুক্ত হ্যাড্রিয়ানের নেয়াপলিস গেট এখন সেন্ট স্টিফেন'স গেট নামে পরিচিত হলো, কয়েক শ' বছর পর আরবেরা এর নাম দিল গেট অব দ্য কলাম (স্তম্ভ গেট), তারপর এর পরিচয় দাঁড়ায় নাবলুস গেট (নেয়াপলিস আজকের নাবলুস); ইহুদিরা একে বলত শেচেম গেট; উসমানিয়া তুর্কিরা বলত আজকের নামে দামাস্কাস গেট। (বর্তমানের সেন্ট স্টিফেন'স গেট নগরীর পূর্ব দিকে অবস্থিত।

বাইজানটাইনেরা টেম্পল মাউন্টের ইহুদি ঐতিহ্যের বেশির ভাগ সামগ্রীই হলি সেপালচর চার্চে সরিয়ে নিয়েছিল। টেম্পল মাউন্টের রক্তবর্ণ পাথরটি পরিচিত ছিল 'ব্লাড অব জাকারিয়াস' নামে (টু ক্রোনিকলসে ২৪.২১-এ বলা হয় সেখানে পুরোহিত নিহত হয়েছিলেন), কিন্তু এটি এখন চার্চের মধ্যে ঢুকে গেল। একই ঘটনা ঘটল ক্রিয়েশন, আদমের কবর, মেলচিজেদেক ও ইব্রাহিমের বেদিগুলো এবং সলোমনের (সোলায়মানের) জিন ধরার রৌপ্যনির্মিত বোলটির বেলায়। এগুলোর সঙ্গে জন দ্য ব্যাপটিস্টের মাথার থালা, ক্রুশদণ্ডে যিশুর মাথা মোছানোর স্পঞ্জ, যে স্তম্ভে তাকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিল, সেন্ট স্টিফেনকে যে পাথরটি দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল এবং সেইসঙ্গে আসল ক্রুশদ টিও সেখানে সরিয়ে নেওয়া হলো। ইহুদিদের কাছে টেম্পলটি ছিল 'বিশ্বের কেন্দ্র'। বাইবেলিক পূণ্যময় সবকিছুর সমাবেশস্থল চার্চটি এখন থেকে 'বিশ্বের নাভিমূলে' পরিণত হবে তাতে আশ্চর্য কিছু নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারসোমা ও আধা সামরিক সন্ন্যাসীরা

উৎকট পক্ষপাতদুষ্ট ইতিহাসবিদদের কেউ কেউ সম্রাজ্ঞীকে পাপীষ্ঠা, কলঙ্কিনী বেশ্যা, আবার কেউ পবিত্রাত্মা সন্ন্যাসিনী হিসেবে অভিহিত করেছেন। তবে ব্যতিক্রমী সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়া তার সৌন্দর্য ও শিল্প মানসিকতার জন্য প্রশংসাভাজন হয়েছেন। সম্রাট দ্বিতীয় থিওডোসিয়াসের এই সুন্দরী স্ত্রী ৪৩৮ সালে জেরুজালেম এসে ইহুদিদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ শিথিল করেন। একই সময় সিনাগগে অগ্নিসংযোগে লিপ্ত যোগী নিসিবিসের বারসোমাও তার দুর্বৃত্ত অনুচরদের নিয়ে নিয়মিত তীর্থযাত্রার অংশ হিসেবে সেখানে পৌছেন। ইউডোসিয়া নিজে প্যাগান হওয়ায় তিনি প্যাগান ধর্ম ও ইহুদিদের রক্ষক ছিলেন। বাগ্মীতা ও সাহিত্যে শিক্ষিতা, আকর্ষণীয়া এই নারীর পিতা ছিলেন অ্যাথেন্সের সফিস্ট। ইউডোসিয়ার ভাই তাকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করলে তিনি বিচার প্রার্থী হয়ে সম্রাটের কাছে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় থিওডোসিয়াস ছিলেন নরম প্রকৃতির মানুষ, তিনি তার ধার্মিক ও মাধুর্যহীন বোন পলচেরিয়া কর্তৃক পরিচালিত হতেন। পলচেরিয়াই ইউডোসিয়াকে তার ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার প্রেমে পড়েন, তাকে বিয়ে করেন। পলচেরিয়া তার ভাইয়ের সরকারে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, ইহুদিদের ওপর নির্যাতন বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইহুদিরা তখন সেনাবাহিনী ও সরকারি দফতর থেকে বিতাড়িত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছিল। অনেকগুলো সিনাগগ নির্মাণের শাস্তি হিসেবে থিওডোসিয়াস ৪২৫ সালে শেষ ইহুদি প্যাট্রিয়ার্ক ষষ্ঠ গামালিয়েলকে মৃত্যুদণ্ড দেন, পদটি চিরদিনের জন্য বিলোপ করেন। ইউডোসিয়া ধীরে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন, থিওডোসিয়াস তাকে তার বোনের সমমর্যাদায় অগাস্তা পদে উন্নীত করলেন। কনস্টানটিনোপেলের একটি চার্চে বর্ণিল পাথরে খোদিত তার ছবিতে তার রাজকীয় স্টাইল, কালো চুল, একহারা দেহসৌষ্ঠব এবং চমৎকার নাক দেখা যায়।

কনস্টানটিনোপলের মারাত্মক নিপীড়নের শিকার ইহুদিরা জেরুজালেমে সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার কাছে তাদের জন্য পূণ্যনগরীতে আরো বেশি প্রবেশাধিকার প্রার্থনা করে। তিনি রাজি হয়ে হুকুম দিলেন, তাদের প্রধান প্রধান পালা-পার্বনে তারা প্রকাশ্যে টেম্পল মাউন্টে যেতে পারবে। এটা ছিল খুবই অলৌকিক খবর। ইহুদিরা ঘোষণা করল, তাদের সবারই উচিত 'ট্যাবেরনেক্লস উৎসবের জন্য দ্রুত জেরুজালেমে যাওয়া, কারণ আমাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হবে।'

অবশ্য, ইহুদিদের উল্লাসে জেরুজালেমের আরেক তীর্থযাত্রী নাখোশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন। তিনি হলেন সিরিয়ার সন্ন্যাসী নিসিবিসের বারসোমা, আশ্রমকেন্দ্রিক নতুন প্রজন্মের জঙ্গি নেতাদের অন্যতম। চতুর্থ শতকে অনেক নির্জনবাসী সন্ন্যাসী সমাজে বিদ্যমান জাগতিক মূল্যবোধ এবং ধর্মনেতাদের জাঁকজমকপূর্ণ স্তর-ক্রমিক নীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত শুরু করেছিল, প্রথম যুগের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মরুভূমিতে মঠ প্রতিষ্ঠা করত। নির্জনবাসী এসব সন্ন্যাসী (ইংরেজিতে হারমিট শব্দটি এসেছে উইলডানিস-এর গ্রিক পরিভাষা থেকে) মনে করত খ্রিস্ট নির্ধারিত শাস্ত্রাচার জানাটাই যথেষ্ট নয়, কৃচ্ছ্রব্রতীও হওয়া করা দরকার। এ নীতি বাস্তবায়নের জন্যই তারা মিসর ও সিরিয়ার মরুভূমিতে বাস করে পশুলোমে তৈরি জামা পরত, কৌমার্য অবলম্বন করত।* পূণ্যাত্মা হওয়ার দম্ভ প্রকাশের জন্য আত্মনিগ্রহের বেশ কদর ছিল, তাদের জীবনী লেখা হতো (প্রথম সাধু পুরুষদের উপাখ্যানাবলী), তাদের কুঠিরগুলোতে লোকজনের ভিড় হতো, তাদের কৃচ্ছ্রব্রত বিস্ময়কর উপাদান হিসেবে পরিচিতি পেত। দুজন সেন্ট সিমিয়ন্স ৩০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভের ওপরে দুই যুগ ধরে বাস করতেন। তাদের একজনকে, দানিয়েল, কেমন পায়খানা করেন জিজ্ঞেস করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, ভেড়ার মতো শুকনা। জেরোমে মনে করতেন, লক্ষ্য পূণ্য অর্জন নয়, নোংরামিই তাদের আগ্রহের বিষয়। আবার এসব সন্ন্যাসী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসীই ছিল না। জেরুজালেমের আশপাশে তখন নতুন নতুন আশ্রম গড়ে ওঠছে, এর ভেতরেও অনেকগুলো নির্মিত হয়েছে। ফলে নগরী এখন এসব গুণ্ডার দয়ার ওপর ছিল।

WWW.AMARBOI.COM

বারসোমা সম্পর্কে বলা হতো, তিনি এত পবিত্র যে, তিনি কখনো বসেন না বা ঘুমান না। তিনি ইহুদি ও সামারিতান 'পৌত্তলিকদের' অস্তিত্ব সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না, প্যালেসটিনাকে এসব থেকে মুক্ত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি এবং তার অনুসারী সন্ন্যাসীরা ইহুদিদের হত্যা করতেন, সিনাগগে আগুন দিতেন। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সম্রাট সহিংসতা নিষিদ্ধ করলেও বারসোমা তা পরোয়া করতেন না। বারসোমার অনুসারী সন্ন্যাসীরা এবার পোশাকের ভেতরে তরবারি ও লাঠি নিয়ে মাউন্ট টেম্পলে ইহুদিদের হত্যার জন্য ওঁত পেতে থাকল। তারা বেশ কয়েকজন ইহুদিকে হত্যা করে লাশ জলাশয় ও উঠানে ফেলে রাখল। ইহুদিরাও প্রত্যাঘাত করল। তারা ১৮ জন আক্রমণকারীকে আটক করে বাইজানটাইন গভর্নরের কাছে হস্তান্তর করে। তাদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছিল। তীর্থযাত্রায় জেরুজালেমে আগত সম্রাজ্ঞী ইউডোসিয়ার সামনে 'এসব শ্রদ্ধাভাজন সন্ন্যাসী দলভুক্ত দস্যুকে' হাজির করা হলো। তারা ছিল খুনের মামলার আসামি। কিন্তু বিষয়টি বারসোমাকে জানানো হলে তিনি গুজব ছড়িয়ে দিলেন, ধর্মপ্রাণ কয়েকজন খ্রিস্টানকে আগুনে পুড়িয়ে মারার আয়োজন চলছে। ঠিক ওই সময় একটি ভূমিকম্প হলে বারসোমা এটাকেও গায়েবি ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহার করায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার দাঙ্গাবাজেরা আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

সম্রাজ্ঞী অভিযুক্ত খ্রিস্টানদের শাস্তি দেওয়ার পরিকল্পনা করলে বারসোমার সমর্থকেরা হুঙ্কার দিল, তা হলে 'আমরা সম্রাজ্ঞী ও তার অনুসারীদের পুড়িয়ে মারব।' বারসোমা কর্মকর্তাদের সন্ত্রস্ত করে তাদের দিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ালেন যে, নিহত ইহুদিদের দেহে কোনো আঘাত ছিল না, তারা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে। ওই সময় আরেকটি ভূমিকম্প হলে লোকজন আরো সন্ত্রস্ত হলে উঠল। নগরী নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় চলে গেল। পরিস্থিতি মেনে নেওয়া ছাড়া ইউডোসিয়ার আর কিছুই করার ছিল না। 'পাঁচ শ' গ্রুপ' সশস্ত্র সন্ন্যাসী রাজপথে মিছিল করে, বারসোমা ঘোষণা করলেন, 'ক্রুশের মহা বিজয় হয়েছে।' নগরীজুড়ে তার ঘোষণা 'প্রবল ঢেউয়ের মতো' পুনরাবৃত্তি ঘটল, অনুসারীরা তার দেহে দামি সুগন্ধি ঢেলে দিল, খুনিরা মুক্ত হলো।

এই সহিংসতা সত্ত্বেও ইউডোসিয়া জেরুজালেমের সমৃদ্ধিতে অবদান রেখে চললেন। নতুন নতুন চার্চ নির্মাণ করলেন, নতুন কিছু স্মারকের গৌরব নিয়ে তিনি কনস্টানটিনোপলে ফিরে গেলেন। তবে তার ননদ পলচেরিয়া তাকে ধ্বংস করার চক্রান্ত করছিলেন।

AMARBOI.COM

* মঠের নারীরা অনেক সময় খোজা সেজে থাকত, তাদের নিয়ে অনেক মুখরোচক কাহিনী ছিল : জনৈকা ম্যারিনা মাথা ন্যাড়া করে খোজাদের ব্যবহৃত জামা পরে ম্যারিনোস নাম গ্রহণ করে এক মঠে যোগ দিয়েছিল। তার বিরুদ্ধে ছেলে সন্তানের পিতা হওয়ার অভিযোগ এনে তাকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে শিশুটিকে লালন পালন করতে লাগল। তার মৃত্যুর পর সন্ন্যাসীরা জানতে পারে, তার বিরুদ্ধে যে অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, সেটি করার সামর্থ্য তার একেবারেই ছিল না।

ইউডোসিয়া : জেরুজালেম সম্রাজ্ঞী

থিওডোসিয়াস একটি ফ্রাইজিয়ান আপেল পাঠিয়েছিলেন ইউডোসিয়াকে। তিনি সেটি দিয়েছিলেন তার আশ্রিত ও অফিসরক্ষক পলিনাসকে। পলিনাস আবার তা সম্রাটকে উপহার দিলেন। থিওডোসিয়াস এতে মর্মাহত হয়ে তার স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন। তবে ইউডোসিয়া সত্য গোপন করে জোর দিয়ে বললেন, তিনি সম্রাটের উপহার কাউকে দেননি, নিজে খেয়েছেন। তখন সম্রাট আপেলটি দেখালেন। এই নির্দোষ মিথ্যা কথায় থিওডোসিয়াসের মনে হলো, ইউডোসিয়া সম্পর্কে তার বোন তাকে যা বলেছেন তা সত্য : পলিনাসের সঙ্গে ইউডোসিয়ার প্রণয় রয়েছে। কাহিনীটি অতিকথনমূলক- আপেল প্রতীকীভাবে জীবন ও সতীত্ব প্রকাশ করে- কিন্তু সম্পূর্ণ মানবীয় প্রকৃতিতে অহমিকাপূর্ণ স্বৈরতন্ত্রের উত্তপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্দরমহলে কাকতালীয় ঘটনা প্রবাহে এর পরিণতি খুবই খারাপ হতে পারে। ৪৪০ সালে পলিনাসকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হলো। তবে রাজকীয় দম্পতির মধ্যে একটি সমঝোতা হলো, সে অনুযায়ী সসম্মানে ইউডোসিয়ার রাজধানী ত্যাগের ব্যবস্থা করা হয়। নিজ অধিকারবলে প্যালেসটিনা শাসন করার জন্য তিন বছর পর তিনি জেরুজালেমে পৌছালেন।

তার পরও পলচেরিয়া তাকে শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি রাজকীয় দেহরক্ষী দলের কাউন্ট স্যাটানিয়াসকে পাঠালেন ইউডোসিয়ার দুই সফরসঙ্গীকে হত্যা করতে। কিন্তু ইউডোসিয়া দ্রুততার সঙ্গে স্যাটানিয়াসকে খুন করতে সক্ষম হন। এই রাজকীয় দ্বন্দ্বের অবসান হওয়ামাত্র ইউডোসিয়া নিজস্ব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নেমে পড়লেন : তিনি নিজের এবং নগর বিশপের জন্য প্রাসাদ এবং সেপালচরের কাছে ধর্মশালা নির্মাণ করেন, যা কয়েক শ' বছর টিকে ছিল। টাইটাসের পর তিনি প্রথম ব্যক্তি হিসেবে মাউন্ট জায়ন এবং সিটি অব ডেভিড ঘিরে প্রাচীর নির্মাণ করেন, এর কিছু অংশ এখনো উভয় স্থানে দেখা যায়। সিলোয়াম পুলের কাছে পানিতে তার বহুতলাবিশিষ্ট চার্চের পিলারগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে।* সাম্রাজ্য এখন খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের নতুন বিতর্কে বিশৃঙ্খল অবস্থায় পড়েছে। যিশু ও পবিত্র পিতা কি 'একই সত্তা', যিশু কিভাবে একইসঙ্গে ঈশ্বর ও মানবীয় প্রকৃতির হতে পারেন? ৪২৮ সালে কনস্টানটিনোপলের নতুন প্যাট্রিয়ার্ক নেস্টোরিয়াস স্পষ্টভাবে যিশুর মানবীয় দিক এবং দ্বৈত প্রকৃতির ওপর জোর দিয়ে দাবি করলেন, ভার্জিন ম্যারিকে 'থিওটোকুস' (ঈশ্বর ধারণকারী) বিবেচনা করা উচিত নয়, বরং তাকে শুধু 'ক্রাইস্টোকোস' (যিশুর ধারণকারী) বলা উচিত। তার বিরোধী পক্ষ, মনোফাইসাইটেরা (একসত্তাবাদী) দৃঢ়ভাবে জানালেন, যিশুর প্রকৃতি একটাই, সেটা হলো একইসঙ্গে মানবীয় ও ঐশ্বরিক। ডাইওফাইসাইটেরা (দ্বৈতসত্তাবাদী) রাজপ্রাসাদগুলোতে এবং জেরুজালেম ও কনস্টানটিনোপলের চোরাগলিগুলোতে মনোফাইসাইটদের বিরুদ্ধে সব ধরনের সহিংতায় মেতে উঠলেন, খ্রিস্টধর্মতাত্ত্বিক গুন্ডামি প্রদর্শন করতে লাগলেন। নিসার গ্রেগরি লক্ষ করেছেন, প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো অভিমত ছিল : "আপনি টাকার ভাংতি চান, দোকানি আপনাকে যিশুর জন্ম হয়েছে কি হয়নি তা নিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব কপচাপে; আপনি একটা রুটির দাম জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দেবে, 'পবিত্র পিতাই সর্বোত্তম, পবিত্র পুত্র তার তুলনায় কম মর্যাদাবান;' কিংবা গোসলখানা প্রস্তুত কি না জানতে চাইলে, যে উত্তর পাবেন তা হলো পবিত্র পুত্র শূন্য থেকে তৈরি হয়েছেন।"

থিওডোসিয়াস মারা গেলে খ্রিস্টতত্ত্বের দুই অংশ নিয়ে দুই সম্রাজ্ঞী মুখোমুখি হলেন। কনস্টানটিনোপলের ক্ষমতা গ্রহণকারী পলচেরিয়াকে সমর্থন করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইওফাইসাইটেরা। তবে পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টানদের মতো ইউডোসিয়াও ছিলেন মনোফাইসাইট। এ কারণে স্বাভাবিকভাবেই পলচেরিয়া তাকে চার্চ থেকে বহিষ্কার করলেন। জেরুজালেমের বিশপ জুভেনাল পলচেরিয়াকে সমর্থন করলে মনোফাইসাইট জেরুজালেমবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে নগরী থেকে তাড়িয়ে দিল। তবে এই দুর্ভোগকে তিনি কাজে লাগালেন। খ্রিস্টান দুনিয়া দীর্ঘ দিন চার মহান মেট্রোপলিটান বিশপের (রোম ও পূর্বাঞ্চলীয় প্যাট্রিয়ার্কবৃন্দ) মাধ্যমে শাসিত হয়েছে। জেরুজালেমের বিশপেরা সব সময় প্যাট্রিয়ার্ক পদে উন্নীত হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিল। এখন জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আনুগত্য প্রকাশ করার বিনিময়ে জুভেনালকে ওই পদে উন্নীত করা হলো। শেষ পর্যন্ত ৪৫১ সালে কাউন্সিল অব ক্যালসেডোন-এ পলচেরিয়া 'দুই প্রকৃতির মধ্যে ঐক্য' সৃষ্টির একটি সমঝোতা চাপিয়ে দিলেন। এতে বলা হলো, যিশু 'ঐশ্বরিক দিক থেকে নিখুঁত এবং মানবীয় দিক থেকেও নিখুঁত।' ইউডোসিয়া তা মেনে নিয়ে পলচেরিয়ার সঙ্গে বৈরীতার অবসান ঘটালেন। অর্থোডক্স, ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্ট চার্চগুলোতে এই সমঝোতা এখনো টিকে আছে। তবে এই সমঝোতায় সব গ্রুপ একমত হয়নি। মনোফাইসাইট ও নেস্টোরিয়ানেরা (দুই গ্রুপ সম্পূর্ণ বিপরীত কারণে) এর বিরোধিতা করে চির দিনের মতো অর্থোডক্স মতবাদ থেকে দূরে সরে যায়। **

অ্যাটিলা দ্য হুন যখন পশ্চিমাঞ্চলীয় রোমান সাম্রাজ্যকে সন্ত্রস্ত করে মারণ আঘাত হানছিলেন, তখন বয়োঃবৃদ্ধা ইউডোসিয়া গ্রিক কবিতা রচনা আর তার সেন্ট স্টিফেনের ব্যাসিলিকা নির্মাণে মগ্ন ছিলেন। দামাস্কাস গেটের ঠিক উত্তরে নির্মিত তার এই ব্যাসিলিকার অস্তিত্ব এখন আর নেই। ৪৬০ সালে সেখানেই ধর্মযুদ্ধে নিহত প্রথম ব্যক্তির স্মারকের পাশে তাকে কবর দেওয়া হয়।[৫]

* ইউডোসিয়া সালম ৫১ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন : 'জায়নে ভালো থাকার জন্য ভালো কাজ করো- জেরুজালেমে প্রাচীর নির্মাণ করো।' তার উপদেষ্টা ছিলেন আর্মেনীয় সন্ন্যাসী ইউফেমিয়াস, যার আশ্রিত সাবাস পরে অতি সুন্দর ম্যার সাবা মঠ নির্মাণ করেছিলেন। জেরুজালেমের কাছাকাছি জুদাইন পাহাড়ে অবস্থিত ওই মঠে বর্তমানে ২০ জন সন্ন্যাসী বসবাস করে। ৩০১ সালে ককেশাসের প্রথম রাজ্য হিসেবে আর্মেনিয়া খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল (এডেসার রাজা আবগারের অতি-কথনমূলক ধর্মান্তরের পর)। এরপর ৩২৭ সালে প্রতিবেশী জর্জিয়া (তখনকার নাম ছিল ইবেরিয়া) খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। পরে ইউডোসিয়ার সঙ্গে তার নিজের আশ্রিত পিটার দ্য জর্জিয়ান (ইবেরিয়ার রাজার পুত্র) যোগ দিয়েছিলেন। তিনি প্রাচীরের বাইরে একটি মঠ নির্মাণ করেছিলেন। এসবের মাধ্যমে জেরুজালেমে ককেশীয় উপস্থিতি শুরু হয়, তা আজও বহাল আছে।

** নেস্টোরিয়া মতবাদ প্রাচ্যের আসিরীয় চার্চের মাধ্যমে জনপ্রিয় হয়। এই চার্চ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাসানীয় পারস্যের কয়েকটি রাজপরিবারকে এবং আরো পরে চেঙ্গিস খানের কয়েকজন বংশধরকে ধর্মান্তর করতে সক্ষম হয়। একইসঙ্গে প্রাচ্যের মনোফাইসাইট খ্রিস্টানেরা ক্যালসেডোন প্রত্যাখ্যান করে মিসরীয় কপটিক, সিরিয়ার অর্থোডক্স (জ্যাকব বারাদেউসের নামানুসারে তারা জ্যাকোবাইট নামেও পরিচিত হয়।) এবং ইথোপিয়ান চার্চ গঠন করে। ইথোপিয়ান চার্চ ইহুদি ধর্মের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলে। *দ্য বুক অব গ্লোরি অব কিংস*-এ রাজা সোলায়মান ও শেবার মধ্যে মিলন দেখা যায়। তাদেরকে 'লায়ন অব জুদাহ' রাজা মেনেলিকের বাবা-মা হিসেবে অভিহিত করা হয়। বলা হয়ে থাকে, এই রাজা আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট ইথিওপিয়ায় নিয়ে এসেছিলেন, এখন সেটা অক্সামে আছে। এই সম্পর্ক পরে হাউজ অব ইসরাইল (বেটা ইসরাইল), ফালাশাস, ব্ল্যাক ইথিওপীয় ইহুদির সৃষ্টি করে। অন্তত ১৪ শতক থেকে তাদের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। ১৯৮৪ সালে তাদেরকে বিমানযোগে ইসরাইলে নিয়ে যাওয়া হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬
বাইজানটাইনের সূর্যাস্ত : পারস্যের আক্রমণ
৫১৮-৬৩০

জাস্টিনিয়ান ও শো-গার্ল সম্রাজ্ঞী : বাইজানটাইন জেরুজালেম

জাস্টিন ৫১৮ সালে সিংহাসনে বসলে তার ৩৫ বছর বয়স্ক ভাইপো জাস্টিনিয়ান প্রাচ্য সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক বনে যান। বয়োবৃদ্ধ নতুন সম্রাট ছিলেন থ্রেসিয়ান কৃষক ও নিরক্ষর। তিনি নির্ভর করতেন তার চতুর ভাইপো পিটারের ওপর। পিটার পরে জাস্টিনিয়ান নাম গ্রহণ করেছিলেন। * তিনি একা নন, তার সঙ্গে ক্ষমতায় আসেন তার মিস্ট্রেজ থিওডোরা। তিনি ছিলেন ব্লু-চ্যারিয়ট রেসিং টিমের ভালুক প্রশিক্ষকের মেয়ে। কনস্টানটিনোপোলের মল্লভূমিতে তিনি কঠোর পরিশ্রমী রথী, কুখ্যাত বাথহাউজ আর রক্তাক্ত ভালুক নাচনেওয়ালাদের সঙ্গে বেড়ে ওঠেছেন। বালিকা বয়সে তিনি ভাঁড় হিসেবে অভিনয়ের ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন। তবে প্রমত্ত প্রদর্শনীতে অত্যন্ত প্রতিভাধর জিমন্যাস্টিক হিসেবে দ্রুত খ্যাতি অর্জন করেন। তার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল দর্শকদের সামনে উপর্যুপরি তিন ধরনের অরিফিসের সবগুলোর প্রদর্শন। মঞ্চে উন্মত্ত পার্টিগুলোতে তিনি হাত-পা প্রসারিত করে স্পিড-ঈগল হয়ে যেতেন, আর হাঁসটি 'এই আবেগময় ফুলের বৃন্ত' থেকে বার্লি খেতে থাকত। দরবারি ইতিহাসবিদ তার বিরুদ্ধে যৌনসংক্রান্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করার সময় যে চাপা ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে বাড়াবাড়ি করেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। সত্য যা-ই হোক না কেন, জাস্টিনিয়ানের কাছে থিওডোরার প্রেরণা-শক্তি অপ্রতিরোধ্য ছিল। এ কারণে তাকে বিয়ে করার জন্য তিনি আইন পর্যন্ত সংশোধন করেন। থিওডোরার চক্রান্ত জাস্টিনিয়ানের জীবনকে জটিল করে তুললেও তার প্রেরণাতেই (তার নিজের এটির অভাব ছিল) তিনি উদ্দীপ্ত থাকতেন। নিকা দাঙ্গার সময় তিনি কনস্টানটিনোপল প্রায় হারাতে বসেছিলেন, পালিয়ে যেতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন থিওডোরা বলেছিলেন, তিনি মরতে প্রস্তুত, তবুও রাজকীয় মর্যাদা ত্যাগ করবেন না। তিনিই বিদ্রোহীদের গুঁড়িয়ে দিতে জাস্টিনিয়ানের সেনাপতিদেরকে পাঠিয়েছিলেন।

র‍্যাভেনার স্যান ভাইটালে চার্চে আঁকা তাদের রিয়ালিস্টিক প্রট্রেটে দেখা যায় জাস্টিনিয়ান ছিলেন রক্তাভ বর্ণের শীর্ণ ও আকর্ষণহীন। অন্য দিকে থিওডোরা ছিলেন কমনীয়, কমনীয়, পাণ্ডুর ও স্থিরমতি, মাথা ও বুকে মুক্তার মালা জড়িয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠোঁট কামড়িয়ে ঝলমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তারা দুটি ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাদের বংশপরিচয় যা-ই হোক না কেন, এই জুটি সাম্রাজ্য ও ধর্মের ব্যাপারে ছিল পুরোপুরি প্রশ্রয়হীন ও নির্মম।

জাস্টিনিয়ান ছিলেন প্রাচ্যের শেষ ল্যাতিনভাষী সম্রাট। তিনি বিশ্বাস করতেন, তার জীবনের মিশন হলো রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার এবং খ্রিস্টানধর্মকে আবার ঐক্যবদ্ধ করা। তার জন্মের সামান্য আগে জার্মান বংশোদ্ভূত এক গোষ্ঠীপতি রোমের শেষ সম্রাটকে নগরী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আবার এর ফলেই রোমের বিশপদের মর্যাদা বাড়িয়ে পোপ হিসেবে পরিচিত করার পাশাপাশি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান বৃদ্ধি করেছিল। যুদ্ধ, ধর্মবিশ্বাস ও শিল্পকলার মাধ্যমে জাস্টিনিয়ান তার বিশ্বজনীন খ্রিস্টান সাম্রাজ্যকে বিস্ময়কর উচ্চতায় উন্নীত করেছিলেন। তিনি ফের ইতালি, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ স্পেন জয় করেছিলেন। অবশ্য তিনি বারবার পারসিকদের বাধার মুখে পড়ছিলেন। একপর্যায়ে প্রায় পুরো প্রাচ্যই পারসিকদের হাতে ছিল। রাজদম্পতি তাদের খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যকে 'সব মানুষের জন্য প্রথম ও শ্রেষ্ঠ উপহার' হিসেবে বিকশিত করেছিলেন, সমকামী, প্যাগান, ধর্মভ্রষ্ট, সামারিতান ও ইহুদিদের দমন করেন। জাস্টিয়ান অনুমোদিত ধর্ম হিসেবে ইহুদিধর্মের স্বীকৃতি বাতিল, ইস্টারের আগে পড়লে তাদের পাসওভার উৎসব নিষিদ্ধ, সিনাগগগুলোকে চার্চে পরিণত, ইহুদিদের বলপূর্বক ব্যাপ্টাইজ এবং ইহুদি সভ্যতার ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেন : ৫৩৭ সালে কনস্টানটিনোপলে বিস্ময়কর চার্চ অব হ্যাগিয়া সোফিয়া ('হলি উইজডম') উদ্বোধনের সময় তার মধ্যে সম্ভবত এই ভাবনা ছিল : 'সলোমন, আমি তোমাকে ছাড়িয়ে গেছি।' তারপর তিনি সলোমনের টেম্পলের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার জন্য জেরুজালেমের দিকে নজর দিলেন।

৫৪৩ সালে জাস্টিনিয়ান ও থিওডোরা সেন্ট মেরি মাদার অব গড-এর নেয়া (নিউ) চার্চ নামে ব্যাসিলিকার নির্মাণকাজ শুরু করেন।** সলোমনের (সোলায়মান) স্থাপনাকে ম্লান করে দেওয়ার জন্য নির্মিত টেম্পল মাউন্টের বিপরীত দিকে মুখ করা এই ভবনটি ছিল প্রায় ৪০০ ফুট লম্বা এবং ১৮৭ ফুট উঁচু। এর দেয়ালগুলো ছিল ১৬ ফুট পুরু। জাস্টিনিয়ানের সেনাপতি বেলিসারিয়াস ভ্যান্ডালদের রাজধানী কার্থেজ জয়ের পর সেখানে তিনি টাইটাসের টেম্পল থেকে লুট করে নেওয়া পবিত্র ঝাড়বাতিটি খুঁজে পেয়েছিলেন। কনস্টানটিনোপলে বেলিসরিয়াসের বিজয় উৎসবের পর ঝাড়বাতিটি সম্ভবত জাস্টিনিয়ানের নেয়া চার্চে পাঠানো হয়েছিল।

পূণ্যনগরীটি শাসিত হতো অর্থোডক্স খ্রিস্টানধর্মের শাস্ত্রাচারে।*** তীর্থযাত্রীরা উত্তর দিকের হ্যাড্রিয়ান গেট দিয়ে ঢুকে হেঁটে কারডোতে যেতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তাটি ৪০ ফুট চওড়া হওয়ায় দুটি ওয়াগন চলতে পারত। সারিবদ্ধ দোকানপাট নেয়া চার্চ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধনীরা টেম্পলের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আঙিনাযুক্ত বিশাল বিশাল দোতলা বাড়িতে বাস করতেন। তাদের একজন লিখেছিলেন, 'এসব বাড়িতে বসবাসকারীরা সুখী।' এসব বাড়ি, চার্চ এবং এমন কি দোকানপাটগুলোও চিত্ররাজি দিয়ে চমৎকারভাবে সাজান হতো। সারস, ঘুঘু ও ঈগলের ছবিগুলো সম্ভবত আর্মেনীয় রাজাদের অবদান ('সব আর্মেনীয়ের, যাদের নাম শুধু ঈশ্বরই জানেন, স্মৃতি ও মুক্তির জন্য' উৎসর্গ করা)। তবে সবচেয়ে রহস্যজনক চিত্রটি ছিল বাঁশি হাতে অর্ফিয়াস। গত শতকের শেষভাগে দামাস্কাস গেটের উত্তরে এটি পাওয়া গিয়েছিল। ধনী বাইজানটাইন নারীরা স্বর্ণের কারুকার্যমণ্ডিত লাল ও হলুদ গ্রিক জোব্বা, লাল জুতা, মুক্তার মালা, হার ও কানের দুল পরতেন। জেরুজালেমে আবিষ্কৃত সোনার একটি আংটিতে হলি সেপালচর চার্চের সোনালি মডেল আঁকা ছিল।

নগরীটিতে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীকে স্বাগত জানানোর মতো আয়োজন ছিল। অভিজাতেরা থাকতেন প্যাট্রিয়ার্কের সঙ্গে, দরিদ্র তীর্থযাত্রীদের স্থান হতো তিন হাজার শয্যাসংবলিত জাস্টিনিয়ানের ধর্মশালায়। সন্ন্যাসীরা বাস করতেন আশ্রম, গুহা, এমনকি আশপাশের পাহাড়ে ইহুদিদের প্রাচীন সমাধিগুলোতে। ধনীরা মারা গেলে তাদের মরদেহ রাখা হতো চিত্রশোভিত পাথরের শবাধারে, ভূত-প্রেত তাড়াতে সেগুলোতে ঘণ্টাও বাঁধা হতো। গরিবদের মৃতদেহ ঠেলে 'রক্তাক্ত প্রান্তরে' (ফিল্ড অব ব্লাড) চিহ্নবিহীন গণকবরে ফেলা হতো। যেসব প্রলোভন জেরোমেকে ক্ষুব্ধ করত, সেগুলোও সব সময় দেখা যেত : মল্লভূমিতে রথ-প্রতিযোগিতা হতো, সেগুলো নিয়ে ব্লু ও গ্রিন গ্রুপের সমর্থকেরা হৈ-হুল্লড় করত। জেরুজালেমে প্রাপ্ত একটি খোদাইলিপিতে লেখা দেখা যায়, 'ব্লুদের প্রতি ভাগ্য প্রসন্ন। তারা চিরজীবী হোক।'

নেয়া চার্চ নির্মাণ শেষ হওয়ার অল্প পরেই থিওডোরা ক্যান্সারে মারা যান। তবে জাস্টিনিয়ান ৮০ বছরেরও বেশি বেঁচেছিলেন, ৫৬৫ সালে পরলোকগমনের আগে প্রায় ৫০ বছর রাজত্ব করেছেন। অগাস্তাস ও ট্রাজানকে বাদ দিলে তিনি সাম্রাজ্য যে কারো চেয়ে বেশি সম্প্রসারিত করেছিলেন। তবে শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই এত বড় সাম্রাজ্য পরিচালনা অসম্ভব মনে হতে থাকে। ৬০২ সালে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করে গ্রিনদের সমর্থিত তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্লু- রথ প্রতিযোগীদের ক্ষেপিয়ে সাম্রাজ্য রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। তিনি ইহুদিদের বলপূর্বক ধর্মান্তরের নির্দেশও দিয়েছিলেন। ব্লু ও গ্রিনেরা সব সময় ক্রীড়ামনস্ক ফ্যান ও রাজনৈতিক গুন্ডাদের নিয়ে গঠিত বিপজ্জনক গ্রুপ ছিল। তারা জেরুজালেম দখল করার লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো : 'বদ, দুশ্চরিত্র, হিংস্র লোকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপরাধ ও হত্যায় নগরী সয়লাব হয়ে গেল।' গ্রিন গ্রুপ জয়ী হলেও বাইজানটাইন সৈন্যরা আবার নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং তাদের বিদ্রোহ দমন করে।

পারস্যরাজ দ্বিতীয় খসরুর জন্য এই গোলযোগ ছিল অপ্রতিরোধ্য প্রলোভন। বাল্যকালে সিংহাসন আরোহণে বাইজানটাইন সম্রাট মরিস তাকে সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু মরিস খুনের শিকার হলে খসরু ভাবলেন প্রাচ্যে তার অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে গেছে, তিনি চির দিনের জন্য কনস্টানটিনোপল ধ্বংস করে দিতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন চড়াই-উৎড়াইয়ের যুগে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। নগরীটি পরের ২৫ বছর চারটি ভিন্ন ধর্ম (খ্রিস্টান, জরাতুষ্ট্র, ইহুদি ও ইসলাম) দ্বারা শাসিত হয়েছিল।[৬]

* চাচার রাজত্বের শুরুর দিকে জাস্টিনিয়ানের অন্যতম পদক্ষেপ ছিল আরবীয় ইহুদি রাজ্য ইয়েমেন ধ্বংস করা। পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে ইয়েমেনের (হিমাইয়ারা) রাজারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করেন। ৫২৩ সালে বাইজানটাইন হুমকির জবাবে ইহুদি রাজা জোশেফ (ধু নুয়াস জুরাহ ইউসুফ) ইয়েমেনের খ্রিস্টানদের ধ্বংস এবং আশপাশের অধিবাসীদের ইহুদি ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন। জাস্টিনিয়ান অক্সামের (ইথিওপিয়া) খ্রিস্টান রাজা কালেবকে ইয়েমেন আক্রমণের নির্দেশ দেন। ৫২৫ সালে রাজা জোশেফ পরাজিত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে সাগরে ডুবে আত্মহত্যা করেন। অবশ্য তার পরও অনেক ইহুদি ইয়েমেনে বসবাস করতে থাকে। আরব দেশে ইহুদি ধর্ম বিলুপ্ত হয়নি। হজরত মোহাম্মদের আমলেও আরবে অনেক ইহুদি গোত্র টিকে ছিল। ইয়েমেনি ইহুদিরা উনিশ শতকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করতে থাকে। ১৯৪৮ সালের পর তারা ইসরাইলে অভিবাসন করে। ২০১০ সালে ইয়েমেনে ইহুদিদের গ্রাম ছিল মাত্র একটি।

** অনেক আগেই এই বিশাল কমপ্লেক্স বিলীন হয়ে গেছে। তবে এর ফাউন্ডেশন এখনো দেখা যায়। ওল্ড সিটির বাইরে বর্তমান প্রাচীরগুলোর নিচে জুইশ কোয়ার্টার থেকে শুরু হওয়া চার্চটি ১৯৭৩ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ন্যাহম্যান আভিগাদ আবিষ্কার করেন। ভার বহনের জন্য জাস্টিয়ান বেশ কয়েকটি ধনুকাকৃতির ভিত্তি-খিলান নির্মাণ করেছিলেন। এগুলোর একটির খোদাইলিপিতে লেখা রয়েছে : 'এবং আমাদের সবচেয়ে মহান সম্রাট ফ্ল্যাবিয়ান জাস্টিনিয়াসের উদারতায় এই কাজ সম্পন্ন হয়েছে।'

*** ১৮৮৪ সালে মেদাবার (জর্ডান) একটি বাইজানটাইন চার্চের মেঝেতে একটি বর্ণিল মোজাইক পাওয়া গিয়েছিল। তাতে 'জেরুজালেমের পূণ্যনগরী'র বর্ণনা ছিল। জেরুজালেমের এই প্রথম মানচিত্রে নগরীটি নিয়ে বাইজানটাইন দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। এতে ছয়টি গেট, অনেক চার্চ দেখা যায়। তবে টেম্পল মাউন্ট ঠাঁই পাওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়নি। টেম্পল মাউন্টটি অবশ্য পুরোপুরি ফাঁকা ছিল না। প্রত্নতত্ত্ববিদেরাও কখনো এটি খনন করেনি। তবে ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ প্রকৌশলীরা ইসলামি স্থাপনাগুলো পুনরুদ্ধারের সময় বাইজানটাইন আমলের কিছু আলামত দেখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়। অনেকে মনে করে, এগুলো হয়তো সম্রাট জুলিয়ানের (অনির্মিত) ইহুদি টেম্পল। এগুলো এখানে নির্মিত একমাত্র বাইজানটাইন চার্চের নমুনাও হতে পারে- যিশুকে শয়তানের প্রলোভন দেখানোর বিষয়টি তুলে ধরতে নির্মিত হয়েছিল ছোট আকারের চার্চ অব দ্য পিনাকল।

শাহ্ ও রাজকীয় শূকর : পাগলা কুকুরের উন্মত্ততা

ভারী অশ্বারোহী বাহিনীর সহায়তায় পারসিকেরা রোমান ইরাক, তারপর সিরিয়া দখল করে নেয়। দীর্ঘদিন ধরে বাইজানটাইনদের হাতে নির্যাতিত অ্যান্টিয়কের ইহুদিরা বিদ্রোহ করে পারস্যের চৌকষ সেনাপতি শাহরবরাজের (এটা ছিল তার সম্মানসূচক নাম। এর অর্থ রাজকীয় শূকর) সঙ্গে যোগ দেয়। জেরুজালেম অবরোধের সময় অ্যান্টিয়ক ও তিবেরিয়ার প্রায় ২০ হাজার ইহুদি শাহরবরাজের সঙ্গে ছিল। নগরীটির ভেতরে তখন প্যাট্রিয়ার্ক আক্রমণকারীদের প্রতিরোধ করতে ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু রথ-প্রতিযোগিতার দলগুলো তখন রাস্তায় গুণ্ডামিতে মত্ত, তারা সমঝোতার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ দেখাল না। যেভাবেই হোক না কেন, পারসিক ও ইহুদিরা নগরীর ভেতরে ঢুকে পড়ল।

জেরুজালেম এবং সেইসঙ্গে পুরো রোমান প্রাচ্যই পারস্যের তরুণ রাজাধিরাজ, শাহ-ই-শাহ দ্বিতীয় খসরুর হাতে চলে এলো। এখন তিনি আফগানিস্তান থেকে ভূমধ্য সাগরীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল অঞ্চলের সম্রাট। এই শাহ ছিলেন জাস্টিনিয়ানের আমলে অ্যান্টিয়ক ভস্মীভূতকারী শ্রেষ্ঠ সাসানীয় সম্রাটের নাতি। তবে প্রতিদ্বন্দ্বি অভিজাত পরিবারগুলোর অসহায় ঘুঁটি হিসেবে তার শৈশব কেটেছে অপমানকর অবস্থায়। সম্ভবত এ কারণেই তার মধ্যে নিজেকে বড় করে দেখানোর বাতিক চেপে বসেছিল। বাঘের চামড়ায় তৈরি তার ব্যানারটি ছিল ১৩০ ফুট লম্বা এবং ২০ ফুট চওড়া। তার দরবারে সোনার কারুকাজে বেহেশতি বাগানের দৃশ্য-সংবলিত 'শাহি বসন্ত' (*শাহবেস্তান*) নামের হাজার বর্গ ফুটের কার্পেট বিছান হতো। তার সুশীতল ভূগর্ভস্থ হেরেমে ছিল তিন হাজার নারী। তিনিই তার রাজধানী তেসিফোনে (বর্তমান বাগদাদের কাছে) সম্ভবত বিশ্বের বৃহত্তম দরবার হল-সংবলিত বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। তার কালো ঘোড়ার নাম ছিল মিডনাইট। তিনি সোনায় বোনা রত্নখচিত পোশাক পরতেন, তার ঢাল-তরবারি ছিল স্বর্ণে বাঁধাই করা।

শাহ নিজে জরাথুস্ট্র ধর্মাবলম্বী হলেও তার সাম্রাজ্যে ইহুদি, খ্রিস্টানসহ নানা জাতের লোক বাস করত। তিনি বিয়ে করেছিলেন শিরিন নামের এক সুন্দরী নেস্টোরিয়ান খ্রিস্টান নারীকে। কিংবদন্তি অনুযায়ী শিরিনের প্রেমিককে বেহুস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্বতমালায় সিঁড়ি খোদাই করার অসম্ভব কাজ করতে পাঠিয়ে তাকে নিয়ে এসেছিলেন।

জেরুজালেম দখল করামাত্র শাহের সেনাপতি শাহরবরাজ মিসর জয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি যাওয়ামাত্র জেরুজালেমবাসী পারসিক ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। শাহরবরাজ দ্রুত ফিরে এলেন, ২০ দিন জেরুজালেম অবরোধ করে মাউন্ট অব অলিভস ও গেথসেমেনে অবস্থিত চার্চগুলো ধ্বংস করলেন। ২১ দিনের মাথায়, দিনটি ছিল ৬১৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে, পারসিক ও ইহুদিরা উত্তর-পূর্ব দিকের প্রাচীর খুঁড়ে প্রবলবেগে জেরুজালেমে প্রবেশ করল, প্রত্যক্ষদর্শী সন্ন্যাসী স্ট্রাটেগোসের বর্ণনায়, 'বুনো জানোয়ারের প্রচণ্ড ক্ষিপ্রতায়।' তিনি আরো জানান, 'চার্চগুলোতে লুকিয়ে থাকা লোকদেরকে ভয়ংকর ক্রোধে হত্যা করা হলো, দাঁত কিড়মিড় করতে করতে পাগলা কুকুরের মতো তারা যাকেই পেল, হত্যা করল।'

তিন দিনে কয়েক হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করা হলো। প্যাট্রিয়ার্ক ও ৩৭ হাজার খ্রিস্টানকে পারস্যে নির্বাসন দেওয়া হলো। বেঁচে যাওয়ারা মাউন্ট অব অলিভসে দাঁড়িয়ে 'জেরুজালেমের দিকে তাকিয়ে আকাশ পর্যন্ত উঁচু আগুনের শিখা দেখতে পেলেন' এবং হলি সেপালচার, নেয়া চার্চ, মাউন্ট জায়নের মাদার অব চার্চেস, সেন্ট জেমসেসের আর্মেনিয়াম ক্যাথেড্রাল- সবকিছুই আগুনে পুড়তে, তাদের মাথায় ছাইও পড়তে দেখলেন। খ্রিস্টীয় স্মারক তরবারি, স্পঞ্জ ও আসল ক্রুশদণ্ডটি সম্রাট খসরুর কাছে পাঠানো হলে তিনি সেগুলো সম্রাজ্ঞী শিরিনকে দিলেন। শিরিন সেগুলো তেসিফোনে তার চার্চে সংরক্ষণ করলেন।

টাইটাসের টেম্পল ধ্বংস করার ৬০০ বছর পর ইহুদিদের হাতে জেরুজালেম ফিরিয়ে দিলেন শাহরবরাজ।

দ্বিতীয় নেহেমিয়াহ : ইহুদি সন্ত্রাস

শতাব্দীর পর শতাব্দী নির্যাতনের পর নেহেমিয়ার (তার পরিচয় পাওয়া যায় না) নেতৃত্বে ইহুদিরা এবার খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণে নেমে পড়ল। কয়েক সপ্তাহ আগেও যে খ্রিস্টানেরা ছিল নির্যাতনকারী, তারাই এখন হলো নির্যাতিত। পারসিকেরা ম্যামিলা পুল নামের এক বিশাল জলাধারে অপেক্ষাকৃত কম মর্যাদাবান হাজার হাজার খ্রিস্টানকে বন্দি করে রেখেছিল। খ্রিস্টান সূত্রগুলোর মতে, তাদেরকে ধর্মান্তর বা মৃত্যু- যেকোনো একটা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হলো। কয়েক দিন আগে পর্যন্ত খ্রিস্টানেরা এই শর্তই চাপিয়ে দিচ্ছিল ইহুদিদের উপর। এবার ইহুদিদের পালা। কয়েকজন সন্ন্যাসী ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করল, অন্যরা ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য মৃত্যুকে বেছে নিল।* উল্লসিত ইহুদিরা হয়তো আবার টেম্পল মাউন্টকে পবিত্র ঘোষণা করতে শুরু করে। ফলে তারা এখন 'উৎসর্গ' করছিল।** ইহুদি বিশ্বে মিসাইয়ানিক উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। তারা বুক অব জেরুবাবেল-এর উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।

পারস্যের শাহ্ কনস্টানটিনোপল জয়ের লক্ষ্যে মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও এশিয়া মাইনর দখল করেন। শুধু টায়ার নগরী পারসিকদের বিরুদ্ধে টিকে ছিল। ওই শহরটি দখল করার জন্য ইহুদি সেনাপতি নেহেমিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হলো। ইহুদি সেনাবাহিনী এই মিশন সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয়ে টায়ার থেকে পালিয়ে যায়। তত দিনে পারসিকেরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিল, ইহুদিদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি খ্রিস্টানরাই অধিক প্রয়োজনীয়। ইহুদি শাসনের তিন বছর পর ৬১৭ সালে শাহ্‌রবরাজ জেরুজালেম থেকে ইহুদিদের বিতাড়িত করেন। নেহেমিয়া প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন, জেরুজালেমের কাছে ইমাউসে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

নগরীটি খ্রিস্টানদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হলো। আবারো ইহুদিদের নির্যাতিত হওয়ার পালা। কিছু সময় আগে খ্রিস্টানরা যেভাবে পালিয়েছিল, এবার ইহুদিরা সেভাবে পূর্ব দিকের গেট দিয়ে জেরিকোর দিকে যেতে লাগল। খ্রিস্টানেরা পূণ্যনগরীটিকে বিধ্বস্ত দেখতে পেল। প্যাট্রিয়ার্কের অনুপস্থিতিতে পাদ্রির দায়িত্বে থাকা মোডেস্টোস মন-প্রাণ দিয়ে ভেঙে পড়া হলি সেপালচর মেরামত করেন। তবে নগরীটি আর কনস্টানটাইন বা জাস্টিনিয়ানের মতো গৌরবজনক অধ্যায়ে ফিরে যেতে পারেনি। টাইটাসের পর থেকে ইহুদিরা টেম্পলের পাথরের কাছে তিনবার স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করতে পেরেছিল। একবার কোচবার আমলে (সেটা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়) এবং অন্য দুবার জুলিয়ান ও খসরুর সময়। তারপর ১,৩৫০ বছর ইহুদিরা টেম্পলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারেনি। পারসিকেরা তাদের দুর্দান্ত জয়ের মধ্যেই এখন হারকিউলিসের মতো দুরন্ত তরুণ বাইজানটাইন সম্রাটের মুখোমুখি হলো।[৭]

* খ্রিস্টান ভাষ্যগুলোতে অতিরঞ্জিতভাবে দেখা যায়, ইহুদিরা ১০ হাজার থেকে ৯০ হাজার খ্রিস্টানকে হত্যা করেছিল। আরো বলা হয় 'গোরখোদক' টমাস লাশগুলো কবর দিয়েছিলেন। খ্রিস্টীয় কিংবদন্তি অনুযায়ী, নিহতদের সিংহের গুহার (লায়ন্স কেভ) ম্যামিলা সমাধিতে কবর দেওয়া হয়েছিল। বেঁচে যাওয়া লোকজন গুহায় লুকিয়েছিল, একটি সিংহ তাদের রক্ষা করেছিল বলে ওই নামকরণ করা হয়েছে। ইহুদিরা দাবি করে, খ্রিস্টানদের নির্যাতন থেকে বেঁচে যাওয়া ইহুদিদের একটি সিংহ রক্ষা করেছিল বলে ওই নামকরণ হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

** টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি ভবনের কিছু আলামতে মনে হয় একটি ক্রুশদণ্ডের ওপর পবিত্র মেনোরাহ আঁকা হয়েছিল। এতে মনে হয়, খ্রিস্টান স্থাপনাটি কিছু সময়ের জন্য ইহুদিদের দখলে ছিল। তবে এটি ইসলামি যুগের প্রথম দিকের ঘটনাও হতে পারে।

হেরাক্লিয়াস : প্রথম ক্রুসেডার

সুদর্শন ও দীর্ঘদেহী এই সম্রাট ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হন। আর্মেনীয় বংশোদ্ভূত আফ্রিকার গভর্নরের ছেলে ছিলেন তিনি। ৬১০ সালে তিনি যখন ক্ষমতা দখল করেন, তখন প্রাচ্য পারসিকদের হাতে চলে গেছে, পরিস্থিতির আরো মারাত্মক অবনতি ঘটতে পারে বলে আশঙ্কার সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনটি হয়েও ছিল। পাল্টা আক্রমণ চালাতে গিয়ে তিনি শাহরবরাজের হাতে পরাজিত হলেন। শাহরবরাজ তখন কনস্টানটিনোপল আক্রমণের আগে সিরিয়া ও মিসর জয়ের পরিকল্পনা করলেন। হেরাক্লিয়াস লজ্জাজনক সন্ধি করেন। এটা তাকে সাম্রাজ্য পুনঃগঠনের শক্তি সঞ্চয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করার ফুসরত দিয়েছিল।

৬২২ সালে ইস্টার মানডেতে সেনাবাহিনী নিয়ে হেরাক্লিয়াস সাগরে ভাসলেন। তবে তিনি কৃষ্ণ সাগর দিয়ে ককেশাসের দিকে (এমনটাই ধারণা করা হচ্ছিল) না গিয়ে ভূমধ্য সাগরীয় আইওনিয়ান উপকূল ধরে ইসাস উপসাগরে গেলেন। তারপর সেখান থেকে স্থলপথে এগিয়ে শাহরবরাজকে পরাজিত করলেন। পারসিকেরা কনস্টানটিনোপলে হামলা চালানোর হুমকি সৃষ্টি করলেও তিনি তাদের ভূমিতেই যুদ্ধে নামলেন। পরের বছর তিনি একই কৌশল অবলম্বন করে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের পথ ধরে খসরুর প্রাসাদ গ্যানজ্যাক আক্রমণ করলেন। শাহ পিছু হটলেন। হেরাক্লিয়াস শীতকালটা আর্মেনিয়ায় কাটালেন। তারপর ৬২৫ সালে হারকিউলিসের মতো দক্ষতা প্রদর্শন করে পারস্যের তিনটি সেনাবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রতিরোধ করে তাদেরকে আলাদা আলাদাভাবে পরাস্ত করলেন।

বৈশ্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ভাগ্যের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল এই যুদ্ধকে শাহ আরো একবার নিজের অনুকূলে আনলেন। তিনি ইরাক জয়ের জন্য এক সেনাপতিকে পাঠালেন এবং শাহরবরাজকে নির্দেশ দিলেন লুণ্ঠনপরায়ণ ও যাযাবর গোত্র অ্যাভারসের সঙ্গে মিলে কনস্টানটিনোপল দখল করতে। নিজেকে 'খোদাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং পুরো পৃথিবীর সম্রাট ও প্রভু' হিসেবে জাহিরকারী শাহ এক চিঠিতে হেরাক্লিয়াসকে লিখলেন : 'তুমি দাবি করো, তুমি খোদাতে বিশ্বাস করো; তা হলে তিনি (খোদা) কেন আমার হাত থেকে ক্যাসারিয়া, জেরুজালেম ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেকজান্দ্রিয়া ছিনিয়ে নেন না? আমি কি কনস্টানটিনোপল ধ্বংস করতে পারি না? আমি কি গ্রিকদের ধ্বংস করিনি?' হেরাক্লিয়াস ইরাকে যুদ্ধ করার জন্য একটি বাহিনী পাঠালেন, আরেকটিকে রাখলেন রাজধানী রক্ষার জন্য এবং নিজের জন্য যাযাবর তুর্কি উপজাতি খাজারদের থেকে ৪০ হাজার ঘোড়সওয়ারকে নিয়ে তৃতীয় একটি বাহিনী গঠন করলেন।

বসফোরাসের অপর তীরে জড়ো হয়ে পারসিক ও অ্যাভারসরা কনস্টানটিনোপল অবরুদ্ধ করল। তবে শাহরবরাজের প্রতি শাহ ছিলেন ঈর্ষান্বিত। তা ছাড়া 'পুরো পৃথিবীর প্রভুর' অতি মাত্রায় ঔদ্ধত্য এবং নিত্যনতুন নৃশংসতার কারণে তার আমত্যবর্গও তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছিল। শাহরবরাজের সহকারীকে শাহ চিঠি লিখে সেনাপতিকে হত্যা করে কমান্ড গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। হেরাক্লিয়াস পথিমধ্যে চিঠিটি হস্তগত করলেন। তারপর তিনি শাহরবরাজকে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানালেন, তাকে চিঠিটি দেখালেন, তারা গোপন সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। কনস্টানটিনোপল রক্ষা পেল।

শাহরবরাজ সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও মিসর শাসন করার জন্য আলেকজান্দ্রিয়ায় চলে গেলেন। হেরাক্লিয়াস তার সেনাবাহিনী নিয়ে কৃষ্ণ সাগরপথে ককেসাস গেলেন, তারপর খাজার ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে পারস্য আক্রমণ করলেন। তার কৌশলে পারস্য বাহিনী হতবাক হয়ে পড়ল। তিনি শাহের রাজধানীর ঠিক বাইরে দ্বৈতযুদ্ধে তিন সেরা পারসিককে পরাজিত করলেন। তারপর পারস্যের মূল সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করলেন। একগুঁয়ে আচরণই ছিল খসরুর ধ্বংসের কারণ। তাকে আটক করে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হলো। তার সামনেই তার প্রিয় ছেলের গলা কাটা হলো। অবশেষে তিনি নিজেকে আঘাতে জর্জরিত করে প্রাণ দিলেন। পারসিকেরা যুদ্ধপূর্ববর্তী অবস্থা স্বীকার করে সন্ধিতে আবদ্ধ হলো। শাহরবরাজ হেরাক্লিয়াসের ভাইঝিকে বিয়ে করতে রাজি হলেন, আসল ক্রুশদণ্ড লুকিয়ে রাখার স্থানটি দেখিয়ে দিলেন। ব্যাপক নির্যাতন চালিয়ে শাহরবরাজ পারস্যের সিংহাসন দখল করলেন, তবে অল্প সময় পর গুপ্তহত্যার শিকার হন।

৬২৯ সালে হেরাক্লিয়াস জেরুজালেমে আসল ক্রুশদণ্ড ফিরিয়ে দিতে স্ত্রীকে (এবং ভাইঝিও ছিলেন) নিয়ে জেরুজালেম যাত্রা করলেন। তিনি টাইবেরিয়াসের ইহুদিদের ক্ষমা করে দিলেন, সেখানে ধনী ইহুদি বেনিয়ামিনের ম্যানশনে অবস্থান করেন। সম্রাটের সঙ্গে বেনিয়ামিন জেরুজালেম যাত্রা করলেন, পথেই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইহুদিদের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো, আর কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না, তারা জেরুজালেমে বসবাস করতে পারে।

৬৩০ সালের ২১ মার্চ ৬০ বছর বয়স্ক শ্রান্ত ও বিবর্ণ হেরাক্লিয়াস গোল্ডেন গেটে ওঠলেন, এই বিশেষ অনুষ্ঠানের জন্যই তিনি এটা নির্মাণ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনন্যসুন্দর এই গেটটি জেরুজালেমের সবচেয়ে অতিন্দ্রীয় শক্তিসম্পন্ন প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়, সেখান দিয়ে দিয়ে কিয়ামতের আগে মিসাইয়ার আগমন ঘটবে বলে ইব্রাহিমিক তিনটি ধর্মের লোকেরাই বিশ্বাস করে।* সেখান থেকে নেমে সম্রাট আসল ক্রুশদ টিকে বহন করে জেরুজালেমের ভেতরে নিয়ে যান। বলা হয়ে থাকে, হেরাক্লিয়াস যখন বাইজানটাইন পোশাক পরে প্রবেশ করার চেষ্টা করেছিলেন, তখন গেটটি নিরেট দেয়ালে পরিণত হয়েছিল, তবে বিনীত হলে রাজকীয় শোভাযাত্রার জন্য গেটটি খুলে যায়। প্যাট্রিয়ার্ক মোদেস্টোসের পরিচ্ছন্ন করা হলি সেপালচরে সম্রাটের আসল ক্রুশদণ্ডটি স্থাপনের সময় কার্পেট বিছানো এবং সুগন্ধী ছড়ানো হয়েছিল। সাম্রাজ্য যে বিপর্যয়কর অবস্থায় পড়েছিল, তা থেকে উত্তরণে সম্রাটের আত্মপ্রকাশকে কিয়ামতের আগে শেষ মিসাইয়ানিক সম্রাটের খ্রিস্টানদের শত্রুদের পরাজিত করা, তারপর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত যিশু শাসনকাজ পরিচালনা করবেন বলে ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনীর সত্যতা নতুন আবেগে প্রচার করা হতে লাগল।

ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য খ্রিস্টানেরা দাবি জানাচ্ছিল। তবে সন্ন্যাসীরা প্রায়শ্চিত্তমূলক উপবাস পালনের মাধ্যমে ইহুদিদেরকে দেওয়া তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পাপ নিজেদের কাঁধে নেওয়ার আগে পর্যন্ত হেরাক্লিয়াস সেটি করতে অস্বীকার করলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস অসংখ্য ইহুদিকে বহিষ্কার, অনেককে হত্যা করলেন, বাকিদের বলপূর্বক ধর্মান্তরের নির্দেশ দিলেন।

অনেক দূরে, দক্ষিণে আরবেরা হেরাক্লিয়াসের দুর্বলতার মতো তার জয়কেও খুব বেশি আমলে নিচ্ছিল না। তাদের নেতা হজরত মোহাম্মদ ঘোষণা করলেন 'রোমানেরা পরাজিত হবে,' যা তার নতুন প্রত্যাদেশ আল কোরআনের পবিত্র আয়াতে পরিণত হয়েছিল। তিনি সবেমাত্র আরব গোত্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন, তার নতুন ধর্মের পবিত্র কিতাবে পরিণত হয়েছে আল কোরআন। হেরাক্লিয়াসের জেরুজালেমে অবস্থানের সময় হজরত মোহাম্মদ বাইজানটাইন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা যাচাইয়ের জন্য সম্রাটের গমনপথে ঝটিকা হামলা চালালেন। বাইজানটাইনদের একটি বাহিনী মুখোমুখি হলো আরবদের। তবে তারা অল্প সময়ের মধ্যে আবার ফিরে এসেছিল।

হেরাক্লিয়াস এতে খুব একটা সতর্ক হননি। কারণ বিভক্ত আরব গোত্রগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী প্যালেসটিনায় বিচ্ছিন্ন হামলা চালিয়েছে। বাইজানটাইন ও পারসিক উভয় পক্ষই দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার বাফার স্টেট হিসেবে আরব গোত্রগুলোকে ব্যবহার করত। হেরাক্লিয়াস তার সেনাবাহিনীতে বিপুলসংখ্যক আরব অশ্বারোহীকেও নিয়োগ করেছিলেন। পরের বছর হজরত মোহাম্মদ আরেকটি ছোট দল পাঠালেন বাইজানটাইন ভূখণ্ডে আক্রমণ চালানোর জন্য। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তত দিনে তার বয়স হয়ে গেছে, বর্ণাঢ্য জীবন শেষ দিকে উপনীত হয়েছে। হেরাক্লিয়াস জেরুজালেম ত্যাগ করে কনস্টানটিনোপল রওনা হলেন।

মনে হচ্ছিল ভয়ের তেমন কিছু নেই।[৮]

AMARBOI.COM

* গোল্ডেন গেট আসলে দুটি গেট, হলি সেপালচরের চার্চে টম্বের সঙ্গে সরাসরি এবং নিখুঁতভাবে সারিভুক্ত। হেরাক্লিয়াস এই স্থানটির জন্যই পবিত্র ক্রুশদণ্ডটি গ্রহণ করে ছিলেন। স্থানটি অনেক বেশি প্রতিকী। বাইজানটাইনদের মধ্যে ভুল বিশ্বাস ছিল যে, এটা বিউটিফুল গেটও। তারা মনে করত, এখান দিয়েই পাম সানডেতে যিশু প্রবেশ করেছিলেন, তার শিষ্যরা তার মৃত্যুর পর অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করে। আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই গেটটি নির্মাণ করেছিলেন উমাইয়া খলিফারা। গেটটি অল্প সময়ের মধ্যে ইহুদিদের কাছেও আধ্যাত্মিক মর্যাদা লাভ করে। তারা এটাকে করুণার দরজা (গেট অব মার্সি) বলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন পবিত্র মসজিদ [মসজিদে হারাম] থেকে দূরতম মসজিদ [মসজিদে আকসা] পর্যন্ত।

পবিত্র কোরআন, ১৭.১

জিবরাইলের সঙ্গে আল্লাহর নবিকে জেরুজালেম নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনি ইব্রাহিম ও মুসা এবং অন্য নবিদের সাক্ষাত পেয়েছিলেন।

ইবনে ইসহাক, *সিরাত রাসুলুল্লাহ*

কোনো শাসক ততক্ষণ পর্যন্ত খলিফা বিবেচিত হবেন না, যতক্ষণ না তিনি মসজিদে হারাম [মক্কা] এবং জেরুজালেম মসজিদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

সিবানি, *ফাজাইল*

জেরুজালেমে এক দিন হাজার দিনের মতো, এক মাস হাজার মাসের মতো, এক বছর হাজার বছরের মতো। সেখানে মৃত্যু বেহেশতের প্রথম স্তরে মৃত্যুর মতো।

কাব আল-আহবার, *ফাজাইল*

[জেরুজালেমে] একটি পাপ হাজারটা পাপের সমান, একটি ভালো কাজ হাজারটা ভালো কাজের সমান।

খালিদ বিন মাদান আল-কালাই, *ফাজাইল*

সব প্রশংসা আল্লাহর। তিনি জেরুজালেম সম্পর্কে বলেছেন। তুমি আমার ইডেন উদ্যান, আমার পবিত্র ও পছন্দের জায়গা।

কাব আল-আহবার, *ফাজাইল*

হে জেরুজালেম, আমি তোমার কাছে আমার বান্দা আবদুল মালিককে পাঠিয়েছি তোমার পুনঃনির্মাণ করতে এবং সাজাতে।

কাব আল-আহবার, *ফাজাইল*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে: পার্সিয়ানদের সাথে যুদ্ধে নিহত হওয়ার আগে রাজা ও দার্শনিক জুলিয়ান খ্রীস্টধর্ম পরিত্যাগ করেন ও টেম্পল মাউন্ট ইহুদিদের হাতে ফেরত দেন।

উপরে ডানে: বাইজেন্টাইন রাজা জুসটিনাইন প্রথম এবং তার স্ত্রী থেওডোরা *(ডানে)*, একসময় থেওডোরা বিনোদন নারী থেকে বিশ্বের খ্রীস্টসমাজের রাজতন্ত্রের কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হন এবং কলোসাল নিয়া চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন জেরুজালেমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাদাবা মানচিত্রে বাইজেন্টাইন শাসনের স্থাপত্য উল্লেখযোগ্যভাবে দেখানো হয়েছে। আর টেম্পল মাউন্টকে দেখানো হয়েছে ইহুদিবাদের জঞ্জালের স্তূপ হিসেবে।

নিচে: জেরুজালেমের পূর্ব-প্রান্ত পার্সিয়ানদের কাছে অধিকৃত হলে, রাজা হেরা সিলিয়াম ৬৩০ খৃস্টাব্দে এই গোল্ডেন গেট দিয়ে ঢোকেন, যেটা ইহুদি, মুসলমান এবং খ্রীস্টানরা পরম্পরায় তৈরি করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে: আরব জয়, নিজামির কবিতায় পটচিত্র, শবেমেরাজ ।

ডানে: খলিফা আল মারিকের ইসলামি মুদ্রা । সেখানেও কিন্তু মানুষের চিত্র ছিল । ৬৯১ সালে জেরুজালেমে তিনি মসজিদ তৈরি করেন যা ডোম অব দ্য রক হিসেবে পরিচিত । এখানে কোরান শরিফের উদ্ধৃতি রয়েছে । তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত একটি কথা যে তাঁর নিঃশ্বাসে মাছিও মারা যেত ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

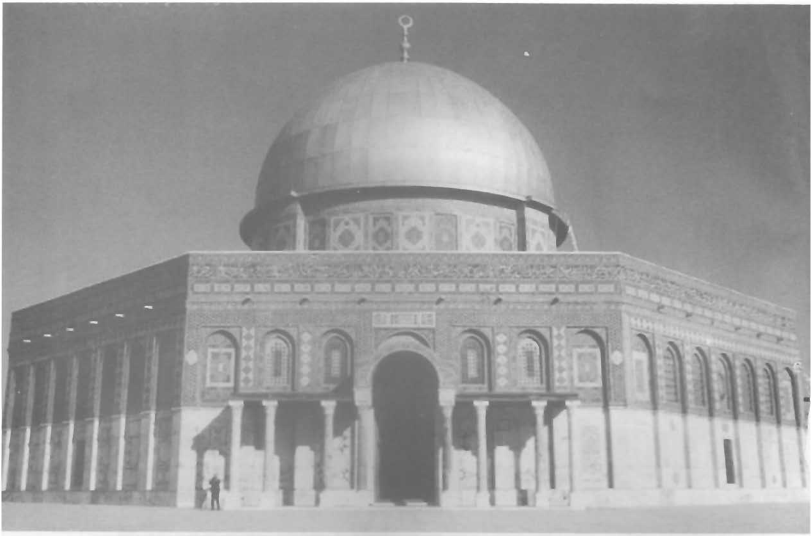

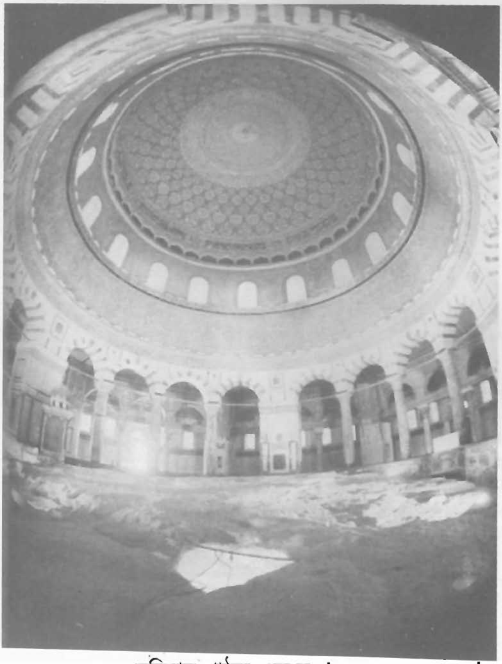

আবদ আল-মালিকের তৈরি মসজিদ। মসজিদটি ও এর গম্বুজের আকার বিরাট, সৌন্দর্য্যও দারুণ। এটা তৈরি করা হয়েছে যেন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের *হোলি সেপুলশেরে* ম্লান হয়ে যায়। যেন ইহুদিদের এই মনে হয় যে জেরুজালেমের একমাত্র উত্তরাধিকার এখন মুসলমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে: ১০৯৯ সালে ইসলামি শাসনের চারশ' বছর আগে খ্রিস্টান ক্রুসেডাররা জেরুজালেম আক্রমণ করে দখল করে। ছয়মাস পরও সেখানকার যুদ্ধে নিহত অধিবাসীদের মরদেহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়ায়।

নিচে: খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের কেন্দ্র ছিল জেরুজালেম। ১২শ শতাব্দীর ম্যাপে এটা দেখানো হয়েছে।

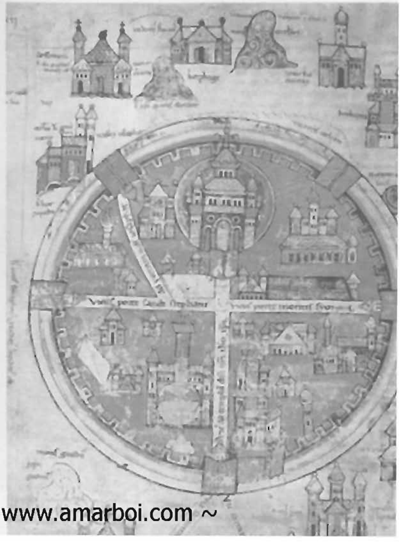

নিচে: জেরুজালেমের রাজা বালউইন প্রথম যেমন ছিলেন দুধর্ষ যোদ্ধা তেমনি তার ছিল রমণী প্রীতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুইন মেলিসেন্ডের সময় জেরুজালেম অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। রানির বিয়ের ছবি। তিনি বিয়ে করেন ফুলক অব আনজো। আনজো রানিকে অভিযুক্ত করেন হাগ অব জাফফা-র সাথে পরকিয়ার। পাথর খোদাই *(নিচে বামে)* চিত্রে দাম্পত্য কলহ নিরসনের চিত্র।

উপরে: জেরুজালেমের অভিশাপ। বালক বালডউইন চতুর্থ তার শিক্ষক উইলিয়ামকে বলেন, যে বন্ধুদের সাথে খেলার সময় সে কিভাবে ব্যথা অনুভব করে না। চোট লাগলেও ব্যথা না পাওয়াটা ছিল কুষ্ঠ রোগের বার্তা। এই লেপার রাজা রাজতন্ত্রের ক্ষয় ডেকে আনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে বামে: যেমন ছিলেন নৃশংস ও দুর্ধর্ষ প্রয়োজনে শান্ত ও সহিষ্ণু সালাদিন সিরিয়া ও মিশর সহ বিশাল সাম্রাজ্য তৈরি করেন।

উপরে ডানে: বাদশাহ ফ্রেডরিক দ্বিতীয়, যিনি কারো কারো কাছে খ্রিস্টান বিদ্বেষী হিসেবে মনে হতো। তিনি মধ্যস্থতা করে জেরুজালেমকে বিভক্ত করেন মুসলমান ও খ্রিস্টানদের মধ্যে।

নিচে বামে: সালাদীন জেরুজালেমকে পুনরায় ইসলামিকরণ করেন। মুসলমানরা মাউন্ট আবুকে মনে করে রসুল্লাহর মেরাজে যাওয়ার স্থান। আর এই স্থানটিও খ্রিষ্টান ক্রুসেডাররা ধর্মীয় কেন্দ্রস্থল হিসেবে জেনে আসছে। এই স্থানটি মজলুকের সময় মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠে। সুলতান নাসির আল-মাহমুদ বস্ত্র ব্যবসায়িদের বাজার তৈরি করেন *(নিচে মাঝখানে)* সুলতান কাতাবি টেম্পল মাউন্টে ফোয়ারা *(ডানে)* স্থাপন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বামে: জাঁকজমক পছন্দ করতেন আরবের সুলতান সোলাইমান। যিনি খ্রিস্টানদের কাছে ছিলেন শত্রু। তিনি নিজেকে দ্বিতীয় সোলাইমান হিসেবে পরিচিত হতে চেয়েছিল। তিনি জেরুজালেমে কখনো না যেয়েও অধিকাংশ প্রাচীর ও গেট তৈরি করেন যা এখনও আছে।

নিচে বামে ও ডানে: সোলাইমান খ্রিস্টান ক্রুসেডারদের চিত্রশিল্প ও সাজ-সজ্জা অনুসরন করে প্রাচীরের গেটের ফোয়ারা সাজিয়েছিলেন, পাথরের গম্বুজগুলো শিল্প নন্দিত খোদাই করেছিলেন।

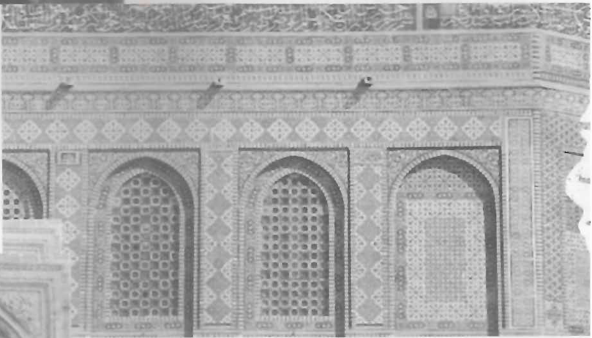

ডানে: মানুষকে প্রভাবিত করার অনন্য প্রতিভা একই সাথে দারুণ উন্নাসিক সাবাতাই জেভিকে জেরুজালেমবাসী গ্রহণ না করলেও ইহুদিদের প্রধান হিসেবে নিজেকে জাহির করেন, আবার অটোমান সুলতান তাকে বাধ্য করলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭
আরব বিজয়
৬৩০-৬০

হজরত মোহাম্মদ : মিরাজ

হজরত মোহাম্মদের পিতা তার জন্মের আগেই মারা গিয়েছিলেন, মাত্র ছয় বছর বয়সে তিনি মাকে হারান। চাচা তাকে দত্তক নেন। তিনি তাকে সিরিয়ার বসরায় বাণিজ্য সফরে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সন্ন্যাসী তাকে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দেন, ইহুদি এবং খ্রিস্টান ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এর ফলে তিনি সবচেয়ে পুণ্যময় স্থানগুলোর একটি হিসেবে জেরুজালেম সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান হন। তার বয়স যখন ২০-এর কোঠায় তখন তার চেয়ে অনেক বেশি বয়সী খাদিজা নামের এক ধনী বিধবা তাকে তার বাণিজ্য কাফেলা ব্যবস্থাপনায় নিয়োগ দেন, পরে তাকে বিয়ে করেন। তারা মক্কায় বাস করতেন। সেখানে ছিল কাবা ঘর এবং কালো পাথর, যা ছিল প্যাগান (পৌত্তলিক) ঈশ্বরের পুণ্যস্থান। নগরীটি এই ধর্মের তীর্থযাত্রী এবং বাণিজ্যিক কাফেলার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছিল। হজরত মোহাম্মদ ছিলেন কুরাইশ গোত্রের সদস্য। এই গোত্রের লোকেরা ছিল প্রধান প্রধান বণিক এবং পুণ্যস্থানটির অভিভাবক। তবে এর হাশেমি বংশ খুব বেশি শক্তিশালী ছিল না।

হজরত মোহাম্মদকে কোঁকড়ানো চুল ও দাড়িবিশিষ্ট সুদর্শন ব্যক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার মধ্যে ছিল সর্বজয়ী অমায়িক ব্যক্তিত্ব (বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন কারো সঙ্গে হাত মেলাতেন, তবে প্রথমে হাত ছেড়ে দিতে চাইতেন না) এবং ভক্তি সঞ্চারকারী আধ্যাত্মিকতা। তার সততা এবং বুদ্ধিমত্তা প্রশংসিত হতো। পরে তার সাহাবারা বলেছেন, 'তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।' তিনি পরিচিত ছিলেন *আল-আমিন* (বিশ্বস্ত) নামে।

মুসা, দাউদ (ডেভিড) বা যিশুর মতো আমাদের পক্ষে এখন তার সাফল্যের ব্যক্তিগত কৃতিত্বে দৈবতা আরোপ করা অসম্ভব। তবে তাদের মতো তিনিও ঠিক প্রয়োজনের সময় এসেছিলেন। তার এক সৈনিক পরে বলেছিলেন, জাহিলিয়াতের যুগে (হজরত মোহাম্মদের নবুয়তি লাভের আগের অন্ধকার সময়) 'আমাদের চেয়ে অধম আর কেউ ছিল না। আমাদের ধর্ম ছিল একে অন্যকে খুন করা, হামলা করা। আমাদের অনেকে মেয়েসন্তানদের জীবন্ত কবর দিত, তাদের জন্য আমাদের খাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কম পড়বে বলে। খোদা তখন আমাদের কাছে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিকে পাঠালেন।' মক্কার বাইরে ছিল হেরা গুহা, সেখানে হজরত মোহাম্মদ ধ্যান করতেন। প্রচলিত ভাষ্যমতে ৬১০ সালে সেখানে জিবরাইল ফেরেশতা এক আল্লাহর (যিনি তাকে নবি ও রাসুল মনোনীত করেছেন) কাছ থেকে প্রথম ওহি নিয়ে এলেন। নবি যখন প্রথম আল-াহর ওহি লাভ করলেন, বলা হয়ে থাকে তখন তার চেহারা রক্তাভ হয়ে পড়েছিল, তিনি নির্বাক হয়ে পড়েছিলেন, তার দেহ মাটিতে পড়ে নিথর হয়ে গিয়েছিল, তার মুখমণ্ডল দিয়ে ঘাম ছুটছিল, তিনি মৃদু গুঞ্জন এবং অলৌকিকের অস্তিত্ব সম্পর্কে রহস্যপূর্ণ সচেতনায় ডুবে গিয়েছিলেন। তারপর তিনি তার কাব্যিক, বেহেশতি কালাম আবৃত্তি করলেন। শুরুতে তিনি এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, তবে খাদিজা তার নবুয়তের প্রতি ঈমান আনেন, তিনি প্রচারকাজ শুরু করলেন।

এই রুক্ষ সামরিক সমাজে প্রতিটি বালক ও পুরুষ অস্ত্র বহন করত, সাহিত্য ঐতিহ্য লিখে রাখার রেওয়াজ ছিল না, তবে মুখে মুখে কবিতাচর্চা ছিল। তা দিয়েই সম্মানিত যোদ্ধা, আবেগময়ী প্রেমিক ও অকুতভয় শিকারীদের বরণ করা হতো। নবিজি এই কাব্যিক ঐতিহ্য নিজের মতো কাজে লাগিয়েছিলেন। তার ১১৪টি সুরা (অধ্যায়) কোরআন ('আবৃতি,' নিখুঁত সৌন্দর্যপূর্ণ কবিতা, পবিত্র দুর্বোধ্যতা, সুস্পষ্ট নির্দেশনা এবং হতবুদ্ধিকর পরস্পর বিরোধিতার সারসংক্ষেপ) হিসেবে সংকলন করার আগে আবৃতি করা হয়েছিল।

হজরত মোহাম্মদ ছিলেন উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি সার্বজনীন মুক্তি, সাম্য ও ন্যায়বিচারের মূল্যবোধ, বিশুদ্ধ জীবনাচরণ, সহজে শেখা যায় এমন শাস্ত্রাচার, ইহকাল ও পরকালের বিধানাবলীর বিনিময়ে এক আল্লাহর আনুগত্যের (ইসলাম) বাণী প্রচার করতেন। তিনি ধর্মান্তরকে স্বাগত জানাতেন। বাইবেলের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তার, দাউদ (ডেভিড), সোলায়মান (সলোমন), মুসা ও যিশুকে নবি হিসেবে স্বীকার করতেন, তবে তার প্রত্যাদেশকে আগেকারগুলোর স্থলাভিষিক্ত করলেন। জেরুজালেমের ভাগ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, নবি মহাপ্রলয় বা কিয়ামত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দিতেন। তিনি এটাকে বলতেন হাশরের দিন, শেষ দিন বা কিয়ামত। আর তার এই তাগিদ প্রথম দিকের ইসলামকে উদ্দীপ্ত করছিল। পবিত্র কোরআন বলে, 'এর জ্ঞান আল্লাহর কাছেই। আপনি কি করে জানবেন যে, সম্ভবত কেয়ামত নিকটেই?' ইহুদি-খ্রিস্টানদের সব গ্রন্থে জোর দিয়ে বলা হয়েছে, সেটা হবে কেবল জেরুজালেমে।

এক রাতে, তার অনুসারীরা বিশ্বাস করে, হজরত মোহাম্মদ কাবায় ঘুমিয়েছিলেন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। জিবরাইল ফেরেশতা তাকে জাগালেন, তারা বোরাকে (মানবীয় মুখমণ্ডল এবং পাখাযুক্ত ঘোড়া) চড়ে নামহীন 'দূরতম হারামে'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেলেন। সেখানে হজরত মোহাম্মদ তার 'পিতৃপুরুষ' (আদম ও ইব্রাহিম) এবং 'ভ্রাতৃবৃন্দ' মুসা, ইউসুফ ও ঈশার (যিশু) সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তারপর সিঁড়ি দিয়ে বেহেশতে আরোহণ করলেন। তিনি নিজেকে শুধু আল্লাহ নবি বলতেন, যিশুর মতো কোনো অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করতেন না। ইসরা (নৈশ সফর) ও মিরাজ (আরোহণ) ছিল তার মাত্র দুটি অলৌকিক ঘটনা। জেরুজালেম ও টেম্পলের কথা কখনো উল্লেখ করা না হলেও মুসলমানেরা বিশ্বাস করল, 'দূরতম হারাম' হচ্ছে টেম্পল মাউন্ট।

তার স্ত্রী ও চাচা মারা গেলে মক্কার ধনী পরিবারগুলো হজরত মোহম্মদের প্রতি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করতে থাকল। এসব পরিবার তাদের জীবিকার জন্য কাবার পাথরের ওপর নির্ভরশীল ছিল। মক্কাবাসী তাকে হত্যা করার চেষ্টা করল। কিন্তু ইয়াসরিবের একটি গ্রুপ তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। উত্তর দিকের এই খেজুর মরুদ্যানটি প্রতিষ্ঠা করেছিল ইহুদি গোত্রগুলো, তবে সেখানে প্যাগান (পৌত্তলিক) কারিগর ও কৃষকেরা বাস করত। তারা তাকে বিবদমান গোত্রগুলোর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ করল। তিনি এবং তার ঘনিষ্ঠজনেরা হিজরত (অভিবাসন) করে ইয়াসরিবে চলে গেলেন। স্থানটি পরিণত হলো মাদিনাতুন-নাবি (নবির শহর), সংক্ষেপে মদিনা। তিনি তার প্রথমদিকের ভক্তদের সঙ্গে নতুন অনুসারী (আনসার, সাহায্যকারী) এবং ইহুদি মিত্রদের একত্রিত করে গঠন করলেন নতুন সমাজ তথা *উম্মাহ*। সময়টা ৬২২ সাল, ইসলামি পঞ্জিকার সূচনা কাল।

হজরত মোহাম্মদের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা এবং বিভিন্ন আইডিয়া আত্মস্থ করার দক্ষতা ছিল। এখন মদিনায় তিনি ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে বসবাসের সময় জেরুজালেমের টেম্পলকে তার নামাজ পড়ার দিক তথা প্রথম *কিবলা* হিসেবে গ্রহণ করে তিনি প্রথম মসজিদ* প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি শুক্রবার সূর্যাস্তের (ইহুদি সাবাত) প্রার্থনা করতেন, প্রায়শ্চিত্ত দিবসে (ডে অব অ্যাটনমেন্ট) উপবাস পালন করতেন, শূকর নিষিদ্ধ করলেন, খৎনা করাতেন। হজরত মোহাম্মদের আল্লাহর একত্ব খ্রিস্টান ত্রিত্ব অস্বীকার করে, তবে অন্যান্য শাস্ত্রাচারের (জায়নামাজে সিজদা করা) অনেকাংশই খ্রিস্টান আশ্রমগুলো থেকে ধার করা। তার মিনারগুরো সম্ভবত খ্রিস্টীয় স্তম্ভের অনুকরণে করা, রমজান উৎসব খ্রিস্টানদের উপবাস পর্ব থেকে নেওয়া। কিন্তু তবুও ইসলাম অনেক বেশি স্বতন্ত্রমণ্ডিত। হজরত মোহাম্মদ তার নিজের আইন-কানুনে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অবশ্য তিনি মদিনা এবং তার পুরনো আবাস মক্কা থেকে প্রবল প্রতিরোধের মুখে পড়েছিলেন। তার নতুন রাষ্ট্রকে আত্মরক্ষা এবং বিজয় অভিযানে নামতে হয়েছিল : জিহাদ (সংগ্রাম) ছিল একইসঙ্গে আত্মসংযম এবং জয়ের পবিত্র যুদ্ধ। পবিত্র কোরআন কেবল অবিশ্বাসীদের ধ্বংস করতেই বলেনি, বরং তারা যদি বশ্যতা স্বীকার করে তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতেও বলেছে। এটা ছিল প্রাসঙ্গিক, কারণ ইহুদি গোত্রগুলো হজরত মোহাম্মদের ওহি এবং তার নিয়ন্ত্রণকে প্রতিরোধ করছিল। আর তাই তিনি কিবলা পরিবর্তন করে মক্কা করলেন, ইহুদি পন্থা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আল-াহ ইহুদি টেম্পল ধ্বংস করেছেন কারণ ইহুদিরা পাপী, তাই 'তারা তোমাদের *কিবলা*, জেরুজালেম অনুসরণ করে না।'

মক্কাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময় তার পক্ষে মদিনার আনুগত্যহীনতা সহ্য করা সম্ভব ছিল না, ফলে ইহুদিদের বহিষ্কার করা হলো। তিনি একটি ইহুদি গোত্রের ব্যাপারে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন : এর ৭০০ লোকের শিরচ্ছেদ করলেন, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস বানালেন। ৬৩০ সালে মোহাম্মদ অবশেষে মক্কা জয় করলেন। তার একেশ্বরবাদ ধর্মান্তর ও বলপ্রয়োগে আরবজুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

হজরত মোহাম্মদের অনুসারীরা কিয়ামত দিনের প্রস্তুতি নিতে কঠোর জীবনযাপন করতে থাকায় আরো বেশি জঙ্গি হয়ে ওঠলেন। আরব জয়ের পর তারা এখন বাইরের পাপী সাম্রাজ্যগুলোর মুখোমুখি হলেন। নবির প্রাথমিক অনুসারীরা (মুজাহির ও আনসার) তার অনুগামী হতেন। তবে তিনি সাবেক শত্রু এবং প্রতিভাধর সুযোগ সন্ধানীদেরও একই উৎসাহে স্বাগত জানাতেন। এ দিকে মুসলিম বিবরণগুলোতে তার ব্যক্তিগত জীবনী সম্পর্কেও বিস্তারিত ধারণা দিচ্ছে : তার অনেক স্ত্রী ছিল, এদের মধ্যে তার বন্ধু আবু বকরের মেয়ে আয়েশা ছিলেন প্রিয়। তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টান সুন্দরী নারীসহ কয়েকজন উপপত্নীও গ্রহণ করেছিলেন। তার সন্তানাদি ছিল, এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন এক মেয়ে, নাম ফাতিমা।[১]

৬৩২ সালে হজরত মোহাম্মদ (বয়স প্রায় ৬২ বছর) ইন্তিকাল করলেন। তার উত্তরসূরি হলেন তার শ্বশুর আবু বকর। তার পদবি হলো আমির উল-মুমিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা)।** হজরত মোহাম্মদের ইন্তিকালের পর তার রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল, তবে আবু বকর আরবকে শান্ত করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি বাইজানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের দিকে নজর দেন। মুসলমানেরা এসব সাম্রাজ্যকে বিবেচনা করত ধ্বংসনুখী, পাপপূর্ণ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। আমির উল-মুমিনিন ইরাক ও ফিলিস্তিনে হামলা চালাতে উষ্ট্রারোহী বাহিনী পাঠালেন।

* আরবি 'মসজিদ' শব্দটিকে ইংরেজিতে বলা হয় মস্ক, স্প্যানিশ ভাষায় মেজকিইতা ও ফরাসিতে মস্কই

** হজরত মোহাম্মদের উত্তরসূরিরা *আমির উল-মুমিনিন* পদবি ব্যবহার করতেন। পরে রাষ্ট্রপ্রধানেরা পরিচিত হতেন *খলিফাত রাসূলুল্লাহ* (আল-াহর রাসুলের উত্তরসূরি) বা খলিফা হিসেবে। আবু বকর সম্ভবত এই পদবি ব্যবহার করতেন। তবে এরপর আবদুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মালিকের ব্যবহারের আগে মধ্যবর্তী ৭০ বছর এটি প্রচলিত থাকার প্রমাণ নেই। তারপর এই পদবি অতীত ক্ষেত্রে উল্লেখ হতো। প্রথম চার শাসক সত্যনিষ্ঠ খলিফা হিসেবে পরিচিত হন।

খালিদ বিন ওয়ালিদ : ইসলামের তরবারি

গাজার কাছে কোথাও 'রোমান ও মোহাম্মদের যাযাবরদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল, রোমানেরা পালিয়ে গিয়েছিল' বলে লিখেছেন টমাস দ্য প্রেসবাইটার। এই খ্রিস্টান ভদ্রলোক ৬৪০ সালে প্রথম নিরপেক্ষ ইতিহাসবিদ হিসেবে নবিজির কথা উল্লেখ করেছেন। সম্রাট হেরাক্লিয়াস তখনো সিরিয়ায় ছিলেন। তিনি আরব সেনাবাহিনীগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি নিলেন। আরব বাহিনী আবু বকরের কাছে আরো সামরিক সহায়তার আবেদন জানাল। তিনি ইরাকে অভিযানরত তার সেরা সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে পাঠালেন। ছয় দিনে পানিবিহীন মরুভূমি পাড়ি দিয়ে তিনি যথাসময়ে ফিলিস্তিনে পৌঁছালেন।

মক্কার অভিজাত সম্প্রদায়ের যেসব লোক হজরত মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের অন্যতম ছিলেন খালিদ। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হন, নবিজি এই গতিশীল সেনানায়ককে স্বাগত জানান, তাকে 'ইসলামের তরবারি' অভিহিত করেন। খালিদ ছিলেন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সচেতন জেনারেলদের একজন যারা তাদের রাজনৈতিক প্রভুদের নির্দেশনার প্রতি সামান্যই কর্ণপাত করতেন। ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে অস্পষ্টতা রয়ে গেছে, তবে এটুকু বলা যায়, তিনি অন্য আরব সেনানায়কদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। কমান্ড গ্রহণ করে তিনি দামাস্কাসে প্রবেশের আগে জেরুজালেমের দক্ষিণ-পশ্চিমে বাইজানটাইন সেনাদলকে পরাজিত করেন। অনেক দক্ষিণে মক্কায় আবু বকর ইন্তিকাল করলেন, তার উত্তরসূরি হলেন ওমর। তিনি ছিলেন নবির প্রথম দিকের ধর্মান্তরিতদের একজন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। নতুন আমির উল মুমিনিন খালিদকে পছন্দ করতেন না। খালিদ সম্পদ ও কিংবদন্তি সৃষ্টি করে ফেলেছিলেন। ওমর তাকে বললেন, 'খালিদ, আমাদের মলদ্বার থেকে তোমার সম্পত্তি নিয়ে যাও।'

আরবদের থামাতে হেরাক্লিয়াস সেনাবাহিনী পাঠালেন। ওমর নতুন কমান্ডার নিয়োগ করলেন আবু ওবায়দাকে, খালিদ সেনাবাহিনীতে আবার যোগ দিলেন তার অধীনস্ত হিসেবে। কয়েক মাসের খণ্ড খণ্ড লড়াইয়ের পর আরবরা বর্তমান জর্ডান, সিরিয়া ও ইসরাইলি গোলানের মধ্যবর্তী ইয়ারমুক নদীর দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটে বাইজানটাইনদের প্রলুব্ধ করল। খালিদ তার লোকদের বললেন, 'এটা আল্লাহর পথে অন্যতম যুদ্ধ।' ৬৩৬ সালের ২০ আগস্ট আল্লাহ ধূলাঝড় সৃষ্টি করলেন যা

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খ্রিস্টানদের অন্ধ করে দিল। তারা আতঙ্কে দ্রুত বিশৃঙ্খলভাবে ইয়ারমুকের খাড়িপথে পালাতে লাগল। খালিদ তাদের পিছু হটার পথ বন্ধ করে দিলেন, যুদ্ধ শেষে খ্রিস্টানেরা এত শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, আরবরা দেখল, তারা পোশাক খুলে নিহত হওয়ার প্রস্তুত। খোদ সম্রাটের ভাই নিহত হয়েছিলেন, সম্রাট নিজেও এই পরাজয়ের ধকল কাটিয়ে ওঠতে পারেননি। ইতিহাসের অন্যতম সিদ্ধান্তসূচক এই যুদ্ধে সিরিয়া ও ফিলিস্তিন খোয়া গেল। পারস্য যুদ্ধের ফলে দুর্বল হয়ে পড়া বাইজানটাইন শাসন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল। আরব বিজয়টি কয়েক দফা দুর্দান্ত হামলার চেয়ে বেশি কিছু ছিল কি না তা জানা যায়নি। তবে জয়ের তীব্রতায় আরব উষ্ট্রবাহিনীর ছোট ছোট দল (কোনো কোনোটিতে মাত্র এক হাজার সদস্য ছিল) ইস্টার্ন রোম লিজিয়নগুলো গুঁড়িয়ে দিতে লাগল। তবে আমির উল মুমিনিন এখানেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আরেকটি বাহিনী পাঠালেন পারস্য জয় করতে, আরবদের হাতে সেটারও পতন হলো।[২]

ফিলিস্তিনে জেরুজালেম ধরে রেখেছিলেন কেবল প্যাট্রিয়ার্ক সোফ্রনিয়াস। এই গ্রিক বুদ্ধিজীবী তার কবিতায় জেরুজালেমের প্রশংসা করেছেন এভাবে : 'জায়ন, মহাবিশ্বের আলো বিচ্ছুরণকারী।' তিনি খ্রিস্টানদের ওপর নেমে আসা এই বিপর্যয়কে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। তিনি সেপালচরের চার্চে প্রচার করতে লাগলেন, খ্রিস্টানদের পাপ এবং আরবের নৃশংসতার নিন্দা করেন। তিনি আরবদের গ্রিক ভাষায় বলতেন সাকরাকেনোই (তা থেকে স্যারাসেন)। তিনি বললেন, 'এসব যুদ্ধ কখন আমাদের ওপর নাজিল হয়? কখন বর্বরদের আগ্রসন হয়? ঈশ্বরহীন স্যারাসেনদের কাদা বেথলেহেম দখল করেছে। আমাদের পাপের কারণেই পাশবিক শক্তি সারাসেনরা আমাদের ওপর চড়াও হয়েছে। আসুন আমরা নিজেদের সংশোধন করি।' কিন্তু তত দিনে অনেক দেরি হয়ে গেছে। আরবেরা জেরুজালেমে সমবেত হয়ে গেছে। তারা নগরীটিকে বলত ইলিয়া (রোমান নাম অ্যালিয়া থেকে)। তাদের প্রথম যে সেনাপতি জেরুজালেম অবরোধ করেছিলেন, তিনি হলেন আমর ইবনুল আস। খালেদের পর তিনিই ছিলেন সেরা সেনাপতি, মক্কার বনেদি পরিবারগুলোর কিংবদন্তিসম অভিযাত্রী। অন্য আরব নেতাদের মতো আমরও এলাকাটিকে ভালোমতো চিনতেন। এমনকি কাছে তার নিজের জমিও ছিল, তিনি তরুণ বয়সে জেরুজালেম সফর করেছিলেন। তবে এটা কেবল লুটপাটের হামলা ছিল না। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'কিয়ামত আসন্ন।' প্রথম দিকের মুসলিম বিশ্বাসীদের সামরিক গোঁড়ামি ছিল কিয়ামত দিনের বিশ্বাসকেন্দ্রিক। পবিত্র কোরআনে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বলা হয়নি। তবে তারা ইহুদি-খ্রিস্টান নবিদের মাধ্যমে জানত, এটা হবে জেরুজালেমে। কিয়ামত তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়েই হলে তাদের জেরুজালেম দরকার। প্রাচীরগুলোর পাশে আমরের সঙ্গে যোগ দিলেন খালিদ এবং অন্য সেনাপতিরা। তবে নগরীতে ঢোকার মতো বাহিনী আরবদের ছিল না। বড় ধরনের কোনো যুদ্ধের প্রয়োজনও মনে হচ্ছিল না। সোফ্রেনিয়াস স্রেফ আমির উল-মুমিনিনের কাছ থেকে সহিষ্ণুতার নিশ্চয়তা ছাড়া আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি করলেন। আমর সমস্যাটির সমাধান করতে খালিদকেই আমির উল-মুমিনিন সাজিয়ে এগিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু তাকে চিনে ফেলায় ওমরকে মক্কা থেকে ডাকতেই হলো।

আমির উল মুমিনিন গোলানের জাবিয়ায় অবশিষ্ট আরব সেনাবাহিনী পরিদর্শন করলেন। সম্ভবত সেখানেই জেরুজালেমবাসী তার সঙ্গে আত্মসমর্পণের আলোচনা করেছিল। ফিলিস্তিনে মনোফাইট খ্রিস্টানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তারা বাইজানটাইনদের ঘৃণা করত। সম্ভবত প্রথম দিকের মুসলমানেরা খুশিমনেই তাদের মতো একেশ্বরবাদীদের প্রার্থনায় স্বাধীনতা অনুমোদন করেছিল।* পবিত্র কোরআনের বিধান অনুযায়ী ওমর জেরুজালেমকে *জিম্মি* (চুক্তিবদ্ধ) হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দিলেন। বশ্যতা স্বীকারসূচক *জিজিয়া* কর প্রদানের বিনিময়ে খ্রিস্টানদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলো। এই সম্মতির পর ওমর জেরুজালেম রওনা হলেন। ছেঁড়া ও তালি দেওয়া জামা গায়ে দিয়ে বিশালদেহী ব্যক্তিটি খচ্চরে ওঠলেন, মাত্র একজন দাস নিয়ে।

AMARBOI.COM

জেরুজালেমের আত্মসমর্পণসহ ইসলামের প্রথম দিকের ইতিহাস রহস্যজনক এবং সাংঘর্ষিক। প্রখ্যাত ইসলামি ইতিহাসবিদেরা কলম ধরেছেন এক বা দুই শ' বছর পর, জেরুজালেম বা মক্কা থেকে তারা অনেক দূরে ছিলেন। হজরত মোহাম্মদের প্রথম জীবনীকার ইবনে ইসহাক লিখেছেন বাগদাদে, তিনি ইন্তিকাল করেন ৭৭০ সালে। আল তাবারি আল বালাধুরি ও আল-ইয়াকুবি নবম শতকের শেষ দিকে পারস্য বা ইরাকে বাস করতেন।

* প্রথম দিকের মুসলমানেরা সম্ভবত নিজেদের নিজেদের বিশ্বাসী (মুমিন) বলত। শব্দটি পবিত্র কোরআনে এক হাজার বার দেখা যায়, মুসলমান শব্দটি এসেছে ৭৫ বার। আমরা দেখব, জেরুজালেমে মুসলমানেরা তাদের মতো একেশ্বরবাদীদের (খ্রিস্টান বা ইহুদি) প্রতি কোনোভাবেই বিদ্বেষপরায়ণ ছিল না। প্রথম যুগের ইসলাম সম্পর্কে স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ফ্রেড এম ডোনার বিষয়টি আরো বিস্তারিতভাবে জানিয়ে লিখেছেন : 'বিশ্বাসীরা নতুন বা পৃথক ধর্মধারী হিসেবে নিজেদের বিবেচনা করত- এমনটি মনে করার কারণ নেই। প্রথম দিকের অনেক বিশ্বাসী ছিল খ্রিস্টান বা ইহুদি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ন্যায়পরায়ণ ওমর : মন্দির পুনরুদ্ধার

মাউন্ট স্কপাস থেকে জেরুজালেম দেখে ওমর তার মোয়াজ্জিনকে আজান দিতে বললেন। নামাজশেষে তিনি জিয়ারতের সাদা পোশাক পরলেন, সাদা উটে চড়ে সোফ্রনিয়াসের সঙ্গে সাক্ষাত করতে গেলেন। বাইজানটাইন পদস্থ কর্মকর্তারা বিজয়ীর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের রত্নখচিত পোশাকের বিপরীতে ওমর ছিলেন বিশুদ্ধতাবাদী সাদামাটা। ঈমানদারদের বেঢপ নেতা যৌবনে ছিলেন কুস্তিগির। কঠোর কৃচ্ছ্রব্রতী এই লোকটি সঙ্গে সব সময় একটি চাবুক রাখতেন। বলা হয়ে থাকে, হজরত মোহাম্মদ যখন কক্ষে প্রবেশ করতেন, তখন নারী ও শিশুরা হাসিমুখর পরিবেশ অটুট রাখত, খোশালাপ চলিয়ে যেত, কিন্তু ওমরকে দেখামাত্র নীরব হয়ে যেত। তিনিই কোরআন সংকলন করা শুরু করেছিলেন, মুসলিম পঞ্জিকা সৃষ্টি করেন, ইসলামি আইনের অনেকটাই তার অবদান। তিনি নারীদের ব্যাপারে নবিজির চেয়েও অনেক কঠোর আইন চালু করেন। ওমরের নিজের সন্তান মদ্যপ হলে তিনি তাকে ৮০টি চাবুক মেরেছিলেন, এতে ছেলেটি মারা গিয়েছিল।

সোফ্রনিয়াস ওমরকে পূণ্যনগরীর চাবিগুলো উপহার দিলেন। প্যাট্রিয়ার্ক যখন ওমর এবং তার জীর্ণ আরব উট ও অশ্বারোহী বাহিনী দেখলেন তখন তিনি অসন্তোষে বিড়বিড় করতে করতে বললেন, এটা 'অধমদের বিভীষিকা।' তাদের বেশির ভাগই ছিল হেজাজ ও ইয়েমেনের উপজাতীয় লোক। তারা হালকা ও দ্রুত সফর করছিল, পরত পাগড়ি ও আলখেল্লা, খেত *ইলহিজ* (উটের ঝরে পরা পশমের সঙ্গে রক্ত মিশিয়ে রান্না করা খাবার)। পারস্য ও বাইজানটাইন সুসজ্জিত অশ্বারোহী বাহিনীর চেয়ে অনেক নিম্নমানের, শুধু সেনানায়কেরা চেইনযুক্ত বর্ম বা হেলমেট পরতেন। বাকিরা 'সাধারণ ঘোড়ায় চড়ত, তাদের তরবারিগুলো হতো অত্যন্ত চকচকে, তবে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে মোড়ান।' তাদের তীর-ধনুক উটের সঙ্গে বাঁধা থাকত, আর ছিল 'গো-চর্মনির্মিত লাল ঢাল'। তারা দুধারী তরবারিগুলোর প্রশংসা করত, *সাইফ* তাদের খ্যাতি দিচ্ছিল, তারা এগুলো নিয়ে কবিতা আওড়াত।

তারা নিজেদের ন্যূনতম পোশাক নিয়ে গর্বিত ছিল, মাথায় ছাগলের শিংয়ের মতো চারটি বিনুনি করত। তারা যখন প্রথম দামি কার্পেট তখন তারা সেগুলোর ওপর ওঠল, টুকরা টুকরা করে কেটে তীর রাখার খাপ বানাল। তারা অন্য বিজয়ীর মতোই যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী (মানুষ ও বস্তু) উপভোগ করত। 'হঠাৎ করেই আড়ালে লুকিয়ে থাকা মানুষের মতো কিছুর উপস্থিতি টের পেলাম,' তাদের একজন লিখেছিল। 'আমি সেগুলো সরিয়ে কি পাব? হরিণের মতো নারী, সূর্যের মতো দীপ্তি ছড়াচ্ছিল। আমি তাকে এবং তার বস্ত্র নিলাম। বস্ত্রগুলো যুদ্ধলব্ধ সামগ্রী হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্পণ করলাম, তবে বালিকাটিকে আমাকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। আমি তাকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করলাম।'* আরব সেনাবাহিনীর কৌশলগত কোনো সুবিধা ছিল না, তবে তারা উগ্র রকমে উদ্দীপ্ত ছিল।

অনেক পরে লিখিত মুসলিম কাহিনীগুলোতে বলা হয়ে থাকে, স্যারাসেন আমির উল-মুমিনিনকে সোফ্রেনিয়াস হলি সেপালচরে নিয়ে গেলেন এই আশায়, তার বিজয়ী হয়তো এর প্রশংসা করবেন কিংবা এমনকি তিনি খ্রিস্টধর্মের সত্যিকারের পবিত্রতা গ্রহণ করবেন। ওমরের মোয়াজ্জিন যখন তার সৈন্যদের জন্য আজান দিলেন, সোফ্রেনিয়াস আমির উল-মুমিনিনকে সেখানে নামাজ পড়তে অনুরোধ করলেন। তবে তিনি তা গ্রহণ করলেন না, তিনি সতর্ক করে দিয়ে বললেন, এটা করা হলে স্থানটি মসজিদে পরিণত হবে। ওমর জানতেন, ডেভিড (হজরত দাউদ) ও সলোমানকে (হজরত সোলায়মান) হজরত মোহাম্মদ শ্রদ্ধা করতেন। তিনি সোফ্রেনিয়াসকে নির্দেশ দিলেন, 'আমাকে দাউদের হারামে (স্যাঙচুয়ারি) নিয়ে চলুন।' তিনি ও তার যোদ্ধারা টেম্পল মাউন্টে প্রবেশ করলেন, সম্ভবত দক্ষিণ দিকের নবির (প্রফেটস) গেট দিয়ে। তারা দেখতে পেলেন, 'ইহুদিদের কষ্ট দিতে খ্রিস্টানেরা বিষ্ঠা' দিয়ে স্থানটি নোংরা করা হয়েছে। ওমর তাকে হলি অব হলিজ দেখাতে বললেন। জনৈক ইহুদি ধর্মান্তরিত কাব আল-আহবার, রাব্বি হিসেবে পরিচিত, জবাবে বললেন, আমির উল-মুমিনিন যদি 'পবিত্র দেয়ালটি' (হয়তো ওয়েস্টার্ন ওয়ালসহ হেরোডীয় অবশিষ্টাংশের উল্লেখ করেছিলেন তিনি) সংরক্ষণ করেন, তবে 'আমি টেম্পলের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়ে দেব।' ওমরকে কাব টেম্পলের ফাউন্ডেশন-স্টোন দেখিয়ে দিলেন। আরবরা এই পাথরকে বলত 'সাকরা'।

ওমর তার সৈন্যদের সহায়তা নামাজ পড়ার জায়গায় প্রস্তুতের জন্য আবর্জনা পরিষ্কার করতে শুরু করলেন। কাব ফাউন্ডেশন স্টোনের উত্তরের জায়গাটি দেখিয়ে দিয়ে বলেন, 'এর ফলে আপনি দুটি *কিবলা* তৈরি করতে পারেন, একটি মুসার, অপরটি মোহাম্মদের।' ওমর সম্ভবত কাবকে বলেছিলেন, 'আপনি এখনো ইহুদিদের প্রতি ঝুঁকে আছেন।' তিনি তার প্রথম নামাজঘর স্থাপন করলেন পাথরটির দক্ষিণে, এখন মোটামুটি সেখানেই আল-আকসা মসজিদটি দাঁড়িয়ে আছে, এটা স্পষ্টতই মক্কার দিকে মুখ করা। প্রাচীন পূণ্যময়তার এই স্থানটি পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নিজেদের করে নিয়ে খ্রিস্টানদের ছাড়িয়ে যাওয়া এবং ইহুদি পবিত্রতার ন্যায়সঙ্গত পবিত্রতার উত্তরসূরি হিসেবে মুসলমানদের প্রতিস্থাপনের হজরত মোহাম্মদের ইচ্ছা পূরণ করলেন ওমর।

জেরুজালেম নিয়ে ওমরের কাহিনীগুলো শতাধিক বছর পরের সৃষ্টি। তত দিনে খ্রিস্টান ও ইহুদি ধর্ম থেকে ইসলাম নিজেদের বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পূর্ণ আলাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিয়েছিল। অবশ্য কাব এবং অন্য ইহুদিদের কাহিনী, যা পরে জেরুজালেমের শ্রেষ্ঠত্ববিষয়ক ইসলামি সাহিত্য ঐতিহ্য *ইসরাইলিয়াত* সৃষ্টি করেছিল, প্রমাণ করে, অনেক ইহুদি এবং সম্ভবত খ্রিস্টানও ইসলামে যোগ দিয়েছিল। প্রথম দশকগুলোতে ঠিক কী ঘটেছিল, তা আমরা জানি না। তবে জেরুজালেম ও অন্যান্য স্থানে শিথিল ব্যবস্থায় প্রতীয়মান হয়, আহলে কিতাবধারীদের মধ্যে বিস্ময়কর রকমের ব্যাপক মেলামেশা ও সহাবস্থান ছিল।** মুসলমান বিজয়ীরা প্রথম দিকে খ্রিস্টানদের সঙ্গে তীর্থস্থানগুলো খুশিমনে ব্যবহার করত। দামাস্কাসে তারা কয়েক বছর সেন্ট জন চার্চ যৌথভাবে ব্যবহার করে, উমাইয়া মসজিদে এখনো সেন্ট জন দ্য ব্যাপ্টিস্টের সমাধি রয়ে গেছে। জেরুজালেমের চার্চগুলো একত্রে ব্যবহারের কয়েকটি বর্ণনা দেখা যায়। নগরীর বাইরে ক্যাথিসমা চার্চে সত্যিই মুসলমানদের একটি কুলুঙ্গি (মিরহাব) ছিল। ওমরের কিংবদন্তির বিপরীতে মনে হচ্ছে, টেম্পল মাউন্টে জায়গা করার আগে মুসলমানেরা হলি সেপালচরের ভেতরে কিংবা বাইরে প্রথম নামাজ পড়েছিল। কয়েক শ' বছরের বায়জানটাইন নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে ইহুদিরাও আরবদের স্বাগত জানিয়েছিল। বলা হয়ে থাকে, ইহুদিদের সঙ্গে খ্রিস্টানেরাও মুসলিম সেনাবাহিনীতে ছিল। টেম্পল মাউন্টের প্রতি ওমরের আগ্রহে বোধগম্য কারণেই ইহুদিরা আশাবাদী হয়ে ওঠেছিল, কারণ আমির উল মুমেনিন কেবল টেম্পল মাউন্ট রক্ষণাবেক্ষণের জন্যই ইহুদিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছিলেন না, তিনি সেখানে মুসলমানদের পাশাপাশি তাদের প্রার্থনা করারও অনুমতি দিয়েছেন। বেশ জানাশোনা আর্মেনীয় বিশব সেবেয়স, ৩০ বছর পর লিখেছেন, দাবি করেছেন, 'ইহুদিরা সলোমনের (সোলায়মান) টেম্পল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, হলি অব হলিজ চিহ্নিত করে তারা পায়াবিহীনভাবে (টেম্পলটি) বানিয়েছিল।' তিনি আরো জানিয়েছেন, জেরুজালেমে ওমরের প্রথম গভর্নর ছিলেন ইহুদি। ওমর নিশ্চিতভাবেই তাইবেরিয়াসের ইহুদি সম্প্রদায়ের (দ্য গাওন) নেতাদের এবং ৭০টি ইহুদি পরিবারকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপনের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তারা টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণে বসতি স্থাপন করে।***

পারস্যের লুণ্ঠনের পর তখনো জেরুজালেম ছিল দরিদ্র ও প্লেগবিধ্বস্ত এলাকা। আরো কয়েক বছর এখানে খ্রিস্টানদের একচ্ছত্র প্রাধান্য থাকে। ওমর আরবদেরও এখানে বসতি স্থাপন করিয়েছিলেন, বিশেষ করে অধিকতর মার্জিত কোরাইশদের। তারা ফিলিস্তিন ও সিরিয়া পছন্দ করত, বলত বিলাদ আশ-শামস। নবিজির বেশ কয়েকজন সাহাবা জেরুজালেমে এসেছিলেন, গোল্ডেন গেটের ঠিক বাইরে মুসলিম গোরস্তানে তাদের কবর দেওয়া হয়, শেষ বিচারের জন্য তৈরি থাকতে। জেরুজালেমের দুটি বিখ্যাত পরিবার, যারা ২১ শতকে এই কাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এসব প্রাথমিক আরব বনেদি পরিবারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বংশধর।[৩] জেরুজালেমে ওমরের সঙ্গী কেবল তার সেনাপতি খালেদ বা আমরই নন, আনন্দপিয়াসী এক তরুণও ছিলেন। অত্যন্ত যোগ্য এই তরুণ ছিলেন চাবুকধারী আমির উল-মুমিনিনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি হলেন মুয়াবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান, আবু সুফিয়ানের ছেলে। মক্কার এই অভিজাত ব্যক্তিটি হজরত মোহাম্মদের বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। উহুদ যুদ্ধের পর মুয়াবিয়ার মা নবিজির চাচা হামজার কলিজা ভক্ষণ করেছিলেন। মক্কা ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করার পর মুয়াবিয়াকে হজরত মোহাম্মদ তার সচিব নিয়োগ, তার বোনকে বিয়ে করেন। হজরত মোহাম্মদের মৃত্যুর পর মোয়াবিয়াকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগ করেন ওমর। আমির উল-মুমিনিন তাকে টিপ্পনি কেটে বলেছিলেন, মুয়াবিয়া হলো 'আরবদের সিজার।'

* এটা জেরুজালেম পতনের সমসাময়িক বিবরণ নয়। তবে আরব ইতিহাসবিদেরা একই সময়ের পারস্য আক্রমণের অভিযান-কাহিনী লিখেছেন। এটা ওইসব ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত।

** ঈমান আনা বা বিশ্বাসের ব্যাপারে প্রাথমিক মুসলিম ঘোষণায় তথা কলেমা *শাহাদাতে* [যেমনটি আছে], ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কোনো সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। তাতে বলা হয়েছিল 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই।' এই কলেমা সম্ভবত ৬৮৫ সাল পর্যন্ত ছিল। এরপরে এর সঙ্গে 'মোহাম্মদ আল্লাহ'র নবি' কথাগুলো যুক্ত হয়। জেরুজালেমের ইহুদি ও মুসলিম নামগুলো একে অপরকে ছাড়িয়ে গেছে : হজরত মোহাম্মদ জুদিও-খ্রিস্টান ঐতিহ্যে ফিলিস্তিনকে বলতেন 'পূণ্যভূমি'। ইহুদিরা টেম্পলকে বলত *বাইত হা-মিকদাশ* (পূণ্যময় ঘর)। মুসলমানেরা এই নামটি গ্রহণ করে : তারা নগরীকে বলত *বায়তুল মাকদিস*। ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টকে বলত *হ্যার হা-বাইত* (দ্য মাউন্ট অব দ্য হলি হাউজ), মুসলমানেরা প্রথম দিকে বলত *মসজিদ বায়তুল মাকদিস* (দ্য মস্ক অব হলি হাউজ)। পরে একে ডাকা হতে থাকে *হারাম আশ-শরিফ*, নোবেল স্যাঙচুয়ারি। সব মিলিয়ে মুসলমানদের কাছে জেরুজালেমের নাম ছিল ১৭টি, ইহুদিদের ৭০টি, উভয় পক্ষই মনে করে, 'এত নাম শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক।'

*** খ্রিস্টানদের সঙ্গে ওমরের চুক্তির প্রচলিত পাঠগুলোতে দাবি করা হয়, ওমর জেরুজালেমে ইহুদিদের নিষিদ্ধ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এটা খ্রিস্টানদের আকাশকুসুম কল্পনা কিংবা জাল হতে পারে। কারণ আমরা জানি, ওমর জেরুজালেমে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তাছাড়া প্রাথমিককালের খলিফারা টেম্পল মাউন্টে ইহুদিদের প্রার্থনা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। ইসলামের শাসনকালে ইহুদিদের আর যেতে হয়নি। জেরুজালেমে আর্মেনীয়রা তখন ছিল বৃহৎ খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তাদের নিজস্ব বিশপ (পরে প্যাট্রিয়ার্ক) ছিল। তারা মুসলমানদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল, নিজস্ব চুক্তিও করেছিল। পরের দেড় হাজার বছর খ্রিস্টান ও ইহুদিরা ছিল *জিম্মি* (চুক্তিবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগরিক)। তাদের সহ্য করা হলেও মর্যাদাগতভাবে নিচু ছিল। অনেক সময় তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো, অনেক সময় মারাত্মক দণ্ড পেতে হতো।

ওমর ইয়ারমুক যুদ্ধে বিজয়ী খালিদকে (হাম্মামখানায় মদ্যপানের আসর বসানো এবং এক কবির তার প্রশংসাসূচক কবিতা লেখার কাহিনী শুনে) অবসর গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। খালিদ প্লেগে ইন্তিকাল করেন। অবশ্য বর্তমানের খালিদি পরিবার তার বংশধর হওয়ার দাবি করে। হজরত মোহাম্মদের প্রথম দিকের এক নারী সাহাবা ছিলেন নুসাইবেহ, যিনি নবির পক্ষে যুদ্ধে দুই ছেলে ও এক পা হারিয়েছিলেন। এখন ওমরের সঙ্গে এলেন নুসেইবেহ'র ভাই উবাদাহ ইবনে আল-সামিত। বলা হয়ে থাকে, তাকে জেরুজালেমের বিচারক, হলি সেপালচর ও রকের (পবিত্র পাথর) অভিভাবক নিয়োগ করা হয়েছিল। তার বংশধরেরা নুসেইবেহ পরিবার নামে পরিচিত। তারা এখনো (২০১০ সাল) হলি সেপালচরের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করছে। (দেখুন উপসংহার অধ্যায়)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮
উমাইয়া : টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠা
৬৬০-৭৫০

মুয়াবিয়া : আরব সিজার

মুয়াবিয়া ৪০ বছর জেরুজালেম শাসন করেছিলেন, প্রথমে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে, পরে বিশাল আরব সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে। সাম্রাজ্য তখন অবাক করা দ্রুততায় পূর্ব ও পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত হচ্ছিল। তবে এই সাফল্যের মধ্যেও উত্তরাধিকার প্রশ্নে সৃষ্ট গৃহযুদ্ধে ইসলাম প্রায় ধ্বংস হয়ে পড়েছিল এবং এর ফলে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়, তা এখনো ধর্মটিকে বিভক্ত করে রেখেছে।

ওমর ৬৪৪ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হলে মুয়াবিয়ার কাজিন উসমান খলিফা হন। প্রায় এক যুগ পর উসমান তার স্বজনপ্রীতির জন্য ঘৃণিত হন। তিনিও আততায়ীর হাতে নিহত হলে নবিজির চাচাত ভাই আলী, যিনি তার মেয়ে ফাতিমাকে বিয়ে করেছিলেন, তাকে আমির উল-মুমিনিন মনোনীত করা হয়। আলীর কাছে উসমানের হত্যাকারীদের শাস্তি দাবি করেন মুয়াবিয়া, কিন্তু নতুন আমির তা প্রত্যাখ্যান করলেন। মুয়াবিয়া আশঙ্কা করলেন, তিনি হয়তো সিরিয়ায় তার এলাকা খোয়াবেন। তিনি দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করলেন, আলী ইরাকে নিহত হলেন, এর মাধ্যমে তথাকথিত ন্যায়নিষ্ঠ খলিফাদের শেষজনের রাজত্ব শেষ হলো।

আরব সাম্রাজ্যের সভাসদেরা ৬৬১ সালের জুলাইয়ে মুয়াবিয়াকে আমির উল মুমিনিন ঘোষণা করতে জেরুজালেমের টেম্পল মাউন্টে সমবেত হলেন, ঐতিহ্যবাহী আরব পন্থায় তার কাছে আনুগত্য প্রকাশ করলেন তথা *বাইয়া* নিলেন।* এরপরে নতুন আমির হলি সেপালচর এবং ভার্জিন মেরির সমাধি পরিদর্শন করলেন, তীর্থযাত্রী হিসেবে নয়, বরং ধর্মগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা এবং পুণ্যস্থানগুলোর রক্ষক হিসেবে তার রাজকীয় ভূমিকা প্রদর্শন করতে। তিনি দামাস্কাস থেকে শাসনকাজ চালাতেন, তবে জেরুজালেমকে ভক্তি করতেন, নগরীটিকে মুদ্রায় 'ইলিয়া ফিলাস্তিন' (অ্যালিয়া প্যালেসটিনা) হিসেবে প্রচার করেছিলেন। তিনি এটাকে তার রাজধানী বানাতে প্রলুব্ধ হয়েছিলেন, খুব সম্ভবত টেম্পলের দক্ষিণে বিলাসবহুল প্রাসাদ বানিয়ে সেখানে বাসও করেছিলেন। মুয়াবিয়া টেম্পল মাউন্ট সম্পর্কে প্রচলিত ইহুদি কাহিনী গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন, জেরুজালেম হলো 'শেষ বিচার দিনে জড়ো হওয়া এবং পুনরুত্থানের স্থান।' তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো বললেন, 'এই মসজিদের দুই দেয়ালের মাঝখানের এলাকাটি আল্লাহর কাছে বাকি দুনিয়ার চেয়ে প্রিয় ।'

খ্রিস্টান লেখকেরা তার শাসনকালকে ন্যায়পরায়ণ, শান্তিপূর্ণ ও সহিষ্ণুতাপূর্ণ ছিল বলে প্রশংসা করেছেন; ইহুদিরা তাকে বলেছে 'ইসরাইলপ্রেমিক' । তার সেনাবাহিনীতে খ্রিস্টানেরা ছিল । তিনি খ্রিস্টান আরব শেখের মেয়ে মায়সুনকে বিয়ে করেন, তাকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী থাকার সুযোগ দেন । এর মাধ্যমে খ্রিস্টান আরব গোত্রগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল । অধিকন্তু, তিনি শাসনকাজ চালাতেন হেরাক্লিয়াস ঘরানার খ্রিস্টান আমলা মানসুর ইবনে সানজুনের (সারজিয়াসের নামের আরব রূপ) মাধ্যমে । মুয়াবিয়া আরব ইহুদিদের সঙ্গে বেড়ে ওঠেছিলেন । বলা হয়ে থাকে, ইহুদিদের একটি প্রতিনিধি দল তার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি প্রথমে তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা সুস্বাদু *হ্যারিস* রান্না করতে পারে কি না, বাড়িতে তিনি খাবারটি অনেক গ্রহণ করেছিলেন । মুয়াবিয়া অনেক বেশি ইহুদিকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করতে দিয়েছিলেন । তাদেরকে হলি অব হলিজের স্থানে প্রার্থনা করার সুযোগ দেন; টেম্পল মাউন্টে সপ্তম শতকের মেনোরাহ'র রেশটি সম্ভবত এর প্রমাণ ।

মুয়াবিয়াই সম্ভবত বর্তমানের ইসলামি টেম্পল মাউন্টের প্রকৃত স্রষ্টা । সত্যিকার অর্থে তিনিই প্রথম সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন, পুরনো অ্যান্টোনিয়া দুর্গের পাথর সমান করে চত্বরের আয়তন বাড়িয়ে ছিলেন, এতে ডোম অব দ্য চেইন নামে উন্মুক্ত ষড়ভুজ যুক্ত করেন । এটা কেন নির্মাণ করা হয়েছিল, তা কেউ জানে না । তবে এটা যেহেতু টেম্পল মাউন্টের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, তাই বলা যায়, এটাকে হয়তো পৃথিবীর কেন্দ্র বিবেচনা করা হতো । জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তি লিখেছেন, 'মুয়াবিয়া মাউন্ট মোরিয়া কেটে এটাকে সোজা করে পবিত্র পাথরের (রক) ওপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন ।' আরকাল নামের গ্যালিক বিশপ জেরুজালেম সফরকালে দেখতে পান, 'আগে যেখানে টেম্পল দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে অবশিষ্ট ধ্বংসাবশেষের মধ্যে স্যারাসেনরা সোজা সোজা তক্তা এবং বিরাট কড়িকাঠ দিয়ে আয়তাকার প্রার্থনা ঘর নির্মাণ করেছে, এতে তিন হাজার লোক ধরে বলে জানানো হয় ।' এটাকে তখনো স্বীকৃত মসজিদ বলা কঠিন, তবে এটা সম্ভবত বর্তমানের আল-আকসার স্থানে দাঁড়িয়ে ছিল ।**

মুয়াবিয়া আরব শেখের বিজ্ঞতা ও ধৈর্যের (*হিলম*) মূর্তপ্রতীক ছিলেন : 'যখন আমার চাবুকে কাজ হয়, তখন আমি তরবারি ব্যবহার করি না, কথায় কাজ হলে চাবুক ব্যবহার করি না । আর এমনকি একটা চুল আমার অনুসারী কোনো লোকের সঙ্গে আমাকে বেঁধে রাখে, আমি সেটা ছুটতে দেব না । তারা যখন টানে, আমি ঢিল দেই, তারা ঢিল দিলে, আমি তখন টানি ।' এটা প্রায় রাষ্ট্র পরিচালনার সংজ্ঞা । আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব রাজতন্ত্রের স্রষ্টা এবং উমাইয়া রাজবংশের প্রথম রাজা মুয়াবিয়া প্রমাণ করেছিলেন, নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দুর্নীতিকেও নিরঙ্কুশ করে না, যদিও এই উজ্জ্বল প্রমাণটি খুব একটা স্বীকৃতি পায়নি। তিনি পূর্ব পারস্য, মধ্য এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় তার রাজ্যসীমা সম্প্রসারণ করেন, সাইপ্রাস ও রোডস দখল করেছিলেন, তার নতুন নৌবাহিনীর মাধ্যমে আরবরা সমুদ্র শক্তিতে পরিণত হয়। তিনি কনস্টানটিনোপলে প্রতি বছর অভিযান চালাতেন, একবার তিনি স্থল ও সমুদ্রপথে তিন বছর নগরীটিকে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন।

তবে মুয়াবিয়ার মধ্যে নিজেকে নিয়ে রসিকতা করার ক্ষমতা অটুট ছিল, যে গুণটি রাজনীতিবিদদের মধ্যে বিরল, বিজয়ীদের মধ্যে তো নেই-ই। তিনি খুব মোটা হয়ে গিয়েছিলেন (সম্ভবত এই কারণে তিনি প্রথম আরব রাজা হিসেবে কুশনে বসার বদলে সিংহাসনে গা এলিয়ে দিতেন), অপর এক মোটা বৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত সভাসদকে টিজ করেছিলেন : 'আমি আপনার মতো পাওয়ালা ক্রীতদাসী পছন্দ করি।' 'এবং আপনার মতো নিতম্ব, আমির উল-মুমিনিন,' বৃদ্ধ লোকটি মুখের ওপর জবাব দিয়েছিলেন।

'শর্তে রাজি,' হেসে বললেন মুয়াবিয়া। 'আপনি কিছু শুরু করলে আপনাকে এর ফল ভোগ করতে হবে।' তিনি তার কিংবদন্তিসম যৌনশক্তি নিয়ে সব সময় গর্ব করতেন, তবে এমনকি সেটা নিয়েও উপহাস করতেন : তিনি তার হেরেমে এক খুরাসানি ক্রীতদাসির সঙ্গে অত্যধিক উত্তেজনাপূর্ণ আচরণ করতে থাকলে তাকে আরেকটি মেয়ে দেওয়া হয়, তিনি দেরি না করে তাকেও গ্রহণ করলেন। সে বিদায় নিলে তিনি খুরাসানি মেয়েটির দিকে ফিরে নিজের সিংহসদৃশ দক্ষতার গর্ব নিয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন : "পারসি ভাষায় 'সিংহ'কে তোমরা কি বলো?"

'*কাফতার*,' মেয়েটি জবাব দিল।

'আমি *কাফতার*,' আমির তার সভাসদদের কাছে গর্ব করে বলতে থাকলেন। পরে একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি জানেন *কাফতার* কি?'

'সিংহ?'

'না, খোঁড়া হায়েনা।'

'শাবাস,' চাপা হাসি দিয়ে মুয়াবিয়া বললেন, 'ওই খুরাসানি মেয়েটি জানে কিভাবে নিজের দায় অন্যের ওপর চাপাতে হয়।'

তিনি ৮০ বছরের বেশি বয়সে ইন্তিকাল করেন, উত্তরসূরি হন তার ছেলে ইয়াজিদ। মদ্যপ এই লোকটির সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিল তার পোষা বানর। তিনি টেম্পল মাউন্টে আমির ঘোষিত হন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় আরব গৃহযুদ্ধ তথা আরব ও ইরাকে দুটি বিদ্রোহের মুখে পড়েন। তার শত্রুরা তাকে ব্যঙ্গ করে বলত : 'মদ্যপ ইয়াজিদ, বেশ্যাসক্ত ইয়াজিদ, কুকুর ইয়াজিদ, বানর ইয়াজিদ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মদে অবসন্ন ইয়াজিদ।'

নবিজির নাতি হোসেইন তার পিতা আলীর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, কারবালায় তার শিরচ্ছেদ করা হয়। তার শাহাদাত সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি ও আলীর দল শিয়াদের মধ্যে মহা বিভেদ সৃষ্টি করে।*** ইয়াজিদ ৬৮৩ সালে অল্প বয়সে মারা গেলে সিরীয় সেনাবাহিনী তার বিচক্ষণ জ্ঞাতি মারওয়ানকে পরবর্তী আমির মনোনীত করে। ৬৮৫ সালের এপ্রিলে মারওয়ান ইন্তিকাল করেন, তার ছেলে আবদুল মালিক দামাস্কাস ও জেরুজালেমের আমির ঘোষিত হন। তার সাম্রাজ্য ছিল ভঙ্গুর : মক্কা, ইরাক ও পারস্যের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল বিদ্রোহীরা। অবশ্য আবদুল মালিকই ইসলামি জেরুজালেমকে তার মুকুটের রত্ন দিয়েছিলেন।[৪]

(* এটা হলো করমর্দন, যা আনুগত্য প্রকাশক সংস্পর্শ : শব্দটি এসেছে *বা* (সমর্পণ করা) থেকে।

** আধুনিক মসজিদটিতে মক্কার দিকে মুখ করা নামাজের কুলুঙ্গি তথা *মিরহাব* ও *মিম্বার* উভয়টাই আছে। মুয়াবিয়ার প্রার্থনা-কক্ষে *মিরহাব* ছিল, তবে *মিম্বারের* প্রচলন সম্ভবত তখনো হয়নি। কারণ প্রাথমিককালে ইসলামের সাম্যের ধারণায় *মিম্বার* থাকার কথা নয়। ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুনের মতে, মুয়াবিয়ার রাজকীয় শাসনকালে সেটা বদলে গিয়েছিল। তার মিসরীয় গভর্নর, সেনাপতি আমর, মিসরে তার মসজিদে *মিম্বার* প্রবর্তন করেছিলেন, মুয়াবিয়া সেটা তার জুমার নামাজের খুতবায় ব্যবহার করতেন। তিনি গুপ্তহত্যাকারীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সেটাকে জাফরি দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন।

*** ইরান শিয়া ধর্মতাত্ত্বিক রাষ্ট্র রয়ে গেছে। শিয়ারা ইরাকে সংখ্যাগরিষ্ঠ, লেবাননেও তাদের বিশাল জনসংখ্যা রয়েছে। হোসেইনের ভাই হাসান বিন আলী নিষ্ক্রিয় থাকলেও খুন হন। তার প্রত্যক্ষ বংশধরদের মধ্যে রয়েছেন মরক্কোর আলোইত ও জর্ডানের হাশেমি বাদশাহরা। দ্বাদশ শিয়া ইমাম, ফাতিমি রাজবংশ, আগা খান এবং জেরুজালেমের বনেদি পরিবার হোসেইনিরা হোসেইনের বংশধর। তাদের বংশধরেরা সাধারণত আশরাফ (একক বচনে শরিফ, অনেক সময় সৈয়দ হিসেবে উচ্চারিত হয়) নামে পরিচিত।

আবদুল মালিক : ডোম অব দ্য রক

আবদুল মালিক ভাঁড়দের খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। একবার এক মোসাহেব তার চাটুকারিতা করতে থাকলে তিনি রূঢ়ভাবে তাকে বলেছিলেন, 'আমার স্তাবকতা করবে না। আমি নিজের সম্পর্কে তোমার চেয়ে ভালো জানি।' তার বিরল মুদ্রাগুলোতে তাকে কঠোর কৃচ্ছ্রব্রতী, কৃশ ও ঈগল নাকওয়ালা দেখা যায়। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুল ছিল কোঁকড়ানো, কাঁধ চওড়া, পরতেন লম্বা জোব্বা, কোমরে বাঁধা থাকত তরবারি। পরবর্তীকালে তার সমালোচকেরা দাবি করে, বড় বড় চোখ, আইভ্রুগুলো পুরু, বাইরের দিকে প্রসারিত নাক, বিভাজিত ঠোঁট ছিল। অবশ্য তার মধ্যেও রাজকীয় প্রেম ছিল, যৌন আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভাবতেন : 'যে আনন্দের জন্য ক্রীতদাসী নিতে চায়, তাকে বার্বার নিতে দাও, সন্তান জন্মদানের জন্য পারসি নাও, ঘরোয়া কাজের জন্য বাইজানটাইন।' আবদুল মালিক কঠোর প্রশিক্ষণে বেড়ে ওঠেছিলেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন; কাজিন আমির উল-মুমিনিন উসমানের খুন প্রত্যক্ষ করেছিলেন; এমন এক ধার্মিক রাজায় পরিণত হয়েছিলেন যিনি তার হাত নোংরা করতে ভয় পেতেন না। তিনি ইরাক ও ইরান পুনর্জয়ের মধ্যে দিয়ে রাজত্ব শুরু করেন। এক শীর্ষ বিদ্রোহীকে আটকের পর তিনি দামাস্কাসের জনগণের সামনে প্রকাশ্যে তার ওপর নির্যাতন চালান, তার গলা রুপার গলাবন্ধনী দিয়ে চেপে ধরে তাকে কুকুরের মতো টানেন, তারপর 'তার বুকে চেপে গলা কাটেন, মাথাটি তার সমর্থকদের মাঝে ছুঁড়ে দেন।'

AMARBOI.COM

মক্কা তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে ছিল, তবে তার হাতে ছিল জেরুজালেম, এই নগরীকে তিনি মুয়াবিয়ার মতো ভক্তি করতেন। দ্বিতীয় গৃহযুদ্ধ অবসান ঘটিয়ে তিনি ঐক্যবদ্ধ ইসলামি সাম্রাজ্য সৃষ্টির পথ প্রদর্শন করেন, এর কেন্দ্রে রাখেন বিলাদ আশ-শামস তথা সিরিয়া-ফিলিস্তিনকে। তিনি জেরুজালেম ও দামাস্কাসের মধ্যে মহাসড়ক বানানোর কথা ভেবেছিলেন।* মুয়াবিয়া পবিত্র রকের (পাথর) ওপর নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন। এখন আবদুল মালিক ডোম অব দ্য রক নির্মাণে তার মিসরের সাত বছরের রাজস্ব বরাদ্দ করলেন।

পরিকল্পনাটি ছিল অতুলনীয় রকমের সরল : একটি ড্রামের ওপর ৬৫ ফুট ব্যাসের গম্বুজ নির্মাণ করা হলো, সবকিছুর ভর থাকল অষ্টাকোণী প্রাচীরগুলোতে। ডোমের (গম্বুজ) সৌন্দর্য, শক্তি ও সরলতা এর আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তুলনীয় : আমরা জানি না, ঠিক কেন আবদুল মালিক এটা নির্মাণ করেছিলেন- তিনি কখনো বলেননি। এটা সত্যিকার অর্থে মসজিদ নয়, বরং পূণ্যস্থান (দরগা)। এর অষ্টাকোণী আকার খ্রিস্টান আশ্রমের মতো, বস্তুত গম্বুজটি হলি সেপালচর ও কনস্টানটিনোপলের হ্যাগিয়া সোফিয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়, আবার এর বৃত্তাকার তাওয়াফ পথটি মক্কার কাবা ঘরের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

রকটি (পবিত্র পাথর) ছিল আদমের বেহেশত, ইব্রাহিমের বেদির স্থান। এখানে দাউদ (ডেভিড) ও সোলায়মান (সলোমন) টেম্পল নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন, পরে হজরত মোহাম্মদ তার মিরাজে এখানেই এসেছিলেন। আল্লাহর প্রকৃত প্রত্যাদেশ ইসলামের জন্য আবদুল মালিক জুইশ টেম্পলটি নতুন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণ করছিলেন।

ভবনটির কোনো কেন্দ্রীয় অক্ষ নেই, এটা তিনবার বৃত্তাবদ্ধ হয়েছে- প্রথমে বাইরের দেয়ালগুলো দিয়ে, তারপর অষ্টাকোণী তোরণশ্রেণীতে এবং শেষে ঠিক ডোমের নিচে। রকটির তোরণশ্রেণী সূর্যরশ্মিতে অবগাহন করে ঘোষণা করছে, এই স্থানটি পৃথিবীর কেন্দ্র। ডোমটি নিজেই বেহেশত, মানব স্থাপত্যে খোদার সঙ্গে সংযোগসূত্র। সোনালি গম্বুজ ও বিপুল সজ্জা এবং উজ্জ্বল সাদা মার্বেল ঘোষণা করছে, এটা নতুন ইডেন এবং এখানেই শেষ বিচার হবে, তখন আবদুল মালিক ও তার উমাইয়া রাজবংশ কিয়ামতের দিনে খোদার কাছে তাদের রাজত্ব তুলে দেবেন। রত্ন, গাছপালা, ফল, ফুল ও মুকুটশোভিত এর মূল্যবান ছবিগুলো এমনকি অমুসলিমদেরও আনন্দিত করে। এর কল্পনাপ্রসূত অলংকারগুলো ডেভিড (দাউদ) ও সলোমনের (সোলায়মান) রাজসিকতার সঙ্গে ইডেনের ভোগবিলাসের সমন্বয় করেছে। ডোমটির মধ্যে রাজকীয় বার্তাও ছিল : তখন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের হাত থেকে মক্কা পুনরুদ্ধার করতে না পারায়, তিনি এর মাধ্যমে ইসলামি বিশ্বের কাছে তার রাজবংশের জাঁকজমকতা ও দক্ষতা তুলে ধরে ছিলেন। আর যদি তিনি কাবা আবার দখল করতে না-ও পারেন, তবে এটাই হবে তার নতুন মক্কা। স্বর্ণ গম্বুজটি তাকে ইসলামি সম্রাট হিসেবে গৌরবান্বিত করেছে। তবে এর লক্ষ্য আরো ব্যাপক ছিল : কনস্টানটিনোপলে জাস্টিয়ানের হ্যাগিয়া সোফিয়া যেভাবে সলোমনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল, আবদুল মালিকও সেভাবে জাস্টিয়ান এবং কনস্টানটাইন দ্য গ্রেটকে অতিক্রম করেছেন। তিনি এর মাধ্যমে খ্রিস্টানদের নতুন ইসরাইল হওয়ার দাবিও প্রত্যাখ্যান করলেন। আশ্চর্যের বিষয় হলো, মোজাইকগুলো সম্ভবত ছিল বাইজানটাইন শিল্পীদের কাজ। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে অল্প সময়ের বিরল শান্তিকালে দ্বিতীয় জাস্টিয়ান এই কারিগরদের ধার দিয়েছিলেন।

৬৯১/২ সালে এটার কাজ শেষ হওয়ার পরে জেরুজালেম আর কখনো আগের মতো থাকেনি। আবদুল মালিক বিস্ময়কর দর্শনে পর্বতের (খ্রিস্টানেরা নগরীটিতে প্রাধান্য সৃষ্টিকারী এই স্থানটিকে তাচ্ছিল্য করেছিল) ওপর ভবন নির্মাণ করে ইসলামের জন্য জেরুজালেমের স্কাইলাইন দখল করে নেন। অবয়বগতভাবে ডোম জেরুজালেমে প্রাধান্য বিস্তার করে, হলি সেপালচর চার্চকে ম্লান করে দেয়। এটাই ছিল আবদুল মালিকের লক্ষ্য, লেখক আল-মুকাদ্দাসিসহ জেরুজালেমবাসী এমনটাই ভেবেছেন। এতে কাজ হয়েছে: এর পর থেকে ২১ শতকেও মুসলমানেরা হলি সেপালচরকে বিদ্রুপ করে যাচ্ছেন, এর আরবি নাম *কায়ামা* বিকৃতি করে বলেন *কুমামাহ* তথা দাঙহিপ (গোবরের স্তূপ)। ডোমটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের পারস্পরিক দাবিগুলোর অসম্পূর্ণতা পূরণ এবং পরাভূত করেছে। ফলে এর মাধ্যমে আবদুল মালিক ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ে উভয় সম্প্রদায়কে মোকাবিলা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবনটি পরিবেষ্টন করা ৮০০ ফুট খোদাইচিত্রে যিশুর ওপর খোদাত্ব আরোপের ধারণার নিন্দা করা হয়েছে, এতে দুই একেশ্বরবাদী ধর্মের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তুলে ধরার পাশাপাশি তাদের মধ্যেকার পার্থক্যও ফুটে ওঠেছে। এতে বলা হয়েছে, দুই ধর্মের মধ্যে মিল থাকলেও মুসলমানেরা ত্রিত্বকে বিশ্বাস করে না। খোদাইচিত্রগুলো মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী, কারণ আবদুল মালিক পবিত্র কোরআন চূড়ান্ত ভাবে বিন্যস্ত করার পর এই খোদাইচিত্রগুলোই আমাদের সামনে আসা ঐশী বাণীর প্রথম রূপ।

রাজকীয় অবস্থানের দৃষ্টিতে ইহুদিরা তেমন প্রভাবশালী না হলেও তাত্ত্বিকভাবে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডোমটি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ছিল ৩০০ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস, তাদের সাহায্যে ছিল ২০ জন ইহুদি এবং ১০ জন খ্রিস্টান। ডোম নির্মাণে সাহায্য করতে না পারলেও ইহুদিরা ডোমের মাধ্যমে আশাবাদী হয়ে ওঠেছিল : এটা কি নতুন টেম্পল? তাদের তখনো সেখানে প্রার্থনা করার অনুমতি ছিল। উমাইয়ারা পবিত্রকরণ, তৈল লেপন এবং পাথরটির তওয়াফের টেম্পল শাস্ত্রাচারের ইসলামি সংস্করণ উদ্ভাবন করেছিল।** এসবের উর্ধ্বে ডোমের নিজস্ব শক্তি আছে : এটা স্থাপত্য শিল্পে অন্যতম কালোত্তীর্ণ মাস্টারপিস; জেরুজালেমে যে যেখানেই দাঁড়াক না কেন প্রত্যেকের চোখ এর দ্যুতিতে শ্রদ্ধায় অবনত হয়। খোলা চত্বর এবং প্রশান্তিকর স্থান থেকে একটি অতিন্দ্রীয় প্রাসাদ হিসেবে এটি আবির্ভূত হয়ে দীপ্তি ছড়ায়, পুরো জায়গাটিকে একটি বিশাল উন্মুক্ত মসজিদে পরিণত করেছে, চারপাশের পুরো এলাকাকে পবিত্র করে ফেলেছে। নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে (এবং এখনো তেমনই রয়ে গেছে) বিনোদনের ও স্বস্তির জায়গায় পরিণত হয়। বস্তুত ডোম এমন এক নশ্বর বেহেশত সৃষ্টি করেছে, যা দুনিয়াবি প্রশান্তি এবং ভোগবিলাসিতার সঙ্গে পরকালের পাপমুক্তির অনুভূতি এনে দেয়। আর এখানেই এর শ্রেষ্ঠত্ব। এমনকি প্রথম দিকেও ইবনে আসাকির লিখেছেন, 'ডোম অব দ্য রকের ছায়ার চেয়ে অন্য কোথাও কলা খেয়ে' আনন্দ নেই। এখন পর্যন্ত নির্মিত সবচেয়ে সফল ধর্মীয়-রাজকীয় অট্টালিকা হিসেবে এটা টেম্পল অব সলোমন এবং হেরোডের সমতুল্য। আর ২১ শতকে এটা চূড়ান্ত সেক্যুলার পর্যটক প্রতীক, পুনরুত্থিত ইসলামের তীর্থস্থান এবং ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র : এটা এখনো বর্তমান জেরুজালেমকে সংজ্ঞায়িত করে।

ডোম নির্মাণের পরপরই আবদুল মালিকের সেনাবাহিনী মক্কা পুনর্দখল করে, বাইজানটাইনদের বিরুদ্ধে আল্লাহর রাজ্য সম্প্রসারণের জিহাদ শুরু হয়। তিনি তার বিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা এবং পূর্ব দিকে সিন্ধু (বর্তমানের পাকিস্তান) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। কিন্তু তাকে তার নিজের রাজ্যে হজরত মোহাম্মদকে গুরুত্ব দিয়ে একক মুসলিম ধর্ম হিসেবে ইসলামের ঘরকে ঐক্যবদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে হয়েছিল, যা এখন অনেক খোদাইলিপিতে দুই *শাহাদায়* প্রকাশিত হলো : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, মোহাম্মদ আল-াহর নবি।' নবির বাণী (*হাদিস*) সংকলন করা হলো, আবদুল মালিকের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত কোরআনের পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ বৈধ ও পবিত্রতার একমাত্র উৎসে পরিণত হয়। শাস্ত্রাচার আরো কঠোরভাবে নির্ধারিত হলো, খোদাইচিত্র নিষিদ্ধ করা হলো। তিনি তার নিজের ছবি-সংবলিত মুদ্রা প্রকাশ বন্ধ করে দিলেন। আবদুল মালিক এখন নিজেকে বলতেন খলিফাতুল্লাহ, আল্লাহর প্রতিনিধি। এর পর থেকে ইসলামি শাসকেরা খলিফায় পরিণত হলেন। হজরত মোহাম্মদের প্রাচীনতম জীবনী এবং মুসলিম বিজয়ের সরকারি সংস্করণগুলোতে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ইসলাম থেকে বাদ দেওয়া হলো। প্রশাসনকে আরবীয়করণ করা হলো। কনস্টানটাইন যেভাবে যোসিয়াহ ও সেন্ট পিটারকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন, আবদুল মালিকও এক রাজা, একমাত্র আল্লাহর একটি সার্বজনীন সাম্রাজ্যে বিশ্বাস করতেন। হজরত মোহাম্মদের সম্প্রদায়কে বর্তমানের ইসলামে বিবর্তনে তদারকির কাজটি তিনিই সবার চেয়ে বেশি করেছেন।

AMARBOI.COM

* ১৯০২ সালে আবদুল মালিকের অন্যতম একটি কৃতিত্ব উন্মোচিত হয় জেরুজালেমে। পূর্ব জেরুজালেমে পাওয়া একটি খোদাইলিপিতে আল্লাহর সঙ্গে তার ক্ষমতার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে : 'আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। মোহাম্মদ আল্লাহর নবি।... আবদুল মালিক, আমির উল মুমিনিন এবং আল্লাহর বান্দা, এই রাস্তা সংস্কার এবং এই মাইলস্টোন নির্মাণের হুকুম দিচ্ছেন। ইলিয়া [জেরুজালেম] থেকে এখান পর্যন্ত সাত মাইল।...

** 'হে আহলি কিতাব, তোমরা তাদের ধর্মের সীমার বাইরে যেও না এবং আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া আর কিছু বলো না,' ডোমের চারদিকে খোদাইলিপিতে বলা হয়েছে। "বস্তুত, মিসাইয়া যিশু, মেরির পুত্র ছিলেন কেবল আল্লাহর নবি, তাই আল্লাহকে বিশ্বাস করো, তার বার্তাবাহককে বিশ্বাস করো, 'ত্রিত্ব'কে নয়।... আল্লাহর জন্য পুত্র গ্রহণ মানায় না।" এটা দৃশ্যত খ্রিস্টধর্মের চেয়ে সার্বিকভাবে ত্রিত্ববাদকে আক্রমণ। ইহুদিদের জন্য সপ্তাহে দুই দিনের উপাসনা অনুষ্ঠান ছিল টেম্পলটির ইহুদি হওয়ার প্রবল প্রমাণ। 'প্রতি মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার তারা জাফরান আনতে বলত, গোলাপ পানি সহযোগে কস্তুরি, আম্বর ও চন্দনকাঠের সুগন্ধী দিয়ে প্রস্তুত হতো। তারপর দাসেরা (যারা ছিল ইহুদি ও খ্রিস্টান) খাবার গ্রহণ করত, নিজেদের পাক-পবিত্র করার জন্য গোসলখানায় প্রবেশ করত। তারা জামাকাপড়ের আলমারির কাছে যেত, নতুন লাল ও নীল কাপড় এবং ব্যান্ড ও বেল্ট নিয়ে আসত। তারপর তারা পবিত্র পাথরের (স্টোন) কাছে গিয়ে তৈলাদি লেপন করত।' বিশেষজ্ঞ আন্দ্রিয়াস ক্যাপলনি লিখেছেন, এটা ছিল 'মুসলিম উপাসনা অনুষ্ঠান, মুসলমানেরা মনে করত টেম্পলের উপাসনা অনুষ্ঠান এমনই হওয়া উচিত। লম্বা কাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট করে বলা যায়, এটা ছিল 'সাবেক টেম্পলের' পুনর্নির্মাণ, কোরআন হলো নতুন তাওরাত, মুসলমানেরা হলো ইসরাইলের আসল জাতি।

ওয়ালিদ : মহাপ্রলয় ও বিলাসিতা

ডোমের মাধ্যমে জেরুজালেমে একটি তীর্থস্থান ছিল, কিন্তু রাজকীয় মসজিদ ছিল না। ফলে আবদুল মালিক এবং তার ছেলে ওয়ালিদ, যিনি তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, এরপর টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণ সীমানার মধ্যে দূরবর্তী মসজিদ (আল-আকসা) তথা জুমার নামাজের জন্য জেরুজালেমের মসজিদ নির্মাণ করলেন। হেরোডের মতোই খলিফারা টেম্পল মাউন্টকে দেখতেন জেরুজালেমের সেন্টারপিস হিসেবে। ৭০ সালের পর প্রথমবারের মতো তারা পশ্চিম দিক থেকে তীর্থযাত্রীদের টেম্পল মাউন্টে প্রবেশের জন্য উইলস'স আর্চের (বর্তমানের গেট অব দ্য চেইন) ওপর দিয়ে উপত্যাকাজুড়ে নতুন গ্রেট ব্রিজ নির্মাণ করেন। দক্ষিণ দিক থেকে প্রবেশের জন্য তারা গম্বুজযুক্ত ডবল গেট নির্মাণ করেন, যা সৌন্দর্য ও স্টাইলে গোল্ডেন গেটের সঙ্গে তুলনীয়।* জেরুজালেমে তখন উদ্দীপ্ত সময়। কয়েক বছরের মধ্যে খলিফারা টেম্পল মাউন্টকে ইসলামি তীর্থস্থানে পরিণত করলেন, জেরুজালেম হয়ে গেলে রাজকীয় উমাইয়া নগরী। সেইসঙ্গে তীর্থস্থান ও কাহিনীর জন্য আবারো সংক্রামক প্রতিযোগিতার সূচনা করে যা এখনো জেরুজালেমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যে বিরাজ করছে। খ্রিস্টানেরা অনেক ইহুদি মিথ নিজেদের করে নিয়েছিল, সেগুলো তাদের প্রধান তীর্থস্থান সেপালচরে ধীরে ধীরে স্থান পেয়েছিল। এখন ডোম ও আল-আকসার উত্থানে পুরনো মিথগুলো নতুন করে বিকশিত হলো : এক সময় রকের (পবিত্র পাথর) ওপরের পদচিহ্নটি যিশুর হিসেবে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের দেখানো হতো, এখন সেটা হজরত মোহাম্মদের পদচিহ্নে পরিণত হলো। উমাইয়ারা টেম্পল মাউন্টজুড়ে নতুন নতুন গম্বুজ দিয়ে ছেয়ে ফেললেন। সবগুলোই ছিল দাউদ ও সলোমন (সোলায়মান) হয়ে আদম থেকে ইব্রাহিম, যিশু পর্যন্ত বাইবেলিক কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত। তাদের দৃশ্যপটটি ছিল কাবা জেরুজালেমে চলে এলে টেম্পল মাউন্টে শেষ বিচার হবে।** আর কেবল টেম্পল মাউন্ট নয় : মুসলমানেরা এখন দাউদের (ডেভিড) সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করল। ফলে এখন তারা নগরদুর্গকে (যেটাকে খ্রিস্টানেরা বলত ডেভিড'স টাওয়ার) বলতে থাকে দাউদের মিরহাব (নামাজের কুলুঙ্গি) : হেরোডের জাঁকজমককে দাউদের কৃতিত্ব হিসেবে অভিহিত করার ভুল এগুলোর মাধ্যমেই শেষ হয়নি। উমাইয়ারা কেবল আল্লাহর জন্য নির্মাণ করেনি, নিজেদের জন্যও গড়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব খলিফা ছিলেন আনন্দপিপাসু ও সংস্কৃতিমনা : স্থানটি ছিল আরব সাম্রাজ্যের প্রান্তে- এমনকি স্পেন এখন ছিল তাদের- যদিও দামাস্কাসে ছিল রাজধানী, তারা বেশির ভাগ সময় কাটাতেন জেরুজালেমে। টেম্পল মাউন্টের ঠিক দক্ষিণ প্রথম ওয়ালিদ ও তার ছেলে একটি প্রাসাদ-কমপ্লেক্স নির্মাণ করেছিলেন। ১৯৬০-এর দশকের খননকাজের আগে পর্যন্ত এটা অজ্ঞাত ছিল। এসব ভবন তিন বা চার তলা পর্যন্ত উঁচু হতো, সঙ্গে ছিল শীতল আঙিনা। খলিফাদের জন্য ছাদের সেতুপথে আল-আকসার প্রবেশের জন্য বিশেষ প্রবেশপথ ছিল। ধ্বংসাবশেষে কেবল প্রাসাদগুলোর আকার সম্পর্কেই ধারণা পাওয়া যায়, তবে টিকে থাকা তাদের মরু প্রাসাদগুলো জানাচ্ছে, সেগুলোতে তারা কত জাঁকজমকের সঙ্গে বাস করত।[৫]

সবচেয়ে বিলাসবহুল মরুপ্রাসাদ বা *কসর* টিকে আছে আমরায়, বর্তমান জর্ডানে। সেখানে খলিফারা মোজাইক করা ফ্লোর এবং শিকার দৃশ্য, নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারী, ক্রীড়াবিদ, সুশ্রীবালক, কামকর্বুর ও বীণাবাদক ভালুকের গ্রাফিক পেইন্টিংস-সংবলিত খাশ মহল (প্রাইভেট কোয়ার্টার) ও হাম্মামখানায় আয়েশ করতেন। প্রথম ওয়ালিদ 'ছয় রাজার বর্ণাঢ্য প্রাচীরচিত্রে' (ফ্রেসকো অব সিক্স কিংস) আবির্ভূত হন, যেখানে কনস্টানটিনোপল ও চীনা সম্রাটদের মতো রাজারা উমাইয়াদের হাতে পরাজিত হয়েছেন। এসব সৃজনীশক্তিহীন হেলেনিস্টিক পেইন্টিংস দৃশ্যত ছিল পুরোপুরি অনৈস্লামিক। তবে হেরোডদের মতো তারাও সম্ভবত জনসম্মুখে ভিন্নভাবে আত্মপ্রকাশ করতেন। প্রথম ওয়ালিদ জাঁকাল উমাইয়া মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে দামাস্কাসে খ্রিস্টানদের সঙ্গে যৌথ ব্যবহারের সমাপ্তি টানলেন। সরকারের ভাষা এখন গ্রিকের বদলে আরবি হলো। অবশ্য জেরুজালেমে নিরঙ্কুশ খ্রিস্টান প্রাধান্য বহাল থাকে। মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা অবাধে মেশত : উভয় সম্প্রদায় সেপ্টেম্বরে হলি সেপালচরের উৎসর্গ উৎসব পালন করত। এতে 'বিপুলসংখ্যক লোক জেরুজালেমে আকৃষ্ট হতো,' রাস্তাগুলো 'উট, ঘোড়া, গাধা ও ষাঁড়ে পরিপূর্ণ হয়ে যেত।' খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা (এখন গ্রিকদের চেয়ে অনেক বেশি আর্মেনীয় ও জর্জীয়) খুব কমই মুসলিম স্থাপনাগুলো লক্ষ করত, আর ইহুদিরা খ্রিস্টানদের কথা সামান্যই উল্লেখ করেছে। এর পর থেকে মুসাফিরেরা নিজেদের ধর্ম ছাড়া অন্যদের দিকে ঠিকমতো তাকাত না, তাদের প্রতি থাকত আগ্রহহীন।

৭১৫ সালে ওয়ালিদের ভাই সোলায়মানকে টেম্পল মাউন্টে শাসক হিসেবে গ্রহণ করা হলো : 'নতুন কোনো খলিফাকে কখনো এত বিপুলভাবে স্বাগত জানানো হয়নি। তিনি সুসজ্জিত মঞ্চ-সংবলিত একটি গম্বুজের নিচে দরবার বসান।' কার্পেট ও তাকিয়ার সমুদ্রে পাশে স্তূপ করে রাখা সম্পদ সৈনিকদের বিলিয়ে দেন। সোলায়মান কনস্টানটিনোপোলে পূর্ণমাত্রায় শেষ আরব অভিযান চালিয়েছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(দখল প্রায় করেই ফেলেছিলেন)। তিনি 'জেরুজালেমে বসবাস, সেটাকে রাজধানী করার এবং তাতে বিপুল সম্পদ ও জনবহুল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।' তিনি তার প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে রামলা নগরী গড়ে তোলেন, তবে জেরুজালেমে সরে আসার আগেই ইন্তিকাল করেন।

ইহুদিরা, তাদের অনেকে এসেছিল ইরান ও ইরাক থেকে, পূণ্যনগরীতে বসতি স্থাপন করে টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণে একসঙ্গে বসবাস করছিল। তারা তখনো টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করার (এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করা) সুবিধা ভোগ করছিল। তবে ৭২০ সালের দিকে, সেখানে প্রার্থনা করার প্রায় এক শ' বছর পর নতুন খলিফা দ্বিতীয় ওমর (যিনি ছিলেন তার অবক্ষয়ী রাজবংশ থেকে ভিন্ন, ইসলামি গোঁড়া ধর্মের আলোকে কৃচ্ছ্রব্রতী) ইহুদিদের প্রার্থনা করার অনুমতি বাতিল করে দিলেন। এই নিষেধাজ্ঞা ইসলামি শাসনের শেষ সময় পর্যন্ত বহাল ছিল। এর বদলে ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টের চার দেয়ালের পাশে এবং ভূগর্ভস্থ সিনাগগে (ওয়ারেন'স গেটে হা-মেরা- দ্য কেভ তথা পবিত্র গুহা), হলি অব হলিজের কাছে টেম্পল মাউন্টের প্রায় ঠিক নিচে, প্রার্থনা করতে লাগল।

উমাইয়া খলিফারা তাদের হেলেনিস্টিক প্রাসাদ এবং নর্তকীদের উপভোগ করার সময় সাম্রাজ্য প্রথমবারের মতো তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে। স্পেনের ইসলামি বাহিনী আগে থেকেই ফ্রান্সের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল, ৭৩২ সালে চার্লস নামের এক ফ্রাঙ্কিশ রাজপুরুষ (মারোভিনজিয়ান রাজাদের প্রাসাদ মেয়র) ট্যুরসে মুসলিম বাহিনীকে পরাজিত করেন। ম্যাকাবি হিসেবে প্রশংসিত হয়ে তিনি চার্লস মারটেল- দ্য হ্যামার-এ পরিণত হলেন।

আরব ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন লিখেছেন, 'রাজবংশগুলো মানুষের মতো স্বাভাবিক আয়ু পায়।' এখন ক্ষয়িষ্ণু, বিলাসব্যাসনে নিমজ্জিত উমাইয়ারা তাদের শেষ সীমায় পৌছে গিয়েছিল। জর্ডানের পূর্ব দিকের একটি গ্রামে নবিজির চাচা আব্বাসের বংশধরেরা বাস করত। তারা গোপনে হজরত মোহাম্মদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কহীন উমাইয়াদের আনন্দবাদী শাসনের বিরোধিতা করত। তাদের নেতা আবু আল-আব্বাস ঘোষণা করলেন, 'উমাইয়া বংশের পতন হোক। তারা শ্বাশতের বদলে ক্ষণস্থায়ীকে বেছে নিয়েছে; তারা পাপে মজে গেছে; তারা নিষিদ্ধ নারী সঙ্গে রাখে।' ক্ষোভ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল। অনুগত সিরিয়ার কেন্দ্রভূমির উপজাতীয়রা, এমনকি জেরুজালেম পর্যন্ত বিদ্রোহ করে। শেষ খলিফাকে নগরীতে ছুটে গিয়ে প্রাচীরগুলো গুঁড়িয়ে দিতে হয়েছিল। একটি ভূমিকম্পে আল-আকসা এবং প্রাসাদগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, মনে হলো উমাইয়াদের প্রতি আল্লাহ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছেন। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা স্বপ্ন দেখল, এটা হলো মহাপ্রলয়। মুসলমানদের মধ্যেও এটা প্রচারিত হয়। তবে উমাইয়াদের প্রতি প্রকৃত হুমকি এলো অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দূরের পূর্ব প্রান্ত থেকে।

৭৪৮ সালে খোরাশানে (বর্তমান ইরান ও আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চল) আবু মুসলিম নামের এক অনন্যপ্রতিভাধর অতিন্দ্রীয়বাদী ব্যক্তি আরো কঠোর ইসলাম এবং হজরত মোহাম্মদের বংশধরদের শাসন দাবি করলেন। সীমান্ত এলাকার নও-মুসলিমেরা তার বিশুদ্ধবাদী সেনাবাহিনীতে যোগ দিল। তারা সবাই কালো পোশাক পরত, মার্চ করত কালো ব্যানার নিয়ে, ইসলাম পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে মেহদির পূর্বসূরি ইমামের প্রত্যাবর্তনের কথা বলত। *** আবু মুসলিম তার বিজয়ী সেনাবাহিনী নিয়ে পশ্চিম দিকে জয়রথ ছোটালেন। তবে তখনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি তিনি আলীর পরিবার না কি আব্বাসের পরিবারকে সমর্থন করবেন, তাছাড়া কয়েকজন উমাইয়া যুবরাজও ছিলেন। তবে আবু আব্বাসই শেষ উমাইয়া শাসককে পরাজিত করেন, তিনি এমন এক পন্থায় এই সমস্যাটির সমাধান করলেন যার ফলে তার ডাকনামও হয় সে অনুযায়ী।[৮]

* জেরুজালেমে সব সময় নির্মাতারা অন্যত্র থেকে ধার করেছেন। এ কারণেই আকসার কড়িকাঠগুলো নেওয়া হয়েছিল খ্রিস্টান স্থাপনা থেকে। এতে ষষ্ঠ শতকে প্যাটিয়ার্কের গ্রিকে লেখা নামের চিহ্ন রয়ে গেছে (এখন রকফেলার ও হারাম মিউজিয়ামে সংরক্ষিত)। দক্ষিণের ডবল ও ট্রিপল গেটগুলো, পূর্ব দিকের গোল্ডেন গেটের সঙ্গে তুলনীয়, এখন বন্ধ। এগুলোই জেরুজালেমের সবচেয়ে সুন্দর। এগুলো নির্মাণ করা হয়েছে হেরোডীয় ও রোমান ভবনের পাথর ব্যবহার করে। টেম্পল মাউন্টে সম্রাট অ্যান্টোনিয়াস পায়াসের অশ্বারোহণের মূর্তির খোদাইলিপিটি ওই দেয়ালেই রয়ে গেছে।

** পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'প্রতিটি আত্মা মৃত্যুর স্বাদ পাবে, হাশরের ময়দানে সব প্রতিদান দেওয়া হবে।' মুসলমানেরা জেরুজালেমের চারপাশে কিয়ামতের ভূগোল সৃষ্টি করে। শয়তানের বাহিনী গোল্ডেন গেটে পর্যুদস্ত হবে। ইমাম মেহদির সামনে আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট রাখা হলে তিনি ইন্তিকাল করবেন। আর্ক দেখে ইহুদিরা ইসলাম গ্রহণ করবে। এ পর্যন্ত যত লোক হজ করেছে, তাদের সবাইকে নিয়ে কাবা ঘর জেরুজালেমে চলে আসবে। বেহেশত নেমে আসবে টেম্পল মাউন্টে, দোজখ নামবে হিন্নম উপত্যাকায়। মানুষ গোল্ডেন গেটের বাইরে আল-সাহিরা প্রান্তরে জড়ো হবে। মৃত্যুর ফেরেশতা ইসরাফিল (ডোমের গেটগুলোর একটির নাম তার নামে রাখা হয়) তার শিঙায় ফুঁক দেবেন : মৃতরা (বিশেষ করে যারা গোল্ডেন গেটের কাছে সমাহিত) জেগে গেট, কিয়ামত দিনের গেট (ক্ষুদ্র দুটি গম্বুজবিশিষ্ট গেটস অব মার্সি বা করুণার দরজা), অতিক্রম করবে, ডোম অব দ্য চেইনে বিচার হবে, সেখানে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লা ঝুলে আছে

*** সাধারণভাবে ইমাম হলেন মসজিদ বা সমাজের নেতা, তবে শিয়া ধর্মে ইমামেরা খোদার মনোনীতি এবং সব ভুলের উর্ধ্বে থাকা আধ্যাত্মিক নেতা হতে পারেন। ইরানের দ্বাদশ শিয়ারা বিশ্বাস করে, প্রথম ১২ জন ইমামের আগমন ঘটেছে হজরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদের জামাতা আলী এবং তার মেয়ে ফাতিমার বংশধরদের থেকে। তাদের মতে দ্বাদশ ইমাম 'গুপ্ত' বা আল্লাহ কর্তৃক গায়েবি অবস্থায় আছেন। তিনি মেহদি তথা শেষ বিচার দিনের মিসাইয়ানিক পুনরুদ্ধাকারী হিসেবে ফিরে আসবেন। আয়াতুল্লাহ খোমেনি প্রতিষ্ঠিত ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান এই মহাপ্রলয়বাদী প্রত্যাশা থেকে সৃষ্টি : ইমামের প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত কেবল আয়াতুল্লাহরা শাসন করে যাবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯
আব্বাসীয় রাজবংশ : দূরবর্তী শাসক
৭৫০-৯৬৯

খলিফা সাফ্ফাহ : রক্তপিপাসু

আবু আল-আব্বাস নিজেকে খলিফা ঘোষণা করলেন, শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করতে উমাইয়াদের একটি ভোজসভায় দাওয়াত দিলেন। ভূড়িভোজ চলাকালে খানসামারা লাঠি ও তরবারি বের করে পুরো পরিবারটিকে হত্যা করে লাশগুলো ভেড়ার কাবারের মধ্যে ফেলে দিল। সাফফাহ এর অল্প পর ইন্তিকাল করলেন। তার ভাই মনসুর (বিজয়ী) পরিকল্পিতভাবে আলীর পরিবারকে হত্যা করেন, এরপর অত্যাধিক শক্তিধর হয়ে ওঠা আবু মুসলিমকেও শেষ করে দেন। তার সুগন্ধীরক্ষক জামরা পরে জানিয়েছে, মনসুর কিভাবে তার গোপন স্টোররুমের (যেটি তার মৃত্যুর পর খোলা হয়েছিল) চাবি সংরক্ষণ করতেন। তার ছেলে সেখানে লাশভর্তি একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ আবিষ্কার করেছিলেন। এরা ছিল মনসুরের হাতে নিহত আলীর পরিবারের সদস্য (প্রবীণ থেকে নবজাতক পর্যন্ত), প্রতিটি লাশ ছিল সুচারুভাবে সমান করা, উত্তপ্ত, শুষ্ক বাতাসে সংরক্ষিত। পাকানো বাদামি দেহ, আলো-বাতাসে দগ্ধ চামড়া আর আবওয়ায় নষ্ট হওয়া ও জাফরান-রঞ্জিত চুলের মনসুর ছিলেন কয়েক শ' বছর শাসনকারী আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তার ক্ষমতার ভিত্তি ছিল পূর্বে : তিনি তার রাজধানী নবনির্মিত বাগদাদে (বৃত্তাকার নগরী) সরিয়ে নেন।

ক্ষমতা দখলের অল্প পরেই মনসুর জেরুজালেম সফর করেছিলেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত আকসা মেরামত করেন, তবে এই ব্যয়ভার মেটাতে আবদুল মালিক ডোম অব দ্য রকের দরজাগুলোতে যে সোনা ও রুপা ব্যবহার করেছিলেন, সেগুলো গলিয়ে তুলে নেন। মনসুরের উত্তরসূরিরা এখানে সফর করতে আগ্রহী ছিলেন না। ইসলামি বিশ্ব থেকে নগরীটি হারিয়ে গেলেও,* এক পশ্চিমা সম্রাট জেরুজালেমের প্রতি খ্রিস্টান মুগ্ধতা পুনর্জীবিত করেন।[৭]

* মক্কার গুরুত্ব বাড়তে থাকায় জেরুজালেমেরটা হ্রাস পেতে থাকে। একটা পর্যায়ে জেরুজালেম সম্ভবত হজের অংশ হিসেবে মক্কা ও মদিনায় যাওয়ার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল-খিদরির একটি *হাদিসে* বলা হয়েছে, 'তোমরা কেবল তিনটি মসজিদে-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মক্কা, মদিনা ও আল-আকসায় যাবে।' তবে আব্বাসীয়দের আমলে জেরুজালেম শুধু সওয়াবের জন্য *জিয়ারত* করার স্থানে পরিণত হয়েছিল।

সম্রাট ও খলিফা : শার্লেমেন ও হারুন অর রশিদ

পোপ ৮০০ সালের ক্রিসমাস দিবসে রোমে শার্লেমেন নামে পরিচিত ফ্রাঙ্কদের রাজা চার্লস দ্য গ্রেটকে (তিনি আধুনিক ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির বিরাট অংশ শাসন করেছিলেন) রোমানদের সম্রাট হিসেবে মুকুট পরিয়ে দেন। এই অনুষ্ঠান পোপ এবং তাদের পশ্চিমা ল্যাতিনভিত্তিক খ্রিস্টান ধর্মের (যা পরে ক্যাথলিকবাদে পরিণত হয়েছিল) মধ্যে নতুন আত্মবিশ্বাস সঞ্চার করে, গ্রিকভাষী কনস্টানটিনোপলের অর্থোডক্স বিশ্বাসের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আরো বাড়িয়ে দেয়। শার্লেমেন ছিলেন নির্দয় যোদ্ধা-রাজা, সর্বদা আরো বেশি ক্ষমতাধর হচ্ছিলেন। অবশ্য ইতিহাসের প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ ছিল, তিনি যতটা উচ্চাভিলাষী ছিলেন, ততটাই ছিলেন ধর্মভীরু : সার্বজনীন ধার্মিক রোমান সম্রাটে পরিণত হওয়ার জন্য কনস্টানটাইন ও জাস্টিনিয়ানের মিশনের উত্তরসূরি এবং পরবর্তীকালের কিং ডেভিড হিসেবে তিনি নিজেকে দেখতেন। এই দুই উচ্চাভিলাষ তাকে পূণ্যনগরীর দিকে পরিচালিত করে। বলা হয়ে থাকে, ওই ক্রিসমাস দিবসের সকালে জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্কের পাঠানো প্রতিনিধি দল তাকে হলি সেপালচরের চাবিগুলো উপহার দিয়েছিল। একই দিনে রোম ও জেরুজালেম পাওয়া সামান্য ব্যাপার ছিল না।

এতে মালিকানা-সংক্রান্ত কিছু ছিল না, কারণ প্যাট্রিয়ার্কের ওপর জেরুজালেম শাসক খলিফা হারুন অর রশিদের (*আলিফ লায়লা ওয়া লায়লা*, হাজার রাত ও এক রাতের কাহিনীতে উল্লেখিত) আশীর্বাদ ছিল। খলিফার কাছে নগরীটি ছিল আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকা। শার্লেমেন ও হারুন অর রশিদ তিন বছর ধরে দূত বিনিময় করছিলেন : হারুন সম্ভবত কনস্টানটিনোপলে তার শত্রুদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কদের খেলাতে চেয়েছিলেন, আর জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের প্রয়োজন ছিল শার্লেমেনের সাহায্য।

শার্লেমেনকে খলিফা একটি হাতি এবং একটি অ্যাস্ট্রোলেইব পানিঘড়ি পাঠিয়েছিলেন। এই অত্যাধুনিক প্রযুক্তিটি ইসলামি শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিলেও কোনো কোনো সেকেলে খ্রিস্টানের কাছে সেটা শয়তানি জাদুমন্ত্রের যন্ত্র বিবেচিত হচ্ছিল। দুই সম্রাট কোনো আনুষ্ঠানিক চুক্তিতে সই করেননি, তবে জেরুজালেমে খ্রিস্টান সম্পত্তি তালিকাভুক্ত করে সেগুলো রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হলো, আর শার্লেমেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরীর সব খ্রিস্টানের মাথাপিছু পুরো কর (৮৫০ দিনার) পরিশোধ করলেন। বিনিময়ে হারুন হলি সেপালচরের পাশে একটি আশ্রম, পাঠাগার, ১৫০ জন সন্ন্যাসী ও ১৭ জন নানের জন্য তীর্থযাত্রী হোস্টেলসহ খ্রিস্টান কোয়ার্টার নির্মাণ করার অনুমতি দিলেন। জনৈক তীর্থযাত্রী লক্ষ করেছেন 'খ্রিস্টান ও প্যাগানেরা নিজেদের মধ্যে এই শান্তি স্থাপন করল।' এই বদান্যতা শার্লেমেন গোপনে জেরুজালেম সফর করেছেন- এমন কাহিনীর সৃষ্টি করল, তাকে হেরাক্লিয়াসের উত্তরসূরি বানিয়ে দিল, কিয়ামতের আগে যে শেষ সম্রাটের শাসনকাজ শুরু হবে সেই অতিন্দ্রীয় কিংবদন্তিতে তিনি যুক্ত হলেন। এই কাহিনী, বিশেষ করে ক্রুসেড যুগে, ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল। তবে শার্লেমেন কখনো জেরুজালেম সফর করেননি।[৮]

হারুন অর রশিদ ইন্তিকাল করার পর তার দুই ছেলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়, জয়ী হন মামুন। নতুন খলিফা ছিলেন বিজ্ঞানের অত্যন্ত আগ্রহী ছাত্র, বিখ্যাত সাহিত্য-বৈজ্ঞানিক অ্যাকাডেমি হাউজ অব উইজডম (বায়তুল হিকমা) প্রতিষ্ঠা করলেন, বিশ্ব মানচিত্র প্রস্তুত করেন, পৃথিবীর পরিধি মাপার জন্য তার দরবারের জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দেশ দেন। * ৮৩১ সালে কনস্টানটিনোপলের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ আয়োজন করতে সিরিয়ায় এসে মামুন সম্ভবত জেরুজালেম সফর করেছিলেন। তিনি টেম্পল মাউন্টে নতুন নতুন গেট নির্মাণ করেন, তবে তিনি আব্বাসীয়দের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে ডোম (গম্বুজ) থেকে আবদুল মালিকের নাম মুছে ফেলে নিজের নাম যুক্ত করলেন। তিনি শুধু তার নামই চুরি করেননি, ডোম থেকে স্বর্ণও নিয়ে যান। ফলে ডোমটা হাজার বছরেরও বেশি সময় ধূসর সীসা রঙের থাকে। ১৯৬০-এর দশকে ডোম তার স্বর্ণ ফিরে পায়। তবে আবদুল মালিকের নাম আর কখনো যুক্ত হয়নি, এখনো সেখানে বিরাজ করছেন মামুন।[৯]

এই হাত সাফাই আব্বাসীয় ক্ষমতার পতন রুখতে পারেনি। মাত্র দুই বছর পর এক কৃষক বিদ্রোহী নেতাকে জেরুজালেমে তিনটি ধর্মের সবাই স্বাগত জানান। ৮৪১ সালে তিনি নগরীতে লুণ্ঠন চালালে বেশির ভাগ অধিবাসী পালিয়ে যায়। প্যাট্রিয়ার্কের ঘুষের বিনিময়ে সেপালচর রক্ষা পায়। তবে আরব খলিফারা তাদের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে। ৮৭৭ সালে জনৈক তুর্কি ক্রীতদাসের ছেলে আহমদ ইবনে তুলুন খলিফার ন্যূনতম আনুগত্য প্রকাশ করে মিসরের শাসক হন, জেরুজালেম আবার দখল করেন।[১০]

* আব্বাসীয়রা, বিশেষ করে মামুন, নিয়মিতভাবে বাইজানটাইনদের কাছ থেকে গ্রিক ক্লাসিকগুলোর কপি চাইতেন; আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হিপ্পোক্রেটস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালেন, ইউক্লিড ও টলেমির রচনাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আরবদের উদ্ভাবিত বিজ্ঞানের নতুন শব্দভা ার ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করে : আরবদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া বিপুল শব্দরাজির মধ্যে অ্যালকোহল, আলেমবিক, আলকেমি, অ্যালজেবরা, আলমানাক ইত্যাদি সামান্য কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। আল-নাদিমের বিখ্যাত *ইনডেক্স* অনুযায়ী তারা ছয় হাজার নতুন পুস্তকও রচনা করেছিল। পাণ্ডুলিপিতে পশুচর্মের বদলে এখন কাগজ ব্যবহৃত হতে লাগল। ইতিহাসের অন্যতম সিদ্ধান্তসূচক যুদ্ধে আব্বাসীয়রা চীনা তাং সম্রাটদের আগ্রাসন প্রতিহত করে। এর মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য চীনার বদলে ইসলামি হওয়াটা নিশ্চিত হয়। তারা চীনাদের কাগজ-প্রস্তুত রহস্যও করায়ত্ত করেছিল।

কাফুর : সুগন্ধী খোজা

ইবনে তুলুন ছিলেন সেইসব তুর্কির একজন, যারা ধীরে ধীরে ইসলামি সাম্রাজ্যের ক্ষমতায় আরবদের সরিয়ে নিজেরা বসছিল। মামুনের উত্তরসূরি মুস্তাসিম মধ্য এশিয়ার নবদীক্ষিত মুসলিম তুর্কি ঘোড়সওয়ার তীরন্দাজদের মধ্য থেকে *গুলাম* (বালক-ভৃত্য) নামে পরিচিত অল্পবয়সী ক্রীতদাস নিয়োগ দেওয়া শুরু করেন। এসব এশিয়াটিক চেহারার যোদ্ধা প্রথমে ছিল সম্রাটের খাস দেহরক্ষী, পরে তারা খিলাফতের লৌহমানবে পরিণত হয়।

ইবনে তুলুনের ছেলে ও উত্তরসূরি তার খোজাদের হাতে গুপ্তহত্যার শিকার হন।[১১] এরপর মোহাম্মদ ইবনে তুগজ নামের এক তুর্কি লৌহমানব মধ্য এশিয়ার পদবি আল-ইখশিদ (প্রিন্স) পদবি নিয়ে মিসর ও জেরুজালেম শাসন করতে আসেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ধর্মীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্রতর করে। ৯৩৫ সালে হলি সেপালচরের সম্প্রসারিত অংশটিকে বলপূর্বক মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তিন বছর পর পাম সানডে উদযাপনরত খ্রিস্টানদের ওপর মুসলমানেরা আক্রমণ চালায়, চার্চে লুটপাট ও ক্ষতি করে। ইহুদিরা এখন দুটি গ্রুপে বিভক্ত- গাওন ও কারাইতেস। বিদ্বজ্জন-বিচারকদের নেতৃত্বাধীন ঐতিহ্যবাহী রাব্বানিয়াতরা ছিল গাওন নামে পরিচিত, তারা তালমুদ তথা মৌখিক ভাষ্য অনুসরণ করত। আর নতুন দল কারাইতেসরা তাওরাত ছাড়া সব আইন প্রত্যাখ্যান করে। এ কারণে তাদের নামটির অর্থ দাঁড়ায় 'পাঠকারী'। তারা জায়নে প্রত্যাবর্তন বিশ্বাস করত।* এসব তুর্কি শাসক কারাইতেসদের আনুকূল্য প্রদর্শন করত, তবে পরিস্থিতি জটিল হয় খাজার নামে আরেকটি নতুন সম্প্রদায়ের কারণে। তারা জুইশ কোয়ার্টারে নিজস্ব সিনাগগ নির্মাণ করে। ৯৪৬ সালের দিকে ইখশিদ ৬৪ বছর বয়সে মারা যান। তাকে জেরুজালেমে কবর দেওয়া হয়, তার ক্ষমতা ন্যস্ত হয় এক নিগ্রো খোজার হাতে, তার ডাকনামটির উৎস ছিল সুগন্ধী ও সাজসজ্জার প্রতি তার প্রবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্রহ থেকে।

আবুল-মিসক কাফুর প্রায় ২০ বছর মিসর, ফিলিস্তিন ও সিরিয়া শাসন করেছিলেন। তিনি ছিলেন ইথিওপিয়ান ক্রীতদাস, ইখশিদ তাকে শিশুকালে কিনেছিলেন। কুৎসিত, ভীষণ মোটা ও দুর্গন্ধযুক্ত এই লোকটি এত বেশি সাদা কর্পুরের গোলা ও কালো কস্তুরি মাখতেন, তার প্রভু সেগুলোর নামে তার নাম রেখেছিলেন। ইখশিদের জন্য বিচিত্রসব প্রাণীর আগমন ঘটার সময় তার উত্থান শুরু হয়। সব দাস সেগুলোর প্রশংসা করতে ছুটে গেলেও আফ্রিকান বালকটি তার প্রভুর ওপর থেকে চোখ সরায়নি, সামান্যতম নির্দেশের জন্যও প্রতীক্ষা করছিল। ইখশিদ তাকে তার ছেলেদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। তারপর তাকে সেনাবাহিনীর কমান্ডার নিযুক্ত করলেন, এই বাহিনী ফিলিস্তিন ও সিরিয়া জয় করে। শেষ পর্যন্ত 'প্রভু' (মাস্টার) পদবি নিয়ে রাজপ্রতিভূ হন। ক্ষমতা লাভের পর খোজার মধ্যে ইসলামি ধর্মানুরাগ বিকশিত হয়। তিনি টেম্পল মাউন্টের প্রাচীরগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠা, শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তবে উত্তর দিকে দক্ষ যোদ্ধা-সম্রাটদের উত্তরাধিকারে বাইজানটাইনরা নতুনভাবে উদ্দীপ্ত হন। তারা দক্ষিণ দিকে সিরিয়ায় হামলা চালিয়ে জেরুজালেম দখলের হুমকি সৃষ্টি করল। এতে খ্রিস্টানবিরোধী দাঙ্গার সৃষ্টি হলো। ৯৬৬ সালে কাফুরের গভর্নর খ্রিস্টানদের ওপর নির্যাতন করতে থাকলেন, প্যাট্রিয়ার্ক জনের কাছে আরো বেশি অর্থ চাইলেন, তিনি কাফুরের কাছে আবেদন করলেন। কিন্তু কনস্টানটিনোপলের সঙ্গে পত্রবিনিময়কালে জন ধরা পড়লে গভর্নর (ইহুদিদের সমর্থন নিয়ে, তারা বাইজানটাইনদের ঘৃণা করত) সেপালচর আক্রমণ করেন, প্যাট্রিয়ার্ককে বেঁধে পুড়িয়ে মারেন।

কায়রোতে সুগন্ধী খোজা এখন যন্ত্রণা সৃষ্টি করছিলেন। শেষ ইখশিদের মৃত্যুর পর কাফুর তার নিজের অধিকারবলে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিই ছিলেন দাসবংশে জন্মগ্রহণকারী প্রথম মুসলিম রাজা, খোজা শাসক হিসেবেও প্রথম। তিনি এক ইহুদিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, যিনি এক ইসলামি বিপ্লব এবং জেরুজালেম নিয়ে নতুন একটি সাম্রাজ্য গঠনের রূপকারে পরিণত হন।[১২]

*ইহুদি সম্প্রদায়গুলো বংশানুক্রমিকভাবে দুটি গাওনের মাধ্যমে শাসিত হতো। এগুলোর একটি ছিল জেরুজালেম অ্যাকাডেমি, অপরটি বেবিলনিয়ান অ্যাকাডেমি, যাদের দফতর ছিল বাগদাদে। কারাইতেসরা পুরো ইহুদি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা ক্রিমিয়া থেকে লিথুয়ানিয়া পর্যন্ত বিরাট বিরাট সম্প্রদায় তৈরি করে হলুকাস্ট পর্যন্ত টিকে ছিল, ওই সময় তাদের বেশির ভাগ শেষ হয়ে যায়। নাৎসি নির্যাতনের এটা একটা আশ্চর্য ব্যতিক্রমী দেখা যায় : ক্রিমিয়ায় অনেক কারাইতেস সেমিটিক বংশোদ্ভূত নয়, তুর্কি ছিল। নাৎসিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই ইহুদি সম্প্রদায়কে রক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল।

খাজাররা (শামানিস্ট তুর্কি যাযাবার, কৃষ্ণ সাগর থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত স্তেপ অঞ্চলের শাসক) ইসরাইল সৃষ্টির আগে শেষ ইহুদি রাষ্ট্র গঠন করেছিল। ৮০৫ সালের দিকে তাদের রাজারা ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে মানাসেহ ও অ্যারোনের মতো নাম গ্রহণ করেন। জেরুজালেমবাসী লেখক মুকাদ্দাসি খাজারিয়া অতিক্রমকালে তিনি তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানিয়েছেন, 'ভেড়া, মধু ও ইহুদিরা [সেখানে] বিপুল পরিমাণে আছে।' ৯৬০-এর দশকে এই ইহুদি সাম্রাজ্যটির পতন ঘটে। অবশ্য আর্থার কোয়েস্টালার থেকে সাম্প্রতিক সময় শালমো স্যান্ডের মতো লেখকেরা দাবি করেছেন, ইউরোপীয় ইহুদিদের বেশির ভাগই এসব তুর্কি উপজাতীয়ের বংশধর। এটা যদি সত্যি হয়, তবে জায়নবাদের মূল্য থাকে না। তবে আধুনিক জিনতত্ত্ববিদেরা এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছেন। সর্বশেষ দুটি জরিপে দেখা যায়, আধুনিক ইহুদিদের (সেফারদিক ও আশকেনেজি) প্রায় ৭০ শতাংশ তিন হাজার বছর আগের মধ্যপ্রাচ্যের জিন বহন করছে, তাদের প্রায় ৩০ শতাংশ ইউরোপীয় ধারার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২০
ফাতিমি রাজবংশ : সহিষ্ণুতা ও পাগলামি
৯৬৯-১০৯৯

ইবনে কিলিস : ইহুদি উজিড় এবং ফাতিমি বিজয়

বাগদাদের জনৈক ইহুদি বণিকের ছেলে ইয়াকুব বেন ইউসুফ পরিচিত ছিলেন ইবনে কিলিস নামে। তার জীবন ছিল উত্থান-পতনে ভরা, সিরিয়ায় ধাপ্পাবাজ দেউলিয়া থেকে মিসরে কাফুরের আর্থিক উপদেষ্টা হয়েছিলেন। কাফুর বলেছিলেন, 'তিনি মুসলিম হলে উজিড় [মুখ্যমন্ত্রী] হওয়ার সঠিক লোক হতেন।' ইবনে কিলিস ইঙ্গিতটি বুঝে ইসলামে ধর্মান্তরিত হলেন। তবে খোজা মারা গেলেন, জেরুজালেমে তার কবর হলো, *, ইবনে কিলিস কারারুদ্ধ হলেন। ঘুষ দিয়ে কারাগার থেকে বের হয়ে তিনি গোপনে পশ্চিম দিকে ফাতিমি রাজবংশ শাসিত আধুনিক তিউনিসিয়ায় শিয়া রাজ্যে চলে গেলেন। সদা নমনীয় ইবনে কিলিস শিয়া ধর্ম গ্রহণ করলেন, তিনি ফাতিমি খলিফা মুইজকে পরামর্শ দিলেন, মিসর দখলের এটাই উপযুক্ত সময়।[১৩] ৯৬৯ সালের জুনে মুইজের সেনাপতি জওহার আল-সিকিলি মিসর জয় করলেন, তারপর উত্তর দিকে অগ্রসর হলেন জেরুজালেম দখল করতে।[১৪]

* জেরুজালেমের সাম্প্রতিক শাসকেরাও সেখানে সমাধিস্থ হচ্ছেন। ইহুদিদের মতো তারাও বিশ্বাস করে, জেরুজালেমে তাদের কবর হলে শেষ বিচারের দিনে তাদের দ্রুত পুনরুত্থান ঘটবে। তারা যত টেম্পল মাউন্টের কাছাকাছি থাকবেন, তত তাড়াতাড়ি জাগবেন। ইখশিদদের কবরগুলোর হদিস কখনো পাওয়া যায়নি, তবে ধারণা করা হয়, সেগুলো ছিল টেম্পল মাউন্টের ঠিক উত্তর প্রান্তে। জনৈক ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ এই লেখককে দেখিয়েছেন, নিজস্ব ধর্মীয় গতিশীলতা অর্জনের রাজনৈতিক কারণে তিনটি ধর্মের সবাই কিভাবে প্রায়ই জেরুজালেমের ইতিহাস আবিষ্কার করে। টেম্পল মাউন্টের ঠিক উত্তরে ইসরাইলি ভবন নির্মাণের আলোচনার সময় ওই ইতিহাসবিদ স্রেফ একটি ফলক স্থাপন করে বলেছিলেন, এটা ইখশিদদের কবরস্থান, যা দরগা হিসেবে গৃহীত হলো। নতুন ভবনটির নির্মাণ বাতিল হয়ে গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্যালটিয়েল ও ফাতিমি রাজবংশ : ইহুদি চিকিৎসক-প্রিন্স এবং জীবন্ত ইমামেরা

জেরুজালেমের নতুন প্রভু মিসাইয়ানিক ফাতিমিরা ছিল অন্যান্য ইসলামি রাজবংশ থেকে ভিন্ন। তারা নিজেদের কেবল খলিফাই ঘোষণা করেনি, ধর্মীয় রাজা তথা জীবন্ত ইমাম দাবি করত, প্রায় মানুষ ও স্রষ্টার মাঝামাঝি পর্যায়ে নিজেদের নিয়ে গিয়েছিল। তাদের দরবারে আগতদের আঙিনায় ক্রমবর্ধমান চোখ ঝলসানো বিলাসিতা প্রদর্শন করে স্বর্ণ-পর্দায় ঘেরা সিংহাসনের সামনে হাজির করা হতো, সেখানে তারা সিজদা করলে পর্দাগুলো সরে যেত, সোনালি পোশাকে জীবন্ত ইমাম আত্মপ্রকাশ করতেন। গোপনপ্রবণ সম্প্রদায়টির বিশ্বাস ছিল অতিন্দ্রীয়বাদী, প্রায়শ্চিত্তকেন্দ্রিক ও দুর্বোধ্য। তাদের ক্ষমতা প্রাপ্তি ছিল রহস্যজনক, গুপ্ত এবং দুঃসাহসিক অভিযানে পরিপূর্ণ। ৮৯৯ সালে সিরিয়ার ধনী বণিক উবায়েদুল্লাহ নিজেকে জীবন্ত ইমাম ঘোষণা করে বললেন, তিনি ইমাম ইসমাইলের মাধ্যমে আলী এবং নবিজির মেয়ে ফাতিমার প্রত্যক্ষ বংশধর। এ কারণে এই সম্প্রদায়ের নাম হয় ইসমাইলি শিয়া। তার গোপন এজেন্টরা (তথাকথিত *দাওয়া*) পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে ইয়েমেন জয় করেছিল, তিউনিসিয়ার কয়েকটি বার্বার গোত্রকে ধর্মান্তরিত করে। আব্বাসীয়রা তাকে হত্যা করার চেষ্টা করার মধ্যে তিনি গায়েব হয়ে গেলেন। কয়েক বছর পর, তিনি বা অন্য কেউ তিউনিসিয়ায় আল-মেহ্দি (মনোনীত) হিসেবে আবার আত্মপ্রকাশ করার দাবি করলেন। তিনি নিজস্ব খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে পবিত্র মিশন নিয়ে নতুন সাম্রাজ্য বির্নিমাণ শুরু করলেন : বাগদাদের ভুয়া আব্বাসীয়দের উৎখাত এবং বিশ্বকে পাপমুক্ত করা। ৯৭৩ সালে উত্তর আফ্রিকার তৃণভূমি অঞ্চল, সিসিলি, মিসর, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার নতুন শাসক খলিফা মুইজ তার নতুন রাজধানী আল-কাহিরা আল-মুইজ্জিয়ারায় (মুইজের বিজয়) সরে আসেন, ওই শহরটিই এখন কায়রো নামে পরিচিত।

তার উত্তরসূরি আজিজ তাদের উপদেষ্টা ইবনে কিলিসকে সাম্রাজ্যের প্রধান উজিড় (প্রধানমন্ত্রী) নিযুক্ত করেন, মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর তিনি ওই পদে ছিলেন। বিপুল সম্পদ ছাড়াও তার আট হাজার দাসী ছিল। বিদ্বজ্জন হিসেবে তিনি ইহুদি ও খ্রিস্টান পুরোহিতদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, তার ক্যারিয়ার মূর্ত হয় ফাতিমিদের সহিষ্ণুতায়। তারা নিজ নিজ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অনুরক্ত ছিলেন, জেরুজালেমে সঙ্গে সঙ্গেই তা অনুভূত হয়।

জেরুজালেমে ইহুদিরা ছিল বিভক্ত, দরিদ্র ও উচ্ছৃঙ্খল, অথচ তাদের মিসরীয় ধর্মভাইয়েরা ফাতিমিদের অধীনে সমৃদ্ধ হচ্ছিল। তারা কায়রোর খলিফাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসক সরবরাহ করা শুরু করেছিল। এসব লোক কেবল রাজকীয় চিকিৎসক নয়, আরো বেশি কিছু ছিল। তারা প্রধানত হতো বিদ্বজ্জন-বণিক, প্রভাবশালী সভাসদ। তাদের মধ্য থেকেই সাধারণত ফাতিমি সাম্রাজ্যে ইহুদিদের নেতা নিযুক্ত হতো, ওই পদকে বলা হতো *নাগিদ* (দ্য প্রিন্স)। প্যালটিয়েল (তার পরিচয় রহস্যময়) নামের এক ইহুদি ছিলেন সম্ভবত এসব চিকিৎসক-সভাসদ-প্রিন্সের পথিকৃত। জেরুজালেম জয়ী ফাতিমি বীর জওহারের অনুগ্রহভাজন হিসেবে তিনি শুরু থেকে পূণ্যনগরীতে ইহুদিদের সহায়তা করতে লাগলেন।

অনেক বছরের আব্বাসীয় উদাসিনতা এবং তুর্কি শাসকদের খেয়ালখুশিমূলক পৃষ্ঠপোষকতার ফলে জেরুজালেমের অবস্থা খারাপ ও অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছিল। কায়রো ও বাগদাদের খলিফাদের মধ্যে অব্যাহত যুদ্ধের কারণে তীর্থযাত্রীরা নিরুৎসাহিত হতো; বেদুইনেরা প্রায়ই স্বল্প সময়ের জন্য হলেও নগরী দখল করে নিত। ৯৭৪ সালে কর্মচঞ্চল বাইজানটাইন সম্রাট জন ৎজিমিসকেস দামাস্কাস দখল করে গ্যালিলি পর্যন্ত চলে আসেন, প্রতিজ্ঞা করেন, তার 'লক্ষ্য মুসলমানদের কবল থেকে আমাদের ঈশ্বরের হলি সেপালচরকে মুক্ত করা।' তিনি খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলেন; জেরুজালেম প্রতীক্ষা করছিল, কিন্তু তিনি কখনো আসেননি।

ফাতিমিরা তাদের অনুসারী ইসমাইলি ও শিয়াদের জেরুজালেম মসজিদে তীর্থযাত্রায় উৎসাহিত করত, তবে বাগদাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে সুন্নি তীর্থযাত্রী-রা আসতে পারত না। জেরুজালেমের তীব্র বিচ্ছিন্নতায় যেভাবেই হোক না কেন, তার পবিত্রতা আরো বাড়িয়ে দেয় : ইসলামি লেখকেরা এখন জেরুজালেমের মাহত্ম্যসূচক তথা *ফাজাইল* নামের সাহিত্য সংকলন প্রকাশ করতে লাগল। তারা নগরীর নতুন নামও দেয় : তার নাম তখনো ছিল ইলিয়া ও বায়তুল মাকদিস (পবিত্র ঘর), তবে সে এখন আল-বালাতও (প্রাসাদ) হলো। অবশ্য খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা অনেক বেশি ধনী হতো, তারা ক্ষমতাসীন মুসলমানদের চেয়ে সংখ্যাও অনেক বেশি থাকত। ফ্রাঙ্করা ইউরোপ থেকে সাগরপথে আসত, প্রতি ইস্টারে ধনী কাফেলাগুলো আসত মিসর থেকে।

ইহুদিরাও তাদের ত্রাতার জন্য কায়রোর দিকে চেয়ে থাকত, সেখানে প্যালটিয়েল এখন খলিফাকে জেরুজালেমের দরিদ্র গাওন এবং জেরুজালেম অ্যাকাডেমির জন্য বিশেষ সহায়তা দিতে রাজি করিয়েছেন। তিনি মাউন্ট অলিভসে ইহুদিদের জন্য একটি সিনাগগ কেনার সম্মতি পেয়েছেন, অ্যাবোলসোম'স পিলারের কাছে সমবেত হওয়ার অনুমতি নিয়েছেন, টেম্পল মাউন্টের পূর্ব প্রাচীরে গোল্ডেন গেটে প্রার্থনা করার অধিকারও লাভ করেছেন। উৎসবগুলোতে ইহুদিদের সাতবার পুরনো টেম্পল চক্কর দেওয়ার অনুমতি ছিল। তবে তাদের প্রধান সিনাগগ হিসেবে বহাল থাকে 'ওয়েস্টার্ন ওয়ালে তীর্থস্থানের ভেতরের বেদি' তথা 'দ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেভ।' আব্বাসীয়দের আমলে ইহুদিদের তেমন সহ্য করা হতো না, এখন তারা দরিদ্র হলেও দুই শ' বছরের মধ্যে অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছিল। দুঃখজনক বিষয় হলো, রাব্বানিয়াত ও কারাইতেসরা (যারা ফাতিমিদের কাছ থেকে একটু বেশিই সুবিধা পেত) মাউন্ট অব অলিভসে আলাদা আলাদাভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করত, যা অল্প সময়ের মধ্যেই হাতাহাতির সৃষ্টি করে এবং এসব হতদরিদ্র বিদ্বজ্জন জেরুজালেমের নোংরা, ভগ্নপ্রায় সিনাগগ এবং ভূগর্ভস্থ পবিত্র গুহাগুলোতে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ল। আর তাদের স্বাধীনতা মুসলিম হতাশাই কেবল বাড়িয়ে দিত।

১০১১ সালে প্যালটিয়েল মারা গেলেন। তার ছেলে সমাহিত করার জন্য মরদেহটি জেরুজালেম নিয়ে আসেন, কিন্তু ধনী অনুগ্রহভাজনের লাশটি মুসলিম দুর্বৃত্তদের হাতে আক্রান্ত হলো। তবে প্যালটিয়েলের পরও কায়রোর ইহুদিরা অ্যাকাডেমি এবং মরনারর্স অব জায়ন (তারা ইসরাইল পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রার্থনা করত। তারা আসলে ছিল ধর্মীয় জায়নবাদী) নামের একটি অতিন্দ্রীয়বাদী সম্প্রদায়ের জন্য সাহায্য কাফেলা পাঠাত। কিন্তু সাহায্য কখনো পর্যাপ্ত ছিল না : 'অল্প কয়েকজন বিদ্বজ্জন ছাড়াও নগরীতে আছে বিধবা, এতিম, নির্বান্ধব ও দরিদ্র লোকজন,' লিখেছেন এক ইহুদি জেরুজালেমবাসী, তহবিল সংগ্রহের চিঠিতে। 'এখানে জীবন খুবই কঠিন, খাবার দুষ্প্রাপ্য। আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের পাপমুক্ত করুন।'[১৫] ইহুদিরা এখন 'করুণা উদ্রেককারী লোক, সার্বক্ষণিক হয়রানির শিকার।'

অবশ্য অবিশ্বাসীদের সংখ্যাধিক্য এবং তাদের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা সুন্নি মুসলমানদের কাছে মর্মপীড়ার কারণ হতো। মুকাদ্দাসি বিরক্তকণ্ঠে বলেছেন, 'সব জায়গায় খ্রিস্টান ও ইহুদিরা সুবিধাজনক অবস্থা।' এই ভ্রমণলেখকের নামের অর্থ দাঁড়ায় 'জেরুজালেমে জন্মগ্রহণকারী।'

মুকাদ্দাসি : জেরুজালেমবাসী

'বছরের কখনোই নগরীর রাস্তাগুলো মুসাফিরশূন্য থাকে না।' ৯৮৫ সালের দিকে, ফাতিমি শাসনের সর্বোচ্চ অবস্থায় মোহাম্মদ ইবনে আহমদ শামস উদ্দিন আল-মুকাদ্দাসি নগরীতে তার বাড়ি ফিরলেন, তিনি একে বলতেন আল-কুদস (পবিত্র)।* তখন তার বয়স চল্লিশের কিছু বেশি, ২০ বছর 'জ্ঞানের সন্ধানে' ঘুরে বেড়িয়েছেন। বায়তুল হিকমার (হাউজ অব উইজডম) বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও ধর্মানুরাগের সঙ্গে ওই সময় প্রতিটি ইসলামি জ্ঞানসাধকের প্রশিক্ষণের অংশ ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফর। তার মাস্টারপিস *দ্য সাউভেস্ট ডিভিশনস ফর নলেজ অব দ্য রিজিয়নস*-এ তার জানার অদম্য আগ্রহ ও অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি দেখা যায়-

ভিক্ষা করা আর মারাত্মক পাপ ছাড়া মুসাফিরেরা যেসব পরিস্থিতি অতিক্রম করে, আমি তার সবকিছুতেই পড়েছি। অনেক সময় আমি ছিলাম ধার্মিক, অনেক সময় নাপাক খাবার খেয়েছি। আমি ডুবে মরতে বসেছিলাম, আমার কাফেলা ডাকাতদের মুখে পড়েছিল। আমি রাজা ও মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলেছি, লম্পটদের সঙ্গী হতে হয়েছে, গুপ্তচর হিসেবে অভিযুক্ত হয়েছি, আমাকে কারাগারে পাঠানো হয়েছিল, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে পরিজ খেয়েছি, সাধুদের সঙ্গে ঝোলের স্বাদ নিয়েছি, সৈনিকদের সঙ্গে চেখেছি পুডিং। রোমানদের [বাইজানটাইন] বিরুদ্ধে যুদ্ধজাহাজে যুদ্ধ দেখেছি, রাতে চার্চের ঘন্টা শুনেছি। আমি রাজাদের সম্মানসূচক পোশাক পরেছি, অনেকবার নিঃস্ব হয়েছি। দাসদাসির মালিক হয়েছি, মাথায় করে বোঝা টেনেছি। আমি কত সম্মান আর মর্যাদা পেয়েছি। আবার আমাকে হত্যার অনেক ষড়যন্ত্রও হয়েছে।

তবে তিনি যেখানেই থাকুন না কেন, জেরুজালেম নিয়ে গর্ব কখনো কম করেননি :একবার আমি বসরায় [ইরাক] এক সভায় বসেছিলাম। মিসরের [কায়রো] কথা উঠল। আমাকে জিজ্ঞেস করা হলো : কোন শহর শ্রেষ্ঠ? আমি বললাম : 'আমাদের নগরী।' তারা বলল : কোন নগরী মিষ্টিময়? 'আমাদেরটি।' তারা জিজ্ঞেস করল : কোন শহর অপেক্ষাকৃত ভালো? 'আমাদেরটি।' তারা বলল : কোন শহর বেশি প্রাচুর্যময়? 'আমাদেরটি।' সভা এতে বিস্মিত হলো। তারা বলল, 'আপনি আত্মদর্পী লোক। আপনি যেসব দাবি করেছেন, আমরা তা গ্রহণ করছি না। হজের সময় উটের মালিকের মতো লোক আপনি।'

অবশ্য তিনি জেরুজালেমের ত্রুটির ব্যাপারেও সৎ ছিলেন : তিনি স্বীকার করেছেন, 'দুর্বলদের ওপর অত্যাচার করা হয়, ধনীরা ঈর্ষার শিকার হয়। পূণ্যনগরীর চেয়ে অন্য কোথাও হাম্মাম এমন নোংরা নয়, বা অন্য কোথাও এত বেশি ফি'ও আদায় করা হয় না।' তবে জেরুজালেমে সর্বোৎকৃষ্ট কিশমিশ, কলা ও পাইননাট উৎপাদিত হয়; এই নগরীতে অনেক মুয়াজ্জিন ঈমানদারদের জন্য আজান দেন, এখানে কোনো পতিতালয় নেই। 'জেরুজালেমে এমন কোনো জায়গা নেই, সেখানে আপনি পানি পাবেন না বা আজান শুনবেন না।'

মুকাদ্দাসি টেম্পল মাউন্টে মরিয়ম (ম্যারি), ইয়াকুব (জ্যাকব) ও অতিন্দ্রীয় দরবেশ খিজিরের জন্য উৎসর্গ করা পূণ্যস্থানগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন।** আল-আকসা হলি সেপালচরের চেয়ে 'অনেক বেশি সুন্দর,' তবে ডোম তুলনাহীন : 'প্রভাতে যখন সূর্যের আলো প্রথম ডোম স্পর্শ করে, ড্রামটি যখন রশ্মির ছোঁয়া পায়, তখন এই অট্টালিকাটি অসাধারণ দেখায়, এটা এমন যে, আমি ইসলামে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমতুল্য কিছুই দেখিনি, প্যাগান আমলেও নয়।' মুকাদ্দাসি খুব ভালোভাবেই অবগত ছিলেন, তিনি দুই জেরুজালেমে (বাস্তব ও পরাবাস্তব) বাস করছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটা মহাপ্রলয়েরও স্থান : 'নগরীটি কি এই দুনিয়া এবং পরবর্তী জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী নয়? এটা কি *সাহিরা* (সমতল) হয়ে সবার সমবেত হওয়ার স্থান এবং বিচার দিনের ময়দানে পরিণত হবে না? মক্কা ও মদিনার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সত্য, তবে কিয়ামতের দিনে তারা উভয়ে জেরুজালেমে আসবে এবং তাদের সব শ্রেষ্ঠত্ব এখানে একত্রিত হবে।'

অবশ্য, মুকাদ্দাসি তখনো সুন্নিদের স্বল্পতা এবং ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের কোলাহলপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে অভিযোগ করেছেন.: 'বিদ্বজ্জন কম, খ্রিস্টানরা বেশি এবং পাবলিক প্লেসগুলোতে অভদ্র।' সর্বোপরি ফাতিমিরা গোঁড়ামিপূর্ণ হলেও স্থানীয় মুসলমানেরা খ্রিস্টানদের উৎসবে যোগ দিত। তবে পরিস্থিতি মারাত্মক দিকে এগুতে লাগল : ১০০০ সালে ৫০ বছর বয়সে মুকাদ্দিস যখন ইন্তিকাল করেন, তখন জীবন্ত ইমাম হিসেবে সিংহাসনে বসেছেন এক শিশু, যিনি খ্রিস্টান ও ইহুদি জেরুজালেম ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন।**

AMARBOI.COM

* আল-কুদস শব্দটি প্রথম দেখা গিয়েছিল মামুনের মুদ্রায়, ৮৩২ সালে। এর পর থেকে জেরুজালেমবাসীর পরিচিত হতো কুদসের লোক হিসেবে। শব্দটি এসেছে কাদসি বা অপভ্রংস 'উৎসি' থেকে।)

** ইসলামি দরবেশদের মধ্যে খিজির সবচেয়ে মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী, জেরুজালেমের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। বলা হয়ে থাকে, তিনি সেখানে রমজান পালন করেন। চির নবীন (গ্রিন ম্যান) খিজির আধ্যাত্মিক রহস্য পুরুষ, তিনি সব সময় তরুণ থাকেন, তবে তার দাড়ি সাদা, পবিত্র কোরআনে (১৮.৬৫) তাকে হজরত মুসার পদপ্রদর্শক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুফিবাদে খিজির হলেন পূণ্য পথের নির্দেশক ও আলোকবর্তিকা। এই চির নবীন লোকটি (দ্য গ্রিন ম্যান) দৃশ্যত আর্থুরিয়ান মহাকাব্য *স্যার গাওইন অ্যান্ড গ্রিন নাইটে* গ্রিন নাইটকে উদ্দীপ্ত করেছেন। তবে তিনি প্রধানত জুইশ ইলিজা এবং খ্রিস্টান সেন্ট জর্জের (ডিওক্লেটিয়ান কর্তৃক নিহত রোমান অফিসার) সঙ্গে সম্পৃক্ত।) বেথলেহেমের কাছে বেইত জালায় তার দরগাটি এখনো ইহুদি, মুসলিম ও খ্রিস্টানেরা ভক্তি করে।)

হাকিম : আরব ক্যালিগুলা

খলিফা আজিজ ইন্তিকালের সময় ছেলেকে চুমু খেলেন, তারপর তাকে খেলতে বাইরে পাঠালেন। এর সামান্য পর তিনি মারা গেলেন, কিন্তু কেউ ১১ বছর বয়স্ক জীবন্ত ইমামকে খুঁজে পেলেন না। ব্যাপক খোঁজাখুজির পর তাকে একটি চিনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাছের ওপরে অমঙ্গলজনক অবস্থায় পাওয়া গেল। এক সভাসদ শিশুটির কাছে কাতর প্রার্থনা করেন, 'নেমে আসুন, আমার প্রিয়। আল্লাহ্ আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।'

জমকাল পোশাক পরিহিত সভাসদেরা গাছটির নিচে জড়ো হলেন। নতুন খলিফা হাকিম স্মৃতিচারণ করেছেন, "'আমি নেমে এলাম,' ওই সভাসদ আমার মাথায় রত্নখচিত পাগড়ি পরিয়ে দিল, আমার সামনে মাটিতে চুমু খেল এবং বলল, 'আমির উল মুমিনিনের জয় হোক, আল্লাহর রহমত ও করুণা বর্ষিত হোক।' তারপর সে আমাকে ওই পোশাক পরাল, আমাকে লোকজনকে দেখাল, তারা আমার সামনে ভূমিচুম্বন করল, আমাকে খলিফা সম্বোধন করে অভিনন্দিত করল।"

তিনি খ্রিস্টান মায়ের ছেলে, তার দুই মামাই ছিলেন প্যাট্রিয়ার্ক। হাকিম চওড়া বুকওয়ালা যুবক হিসেবে বেড়ে ওঠেন, তার নীল চোখ স্বর্ণের মতো ঝকমক করত। প্রথমে মন্ত্রীদের পরামর্শে তিনি তার পরিবারের ইসমাইলি মিশন অব্যাহত রাখেন, ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। তিনি কবিতা পছন্দ করতেন, জ্যোতির্বিদ্যা ও দর্শন অধ্যায়নের জন্য কায়রোতে নিজস্ব বায়তুল হিকমা (হাউজ অব উইজডম) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তার বৈরাগ্য নিয়ে গর্বিত ছিলেন, হীরকখচিত পাগড়ির বদলে সাধারণ স্কার্ফ বেছে নিতেন, এমনকি কায়রোর রাস্তায় গরিব লোকদের সঙ্গে কৌতুক করতেন। তবে তিনি যখন তার নিজের অধিকারবলে শাসন করতে শুরু করলেন, তখন পরিষ্কার হতে শুরু করল যে, এই অতিন্দ্রীয়বাদী স্বৈরাচার ভারসাম্যহীন। তিনি প্রথমে মিসরের সব কুকুর, তারপর বিড়াল হত্যার নির্দেশ দিলেন। তিনি আঙুর, পানিফল ও মাছের আঁশ ছাড়ানো ছাড়া খাওয়া নিষিদ্ধ করেন। তিনি দিনে ঘুমাতেন, রাতে কাজ করতেন, কায়রোর সব লোককে তার অদ্ভুত ব্যবস্থা অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১০০৪ সালে তিনি খ্রিস্টানদের গ্রেফতার ও ফাঁসি দেওয়া শুরু করেন, জেরুজালেমের সব চার্চ বন্ধ করে সেগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করলেন। তিনি ইস্টার, মদ্যপান (যা ছিল খ্রিস্টান ও ইহুদিদের লক্ষ করে প্রণীত) নিষিদ্ধ করেন। স্বর্ণ বাছুরের বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি ইহুদিদের গরুর কাঠের গলাবন্ধনি এবং মুসলমানদের তাদের কাছাকাছি হওয়ার বিষয়টি সতর্ক করার জন্য ঘণ্টা পরার নির্দেশ দিলেন। খ্রিস্টানদের লোহার ক্রুশ পরতে হতো। ইহুদিদের ধর্মান্তর বা দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়। মিসর ও জেরুজালেমে সিনাগগগুলো ধ্বংস করা হলো। তবে খ্রিস্টানদের একটি শাস্ত্রাচার ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয় হওয়ায় হাকিমের নজরে এসেছিল জেরুজালেম। সেটা হলো হলি ফায়ারের (পবিত্র অগ্নি) অবতরণ।[১৭] নগরীতে এই বিশেষ অলৌকিক ঘটনা উদযাপন করতে প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইস্টারে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য থেকে খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের ঢল নামত।

গুড ফ্রাইডের পর দিন হলি স্যাটারডেতে (পবিত্র শনিবার) হাজার হাজার খ্রিস্টান হলি সেপালচরের চার্চে রাত কাটাত। টম্বটি (সমাধি) বন্ধ রাখা হতো, সব বাতি নিভিয়ে ফেলা হতো। তারপর আবেগময় উচ্ছ্বাসের মধ্যে অন্ধকারে প্যাট্রিয়ার্ক টম্বে প্রবেশ করতেন। দীর্ঘ উৎকণ্ঠিত অপেক্ষার পর একটি বিজলি দৃশ্যত ওপর থেকে নেমে আসত, শিখাটি মৃদুভাবে সঞ্চালিত হতো, স্থানটি আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠত, প্যাট্রিয়ার্ক রহস্যজনকভাবে জ্বলে ওঠা একটি বাতি নিয়ে আবির্ভূত হতেন। প্রবল উল্লাস এবং বুনো উচ্ছ্বাসের মধ্যে এই পবিত্র আগুন মোমবাতির মাধ্যমে জনতার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হতো। খ্রিস্টানেরা তুলনামূলক এই নতুন শাস্ত্রাচারকে (এর প্রথম উল্লেখ করেছেন ৮৭০ সালে জনৈক তীর্থযাত্রী) যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাবের ঐশ্বরিক প্রমাণ বিবেচনা করত। মুসলমানেরা মনে করত, এটা একটা ভোজবাজি, গোপন সলতেযুক্ত বাতিতে রজন তেল দিয়ে বিশেষ কৌশলে এই আগুন ধারণ করা হয়। জেরুজালেমবাসী জনৈক মুসলমান লিখেছেন, 'এসব ঘৃণ্য কাজে আতঙ্কে কাঁপুনির সৃষ্টি হয়।'[১৮]

হাকিম এটা যখন শুনলেন এবং জেরুজালেমে খ্রিস্টান কাফেলাগুলোর বিপুল সম্পদ দেখলেন, তখন তিনি কায়রোতে জুইশ কোয়ার্টার পুড়িয়ে দিলেন, হলি সেপালচর চার্চ পুরোপুরি ধ্বংস করার নির্দেশও দিয়েছিলেন। ১০০৯ সালের সেপ্টেম্বরে তার অনুচরেরা চার্চটির 'একটা একটা করে পাথর' খুলে নিতে থাকে, 'যে অংশটুকু ধ্বংস করা অসম্ভব, ততটুকু ছাড়া বাকিটা গুঁড়িয়ে দিল,' নগরীর সিনাগগ ও চার্চগুলো বিধ্বস্ত করতে থাকে। ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করে।

খলিফার উদ্ভট আচরণে অনেক ইসমাইলিয়া মনে করতে থাকে, 'হাকিমের দেহে আল্লাহ ভর করে আছে।' তিনি তার নিজের পবিত্র দৈব-বাণী প্রকাশের উন্মাদনাপূর্ণ অবস্থায় হাকিম নতুন ধর্ম প্রকাশে নিরুৎসাহিত হতেন না, তিনি মুসলমানদের নির্যাতন করা শুরু করেন; রমজান নিষিদ্ধ করলেন, শিয়া এবং একইসঙ্গে সুন্নিদের সন্ত্রস্ত্র করতে থাকলেন। মুসলমানেরা তাকে প্রচ ঘৃণা করত, ফলে কায়রোতে তার খ্রিস্টান ও ইহুদিদের সমর্থন প্রয়োজন পড়ল, তিনি তাদের চার্চ ও সিনাগগগুলো আবার নির্মাণের অনুমতি দিলেন।* ইতোমধ্যে মানসিক অসুস্থ খলিফা কায়রোর রাস্তার মোহগ্রস্তের মতো ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছেন, চিকিৎসকেরা প্রায়ই তাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন। হাকিম তার রাজসভার সদস্যদের বরখাস্ত করলেন, তার নিজের শিক্ষক, বিচারপতি, কবি, পাচক, কাজিনদের হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি তার দাসীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজনের হাত কেটে ফেলেছিলেন, অনেক সময় নিজেই কসাইয়ের কাজ করতেন।

*সব সিনাগগ ধ্বংস করা হয়নি। ওল্ড কায়রোর ফুসতাতে জুইশ সিনাগগে 'কায়রো গেনিজা' নামের মধ্য যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পদরাজির কিছু উপাদান মজুত ছিল। ওই সময় আহলে কিতাবধারী তিন ধর্মের সবাই কাগজকে ভক্তি করত, কারণ এতে পবিত্র ভাষা লিখিত হয়, শব্দেরও মানুষের মতো আধ্যাত্মিক জীবন রয়েছে। ইহুদিরা সিনাগগে *গেনিজা* তথা গুদামঘরে সিনাগগের সব কাগজপত্র সাত বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করত। তারপর সেগুলো চিলে কোঠার একটি কবরে সমাহিত করা হতো। ৯০০ বছরেরও বেশি সময় কায়রো গেনিজা খালি করা হয়নি। এতে এক লাখ কাগজ জমা হয়। এগুলোতে ইহুদি মিসরীয়দের জীবন, জেরুজালেমের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূমধ্য সাগরীয় এলাকার চিত্র পাওয়া যায়। গুদামঘরটি সিল করা ছিল, একসময় এটা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায়। ১৮৬৪ সালে জেরুজালেমের এক বিদ্বজ্জন এখানে প্রথম প্রবেশ করেন। ১৮৯০-এর দশকে গেনিজার নথিপত্র প্রকাশ হতে শুরু করে। কাজটি করে ইংরেজ আমেরিকান ও রাশিয়ান বিদ্বজ্জনেরা। তবে ১৮৯৬ সালে দুই পাগলাটে স্কটিশ নারী গেনিজার কিছু নথিপত্র অধ্যাপক সলোমন স্কচটারকে দেখান। তিনি বেন সিরার একলেসিয়াটিকাসের প্রাচীনতম হিব্রু পাঠ শনাক্ত করেন। স্কচটার অমূল্য নথিগুলো সংগ্রহ করেন, এর ফলে এস ডি গোইটেইন ছয় খণ্ডের *মেডিটিরিয়ন সোসাইটি* প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

AMARBOI.COM

হাকিম : গায়েব

অবশেষে ১০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এক রাতের মধ্যভাগে পাগলা রাজা (তখন তার বয়স মাত্র ৩৬) নগরী থেকে বের হয়ে পাহাড়ি এলাকার দিকে চললেন, তারপর রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এতে তার ভক্তরা মনে করল, 'হাকিম কোনো নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেননি, তিনি মারাও যাননি।' তার গাধা ও রক্তাক্ত কিছু ছেঁড়া কাপড় পাওয়া যাওয়ায় ধারণা করা হয়, তাকে সম্ভবত তার বোন খুন করেছিলেন। এই বোনই হাকিমের ছোট ছেলে জাহিরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফাতিমি সৈন্যরা হাকিমের ভক্তদের ওপর গণহত্যা চালায়। কয়েকজন পালিয়ে রক্ষা পায়, তারা নতুন একটি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, যারা এখনো লেবাননে দ্রুজ নামে টিকে আছে।[১৯]

জেরুজালেমে হাকিমের পাগলামির ক্ষত কখনো শুকায়নি : কনস্টানটাইনের চার্চটি আর কখনো আগের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে আকারে নির্মাণ করা যায়নি। হাকিম পুরোপুরি ধ্বংস না করলেও ১০৩৩ সালে নগরী ধ্বংসকারী এক ভূমিকম্পে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইজানটাইন দেয়াল এবং উমাইয়া প্রাসাদগুলো ভেঙে পড়ে; পুরনো উমাইয়া আকসা ধ্বংস হয়ে যায়; জুইশ কেভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খলিফা জাহির জেরুজালেমকে ভক্তি করতেন, তিনি তার পূর্বসূরিদের সহিষ্ণুতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করলেন, ইহুদিদের উভয় সম্প্রদায়কে সুরক্ষা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন, টেম্পল মাউন্টে আল-আকসা মসজিদ নতুন করে নির্মাণ করেন, চমৎকারভাবে সজ্জিত এর স্মারকতোরণটিতে তার নাম, তার জেরুজালেম এবং নবিজির মিরাজে যাওয়ার কথা খোদাই করা রয়েছে। অবশ্য তার মসজিদটি ছিল মূলটির চেয়ে অনেক ছোট। তিনি নগরীর প্রাচীরগুলো পুনঃনির্মাণ করেন, তবে আরো অনেক ছোট আকারে, অনেকটা বর্তমানে যেমনটা দেখা যায়। এর ফলে মাউন্ট জায়ন এবং উমাইয়া প্রাসাদগুলোর ধ্বংসাবশেষ নগরপ্রাচীরের বাইরে থেকে যায়।

জাহির এবং তার উত্তরসূরি চার্চটি পুনর্নির্মাণে বাইজানটাইন সহায়তা স্বাগত জানান। সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইন মোনোমাচুস নতুন হলি সেপালচর নির্মাণ করেন (শেষ হয় ১০৪৮ সালে), এর প্রবেশপথ এখন দক্ষিণ দিকে : 'সর্বাধিক প্রশস্ত এই ভবনটিতে আট হাজার লোকের সংকুলান হতে পারে, ছবিগুলো স্বর্ণখচিত করে বাইজানটাইন ব্রোকেড দিয়ে সবচেয়ে দক্ষতার সঙ্গে বর্ণাঢ্যভাবে এটি নির্মাণ করা হয়েছে,' লিখেছেন পারসি তীর্থযাত্রী নাসির-ই-খসরু। তবে এটা বাইজানটাইন ব্যাসিলিকার চেয়ে অনেক ছোট ছিল। জেরুজালেমের ইহুদিরা তাদের বিধ্বস্ত সিনাগগগুলো পুনর্নির্মাণ করতে পারেনি, যদিও কায়রোর ইহুদি প্রধান উজিড় তুস্তারি * জেরুজালেম সম্প্রদায়কে সমর্থন করতেন।

হাকিমের নির্যাতনের ফলে জেরুজালেম নিয়ে দৃশ্যত নতুন আবেগ সঞ্চারিত হয়- নগরীতে ২০ হাজার তীর্থযাত্রীর ঢল নামে। নাসির লক্ষ করেছেন, 'গ্রিস ও অন্যান্য দেশ থেকে বিপুলসংখ্যক খ্রিস্টান ও ইহুদি জেরুজালেমে আসে।' মক্কায় হজ করার বদলে ২০ হাজার মুসলমান প্রতি বছর টেম্পল মাউন্টে সমবেত হতো। ইহুদি তীর্থযাত্রীরা আসত ফ্রান্স ও ইতালি থেকে।

খ্রিস্টতত্ত্বে পরিবর্তনের ফলে পশ্চিম থেকে ফ্রাঙ্কেরা এবং পূর্ব থেকে গ্রিকেরা জেরুজালেমের দিকে প্রলুব্ধ হয়েছিল। রোমের ক্যাথলিক পোপদের অধীনে ল্যাতিন খ্রিস্টানেরা এবং কনস্টানটিনোপলের সম্রাট ও প্যাট্রিয়ার্কদের নেতৃত্বাধীন অর্থোডক্স গ্রিকেরা এখন নাটকোচিত ভিন্ন। তারা যে কেবল ভিন্ন ভাষায় প্রার্থনা করে কিংবা দুর্বোধ্য তত্ত্ব নিয়ে ঝগড়ায় মেতে ওঠে, তা-ই নয়। অর্থোডক্সি তার আইকন এবং আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ছিল অনেক বেশি অতিন্দ্রীয় ও আবেগময়; ক্যাথলিক ধর্মের ভিত্তি ছিল আদি পাপ, মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বৃহত্তর বিভক্তিতে বিশ্বাসী। ১০54 সারের ১৬ জুলাই, হ্যাগিয়া সোফিয়ায় এক উপাসনা অনুষ্ঠান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলাকালে পোপের এক প্রতিনিধি বাইজানটাইন প্যাট্রিয়ার্ককে ধর্মচ্যুৎ করেন, যিনি ক্ষুব্ধভাবে পোপকে ধর্মচ্যুৎ করেছিলেন। এই মহা বিভাজন, যা এখনো খ্রিস্টধর্মকে বিভক্ত করে রেখেছে, জেরুজালেম নিয়ে পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করে।

চার্চের চারপাশে প্রথম সত্যিকারের খ্রিস্টান কোয়ার্টারের পৃষ্ঠপোষকতা করেন বাইজানটাইন সম্রাট দশম কনস্টানটাইন ডকাস। বস্তুত জেরুজালেমে এত বেশি সংখ্যক বাইজানটাইন তীর্থযাত্রী ও কারিগর ছিল, নাসির অতিন্দ্রীয় গুজব শুনেছিলেন, কনস্টানটিনোপলের সম্রাট ছদ্মবেশে জেরুজালেমে রয়েছেন। তবে সেখানে তখন অনেক পশ্চিমি তীর্থযাত্রীও ছিল, শার্লেমেনের জাতি হিসেবে মুসলিমরা তাদের সবাইকে 'ফ্রাঙ্ক' বলত, যদিও সত্যিকার অর্থে তারা আসত ইউরোপের সব এলাকা থেকে। আর আমালফিটন বণিকেরা তাদের জন্য অনেকগুলো হোস্টেল ও আশ্রম নির্মাণ করেছিল। এটা ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হতো, তীর্থযাত্রার মাধ্যমে ব্যারনীয় যুদ্ধগুলোর পাপমোচন সম্ভব। ১০০১ সালের দিকে ফালক দ্য ব্ল্যাক (আনজুর কাউন্ট এবং পরে ইংল্যান্ড শাসনকারী অ্যাঙ্গেভিন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) তার স্ত্রীকে (জনৈক শূকরমুখোর সঙ্গে ব্যভিচার অভিযোগের কারণে) বিবাহ অনুষ্ঠানের পোশাকে পুড়িয়ে মারার পর তীর্থযাত্রায় জেরুজালেমে এসেছিলেন। তিনি তিনবার আসেন। ওই শতকের শেষ দিকে স্যাডিস্টিক আর্ল সেইয়ান গুডউইনস (ইংল্যান্ডের রাজা হেরোল্ডের ভাই) কুমারী অ্যাবেসেস অ্যাডউইগাকে ধর্ষণ করার পর খালি পায়ে জেরুজালেম যাত্রা করেন। আর নরম্যান্ডির ডিউক রবার্ট (উইলিয়াম দ্য কনকোয়ারের পিতা) সেপালচরে প্রার্থনা করার জন্য ডিউকগিরি পরিত্যাগ করেছিলেন। তবে তিনজনই পথে মারা গিয়েছিলেন : তীর্থযাত্রায় মৃত্যু খুব বেশি দূরে ছিল না।

রাজদরবারের চক্রান্তে সমস্যাগ্রস্ত ফাতিমিরা ফিলিস্তিন নয়, এমনকি জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণে রাখতেও হিমশিম খাচ্ছিল, দস্যুরা তীর্থযাত্রীদের ওপর চড়াও হতো। মৃত্যু এত সাধারণ ব্যাপার ছিল যে, আর্মেনীয়রা যেসব তীর্থযাত্রী তাদের তীর্থযাত্রাকে মুসলমানদের *হজের* মতো মনে করে পথে মারা যেত, তাদের জন্য *মাহদেসি* নামের একটি পদবি সৃষ্টি করেছিল।

১০৬৪ সালে ব্যামবার্গের বিশপ আরনল্ডের নেতৃত্ব সাত হাজার জার্মান ও ডাচ তীর্থযাত্রীর একটি বিশাল কাফেলা নগরীর দিকে অগ্রসর হয়, তবে প্রাচীরের ঠিক বাইরে বেদুইনরা তাদের ওপর আক্রমণ করে। দস্যুদের হাত থেকে লুকানোর জন্য কয়েকজন তীর্থযাত্রী তাদের স্বর্ণ গিলে ফেলেছিল, দস্যুরা সেগুলো পেতে তাদের পেট চিড়েছিল। পাঁচ হাজার তীর্থযাত্রীকে হত্যা করা হলো।[২০] যদিও চার শ' বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরে পূণ্যনগরীটি মুসলমানদের হাতে ছিল, কিন্তু তবুও এ ধরনের নৃশংসতা হঠাৎ করে এই ধারণার সৃষ্টি করল, হলি সেপালচর চার্চ ঝুঁকিগ্রস্ত। ১০৭১ সালে প্রাচ্যের নতুন লৌহমানব আলপ আরসালান (বীর সিংহ) মানজিকার্টে বাইজানটাইন সম্রাটকে পরাজিত ও বন্দি করেন।** আলপ আরসালান ছিলেন তুর্কি ঘোড়সওয়ার সেলজুকদের নেতা। এসব লোক বাগদাদ খিলাফতে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। তাকে সুলতান (ক্ষমতা) নামের নতুন পদবি দেওয়া হয়েছিল। এখন কাশগর থেকে আধুনিক তুরস্ক পর্যন্ত বিশাল সাম্রাজ্য দখল করে আলপ আরসালান তার সেনাপতি আতসিজ ইবনে আওয়াক আল-খাওয়ারিজমিকে দ্রুত দক্ষিণে সন্ত্রস্ত জেরুজালেমের দিকে পাঠালেন।

* তখন ছিল ইসলামি রাজ্যগুলোতে ইহুদি মন্ত্রীদের যুগ। মিসরে পারসি কারাইতেস পরিবারের সদস্য আবু সাদ আল-তুস্তারি হন জাহিরের বিলাস সামগ্রী সরবরাহকারী। তখন তিনি তার কাছে এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসী বিক্রি করেছিলেন। ১০৩৬ সালে খলিফার মৃত্যুর পর এই নারী ওয়ালিদা (খলিফা মুসতানসিরের মা) হন। আর সিংহাসনের পেছনে ক্ষমতা ছিল তুস্তারির হাতে। তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। একবার তিনি আল-ওয়ালিদাকে এক লাখ ৩০ হাজার দিরহাম মূল্যের একটি রৌপ্য জাহাজ ও তাঁবু দিয়েছিলেন। তিনি কখনো ইসলামে ধর্মান্তরিত হননি। কবি রিদা ইবনে তাওয়াব লিখেছেন : 'মিসরের জনগণ, আমি তোমাদের একটি ভালো পরামর্শ দিচ্ছি, ইহুদি হয়ে যাও, কারণ ঈশ্বর নিজেই ইহুদি হয়ে গেছেন।' ১০৪৮ সালে তুস্তারিকে হত্যা করে তুর্কি সৈন্যরা, এতে জেরুজালেমের গাওনরা শোকে আচ্ছন্ন হয়। এদিকে স্পেনের ইসলামি গ্রানাডার উজিড় ছিলেন জেরুজালেমের আরেক পৃষ্ঠপোষক : স্যামুয়েল ইবনে নাগ্রেলা, 'দ্য প্রিন্স,' ছিলেন দক্ষ চিকিৎসক, কবি, তালমুদ বিশেষজ্ঞ ও সেনাপতি। সম্ভবত যুদ্ধে ইসলামি সেনাবাহিনীতে তিনিই ছিলেন একমাত্র সক্রিয় সেনাপতি। তার ছেলে তার উত্তরসূরি হয়েছিলেন, ১০৬৬ সালে গ্রানাডায় ইহুদি গণহত্যাকালে খুন হন।

** বন্দি সম্রাটকে বিজয়ী আলপ আরসালানের (তার গোঁফ এত লম্বা ছিল যে, তিনি সেগুলো তার কাঁধে বাঁধতেন) সামনে আনা হলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যদি আপনার সামনে বন্দি হিসেবে হাজির হতাম, তবে আপনি কি করতেন? রোমানস চতুর্থ ডিওজেনেস জবাব দিলেন, 'সম্ভবত আপনাকে হত্যা কিংবা কনস্টানটিনোপলের রাস্তায় রাস্তায় প্রদর্শন করতাম। 'আলপ আরসালান বললেন, 'আমি আরো কঠোর শাস্তি দেব। আমি আপনাকে ক্ষমা করে মুক্তি দেব।' তবে আলপ বেশি দিন টিকেননি। একটি গুপ্ত হামলার মুখে পড়লে তিনি তীরন্দাজ হিসেবে নিজের দক্ষতা প্রদর্শন করে আক্রমণকারীদের হত্যা করতে দেহরক্ষীদের সরিয়ে দিলেন। কিন্তু তার পা ফসকে যায়, তাকে ছুরিকাঘাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়। মৃত্যুকালে তিনি তার ছেলে মালিক শাহকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন, 'যে পাঠ শিখবে, তা ভালোমতো মনে রাখবে। অহমিকার বশে সুবুদ্ধি হারাবে না।' মারভে তার সমাধিতে শেলির ভাষায় লিখেছেন : 'যারা আলপ আরসালানের আকাশ-উঁচু মহনীয়তা দেখছ, দাঁড়াও! তিনি এখন কালো মাটির নিচে।'

আইতসিজ : পাশবিক লুণ্ঠন

গাওন ও আরো অনেক ইহুদি, যারা ফাতিমিদের অধীনে ভালো অবস্থায় ছিল, জেরুজালেম থেকে পালিয়ে ফাতিমিদের শক্ত ঘাঁটি টায়ারে চলে গেল। আইতসিজ নতুন প্রাচীরগুলো বাইরে তাঁবু ফেললেন, ধর্মভীরু সুন্নি মুসলমান হিসেবে তিনি দাবি করলেন, তিনি জেরুজালেমের ক্ষতি করবেন না। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'এটা আল্লাহর পবিত্র স্থান। আমি এখানে যুদ্ধ করব না।' এর বদলে তিনি ১০৭৩ সালের জুনে জেরুজালেমকে ক্ষুধায় রেখে আত্মসমর্পণে বাধ্য করার ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি দক্ষিণে মিসরের দিকে এগুলেন, সেখানে পরাজিত হলেন। এটা জেরুজালেমবাসীকে বিদ্রোহ করতে উৎসাহিত করল। তারা নগরদুর্গে তুর্কোম্যানদের (এবং আইতসিজের হেরেম) অবরোধ করল।

আইতসিজ ফিরে এলেন। তিনি যখন আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন, তখন তার উপপত্নীরা চুপিচুপি নগরদুর্গ থেকে বেরিয়ে এসে ফটক খুলে দিলেন। তার মধ্য এশিয়ান অশ্বারোহী বাহিনী তিন হাজার মুসলমানকে হত্যা করল, মসজিদগুলোতে লুকিয়েও কেউ বাঁচতে পারেনি। তবে টেম্পল মাউন্টে আশ্রয়গ্রহণকারীরা রক্ষা পেল। 'তারা ডাকাতি, খুন ও বলাৎকার চালাল, গুদামঘরগুলো লুণ্ঠন করল; তারা ছিল অদ্ভূত ও নৃশংস লোক, তারা অনেক রঙের পোশাক পেঁচিয়ে বেঁধে রাখত, কালো ও লাল হেলমেটকে টুপির মতো ব্যবহার করত, সঙ্গে তীর ধনুক রাখত,' জানিয়েছেন জনৈক ইহুদি কবি, তিনি মিসরে আইতসিজের লোকদের মোকাবিলা করেছিলেন। আইতসিজ ও তার অশ্বারোহীরা জেরুজালেম ধ্বংস করলেন: 'তারা শস্য পোড়াল, গাছপালা কাটল, আঙুরবাগানগুলো মাড়িয়ে দিল, কবরগুলো খুঁড়ে হাড়গোড় উপড়ে ফেলল। তারা মানুষের মতো নয়, জানোয়ারের মতো ছিল। তারা ছিল বেশ্যা ও ব্যভিচারী। তারা পুরুষদের দেখে উত্তেজিত হয়ে পড়ত, তাদের নাক-কান কেটে নিত, পোশাক কেড়ে একেবারে উলঙ্গ রেখে চলে যেত।'

আলপ আরসালানের পরিবার ও সেনাপতিরা নিজ নিজ জায়গির দখল করলে সাম্রাজ্যটি অল্প সময়ের মধ্যেই ভেঙে পড়ে। আইতসিজ খুন হলেন, জেরুজালেম পড়ল আরেক তুর্কি সেনাপতি ওরতাক বিন আকসাবের হাতে। তিনি পৌঁছেই হলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেপালচরের গম্বুজে আগুনে তীর ছুঁড়ে জানিয়ে দিলেন, তিনিই প্রভু। অবশ্য তিনি পরে আশ্চর্যজনক সহিষ্ণু হিসেবে পরিচিত হয়েছিলেন, এমনকি এক জ্যাকোবাইট খ্রিস্টানকে গভর্নরও নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি সুন্নি বিদ্বজ্জনদের জেরুজালেমে ফিরে আসার আমন্ত্রণ জানান।*

ওরতাকের দুই ছেলে সাকমান ও ইল-গাজি জেরুজালেমের অধিকার লাভ করেন। স্প্যানিশ বিদ্বজ্জন ইবনে আল আরাবি লিখেছেন, ১০৯৩ সালে 'জনৈক ব্যক্তি গভর্নরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে টাওয়ার অব ডেভিডে শক্তভাবে অবস্থান গ্রহণ করেন। গভর্নর তীরন্দাজ বাহিনীর মাধ্যমে তাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেন।' তুর্কোম্যান সৈন্যরা রাস্তায় রাস্তায় লড়াই করলেও, 'কেউ পরোয়া করেনি, কোনো বাজার বন্ধ হয়নি, কোনো দরবেশ আল-আকসা মসজিদ ত্যাগ করেননি; কোনো আলোচনা স্থগিত হয়নি।' তবে হাকিমের ধ্বংসযজ্ঞ, বায়জানটাইন সম্রাটের পরাজয়, তুর্কোম্যানদের কাছে জেরুজালেমের পতন, তীর্থযাত্রীদের গণহত্যা খ্রিস্ট দুনিয়াকে শোকাহত করে : তারা মনে করতে থাকে তীর্থযাত্রা বিপদসঙ্কুল।[২১]

১০৯৮ সালে মিসরীয় উজিড় খ্রিস্টান ইউরোপের একটি শক্তিশালী বাহিনী পূণ্যভূমির দিকে অগ্রসর হচ্ছে শুনে অবাক হলেন। তিনি তাদেরকে বাইজানটাইন দুর্বৃত্ত দল মনে করে তাদের কাছে সেলজুক সাম্রাজ্য ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রস্তাব দিলেন : খ্রিস্টানেরা সিরিয়া নেবে, তিনি ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করবেন। উজিড় যখন শুনলেন, তাদের লক্ষ্য জেরুজালেম, তিনি তখন '৪০টি গুলতি নিক্ষেপক নিয়ে ৪০ দিন ধরে' নগরী অবরোধ করলেন, তারপর অরতাকের দুই ছেলে ইরাকে পালিয়ে গেলেন। তিনি তার সেনাপতিদের একজনকে *ইফতিখার আদ দৌলা* (জেরুজালেমের গভর্নর) হিসেবে নিয়োগ দিলেন, আরব ও সুদানি সৈন্যদের মোতায়েন করলেন, তারপর কায়রো ফিরে গেলেন। ফ্রাঙ্কদের সঙ্গে আলোচনা ১০৯৯ সালের গ্রীষ্ম পর্যন্ত চলল, খ্রিস্টান দূতেরা সেপালচরে ইস্টার উদযাপন করলেন।

ফ্রাঙ্কিশ আক্রমণের সময়টা ছিল কাকতালীয়ভাবে উপযোগী : আরবেরা সেলজুকদের কাছে তাদের সাম্রাজ্য খুইয়েছে। আব্বাসীয় খিলাফতের গৌরব অনেক দূরের স্মৃতিকথা। ইসলামি বিশ্ব নানা ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত; তুর্কি সেনাপতি, আমির, আতাবেগ নামের রাজপ্রতিনিধিদের দিয়ে শাসিত। এমনকি খ্রিস্টান সেনাবাহিনী যখন দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন এক সেলজুক সেনাপতি জেরুজালেম আক্রমণ করলেন, তাকে অবশ্য প্রতিহত করা হয়। এ দিকে ফ্রাঙ্কদের হাতে অ্যান্টিয়ক নগরীর পতন ঘটল। তারা এখন উপকূল ধরে অগ্রসর হচ্ছে। ১০৯৯ সালের ৩ জুন ফ্রাঙ্করা জেরুজালেমের কাছে রামলা দখল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। হাজার হাজার মুসলমান ও ইহুদি পূণ্যনগরীর ভেতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। ৭ জুন মঙ্গলবার সকালে ফ্রাঙ্কিশ নাইটেরা নবি স্যামুয়েলের সমাধিতে পৌঁছে যায়, জেরুজালেম মাত্র চার মাইল উত্তরে। পশ্চিম ইউরোপ থেকে সারাটা পথ ভ্রমণ করে তারা এখন মন্টজোই (দ্য মাউন্ট অব জয়) থেকে নিচে সব রাজার রাজা যে নগরী, সেদিকে তাকাল। রাতে তারা জেরুজালেমের পাশে তাঁবু খাটাল।

* ফাতিমি উত্তরসূরি প্রশ্নে বিতর্কের ফলে হাসান আল-সাবাহ'র নেতৃত্বে একটি বিচ্ছিন্ন খুনি ইসমাইলিয়া শিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে। তিনি এবং তার নাজারিরা পারস্যে পালিয়ে যান, সেখানে আলামুতের পার্বত্য দুর্গ দখল করেন। পরে তারা লেবাননের কয়েকটি দুর্গ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেন। তিনি তার সুন্নি শত্রুদের সন্ত্রস্ত করতে ছোট ছোট দলের গ্রুপ পাঠাতেন। মধ্যপ্রাচ্যে শতাধিক বছর সন্ত্রাস পরিচালনাকারী তার ঘাতক দল সম্ভবত হাশিশের প্রভাবে থাকতেন। তা থেকে তাদের বলা হতো হাশিশবাদী বা অ্যাসিসিন (গুপ্তঘাতক)। মুসলমানেরা অবশ্য তাদের বলত বাতিনি, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষণকারী।

১০৯৫ সালে সুন্নি দার্শনিক আবু হামিদ আল-গাজ্জালি অ্যাসাসিনদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জেরুজালেমে আশ্রয় নেন। তিনি জানিয়েছেন, *রিভাইভিফিকেশন অব দ্য সায়েন্স অব রিলিজিয়ন* [এহইয়া উলুমুদ্দিন] লিখতে 'আমি ডোম অব দ্য রকের গোল্ডেন গেটের শীর্ষে একটি ছোট্ট কক্ষে নিজেকে আবদ্ধ রাখলাম।' নবউত্থিত এই সুন্নি ইসলাম প্রত্যেকের সম্পর্কে আলোচনা করে দর্শনের ন্যায়শাস্ত্র (গ্রিক অধিবিদ্যা) থেকে ধর্মীয় সত্যের পরমানন্দকর প্রত্যাদেশকে আলাদা করে। চূড়ান্তভাবে তার দৈবজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রভাব খণ্ডন (তার *ইনকোহেরেন্স অব দ্য ফিলোসফার [*তাহাফাতুল ফালাসিফা*]-এ*) করার ফলে বাগদাদের আরবি জ্ঞানের সোনালি যুগের অবসান ঘটে, আরব বিজ্ঞান ও দর্শন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় পাঁচ

ক্রুসেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলি সেপালচরগামী রাস্তায় প্রবেশ কর, বদ জাতির হাত থেকে পূণ্যভূমি কেড়ে নাও, এটাকে আমাদের অধীনে আনো।

পোপ দ্বিতীয় আরবান, ক্লেরমর্তে ভাষণ

জেরুজালেম আমাদের উপাসনার একটি অনুষঙ্গ। তাই আমাদের একজন জীবিত থাকলেও আমরা এটা ছেড়ে দিতে পারি না।

সিংহহৃদয় রিচার্ড, সালাহউদ্দিনকে লেখা চিঠি

জেরুজালেম আমাদের যেমন, আপনাদের কাছেও ঠিক তেমন। অবশ্য এটা আমাদের কাছে আরো বেশি পবিত্র।

সালাহউদ্দিন, সিংহহৃদয় রিচার্ডকে লেখা চিঠি

ঈশ্বরের পূণ্যস্থানগুলোর কোনো উত্তরাধিকার কি আমাদের আছে?
তাহলে কিভাবে আমরা তাঁর হলি মাউন্ট ভুলে যাব?
প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য যেখানেই আমরা থাকি না কেন
আশার একটি জায়গায় আমরা বিশ্বাস করি
ফটকে পরিপূর্ণ ওই ভূমি ছাড়া
যেদিকে স্বর্গের ফটক খোলা।

জুদাহ হ্যালেভি

AMARBOI.COM

আমি যখন চিন্তা করি ও বলি
আমি যখন স্প্যানিশ প্রবাস থেকে জায়নে যাই
আমার আত্মা নরক থেকে স্বর্গে আরোহণ করে
ঈশ্বরের পাহাড় দেখার মহা আনন্দের দিনে
ওই দিনটির জন্য আমি দীর্ঘ অপেক্ষায় আছি।

জুদাহ আল হ্যারিজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১
গণহত্যা
১০৯৯

ডিউক গডফ্রে : অবরোধ

১০৯৯ সাল। জুদাইনের শুষ্ক পাহাড়গুলোতে তখন ভরা গ্রীস্ম। পূণ্যনগরীটি মিসরীয় সৈন্য এবং জেরুজালেমের ইহুদি ও মুসলিম মিলিশিয়াদের দিয়ে সুরক্ষিত। প্রয়োজনীয় সামগ্রীর পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে, জলাধারগুলো পরিপূর্ণ, দূর-দূরান্তের কূপগুলোতে বিষ দেওয়া হয়েছে। জেরুজালেমের খ্রিস্টানদের বহিষ্কার করা হয়েছে। নগরীর অধিবাসীর সংখ্যা বড়জোর ৩০ হাজার। তারা আরো স্বস্তিতে থাকতে পারে এ কারণে যে, মিসরীয় উজিড় তাদের রক্ষার জন্য বাহিনী নিয়ে আসছেন। তারা বেশ ভালোভাবে অস্ত্রে সজ্জিত। তাদের কাছে গুপ্ত অগ্নি-নিক্ষেপক অস্ত্র গ্রিক ফায়ারও আছে। * জেরুজালেমের দুর্ভেদ্য প্রাচীরগুলোর পেছনে তারা অবশ্যই তাদের আক্রমণকারীদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছিল।

ফ্রাঙ্কিশ সেনাবাহিনী ছিল খুবই ছোট, মাত্র ১২ শ' নাইট এবং ১২ হাজার সৈন্য, প্রাচীরগুলো ঘিরে ফেলার জন্য অপর্যাপ্ত। উন্মুক্ত যুদ্ধে হালকা অস্ত্রে সজ্জিত আরব ও তুর্কি ঘোড়সওয়াররা ফ্রাঙ্কিশ নাইটদের প্রবল আক্রমণ ঠেকাতে পারত না। এসব নাইট যুদ্ধের জন্য বিশেষ উপযোগী ভারী ঘোড়ায় চড়ে প্রবল বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ত। প্রত্যেক নাইট হেলমেট, বর্ম (ভেতরে মসৃণ কাপড়ের আবরণযুক্ত) পরত; বর্শা, দ্বিধারী তরবারি, গদা ও ঢাল ব্যবহার করত।

অবশ্য পশ্চিমা ঘোড়াগুলো অনেক আগেই মারা পড়েছিল কিংবা ক্ষুধার্ত সেনাবাহিনী সেগুলো খেয়ে ফেলেছিল। জেরুজালেমের সংকীর্ণ গলিপথগুলো দিয়ে আক্রমণ করা ছিল অসম্ভব, সেখানে ঘোড়া ব্যবহার করা যায় না, অস্ত্রগুলো হয়ে পড়েছিল খুব বেশি উত্তপ্ত। ফ্রাঙ্কদের এই পরিশ্রান্ত বাহিনীকে পায়ে পায়ে যুদ্ধ করতে হবে। আর তাদের রাজপুরুষেরা সারাক্ষণ বিবাদে জর্জরিত ছিল। সর্বোচ্চ কমান্ডার বলে কেউ নেই। তাদের মধ্যে বিশিষ্টতম এবং সেইসঙ্গে সবচেয়ে ধনী ছিলেন তুলোর কাউন্ট রেমন্ড। তিনি সাহসী, তবে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী নেতা নন, তার গোয়ারতুমি ও আনাড়িপনা সবার পরিচিত। রেমন্ড প্রথমে নগর দুর্গের পশ্চিম বিপরীতে শিবির স্থাপন করলেন, কয়েক দিন পর জায়ন গেট অবরোধ করতে দক্ষিণে সরে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব সময়ই জেরুজালেমের দুর্বল স্থান ছিল উত্তর দিক। ফ্ল্যান্ডারদের তরুণ ও সামর্থ্যবান ডিউক রবার্ট (অভিজ্ঞ জেরুজালেম তীর্থযাত্রীর ছেলে) বর্তমান দামাস্কাস গেটের বিপরীত দিকে শিবির স্থাপন করলেন। নরম্যান্ডির ডিউক রবার্ট (উইলিয়াম দ্য কনকয়ারের ছেলে) সাহসী হলেও কার্যসাধনে অপারগ ছিলেন। তার ডাকনাম ছিল কারথুস (অর্থ খাটো-পাওয়ালা)। তিনি হেরোড'স গেটের কাছে অবস্থান নিলেন। চালিকা শক্তি ছিলেন বুলনের গডফ্রে। বলিষ্ঠদেহী ও সোনালি চুলের লোয়ার লরিনের ডিউক গডফ্রের বয়স ৩৯ বছর। তার ধার্মিকতা ও কুমারত্ব (তিনি বিয়ে করেননি) প্রশংসিত হতো। তিনি ছিলেন 'উত্তরাঞ্চলীয় নাইটের আদর্শ চিত্র।' তিনি বর্তমান জাফা গেটের পাশে তার বাহিনী মোতায়েন করলেন। এ দিকে ২৫ বছর বয়স্ক নরম্যান ট্যানক্রেড ডি হটেভিল নিজের জন্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য (প্রিন-সিপ্যালটি) জয় করার আশায় বেথলেহেম ছুটে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি নগরীর উত্তর-পশ্চিম কোণায় গডফ্রের বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিলেন।

পূণ্যনগরীতে পৌঁছাতে ফ্রাঙ্কদেরকে তাদের বাহিনীর অনেক সদস্য খোয়াতে হয়েছে, ইউরোপ ও এশিয়ায় কয়েক হাজার মাইল পাড়ি দিয়েছে। সবাই বুঝতে পারল, প্রথম ক্রুসেডে এটাই হবে হয় শেষ ধাপ কিংবা মোক্ষলাভ।

AMARBOI.COM

* প্রচলিত ভাষ্যগুলোতে বলা হয়ে থাকে, তখন জেরুজালেমে জনসংখ্যা ছিল ৭০ হাজার। এটা অযৌক্তিক অতিরঞ্জন। ১১ শতকে কনস্টানটিনোপলের লোকসংখ্যা ছিল ছয় লাখ, ইসলামের বৃহত্তম দুই নগরী বাগদাদ ও কায়রোর জনসংখ্যা ছিল চার লাখ থেকে পাঁচ লাখ। রোম, ভেনিস ও ফ্লোরেন্সে ছিল ৩০ থেকে ৪০ হাজার মানুষ; প্যারিস ও লন্ডনে ২০ হাজার। গ্রিক ফায়ারকে 'ঈশ্বরের অগ্নিশিখাও' বলা হতো। পেট্রোলিয়ামভিত্তিক এই আগুন বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণে তৈরি করে সাইফনের মাধ্যমে ছোঁড়া হতো। এই আগুন একবার কনস্টানটিনোপলকে রক্ষা করেছিল। তবে এখন খ্রিস্টানদের হাতে নয়, মুসলমানেরা এর অধিকারী।

পোপ দ্বিতীয় আরবান : এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা

ক্রুসেড ছিল এক ব্যক্তির আইডিয়া। ১০৯৫ সালের ২৭ নভেম্বর পোপ দ্বিতীয় আরবান ক্লেরমতেঁ অভিজাত ও সাধারণ মানুষের এক সমাবেশে জেরুজালেম জয় এবং হলি সেপালচর চার্চকে মুক্ত করার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা করলেন।

ক্যাথলিক চার্চের প্রভাব ও খ্যাতি পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে আরবান তার জীবনের প্রধান মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি খ্রিস্টধর্ম ও পোপের ক্ষমতায় নতুন করে প্রাণ সঞ্চারের লক্ষ্যে ধর্মযুদ্ধের নতুন তত্ত্বে পাপমোচনের জন্য অবিশ্বাসীদের নির্মূল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরলেন। এটা ছিল নজিরবিহীন প্রশ্রয়, যা মুসলিম জিহাদের খ্রিস্টীয় ভাষ্য সৃষ্টি করল, তবে এর সঙ্গে জেরুজালেম নিয়ে বিদ্যমান জনপ্রিয় ভক্তিও মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার যুগে, পবিত্র সঙ্কেতচিহ্নের সময় খ্রিস্টের নগরী জেরুজালেমকে বিবেচনা করা হতো সর্বোচ্চ তীর্থস্থান ও স্বর্গরাজ্য উভয়টিই। পাদ্রিদের বক্তৃতা, তীর্থযাত্রীদের কাহিনী, পেশন প্লে (যিশুখ্রিস্টের ক্রুশবিদ্ধাবস্থায় যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুবিষয়ক নাটক), পেইন্টিং ও স্মারকের মাধ্যমে প্রতিটি খ্রিস্টানের কাছেই জেরুজালেম ছিল খুবই পরিচিত। তবে তীর্থযাত্রীদের নির্বিচার হত্যা এবং তুর্কিদের নৃশংসতার উল্লেখ করে আরবান আবেগময়ী ভাষায় হলি সেপালচরের নিরাপত্তা নিয়ে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগও উস্কে দিয়েছিলেন।

আরবানের আহ্বানে সমাজের উঁচু-নিচু হাজার হাজার লোকের সাড়া দেওয়ার উপযুক্ত সময় ছিল তখন। জেরুজালেমবাসী ইতিহাসবিদ টায়ারের উইলিয়াম বলেছেন, 'জাতিতে জাতিতে সহিংসতার বিস্তার, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, ছল-চাতুরি তখন সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছিল। সব শুভ ডুবে গিয়েছিল, বিবাহ-পূর্ব সব ধরনের ব্যভিচার প্রকাশ্যে প্রচলিত ছিল, সেইসঙ্গে ছিল বিলাসিতা, মদ্যপতা, জুয়াখেলা।' ক্রুসেডের ফলে ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার, গোলযোগ সৃষ্টিকারী হাজার হাজার নাইট ও লুটেরার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া এবং বাড়ি থেকে সরে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তবে হলিউড মুভির মাধ্যমে এবং ২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধের বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ক্রুসেডকে স্রেফ ধর্ষকামমূলক মনোবাসনা পূরণের সুযোগ বলে আধুনিককালের যে ধারণা প্রচার করা হচ্ছে তা ঠিক নয়। কয়েকজন রাজপুরুষ নতুন জায়গির সৃষ্টি করতে সক্ষম হন, মুষ্টিমেয় ক্রুসেডার জীবিকার্জনের উপায় লাভ করে। তবে ক্ষয়ক্ষতি ছিল ভয়াবহ। এই কল্পনাপ্রবণ, ঝুঁকিপূর্ণ ও ধর্মীয় অভিযানে অনেক জীবন ও বিপুল সম্পদের ক্ষতি হয়। তখনকার সর্বব্যাপী উদ্দীপনার বিষয়টি বর্তমান সময়ের লোকদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন : খ্রিস্টানদের সামনে জীবনের সব পাপ থেকে ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, এসব যোদ্ধা-তীর্থযাত্রী জেরুজালেমের জন্য যুদ্ধ করার মাধ্যমে মুক্তি পাওয়ার বিশ্বাসে পুরোপুরি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

পোপের আহ্বানের জবাবে ক্লেরমন্তের জনগণ বলল : 'ডিউস লি ভোল্ট! এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা!' প্রথমে যারা ক্রুশদণ্ড তুলে নিলেন তাদের অন্যতম তুলোর রেমন্ড। ৮০ হাজার লোক ক্রুশদণ্ড তুলে নিল। তাদের অনেকে ছিল রাজপুরুষদের নেতৃত্বাধীন সুশৃঙ্খল বাহিনীর সদস্য, কেউ কেউ অভিযানবিলাসী দুর্বৃত্ত দলের লোক, বাকিরা সাধু-সন্ন্যাসীদের অনুগামী ধার্মিক কৃষক। প্রথম দলটি ইউরোপ থেকে কনস্টানটিনোপলের দিকে এগোনোর পথে খ্রিস্টকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার হাজার ইহুদিকে হত্যা কিংবা ধর্মান্তরিত করল।

বাইজানটাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস এসব ল্যাতিন দুর্বৃত্তদের দেখে অনেকটা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি তাদের স্বাগত জানালেও দ্রুত জেরুজালেমের দিকে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। আনাতোলিয়ায় পৌঁছামাত্র তুর্কিরা ইউরোপীয় কৃষকদের দলগুলোকে হত্যা করল। তবে সঙ্ঘবদ্ধ, প্রত্যয়ী ও অভিজ্ঞ নাইটদের নিয়ে গড়া প্রধান সেনাবাহিনীগুলো সেলজুকদের বিধ্বস্ত করে দিল। শুরু থেকেই উদ্যোগটিতে ছিল অভিজ্ঞতা ও যুক্তির বিপরীতে বিশ্বাসের জয়জয়কার, পূণ্যভূমির যত কাছে তারা যাচ্ছিল, এই অনুভূতি তত বাড়ছিল। সামরিক অভিযানটিকে পথনির্দেশ ও উৎসাহিত করে আসছিল দিব্যদৃষ্টি, দেবদূতদের আনাগোনা এবং পবিত্র সঙ্কেতচিহ্ন, সামরিক কৌশলের মতোই এগুলো ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইউরোপীয়দের জন্য সৌভাগ্যের কারণ ছিল, তারা যে অঞ্চলটিতে আক্রমণ চালাচ্ছিল, সেখানে খলিফা, সুলতান ও আমির, তুর্কি ও আরবেরা পরস্পরের বিরুদ্ধে ভয়াবহ সংঘর্ষে লিপ্ত ছিল। ইসলামি সংহতির যেকোনো ধরনের ধারণার চেয়ে পারস্পরিক রেষারেষিই ছিল তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যান্টিয়কের পতন ছিল ক্রুসেডারদের প্রথম প্রকৃত সাফল্য। তবে এরপর তারা নগরীর ভেতরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। অনাহার ও লজ্জাকর অচলাবস্থার মুখে ক্রুসেডটি সেখানেই শেষ হয়ে যেতে বসেছিল। অ্যান্টিয়ক সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায়ে কাউন্ট রেমন্ডের লোকদের অন্যতম পিটার বার্থোলোমে স্বপ্নে একটি চার্চের নিচে পবিত্র বর্শা দেখতে পেলেন। মাটি খুঁড়ে তারা কথিত বর্শাটি খুঁজে পেলেন। এই আবিষ্কারে তাদের মনোবল বেড়ে গেল। বার্থোলোমের বিরুদ্ধে একটি জোচ্চুরির অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি অগ্নিপরীক্ষা দিলেন। গনগনে গরম ৯ ফুট লোহার ওপর দিতে হেঁটে গিয়ে দাবি করলেন, তার কোনো ধরনের খারাপ লাগছে না। তবে ১২ দিন পর তিনি মারা গেলেন।

অ্যান্টিয়ক থেকে রক্ষা পেয়ে ক্রুসেডারেরা দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হলো। ত্রিপোলি, ক্যাস্যরিয়া ও একরের তুর্কি ও ফাতিমি আমিরেরা তাদের সঙ্গে আপস করল। ফাতিমিরা জাফা পরিত্যাগ করল। ক্রুসেডারেরা স্থলপথে জেরুজালেমের দিকে এগিয়ে গেল। তারা নগরপ্রাচীরের কাছে অবস্থান গ্রহণ করলে মাউন্ট অব অলিভসের জনৈক নির্জনবাসী সন্ন্যাসী দৈব প্রত্যাদেশে উদ্দীপ্ত হয়ে ক্রুসেডার সেনানায়কদের অবিলম্বে আক্রমণ চালাতে বললেন। ১৩ জুন তারা প্রাচীরগুলো ভেদ করার চেষ্টা চালাল, কিন্তু সহজেই পর্যুদস্ত হলো, বিপুল ক্ষতি হয়ে গেল। রাজপুরুষেরা বুঝতে পারল, সাফল্য পেতে তাদের আরো ভালো পরিকল্পনা, অনেক মই, গুলতি ও অবরোধ-ইঞ্জিন লাগবে। কিন্তু সেগুলো বানানোর পর্যাপ্ত কাঠ তাদের কাছে ছিল না। তবে সৌভাগ্যবশত তারা সেগুলো পেয়ে গেল। ১৭ তারিখে

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনোয়ার সৈন্যরা জাফায় নামল, তারা তাদের জাহাজগুলো ভেঙে কাঠ সংগ্রহ করল জেরুজালেমে গুলতি ছোঁড়ার ব্যবস্থা-সংবলিত চাকাযুক্ত অবরোধ-মেশিন বানাতে।

রাজপুরুষেরা তখনই জয়লব্ধ স্থানগুলো নিয়ে ঝগড়া শুরু করে দিয়েছে। সবচেয়ে সক্ষম দুজন দুটি ক্ষুদ্র রাজ্য নিজেদের করে নিয়েছে: ট্যারান্টোর বোহেমন্ড অ্যান্টিয়ক দখলে রাখার জন্য চলে গেছেন আর গডফ্রের ভাই কর্মশক্তিতে ভরপুর বল্ডউইন অনেক দূরে ফোরাতের তীরে এডেসা দখল করেছেন। এখন লোভী ট্যানক্রেড তার নিজের জন্য বেথলেহেম দাবি করলেন। তবে ন্যাটিভিটির স্থানটি চার্চনিজেদের জন্য চাইল। এ দিকে প্রচ গরম, গ্রীষ্মের তপ্ত হাওয়া, পানির স্বল্পতা, লোকজনের তীব্র অভাব, মনোবলে ঘাটতি এবং মিসরীয়রা এগিয়ে আসছে। হাতে সময় নেই।

একটি দৈববার্তা বিপর্যয় থেকে তাদের রক্ষা করল। ৬ এপ্রিলে দৈব প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত এক পাদ্রি ঘোষণা করলেন, তার কাছে (প্রথমবারের মতো নয়) লি পুয়ের অ্যাডহেমারের (ওই শ্রদ্ধেয় বিশপ অ্যান্টিয়কে মারা গিয়েছিলেন) আত্মা এসে বলে গেছে, ফ্রাঙ্কদেরকে প্রাচীরগুলোর চার দিকে ঘুরতে হবে, যেভাবে যশুয়া ঘুরেছিলেন জেরিকোর চারপাশে। সেনাবাহিনী তখন তিন দিনের উপবাসী। ৮ জুলাই পাদ্রিরা পবিত্র স্মারকচিহ্নগুলো নিয়ে নগ্ন পায়ে জেরুজালেমের প্রাচীরগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন, 'ভেরী, ব্যানার ও অস্ত্র' নিয়ে তাদের অনুসরণ করল ক্রুসেডারেরা। নগরপ্রাচীরের ভেতর থেকে জেরুজালেমবাসী তাদের বিদ্রুপ করল, ক্রুশদণ্ডগুলোর দিকে অপমানকর সামগ্রী ছুঁড়ে মারল। যশুয়ান সার্কিট সমাপ্ত হলে তারা মাউন্ট অব অলিভসে সমবেত হলো পাদ্রিদের বক্তৃতা শুনতে এবং তাদের নেতাদের মধ্যে বিরোধ অবসান প্রত্যক্ষ করতে। মই, অবরোধ-ইঞ্জিন, ম্যানগোনেল (নগরপ্রাচীর ভাঙার বিশেষ যন্ত্র), ক্ষেপণাস্ত্র, তীর, ফ্যাসিন (খাল, পরিখা ইত্যাদি পার হওয়ার জন্য কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি কাঠামো)- সবকিছুই তৈরি করতে হবে। সবাই দিন-রাত কাজ করে যাচ্ছিল। নারী ও বৃদ্ধরা অবরোধ-ইঞ্জিনের জন্য এনিমেল হাইড সেলাইকাজে যোগ দিল। লক্ষ্য ছিল অদম্য : পূণ্যনগরীর সামনে মৃত্যু কিংবা জয়।

ট্যানক্রেড : টেম্পল মাউন্টে হত্যাযজ্ঞ

ক্রুসেডারেরা ১৩ জুলাই রাতের মধ্যে তৈরি হয়ে গেল। পাদ্রিরা তাদেরকে প্রবলভাবে উদ্দীপ্ত এবং ধর্মীয় লক্ষ্য হাসিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তুললেন। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যানগোনেলগুলো প্রাচীরে প্রাচীরে গোলা ও পাথর বর্ষণ করছিল। উঁচু স্থানগুলোতে বিশাল ওয়াশিং লাইন স্থাপন করা পর্যন্ত প্রতিরোধকারীরা প্রাচীরগুলোতে তুলা আর খড়ের বস্তা দিয়ে ঢেকে আঘাতগুলো বড় হতে দিচ্ছিল না। মুসলমানেরা তাদের নিজস্ব ম্যানগোনেল ছুঁড়ছিল। খ্রিস্টানরা তাদের মধ্যে একজন গুপ্তচর আবিষ্কার করলে তারা তাকে জীবন্ত দেয়ালে ছুঁড়ে মারে।

ফ্যাসিন দিয়ে খাদগুলো ভরে দিতে ক্রুসেডারেরা সারা রাত কাজ করল। তিনটি অবরোধ-মেশিন খণ্ড খণ্ড করে এনে তারপর বিশাল ফ্ল্যাটপ্যাকের মতো করে সংযোগ করা হলো। এগুলোর একটি মাউন্ট জায়নে রেমন্ডের জন্য, অপর দুটি উত্তরে স্থাপন করা হলো। রেমন্ডই প্রথম প্রাচীরগুলোর বিরুদ্ধে তার অবরোধ-মেশিন স্থাপন করেন। তবে দক্ষিণ সেক্টরে নেতৃত্বদানকারী মিসরীয় গভর্নর কঠোর প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন। একেবারে শেষ মুহূর্তে বুলনের গডফ্রে প্রতিরোধের দুর্বলতম স্থানটি (বর্তমানের হেরোড'স গেটের পূর্ব দিক, রকফেলার মিউজিয়ামের বিপরীতে) শনাক্ত করে ফেলেন। ট্যানক্রেডকে নিয়ে নরম্যান্ডি এবং ফ্ল্যান্ডারদের ডিউকেরা দ্রুত তাদের বাহিনী উত্তর-পূর্ব কোণায় নিয়ে গেলেন। অবরোধ-মেশিনটি সবচেয়ে উপযুক্ত স্থানের নিয়ে যাওয়ার পর গডফ্রে নিজে তাতে চড়লেন। তিনি এটির একেবারে ওপর ওঠে তীর ও পাথর ছুঁড়তে লাগলেন, আর সেনাবাহিনী তীর ও গোলাবর্ষণ করে চলল। ম্যানগোনেলগুলোও প্রাচীরে পাথর ছুঁড়তে লাগল।

সূর্য ওঠলে রাজপুরুষেরা তাদের অগ্রযাত্রা সমন্বয়ের জন্য মাউন্ট অব অলিভসে ফ্লাশিং মিরর ব্যবহার করল। একইসঙ্গে রেমন্ড উত্তরে এবং নরম্যানেরা দক্ষিণে আক্রমণ চালাল। ১৫ তারিখ, শুক্রবার ভোরে তারা আক্রমণ জোরদার করে। গডফ্রে প্রায় ভেঙে পড়া কাঠের টাওয়ারটিতে ওঠে প্রাচীরগুলোর ওপর দিয়ে পাথর ছুঁড়তে লাগলেন। প্রতিরোধকারীরা গ্রিক ফায়ার বর্ষণ করে চলল, তবে তা ফ্রাঙ্কদের থামিয়ে দেওয়ার মতো যথেষ্ট ছিল না।

অবশেষে দুপুরে গডফ্রের ইঞ্জিন প্রাচীরগুলোর কাছে আসতে পারল। ফ্রাঙ্কেরা তক্তা ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরিখা ঢেকে ফেলছিল, এই ফাঁকে দুই ভাই নগরপ্রাচীরের ওপরে ওঠে পড়ে। তাদের পেছনে পেছনে আসছিলেন গডফ্রে। তারা দাবি করল, পরলোকগত বিশপ অ্যাডহেমার তাদের সঙ্গে লড়াই করছে : 'অনেকেই সাক্ষ্য দেয়, তিনিই প্রথম প্রাচীরে ওঠেছিলেন!' মৃত বিশপ তাদের নির্দেশ দেন, গেট অব দ্য কলাম (দামাস্কাস গেট) খুলে দিতে। ট্যানক্রেড এবং তার লোকজন ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সংকীর্ণ রাস্তাগুলোতে নেমে পড়ল। দক্ষিণে, মাউন্ট জায়নে, তুলোর কাউন্ট শুনতে পেলেন, রেমন্ড তার লোকদের উৎসাহিত করে বলছেন, 'তোমরা এত ধীরে চলছ কেন, ফ্রাঙ্কেরা তো এতক্ষণে নগরীর ভেতরে ঢুকেও পড়েছে!' রেমন্ডের লোকজন জেরুজালেমে ঢুকে পড়ল, গভর্নর ও তার রক্ষীবাহিনীকে নগরদুর্গের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে ধাওয়া করল। গভর্নর নিজের এবং তার রক্ষীসেনাদের জীবন রক্ষার বিনিময়ে আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন। ট্যানক্রেড ও তার লোকদেরকে ধেয়ে আসতে দেখে নাগরিক ও সৈনিকেরা টেম্পল মাউন্টে ঢুকে ফটকগুলো বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল। তবে ট্যানক্রেডের যোদ্ধারা প্রতিবন্ধকতা গুঁড়িয়ে পবিত্র চত্বরে ভিড় করে থাকা বেপরোয়া লোকদের সামনে গেল।

কয়েক ঘণ্টা ধরে লড়াই চলল; ফ্রাঙ্কেরা তখন তাণ্ডব চালাচ্ছে, রাস্তা বা গলিপথে যাকেই সামনে পাচ্ছে, তাকেই হত্যা করছে। তারা শুধু মাথাই নয়, হাত ও পা পর্যন্ত কাটছিল, অবিশ্বাসীদের রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। বলপূর্বক দখল করা নগরীতে গণহত্যা চালানো নজিরবিহীন ঘটনা নয়। তবে ধর্মধ্বজী দম্ভে বীভৎস এই কাজটি করা হয়েছিল বলে যে দাবি করা হয়েছে, তা সম্ভবত ঠিক। উদ্যমী প্রত্যক্ষদর্শী তুলোর কাউন্টের যাজক অ্যাগুইলার্সের রেমন্ড বলেছেন, 'দেখার মতো সব দৃশ্য ছিল। আমাদের লোকেরা শত্রুদের মাথা কেটে ফেলছে, অনেকে তাদেরকে তীরবিদ্ধ করছিল যাতে তারা টাওয়ারগুলো থেকে পড়ে যায়, অনেকে তাদেরকে আগুনে ফেলে দীর্ঘ সময় নির্যাতন করছে। রাস্তায় রাস্তায় মাথা, হাত ও পা'র স্তূপ জমেছিল। মানুষ ও ঘোড়ার মৃতদেহ এড়িয়ে কারো পক্ষে চলাফেরা করা সম্ভব ছিল না।'

AMARBOI.COM

মায়ের কোল থেকে শিশুদের ছিনিয়ে নিয়ে দেয়ালে আঘাত করে মাথা গুঁড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল। বর্বরতা তীব্র হতে থাকলে 'স্যারাসেন, আরব ও ইথিওপিয়ানরা'- অর্থাৎ ফাতিমি সেনাবাহিনীর সুদানি সৈন্যদল- ডোম অব দ্য রকে ও আল-আকসার ছাদে আশ্রয় নিয়েছিল। ডোমের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সময় জনাকীর্ণ চত্বরে কচুকাটা করতে থাকল নাইটেরা। হত্যা আর মানবদেহগুলোকে টুকরা টুকরা করা হতে লাগল যতক্ষণ না 'টেম্পলে [টেম্পল অব সলোমন, ক্রুসেডারেরা আল-আকসাকে এই নামে ডাকত] তাদের ঘোড়ার লাগামগুলো রক্তে ডুবে গেল। এই কাজ ছিল যথাযথ ও ঈশ্বরের নিখুঁত ন্যায়বিচার, এই স্থানটি অবিশ্বাসীদের রক্তে পূর্ণ হওয়াই উচিত ছিল।'

টেম্পল মাউন্টে আলেম এবং সুফি দরবেশসহ ১০ হাজার লোক নিহত হলো, কেবল আল-আকসাতেই মারা গেল তিন হাজার। ফুলচার অব চারট্রেস নামে এক ইতিহাসলেখক বলেছেন, 'আমাদের গ্লাডিয়েটরেরা' তীর দিয়ে আল-আকসার ছাদে অবস্থান করা মুসলমানদের ফেলে দিতে শুরু করল। 'আমি আর কত বলব? কেউ জীবিত ছিল না, নারী বা শিশু কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি।' ট্যানক্রেড আল-আকসার ছাদে থাকা অবশিষ্ট তিন শ' লোককে নিরাপত্তার আশ্বাসের প্রতীক হিসেবে তাদের কাছে তার ঝাণ্ডা পাঠালেন। তিনি হত্যাকাণ্ড বন্ধ করলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকজন মূল্যবান বন্দিকে দিয়ে টেম্পল মাউন্টের গোপন সম্পদ খুঁজে বের করা হলো। তারপর তিনি তীর্থস্থানটির স্বর্ণনির্মিত বিশাল বিশাল লণ্ঠন লুণ্ঠন করলেন। ইহুদিরা তাদের সিনাগগগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিল, ক্রুসেডারেরা সেগুলোতে আগুন লাগিয়ে দিল। ইহুদিরা জীবিত পুড়ে মরল, খ্রিস্টের নামেই বহ্নিশিখা জ্বালানো হয়েছিল। বুলনের গডফ্রে তার তরবারি খাপে ভরলেন, অল্প কয়েকজনকে নিয়ে নগরী চক্কর দিলেন, প্রার্থনা করলেন, তারপরে হলি সেপালচরের দিকে চললেন।

পরের সকালে ট্যানক্রেডের ক্রোধে রেমন্ডের লোকেরা বিহ্বলভাবে আল-আকসার ছাদে ওঠলে সেখানে গাদাগাদি করে থাকা মুসলমানেরা বিস্মিত হলো। নারী ও পুরুষেরা আরেক দফা হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো। অনেক মুসলমান লাফিয়ে মৃত্যুবরণ করল। পারস্যের শিরাজের এক শ্রদ্ধেয়া নারী আলেম ডোম অব দ্য চেইনে জড়ো হওয়া নারীদের মাঝে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাদেরও হত্যা করা হলো। পৈচাশিক উল্লাসে অঙ্গ-প্রতঙ্গ বিচ্ছিন্ন করা হচ্ছিল, সেটাকে পূণ্যের কাজ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল। 'সব জায়গায় মানবদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, মাথাবিহীন দেহ, বিচ্ছিন্ন অঙ্গ দেখা যাচ্ছিল।' বুনো চোখের রক্ত-রঞ্জিত ক্রুসেডারদের দেখা পাওয়াটা ছিল আরো বেশি ভয়াল ব্যাপার। 'পা থেকে মাথা পর্যন্ত রক্ত ভেজা এসব লোককে দেখে যে কেউ আতঙ্কিত হয়ে পড়ত।' তারা 'ভেড়ার মতো হত্যা করতে' বাজারের পথগুলোতে লোকজন খুঁজে বেড়াত।

প্রতিটি ক্রুসেডারকে তার 'ঢাল ও অস্ত্র' যে বাড়িতে রাখবে, সেটার মালিকানা তাকে প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। 'তীর্থযাত্রীরা সর্বোচ্চ সতর্কতায় নগরীতে তল্লাশি চালিয়ে যাচ্ছিল, উদ্ধতভাবে নাগরিকদের হত্যা করছিল' এবং 'স্ত্রী, শিশু, পুরো বাড়ি' বাছাই করছিল, তাদের অনেকে 'মাথা সমান উঁচু জানালা থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ত।'*

অবশেষে ১৭ তারিখে তীর্থযাত্রীরা (এসব কসাই নিজেদের এই নামেই অভিহিত করত) হত্যাকাণ্ডে পরিতৃপ্ত হলো, 'বিশ্রাম ও খাবারে মনোযোগী হলো, যা তাদের খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল।' রাজপুরুষ ও পাদ্রিরা হলি সেপালচরে গেলেন, সেখানে তারা খ্রিস্টের গুণকীর্তন করলেন, উল্লাসে হাততালি দিলেন, আনন্দের কান্নায় বেদি ভেজালেন। তারপর তারা টেম্পল অব দ্য লর্ড (ডোম অব দ্য রক) এবং টেম্পল অব সলোমনের (আল-আকসা) দিকে চললেন। সেখানে যাওয়ার রাস্তাগুলো তখন মৃতদেহে ভর্তি, গ্রীষ্মের তাপে পচছিল। রাজপুরুষেরা বেঁচে থাকা ইহুদি ও মুসলমানদের লাশগুলো চিতায় নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে বাধ্য করলেন। কাজটি শেষ হলে ওইসব লোককেও হত্যা করে সম্ভবত ওই আগুনেই পোড়ানো হয়েছিল। যেসব ক্রুসেডার নিহত হয়েছিল, তাদেরকে ম্যামিলার লায়ন সিমেট্রি কিংবা গোল্ডেন গেটের ঠিক বাইরে অবস্থিত পবিত্র মাটিতে সমাহিত করা হলো। স্থানটি তখন মুসলিম কবরস্থান ছিল, কিয়ামতের দিনে ওঠবে বলে এখানে তাদের কবর দেওয়া হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম তখন 'রত্ন, পোশাক, স্বর্ণ, রুপা'র মতো সম্পদ এবং মূল্যবান বন্দিতে পরিপূর্ণ। ফ্রাঙ্কেরা দুই দিন দাস-নিলাম করল। মুক্তিপণের জন্য কয়েকজন শ্রদ্ধেয় মুসলমানকে রক্ষা করা হয়েছিল। শাফি মাজহাবের আলেম শেখ আবদুল সালাম আল আনসারির জন্য এক হাজার দিনার দাবি করা হলো। কিন্তু কেউ তা প্রদান না করলে তাকে হত্যা করা হলো। বেঁচে যাওয়া ইহুদি এবং ৩০০ হিব্রু গ্রন্থ (আলেপ্পো কোডেক্সসহ, এটা ছিল প্রাচীনতম হিব্রু বাইবেলগুলোর অন্যতম, এর অংশবিশেষ এখনো টিকে আছে) মুক্তিপণের বিনিময়ে মিসরীয় ইহুদিদের কাছে হস্তান্তর করা হলো। বন্দি মুক্তিপণ আদায় তখন জেরুজালেম রাজ্যের সবচেয়ে লাভজনক ব্যবসা। মৃতদেহগুলো পুরোপুরি সরানো যায়নি। অনেক দিন পরও জেরুজালেম আক্ষরিক অর্থেই এতে ডুবে ছিল। এমনকি ছয় মাস পর ফুচার অব চারট্রেস ফিরে এসে বললেন : 'নগরপ্রাচীরের আশপাশে, ভেতরে ও বাইরে, স্যারাসেনদের মৃতদেহ পচে আছে, যেখানে তাদের হত্যা করা হয়েছিল, সেখানেই রয়ে গেছে।' জেরুজালেম দখল তখনো নিশ্চিত হয়নি। মিসরীয় সেনাবাহিনী এগিয়ে আসছিল। ক্রুসেডারদের জরুরি ভিত্তিতে একজন কমান্ডার-ইন-চিফ তথা জেরুজালেমের প্রথম রাজার তীব্র প্রয়োজন দেখা দিল।

AMARBOI.COM

* যুদ্ধ আইনে তীব্র অবরোধের পর করুণা প্রদর্শনের অবকাশ ছিল না। তবে ফ্রাঙ্কিশ প্রত্যক্ষদর্শীরা তাদের বর্বরতা প্রচারে বেশি এগিয়ে দাবি করেছিল, কাউকেই রেহাই দেওয়া হয়নি। অবশ্য তাদের কোনো কোনো বর্ণনা সরাসরি বুক অব রেভেলেশনের (বাইবেল) উদ্দীপনায় করা হয়েছে। তারা কোনো সংখ্যা উল্লেখ করেনি। পরবর্তীকালে মুসলিম ইতিহাসবিদেরা দাবি করেছে, ৭০ হাজার থেকে এক লাখ লোককে হত্যা করা হয়েছিল। তবে সর্বশেষ গবেষণায় দেখা যায়, হত্যাযজ্ঞের শিকার হয়েছে অনেক কমসংখ্যক লোক, সম্ভবত ১০ হাজারের মতো। এডেসা ও একরে পরবর্তী সময়ের মুসলিম গণহত্যার তুলনায় বেশ কম। সমসাময়িককালের সবচেয়ে ভালো উৎস হতে পারেন ইবনে আল-আরাবি। তিনি অল্প আগে জেরুজালেম সফর করেছিলেন, ১০৯৯ সালে মিসর ছিলেন। তিনি আল-আকসায় তিন হাজার লোক নিহত হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। সব ইহুদিকে হত্যা করা হয়নি। অবশ্যই কিছুসংখ্যক ইহুদি ও মুসলমান জীবিত ছিল। প্রপাগান্ডা ও ধর্মীয় লক্ষ্য সাধনের জন্য ক্রুসেডের ইতিহাসলেখকেরা নিজেদের অপরাধের মাত্রা অত্যাধিক বাড়িয়ে বলেছে। ধর্মযুদ্ধ এমনই।

গডফ্রে : হলি সেপালচরের অ্যাডভোকেট

শীর্ষস্থানীয় অভিজাত ও পুরোহিতেরা মুকুটপ্রত্যাশীদের নৈতিকতা সম্পর্কে খোঁজ নিতে লাগলেন। তারা ভাবলেন, অজনপ্রিয় জ্যেষ্ঠ রাজপুরুষ রেমন্ডকে সিংহাসনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়ার প্রস্তাব করতে হবে, তারা সেটা করলেন অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃতভাবে। কিন্তু রেমন্ড বিনয়ের সঙ্গে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে জোর দিয়ে বললেন, তিনি যিশুর নগরীতে রাজা হবেন না। তারা তখন তাদের আসল পছন্দের ব্যক্তি মার্জিত ও উপযুক্ত ডিউক গডফ্রের কাছে প্রস্তাব করলেন। তিনি নতুন সৃষ্ট পদবি 'অ্যাডভোকেট অব দ্য হলি সেপালচর' গ্রহণ করলেন।

এতে রেমন্ড ক্ষিপ্ত হলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে। তিনি টাওয়ার অব দ্য ডেভিড ছেড়ে দিতে অস্বীকার করলেন, পরে বিশপের মধ্যস্ততায় নরম হলেন। যিশু স্বয়ং যে নগরীতে শাসনকাজ চালিয়েছেন, সেখানে যে ধরনের নৈতিকতা আশা করা হচ্ছিল, অস্ত্রের মাধ্যমে সেটা করায়ত্ত করে এসব যোদ্ধা-তীর্থযাত্রী তা প্রয়োগ করতে হিমশিম খাচ্ছিল। তারা নরম্যান পুরোহিত আরনালফকে প্যাট্রিয়ার্ক নির্বাচিত করেছিল। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার এবং এক আরব নারীর সন্তানের পিতা হওয়ার অভিযোগ উঠল।

আরনালফ চার্চগুলোতে ঘণ্টা স্থাপন করেছিলেন (মুসলমান আমলের পুরোটা সময় চার্চগুলোতে ঘণ্টা বাজানো নিষিদ্ধ ছিল।)। এটা ল্যাতিন, ক্যাথলিক জেরুজালেম হওয়ার কথা। ধর্মীয় বিভেদ যে কত ভয়াবহ বিষয় তিনি তা প্রকট করলেন। তিনি ল্যাতিন পাদ্রিদের হলি সেপালচরের দায়িত্বে নিয়োজিত করেন, গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ক ও পুরোহিতকে বিতাড়িত করলেন। এর মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টান উপদলগুলোর মধ্যে অশোভন সঙ্ঘাতের সূচনা করলেন যা ক্রমাগত কেলেঙ্কারিতে পরিণত হতে থাকে, বর্তমানকালের পর্যটকদের আমোদিত করে। আরনালফ 'আসল ক্রুশদণ্ডের প্রধান অংশটি' খুঁজে পাচ্ছিলেন না, অর্থোডক্স পাদ্রিরাও এর লুকানো স্থান প্রকাশ করতে রাজি ছিলেন না। প্যাট্রিয়ার্ক তাদের ওপর নির্যাতন চালালেন : ল্যাম্ব অব গডের 'লাইফ-গিভিং ট্রি' সংগ্রহ করার জন্য এক খ্রিস্টান অপর খ্রিস্টানদের নির্যাতন করল। অবশেষে তারা রাজি হলো।

১২ আগস্ট জেরুজালেমকে প্রায় অরক্ষিত রেখে অ্যাডভোকেট গডফ্রে পুরো ক্রুসেডার বাহিনীকে নিয়ে অ্যাশকেলন যাত্রা করলেন, সেখানে মিসরীয়দের পরাজিত করেন। রেমন্ডের কাছে অ্যাশকেলন আত্মসমর্পণ করতে চাইলে গডফ্রে তা প্রত্যাখ্যান করে জানালেন, তার কাছে করলেই গৃহীত হবে। এতে করে অ্যাশকেলন খোয়া গেল। জেরুজালেমের রাজপুরুষদের মধ্যকার অন্তঃদ্বন্দ্বের কারণে যে আত্মঘাতী পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছিল, এটা ছিল তার মাত্র সূচনা। জেরুজালেম ছিল নিরাপদ, ফাঁকা থাকলেও। নরম্যান্ডি ও ফ্যান্ডার ডিউকেরা এবং আরো অনেক ক্রুসেডার দেশে ফিরে গেলেন। গডফ্রের কাছে থাকল বিধ্বস্ত, নোংরা একটি নগরী। তাতে তখন মাত্র ৩০০ নাইট আর দুই হাজার পদাতিক সৈন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অল্প কিছু মানুষ, যাদের দিয়ে এক চতুর্থাংশও পূরণ করা সম্ভব নয়। তুলোর রেমন্ড অভিমান কাটিয়ে লেবাননি উপকূলে বিজয় অভিযানে ছুটলেন, কাউন্ট অব ত্রিপোলি নামে তার নিজের রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করলেন। তখন চারটি ক্রুসেডার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে- অ্যান্টিয়ক প্রিন্সিপ্যালিটি, এডেসা ও ত্রিপোলি দেশ (কান্ট্রি) ও জেরুজালেম রাজ্য (কিংডম)। জোড়াতালি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এসব জায়গিরের পরিচিতি হয় 'ল্যান্ড অব আউট্রেমার' বা সমুদ্রবর্তী অঞ্চল।

বাগদাদের দুর্বল সুন্নি এবং কায়রোর শিয়া খলিফায় বিভক্ত ইসলামি বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ছিল বিস্ময়কর মৃদু। জেরুজালেম মুক্ত করার জন্য মাত্র অল্প কয়েক ব্যক্তি জিহাদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন। কিন্তু তাতে পরাক্রমশালী তুর্কি আমিরদের মধ্যে তেমন সাড়া পড়েনি, তারা ব্যক্তিগত রেষারেষিতেই ব্যস্ত থাকলেন।

গডফ্রের ভাই ও এডেসার কাউন্ট বল্ডউইন এবং অ্যান্টিয়কের বাবরি চুলওয়ালা প্রিন্স বোহেমন্ড ক্রিসমাস কাটাতে ২১ ডিসেম্বর জেরুজালেম পৌঁছালেন। তখন চার্চের আধিপত্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন গডফ্রে। পোপের প্রতিনিধি হিসেবে প্যাট্রিয়ার্ক হয়েছেন পিসার দাম্ভিক ডাইমবার্ট (পাপিষ্ঠ আরনালফের স্থানে)। তিনি তার শাসিত একটি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে জেরুজালেম ও জাফাকে চার্চের হাতে ন্যস্ত করতে গডফ্রেকে বাধ্য করেছিলেন। ১১০০ সালের জুনে গডফ্রে জাফায় জ্ঞান হারালেন, সম্ভবত টাইফোয়ডে ভুগছিলেন। তাকে জেরুজালেমে তার বাড়িতে আনা হলো। ১৮ জুলাই মারা গেলেন। পাঁচ দিন পর তাকে হলি সেপালচর চার্চের ক্যালভরির পাদদেশে সমাহিত করা হলো, তার সব উত্তরসূরির ঠিকানাও হয়েছে ওই স্থানটি।[১] ডাইমবার্ট নগরীর নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। তবে গডফ্রের নাইটেরা নগরদুর্গ সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে এর বদলে অ্যাডভোকেটের ভাই বল্ডউইনকে আমন্ত্রণ জানালেন। এডেসার কাউন্ট তখন উত্তর সিরিয়া রক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। আগস্টের শেষ দিকের আগে তিনি কোনো বার্তা পাননি। ২ অক্টোবর তিনি ২০০ নাইট ও ৭০০ সৈন্য নিয়ে রওনা হলেন। জেরুজালেম যেতে সমস্ত পথে বারবার ইসলামি বাহিনীর গুপ্ত হামলার মুখে পড়তে হয়, এতে তার মূল বাহিনীর অর্ধেক খোয়াতে হয়েছিল। অবশেষে ৯ নভেম্বর তিনি পূণ্যনগরীতে প্রবেশ করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২
আউট্রেমারের উত্থান
১১০০-১১৩১

বল্ডউইন দ্য বিগ : প্রথম রাজা

দুদিন পর বল্ডউইন রাজা ঘোষিত হলেন, তাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা হলো ডায়ামবার্টকে। প্রায় তখনই বল্ডউইন মিসর আক্রমণে রওনা হলেন। ফিরে আসার পর বেথলেহেমের ন্যাটিভিটি চার্চে প্যাট্রিয়ার্ক ডায়ামবার্ট তাকে 'জেরুজালেমে ল্যাতিনদের রাজা' হিসেবে মুকুট পরালেন। জেরুজালেমের প্রথম রাজা তার ভাইয়ের মতো সন্ত ছিলেন না, তবে অনেক বেশি সক্ষম ছিলেন। ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা নাক, উজ্জ্বল ত্বক, কালো দাড়ি ও চুল, পুরুষ্ঠ ওপরের ঠোঁট ও সামান্য ভোঁতা চিবুকবিশিষ্ট বল্ডউইন শৈশবে চার্চে সন্ন্যাসী হওয়ার পড়াশোনা করেছিলেন, যাজকদের মতো চালচলন কখনো বাদ দেননি, কাঁধের কাছে সব সময় পাদ্রিদের আলখেল্লা ঝুলিয়ে রাখতেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে বিয়ে করেছিলেন, উপযোগিতা বিবেচনায় তিনি দ্বিতীয়বার পাণিগ্রহণের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার সন্তান ছিল না, তিনি সম্ভবত কোনো বিয়েকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ণতা দেননি। তবে তিনি 'কামনাপূর্ণ পাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন, তবে অত্যন্ত সতর্কভাবে ওইসব পাপে মগ্ন হয়েছেন,' এর ফলে কারো মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়নি। কেউ কেউ দাবি করে থাকে, তিনি সমকামী ছিলেন, তবে তার ছোট ছোট চারিত্রিক ত্রুটি রহস্যময় রয়ে গেছে।

অবিরাম যুদ্ধ ছিল তার আশু কর্তব্য, সেটাই ছিল তার সত্যিকারের আবেগ। তার যাজক তাকে 'নিজ জনগণের মিত্র, শত্রুর যম' হিসেবে অভিহিত করতেন। প্রায় অতিমানবীয় শক্তিতে ভরপুর এই কৌশলী যোদ্ধা তার রাজ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং সম্প্রসারণে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, রামাল্লার বাইরে বারবার মিসরীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। একবার তারা তাকে পরাজিত করলে তিনি তার ঘোড়া গাজালায় করে পালিয়ে উপকূলে পৌঁছলেন। তারপর গমনরত এক ইংরেজ জলদস্যুর সঙ্গে জাহাজে করে জাফায় নামলেন। সেখানে তিনি তার নাইটদের জড়ো করে আবার অভিযানে নেমে মিসরীয়দের পরাজিত করেন। তার বাহিনী ছিল খুবই ছোট, সম্ভবত এক হাজার নাইট এবং পাঁচ হাজার পদাতিক সদস্যের বেশি নয়। এ জন্য তাকে 'টুরকোপলিস' নামে পরিচিত ভাড়াটেদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(এদের অনেকে সম্ভবত মুসলমান) সাহায্য নিতে হয়েছে। তিনি ছিলেন নমনীয় কূটনীতিক, মুসলিম গোষ্ঠীপতিদের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করতেন, নিজে ক্যাস্যারিয়া থেকে একর পর্যন্ত বিস্তৃত ফিলিস্তিনের উপকূলীয় এলাকাগুলো এবং বৈরুত দখল করতে জেনেয়া, ভেনিশ ও ইংল্যান্ডের নৌবহরগুলোর সাহায্য নিতেন।

জেরুজালেমে অতিক্ষমতাধর ডায়ামবার্টকে প্যাট্রিয়ার্কের পদ থেকে বরখাস্ত করার মাধ্যমে বল্ডউইন তার কর্তৃত্বের প্রধান চ্যালেঞ্জকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। ক্রুসেডারেরা জেরুজালেমের লোকজনকে ধ্বংস করলেও দৈবানুগ্রহে আল-কুদসের পবিত্র স্থানগুলো না পুড়িয়ে রক্ষা করেছিল। খুব সম্ভবত তারা এগুলোকে বাইবেলের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থান মনে করত। খ্রিস্টানদের কাছে দীর্ঘ দিন টাওয়ার অব ডেভিড নামে পরিচিত নগরদুর্গটিকে বল্ডউইন শক্তিশালী করে সেটাকে প্রাসাদ, খাজাঞ্চিখানা, কারাগার ও সেনাছাউনিতে পরিণত করেন। দুর্গটির ক্রুসেড আমলের খিলানগুলো এখনো দৃশ্যমান। ১১১০ ও ১১১৩ সালে মিসরীয় হামলায় নগরীটি হুমকির মুখে পড়লে টাওয়ার অব ডেভিড থেকে ভেরিতে শব্দ তুলে নগরবাসীকে অস্ত্র হাতে নিতে বলা হয়েছিল। বল্ডউইন ১১০৪ সালে আল-আকসা মসজিদটিকে রাজপ্রাসাদে পরিণত করেন।

অনেক ক্রুসেডার বিশ্বাস করত, ডোম ও আল-আকসা নির্মাণ করেছিলেন কিং সলোমন (নবি সোলায়মান), কেউ কেউ ভাবত, কনস্টানটাইন দ্য গ্রেট এগুলোর নির্মাতা। অবশ্য অনেকে নিশ্চিতভাবেই জানত, এগুলো ইসলামি স্থাপনা। ডোম অব দ্য রকের নামকরণ করা হলো টেম্পলাম ডোমিনি (দ্য টেম্পল অব দ্য লর্ড)। এর শীর্ষে ক্রুশদণ্ড স্থাপন করা হলো। জেরুজালেমের প্রতিটি বিজয়ীর মতো ফ্রাঙ্কেরাও তাদের নিজস্ব স্থাপনা নির্মাণ করতে অন্য নির্মাতাদের বিধ্বস্ত সামগ্রী ব্যবহার করেছিল : বল্ডউইন আল-আকসা প্রাসাদের সীসার ছাদটি হলি সেপালচরে স্থাপন করেন।

১১১০ সালে নরওয়ের কিশোর রাজা সিগার্ড ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে করতে ৬০টি জাহাজের বহর নিয়ে একরে এসে পৌঁছেন। তিনি ছিলেন জেরুজালেম সফরে আসা প্রথম রাজা। বল্ডউইন রাস্তায় কার্পেট ও তালপাতা (পাম) বিছিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়ে জেরুজালেমে (নর্সম্যানরা বলত জরসালাবর্গ) নিয়ে আসেন। সিডন জয়ে সহায়ক হতে সিগার্ডকে বল্ডউইন আসল ক্রুশের একটি টুকরা উপহার দেন। নৌবহর নিয়ে সিগার্ড অভিযানে নামলেন, সিডনের পতন হলো। নরওয়েজিয়ানেরা শীতকালটি জেরুজালেমে কাটাল।

বল্ডউইন দামাস্কাস ও মসুলের আতাবেগদের (গভর্নর) আক্রমণ প্রতিরোধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। এটা ছিল অব্যাহত যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক দর কষাকষির জীবন, এই রাজা ছিলেন এর সঙ্গে বেশ মানানসই। ক্রুসেডের প্রথম দিকে তিনি জনৈক আর্মেনীয় নৃপতির মেয়ে আর্দাকে বিয়ে করেছিলেন। এই সম্পর্ক তার নিজের রাজ্য হিসেবে এডেসা দখলে সহায়ক হয়েছিল। তবে জেরুজালেমে আর্দার প্রয়োজনীয়তা ছিল না। তিনি তাকে টেম্পল মাউন্টের ঠিক উত্তরে সেন্ট অ্যানের মঠে আবদ্ধ করে রাখলেন, অশালীনভাবে দাবি করলেন, আর্দা অ্যান্টিয়ক যাওয়ার পথে আরব জলদস্যুদের প্রলুব্ধ করেছিলেন (কিংবা ধর্ষিতা হয়েছিলেন)। আর্দা কনস্টানটিনোপলে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই তিনি যে ধরনের জীবনযাপন করেছিলেন তাতে প্রলুব্ধকরণ অভিযোগটিই সত্য মনে হয়।

বল্ডউইন সিসিলির নরম্যান কাউন্টের ধনী বিধবা অ্যাডেলাইডের সঙ্গে লাভজনক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি আড়ম্বরপূর্ণভাবে আমর্ত্যদের চালিত তিনটি বিশেষ রণতরী, আরব দেহরক্ষী এবং সম্পদ নিয়ে একর আসেন। আউট্রেমারে কেউ কখনো এমন জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা দেখেনি। রাস্তাগুলোতে কার্পেট বিছান হলো, ঝাণ্ডাশোভিত করা হলো। বল্ডউইন সসম্মানে এই বৃদ্ধা ক্লিওপেট্রাকে উল্লসিত জেরুজালেমে নিয়ে আসলেন। তবে অ্যাডেলাইডের অহঙ্কার অসহনীয় মনে হলো, তার আকর্ষণ ছিল অপর্যাপ্ত এবং তার সম্পদও ফুরিয়ে গেল।

তিনি মফস্বলি জেরুজালেম অপছন্দ করতেন, পালেমোর বিলাসিতার অভাব অনুভব করেন। বল্ডউইন মারাত্মক অসুস্থতায় পড়লে দ্বিতীয় স্ত্রী তাকে ঝামেলায় ফেলতে লাগলেন। এ কারণে তিনি রানিকে সিসিলিতে ফিরিয়ে দেন। এ দিকে রাজা জেরুজালেমের শূন্যতা পূরণের সমাধান খুঁজে পেলেন। ১১১৫ সালে তিনি জর্ডানজুড়ে আক্রমণ চালান, সেখানে দুর্গ সুরক্ষিত প্রাসাদ নির্মাণ করেন, তবে তখনই তিনি দরিদ্র-পীড়িত সিরীয় ও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের দেখতে পান। তিনি তাদেরকে জেরুজালেমে বসতি স্থাপন করার আমন্ত্রণ জানান। এরাই আজকের ফিলিস্তিনি খ্রিস্টানদের পূর্বপুরুষ।

জেরুজালেমের ক্রুসেডারেরা কৌশলগত উভয়-সঙ্কটে ভুগছিল। সিরিয়া ও ইরাকে হামলা চালিয়ে তারা তাদের রাজ্য উত্তর দিকে সম্প্রসারণ করবে না কি ক্ষয়িষ্ণু মিসরীয় খিলাফতকে ধ্বংস করা হবে? রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বল্ডউইন এবং তার উত্তরসূরিরা মনে করতেন, তাদেরকে এসব ভূখণ্ডের কোনো একটিকে জয় করতে হবে। তাদের কৌশলগত দুঃস্বপ্ন ছিল সিরিয়া ও মিসরের ঐক্য। ১১১৮ সালে বল্ডউইন মিসর আক্রমণ করলেন। তবে নীল নদে মাছ ধরার জন্য থামলে তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। পালকিতে করে ফেরার পথে সীমান্ত শহর আল-আরিশে মারা যান। তার নামেই সেখানে বর্দাউইল লেগুনের নামকরণ করা হয়। প্রতিভাধর অভিযাত্রীটি লেভ্যান্টাইন (পূর্বভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল) রাজায় পরিণত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছিলেন। তার মৃত্যুতে 'ফ্রাঙ্ক, সিরীয় এবং এমনকি স্যারাসেনরাও' শোক প্রকাশ করে।

পাম সানডেতে জেরুজালেমবাসী কিদরন উপত্যাকায় সশ্রদ্ধভাবে তাদের তালপাতা পাম বিছিয়ে রাখছিল। তারা মনে প্রাণে উত্তর দিক থেকে এডেসার কাউন্টের আগমন দেখার প্রতীক্ষায় ছিল। কিন্তু তারা দেখল, দক্ষিণ দিক থেকে মৃতরাজার শবাধার নিয়ে তার শোকসন্তপ্ত সেনাবাহিনী জুদাইন পাহাড়গুলো বেয়ে আসছে।[২]

দ্বিতীয় বল্ডউইন : দ্য লিটল

বল্ডউইনকে চার্চে কবর দেওয়ার পরপরই ব্যারনেরা সিংহাসনের দাবিদারদের মূল্যায়ন করেছিল। তবে একটা গ্রুপ সোজাসুজি এডেসার কাউন্টকে নির্বাচন করে জেরুজালেমের দায়িত্বভার গ্রহণ করল। এই নির্বাচন রাজ্যটির জন্য কল্যাণকর হয়েছিল। দ্বিতীয় বল্ডউইন ছিলেন মৃত রাজার কাজিন, তিনি তার দীর্ঘদেহী পূর্বসূরির বিপরীতে ছোট (লিটল) বল্ডউইন নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি দীর্ঘ ১৮ বছর যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে এডেসা শাসন করেছিলেন, এমনকি চার বছর তুর্কিদের হাতে বন্দি থাকার পর ফিরেও আসতে পেরেছিলেন। দাড়ি নেমে এসেছিল বুক পর্যন্ত, সোনালি চুল এখন রুপার মতো চকচকে করত। তিনি এত ধর্মপ্রাণ ছিলেন যে, প্রার্থনা করতে করতে তার হাঁটু দুটি ক্ষয়ে গিয়েছিল। লাভজনক হবে বিবেচনা করে তিনি আর্মেনীয় উত্তরসূরি মরফিয়াকে চার মেয়েসহ বিয়ে করেছিলেন। কিছু কিছু ব্যাপারে বল্ডউইন তার পূর্বসূরিকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একইসঙ্গে লেভ্যান্টাইন ও ফ্রাঙ্কিশ রাজা। মধ্যপ্রাচ্যকে তিনি নিজের আবাসভূমি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, রাজদরবারে জোব্বা পরে কুশনে হাঁটু ভাঁজ করে বসতেন। মুসলমানেরা তাকে 'অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ' এবং 'রাজ্য চালানোর মতো বুদ্ধিমান ও প্রতিভাধর' বিবেচনা করত, কোনো অবিশ্বাসীর জন্য এটা বেশ উচ্চপ্রশংসা বলা যায়।

জেরুজালেমে বল্ডউইন দ্য লিটল তার টেম্পল অব সলোমনটি 'ঈশ্বর-ভীরু' নাইটদের নিয়ে গঠিত নতুন এক সামরিক সম্প্রদায়কে (অর্ডার) ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। এসব নাইট 'স্থায়ী দারিদ্র্য, চরিত্রবান ও কর্তব্যপরায়ণ থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল।' টেম্পলটিতে বাস করায় তাদের নাম হয় টেম্পলার। তারা জাফা থেকে তীর্থযাত্রার রুটে ৯ অভিভাবক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেছিল, পরে ৩০০ নাইটের দুর্ধর্ষ সামরিক-ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পোপ তাদেরকে লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুশ পরার অনুমতি দিয়েছিলেন। তারা কয়েক শ' সার্জেন্ট ও হাজার হাজার পদাতিক সৈন্য পরিচালনা করত। টেম্পলারেরা ইসলামি হারাম আশ-শরিফকে খ্রিস্টান আশ্রম, অস্ত্রাগার ও আবাসিক কমপ্লেক্সে পরিণত করেছিল। * আল-আকসা এর আগেই অনেকগুলো কক্ষ ও অ্যাপার্টমেন্টে বিভক্ত করা হয়েছিল। এবার এর দক্ষিণ দেয়াল ঘেঁষে বিশাল আকারের টেম্পলার হল (এর রেশ এখনো দেখা যায়) যোগ করা হলো। রকের কাছে ডোম অব দ্য চেইন পরিণত হয় সেন্ট জেমস'স চ্যাপেল। জেসাস ক্রেডলের ভূগর্ভস্থ মসজিদটি হয় ক্রিস্টিয়ান সেন্ট মেরি'স। হেরোডের ভূগর্ভস্থ হলগুলোকে (তারা এগুলোকে স্টেইবলস অব সলোমন বলত) এই বাহিনীর ২০০০ ঘোড়া ও ১৫০০ উট রাখার স্থানে পরিণত করা হয়। দক্ষিণ দেয়ালের একটি নতুন দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করা যেত। দক্ষিণ দিকে একটি সুরক্ষিত প্রহরা চৌকি নির্মাণ করা হয় এগুলো দেখাশোনার জন্য। ডোমের উত্তরে যাজকদের বিশ্রামাগার, নিজস্ব হাম্মামখানা ও একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের ওয়ার্কশপ নির্মাণ করা হয়। ১১৭২ সালে সফরকারী জার্মান সন্ন্যাসী থিওডোরিচ বলেছেন, আল-আকসার ওপরে তারা 'বিশাল বাগান, খোলা চত্বর, উপকক্ষ, সদরদালান, বৃষ্টির পানি ধরে রাখার জলাধার নির্মাণ করেছিল।'

১১১৩ সালের সামান্য আগে পোপ দ্বিতীয় প্যাসক্যাল হলি সেপালচরের ঠিক দক্ষিণের জায়গাটি নতুন সম্প্রদায় হসপিটালারদের জন্য বরাদ্দ করেন। এরা এমনকি টেম্পলারদের চেয়েও সম্পদশালী ধর্মীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছিল। প্রথম দিকে তারা কালো সামরিক পোশাকের সঙ্গে সাদা ক্রুশ পরত। পরে পোপ তাদের সাদা ক্রুশসহ লাল আঙারাখা পরার অনুমতি দেন। তারা এক হাজার শয্যবিশিষ্ট হোস্টেলসহ তাদের নিজস্ব কোয়ার্টার নির্মাণ করেছিল। তাদের নিজস্ব বিশাল হাসপাতালে চারজন চিকিৎসক প্রতিদিন দুবার অসুস্থদের পরিচর্যায় নিয়োজিত থাকত, তাদের প্রশ্রাব পরীক্ষা এবং রক্তক্ষরণ করত। নতুন মায়েরা প্রত্যেকে একটি করে খাট পেত। তবে সুবিধা সীমিত ছিল। তাই শৌচাগারে পরার জন্য প্রত্যেক রুগী ভেড়ার চামড়ার কোট ও বুট পেত। জেরুজালেমে ফ্রেঞ্চ, জার্মান ও ইতালীয়সহ অনেক ভাষা শোনা যেত। বল্ডউইন ভেনেশীয়দের বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়েছিলেন। বাণিজ্য তখনো খ্রিস্টানদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। বল্ডউইন আরব বণিকদের নগরীতে প্রবেশের সুযোগ দিলেও তাদেরকে রাত্রে যিশুর রাজধানীতে থাকার অনুমতি দেননি।

এর পরপরই জেরুজালেমের সাবেক শাসক, বর্তমানে আলেপ্পোর প্রভু ইল-গাজি অ্যান্টিয়ক আক্রমণ করে এর শাসককে হত্যা করেন। রাজা বল্ডউইন আসল ক্রুশদ ** এবং সেনাবাহিনী নিয়ে তাকে উত্তর দিকে ধাওয়া করে পরাজিত করেন। তবে ১১২৩ সালে রাজাকে বন্দি করেন ইল-গাজির ভাইপো বালাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বল্ডউইন যখন ওরটাস পরিবারে বন্দি ছিলেন, ক্রুসেডার সেনাবাহিনী টায়ার অবরোধ করেছিল, তখন রাজা ও রক্ষাকারীবিহীন জেরুজালেম দখল করার আশায় মিসরীয়রা অ্যাশকেলন থেকে অগ্রসর হয়েছিল।[৩]

* তারা মনে করত, সোলায়মান নবি এটা নির্মাণ করেছিল। ১১৮৫ সালে জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসের উৎসর্গ করা লন্ডনের গোলাকার টেম্পল চার্চটি নিঃসন্দেহে টেম্পল অব দ্য লর্ডের (ডোম অব দ্য রক) অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। তবে অনেকে মনে করে, এটা নির্মাণ করা হয়েছিল দুই গম্বুজের হলি সেপালচরের চার্চের অনুকরণে। ড্যান ব্রাউনের উপন্যাস *দ্য ভিঞ্চি কোডে* টেম্পলটিকে বিখ্যাত করে।

** সঙ্কটের সময় 'লাইফ গিভিং' [illegible]টি চারজন বাহক রাজার কাছে নিয়ে আসত। অন্য সময় সেটি চার্চে একটি রত্নখচিত বাক্সে সংরক্ষণ রাখা হতো। সংরক্ষণের কাজটি করত *ক্রিনিয়ারিস* (স্মারকরক্ষক)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩
আউট্রেমার ভূমির স্বর্ণযুগ
১১৩১-৪২

মেলিসেন্দে ও ফালক : একটি রাজকীয় বিয়ে

কনস্টেবল গ্রেনিয়ারের ইউসট্যাসের নেতৃত্বে জেরুজালেমবাসী দুবার মিসরীয়দের পরাজিত করল। বল্ডউইন মুক্তিপণের বিনিময়ে ছাড়া পেলে ১১২৫ সালের ২ এপ্রিল পুরো নগরী রাজার প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানায়। বন্দিকালে বল্ডউইন তার উত্তরসূরির বিষয়টি নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন, উত্তরাধিকারী ছিলেন মেয়ে মেলিসেন্দে। তিনি তার বিয়ে দিলেন সামর্থ্যবান ও অভিজ্ঞ অঞ্জুর কাউন্ট ফালকের সঙ্গে। তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টি ক্রমিক-তীর্থযাত্রী ফালক দ্য ব্যাকের বংশধর। তার পিতাকে উল্লসিতভাবে বিতাড়ক ফালক (ফালক দ্য রিপালসিভ) নাম দেওয়া হয়েছিল। ফালক নিজেও ছিলেন অভিজ্ঞ ক্রুসেডার।

১১৩১ সালে বল্ডউইন জেরুজালেমে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদে কায়মনে প্রার্থনা করতে করতে মারা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাই তিনি ফালক, মেলিসেন্দে ও তাদের শিশুপুত্রের (ভবিষ্যতের তৃতীয় বল্ডউইন) অনুকূলে সিংহাসন ছেড়ে দিলেন। জেরুজালেম তার নিজস্ব অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। এম্ব্রয়ডারি করা ধর্মীয় পোশাক, আলখেল্লা ও রাজকীয় রত্নরাজি পরে ফালক ও মেলিসেন্দে জাঁকজমকে সাজানো ঘোড়ায় চড়ে টেম্পল অব সলোমনে উপস্থিত হলেন। প্রাসাদ-সরকার (চেম্বারলিন, রাজার তরবারি দুলিয়ে তিনিই এই শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব দেন), রাজদ ধারী (রাজদণ্ড হাতে), কনস্টেবল (রাজপতাকা নিয়ে) পরিবেষ্টিত হয়ে রাজদম্পতি ঘোড়ায় চড়ে উল্লসিত নগরী পরিভ্রমণ করে সদ্য পুনর্নির্মিত হলি সেপালচরের রোটানদায় (বৃত্তকার ভবন) উপস্থিত হলেন। সেখানেই তাদের মুকুট পরানোর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।

রাজকীয় শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করে প্যাট্রিয়ার্ক নিশ্চিত হতে তিনবার উপস্থিত জনতাকে জিজ্ঞেস করলেন তারা আইনসম্মত উত্তরাধিকারী কি না : *ওইল!* হ্যাঁ! জনতা চিৎকার করে জবাব দিল।* দুটি মুকুট বেদীতে আনা হলো। রাজদম্পতিকে শিঙে রাখা তেল লেপন করা হলো। তারপরে ফালককে আনুগত্যের আংটি, কর্তৃত্ব প্রদর্শনের ক্রুশশোভিত গোলক, পাপীদের শাস্তি দিতে রাজদণ্ড এবং যুদ্ধ ও ন্যায়বিচারের জন্য কোষবদ্ধ তরবারি দেওয়া হলো। উভয়কে মুকুট পরানো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো, প্যাট্রিয়ার্ক তাদের চুমু খেলেন। সেপালচরের বাইরে রাজা ফালককে ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করলেন মার্শাল, তারা টেম্পল মাউন্টে ফিরে চললেন। টেম্পলাম ডোমিনিতে রাজা মুকুটটি ফিরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করে পরে তা আবার গ্রহণ করলেন। এটা যিশুর খৎনার সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতিহ্য অনুসারে করা হলো। বলা হয়ে থাকে, মেরি তাকে টেম্পলে এনে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, পরে একটি ভেড়া বা দুটি কবুতরের বিনিময়ে ফিরিয়ে নেন। তারপর খাবার ও মদ আনা হলো, রাজকীয় অতিথিদের তা পরিবেশন করলেন বাজার-সরকার ও প্রাসাদ-সরকার। এ সময় মার্শাল তাদের ওপর ঝাণ্ডা ধরে থাকলেন। অনেক গান-বাজনা ও নৃত্যের পর রাজা ও রানিকে সসম্মানে তাদের কক্ষে নিয়ে গেলেন কনস্টেবল।

মেলিসেন্দে রাজার স্ত্রী হিসেবে নয়, নিজ অধিকারবলে রানি ছিলেন। কিন্তু ফালক প্রথমে নিজের নামে শাসনকাজ পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। বেঁটে-মোটা লাল চুলের এই ৪০ বছর বয়স্ক সৈনিক ছিলেন টায়ারের উইলিয়ামের ভাষায় 'কিং ডেভিডের মতো।' তার স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই দুর্বল, যা রাজাদের একটি খুঁত বিবেচিত হতো। নিজের কর্তৃত্ববলে শাসনকাজ চালাতে গিয়ে মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী এবং কর্তৃত্বব্যঞ্জক রানিকে নিয়ন্ত্রণ করা তার কাছে কঠিন মনে হলো। মেলিসেন্দে ছিলেন স্লিম, ডার্ক ও বুদ্ধিমতী। শিগগিরই তিনি তার সুদর্শন কাজিন ও শৈশবের খেলার সঙ্গী জেরুজালেমের সবচেয়ে ধনী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জাফার কাউন্ট হিউয়ের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটাতে লাগলেন। ফালক তাদের বিরুদ্ধে প্রণয়ঘটিত সম্পর্ক থাকার অভিযোগ আনলেন।

AMARBOI.COM

* মূল ক্রুসেডারদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ফ্রান্সের উত্তরাঞ্চলের ল্যাঙ্গু ডিও'র বাচনভঙ্গিতে কথা বলত, যা ছিল প্রাদেশিক ভাষা ল্যাঙ্গু ডি'ওকের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে ল্যাঙ্গু ডি'ওকই আউট্রেমারের প্রধান বাচনভঙ্গিতে পরিণত হয়েছিল।

রানি মেলিসেন্দে : কেলেঙ্কারি

মেলিসেন্দের পরকীয়া নিয়ে প্রথমে গুজব রটে, পরে সেটা দ্রুত রাজনৈতিক সঙ্কটে রূপ নেয়। রানি হিসেবে তার শাস্তি পাওয়ার কথা ছিল না। অবশ্য, ফ্রাঙ্কিশ আইনে ব্যভিচারী দম্পতির ক্ষেত্রে নারীটির নাক কাটা এবং পুরুষটির নপুংসক করার বিধান ছিল। নির্দোষ প্রমাণের একমাত্র পথ ছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধ। এখন এক নাইট নির্দোষ প্রমাণের জন্য ফালককে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু হিউ মিসরীয় ভূখণ্ডে পালিয়ে গেলেন। পরে চার্চ আপস-রফার ব্যবস্থা করে, তিনি তিন বছর প্রবাসে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে ফেরার পর হিউ একদিন ফুরিয়ার্স স্ট্রিটের এক মদের দোকানে বসে ডাইস খেলছিলেন। তখন এক ব্রিটন নাইট তাকে ছুরিকাঘাত করেন। তিনি কোনোক্রমে বেঁচে যান। এতে জেরুজালেম 'ক্ষোভে ফেটে পড়ে।' গুজব রটে, ফালকই তার প্রতিদ্বন্দ্বিকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এখন রাজারই নিজের নির্দোষ প্রমাণের পালা। ব্রিটনকে দোষী সাব্যস্ত করে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন করা এবং জিহ্বা কাটার শাস্তি দেওয়া হলো। তবে ফালককে লোকটির জিহ্বা না কাটার নির্দেশ দিলেন, যাতে সে নীরব না হয়ে যায়। ব্রিটনের মাথা ও ধর (ও জিহ্বা) ছাড়া বাকি সব অঙ্গ কাটার পরও তিনি দৃঢ়ভাবে বলতে লাগলেন, ফালক নির্দোষ।

আউট্রেমের রাজনীতির নির্লজ্জ নোংরামি ইউরোপে ছড়িয়ে পড়াটা আশ্চর্য বিষয় ছিল না। জেরুজালেম শাসন করা ছিল চ্যালেঞ্জ : রাজারা ছিলেন সমানদের চেয়ে একটু এগিয়ে; ক্রুসেডার নৃপতিবৃন্দ, উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিবর্গ, দুর্বৃত্ত অভিযাত্রী, ইউরোপ থেকে সদ্য আগত উদ্ধত লোকজন, নাইটদের স্বাধীন সামরিক-ধর্মীয় সম্প্রদায় (অর্ডার) এবং কুচক্রি পাদ্রিদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হতো। সেইসঙ্গে ইসলামি শত্রুদের মোকাবিলা করার সক্ষমতাও প্রদর্শন করতে হতো। রাজকীয় বিয়েটা চরম নাজুক অবস্থায় উপনীত হলো। তবে মেলিসেন্দে ভালোবাসা হারালেও ক্ষমতা ফিরে পেলেন। রানির মন গলানোর জন্য ফালক তাকে বিশেষ উপহার দিলেন- তার নামশোভিত অতীব ব্যয়বহুল স্যালটর।* তবে রাজ্যটি তার সোনালি যুগ অতিক্রম করার সময় ইসলাম গতিশীলতা লাভ করছিল।

*হাতির দাঁতের প্রচ্ছদে এবং নীলকান্ত, পদ্মরাগ মনি, চুনিতে সজ্জিত হলি সেপালচরের গবেষণা কক্ষে দ্য মেলিসেন্দে স্যালটারে সিরীয় ও আর্মেনীয় শিল্পীরা কাজ করেছে। বাইজানটাইন, ইসলামি ও পশ্চিমা রীতিতে ছবিগুলো আঁকা হয়েছিল। এতে এই আধা আর্মেনীয়, আধা ফ্রাঙ্কিশ রানির রাজত্বকালটি ক্রুসেডার ও প্রাচ্যের শিল্পের মিশ্রণের প্রভাবটি লক্ষ করা যায়।

রক্তলোলুপ জাঙ্গি : শ্যেন রাজা

১১৩৭ সালে মসুল ও আলেপ্পোর (বর্তমানকালের ইরাক ও সিরিয়া) আতাবেগ জাঙ্গি প্রথমে ক্রুসেডার নগরী অ্যান্টিয়ক এবং তারপর মুসলিম দামাস্কাস আক্রমণ করলেন। এই দুই শহরের যেকোনো একটির পতন জেরুজালেমের জন্য মারাত্মক আঘাত বিবেচিত হতো। প্রায় চার দশক ধরে জেরুজালেম হাতছাড়া থাকার বিষয়টি বিভক্ত ও হতচকিত মুসলিম বিশ্বের সামান্যই নজর কেড়েছিল। জেরুজালেমের ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রয়োজন ধর্মীয় আবেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উস্কে দিয়েছে। জাঙ্গি এখন নিজেকে 'মুজাহিদ, নাস্তিকদের শত্রু, ধর্মভ্রষ্টদের ধ্বংসকারী' প্রচার করে জেরুজালেম হাতছাড়া হওয়া নিয়ে ক্রমবর্ধমান ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্রোধ উস্কে দিতে শুরু করলেন।

ইসলামি মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য খলিফা এই তুর্কি আতাবেগকে 'আমিরদের রাজা' উপাধি দিলেন। আরবদের কাছে তিনি নিজেকে বললেন 'ইসলামের স্তম্ভ,' আর স্বজাতি তুর্কিদের কাছে পরিচিত হলেন 'শ্যেন রাজা' (ফ্যালকন প্রিন্স)। কবিতা-প্রিয় ওই সমাজে প্রতিটি শাসকের জন্য কবিরা ছিলেন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অলংকার। ফলে তার গৌরবগাথা রচনার জন্য কবিরা দলে দলে তার দরবারে উপস্থিত হতে লাগলেন। অমার্জিত জাঙ্গি ছিলেন কঠোর শাসকও। তিনি তার শক্তিশালী শত্রুদের চামড়া খুলে নিতেন, মাথা কেটে ফেলতেন, কম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিদের ফাঁসি দিতেন, কোনো সৈন্য ফসল মাড়ালে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করতেন। তিনি তার বালক প্রেমিকদের সৌন্দর্য সংরক্ষণের জন্য তাদের খোজা করে ফেলতেন। তিনি যখন সেনাপতিদের নির্বাসিত করতেন, তখন তাদের ছেলেদের খোজা করার মাধ্যমে তার শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় এক স্ত্রীকে তালাক দিয়ে তাকে আস্তাবলে সহিসদের দিয়ে গণধর্ষণ করিয়ে ছিলেন, তিনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন। তার অন্যতম অফিসার উসামা বিন মুনকিদ জানিয়েছেন, তার কোনো সৈন্য পক্ষ ত্যাগ করলে তার দুই প্রতিবেশীকে কেটে দুই টুকরা করা হতো। মুসলিম সূত্রগুলো তার নৃশংসতার বর্ণনা লিখে রেখেছে। ক্রুসেডারেরা তাকে বলত রক্তলোলুপ জাঙ্গি (ট্যাবলয়েড সংবাদপত্রের মুখরোচক শিরোনাম)।

তাকে মোকাবিলা করতে ফালক দ্রুত এগিয়ে এলেন, কিন্তু জাঙ্গি জেরুজালেমবাসীকে পরাজিত করলেন, রাজাকে কাছের দুর্গে ফাঁদে ফেললেন। জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক উইলিয়াম তাকে উদ্ধারে সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন, সঙ্গে নিলেন আসল ক্রুশদণ্ড। সাহায্যকারী বাহিনী এগিয়ে আসায় জাঙ্গি দুর্গটির বিনিময়ে ফালকের মুক্তির প্রস্তাব দিলেন। অল্পের জন্য এই রক্ষা পেয়ে ফালক ও মেলিসেন্দে নিজেদের মধ্যকার বিভেদ মিটিয়ে ফেললেন। জাঙ্গির বয়স তখন ৬০-এর কিছু বেশি। তিনি আনন্দে মত্ত থাকতেন, শুধু ক্রুসেডারদের নগরী অ্যান্টিয়ক ও এডেসার ওপরই চাপ অব্যাহত রাখলেন, দামাস্কাসেও নতুন করে আক্রমণ চালাতে লাগলেন। এতে আতঙ্কিত হয়ে দামাস্কাসের শাসক উনুর অবিশ্বাসী জেরুজালেমের সঙ্গে জোট গড়লেন।[৪]

১১৪০ সালে দামাস্কাসের আতাবেগ উনুর তার বিষয়ী উপদেষ্টা, সিরীয় অভিজাত ও শতাব্দীর সেরা মুসলিম লেখককে নিয়ে জেরুজালেম গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উসামা বিন মুনকিদ : বিশাল আয়োজন এবং ভয়াবহ বিপর্যয়

উসামা বিন মুনকিদ ছিলেন সর্বত্র উপস্থিত ব্যক্তিদের একজন, তিনি ইতিহাসের নির্দিষ্ট সময় বা স্থানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নায়কদের প্রত্যেককে চিনতেন, ঘটনাপ্রবাহের কেন্দ্রে তাদেরকে খুঁজে নিতেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে এই মিশুক সভাসদ, যোদ্ধা ও লেখক জাঙ্গি থেকে ফাতিমি খলিফাদের এবং সালাহউদ্দিনসহ তার শতকের সব মহান ইসলামি নেতার অধীনে কাজ করেছেন, জেরুজালেমের অন্তত দুজন রাজার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।

সিরিয়ার শাইজার দুর্গের শাসক পরিবারের সদস্য উসামা উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, এক ভূমিকম্পে তার পরিবার নিঃস্ব হয়ে যায়। এসব আঘাতের পর তিনি অশ্বারোহী সৈনিকে (*ফ্যারিস*) হন, যে তাকে সর্বোচ্চ সুযোগ দেবে তার পক্ষে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তখন তার বয়স ৪৫, তিনি কাজ করছিলেন দামাস্কাসের উনুর অধীনে। উসামা যুদ্ধ, শিকার ও সাহিত্যে মশগুল থাকতেন। ক্ষমতা, সম্পদ ও মর্যাদা লাভের জন্য তার দুর্ঘটনা-প্রবণ চেষ্টাগুলো হতো একইসঙ্গে রক্তাক্ত ও প্রহসনমূলক। *গ্রেট ইভেন্টস অ্যান্ড ক্যালামিটিস* নামের তার স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থটিতে অনেকবারই 'আরেকটি আকস্মিক বিপর্যয়' শব্দগুচ্ছ দেখা যায়। তিনি ছিলেন সহজাত কাহিনীকার। তার পরিকল্পনাগুলো পুরোপুরি ব্যর্থ হলেও এই সৌন্দর্যপূজারী আরব কল্পনাবিলাসী জানতেন তার উচ্ছলতা, তীক্ষ্ণ ও করুণরসের রচনা হবে দারুণ কিছু। *আদিব*-বিশারদ উসামা মার্জিত রুচিবোধের পরিচয় দিয়ে নারীদের উৎফুল্লতা, পুরুষদের আদব-কায়দা (*দ্য কারনেলস অব রিফাইনমেন্ট*), যৌনাকাঙ্ক্ষা ও যুদ্ধবিদ্যা নিয়ে লিখেছেন। তার হাতে অস্পষ্ট ইতিহাস সত্যিকার অর্থেই কালোত্তীর্ণ রচনায় পরিণত হয়েছে।

আতাবেগ উনুর তার প্রাণচঞ্চল সভাসদ উসামাকে নিয়ে জেরুজালেমে পৌঁছালেন। ফালকের সঙ্গে উসামার সম্পর্ক বিস্ময়কর আন্তরিক হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, 'যুদ্ধবিরতিকালে আমি প্রায়ই ফ্রাঙ্কদের রাজার কাছে যেতাম।* রাজা ও উসামা নাইটহুডের প্রকৃতি নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করেছিলেন।

ফালক বললেন, 'তারা আমাকে বলল, আপনি মহান নাইট। কিন্তু আমি এটা একটুও বিশ্বাস করিনি।' উসামা জবাব দিলেন, 'খোদাওয়ান্দ, আমি আমার জাতি ও জনগণের নাইট।' উসামার দৈহিক গড়ন জানা যায় না, তবে ধরে নেওয়া যায়, ফ্রাঙ্কেরা তার দেহাবয়বে মুগ্ধ হয়েছিল।

জেরুজালেম ভ্রমণকালে উসামা ক্রুসেডারদের হীন অবস্থা লক্ষ করে মজা পেয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে 'স্রেফ পশু' মনে করতেন। তার মতে, 'তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাহস আর যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোনো গুণ নেই।' তবে তার লেখায় প্রকাশ পেয়েছে, মুসলমানদের অনেক প্রথাও ছিল বর্বর এবং অমার্জিত। নিরপেক্ষ প্রতিবেদকের মতো তিনি প্রতিটি বিষয়ের ভালো ও খারাপ উভয় দিকই তুলে ধরেছেন। সালাহউদ্দিনের দরবারে বয়োঃবৃদ্ধ লোক হিসেবে তাকে যখন আবার দেখব তখন দেখা যাবে, তিনি বলছেন, তিনি ক্রুডেসার রাজত্বের গৌরবজ্জ্বল উচ্চতায় জেরুজালেম দেখেছেন।

* ফালকই উসামার পরিচিত জেরুজালেমের প্রথম রাজা ছিলেন না। ১১২৪ সালে দ্বিতীয় বল্ডউইন উসামাদের পারিবারিক প্রাসাদ শাইজারে বন্দি ছিলেন। তারা রাজাকে আন্তরিক আতিথেয়তা প্রদর্শন করায় ক্রুসেডারেরা উসামা ও তার পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। সিরিয়ায় শাইজার প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখনো দেখা যায়।

মেলিসেন্দের জেরুজালেম : উচ্চ স্তরের জীবন এবং নিম্ন স্তরের জীবন

অনেক খ্রিস্টান মেলিসেন্দের জেরুজালেমকে পৃথিবীর সত্যিকারের কেন্দ্র মনে করত। নগরীটি এখন ৪০ বছর আগে ফ্রাঙ্কিশদের জয়ের সময়কার ফাঁকা ও দুর্গন্ধময় অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই সময়ের জেরুজালেমের মানচিত্রগুলোতে হলি সেপালচর চার্চকে কেন্দ্র করে ক্রুশদণ্ডের দুটি বাহু প্রতিনিধিত্বকারী বৃত্তাকার দুটি প্রধান রাস্তা দেখা যায়। এর মাধ্যমে পুণ্যনগরীটিতে পৃথিবীর নাভিমূল হিসেবে দেখানো হয়েছে। রাজা ও রানি টাওয়ার অব ডেভিড এবং এর পাশের প্রাসাদে দরবার বসাতেন, চার্চের কার্যাবলী সম্পাদনের কেন্দ্রস্থল ছিল প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদ। আউট্রেমার জেরুজালেমের সাধারণ ব্যারনদের জীবন সম্ভবত ইউরোপের রাজাদের চেয়েও ভালো ছিল। ইউরোপের অনেক ক্ষুদ্র রাজা এ সময় লন্ড্রিবিহীন পশমি পেশাক পরতেন, আস্তরহীন পাথরের বাড়িতে মোটামুটি মানের কিছু ফার্নিচার নিয়ে বাস করতেন। অথচ ওই শতকের শেষ দিকে ইবেলিনের জনের মতো অনেক ক্রুসেডার জাঁকজমকপূর্ণ জীবনযাপন করত। বৈরুতে মোজাইকের ফ্লোর, মার্বেলের দেয়াল, পেইন্ট করা সিলিং, ঝরনা ও উদ্যানশোভিত জনের প্রাসাদটি ওই সময়ের জাঁকাল রুচির প্রতিনিধিত্ব করে। এমনকি শহর এলাকায় মধ্যবিত্তদের বাড়িতেও দামি কার্পেট, দামাস্কাসের নকশাদার পর্দা, চকচকে মসৃণ পাত্র, চিত্রশোভিত টেবিল ও চিনা মাটির বাসন-পত্র থাকত।

রাজকীয় রাজধানী হিসেবে জেরুজালেমে এক দিকে যেমন ছিল ব্যাপক জাঁকজমকে পরিপূর্ণ, অন্য দিকে সীমান্ত শহর হিসেবে ছিল নড়বড়ে অবস্থায়। জেরুজালেমে প্যাট্রিয়ার্কের মিস্ট্রেজদের মতো কম মর্যাদাসম্পন্ন নারীরা পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো উচ্চপর্যায়ের লোকদের অগ্রাহ্য করে তাদের রত্নরাজি ও সিল্কের জাঁকাল প্রদর্শন করত। ৩০ হাজার অধিবাসী এবং তীর্থযাত্রীদের ঢলে জেরুজালেম ছিল পূণ্যনগরী, খ্রিস্টীয় নতুন ধাঁচের শহর ও সামরিক সদরদফতর, যাতে প্রাধান্য ঈশ্বর ও যুদ্ধের। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সব ফ্রাঙ্কই এখন নিয়মিত গোসল করে। গণস্নানাগারগুলো ছিল ফুরিয়ার্স স্ট্রিটে। রোমান পয়োঃনিষ্কাষণ-ব্যবস্থা তখনো কার্যকর ছিল, খুব সম্ভবত বেশির ভাগ বাড়িতে শৌচাগার ছিল। এমনকি ক্রুসেডারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইসলামভীতিতে আক্রান্তরাও প্রাচ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিল। যুদ্ধকালে সূর্যের উত্তাপে স্টিলের বর্ম যাতে গরম না হয়, সেজন্য নাইটরা লিনেনের আঙরাখা ও আরব *কেফিয়েহ* পরত। বাড়িতে নাইটরা আরবদের মতো সিল্কের ঢিলেঢালা পরিচ্ছদ (*বুর্নুস*), এমনকি পাগড়ি পর্যন্ত ব্যবহার করত। জেরুজালেমের নারীরা লম্বা আন্ডাররোবের সঙ্গে আঁটসাঁট পোশাক বা সোনার এম্ব্রয়ডারি করা ঢিলেঢালা রোবকোট পরত, তাদের মুখমণ্ডলে ব্যাপকভাবে পেইন্ট করা হতো। তারা সাধারণত পর্দা মেনে চলত। শীতে নারী-পুরুষ সবাই পশমি পোশাক পরত। অবশ্য কৃচ্ছ্র জীবনযাপনে বিশ্বাসী টেম্পলারদের জন্য এই বিলাসিতা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ ছিল, খ্রিস্টান ধর্মযুদ্ধের রাজধানীকে তারাই ফুটিয়ে তুলত। এসব ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত (অর্ডার) নাইটেরা স্বকীয়তা রক্ষা করে চলত : টেম্পলাররা বেল্ট ও রেড ক্রুশযুক্ত আলখেল্লা পরত, হসপিটালেরা তাদের কালো আলখেল্লার বুকের কাছে সাদা ক্রুশ ঝুলিয়ে রাখত। প্রতিদিন নগরীর বাইরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে ৩০০ টেম্পলার হইচই করতে করতে স্টেইবলস অব সলোমন থেকে বের হতো। কিদরন উপত্যাকায় পদাতিক বাহিনী তীরন্দাজি অনুশীলন চালাত।

নগরীতে ফরাসি, নরওয়েজীয়, জার্মান ও ইতালীয় সৈন্য ও তীর্থযাত্রী ছাড়াও প্রাচ্যের খ্রিস্টান তথা সংক্ষিপ্ত দাড়িওয়ালা সিরীয় ও গ্রিক, লম্বা দাড়ি ও হাই হ্যাটওয়ালা আর্মেনীয় ও জর্জীয়রা বাস করত। তারা থাকত হোস্টেলের ডরমেটরিগুলোতে কিংবা ছোট ছোট সরাইয়ে। সবচেয়ে ব্যস্ত রাস্তাটি ছিল রোমান কারডোকে কেন্দ্র করে। সেন্ট স্টিফেন্স (বর্তমানের দামাস্কাস) গেট থেকে রাস্তাটি সেপালচর ও প্যাট্রিয়ার্কের কোয়ার্টার ডানে রেখে প্রবেশ করেছিল তিনটি সমান্তরাল ছাদওয়ালা বাজারের রাস্তায়, তাতে অনেক গলিপথ ক্রুশাকারে পরস্পরকে ছেদ করেছিল। মশলা ও রান্না করা খাবারের ঘ্রাণ ভাসত সেখানে। তীর্থযাত্রীরা ম্যালকুইসিন্যাটের ব্যাড কুকিং স্ট্রিট থেকে টুকটাক জিনিস ও শরবত কিনত, সেচালচরের কাছের রাস্তায় সিরীয় মুদ্রা বিনিময়কারীদের কাছে টাকা ভাংতি করত; ল্যাতিন স্বর্ণকারদের কাছ থেকে কম দামি গহনা নিত, ফারিয়ার্স স্ট্রিটে পাওয়া যেত পশমি সামগ্রী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুসেডের আগেও বলা হতো, 'জেরুজালেমের তীর্থযাত্রীদের মতো বদমাশ আর কোনো মুসাফির নেই।' আউট্রেমার ছিল ওয়াইল্ড ওয়েস্টের মধ্যযুগীয় সংস্করণ। ভাগ্য ফেরাতে খুনি, অভিযাত্রী আর বারবনিতারা এখানে আসত। তবে রসকষহীন সমসাময়িককালের লেখকেরা জেরুজালেমের নৈশজীবন সম্পর্কে সামান্যই লিখে গেছে। অবশ্য স্থানীয় বর্ণসঙ্কর সৈনিক টুরকোপলিস, দ্বিতীয় প্রজন্মের দরিদ্র ও প্রাচ্যমুখী ল্যাতিন পুলাইন, ভেনেশীয় ও জেনোইজ বণিক ও নবাগত নাইটদের জন্য সরাইখানা ও অন্য সব সামরিক শহরের আমোদ-প্রমোদের প্রয়োজন ছিল। উগ্র নাইটরা যাতে ঘোড়া নিয়ে সরাসরি প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য প্রতিটি পানশালায় সতর্কসঙ্কেত সৃষ্টিকারী শিকল ছিল। দোকানপাটের দরজায় সৈন্যদের জুয়া আর পাশা খেলতে দেখা যেত। আউট্রেমারের সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ইউরোপীয় বারবনিতারা জাহাজবোঝাই করে আসত। পরবর্তীকালে সুলতান সালাহউদ্দিনের সচিব মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এ ধরনের আগমনের উৎফুল্ল বর্ণনা দিয়েছেন-

> অশ্লীল ও পাপীষ্ঠা প্রণয়োদ্দীপক ফ্রাঙ্কিশ নারীরা দম্ভভরে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হচ্ছে, প্রকটভাবে দেহ দুলিয়ে দরকষাকষি করছে, আবেগে উথলে ওঠছে, পরশ বুলিয়ে দিচ্ছে, প্রেম করছে, স্বর্ণের জন্য নিজেদের বিক্রি করছে, শোভন নিতম্বের টলটলে কিশোরীর মতো তারা তাদের উরুর মাঝখানের জায়গাটিকে নৈবদ্যরূপে উৎসর্গ করছে। ওদের পেছনে গড়াড়গি খায় তাদের পোশাকের ঝালর, আলোর পাগল করা দীপ্তি ছড়ায়, কচি চারাগাছের মতো দোল খায়। আর আঁকুপাকু করে বিবসনা হবার জন্য।

AMARBOI.COM

একর ও টায়ারের রাস্তাগুলো ইতালীয় সৈন্যতে পরিপূর্ণ ছিল। ফলে তাদের বেশির ভাগের ঠিকানা হতো ওই দুটি বন্দর। জেরুজালেমে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ আরোপের চেষ্টায় কর্মকর্তাদের তদারকি ছিল, তবে সেখানেও সব ধরনের মানবিক বিষয় বিদ্যমান ছিল। তীর্থযাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়লে হসপিটালারেরা হাসপাতালে তাদের শুশ্রূষা করত, সেখানে দুই হাজার রোগীর স্থান সংকুলান হতো। অবাক করা বিষয় হলো, তারা মুসলিম ও ইহুদিদেরও চিকিৎসা করত। এসব রোগী যাতে গোশত খেতে পারে, সেজন্য সেখানে *কোশার* বা হালাল রান্নাঘরও ছিল। তবে মৃত্যুর কথা সব সময় তাদের মাথায় থাকত, জেরুজালেম তাদের কাছে ছিল কাম্য কবরস্থান। বয়স্ক ও অসুস্থ তীর্থযাত্রীরা চাইত সেখানে মারা যেতে এবং পুনরুত্থান দিবসের আগপর্যন্ত কবরস্থ থাকতে। দরিদ্রদের জন্য ম্যামিলা কবরস্থান এবং ভ্যালি অব হেলের অ্যাকেলদামায় বিনা মূল্যের চানল-পিট (মানুষের শব বা অস্থি সংরক্ষণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্ত বা স্থান) ছিল। ওই শতকের শেষ দিকে এক মহামারীকালে প্রতিদিন ৫০ জন করে তীর্থযাত্রী মারা যেত, প্রার্থনাসহ শাস্ত্রাচার সম্পন্ন করে রাতে লাশগুলো গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হতো। *

হলি সেপালচর ও টেম্পল অব দ্য লর্ড- এই মন্দির দুটি এবং শাস্ত্রাচারের পঞ্জিকা অনুসরণ করেই বাহ্যিক জীবনযাপন চলত। ইতিহাসবিদ জোনাথন রিলে-স্মিথ লিখেছেন, এই 'প্রচণ্ড নাটুকেপনার যুগে প্রতিটি পদ্ধতি জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনমনে আলোড়ন সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হতো।' জেরুজালেমের তীর্থস্থানগুলো প্রদর্শনোপযোগী করা হয়েছিল, প্রতিনিয়ত নতুন নতুনভাবে সাজিয়ে এবং উন্নত করে সেগুলোর আকর্ষণ বাড়ানো হচ্ছিল। ১৫ জুলাই নগরী দখল দিবস উদযাপিত হতো। ওই দিন প্যাট্রিয়ার্কের নেতৃত্বে পুরো নগরী সেপালচর থেকে টেম্পল মাউন্টে শোভাযাত্রা নিয়ে যেত। প্যাট্রিয়ার্ক টেম্পল অব সলোমনে প্রার্থনা করতেন, তারপরে শোভাযাত্রা নিয়ে যেতেন গোল্ডেন গেটে (এখানেই ৬৩০ সালে সম্রাট হেরাক্লিয়াস আসল ক্রুশদণ্ড এনেছিলেন)। সেখান থেকে শোভাযাত্রাটি যেত উত্তর দিকে বিশাল ক্রুশ বসানো প্রাচীরে, গডফ্রে যেটা ভেঙে নগরীতে প্রবেশ করেছিলেন। ইস্টারে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপনা সৃষ্টি হতো। পাম সানডে'র সূর্যোদয়ের আগে আসল ক্রুশদণ্ড নিয়ে প্যাট্রিয়ার্ক ও পুরোহিত বেথানি থেকে নগরীর দিকে হেঁটে যেতেন, টেম্পল মাউন্ট থেকে আরেকটি শোভাযাত্রা তালপাতা (পাম) নিয়ে বের হয়ে জেহোশেফাট উপত্যাকায় তাদের সঙ্গে মিলিত হতো। দুই পক্ষ একত্রিত হয়ে গোল্ডেন গেট খুলতো, পবিত্র চত্বরের দিকে এগোতো। তারপর তারা টেম্পল অব দ্য লর্ডে প্রার্থনা করত। হলি স্যাটারডেতে জেরুজালেমবাসী হলি ফায়ারের (পবিত্র অগ্নি) জন্য চার্চে জড়ো হতো। এক রাশিয়ান তীর্থযাত্রী লক্ষ করেছেন 'লোকজন ছুটে এসেছে, গুঁতাগুঁতি, ঠেলাঠেলি করছে', কাঁদছে, বিলাপ করছে, চিৎকার করে বলছে 'আমার পাপ কি হলি ফায়ারকে নেমে আসতে বাধা দেবে?' রাজা টেম্পল মাউন্ট থেকে হেঁটে এলেন, তবে তখন প্রচণ্ড ভিড়, এমনকি আঙিনা পর্যন্ত এত গাদাগাদি করে লোকজনে ভরে ছিল যে, সৈন্যদের রাজার জন্য পথ করে দিতে হলো। ভেতরে প্রবেশ করামাত্র রাজা 'প্রবলবেগে কাঁদতে থাকলেন।' সমাধির সামনে তার আসনে বসলেন। তার চারপাশে সমবেত সভাসদেরাও কাঁদছিলেন। রাজা হলি ফায়ারের অপেক্ষা করছিলেন। পাদ্রি সান্ধ্যপ্রার্থনা করার সময় অন্ধকার চার্চে ভাবাবিষ্টের সঞ্চার হলো, সবশেষে হঠাৎ করে সেপালচর পবিত্র আলোয় ভরে গেল, বিস্ময়কর ঔজ্জ্বল্য চমকাল।' প্যাট্রিয়ার্ক অগ্নি দোলাতে দোলাতে আবির্ভূত হলেন, তা দিয়ে তিনি রাজার বাতি জ্বালালেন। অগ্নিটি লণ্ঠন থেকে লণ্ঠনের মাধ্যমে পুরো জনতার মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছড়িয়ে পড়ল। মনে হলো অলিম্পিক শিখা গ্রেট ব্রিজ থেকে টেম্পল অব দ্য লর্ডজুড়ে সমস্ত নগরী ছেয়ে গেছে।

মেলিসেন্দে জেরুজালেমকে টেম্পল নগরী ও রাজনৈতিক রাজধানী উভয় হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। আজ যেমনটা দেখা যায়, সেটার বেশির ভাগই তিনি নির্মাণ করেছিলেন। ক্রুসেডারেরা রোমান ধাঁচ, বাইজানটাইন ও লেভ্যান্টাইন ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নিজস্ব স্টাইলে গোলাকার মাথাওয়ালা খিলান, বিশাল স্তম্ভশীর্ষ তৈরি করছিল। সবগুলোতেই তারা ফুলসহ বিভিন্ন চিত্রশোভিত করত। রানি টেম্পল মাউন্টের পাশে বেথেসডা পুলের স্থানে বিশালাকার সেন্ট অ্যানের চার্চ নির্মাণ করেন। বর্তমানে এটা ক্রুসেড আমলের সবচেয়ে সরল ও পূর্ণাঙ্গতম নির্মাণকাজের উদাহরণ হিসেবে টিকে আছে। এই চার্চটি একসময় পরিত্যক্ত রাজকীয় স্ত্রীদের ঠিকানা, এরপর এটা মেলিসেন্দের বোন প্রিন্সেস ইভেটের বাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এর আশ্রম জেরুজালেমের সবচেয়ে বেশি বৃত্তি ভোগ করত। এখনো বাজারের কয়েকটি দোকানে 'অ্যান্না' খোদিত রয়েছে, এর মাধ্যমে বোঝা যায় এসব দোকানের আয় কোথায় ব্যয় হতো। অন্যান্য দোকানের মালিক ছিল সম্ভবত টেম্পলারেরা, সেগুলোতে টেম্পলার বোঝাতে 'টি' লেখা হয়েছিল।

টেম্পল মাউন্টের গ্রেট ব্রিজে সেন্ট জাইলস নামে একটি ছোট চ্যাপেল নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রাচীরের বাইরে মেলিসেন্দে চার্চ অব আওয়ার লেডি অব জেহোশেফাটে ভার্জিন মেরি'স সমাধি যোগ করেন, সেখানেই পরে তাকে কবর দেওয়া হয় (তার কবর এখনো টিকে আছে)। তিনি বেথানি মনাস্টেরিও নির্মাণ করেন, তাতে মঠাধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগদান করলেন প্রিন্সেস ইভেটকে। টেম্পল অব দ্য লর্ডে তিনি পবিত্র পাথর (দ্য রক) রক্ষার জন্য সদৃশ্য ধাতব জাফরি লাগিয়ে দেন (বর্তমানে প্রধান হারাম মিউজিয়ামে টিকে থাকা কিছু অংশে যিশুর খৎনার পুরুষাঙ্গত্বক** থাকতে পারে, পরে এখানে হজরত মোহাম্মদের দাড়ি রাখা হয়)। ফালক ও মেলিসেন্দের সঙ্গে সাক্ষাত করতে উসামা বিন মুনকিদ ও তার প্রভু দামাস্কাসের আতাবেগ রাষ্ট্রীয় সফরে জেরুজালেম যান। তাদেরকে টেম্পল মাউন্টে নামাজ পড়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সেখানে তারা তাদের ফ্রাঙ্কিশ মেজবানদের সংকীর্ণতা ও উদারতা উভয়ই প্রত্যক্ষ করেন।

* অর্থোডক্স ও ল্যাতিনেরা তাদের নিজ নিজ অ্যাকেলদামার চানল-হাউজের ওপর পৃথক চার্চ নির্মাণ নির্মাণ করেছিল, সেগুলোর ছাদে তৈরি গর্ত দিয়ে লাশ নিচে ফেলা হতো। প্রচলিত বিশ্বাস ছিল, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মৃতদেহগুলো গন্ধবিহীনভাবে পচে যায়। এগুলো ১৮২৯ সালে শেষবারের মতো সৎকারে ব্যবহৃত হয়। ল্যাতিন চানল-হাউজটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেওয়া হয়েছে, তবে গ্রিক অর্থোডক্স পিটটি এখনো দৃশ্যমান। ছোট একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফাঁকা স্থান দিয়ে উঁকি দিয়ে সাদা হাড় দেখা সম্ভব। দুটি চার্চের কোনোটিরই অস্তিত্ব নেই। সম্ভবত সালাহউদ্দিন এগুলো ধ্বংস করেছিলেন।

বছরে মাত্র দুবার পবিত্র গোল্ডেন গেটটি খোলা হতো। গোল্ডেন গেটের বাইরের সমাধিটি সম্ভবত টেম্পলার আশ্রমের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং বিশেষ কবরস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হতো। বলা হয়ে থাকে, এখানেই টমাস বেকেটের খুনিদের কবর দেওয়া হয়েছিল। টেম্পল মাউন্টের ভেতরে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ ফ্রাঙ্কিশ নাইটের কবর ছিল। ১৯৬৯ সালে আমেরিকান বাইবেল ছাত্র জেমস ফ্লেমিং গেটের ছবি তোলার সময় মাটি আলগা হয়ে পড়ায় তিনি ৮ ফুট গভীর একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিলেন। নিচে তিনি মানুষের হাড়গোড়পূর্ণ স্তূপের মধ্যে দেখলেন। গর্তটি সম্ভবত হেরোডীয় আমলের নির্মাণকাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল, হাড়গুলো ক্রুসেডারদের (১১৪৮ সালে রেজেনসবার্গের ফ্রেডেরিককে সেখানে কবর দেওয়া হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ কনরাড স্কচিক ১৮৯১ সালে সেখানে হাড় পেয়েছিলেন।)। ক্রুসেডারের আগে ও পরে মুসলমানেরা এটাকে তাদের বিশেষ কবরস্থান হিসেবে ব্যবহার করত। যা-ই হোক, এরপরই মুসলিম কর্তৃপক্ষ গর্তটা দ্রুত বন্ধ করে দিলে ফ্লেমিংয়ের পক্ষে অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হয়নি।

** মধ্যযুগের স্মারক সামগ্রীগুলোর মধ্যে হলি ক্রিপস ছিল মাত্র একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ম। শার্লেমেন ৮০০ সালে তার অভিষেকের আগে একটি অংশ পোপকে উপহার দিয়েছিলেন। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই খ্রিস্ট জগতে এ ধরনের ৮ থেকে ১৮টি স্মারক সামগ্রী আত্মপ্রকাশ করে। ১০০ সালে প্রথম বল্ডউইন অ্যান্টওয়ার্পে পাঠিয়েছিলেন একটি, মেলিসেন্দের কাছে ছিল একটি অংশ। রিফোরমেশনের যুগে এসবের বেশির ভাগ হারিয়ে যায়।

উসামা বিন মুনকিদ ও জুদাহ হ্যালেভি : মুসলমান, ইহুদি ও ফ্রাঙ্ক

টেম্পলারদের কয়েকজনের সঙ্গে উসামার বন্ধুত্ব হয়েছিল, যুদ্ধ ও শান্তিতে তিনি তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। এখন তারা তাকে ও আতাবেগ উনুরকে স্বাগত জানিয়ে টেম্পলারদের জন্য পুরোপুরি খ্রিস্টান করে রাখা সদরদফতর পবিত্র চত্বরে নিয়ে গেল।

এখন অনেক ক্রুসেডার আরবিতে কথা বলত, মুসলিম নৃপতিদের মতো করে উঠান ও ঝরনাযুক্ত বাড়ি নির্মাণ করত, অনেকে আরবি খাবার পর্যন্ত খেত। উসামা যেসব ফ্রাঙ্কের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন, তারা শূকর খেত না। তারা তাদের জন্য 'অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন ও উপাদেয় খাবার' প্রস্তুত করেছিল। বেশির ভাগ ফ্রাঙ্ক খুব বেশি মাত্রায় নেটিভ হয়ে যাওয়া লোকদের পছন্দ করত না। ফুলচার লিখেছেন, 'ঈশ্বর পাশ্চাত্যকে প্রাচ্যে রূপান্তরিত করেছেন। আগে যে রোমান বা ফ্রাঙ্ক ছিল, এখন এই ভূমিতে এসে সে গ্যালিয়ান বা ফিলিস্তিনি হয়ে গেছে।' একইভাবে টেম্পলারদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে উসামার বন্ধুর সংখ্যা ছিল সীমিত, তাদের খোলা মনের পরিচয়ও ছিল স্বল্প পরিসরে। একবার এক টেম্পলার বাড়ি ফেরার সময় খুশিমনে উসামার কাছে তার ছেলেকে ইউরোপে পড়াশোনা করতে পাঠানোর অনুরোধ করল, যাতে 'সে যখন ফিরবে, তখন সত্যিকারের বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হয়।' উসামা এই পরামর্শ পাত্তা দেননি। তারা যখন ডোম অব দ্য রকে (কুব্বাতুল সাখরা) নামাজ পড়ছিলেন, তখন এক ফ্রাঙ্ক আতাবেগের কাছে এসে বলল, 'আপনারা কি ঈশ্বরকে শৈশবস্থায় দেখবেন?' 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' জবাব দিলেন উনুর। ফ্রাঙ্ক লোকটি তখন উনুর ও উসামাকে মেরি ও শিশু যিশুর আইকনের সামনে নিয়ে গেল।

'এই হলো শৈশবের ঈশ্বর,' ফ্রাঙ্ক লোকটি বলল, যা উসামার কৌতুহলি অবজ্ঞার জন্য যথেষ্ট।

উসামা তারপর হেঁটে টেম্পল অব সলোমনে (সাবেক আল-আকসা) নামাজ পড়তে যান। সেখানে তার টেম্পলার বন্ধুরা তাকে স্বাগত জানান। তিনি এমনকি জোরে জোরে 'আল্লাহু আকবার' বললেও টেম্পলারেরা কিছু মনে করেনি। তবে তারপর উদ্বেগ সৃষ্টিকারী একটি ঘটনা ঘটে। "এক ফ্রাঙ্ক ছুটে এসে আমাকে জোর করে আমার মুখ পূর্ব দিকে ফেরিয়ে বলেন, 'এভাবে প্রার্থনা করুন!'" তবে অন্য "টেম্পলারেরা দৌড়ে এসে তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। 'এই লোক বিদেশী,' টেম্পলারেরা ক্ষমা প্রার্থনার সুরে ব্যাখ্যা করল, 'এবং সবেমাত্র ফ্রাঙ্কিশ ভূমি থেকে এসেছে।'" উসামা বুঝতে পারলেন, 'সম্প্রতি আগত যে কেউ এখানে মুসলমানদের সঙ্গে বসবাসকারীদের চেয়ে অনেক বেশি কঠোর ধরনের হয়।' এসব নবাগত 'অত্যন্ত অভিশপ্ত জাতি এবং তাদের নিজেদের জাতির বাইরের কাউকে সহ্য করতে পারে না।'

মেলিসেন্দের জেরুজালেমে কেবল মুসলিম নেতারাই যেতেন না, মুসলিম কৃষকেরা তাদের ফল বিক্রি করার জন্য প্রতিদিন নগরীতে প্রবেশ করত, সন্ধ্যায় ফিরে যেত। ১১৪০-এর দশকে শাসকেরা খ্রিস্টের নগরীতে মুসলমান ও ইহুদিদের ভ্রমণের ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল করে। এ কারণে ভ্রমণলেখক আলী আল-হারাবি বলেছিলেন, 'হলি ফায়ারের কৌশল করায়ত্ত করতে আমি দীর্ঘ দিন জেরুজালেমে বসবাস করেছিলাম।' জেরুজালেমে অল্প কয়েকজন ইহুদি বাস করত, তবে তীর্থযাত্রা তখনো ছিল বিপজ্জনক।

ঠিক এই সময়, ১১৪১ সালে, বলা হয়ে থাকে স্প্যানিশ কবি, দার্শনিক ও চিকিৎসক জুদাহ হ্যালেভি স্পেন থেকে সেখানে পৌঁছেছিলেন। তিনি তার ভক্তি-সঙ্গীত ও ধর্মীয় কবিতায় আকুলভাবে বলেছিলেন, 'সৌন্দর্যে জায়ন নিখুঁত' হলেও 'ইদম [ইসলাম] ও ইসমায়েল [খ্রিস্টান] পূণ্যভূমিতে দাঙ্গা করায়' দুর্ভোগ পোহাচ্ছে। নির্বাসনে ইহুদি হলো 'বিদেশ ভূমিতে পায়রা'। হালেভি সারা জীবন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিব্রুতে কবিতা লিখেছেন, তবে কথা বলেছেন আরবিতে। তিনি জায়নে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন-

হে বিশ্বের সেরা নগরী, সবচেয়ে বিশুদ্ধ সুন্দর
দূর পশ্চিমে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি।
আহ্! আমার ঈগলের ডানা থাকলে, সেথায় উড়ে যেতাম
আর আমার চোখের পানিতে তোমার জমিন ভিজে যেত।

হ্যালেভির কবিতা এখনো সিনাগগের প্রার্থনায় ব্যবহৃত হয়। জেরুজালেম নিয়ে তার মতো এত আবেগময় কবিতা আর কেউ লিখতে পারেনি : 'যখন আমি তোমার কোলে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি, আমি তোমার গানের বীণা হয়ে যাই।' তিনি সত্যিই জেরুজালেমে যেতে পেরেছিলেন কি না তা স্পষ্ট নয়। তবে কিংবদন্তি অনুযায়ী, ফটকগুলো অতিক্রম করা সময় এক অশ্বারোহী, সম্ভবত ফ্রাঙ্ক, তাকে হত্যা করে। তার রচনাতেও এ ধরনের অদৃষ্টের পূর্বাভাস পাওয়া যায় : 'তোমার মাটিতে আমি লুটিয়ে পড়ব, তোমার পাথরে উৎফুল্ল হব, তোমার ধূলায় মাথা পেতে নেব।'

AMARBOI.COM

এই মৃত্যু উসামাকে বিস্মিত করেনি। কারণ তিনি ফ্রাঙ্কিশ আইনের সহিংসতা লক্ষ করেছিলেন। তিনি জেরুজালেমে যাওয়ার পথে দেখেছেন, দুই ফ্রাঙ্ককে পরস্পরের খুলি গুঁড়িয়ে দেওয়ার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে একটি আইনি জটিলতার মীমাংসা করছেন। 'তাদের আইন-কানুন ও বিচার এমনই।' এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে তীর্থযাত্রীদের খুন করার অভিযোগ আনা হলে তাকে এক আঁটি খড়ের সঙ্গে বেঁধে একটি চৌবাচ্চায় ফেলা হলো। বলে দেওয়া হলো, সে যদি ডুবে তবে নির্দোষ, আর ভাসতে থাকলে অপরাধী। লোকটি যেহেতু ভাসছিল, তাই অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো। উসামা বলেছেন, 'তারা তার চোখ দুটিতে সুরমা লাগিয়ে দিল'- সে অন্ধ হয়ে গেল।

তাদের যৌন প্রথা সম্পর্কে উসামা উল্লসিত বর্ণনায় জানিয়েছেন, কিভাবে এক ফ্রাঙ্ক তার স্ত্রীর বিছানা অন্য একজনকে দেখে কেবল লোকটিকে হুঁশিয়ার করেই ক্ষান্ত থেকেছে এবং কিভাবে অন্য এক লোক পুরুষ নাপিতকে তার স্ত্রীর নাভির নিচের কেশ পরিষ্কার করার নির্দেশ দিয়েছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে উসামা জানিয়েছেন, জনৈক ফ্রাঙ্কের পায়ের ফোঁড়া নিরাময়ের জন্য প্রাচ্যদেশীয় এক চিকিৎসক পুলটিশ চিকিৎসা দিচ্ছিল। এমন সময় কুঠার হাতে এক ফ্রাঙ্কিশ চিকিৎসক এসে পা কেটে ফেলল এই নীতিবির্গহিত প্রশ্ন করে যে, সে কি এক পা নিয়ে বেঁচে থাকবে না দুই পা নিয়ে মরবে? কিন্তু লোকটি এক পা নিয়েই মারা গেল। প্রাচ্য দেশীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসকটি যখন 'রক্তরস শুকিয়ে যাওয়া' রোগে আক্রান্ত এক নারীর জন্য বিশেষ পথ্যের পরামর্শ দিয়েছিল, তখন ওই একই ফ্রাঙ্কিশ চিকিৎসক জানাল, 'নারীটির মাথার ভেতরে শয়তান ঢুকেছে।' ফ্রাঙ্কিশ চিকিৎসকটি নারীটির খুলিতে একটি ক্রুশ এঁকে তাকেও হত্যা করল। সেরা চিকিৎসকেরা হচ্ছে আরবি-ভাষী খ্রিস্টান ও ইহুদিরা : এখন জেরুজালেমের রাজা পর্যন্ত প্রাচ্য দেশীয় চিকিৎসকদের অগ্রাধিকার দেন। তবে উসামা কখনো সরলীকরণ করেননি। তিনি দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন যাতে ফ্রাঙ্কিশ ওষুধ আশ্চর্যজনকভাবে কাজ করেছে।

মুসলমানেরা ক্রুসেডারদের বর্বর লুণ্ঠনকারী মনে করত। তবে ক্রুসেডারেরা বর্বর আর মুসলমানেরা সভ্য, এমন গতানুগতিক মন্তব্য বাস্তবতাবর্জিত। সর্বোপরি উসামা নিষ্ঠুর প্রকৃতির জাঙ্গির সঙ্গেও কাজ করেছেন, তার বর্ণনা পুরোপুরি পাঠ করলে দেখা যাবে, ইসলামি সহিংসতা আধুনিক সংবেদনশীলতায় কম পীড়াদায়ক ছিল না। জাঙ্গি খ্রিস্টানদের মাথা সংগ্রহ, নিজের সৈন্য ও ধর্মভ্রষ্টদের ক্রুশবিদ্ধ ও দ্বিখণ্ডিত করেছেন, যা ইসলামি শরিয়াহ'র চরম শাস্তি। তার পিতার কাহিনীও উল্লেখ করা যায়, যিনি ক্রোধে তার বালক ভৃত্যের হাত ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। সহিংসতা ও একই ধরনের বর্বর আইন উভয় পক্ষেই ছিল : ফ্রাঙ্কিশ নাইট ও ইসলামি *ফ্যারিস* (অশ্বারোহী/নাইট)-এর মধ্যে অনেক মিল ছিল। উভয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন যোদ্ধা রাজবংশ সৃষ্টিকারী বল্ডউইন ও জাঙ্গির মতো লব্ধপ্রতিষ্ঠিত অভিযানপ্রিয় লোকেরা। উভয় ব্যবস্থাই যোদ্ধা বাহিনী গড়ার জন্য জায়গিরদারি বা আয় সৃষ্টিকারী বন্দোবস্তের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আরবেরা দৃষ্টি আকর্ষণ, বিনোদন ও প্রপাগান্ডার জন্য কবিতাকে ব্যবহার করত। দামাস্কাসের আতাবেগের অধীনে কাজ করার সময় উসামা মিসরীয়দের সঙ্গে কবি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতেন। আর ক্রুসেডার নাইটেরা কবিরা রচনা করত গোপন প্রণয় প্রার্থনার জন্য। নাইট ও *ফ্যারিস* উভয়েই একই ধরনের উন্নত আচরণবিধি মেনে চলত এবং ধর্ম, যুদ্ধ, ঘোড়ার প্রতি একই ধরনের আবেগ প্রকাশ করত, একই ধরনের খেলাধুলায় মত্ত থাকত।

খুব কম সৈন্য এবং খুব কম ঔপন্যাসিকই উসামার মতো যুদ্ধের উত্তেজনা ও মজা তুলে ধরতে পেরেছেন। তার রচনা পড়লে জেরুজালেম রাজ্যের জিহাদে চলে যাওয়া যায়। দুঃসাহসিক কাজ, বেপরোয়া অশ্বচালনা, আশ্চর্যজনকভাবে পালানো, ভয়ংকর মৃত্যু এবং বুনো আক্রমণের উল্লাস, স্টিলের ঝনঝনানি, ঘর্মাক্ত ঘোড়া এবং রক্তের বন্যা বয়ে যাওয়ার নানা কাহিনী তিনি সাবলীলভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি ভাগ্য ও আল্লাহর করুণার দর্শনেও বিশ্বাসী ছিলেন : 'এমন কি ক্ষুদ্রতম ও সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ও সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোপরি উভয় পক্ষই বিশ্বাস করত, উসামার ভাষায়, 'যুদ্ধে বিজয় আসে কেবল সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে।' ধর্মই ছিল সবকিছু। উসামা তার এক বন্ধুর জন্য সর্বোচ্চ প্রশংসা করেছেন এভাবে 'সত্যিকারের পণ্ডিত, খাঁটি সম্ভ্রান্ত যোদ্ধা ও নিষ্ঠাবান মুসলমান।'

মেলিসেন্দের জেরুজালেমের শান্তিপূর্ণ অবস্থা ভেঙে খান খান হয়ে গেল এমন এক খেলায় সৃষ্ট দুর্ঘটনায়, যেটা মুসলিম ও ফ্রাঙ্ক উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাতেরা খেলত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪
অচলাবস্থা
১১৪২-১১৭৪

জাঙ্গি : অহমিকা ও প্রতিফল

যুদ্ধ বা পড়াশোনায় ব্যস্ত না থাকলে উসামা চিতাবাঘ, বাজপাখি ও কুকুর নিয়ে হরিণ, সিংহ, নেকড়ে ও হায়েনা শিকার করতেন। এ দিক থেকে জাঙ্গি বা রাজা ফালকের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য ছিল না। তাদের মতোই তিনি প্রায়ই শিকারে বের হতেন। ফালকের কাছে বেড়াতে গিয়ে উসামা ও দামাস্কাসের আতাবেগ বড় আকারের একটি বাজপাখির প্রশংসা করলে রাজা তাদেরকে সেটা উপহার দিয়েছিলেন।

উসামার জেরুজালেম সফরের অল্প পর ১১৪২ সালের ১০ নভেম্বর রাজা ফালক একরের কাছে অশ্বারোহণে ছিলেন। এমন সময় একটি খরগোশ দেখে সেটা শিকার করতে ঘোড়া ছোটালেন। কিন্তু তার ঘোড়ার জিনটি হঠাৎ খুলে গেলে তিনি ছিটকে পড়েন। জিনটি তার মাথায় প্রচণ্ডভাবে আঘাত করে, তিন দিন পর মারা গেলেন। জেরুজালেমবাসী শবমিছিল করে ফালককে সমাহিত করতে সেপালচরে নিয়ে যায়। ক্রিসমাসের দিন মেলিসেন্দে তার ১২ বছর বয়স্ক ছেলেকে তৃতীয় বল্ডউইন হিসেবে মুকুট পরিয়ে দেন, তবে প্রকৃত ক্ষমতা থাকে তার হাতে। পুরুষদের আধিপত্যের যুগে তিনি ছিলেন 'অত্যন্ত বিচক্ষণ নারী'। টায়ারের উইলিয়াম লিখেছেন, তিনি 'নারীদের স্বাভাবিক অবস্থান থেকে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের বলিষ্ঠতা তার ছিল, পূর্বসূরিদের মতো দক্ষ হাতে রাজ্য চালাতেন।'*

এই অম্লমধুর সময় বিপর্যয় নেমে এলো। ১১৪৪ সালে জাঙ্গি এডেসা দখল করে ফ্রাঙ্কিশ পুরুষদের পাইকারিভাবে হত্যা, নারীদের দাসীতে পরিণত করলেন (যদিও আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের রক্ষা করেছিলেন)। এর মাধ্যমে প্রথম ক্রুসেডার রাষ্ট্র, জেরুজালেম রাজপরিবারের সূতিকাগারের ধ্বংস হলো। ইসলামি বিশ্ব উল্লসিত হলো। ফ্রাঙ্কেরা অপরাজেয় নয় এবং এরপর নিশ্চিতভাবেই জেরুজালেমের পালা। ইবনে আল-কায়েসারানি বলেছেন, 'এডেসা যদি উত্তাল সাগর হয়, তবে জেরুজালেম কূল।' আব্বাসীয় খলিফা জাঙ্গিকে ইসলামের অলংকার, মুজাহিদ নেতা, আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত রাজা খেতাবে ভূষিত করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে জাঙ্গির মারাত্মক মদ্যপতা তাকে তার নিজের ঘরেই ধ্বংস করে দিল।

ইরাক অবরোধের সময় এক অপমানিত খোজা, সম্ভবত জাঙ্গির আনন্দের জন্য যাদেরকে নপুংসক করা হয়েছিল তাদের একজন, চুপিসারে মাতাল নৃপতির সুরক্ষিত তাঁবুতে ঢুকে তাকে তার বিছানায় ছুরিকাঘাত করে চলে যায়। তখনো তার প্রাণ ছিল। এক সভাসদ মুমূর্ষু অবস্থায় তাকে দেখলে অসহায় জাঙ্গি তার কাছে প্রাণভিক্ষা চান : "তিনি ভেবেছিলেন আমি তাকে হত্যা করতে চাচ্ছি। তিনি তর্জনী উঠিয়ে আমার কাছে আকুতি প্রকাশ করলেন। আমি তার দুর্দশা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। তারপর বললাম, 'আমার প্রভু, কে এই কাজ করেছে?'" শ্যেন রাজা এভাবে মারা গেলেন।

লাশ উষ্ণ থাকা অবস্থাতেই তার স্টাফ সবকিছু লুট করল, দুই ছেলে তার এলাকা ভাগাভাগি করে নিল। ছোট ছেলে নূরউদ্দিন, বয়স ২৮ বছর, পিতার আঙুল থেকে সিলমোহরের আংটিটি খুলে নিলেন, সিরীয় ভূখণ্ডগুলো কব্জা করলেন। তিনি ছিলেন প্রতিভাধর, তবে পিতার চেয়ে কম হিংস্র। তিনি ফ্রাঙ্কদের বিরুদ্ধে জিহাদ আরো বেগবান করেন। এডেসার পতনে মর্মাহত হয়ে মেলিসেন্দে পোপ দ্বিতীয় ইজেনিয়াসের কাছে সাহায্যের আবেদন করলে তিনি দ্বিতীয় ক্রুসেডের ডাক দেন।[৫]

AMARBOI.COM

* মেলিসেন্দে ছিলেন নিজ অধিকারবলে জেরুজালেম শাসনকারী তৃতীয় রানি। তার আগে জেজেবেলের মেয়ে আথালিয়া এবং ম্যাকাবি আমলে আলেকজান্ডার জ্যানেয়াসের বিধবা আলেকজান্দ্রা শাসনকাজ পরিচালনা করেছিলেন। মেলিসেন্দে তিনবার শাসনক্ষমতা লাভ করেন। প্রথমবার ১১২৯ সালে পিতার সঙ্গে, ১১৩১ সালে ফালকের সঙ্গে এবং ১১৪৩ সালে ছেলের সঙ্গে। উভয় পক্ষে নারীদের নিম্ন মর্যাদা থাকলেও উসামা বিন মুনকিদ জানিয়েছেন, ইসলামি ও ক্রুসেডার, উভয় পক্ষের নারীরা বিপদের সময় অস্ত্র হাতে নিত, যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত। মেলিসেন্দে তার আর্মেনীয় উৎস ভোলেননি। এডেসা পতনের পর তিনি এর অধিবাসীদের জেরুজালেমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন, ১১৪১ সালে আর্মেনীয়রা *রাজপ্রাসাদের* কাছে সেন্ট জেমসেস ক্যাথেড্রাল পুনর্নির্মাণ শুরু করেন।

একুইটেইনের ইলেনর এবং রাজা লুই : কেলেঙ্কারি ও পরাজয়

ফ্রান্সের সন্তসুলভ তরুণ রাজা সপ্তম লুই, তার স্ত্রী একুইটেইনের ডাচেস ইলেনর এবং বর্ষিয়ান তীর্থযাত্রী জার্মানির রাজা তৃতীয় কনরাড পোপের আহ্বানে সাড়া দিলেন। কিন্তু আনাতোলিয়া অতিক্রম করামাত্র জার্মান ও ফরাসি সেনাবাহিনী তুর্কিদের হামলার মুখে পড়ে। বিপর্যয়কর যুদ্ধে সপ্তম লুই কোনোমতে রক্ষা পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যান্টিয়কে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। এই আক্রমণে রানি ইলেনর ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তিনি তার বেশির ভাগ মালামাল খুইয়েছিলেন। ভণ্ড ও অথর্ব স্বামীর প্রতি তার আর কোনো শ্রদ্ধাবোধ রইল না।

অ্যান্টিয়কের প্রিন্স রেমন্ড আলেপ্পো দখল করতে লুইয়ের কাছে জরুরি সাহায্য চাইলেন। কিন্তু লুই প্রথমে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। বিষয়ী রেমন্ড ছিলেন ইলেনরের চাচা এবং 'সবচেয়ে সুদর্শন প্রিন্স।' টায়ারের উইলিয়াম জানিয়েছেন, বিপর্যয়কর সফরের পর ইলেনর 'তার বৈবাহিক সম্পর্ককে অবজ্ঞা করলেন, স্বামীর প্রতি অবিশ্বস্ত হয়ে উঠলেন।' তার স্বামী কুকুর ছানার মতো তার পিছু পিছু থাকতেন, যদিও তিনি যৌন বিষয়টিকে, এমন কি বিয়েকেও, ভোগে মত্ত হওয়া বিবেচনা করতেন। স্বাভাবিকভাবেই ইলেনর তাকে বললেন, 'মানুষ নন, সন্ন্যাসী।' কালোকেশ, কালো চোখ ও বাঁকা ভ্রু'র ইলেনর ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমতী, ইউরোপের সবচেয়ে ধনী উত্তরাধিকারী। তিনি একুইটেনিয়ান রাজদরবারে ভোগসুখাসক্ত কেলেঙ্কারি বয়ে আনলেন। যাজকীয় লেখকেরা দাবি করেছেন, তার দাদা উইলিয়াম দ্য ট্রুবাডু (বাছবিচারহীন যোদ্ধা-কবি) এবং তার দাদির (দাদার মিস্ট্রেজ, যার ডাকনাম ছিল লে ড্যানজারেয়াস) মাধ্যমে তার ধমনীতে পাপের রক্ত বইছে। ট্রুবাডু তার ছেলের সঙ্গে লে ড্যানজারেয়াসের মেয়ের বিয়ে দিয়ে তার কাছে অবাধে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার ফলে ঘটনাটি ঘটেছিল।

ইলেনর ও রেমন্ড ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকুন আর না-ই থাকুন, তাদের আচরণ স্বামীরত্নটির জন্য লজ্জাজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, আন্তর্জাতিক কেলেঙ্কারির সূচনা হয়। ফ্রান্সের রাজা তার বৈবাহিক সমস্যা সমাধান করেন ইলেনরকে অপহরণ করে, জেরুজালেমে পৌঁছে যাওয়া জার্মান রাজার সঙ্গে যোগ দিয়ে। লুই ও ইলেনর নগরীর কাছাকাছি আসামাত্র 'সব পুরোহিত ও লোকজন তার সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে আসে' এবং 'ভক্তি সঙ্গীত গাইতে গাইতে' তাদের সসম্মানে হলি সেপালচরে নিয়ে যায়। ফরাসি দম্পতি টেম্পল অব সলোমনে কনরাডের সঙ্গেই অবস্থান করেন। তবে ইলেনরকে অবশ্যই ফরাসি সভাসদেরা সতর্ক পর্যবেক্ষণে রেখেছিল। ফলে তিনি কয়েক মাস সেখানে বন্দি ছিলেন।

১১৪৮ সালের ২৪ জুন মেলিসেন্দে ও তার ছেলে তৃতীয় বল্ডউইন একত্রে সভা আহ্বান করলেন। তাতে ক্রুসেডের লক্ষ্য নির্ধারিত হয় দামাস্কাস জয়। নগরীটি অতিসম্প্রতিও ছিল জেরুজালেমের মিত্র। কিন্তু তখন যেকোনো সময় নগরীটি নূরউদ্দিনের দখলে চলে যাওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এটা স্পর্শকাতর টার্গেটে পরিণত হয়েছিল। ২৩ জুলাই জেরুজালেম, ফ্রান্স ও জার্মানির রাজারা দামাস্কাসের পশ্চিম দিকের ফল বাগানগুলো দখল করে ফেললেন। কিন্তু দুই দিন পর তারা রহস্যজনক কারণে পূর্ব দিকে সরে গেলেন। এর চার দিন পর ক্রুসেড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ হয়ে গেল, তিন রাজা লজ্জাজনকভাবে পিছু হটলেন।

দামাস্কাসের আতাবেগ উনুর হয়তো জেরুজালেমের ব্যারনদের ঘুষ দিয়ে তাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, পাশ্চাত্যের ক্রুসেডারেরা নিজেদের জন্যই নগরীটি দখল করতে চায়। উৎকোচ দিয়ে দল ভারী করার বিষয়টি বিশ্বাসযোগ্য মনে হলেও খুব সম্ভবত ক্রুসেডারেরা শুনতে পেয়েছিল, জাঙ্গির ছেলে নূরউদ্দিন সাহায্যকারী সেনাবাহিনী নিয়ে ধেয়ে আসছেন। এই বিপর্যয়ের পর জেরুজালেমের অবস্থা করুণ হয়ে উঠল। কনরাড নৌবহর নিয়ে দেশে ফিরে চললেন; লুই সন্ত সুলভ প্রায়শ্চিত্তে মগ্ন হয়ে পূণ্যনগরীতে রয়ে গেলেন ইস্টার উদযাপন করতে। ইলেনরের জন্য তারা তাড়াতাড়ি যেতে পারছিলেন না, প্রত্যাবর্তনের পরই তাদের বিয়েটা বাতিল হয়ে গেল।*৬

তাদের চলে যাওয়ার পর রানি মেলিসেন্দে তার সেরা সাফল্যটি উদযাপন এবং সবচেয়ে শোচনীয় বিপর্যয় বরণ করেন। ১১৪৯ সালের ১৪ জুলাই তিনি এবং তার ছেলে হলি সেপালচরে তাদের পুনর্নির্মিত চার্চ উদ্বোধন করেন। ক্রুসেডার জেরুজালেমে এটা অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন। এখনো এই পূণ্যসৌধটির দ্যুতি চমকায়। স্থাপত্যবিদেরা দারুণ দক্ষতার সঙ্গে ১০৪৮ সালে নির্মিত ও ১১১৯ সালে পুনর্নির্মিত কমপ্লেক্সটির চ্যাপেল ও স্মৃতি সংগ্রহশালার গোলকধাঁধা নির্মাণ করে চ্যালেঞ্জটির সমাধান করেছিল। তারা অনেক উঁচু বৃত্তাকার ছাদ দিয়ে পুরো কম্পাউন্ডটি ঢেকে দিয়েছিল এবং পূর্ব দিকে প্রাচীন হলি গার্ডেন সম্প্রসারিত করে একটি চমৎকার রোমান ধাঁচের ভবনের মধ্যে সব স্থাপনা নিয়ে এলো। তারা রোটানদার পূর্ব দিকের দেয়াল খুলে তাতে চ্যাপেলগুলো এবং বিশাল খোলা জায়গা যোগ করে। কনস্টানটাইনের ব্যাসিলিকার স্থানে তারা একটি বিশাল আচ্ছাদিত উদ্যান-পথ নির্মাণ করেছিল। তারা ১০৪৮ সালের দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথটি অক্ষুণ্ন রাখে খোদাইকৃত চৌকাটযুক্ত দুটি তোরণশোভিত রোমান ধাঁচের বহির্ভাগ নির্মাণ করে (যা এখন রকফেলার মিউজিয়াম)। হিল অব ক্যালভারির চ্যাপেলগামী সিঁড়িগুলোতে আঁকা নক্সা সম্ভবত ক্রুসেড আমলের সবচেয়ে সুন্দর শিল্পকলা।

মেলিসেন্দের ছেলে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে নিজের জন্য পূর্ণ ক্ষমতা দাবি করলেন। এখন তার বয়স ২০। কিছু দোষ থাকলেও মেধাবী ও সুদর্শন তৃতীয় বল্ডউইন নিখুঁত ফ্রাঙ্কিশ রাজা হিসেবে প্রশংসিত হতেন। জুয়ার প্রতি আকর্ষণ এবং বিবাহিত নারীদের প্রতি তার লোলুপতাও সবার জানা ছিল। উত্তর দিকের সঙ্কটের কারণে জেরুজালেমের একজন সক্রিয় যোদ্ধা রাজার প্রয়োজন ছিল : জাঙ্গির ছেলে নূরউদ্দিন অ্যান্টিয়কবাসীকে পরাজিত এবং ইলেনরের চাচা রেমন্ডকে হত্যা করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যান্টিয়ক রক্ষার জন্য বল্ডউইন যথাসময় ছুটে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পর তিনি ইস্টারে তাকে মুকুট পরানোর দাবি করলেন। তার মা মেলিসেন্দে (তখন তার বয়স ৪৭ বছর) দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করে দিলেন। রাজা যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

(* মুক্ত হওয়ামাত্র ইলেনর নরম্যান্ডির ডিউক ও আনজুর কাউন্ট, জেরুজালেমের রাজা ফালকের নাতি হেনরিকে বিয়ে করেন। তিনি দ্বিতীয় হেনরি নামে ইংরেজ সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তাদের সন্তানদের মধ্যে ছিলেন রাজা জন এবং ভবিষ্যতের ক্রুসেডার রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ড।)

মা বনাম ছেলে : মেলিসেন্দে বনাম তৃতীয় বল্ডউইন

মেলিসেন্দে তার ছেলেকে টায়ার ও একরের সমৃদ্ধ বন্দরগুলো দিয়ে, নিজের জন্য জেরুজালেম রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। রাজ্য জয় করার জন্য বল্ডউইন সেনাবাহিনী তৈরি করলে 'এত দিনের ছাইচাপা আগুন এখন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠল।' মেলিসেন্দে দ্রুতবেগে নাবলুস থেকে জেরুজালেমে গেলেন, পিছু নিলেন বল্ডউইন। জেরুজালেম রাজার জন্য ফটকগুলো খুলে দিল। মেলিসেন্দে টাওয়ার অব ডেভিডে পিছু হটলে বল্ডউইন তাকে সেখানে অবরুদ্ধ করলেন। তিনি কয়েক দিন ধরে মেলিসেন্দের ওপর দুর্গ ভাঙার অস্ত্রগুলো প্রয়োগ করলেন। অবশেষে রানি তার ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন, জেরুজালেম থেকেও চলে গেলেন।

বল্ডউইন সবেমাত্র তার জন্ম অধিকার করায়ত্ত করেছেন, তখনই নূরউদ্দিন ফের অ্যান্টিয়কে হামলা চালালেন। রাজাকে যখন আবারো উত্তর দিকে ছুটতে হলো, তখন ওরটাক পরিবার (১০৮৬ থেকে ১০৯৮ সাল পর্যন্ত জেরুজালেম শাসনকারী) ইরাকে তাদের জায়গির থেকে সসৈন্যে এগিয়ে এলো পূণ্যনগরীটি দখল করতে। তারা মাউন্ট অব অলিভসে জড়ো হলো। তবে জেরুজালেমবাসী বেরিয়ে এলো, জেরিকো রোডে প্রবল আক্রমণ চালিয়ে তাদের ধ্বংস করে দিল। আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাওয়ায় বল্ডউইন সেনাবাহিনী নিয়ে বিজয় অভিযানে রওনা হলেন, আসল ক্রুশদণ্ডটি অ্যাশকেলনে নিয়ে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর সেটার পতন হলো। তবে উত্তর দিকে নূরউদ্দিনের হাতে অবশেষে দামাস্কাস নত হলো। তিনি এখন সিরিয়া ও উত্তর ইরাকের মালিক।

নূরউদ্দিন ছিলেন 'দীর্ঘদেহী। গায়ের রং ছিল কালো। দাড়ি থাকলেও গোঁফ ছিল না। কপালটি ছিল খুবই সুন্দর এবং ছলছলে চোখের কারণে তাকে চমৎকার লাগত।' তিনি জাঙ্গির মতো নৃশংস হতে পারতেন। তবে অনেক পরিমিত থাকতেন, ভালোমন্দ বিচার করতেন। এমনকি ক্রুসেডারেরাও তাকে বলত 'সাহ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সী ও বুদ্ধিমান।' তার সভাসদেরা তাকে ভালোবাসতেন, রাজনৈতিক হাওয়া বদলের সঙ্গে সঙ্গে এখন উসামা বিন মুনকিদও তার কাছে চলে গেছেন। নূরউদ্দিন পোলো এত ভালোবাসতেন যে এমন কি রাতে মোমবাতি জ্বালিয়েও খেলতেন। তবে তিনিই ফ্রাঙ্কিশ বিজয়ে সৃষ্ট ইসলামি ক্রোধ সুন্নি আন্দোলনে পুনর্জীবনে ব্যবহার করেছিলেন, নতুন সামরিক আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার করেন। নতুন *ফাজায়েল* কিতাবগুলো জেরুজালেমের উচ্চমর্যাদার কথা বলে 'ক্রুশদণ্ডের অপবিত্রতা থেকে জেরুজালেমকে পবিত্র' করার নূরউদ্দিনের জিহাদের বাণী ছড়িয়ে দিতে লাগল। আশ্চর্য ব্যাপার হলো, ক্রুসেডারেরাও একসময় 'হলি সেপালচরকে মুসলমান অপবিত্রতা' থেকে রক্ষার আহ্বান জানিয়েছিল। নগরীটি জয়ের পর আল-আকসায় স্থাপনের জন্য তিনি চমৎকার করে একটি *মিম্বার* নির্মাণ করলেন।

নূরউদ্দিনের সঙ্গে বল্ডউইনের যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গেল। তারা সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেন। তবে একইসঙ্গে রাজা বাইজানটাইন সহায়তাও কামনা করলেন। তিনি সম্রাট ম্যানুয়েলের ভাইঝি থিওডোরাকে বিয়ে করেছিলেন। বিয়ে এবং চার্চে মুকুট পরার সময় 'সোনা, মণি-মুক্তায় কণের সাজ-সজ্জায়' কনস্টানটিনোপলের নজিরবিহীন জাঁকজমক জেরুজালেমে চলে এলো। তবে বিয়ের আনন্দ ফুরাতে না ফুরাতে বল্ডউইন বৈরুতে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ১১৬২ সালের ১০ মে মারা গেলেন। তাদের সন্তানাদি ছিল না। এর মাধ্যমে সম্ভবত বংশটিরই সমাপ্তি ঘটল।

'গভীর ও তীব্র শোকের' নজিরবিহীন আবহের মধ্যে শব-শোভাযাত্রা বৈরুত থেকে জেরুজালেমে এলো। অন্যান্য প্রাচীন ক্রুসেডার পরিবারের মতো জেরুজালেমের রাজারাও লেভ্যান্টাইন অভিজাতে পরিণত হয়েছিলেন। টায়ারের উইলিয়াম লক্ষ করেছেন, 'পার্বত্য এলাকাগুলো থেকেও অবিশ্বাসীরা নেমে এসে মাতম করতে করতে শবযাত্রায় শরিক হয়েছিল।' নূরউদ্দিন পর্যন্ত বলেছিলেন, ফ্রাঙ্কেরা এমন এক রাজাকে হারাল, যার মতো কাউকে এই পৃথিবী আর পায়নি।'[৭]

অ্যামুয়ারি ও অ্যাগনেস : 'জেরুজালেমের মতো পূণ্যনগরীর রানি নন'

এখন এক নারীর কেলেঙ্কারি জেরুজালেমের উত্তরাধিকার-ব্যবস্থাকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছিল। বল্ডউইনের ভাই অ্যামুয়ারি (জাফা ও অ্যাশকেলনের কাউন্ট) ছিলেন উত্তরসূরি। কিন্তু প্যাট্রিয়ার্ক বললেন, অ্যাগনেসের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ না করা পর্যন্ত তিনি তাকে মুকুট পরাবেন না। তিনি দাবি করলেন, তারা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ায় এই বিয়ে বৈধ নয়, অথচ তাদের তখন একটি ছেলেও হয়েছে। বক-ধার্মিক জনৈক কাহিনীকার উল্লেখ করেছেন, আসল সমস্যা হলো 'ওই নারী জেরুজালেমের মতো পবিত্র নগরীর রানি হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন না।' নির্বিচার যৌনসম্ভোগের জন্য অ্যাগনিসের কুখ্যাতি ছিল। তবে এই বদনাম যথাযথ কি না তা জানা অসম্ভব। কারণ সব ইতিহাসবিদই তার সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা পোষণ করেছেন। তবে এটা স্পষ্ট, তিনি ছিলেন অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষিতা। রাজপরিবারের বাজার-সরকার, প্যাট্রিয়ার্ক ও চার স্বামীসহ অনেকেই ছিলেন তার প্রেমিক।

অ্যামুয়ারি কর্তব্যনিষ্ঠভাবে তাকে তালাক দিলেন, ২৭ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলেন। তার চালচলন আগে থেকেই রাজার আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না (তিনি তোতলাতেন এবং গলগল শব্দে হাসতেন)। রাজা হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এত মোটা হয়ে গেলেন যে 'তার স্তন দুটি নারীদের মতো ঝুলে কোমর পর্যন্ত নেমে এলো।' রাস্তা–ঘাটে জেরুজালেমবাসী তাকে বিদ্রুপ করত, তবে তিনি 'শুনতে পাননি এমন ভান করে' এড়িয়ে যেতেন। পুরুষ-স্তন সত্ত্বেও তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান ও যোদ্ধা। রাজ্যটি এখন প্রতিষ্ঠার পর সৃষ্ট সবচেয়ে বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জে পড়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। নূরউদ্দিন সিরিয়া জয় করে নিয়েছিলেন। তবে তৃতীয় বল্ডউইন অ্যাশকেলন দখল করেছিলেন। এতে করে মিসরের প্রবেশপথ খুলে গিয়েছিল। ওই সর্বোচ্চ পুরস্কারটি লাভের জন্য নূরউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে তাঁর এখন উদ্যম ও জনশক্তি দরকার। আর এ কারণেই ওই সময়ের সবচেয়ে কুখ্যাত দুর্বৃত্ত অ্যান্ড্রোনাইকোস কোমনেনোসকে (বাইজানটাইন প্রিন্স) স্বাগত জানিয়েছিলেন। তার মনে হয়েছিল, এই প্রিন্সের সঙ্গে থাকা 'বিপুলসংখ্যক নাইট' তার জন্য অত্যন্ত ফলদায়ক হবে। প্রথমে এসব নাইট জেরুজালেমের জন্য 'অত্যন্ত স্বস্তির' কারণ হলেন। অ্যান্ড্রোনাইকোস ছিলেন সম্রাট ম্যানুয়েলের কাজিন। তিনি সম্রাটের ভাইঝিকে প্রলুব্ধ করেছিলেন। এতে ক্ষিপ্ত ভাইঝির ভাইয়েরা অ্যান্ড্রোনাইকোসকে প্রায় হত্যাই করে ফেলেছিল। ১২ বছর কারাগারে থাকার পর ক্ষমা পান, সিলিসিয়ার গভর্নর নিযুক্ত হন। তবে অযোগ্যতা ও আনুগত্যহীনতার কারণে তাকে বরখাস্ত করা হয়। তিনি অ্যান্টিয়কে পালিয়ে যান। সেখানকার রাজার মেয়ে ফিলিপ্পাকে প্রলুব্ধ করেন। আবার সেখান থেকে পালিয়ে জেরুজালেমে পৌঁছেন। অ্যামুয়ারির সভাসদ টায়ারের উইলিয়াম বলেছেন, 'বুকে সাপ বা ওয়ারড্রোবের ইঁদুরের মতো' তিনি "আমি গ্রিকদের ভয় করি, এমনকি তারা উপহার নিয়ে এলেও'- প্রবাদবাক্যটির সত্যতা প্রমাণ করলেন।"

অ্যামুয়ারি তাকে বৈরুতের শাসনভার দিলেন। তবে অ্যান্ড্রোনাইকোস (তখন তার বয়স প্রায় ৬০) প্রিন্সেস ফিলিপ্পাকে ছুঁড়ে ফেললেন, তৃতীয় বল্ডউইনের চটপটে বিধবা থিওডোরাকে (জেরুজালেমের পৈত্রিকসূত্রে রানি, বয়স মাত্র ২৩), প্রলুব্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন। জেরুজালেম ক্ষোভে ফেটে পড়ল। অ্যান্ড্রোনাইকোসকে আবার পালাতে হলো। থিওডোরাকে হরণ করে দামাস্কাসে নূরউদ্দিনের কাছে চলে গেলেন।* 'সাপের' বিদায়ে কেউ দুঃখিত হননি, অন্তত অ্যামুয়ারির প্রিয় পাদ্রি টায়ারের উইলিয়াম। জেরুজালেমে জন্মগ্রহণকারী উইলিয়াম প্যারিস, ওরলিনস ও বলোঙ্গায় পড়াশোনার পর অ্যামুয়ারির সবচেয়ে আস্থাভাজন উপদেষ্টা হয়েছিলেন। টায়ারের আর্চবিশপ ও পরে চ্যান্সেলর হিসেবে ২০ বছরেরও বেশি দায়িত্ব পালনের সময় উইলিয়াম জেরুজালেমের সবচেয়ে ভয়াবহ সঙ্কটের সঙ্গে আসা একটি অসহ্যকর রাজকীয় ট্রাজেডি খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেন।[৮]

*সম্ভবত অন্য যে কারো চেয়ে থিওডোরাকে তিনি বেশি সময় ভালোবেসে ছিলেন। সম্রাট থিওডোরাক বন্দি করলে অ্যান্ড্রোনাইকোস আত্মসমর্পণ করেন, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তারপর সম্রাট মারা গেলে এই ইতর লোকটি ১১৮২ সালে ক্ষমতা দখল করেন। তিনি কনস্টানটিনোপলের ইতিহাসে সবচেয়ে ঘৃণ্য সম্রাটদের একজন হিসেবে পরিচিত হন। সন্ত্রাসের রাজত্বকালে তিনি নারীদেরসহ রাজপরিবারের বেশির ভাগ সদস্যকে হত্যা করেন। ৬৫ বছর বয়সেও তিনি ছিলেন বালকসুলভ সুদর্শন। ১৩ বছর বয়স্কা এক রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। তাকে উৎখাতের পর ক্ষিপ্ত জনতা তাকে সবচেয়ে নৃশংসভাবে নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করে। তারা তার একটি হাত কেটে নেয়, একটি চোখ উৎপাটন করে, চুল ছিঁড়ে ফেলে, দাঁতগুলো তুলে নিয়েছিল। তার সুদর্শন চেহারা বিকৃত করতে মুখে গরম পানি ঢেলে দেওয়া হয়। থিওডোরার ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

টায়ারের উইলিয়াম : মিসরের জন্য যুদ্ধ

রাজা অ্যামুয়ারি ক্রুসেড এবং ইসলামি রাজ্যগুলোর ইতিহাস লেখার দায়িত্ব দিলেন উইলিয়ামকে, বেশ বড় প্রকল্প। আউট্রেমারের ইতিহাস লিখতে উইলিয়ামের সমস্যা ছিল না। তবে কিছু আরবি জানলেও ইসলাম নিয়ে তিনি কিভাবে লিখবেন?

ওই সময় ফাতিমি মিসর ভেঙে পড়ছিল। তীক্ষ্ণ সুযোগসন্ধানীদের জন্য দারুণ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। আর এ কারণে উসামা বিন মুনকিদ তখন কায়রোতে। সেখানে ক্ষমতার খেলা প্রাণঘাতী, তবে বেশ লাভজনক। উসামা অনেক সম্পদ বানালেন, অনিবার্যভাবে একটি লাইব্রেরি গড়ে তুললেন। কিন্তু পানি অন্য দিকে গড়াল, তিনি জীবন নিয়ে পালালেন। অবশ্য তিনি তার পরিবার, সোনাদানা এবং বহু যত্নে গড়া লাইব্রেরিটি পাঠালেন জাহাজে করে। একর উপকূলে জাহাজটি বিধ্বস্ত হলে তার সম্পদ খোয়া গেল, লাইব্রেটি জেরুজালেমের রাজার হস্তগত হলো। 'আমার সন্তান ও নারীরা নিরাপদে আছে- এটা জেনে সব সম্পদ খোয়ানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদেও খুব খারাপ লাগল না। তবে চার হাজার পুস্তক-সমৃদ্ধ লাইব্রেরিটি নিয়ে মাথাব্যথা আমার সারা জীবন ছিল।' উসামার ক্ষতিতে লাভ হলো উইলিয়ামের। তিনি উসামার বইগুলো সদ্ব্যবহার করে তার ইসলামি ইতিহাস লেখায় মনোযোগী হলেন।

এ দিকে অ্যামুয়ারি মিসর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন, অন্তত পাঁচবার অভিযান চালালেন। পুরস্কার ছিল অনেক। দ্বিতীয় অভিযানে অ্যামুয়ারির মনে হচ্ছিল, তিনি মিসর জয় করে ফেলেছেন। তিনি ওই সমৃদ্ধ ও সম্পদশালী দেশটি নিজের হাতে রাখতে পারলে সম্ভবত জেরুজালেমের খ্রিস্টান রাজ্যটি টিকে থাকত এবং পুরো অঞ্চলের ইতিহাস হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন হতো। উৎখাত হওয়া মিসরীয় উজির পালিয়ে গেলেন নূরউদ্দিনের কাছে। নূরউদ্দিন তার দুর্ধর্ষ কুর্দি জেনারেল শিরকুহকে মিসর জয়ে পাঠালেন। অ্যামুয়ারি শিরকুহকে পরাজিত করে আলেকজান্দ্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তবে নিজের অবস্থান সুসংহত করার বদলে কর গ্রহণ করে জেরুজালেমে ফিরে গেলেন। মিসরীয় যুদ্ধলব্ধ সম্পদে অ্যামুয়ারির রাজধানী ফুলে ফেঁপে ওঠল। এই সময় মাউন্ট জায়নে ক্যানাকলে জাঁকাল গোথিক কক্ষ গড়ে ওঠে, রাজা নতুন একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। টাওয়ার অব ডেভিডের দক্ষিণে অবস্থিত এই প্রাসাদে প্রান্তযুক্ত ছাদের সঙ্গে ছিল পোট্রিকো, একটি ছোট গম্বুজ টাওয়ার ও একটি বৃত্তাকার টাওয়ার।* তবে মিসরকে বশ করা অনেক দূরের বিষয় ছিল।

AMARBOI.COM

ব্যয়বহুল সজ্জাতে জর্জরিত হয়ে অ্যামুয়ারি কনস্টানটিনোপলে সম্রাট ম্যানুয়েলের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। তার প্র-ভাইঝিকে মারিয়াকে বিয়ে করলেন, সামরিক সাহায্যের বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য তার ইতিহাসবিদ উইলিয়ামকে পাঠালেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় এবং সাহায্য কখনো খাপে খাপ মেলেনি। অ্যামুয়ারি এবং তার মিসরীয় মিত্ররা যখন কায়রো দখল করতে যাচ্ছেন, তখনই নূরউদ্দিনের কমান্ডার শিরকুহ ফিরে এলেন। আরো অর্থ পরিশোধ করা হবে- এই প্রতিশ্রুতিতে রাজা ফিরে গেলেন।

গাজায় অ্যামুয়ারি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি মিসরীয় চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন, মিসরে তার মিত্রদের কাছে তাদের সেরা চিকিৎসককে পাঠাতে বললেন। মিসরীয়রা এই কাজটির জন্য খলিফার ইহুদি চিকিৎসকদের একজনকে পাঠানোর প্রস্তাব দিলেন, তিনি ঘটনাক্রমে সবেমাত্র জেরুজালেম থেকে ফিরেছিলেন।[৯]

* এ সময় ক্যাব্রিইতে প্রস্তুত জেরুজালেমের মানচিত্রে প্রাসাদটি ভালোভাবেই দেখা যায়। থিওরোরিচ ১১৬৯ সালে প্রাসাদটি দেখেছেন। ১২২৯ সালে এটা জার্মান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুসেডারদের দেওয়া হয়। তবে এর অস্তিত্ব এখন আর নেই, সম্ভবত ১২৪৪ সালে খাওয়াজিমিন তুর্কিদের হামলায় বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ১৯৭১ ও ১৯৮৮ সালে আর্মেনীয় গার্ডেন ও টার্কিশ ব্যারাকের নিচে এর ফাউন্ডেশন খুঁজে পেয়েছেন।

মোজেজ মাইমুনিদেস : গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড

মাইমুনিদেস ক্রুসেডার রাজাকে চিকিৎসা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এটা ছিল সম্ভবত বিচক্ষণ পদক্ষেপ। কারণ তিনি মাত্র কয়েক দিন আগে ফাতিমি মিসরে পৌঁছেছিলেন, জেরুজালেমের সঙ্গে মিসরের মিত্রতা স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। মাইমুনিদেস ছিলেন স্পেনে মুসলিম নির্যাতনের শিকার উদ্বাস্তু। ওই দেশটিতে ইহুদি-মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। সেটা এখন উত্তরে আগ্রাসী খ্রিস্টান রাজ্য এবং মুসলিম দক্ষিণে বিভক্ত। মুসলিম অংশটি দখল করেছিল গোঁড়া বার্বার উপজাতি আলমোহাদ। তারা ইহুদিদের ধর্মান্তর কিংবা মৃত্যুর যেকোনো একটি বেছে নিতে বলল। তরুণ মাইমুনিদেস ধর্মান্তরিত হওয়ার ভান করলেন, তারপর ১১৬৫ সালে পালিয়ে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রায় গেলেন। ১৪ অক্টোবর তিশরিতে (ইহুদি পঞ্জিকার প্রথম মাস ও ডে অব অ্যাটোনমেন্ট পর্ব। জেরুজালেমে তীর্থযাত্রার সবচেয়ে ভালো সময়) মাইমুনিদেস তার ভাই ও পিতাকে নিয়ে মাউন্ট অব অলিভসে দাঁড়ালেন। তিনি জুইশ টেম্পলের পর্বতের দিকে প্রথমে দৃষ্টি দিলেন, তারপর শাস্ত্রাচার মেনে পোশাক ছিঁড়লেন। পরে তিনি বর্ণনা করেছেন, ইহুদি তীর্থে ঠিক কতটা ছিঁড়তে হয় (এবং পরে নতুন করে সেলাই করতে হয়), কখন তা করতে হয়।

পূর্ব দিকের জেহোশেফাট ফটক দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করে তিনি খ্রিস্টান জেরুজালেম দেখলেন, ইহুদিরা তখনো সেখানে সরকারিভাবে নিষিদ্ধ। অবশ্য রাজকীয় নিরাপত্তায় টাওয়ার অব ডেভিডের কাছে চারজন ইহুদি রঞ্জক বাস করত।* মাইমুনিদেস টেম্পলের জন্য মর্মবেদনা অনুভব করেছিলেন : 'এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যেও পবিত্রতা বিরাজ করছে।' তারপর 'আমি মহান ও পূণ্যময় মন্দিরে প্রবেশ করে প্রার্থনা করলাম।' এতে মনে হতে পারে তাকে টেম্পল** অব দ্য লর্ডের রকে (পবিত্র পাথর) প্রার্থনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল, যেমনটা দেওয়া হয়েছিল উসামা বিন মুনকিদকে। অবশ্য পরে তিনি টেম্পল মাউন্টে সব ধরনের যাতায়াত নিষিদ্ধ করেন। অনেক গোঁড়া ইহুদি এই বিধান এখনো পালন করে।

এরপর তিনি মিসরে বসবাস করতে থাকেন। আরবদের কাছে তার নাম হয় মুসা ইবনে মাইমুন। তিনি অনেক বিষয়ে পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসাশাস্ত্র থেকে শুরু করে ইহুদি আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ে বই লিখেন। তার সেরা সৃষ্টি *দ্য গাইড ফর দ্য পারপ্লেক্সড*। এতে দর্শন, ধর্ম ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত ছিল। তিনি রাজকীয় চিকিৎসকের দায়িত্বও পালন করেন। দুর্বল ফাতিমি খিলাফতের ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভের জন্য অ্যামুয়ারি ও নূরউদ্দিনের মধ্যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকায় মিসর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। অ্যামুয়ারি ছিলেন ক্লান্তিহীন, তবে হতভাগা। ১১৬৯ সালে সিরিয়ার প্রভু নূরউদ্দিন জেরুজালেম ঘিরে ফেলা সম্পূর্ণ করেন, তার আমির শিরকুহ মিসর যুদ্ধে জয়ী হন। শিরকুহকে সহায়তা করেছিলেন তার তরুণ ভাইপো সালাহউদ্দিন (সালাদিন)। অত্যন্ত স্থূল শিরকুহ ১১৭১ সালে ইন্তিকাল করেন, সালাহউদ্দিন মিসরের ক্ষমতা দখল করলেন। তিনি মাইমুনিদেসকে রইস আল-ইয়াহুদ (ইহুদিদের নেতা) এবং তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক নিযুক্ত করেন। এ দিকে জেরুজালেমে তখন রাজকীয় উত্তরসূরির জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে চিকিৎসা।[১০]

AMARBOI.COM

* মাইমুনিদেসের সামান্য পরেই তুদেলা'র বেনিয়ামিন নামের আরেক ইহুদি জেরুজালেম সফর করেছিলেন। তার সেখানে অবস্থানের সময় মাউন্ট জায়ন ক্যান্যাকলে নতুন করে পালিশের কাজ চলছিল। শ্রমিকেরা একটি রহস্যময় গুহা আবিষ্কার করে, যাকে বলা হলো রাজা দাউদের (কিং ডেভিড) সমাধি। ক্রুসেডারেরা সেখানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করল। জেরুজালেমের ধর্মীয় সংক্রমক পরিবেশে খ্রিস্টানদের স্থানটি ইহুদি ও মুসলিমদের জন্যও পবিত্র বিবেচিত হয়েছিল। বেনিয়ামিন ইরাক সফর করেছিলেন বলেও দাবি করেছেন। তিনি বাগদাদে একটি নাটকীয় ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সেখানে ডেভিড আল-রেই (রাজা) বা আলরয় নামের এক তরুণ ইহুদি নিজেকে মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা) ঘোষণা করেন। তিনি পাখায় করে ইহুদিদের উড়িয়ে 'জেরুজালেম জয়' করতে নিয়ে যাবেন বলে জানালেন। বাগদাদের ইহুদিরা তাদের ঘরের ছাদে অপেক্ষা করতে থাকল, কিন্তু কেউ তাদের উড়িয়ে নিতে এলো না। এতে তাদের প্রতিবেশীরা বেশ মজা পেল। আলরয় পরে নিহত হন। উনিশ শতকে বেনিয়ামিন ডিসরাইলি জেরুজালেম সফর করার সময় তার উপন্যাস *আলরয়* লিখতে শুরু করেন।

**ইসলামি আমলে চার শ' বছর ওয়েস্টার্ন ওয়ালের পাশে সুড়ঙ্গগুলোর 'গুহা'টি ইহুদি সিনাগগ হিসেবে টিকে ছিল। ক্রুসেডারেরা এটি বন্ধ করে চৌবাচ্চায় পরিণত করেছিল। ফলে মাইমোনিদেসের সেখানে প্রার্থনা করার অবকাশ ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৫
কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রাজা
১১৭৪-৮৭

টায়ারের উইলিয়াম : রাজশিক্ষক

রাজা অ্যামুয়ারি টায়ারের উইলিয়ামকে তার ছেলে বল্ডউইনের শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। উইলিয়াম রাজপুত্রের প্রশংসা করে বলেছিলেন-

> ছেলেটি (তখন তার বয়স প্রায় ৯) আমার পরিচর্যায় সংস্কারমুক্ত পড়াশোনায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। আমিও রাজকীয় ছাত্রটির জন্য নিজেকে উজাড় করে দিলাম। সুদর্শন রাজপুত্র পড়াশোনায় দ্রুত উন্নতি করতে লাগল, ক্রমাগত বন্ধু-ভাবাপন্ন হয়ে উঠল। দুর্দান্ত ঘোড়সওয়ার ছিল সে। তীক্ষ্ন বুদ্ধিমত্তা অধিকারী ছেলেটির স্মরণশক্তিও ছিল দারুণ।

AMARBOI.COM

উইলিয়াম বলেছেন, 'পিতার মতো সে-ও ইতিহাসের আগ্রহী শ্রোতা, সদুপদেশ শুনতে যত্নশীল ছিল (নিঃসন্দেহে উইলিয়ামের উপদেশ)। ছেলেটি খেলাধুলায় আগ্রহী ছিল এবং ওই সময়ই শিক্ষক তার বিপর্যয়কর রোগটি আবিষ্কার করেন।

> সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলছিল। খেলতে খেলতে ছেলেরা তাদের নোখ দিয়ে একে অন্যের হাতে আঁচড় কাটছিল, এমনটি তারা প্রায়ই করে। বল্ডউইন সব আঁচড়ই অত্যধিক সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করছিল, মনে হচ্ছিল সে ব্যথা পাচ্ছে না। ঘটনাটি কয়েকবার ঘটলে আমাকে অবহিত করা হলো। তাকে ডাকলে সে এলো। দেখলাম তার ডান হাতের প্রায় পুরোটাই অসাড়। আমি অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। ছেলেটির পিতাকে [রাজা] খবর দেওয়া হলো, চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করা হলো। সময়ের পরিক্রমায় প্রাথমিক লক্ষণগুলো আমরা শনাক্ত করলাম। কান্না আটকানো ছিল অসম্ভব।[১১]

চতুর্থ বল্ডউইনের রোগ

উইলিয়ামের উৎফুল্ল ছাত্রটি ছিলেন কুষ্ঠরোগী* এবং যুদ্ধে লিপ্ত একটি রাজ্যের উত্তরসূরি। ১১৭৪ সালের ১৫ মে সিরিয়া ও মিসরের পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন জিহাদের পরিকল্পনাকারী নূরউদ্দিন ইন্তিকাল করলেন। উইলিয়াম পর্যন্ত 'ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি' হিসেবে তার প্রশংসা করেছিলেন।

নূরউদ্দিনের মৃত্যু-পরবর্তী সুবিধা কাজে লাগাতে রাজা অ্যামুয়ারি দ্রুত উত্তর দিকে ছুটে গেলেন। কিন্তু ১১ জুলাই তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হলেন। তখন তার বয়স মাত্র ৩৮ বছর। আরব ও ফ্রাঙ্কিশ চিকিৎসকদের তার আরোগ্য লাভের উপায় নিয়ে বিতর্ক করার মধ্যে তিনি জেরুজালেমে পরলোকগমন করলেন। 'সহৃদয়' নতুন রাজা চতুর্থ বল্ডউইন উইলিয়ামের সঙ্গে পড়াশোনায় খুবই ভালো করেছিলেন। কিন্তু তাকে রক্ত-ক্ষরণ, 'স্যারাসেন মলম' মালিশ এবং মলদ্বার দিয়ে ওষুধপ্রয়োগসহ নানা ধরনের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হচ্ছিল। আরব চিকিৎসক আবু সোলায়মান দাউদ তার স্বাস্থ্যের তদারকি করতেন। রোগটির প্রকোপ বৃদ্ধির সময় এই চিকিৎসকের ভাই বল্ডউইনকে একহাতে ঘোড়া চালানো শিখিয়েছিলেন।

এই বিপর্যস্ত তরুণ রাজা কঠিন পরিস্থিতিতে যে সাহসিকতা ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, তার চেয়ে ভালো উদাহরণ পাওয়া কঠিন, তার নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করেছেন। 'দিনে দিনে তার অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকল। তার মুখায়ব সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে তার বিশ্বস্ত অনুসারীরা যখন তার দিকে তাকাত, তখন তারা সমবেদনা প্রকাশ করত।' তাকে তার মায়ের কাছ থেকে দূরে রেখে লালন-পালন করা হয়েছিল। তবে এখন কলঙ্কিনি অ্যাগনিস তার ছেলের সমর্থনে ফিরে এলেন। সব অভিযানে তিনি ছেলের সঙ্গে থাকতেন। তিনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে রাজাকে বাজার-সরকারের দায়িত্বে থাকা এক উদ্ধত মন্ত্রীর হাতে সমর্পণ করেছিলেন। একরে তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হলে জেরুজালেমের রাজনীতি একটি মাফিয়া পরিবারের হাতে পড়ে ধ্বংসের দিকে এগোল।

রাজার কাজিন ত্রিপোলির কাউন্ট তৃতীয় রেমন্ড রাজপ্রতিভূ দাবি করলেন, স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনলেন। তিনি রাজকীয় শিক্ষক উইলিয়ামকে চ্যান্সেলর পদে নিয়োগ দিলেন। তবে যে কৌশলগত দুঃস্বপ্ন সব সময় জেরুজালেমকে তাড়া করে ফিরছিল, সেটা এখন আত্মপ্রকাশ করল। কায়রোর লৌহমানব সালাহউদ্দিন দামাস্কাস জয় করে ধীরে ধীরে দৃঢ়ভাবে সিরিয়া, মিসর, ইয়েমেন ও ইরাকের একটি বড় একটি অংশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে শক্তিশালী সালতানাত গড়ে জেরুজালেমকে ঘিরে ফেললেন। ত্রিপোলির রেমন্ড (আরবি-ভাষী মার্জিত লেভ্যান্টাইন বংশগুলোর একটি) সময় পেতে সালাহউদ্দিনের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতিতে রাজি হলেন। সময় পেলেন সালাহউদ্দিনও। বল্ডউইন সিরিয়া ও লেবাননের ঝটিকা হামলা চালিয়ে তার উদ্দীপনার প্রমাণ দিলেন। তবে তার ঘনঘন অসুস্থতাকালে প্রভাবশালী ব্যক্তিরা দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। টেম্পলারদের মাস্টার ক্রমবর্ধমান হারে উদ্ধত হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠছিলেন, হসপিটালারেরা প্যাট্রিয়ার্কদের সঙ্গে গোষ্ঠীগত বিবাদে লিপ্ত ছিল, তারা এমনকি সেপালচরের ভেতরেও আগুনে-তীর নিক্ষেপ করত। এসবের মধ্যেই এক ব্যক্তির আগমন ঘটেছিল। তিনি হলেন বর্ষীয়ান নাইট চ্যাটিলনের রেনাল্ড, জর্ডানজুড়ে বিদ্যমান কেরাক ও আউট্রেজর্ডাইনের লর্ড। তাকে নিয়ে সুবিধা-অসুবিধা উভয়টাই ছিল। তার মধ্যে আগ্রাসী আত্মবিশ্বাসের পাশাপাশি ছিল বেপরোয়া দম্ভও।

সালাহউদ্দিন অ্যাশকেলন আক্রমণ এবং জেরুজালেমের আশপাশে ছোটখাট হামলা করে রাজ্যটির শক্তি যাচাই করা শুরু করলেন। এখানকার নাগরিকেরা আতঙ্কে টাওয়ার অব ডেভিডের দিকে পালিয়ে গেল। অ্যাশকেলন তখন পতনের দ্বারপ্রান্তে। তবে ১১৭৭ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রাজা, রেনাল্ড ও কয়েক শ' নাইট জেরুজালেমের উত্তর-পশ্চিমে মন্টগিসার্দে সালাহউদ্দিনের ২৬ হাজার সৈন্যের ওপর হামলা চালালেন। আসল ক্রুশের উপস্থিতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেন্ট জর্জ দেখে উদ্দীপ্ত হয়ে বল্ডউইন বিখ্যাত একটি জয় পেলেন।

AMARBOI.COM

* তখন কুষ্ঠরোগ ছিল সাধারণ ঘটনা। কুষ্ঠরোগাক্রান্ত নাইটদের জন্য জেরুজালেমে নিজস্ব সেন্ট ল্যাজারাস সম্প্রদায়ও ছিল। কুষ্ঠে আক্রান্ত হওয়াটা সহজ নয়, শিশুটিকে অবশ্যই কয়েক মাসের সংস্পর্শে থাকতে হয়। খুব সম্ভবত ছেলেটি তার ধাত্রীর কাছ থেকে রোগটি পেয়েছিল। তবে ধাত্রীটির এই রোগে ভোগার লক্ষণ সুস্পষ্ট ছিল না। ঘাম ও স্পর্শের মাধ্যমে এ রোগের ব্যাকটেরিয়া ছড়ায়। বল্ডউইনের বয়োঃসন্ধিকালীন (লেপ্রোম্যাটস লেপরসি) কুষ্ঠরোগে ভুগছিলেন। *কিংডম অব হেভেন* চলচ্চিত্রে তাকে মারাত্মক ক্ষতবিক্ষত ও নাকহীন চেহারা গোপন করতে লোহার মুখোশ পরা অবস্থায় দেখা যায়। কিন্তু সত্যি ঘটনা হলো, রোগটি তাকে শেষ করে দিলেও রাজা হিসেবে তিনি নিজেকে গোপন করার কোনো চেষ্টা করেননি।

চাপের মুখে কৃতিত্ব : কুষ্ঠ-রাজার জয়

কুষ্ঠ-রাজা দুর্দান্ত বিজয় নিয়ে ফিরলেন, আর সালাহউদ্দিন স্রেফ একটি উটে করে পালালেন। তবে সুলতান তখনো মিসর ও সিরিয়ার প্রভু, দ্রুততার সঙ্গে নতুন সেনাবাহিনী গড়ে তুললেন।

১১৭৯ সালে সালাহউদ্দিনের সিরিয়ায় ঝটিকা আক্রমণকালে বল্ডউইন গুপ্ত হামলার মুখে পড়লেন। তার ঘোড়া নিক্ষিপ্ত পাথরখণ্ডের আঘাতে মারা পড়েছিল। রাজ্যের এক প্রবীণ কনস্টেবল নিজের প্রাণের বিনিময়ে বালক-রাজাকে রক্ষা করেছিলেন। সব জটিলতা ঝেড়ে ফেলে নতুন করে কাজ শুরু করার উদ্যমে এই রাজা আবার সালাহউদ্দিনের হামলার বিরুদ্ধে তার বাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। লিতানি নদীর কাছে অশ্ববিহীন অবস্থায় শত্রুর সামনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একেবারে উন্মুক্ত হয়ে পড়লেন, ক্রমবর্ধমান চলৎশক্তি হ্রাস পাওয়ায় তিনি ঘোড়ায় চড়তে পারছিলেন না। এক নাইট তাকে পিঠে করে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে আনেন। এই তরুণ রাজা বিয়ে করেননি, কারণ তখন মনে করা হতো, যৌন সম্পর্কের মাধ্যমে কুষ্ঠরোগ ছড়াতে পারে। কিন্তু এখন সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিতে খুব বেগ পাচ্ছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে (এবং ইউরোপ থেকে নতুন শক্তিশালী রাজার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে) ফ্রান্সের সপ্তম লুইকে লিখলেন : 'নিস্তেজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহারে অক্ষমতার কারণে সরকারি কাজকর্ম করতে সমস্যা হচ্ছে। আমি নামানের রোগটি থেকে মুক্তি পেলে কাজ করতে পারতাম। কিন্তু আমাকে রোগমুক্ত করার জন্য কোনো ইলিশাকে পাচ্ছি না। আরব আগ্রাসনের মুখেও অত্যন্ত দুর্বল হাত দিয়ে পূণ্যনগরীর ক্ষমতা আঁকড়ে রাখা উচিত নয়।' রাজা যত অসুস্থ হতে লাগলেন, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তত তীব্র হতে লাগল। রাজার অবস্থার অবনতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলল রাজনৈতিক ও নৈতিক অবক্ষয়। ত্রিপোলির কাউন্ট রেমন্ড ও অ্যান্টিয়কের প্রিন্স বোহেমন্ড যখন অশ্বারোহী স্কোয়াড্রন নিয়ে নগরীর অভিমুখে রওনা হলেন, তখন রাজা ক্রুদ্ধভাবে অভ্যুত্থানের আশঙ্কা করলেন। তাই তিনি আবারো সালাহউদ্দিনের সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে সময় নিলেন।

প্যাট্রিয়ার্ক মারা গেলে রানিমাতা অ্যাগনিস টায়ারের আর্চবিশপ উইলিয়ামকে উপেক্ষা করে পদটি দিলেন তার কথিত প্রেমিক ক্যাসারেয়ার হেরাক্লিয়াসকে। পৌঢ়ার অর্থপুষ্ট এই যাজক মূল্যবান সিল্ক, রত্নরাজির জৌলুস ও দামি সেন্ট অঢেলভাবে ব্যবহার করতেন। তিনি নাবলুসের জনৈক বস্ত্রব্যবসায়ীর স্ত্রী পাসসিয়া ডি রিভেরিকে তার মিস্ট্রেজ হিসেবে রেখেছিলেন। মিস্ট্রেজ এখন জেরুজালেমে চলে এলেন, তিনি প্যাট্রিয়ার্ককের একটি মেয়ে সন্তান পর্যন্ত ধারণ করলেন। জেরুজালেমবাসী তাকে বলতেন ম্যাডাম লা প্যাট্রিয়াচেস।

অল্প সময় পরেই রাজা মারা গেলে উত্তরাধিকার নির্বাচনের দায়িত্ব বর্তেছিল অ্যাগনিসের ওপর।

গাই : ত্রুটিপূর্ণ উত্তরাধিকারী

অ্যাগনিস রাজার বোন-উত্তরাধিকারী সিবিলা ও লুসিগন্যানের গাইয়ের মধ্যে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। সুদর্শন গাই ছিলেন অ্যাগনিসের সর্বশেষ প্রেমিক রাজ্যের কনস্টেবলের ২৭ বছর বয়স্ক ভাই। প্রিন্সেস সিবিলা ছিলেন তরুণী বিধবা, প্রথম বিবাহসূত্রে তার একটি ছেলেও ছিল। এই বিয়েতে কেবল তিনিই খুশি হয়েছিলেন। বেশির ভাগ ব্যারনের কাছে তার নতুন স্বামীর না ছিল কোনো অভিজ্ঞতা, না তিনি ছিলেন উচ্চবংশীয় লোক। তাদের মতে এই লোকটি জেরুজালেমের অস্তিত্ব সঙ্কট মোকাবিলায় অক্ষম। গাই এখন জাফা ও অ্যাশকেলনের কাউন্ট। তিনি ছিলেন সুপরিচিত পইটেভিন ব্যারন, তবে কর্তৃত্ব খাটানোর মতো ক্ষমতা ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐক্যবদ্ধ রাখার তীব্র প্রয়োজনের মুখে তিনি তার রাজ্যকে বিভক্ত করে ফেললেন।

কেরাকের রেনাল্ড মক্কাগামী হজযাত্রী বহরে হামলা করে যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটালেন। যেকোনো মুসলিম শাসকের জন্য হজযাত্রীদের নিরাপত্তা বিধান করা সবচেয়ে পবিত্র দায়িত্ব। সালাহউদ্দিন ক্রোধে ফেটে পড়লেন। রেনাল্ড এরপর নৌবহর নিয়ে লোহিত সাগর দিয়ে মক্কা ও মদিনার নিকটতম স্থানে অবতরণ করলেন। যুদ্ধকে শত্রুর কাছে নিয়ে যাওয়া দারুণ ব্যাপার, তবে একইসঙ্গে বিপজ্জনকও। রেনাল্ড স্থলে ও সাগরে পরাজিত হলেন। সালাহউদ্দিন মক্কার বাইরে আটক ফ্রাঙ্কিশ নাবিকদের প্রকাশ্যে গলা কাটার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি তার সদা-সম্প্রসারণশীল সাম্রাজ্য থেকে আরেকটি বাহিনী গড়ে তুললেন। রেনাল্ডকে হত্যা করার শপথ গ্রহণ করে সালাহউদ্দিন বললেন, 'কেরাক উৎপীড়কের রক্ত প্রবাহিত করব।'

বল্ডউইন 'রোগের বাড়াবাড়ির কারণে হাত ও পা ব্যবহার করতে অক্ষম হয়ে', জ্বর নিয়ে বিছানায় পড়ে থাকলেন। তিনি গাইকে রাজপ্রতিভূ নিযুক্ত করে জেরুজালেমকে তার রাজকীয় জায়গির হিসেবে রাখলেন।* গাই শুধু নিজের অবস্থারই উন্নতি করতে পেরেছিলেন। ১১৮৩ সালের সেপ্টেম্বরে সালাহউদ্দিন গ্যালিলি আক্রমণ করলে সেটাও আর থাকল না। সেফোরিয়া ঝরনার কাছে গাই ১৩ শ' নাইট ও ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য সমবেত করলেন। তবে তিনি ভয়ে কিংবা অক্ষমতার কারণে সালাহউদ্দিনের ওপর আক্রমণ চালাতে পারেননি। সালাহউদ্দিন শেষ পর্যন্ত জর্ডান অতিক্রম করে কেরাকের দুর্গে আক্রমণ করলেন। বল্ডউইন টাওয়ার অব ডেভিডে আলো জ্বালিয়ে কেরাককে সঙ্কেত পাঠাতে বললেন, সাহায্য আসছে। কুষ্ঠ-রাজা তখন অন্ধ, কিম্ভূতাকার ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে গেছেন। তারপরও সাহস এবং ভগ্নহৃদয়ে পালকি করে তিনি কেরাক উদ্ধারে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিতে বের হলেন।

ফিরে এসে তিনি গাইকে বরখাস্ত করলেন; রেমন্ডকে রাজপ্রতিভূ, তার আট বছর বয়স্ক বোনপোকে, সিবিলার পুত্র, পঞ্চম বল্ডউইন হিসেবে মুকুট পরালেন। অভিষেকের পর সবচেয়ে লম্বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবেলিনের ব্যালিয়ান শিশুটিকে কাঁধে নিয়ে সেপালচর থেকে টেম্পলে যান। ১১৮৬ সালের ১৬ মে চতুর্থ বল্ডউইন ২৩ বছর বয়সে মারা গেলেন। তবে তার শিশু-রাজা পঞ্চম বল্ডউইনও বেশি দিন রাজত্ব করতে পারেননি। মাত্র এক বছর পর তিনি মারা যান। দেবদূত পরিবেষ্টিত খ্রিস্ট ও বাসকবৃক্ষশোভিত শবাধারে তাকে সমাহিত করা হয়।[১২] জেরুজালেমের প্রয়োজন ছিল প্রাপ্তবয়স্ক সর্বাধিনায়কের। ত্রিপোলির রেমন্ড ও ব্যারনেরা গাইকে প্রতিরোধ করতে নাবলুসে সমবেত হলেন। জেরুজালেমে সিংহাসনের মালিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন সিবিলা। তিনি তখন কুইন রিজেন্ট এবং ঘৃণিত গাইকে বিয়ে করেছেন। সিবিলা এ পর্যায়ে প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসের কাছে গিয়ে তাকে মুকুট পরাতে রাজি করানোর সময় প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তিনি গাইকে তালাক দেবেন এবং অন্য একজন রাজা মনোনীত করবেন। কিন্তু অভিষেক অনুষ্ঠানে তিনি তার পাশে মুকুট গ্রহণ করতে গাইকে তলব করলেন। তিনি সবাইকে বোকা বানালেন। নতুন রাজা ও রানি কেরাকের রেনাল্ড ও টেম্পলারদের মাস্টারকে সংযত করতে পারেননি, তারা উভয়েই সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য উন্মুখ ছিলেন। যুদ্ধবিরতি সত্ত্বেও রেনাল্ড দামাস্কাস থেকে হজ বহরে গুপ্ত হামলা চালিয়ে সালাহউদ্দিনের বোনকে আটক করলেন, হজরত মোহাম্মদকে বিদ্রূপ করেন, বন্দিদের ওপর নির্যাতন চালাতে থাকেন। সালাহউদ্দিন রাজা গাইয়ের কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলেন, কিন্তু রেনাল্ড তা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানালেন। মে মাসে সালাহউদ্দিনের ছেলে গ্যালিলিতে অভিযান চালান। টেম্পলার ও হসপিটালারেরা তার ওপর বেপরোয়া আক্রমণ চালালেও ক্রেসনের ঝরনার কাছে তারা ধ্বংস হয়ে গেল, কেবল টেম্পলারদের মাস্টার ও তিন নাইট প্রাণে বেঁচেছিল। এই বিপর্যয়ে সাময়িক ঐক্য গড়ে ওঠে।

AMARBOI.COM

* এই সময় টায়ারের উইলিয়াম বলেছেন, 'লজ্জাকর বিপর্যয়ে শ্রান্ত হয়ে এবং বর্তমানের প্রতি চরম বিতৃষ্ণায় কলম ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম, কবরের নীরবতা অবলম্বন করলাম। ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা শুধু দুঃখ আর কান্না বয়ে আনবে। এগিয়ে যাওয়ার সাহসের অভাব আছে আমাদের। আর তাই এখন শান্তি বজায় রাখার সময়।' তার আউটট্রেমার কাহিনী টিকে আছে, ইসলামি ইতিহাস হারিয়ে গেছে। তিনি প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে ঝগড়া করেছিলেন। হেরাক্লিয়াস তাকে ধর্মচ্যুৎ করেন। উইলিয়াম রোমে আপিল করলেন, তবে ইতালি রওনা হওয়ার ঠিক আগে মারা যান। সম্ভবত তাকে বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল। ১১৮৪ সালে হেরাক্লিয়াস জেরুজালেমের চাবিগুলো নিয়ে কুষ্ঠ-রাজার উত্তরসূরি কিংবা অন্তত আরো অর্থ ও নাইট সরবরাহ করতে রাজি করানোর জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সফর করেন। তিনি ইংল্যান্ডের সপ্তম হেনরিকে আগ্রহী করার চেষ্টা করেছিলেন। তার বদলে তার কনিষ্ঠ ছেলে জন জেরুজালেমের সিংহাসন গ্রহণে আগ্রহ দেখান। কিন্তু তার পিতা তাকে যেতে দিতে রাজি হননি। এটা কল্পনা করা কঠিন, পরে 'সফটসওয়ার্ড' এবং ইংল্যান্ডের সবচেয়ে অথর্ব রাজাদের অন্যতম হিসেবে পরিচিত জন জেরুজালেম রক্ষা করতে পারতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজা গাই : টোপ গলধকরণ

সালাহউদ্দিন ১১৮৭ সালের ২৭ জুন ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে টাইবেরিয়াসে গেলেন। তিনি আশা করেছিলেন, এতে ফ্রাঙ্কেরা 'জিহাদের ওপর মারাত্মক' আঘাত হানতে প্রলুব্ধ হবে।

রাজা গাই গ্যালিলিতে ১২ হাজার নাইট ও ১৫ হাজার পদাতিক সৈন্য সমবেত করলেন। জেরুজালেমে রাজাদের লাল তাঁবুতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে উত্থাপিত বিকল্প প্রস্তাবগুলোর প্রতি তিনি বিরক্তি প্রকাশ করলেন। ত্রিপোলির রেমন্ডের স্ত্রীও টাইবেরিয়াসে অবরুদ্ধ ছিলেন। তবুও তিনি সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। রেনাল্ড ও টেম্পলারদের মাস্টার জবাবে রেমন্ডকে বিশ্বাসঘাতক অভিহিত করে যুদ্ধের দাবি জানালেন। শেষ পর্যন্ত গাই টোপ গিললেন। তিনি তার সেনাবাহিনী নিয়ে গনগনে গরমের মধ্যে দিয়ে সারা দিন গ্যালিলিয়ান পাহাড়গুলো দিয়ে পথ চললেন। তারপর সালাহউদ্দিনের সৈন্যদের হয়রানির মুখে পড়লেন। প্রচণ্ড গরম ও তৃষ্ণায় তারা তখন পুরোপুরি অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। গাই জোড়া শিখরযুক্ত আগ্নেয়গিরি হর্নস অব হাত্তিন মালভূমিতে তাঁবু স্থাপন করলেন। তারপর তারা পানির খোঁজে বের হলেন। কিন্তু সেখানকার কূপটি ছিল শুষ্ক। রেমন্ড তখন বললেন, 'হায় ঈশ্বর, যুদ্ধ শেষ; আমরা মৃত মানুষ; রাজ্য শেষ হয়ে গেছে।'

৪ জুলাই, শনিবার ক্রুসেডারেরা ঘুম থেকে জেগে নিচে মুসলিম শিবির থেকে আজান শুনতে পেল। গ্রীষ্মের গরমে তারা তখন তৃষ্ণায় মারা পড়ছে। মুসলমানেরা তৃণভূমিতে আগুন জ্বালিয়ে দিল। খুব দ্রুত তাদের আশপাশের পুরো এলাকা পুড়ে গেল।[১৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬
সালাহ্উদ্দিন
১১৮৭-১১৮৯

সালাহউদ্দিন : যুদ্ধ

সালাহউদ্দিন ঘুমাননি, সারা রাত তিনি তার বাহিনী ও সরবরাহ সুবিন্যস্ত এবং দুই পাশের অবস্থান ঠিক করতে ব্যয় করেছেন। তিনি ফ্রাঙ্কদের ঘিরে ফেলেছিলেন। মিসর ও সিরিয়ার সুলতান এই সুযোগ হাতছাড়া না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কুর্দি, আরব, তুর্কি, আর্মেনীয় ও সুদানিদের নিয়ে গঠিত তার বহুজাতিক সেনাবাহিনীকে দুর্ধর্ষ দেখাচ্ছিল, সালাহউদ্দিনের উদ্দীপ্ত সচিব ইমামউদ্দিন বলেছেন-

> টগবগে যুদ্ধ-ঘোড়ার স্ফীত সমুদ্র, তরবারি ও বর্ম, তারার মতো জ্বলজ্বল করা বর্শার ফলক, অর্ধচন্দ্রাকার তরবারি, ইয়েমেনি ছোরা, হলুদ ঝাণ্ডা, অ্যানেমানি ফুলের মতো লাল নিশান, শান বাঁধানো ঘাটের মতো চকচকে বর্মাচ্ছাদিত পোশাক, স্রোতের মতো ধারাল তরবারি, পাখির মতো নীল পালকযুক্ত ধনুক, দীপ্তিময় হেলমেটসজ্জিত ঘোড়া।

AMARBOI.COM

ভোরে সালাহউদ্দিন তার বাহিনীর মধ্যভাগে ঘোড়ার পিঠে বসে ছোট ছেলে আফজাল এবং নিবেদিতপ্রাণ তুর্কি মামলুক (দাস সৈনিক) দেহরক্ষীদের পরিবেষ্টিত হয়ে আক্রমণ শুরু করলেন। তিনি ফ্রাঙ্কদের ওপর তীর বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ফ্রাঙ্কদের কোণঠাসা রাখতে তার অশ্বারোহী বাহিনী ও অশ্ববাহিত তীরন্দাজদের নির্দেশ দিলেন। গাইয়ের সবকিছু নির্ভর করছিল তার অশ্বারোহী নাইটদের সুরক্ষিত রাখার জন্য পদাতিক বাহিনীকে ঢাল হিসেবে তাদের পাশে টিকিয়ে রাখার ওপর। আর সালাহউদ্দিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ওই দুই বাহিনীকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। একরের বিশপ রাজার সামনে আসল ক্রুশ তুলে ধরেন, গাইয়ের সেনাবাহিনী প্রথম আক্রমণ প্রতিহত করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তৃষ্ণার্ত ফ্রাঙ্কিশ সৈন্যরা আরো উঁচু ভূমির দিকে পালিয়ে গেলে নাইটেরা অরক্ষিত হয়ে পড়ল। গাইয়ের নাইটেরা তাদের আক্রমণ শুরু করল। ত্রিপোলির রেমন্ড ও ইবেলিনের ব্যালিয়ান দ্রুতবেগে সুলতানের বাহিনীর দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র সালাহউদ্দিন ডান দিকের বাহিনীর কমান্ডার ভাইপো তাকিউদ্দিনকে তার সৈন্যদের ফাঁক সৃষ্টির নির্দেশ দিলেন। ক্রুসেডারেরা দ্রুতবেগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে এলে মুসলিম সৈন্যরা আবার ফাঁক বন্ধ করে তাদের ঘিরে ফেলল। প্রধানত আর্মেনীয়দের নিয়ে গঠিত তাদের তীরন্দাজেরা 'পঙ্গপালের মতো তীরের মেঘ' দিয়ে ফ্রাঙ্কিশদের ঘোড়াগুলোকে বিদ্ধ করতে লাগল। নাইটেরা অসহায় হয়ে পড়ল, 'তাদের সিংহগুলো নেড়িকুত্তায় পরিণত হলো।' গাইয়ের সৈন্য বিন্যাস ভেঙে পড়ল। তার সৈন্যরা ওই 'তীব্র গরমে' ঘোড়াহীন ও অরক্ষিত, তৃষ্ণায় ছটফট করে, তৃণভূমির ঘাসে লাগানো আগুনের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে, তাদের নেতৃত্ব সম্পর্কে অনিশ্চিত থেকে ধ্বংস হলো, পালিয়ে গেল কিংবা আত্মসমর্পণ করল।

গাই পিছু হটে জোড়া পাহাড়চূড়ার একটিতে তার লাল তাঁবু খাটালেন। শেষ অবস্থান রক্ষা করতে নাইটেরা তাকে ঘিরে থাকল। সালাহউদ্দিনের ছেলে আফজাল লিখেছেন, 'ফ্রাঙ্কিশ রাজা পাহাড়চূড়ায় চলে গেলে তার নাইটেরা দুর্বার আঘাত হেনে মুসলমানদের আমার পিতার কাছে পাঠিয়ে দিল।' মুহূর্তের জন্য মনে হচ্ছিল, ফ্রাঙ্কিশদের বীরত্ব হয়তো সালাহউদ্দিনের জন্যই হুমকি সৃষ্টি করবে। পিতার দুরাবস্থা দেখলেন আফজাল : 'তিনি ফ্যাকাশে হয়ে পড়লেন, তবে দাড়িতে টান দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বললেন, "শয়তানদের খতম করো! এতে মুসলমানেরা উদ্দীপ্ত হয়ে আবার হামলা চালায়, ক্রুসেডারেরা ভেঙে পড়ে 'পাহাড়ে পিছু হটল। ফ্রাঙ্কদের পালিয়ে যেতে দেখে আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমরা তাদের পর্যুদস্ত করেছি!'" তবে 'তৃষ্ণায় অতিষ্ঠ হয়ে' তারা 'আবার আক্রমণ চালায়, আমাদের লোকদের আমার পিতার স্থানে তাড়িয়ে দেয়।' সালাহউদ্দিন তার বাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করে গাইয়ের আক্রমণ নসাৎ করে দিলেন। 'আমরা আবার তাদের পর্যুদস্ত করেছি,' চিৎকার করে বললেন আফজাল।

'শান্ত হও,' সালাহউদ্দিন তাকে থামিয়ে লাল তাঁবুর দিকে ইঙ্গিত করলেন। 'ওখানে তাঁবুটি যতক্ষণ থাকবে, আমরা ততক্ষণ তাদের পরাজিত করতে পারব না!' ওই মুহূর্তে আফজাল দেখলেন, তাঁবুটি ভূপাতিত হলো। একরের বিশপ নিহত হলেন, আসল ক্রুশ কব্জা করা হলো। রাজকীয় তাঁবুর কাছে গাই এবং তার নাইটেরা পুরোপুরি নিঃশোষিত হয়ে অসহায়ভাবে মাটিতে তাদের বর্ম ফেলে রেখেছিল। আফজাল বলেছেন, 'তারপর আমার আব্বা ঘোড়া থেকে নেমে সিজদায় অবনত হলেন, খুশির কান্নায় খোদার শুকরিয়া আদায় করলেন।'

সালাহউদ্দিন তার জমকাল তাঁবুর লবিতে সভা বসালেন। আমিরেরা তাদের বন্দিদের বিলিবন্টনে ব্যস্ত থাকায় তাঁবুটি তখনো পুরোপুরি টানানো হয়নি। তাঁবু টানানো শেষ হলে সালাহউদ্দিন জেরুজালেমের রাজা ও কেরাকের রেনাল্ডকে আসতে বললেন। গাই ছিলেন খুবই তৃষ্ণার্ত। সালাহউদ্দিন তাকে মাউন্ট হারমনের বরফমিশ্রিত এক গ্লাস শরবত দিলেন। রাজা তার তৃষ্ণা মিটিয়ে সেটা রেনাল্ডকে দিলে সালাহউদ্দিন বললেন, 'আপনিই তাকে পানি দিয়েছেন, আমি দেইনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেনাল্ডকে আরব আতিথেয়তার সুরক্ষা দেওয়া হলো না। সালাহউদ্দিন ঘোড়ায় চড়ে তার লোকদের অভিনন্দন জানালেন, যুদ্ধক্ষেত্র পরিদর্শন করলেন। মধ্যযুগীয় যুদ্ধক্ষেত্রটি 'কাটা অঙ্গ-প্রতঙ্গে পরিপূর্ণ। কোথাও উলঙ্গভাবে অনেকে পড়ে আছে, হাত-পা আলাদা হয়ে গেছে, চোখ উপড়ে ফেলা হয়েছে, নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে, দেহ টুকরা টুকরা হয়ে রয়েছে।' ফিরে এসে সুলতান গাই ও রেনাল্ডকে তলব করলেন। রাজাকে বারান্দায় রেখে রেনল্ডকে ভেতরে নেওয়া হলো। সালাহউদ্দিন বললেন, 'আল্লাহ আপনার ওপর আমাকে জয়ী করেছেন। আপনি কতবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন?'

উদ্ধত রেনাল্ড জবাব দিলেন, 'রাজাদের কাজ এমনই হয়।' সালাহউদ্দিন তাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। রেনাল্ড তা তাচ্ছিল্যভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে সুলতান ছোরা বের করে কাঁধ থেকে তার হাত কেটে ফেললেন। প্রহরীরা বাকিটুকু শেষ করল। মস্তকবিহীন রেনাল্ডকে পা ধরে টেনে গাইয়ের সামনে দিয়ে তাঁবুর দরজার বাইরে ছুঁড়ে ফেলা হলো।

জেরুজালেমের রাজাকে ভেতরে নেওয়া হলো। সালাহউদ্দিন বললেন, 'রাজাকে রাজার হত্যা করার নিয়ম নেই, লোকটি সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি তার কর্মফল পেয়েছেন।'

সকালে সালাহউদ্দিন তার লোকদের কাছ থেকে ২০০ টেম্পলার ও হসপিটালার নাইটদের সবাইকে ৫০ দিনার করে কিনলেন। খ্রিস্টান যোদ্ধাদের ইসলামে ধর্মান্তরের প্রস্তাব দেওয়া হলো, খুব কমসংখ্যকই তা গ্রহণ করল। সালাহউদ্দিন সুফি ও আলেমদের কাছ থেকে স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করে এসব নাইটকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। তাদের বেশির ভাগই সুযোগটি গ্রহণ করেছিল। তবে কয়েকজন এই কাজে তাদের আনাড়িপনায় হাসির উদ্রেক করতে পারে মনে করে বদলি লোক নিযুক্ত করল। সালাহউদ্দিন ডায়াস থেকে বিষয়টা প্রত্যক্ষ করলেন, এই বিশৃঙ্খল ও আনাড়ি হত্যাযজ্ঞ এখন জেরুজালেমের অবশিষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করে দেবে। মৃতদেহগুলো যেখানে পড়েছিল, সেখানেই থাকল। এমনকি এক বছর পরও যুদ্ধক্ষেত্রটি ছিল 'হাড়গোড়ে পরিপূর্ণ।'

সালাহউদ্দিন জেরুজালেমের রাজাকে দামাস্কাস পাঠালেন। আসল ক্রুশটিকে একটি বর্শার সঙ্গে ঝুলিয়ে সঙ্গে নেওয়া হলো। সঙ্গে বিপুলসংখ্যক বন্দিও ছিল। সংখ্যাটা এত বেশি ছিল যে, সালাহউদ্দিনের জনৈক কর্মচারী দেখলেন, 'এক ব্যক্তি তাঁবুর একটি দড়ি দিয়ে ৩০ বন্দিকে বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে।' ফ্রাঙ্কিশ দাসগুলো বিক্রি হলো মাত্র তিন দিনারে, একজনকে মাত্র একটি জুতা দিয়ে কেনা গেল।[১৪]

সালাহউদ্দিন আউট্রেমারের অবশিষ্ট অংশ জয় করতে বের হলেন। উপকূলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরী সিডন, জাফা, একর ও অ্যাশকেলন দখল করলেন। তবে টায়ার জয় করতে ব্যর্থ হলেন। মন্টফেরাতের মারকুইজ সাহসী কনরাড (তার ভাই কিছু সময়ের জন্য সিবিলাকে বিয়ে করেছিলেন) সময় মতো এগিয়ে এসে এই গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ-নগরীটি রক্ষা করলেন। সালাহউদ্দিনের মিসরীয় গভর্নর (তার ভাই) সাইফউদ্দিন তাকে টায়ারে সময় ব্যয় না করার উপদেশ দিয়ে অতি-দ্রুত পূণ্যনগরীর দিকে অগ্রসর হতে বললেন। তার ভয় ছিল, পূণ্যনগরী জয়ের আগেই সালাহউদ্দিন অসুস্থ হয়ে পড়তেও পারেন : 'আপনি যদি আজ রাতে পেটের শূলবেদনায় ইন্তিকাল করেন, তবে জেরুজালেম ফ্রাঙ্কদের হাতেই থেকে যাবে।'

সালাহউদ্দিনের অবরোধ : গণহত্যা না আত্মসমর্পণ?

১১৮৭ সালের ২০ সেপ্টেম্বর রোববার সালাহউদ্দিন জেরুজালেম ঘেরাও করে ফেললেন, প্রথমে টাওয়ার অব ডেভিডের বাইরে শিবির স্থাপন করলেন, পরে উত্তর-পূর্ব দিকে, যেখানকার প্রাচীর দিয়ে গডফ্রে নগরীতে ঢুকেছিলেন, সরে গেলেন।

নগরীটি তখন উদ্বাস্তুতে পরিপূর্ণ। কিন্তু প্যাট্রিয়ার্কের নেতৃত্বে যুদ্ধ করার জন্য আছেন মাত্র দুই নাইট এবং জেরুজালেমের দুই রানি- সিবিলা ও রাজা অ্যামুয়ারির বিধবা মারিয়া। মারিয়া তখন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইবেলিনের ব্যালিয়ানকে বিয়ে করেছেন। প্রাচীরগুলো পাহারা দিতে হেরাক্লিয়াস বড়জোর ৫০ জনকে যোগাড় করতে পারতেন। সৌভাগ্যবশত তখন ব্যালিয়ান নগরীতে উপস্থিত হয়েছেন। তিনি এসেছিলেন সালাহউদ্দিনের নিরাপত্তায় স্ত্রী রানি মারিয়া এবং তাদের সন্তানদের উদ্ধারের জন্য। তিনি সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন জেরুজালেমবাসী তাকে কমান্ড গ্রহণ করার কাতর মিনতি করল। তাদের প্রার্থনা ব্যালিয়ান ফেলতে পারলেন না। তিনি এক নাইট অন্যকে যেভাবে চিঠি লিখে, সেভাবে সালাহউদ্দিনের কাছে ক্ষমা চাইলেন। সালাহউদ্দিন এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক্ষমা করলেন। সালাহউদ্দিন এমনকি মারিয়া ও তার সন্তানদের পাহারার ব্যবস্থা করে করলেন। সুলতান তাদেরকে রত্নখচিত পোশাক পরালেন, ভোজ দিলেন। তারপর তাদেরকে তার হাঁটুতে বসিয়ে শোক প্রকাশ করলেন, তিনি জানতেন, তারা শেষবারের মতো জেরুজালেম দেখছে। তিনি ধ্যানঘোরে বললেন, 'এই পৃথিবীর সবকিছু আমাদের কেবল সাময়িকভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে।'

ব্যালিয়ান* ১৬ বছরের বেশি বয়সী প্রতিটি সম্ভ্রান্ত বালক ও ৩০ জন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুর্জোয়াকে নাইট হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন, প্রত্যেক ব্যক্তিকে অস্ত্রে সজ্জিত করা হলো, গোলক নিক্ষেপ শুরু করলেন। সালাহউদ্দিন হামলা শুরু করলে নারীরা সেপালচরে প্রার্থনা করতে লাগল, প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মাথার চুল কেটে ফেলল, সন্ন্যাসী ও নানেরা নগ্নপদে প্রাচীরগুলোতে টহল দিতে থাকল। ২৯ সেপ্টেম্বর নাগাদ সালাহউদ্দিনের সুড়ঙ্গ খোঁড়ার লোকেরা প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু করল। ফ্রাঙ্কেরা শহিদ হিসেবে মৃত্যুবরণে প্রস্তুত ছিল। তবে হেরাক্লিয়াস তাদের নিরুৎসাহিত করে বললেন, এতে করে নারীরা হেরেমের দাসীতে পরিণত হবে। ল্যাতিনদের প্রতি ক্ষুব্ধ সিরীয় খ্রিস্টানেরা সালাহউদ্দিনের জন্য গেট খুলে দিতে রাজি ছিল। ৩০ তারিখে মুসলিম বাহিনী নগরীতে আক্রমণ করার সময় ব্যালিয়ান আলোচনার জন্য সালাহউদ্দিনের কাছে গেলেন। প্রাচীরগুলোতে সুলতানের পতাকা উড়লেও তার বাহিনী পিছু হটে এসেছিল। ব্যালিয়ানকে বললেন সালাহউদ্দিন, 'আপনারা জেরুজালেমের লোকদের ওপর [১০৯৯ সালে] হত্যা, দাসত্ব ও অন্য যেসব বর্বর কাজ করেছিলেন, আমরা আপনাদের সঙ্গে সে সবই করব।'

ব্যালিয়ান জবাব দিলেন, 'সুলতান, নগরীতে আমাদের অনেক লোক আছে। আমরা যদি দেখি, মৃত্যু অনিবার্য, আমরা আমাদের সন্তান ও স্ত্রীদের হত্যা করব, তারপর পবিত্র পাথরের হারাম আশ-শরিফ এবং আল-আকসা মসজিদ গুঁড়িয়ে দেব।'

এতে কাজ হলো। সুলতান শর্তাবলীতে রাজি হলেন। তিনি উদারতা দেখিয়ে রানি সিবিলা, এমনকি রেনাল্ডের বিধবাকে পর্যন্ত মুক্ত করে দিলেন। তবে জেরুজালেমের অবশিষ্ট লোকজনকে মুক্তিপণ কিংবা দাসত্ব বরণের যেকোনো একটি বেছে নিতে হবে।[১৫]

* ফিকশনধর্মী *কিংডম অব হেভেন* মুভিতে ব্যালিয়নকে (ওই চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন অরলান্ডো ব্লুম) নায়ক হিসেবে উত্থাপন করা হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, রানি সিবিলার (ইভা গ্রিন) সঙ্গে তার প্রণয় রয়েছে।

সালাহউদ্দিন : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

উনিশ শতকের পশ্চিমা লেখকেরা সালাহউদ্দিনকে যেভাবে উদার ভদ্রলোক, বর্বর ফ্রাঙ্কদের তুলনায় অনেক উন্নত ব্যক্তি হিসেবে দেখিয়েছেন, তিনি ঠিক তেমন ছিলেন না। তবে মধ্যযুগের সাম্রাজ্য-নির্মাতাদের মানদণ্ডে তিনি অবশ্যই আকর্ষণীয় সুখ্যাতি লাভের যোগ্যতা রাখতেন। সাম্রাজ্য কিভাবে গড়তে হয়, এ নিয়ে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুত্রকে পরামর্শ দেওয়ার সময় তিনি তাকে বলেছিলেন : 'আমার যাকিছু অর্জন, সবই লোকজনকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে করেছি। কারো বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পুষে রাখবে না, কারণ মৃত্যু কাউকে ছাড় দেয় না। লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে।' সালাহউদ্দিনকে মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী মনে হতো না, তার মধ্যে অহংমিকাবোধও ছিল না। এক সভাসদ জেরুজালেমের কর্দমাক্ত এলাকা দিয়ে ঘোড়া ছোটানোর সময় কিছু কাদা সালাহউদ্দিনের সিল্কের জোব্বায় লাগলে সুলতান হউহাসিতে ফেটে পড়েছিলেন। তিনি কখনো ভুলে যেতেন না, যে ভাগ্যের খেলায় তিনি এমন সাফল্য উপভোগ করছেন, তা একইভাবে উল্টে যেতে পারে। তার উত্থান রক্তাক্ত হলেও তিনি সহিংসতা অপছন্দ করতেন। তিনি তার প্রিয় পুত্র জাহিরকে উপদেশ দিয়েছিলেন : 'আমি তোমাকে রক্তপাত না করার ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি, কখনো এতে মাতবে না, কখনো এই অভ্যাস করবে না। কারণ রক্ত কখনো ঘুমায় না।' মুসলিম হামলাকারীরা এক ফ্রাঙ্কিশ নারীর শিশু চুরি করলে তিনি সীমা অতিক্রম করে সালাহউদ্দিনের কাছে সাহায্য চাইলেন। সালাহউদ্দিন ওই নারীর কষ্টে কাঁদলেন। দ্রুত শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া গেল, তাকে তার মায়ের কাছে ফেরত দেওয়া হলো। আরেক ঘটনায় তার এক ছেলে কয়েকজন ফ্রাঙ্কিশ বন্দিকে হত্যা করতে চাইলে তিনি তাকে অনুমতি না দিয়ে বরং তিরস্কার করে বলে দিলেন, হত্যাকা ঘটানো হলে তাকে শাস্তি পেতে হবে।

উচ্চাকাঙ্ক্ষী কুর্দি সৈনিকের ছেলে ইউসুফ ইবনে আইয়ুব ১১৩৮ সালে তিকরিতে (বর্তমান ইরাকে, সাদ্দাম হোসেইনও এখানে জন্মে ছিলেন) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ও চাচা শিরকুহ কাজ করেছেন জাঙ্গি ও তার ছেলে নূরউদ্দিনের অধীনে। বাল্যকালে দামাস্কাসে মদ, কার্ড আর বালিকাদের নিয়ে আনন্দময় জীবন কাটিয়েছেন। তিনি নূরউদ্দিনের সঙ্গে মোমবাতির আলোতে নৈশ পোলো খেলতেন। নূরউদ্দিন তাকে দামাস্কাসের পুলিশ প্রধান করেন। তিনি পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করেছিলেন, সেইসঙ্গে ঘোড়ার বংশপরিচয়বিদ্যা নিয়েও পড়াশোনা করেন। নূরউদ্দিন মিসর যুদ্ধে শিরকুহকে পাঠিয়েছিলেন, তিনি তার ভাইপো ইউসুফকে সঙ্গে নিলেন। তখন ইউসুফের বয়স ২৬।

নানা মারাত্মক প্রতিকূলতার মধ্যেও মাত্র দুই হাজার বিদেশী ঘোড়সওয়ার নিয়ে এই কুর্দিশ চাচা ও ভাইপো ফাতিমি এবং জেরুজালেম সেনাবাহিনীর কাছ থেকে মিসর ছিনিয়ে আনেন। ১১৬৯ সালের জানুয়ারিতে ইউসুফ উজিড়কে হত্যা করলে ওই পদটি লাভ করেন তার চাচা। ইউসুফ সম্মানজনক নাম সালাহউদ্দিন* গ্রহণ করেছিলেন। শিরকুহ হৃদরোগে ইন্তিকাল করেন। ৩১ বছর বয়সে সালাহউদ্দিন শেষ ফাতিমি উজিড় হন। ১১৭১ সালে শেষ খলিফা ইন্তিকাল করলে সালাহউদ্দিন মিসরের শিয়া খিলাফতের অবসান ঘটান (এরপর থেকে দেশটি সুন্নি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়ে গেছে), কায়রোতে অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠা সুদানি রক্ষীদের হত্যা করেন। তারপর তার ক্রমবর্ধমান অধিকৃত এলাকায় যুক্ত হলো মক্কা, মদিনা, তিউনিসিয়া ও ইয়েমেন।

নূরউদ্দিন ১১৭৪ সালে ইন্তিকাল করলে সালাহউদ্দিন উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে দামাস্কাস দখল করেন। তার সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে মিসর ছাড়াও ইরাক ও সিরিয়ার অনেক এলাকায় সম্প্রসারিত হয়। তবে দুই ভূখণ্ডের মাঝখানে বিদ্যমান বর্তমান জর্ডানের অংশবিশেষ ক্রুসেডারেরা নিয়ন্ত্রণ করত। জেরুজালেম নিয়ে যুদ্ধ কেবল ধর্মতাত্ত্বিক ব্যাপার ছিল না, সাম্রাজ্য-সংক্রান্ত রাজনীতির জন্যও এর প্রয়োজন ছিল। সালাহউদ্দিন দামাস্কাসকে বেশি পছন্দ করতেন, মিসরকে তার মনে হতো কামধেনু। তিনি বলতেন, 'মিসর হলো বারবনিতা, যে আমাকে আমার বিশ্বস্ত স্ত্রীর (দামাস্কাস) কাছ থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে।' সালাহউদ্দিন স্বৈরাচারী ছিলেন না।** তার সাম্রাজ্য ছিল লোভী আমির, বিদ্রোহী নৃপতি, উচ্চাভিলাষী ভাই, ছেলে ও ভাইপোতে ভরা। আনুগত্য, কর ও যোদ্ধার জন্য তিনি তাদের মধ্যে জায়গির বণ্টন করে দিয়েছিলেন। তিনি সব সময় নগদ অর্থ ও সৈনিকের অভাবে ভুগতেন। কেবল তার ক্যারিশমা সবাইকে এক রাখতে পারত। তিনি অমিত প্রতিভাধর কোনো জেনারেল ছিলেন না, অনেকবারই ক্রুসেডারদের কাছে পরাজিত হয়েছেন। তবে তিনি ছিলেন নাছোড়বান্দা, 'রমণীকূল ও সব ধরনের আনন্দ এড়িয়ে করে চলতেন।' তিনি তার জীবনের বেশির ভাগ সময় ব্যয় করেছিলেন অন্য মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, তবে এখন ব্যক্তিগত ধ্যান-জ্ঞান হয়ে দাঁড়াল জেরুজালেম ফিরে পাওয়ার জিহাদ। তিনি বলেছিলেন, 'আমি পার্থিব আনন্দ ত্যাগ করেছি। সেগুলো আমি পুরোপুরি ভোগ করেছি।'

যুদ্ধকালে একবার তিনি সাগরের তীরে হাঁটার সময় তার মন্ত্রী ইবনে শাদ্দাদকে বলেছিলেন, 'আমি মনে মনে ভেবে রেখেছি, আল্লাহ যখন আমাকে উপকূলের বাকি অংশ জয় করার সুযোগ দেবেন, আমি তখন রাজ্য বণ্টন করে দেব, উইল করব, তারপর জাহাজ নিয়ে সাগরে ভাসতে ভাসতে জমিনে আল্লাহকে অস্বীকারকারী প্রতিটি লোক খুঁজে বেড়াব, কিংবা এই কাজ করতে করতে মারা যাব।' তিনি ফাতিমিদের চেয়েও কঠোর ইসলামি শাসন জারি করেছিলেন। এক তরুণ ইসলামি ধর্মভ্রষ্ট তার এলাকায় প্রচারকাজ চালাচ্ছে জানতে পেরে তিনি তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে কয়েক দিন ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

রাতের বেলায় তিনি সেনাপতি, বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আনন্দদায়ক সময় কাটাতেন। ওই সময় তিনি গল্প করতে করতে বার্তাবাহকদের সাক্ষাত দিতেন। তিনি আলেম ও কবিদের প্রশংসা করতেন, উসামা বিন মুনকিদকে ছাড়া সভা পূর্ণতা পেত না। উসামার বয়স তখন ৯০। তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন, তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কিভাবে সারা দেশে আমাকে খুঁজেছেন। তার সদিচ্ছাতেই দুর্ভাগ্য থেকে আমি রক্ষা পেয়েছি। তিনি আমার সঙ্গে তার পরিবার সদস্যের মতোই আচরণ করেন।' সালাহউদ্দিন ছিলেন খোঁড়া, প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তার পরিচর্যায় নিয়োজিত ছিল ২১ জন চিকিৎসক। এদের আটজন মুসলমান, আটজন ইহুদি (মাইমুনিদেসসহ) ও পাঁচজন খ্রিস্টান। সুলতান যখন নামাজের জন্য দাঁড়াতেন বা মোমবাতির নির্দেশ দিতেন, তখন সভাসদেরা বুঝতেন, সান্ধ্য-উৎসব শেষ হয়ে গেছে। তিনি নিজে নিষ্কলঙ্ক থাকলেও তার ভোগবাদী ও উচ্চাভিলাষী স্বজনেরা তার সংযম পুষিয়ে দেওয়ার চেয়েও বেশি কিছু করত।

* ক্রুসেডারেরা তাকে বলত সালাদিন। তার পুরো নাম ছিল সালাহ-উদ-দুনিয়া আদ-দিন অর্থাৎ দুনিয়া ও ধর্মের কল্যাণকামী। ক্রুসেডারদের কাছে সালাহউদ্দিনের ভাইয়ের নাম ছিল সাফাদিন। জন্মের সময় তার নাম রাখা হয়েছিল আবু বকর আইয়ুব। তিনি সম্মানজনক সাইফ-উদ-দিন (ধর্মের তরবারি) নাম গ্রহণ করেছিলেন। পরে তার রাজকীয় নাম হয় আল-আদিল (ন্যায়পরায়ণ)। বেশির ভাগ ইতিহাসে তাকে এই নামেই ডাকা হয়। সালাহউদ্দিনের সভাসদদের মধ্যে দুজন আত্মজীবনী লিখেছিলেন। তার সচিব ইমামউদ্দিন প্রথমে *দ্য লাইটনিং অব সিরিয়া*, পরে *সিসেরোনিয়ান ইলোকুইয়েন্স অন দ্য কনকুয়েস্ট অব দ্য হলি সিটি* লিখেন। উভয় গ্রন্থই অলংকারবহুল। ১১৮৮ সালে ইরাকের আলেম বাহাউদ্দিন ইবনে সাদ্দাদ জেরুজালেম সফর করেন। সালাহউদ্দিন তাকে প্রথমে তার সেনাবাহিনীর কাজি (বিচারক) নিযুক্ত করেছিলেন, পরে তাকে জেরুজালেমের ওভারসিয়ার করেন। সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর তিনি তার দুই ছেলের অধীনে প্রধান কাজির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার আত্মজীবনী *সালতানলি অ্যানেকডোটস অ্যান্ড যোশেফলি ভার্চুস-এ* (এতে তার প্রথম নাম ইউসুফ বা যোশেফ হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছে) চাপের মুখে থাকা এক সেনাপতির খোলামেলা জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

** জেরুজালেমে এক বৃদ্ধ হঠকারিতার সঙ্গে কিছু সম্পত্তি নিয়ে তার বিরুদ্ধে মামলা করেন। সালাহউদ্দিন সিংহাসন থেকে নেমে এসে সমানভাবে বিচার করার সুযোগ দিলেন। মামলায় তিনিই জয়ী হন। তবে ওই বৃদ্ধকে উপহার দিয়ে বিদায় করেন।

নাচনেওয়ালি ও কামোদ্দীপনা : সালাহউদ্দিনের রাজসভা

ব্যঙ্গনবিশ আল-ওয়াহরানির মতে, তরুণ যুবরাজেরা পানোন্মত্ত উৎসবে নগ্ন হয়ে চারপেয়ে কুকুরের মতো কোলাহল করত আর নর্তকীদের নাভিমূল থেকে গড়ানো মদে চুমুক দিতেন, মসজিদগুলোতে তখন মাকড়শা জাল বুনত। দামাস্কাসে আরবেরা সালাহউদ্দিনের শাসনে অসন্তুষ্ট ছিল। লেখক ইবনে ইউনাইন সালাহউদ্দিনের মিসরীয় কর্মকর্তাদের বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ সুদানিদের বিদ্রুপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন : 'আমি যদি হাতির মতো মাথাওয়ালা, মোটা বাহু ও বিশাল লিঙ্গের অধিকারী কৃষ্ণাঙ্গ হতাম, তবে আমার প্রয়োজন অনুভব করা হতো।' সালাহউদ্দিন এই অধৈর্যের জন্য তাকে বহিষ্কার করেন।

সালাহউদ্দিনের ভাইপো তাকিউদ্দিন ছিলেন তার সবচেয়ে প্রতিভাবান সেনানায়ক। কিন্তু তিনি একইসঙ্গে ছিলেন যুবরাজদের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ও লম্পট। তার শখগুলো এত কুখ্যাত ছিল যে, বলা হতো তার কথাগুলো 'পতিতার জুতা দিয়ে পেটানোর চেয়ে মধুর।' ব্যঙ্গনবিশ আল-ওয়াহরানি নির্মম সত্যটি বলেছিলেন, 'তুমি যদি সরকার থেকে পদত্যাগ করো, তবে সেই ক্ষতি পুষিয়ে নিতে মসুল থেকে পতিতা, আলেপ্পো থেকে মেয়েমানুষের দালাল আর ইরাক থেকে গায়িকা সংগ্রহ করতে পারো।'

অতি-ইন্দ্রিয়পরায়ণতার কারণে তাকির ওজন হ্রাস পেতে লাগল, কর্মদ্যোম ফুরিয়ে এলো, পুরুষাঙ্গ নেতিয়ে পড়তে শুরু করল। তিনি ইহুদি চিকিৎসক মাইমুনিদেসের কাছে ব্যবস্থাপত্র চাইলেন। তিনি নিজের সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত পানাহার ও যৌনসঙ্গম থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিতেন, তবে রাজকীয় রোগীদের চিকিৎসা করতেন ভিন্নভাবে। সালাহউদ্দিনের ভাইপোকে রাজবদ্যি *অন সেক্সিয়াল ইন্টারকোর্স* শিরোনামের একটি রচনা পাঠালেন। তাকে বাড়াবাড়ি না করা, সীমিত অ্যালকোহল, বেশি বয়সী নয় বা খুব অল্প বয়স্কাও নয় এমন নারী, বিশেষ গাছ আর মদে তৈরি ভেষজ এবং পুরুষাঙ্গে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ মালিশের ব্যবস্থাপত্র দিলেন। এই আশ্চর্য মালিশটি ছিল মধ্যযুগের ভায়াগ্রা। তেলের সঙ্গে জাফরানি রঙের পিপড়া মিশিয়ে তৈরি এই ওষুধটি সঙ্গমের দুই ঘণ্টা আগে পুরুষাঙ্গে মালিশ করতে হতো। মাইমুনিদেস নিশ্চয়তা দিলেন, কর্ম শেষ হওয়ার অনেকক্ষণ পরও উত্থান স্থায়ী হবে।

সালাহউদ্দিন তাকিকে ভালোবাসতেন, তিনি তাকে মিসরের গভর্নর হিসেবে পদোন্নতি দিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইপো নিজস্ব রাজ্য গঠনের চেষ্টা করলে তিনি ক্রুদ্ধ হলেন। তিনি তাকে সেখান থেকে সরিয়ে ইরাকের নিম্নভূমি শাসন করতে পাঠালেন। এখন এই উচ্ছৃল ভাইপো এবং সালাহউদ্দিনের পরিবারের বেশির ভাগ সদস্য জেরুজালেম মুক্ত করা উপভোগ করতে সেখানে পৌঁছালেন।[১৬]

সালাহউদ্দিনের নগরী

সালাহউদ্দিন দেখলেন, ল্যাতিন খ্রিস্টানেরা চির দিনের জন্য জেরুজালেম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মুক্তিপণ হিসেবে জেরুজালেমের প্রতিটি পুরুষকে ১০ দিনার, নারীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঁচ দিনার ও শিশুকে এক দিনার করে দিতে হয়েছিল। অর্থ পরিশোধের রশিদ ছাড়া কেউ যেতে পারত না। তবে সালাহউদ্দিনের কর্মকর্তারা ঘুষ হিসেবে প্রচুর অর্থ আয় করেছিল, খ্রিস্টানেরা ঝুড়িতে করে প্রাচীর দিয়ে কিংবা ছদ্মবেশে পালিয়ে যেতে পারত। টাকা-পয়সার ব্যাপারে সালাহউদ্দিনের কোনো আগ্রহ ছিল না, তা সত্ত্বেও তিনি দুই লাখ ২০ হাজার দিনার পেয়েছিলেন, এই অর্থের বেশির ভাগই ফালতু খরচ হয়েছে।

জেরুজালেমের হাজার হাজার অধিবাসী মুক্তিপণ দিতে পারছিল না। তারা ক্রীতদাস হলো, হেরেমে গেল। ব্যালিয়ান সাত হাজার দরিদ্র জেরুজালেমবাসীর মুক্তিপণ হিসেবে ৩০ হাজার দিনার পরিশোধ করলেন, সালাহউদ্দিনের ভাই সাইফউদ্দিন আরো এক হাজার হতভাগাকে কিনে মুক্তি দিলেন। ব্যালিয়ান ও প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াসকে সালাহউদ্দিন পাঁচ শ' করে বন্দি দিলেন। প্যাট্রিয়ার্ক তার ১০ দিনার পরিশোধ করে স্বর্ণ ও কার্পেটবোঝাই টানা গাড়ি নিয়ে নগরী ত্যাগ করছেন দেখে মুসলমানেরা শোকাহত হলো। সালাহউদ্দিনের সচিব ইমাদউদ্দিন বেশ মর্মবেদনায় বলেছেন, 'কত সুরক্ষিত নারী অপদস্ত হয়েছে, কত আবেদনময়ী মেয়ে বিবাহিত হয়েছে, কুমারীরা লাঞ্ছিত হয়েছে, গর্বিতা নারীর ইজ্জত লুণ্ঠিত হয়েছে, মোহময়ী নারীর লাল ঠোঁটে চুমু দেওয়া হয়েছে, অ-বশ্যরা বশ মেনেছে। কত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাদেরকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করেছে, কত সম্মানিতা নারী কম মূল্যে বিক্রি হয়েছে!' সুলতানের সামনেই খ্রিস্টানদের দুটি দল শেষবারের মতো তাকিয়ে জেরুজালেম হারানোর জন্য কেঁদেছিল, ভাবছিল, 'এই নগরী অন্যান্য শহরের মিস্ট্রেজ অভিহিত হতো। এখন সে ক্রীতদাসী ও পরিচারিকায় পরিণত হয়েছে।'

AMARBOI.COM

সালাহউদ্দিন ২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন, টেম্পল মাউন্টকে (মুসলমানদের কাছে হারাম আশ-শরিফ নামে পরিচিত) অবিশ্বাসীদের নাপাকি থেকে পাক-পবিত্র করার নির্দেশ দিলেন। 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনির মধ্যে ডোম অব দ্য রকের ওপর থেকে ক্রুশদণ্ডটি নামিয়ে নগরী দিয়ে টেনে নিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো, যিশুর পেইটিংগুলো নষ্ট করা হলো, ডোমের উত্তর দিকের আশ্রমগুলো ভেঙে ফেলা হলো, আকসার মধ্যকার ছোট ছোট কক্ষ ও অ্যাপাটমেন্টগুলো সরানো হলো। সালাহউদ্দিনের বোন দামাস্কাস থেকে গোলাপ পানিবোঝাই উটের কাফেলা নিয়ে এলেন। সুলতান নিজে এবং তার ভাইপো তাকি হারামের আঙিনা ধোয়া-মোছার কাজে লেগে গেলেন। পরিচ্ছন্নতা-কর্মীদের মধ্যে তখন যুবরাজ ও আমিররাও শামিল হয়েছেন। সালাহউদ্দিন আলেপ্পো থেকে নূরউদ্দিনের বানানো কারুকার্যময় কাঠের *মিম্বারটি* এনে আল-আকসা মসজিদে স্থাপন করলেন। এটা পরবর্তী সাত শ' বছর সেখানে ছিল। সুলতান খুব বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বংস করেননি। তিনি ক্রুসেডারদের লতাপাতার চিত্র, স্তম্ভশীর্ষ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ধ্বংস্তূপ ব্যবহার করে নতুন স্থাপত্য গড়ে তোলেন। ফলে তার নিজের স্থাপত্য তার শত্রুদের প্রতীকের মতো করেই নির্মিত হয়েছিল। এতে করে ক্রুসেডার ও সালাহউদ্দিনের ভবনরাজির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। কায়রো থেকে বাগদাদ পর্যন্ত প্রত্যেক সম্মানিত আলেম আল-আকসায় জুমার নামাজের খুতবা দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। তবে সালাহউদ্দিন আলেপ্পোর কাজিকে মনোনীত করে তাকে একটি কালো জোব্বা উপহার দেন। এই কাজি খুতবায় ইসলামি জেরুজালেমের *ফজিলত* (মাহাত্ম্য) বর্ণনা করলেন। 'মক্কার ভ্রাতৃসম পবিত্র স্থানটি মুক্ত করার' মাধ্যমে 'ঈমানদারদের কালিমা দূর করে আলো আনয়নকারী'তে পরিণত হলেন সালাহউদ্দিন। এরপর সালাহউদ্দিন হেঁটে ডোমে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন। তিনি ডোমকে অভিহিত করলেন 'ইসলামের সিলমোহরযুক্ত আংটির রত্ন।' জেরুজালেমের প্রতি সালাহউদ্দিনের ভালোবাসা ছিল 'পর্বতমালার মতো বিশাল।' তার মিশন ছিল ইসলামি জেরুজালেম সৃষ্টি। তিনি দাঙহিপ (হলি সেপালচর) ধ্বংস করবেন কি না তা ভাবছিলেন। তার কয়েকজন সভাসদ এটা গুঁড়িয়ে দেওয়ার অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি ভেবে বললেন, এখানে চার্চ দাঁড়িয়ে থাকুক আর না-ই থাকুক, স্থানটি পবিত্রই থাকবে। ন্যায়পরায়ণ (খলিফা) ওমরের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, মাত্র তিন দিন চার্চটি বন্ধ রেখেছিলেন, তারপর গ্রিক অর্থোডক্সকে দিয়ে দিলেন। সার্বিকভাবে তিনি বেশির ভাগ চার্চই রেখে দেন, তবে অনৈস্লামিক বৈশিষ্ট্যের জন্য খ্রিস্টান কোয়ার্টার ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিলেন। চার্চের ঘণ্টা আবার নিষিদ্ধ হলো। এর বদলে উনিশ শতক পর্যন্ত কয়েক শ' বছর কেবল মোয়াজ্জিনের আওয়াজই শোনা যেত, খ্রিস্টানেরা কাঠের খটখট ও করতালের শব্দ করে প্রার্থনার সময় কথা ঘোষণা করত। সালাহউদ্দিন প্রাচীরের বাইরের কয়েকটি চার্চ গুঁড়িয়ে দেন, তার নিজের সালাহিয়া দাতব্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশাল কয়েকটি খ্রিস্টান ভবনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ওইসব প্রতিষ্ঠান এখনো টিকে আছে।*

সালাহউদ্দিন অনেক আলেম ও মরমি সাধককে নগরীতে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কেবল মুসলমানদের পক্ষে জেরুজালেমকে সমৃদ্ধ করার জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই তিনি অনেক আর্মেনীয় ও ইহুদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আর্মেনীয়রা বিশেষ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত হয়, এখনো তারা টিকে আছে (তারা নিজেদের বলে কাঘাকাটসি)। অ্যাশকেলন, ইয়েমেন ও মরক্কো থেকে 'ইফরাইমের পুরো গোত্রই চলে এসেছিল।'[১৭]

সালাহউদ্দিন শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তবুও ক্রুসেডারদের অবশিষ্ট দুর্গগুলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখল করতে অনিচ্ছুকভাবে জেরুজালেম ত্যাগ করলেন। তিনি একরের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র ঘাঁটির নিয়ন্ত্রণ নিলেন। তবে তখনো তিনি ক্রুসেডারদের পুরোপুরি শেষ করতে পারেননি। তিনি মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে রাজা গাইকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তিনি টায়ারও দখল করতে পারেননি, এটা পাল্টা আক্রমণের জন্য খ্রিস্টানদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রবন্দর হিসেবে টিকে থাকল। তিনি সম্ভবত খ্রিস্টান বিশ্বের প্রতিক্রিয়াকে অবমূল্যায়ন করেছিলেন। জেরুজালেমের পতনের খবরে ইউরোপে শোক নেমে আসে। রাজা, পোপ থেকে শুরু করে নাইট ও কৃষকেরা শক্তিশালী নতুন ক্রুসেডের (তৃতীয়) জন্য ঐক্যবদ্ধ হলো।

সালাহউদ্দিনকে তার ভুলের জন্য চড়া মূল্য দিতে হয়েছিল। ১১৮৯ সালের আগস্টে রাজা গাই একটি ছোট বাহিনী নিয়ে একরে উপস্থিত হলো। তারপর নগরী অবরোধ করতে অগ্রসর হন। সালাহউদ্দিন গাইয়ের সাহসী ভূমিকাকে তেমন গুরুত্ব দেননি। তিনি গাইয়ের ছোট সেনাবাহিনীকে লাঠিপেটা করার জন্য একটি কন্টিনজেন্ট পাঠালেন। কিন্তু সালাহউদ্দিনের লোকদের সঙ্গে গাইয়ের যুদ্ধ অমীমাংসিত থেকে গেল, এটা ক্রুসেডারদের পাল্টা হামলার জন্য সঙ্ঘবদ্ধ করল। সালাহউদ্দিন গাইকে অবরুদ্ধ করলে তিনি একর অবরোধ করলেন। সালাহউদ্দিনের মিসরীয় নৌবহর পরাজিত হওয়ার সময় গাইয়ের সঙ্গে জাহাজবোঝাই জার্মান, ইংরেজ ও ইতালীয় ক্রুসেডারেরা যোগ দিয়েছিল। ইউরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের রাজারা ও জার্মান সম্রাট ক্রুশ গ্রহণ করলেন, জাহাজ যোগাড় হলো, একর দখলের যুদ্ধে যোগ দিতে সেনাবাহিনী সমবেত হলো। শুরু হলো দুই বছরের ভয়াবহ রক্তাক্ত সংগ্রাম। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ রাজারা আবার জেরুজালেম জয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন।

প্রথমে এলো জার্মানেরা। সালাহউদ্দিন যখন শুনলেন, লাল-দাড়িওয়ালা সম্রাট ফ্রেডেরিক বারবারোসা জার্মান সেনাবাহিনী নিয়ে পূণ্যভূমির দিকে যাত্রা শুরু করে দিয়েছেন, তিনি তখন তার বাহিনী তলব করলেন, জিহাদের ডাক দিলেন। তারপর এলো সুসংবাদ।

বারবারোসা ১১৯০ সালের জুনে সিলিসিয়ান নদীতে ডুবে মরলেন। তার পুত্র সোয়াবিয়ার ডিউক ফ্রেডরিক মৃতদেহটিকে গরম পানিতে ফুটিয়ে ভিনেগারে সংরক্ষণ করলেন, মাংস অ্যান্টিয়কে কবর দিলেন। তারপর সেনাবাহিনী এবং পিতার হাড়গুলো নিয়ে একরের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি হাড়গুলো জেরুজালেমে সমাহিত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। বারবারোসার মৃত্যু এই পরলোকতাত্ত্বিক কিংবদন্তির জন্ম দিল, কিয়ামত দিনের সম্রাট ঘুমিয়ে পড়েছেন, একদিন আবার জেগে উঠবেন। সোয়াবিয়ার ডিউক একরের বাইরে প্লেগে মারা গেলেন, জার্মান ক্রুসেড শেষ হয়ে গেল। তবে কয়েক মাসের বেপরোয়া যুদ্ধ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্লেগে হাজার হাজার লোকের মৃত্যুর (জেরুজালেমের প্যাট্রিয়ার্ক হেরাক্লিয়াস ও রানি সিবিলাসহ)** পর সালাহউদ্দিন দুঃসংবাদ পেলেন, খ্রিস্টান বিশ্বের সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রওনা হয়ে গেছেন।

* সালাহউদ্দিন অনেক সময় হসপিটালে এবং মাঝে মাঝে প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদে রাজসভা বসাতেন। প্রাসাদের ছাদে একটি কাঠের কুটির ছিল, তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে শেষ রাতের দিকে বসতে পছন্দ করতেন। তার ভাই সাইফউদ্দিন মাউন্ট জায়নে ক্যানাক্যাল কমপ্লেক্সে বাস করতেন। সালাহউদ্দিন প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদটি তার নিজের সালাহিয়া সুফি খানকাকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এখনো এটা সালাহিয়া খানকা হিসেবে টিকে আছে (এর লিপিতে ওই ঘোষণাটি আছে)। ক্রুসেডার আমলের সুন্দর শীর্ষস্তম্ভযুক্ত বেডরুমটিতে সালাহউদ্দিন (ও প্যাট্রিয়ার্করা) ঘুমাতেন। সেটা বর্তমানে জেরুজালেমের প্রখ্যাত পরিবারগুলোর অন্যতম শেখ আল-আলামির বেডরুম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্যাট্রিয়ার্কদের জন্য তাদের প্রাসাদ থেকে হলি সেপালচরে যাওয়ার জন্য বিশেষ কয়েকটি পথ ছিল, সালাহউদ্দিন সেগুলো বন্ধ করে দেন। তবে বর্তমানের দোকানপাটের পেছনে ওই পথগুলো এখনো দেখা যায়। তিনি সেন্ট মেরিস ল্যাটিনা তার সালাহিয়া হসপিটালের জন্য গ্রহণ করেন, সেন্ট অ্যান'সকে সালাহিয়া মাদরাসায় পরিণত করলেন। এখন সেটা আবার চার্চে পরিণত হয়েছে। তবে তাতে এখনো খোদিত রয়ে গেছে, 'আমির উল মুমিনিনের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী।'

** জেরুজালেমের নতুন রানি ছিলেন সিবিলার সৎবোন ইসাবেলা। তিনি রাজা অ্যামুয়ারি ও রানি মারিয়ার মেয়ে। মন্টফেরাটের কনরাডকে বিয়ে করার জন্য ইসাবেলা তার স্বামীকে তালাক দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে কনরাড জেরুজালেমের খেতাব-সার রাজা হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭
তৃতীয় ক্রুসেড : সালাহউদ্দিন ও রিচার্ড
১১৮৯-৯৩

সিংহহৃদয় : বীরব্রত ও গণহত্যা

১১৯০ সালের ৪ জুলাই ইংল্যান্ডের রাজা সিংহহৃদয় রিচার্ড (রিচার্ড দ্য লায়নহার্ট) এবং ফ্রান্সের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ আগাস্টাস জেরুজালেম মুক্ত করার জন্য তৃতীয় ক্রুসেডে রওনা হলেন। ৩২ বছর বয়স্ক রিচার্ড সবেমাত্র তার পিতা দ্বিতীয় হেনরির অ্যাঞ্জেভিন (ইংল্যান্ড ও অর্ধেক ফ্রান্স) সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি হয়েছেন। রিচার্ড ছিলেন প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর, লাল চুলো ও অ্যাথলেটিক। ধৈর্যশীল ও তীক্ষ্ণধী সালাহউদ্দিনের বিপরীতে রিচার্ড ছিলেন দুঃসাহসী ও খোলামেলা। ওই সময়ের সেরা ব্যক্তিটি চমৎকার প্রেমসঙ্গীতও লিখতে পারতেন। ধার্মিক খ্রিস্টান হিসেবে তিনি পাপমুক্তির জন্য পুরোহিতের সামনে বস্ত্রহীন অবস্থায় চাবুকের আঘাতে জর্জরিত হয়েছেন।

অ্যাকুইটাইনের ইলেনরের প্রিয় ছেলেটির নারীদের প্রতি আগ্রহ ছিল সামান্যই। তিনি সমকামী ছিলেন বলে ১৯ শতকে যে দাবি করা হয়েছে, সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। যুদ্ধই ছিল তার প্রকৃত ভালোবাসা। তিনি তার ক্রুসেডের ব্যয়ভার মেটানোর জন্য ইংল্যান্ডকে নির্মমভাবে নিংড়েছিলেন। কৌতুক করে বলেছিলেন, 'ক্রেতা পাওয়া গেলে লন্ডনও বিক্রি করে দেব।' ক্রুসেডার পুনঃজীবনবাদে* ইংল্যান্ড উত্তেজিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে ইহুদিদের নিকৃষ্ট লোক হিসেবে গণ্য করা হলো। সেটা চূড়ান্ত রূপ নিল ইয়র্কে ইহুদিদের গণ-আত্মহত্যায় (ইংলিশ মাসাদা)। তত দিনে রিচার্ড রওনা হয়ে গেছেন। জেরুজালেম যাওয়ার পথে যেখানেই তিনি অবতরণ করতেন, সেখানেই নিজেকে রাজকীয় যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করছিলেন। তিনি সব সময় যুদ্ধের রং টকটকে লাল পোশাক পরতেন, একটি তরবারি ঘোরাতেন যেটাকে তিনি 'এক্সক্যালিবার' বলে দাবি করতেন। সিসিলিতে তিনি নতুন রাজার হাত থেকে তার বোন (বিধবা রানি) জোয়ানাকে উদ্ধার করেন, মেসিনা লুণ্ঠন করলেন। এরপর জনৈক বাইজানটাইন প্রিন্সের শাসিত সাইপ্রাস পৌঁছে সেটা সহজেই জয় করেন। তারপর ২৫টি রণতরী নিয়ে একরে পৌঁছালেন।

১১৯১ সালের ৮ জুন ফ্রান্সের রাজার অবরোধে যোগ দিলেন রিচার্ড। শিবির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটির মধ্যে ভাই-ভাই সম্পর্ক সত্ত্বেও মাঝে মাঝে লড়াই ছড়িয়ে পড়ত। সালাহউদ্দিন এবং তার সভাসদেরা রিচার্ডের অবতরণ দেখলেন, 'যুদ্ধের আবেগে ভরপুর এই শক্তিশালী যোদ্ধার 'মহা সমারোহে' আগমনে অভিভূত হলেন।

যুদ্ধক্ষেত্রটি পরিণত হয়েছিল রাজকীয় মারকুইজদের নোংরা কুঁড়েঘর, লঙ্গরখানা, বাজার, বাথহাউজ ও পতিতালয়ে পরিপূর্ণ প্লেগ-তাড়িত বস্তি। সালাহউদ্দিনের সচিব ইমাদের লেখায় পতিতাদের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণের প্রমাণ পাওয়া যায়। রিচার্ডের শিবিরে যাতায়াত করে তিনি যা দেখেছেন তা বর্ণনা দিতে গিয়ে তার পর্নোগ্রাফিক রূপকের ভাণ্ডার ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি এসব নীল নয়না গায়িকা ও ছেনালের উত্তেজক সাজগোজ ও উদোম উরুর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। তিনি জানিয়েছেন, এসব নারী বিপুল ব্যবসা করে। সোনার দুলের সঙ্গে মিলিয়ে রুপার নূপুর পরে, তরবারি কোষবদ্ধ রাখতে বলে, বর্শাগুলো ঢালের দিকে তুলে ধরে, পাখিগুলোকে ঠোঁট দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়, গর্তে গর্তে হানা দিয়ে সরীসৃপ পাকড়াও করে, কলমগুলো দোয়াতে ডুবিয়ে রাখে।'

AMARBOI.COM

ইমাদ স্বীকার করেছেন, 'অল্প কিছু বোকা মামলুক চুপিসারে' এসব ফ্রাঙ্কিশ পতিতার কাছে গিয়েছিল, তবে আরো অনেকে যেত, তা নিশ্চিতভাবে ধরা যায়। রিচার্ডের কর্মদ্যোম যুদ্ধের প্রকৃতি বদলে দিল। সালাহউদ্দিন তখন অসুস্থ ছিলেন। অল্প পরে ইউরোপীয় দুই রাজাও অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অবশ্য রোগশয্যা থেকেও রিচার্ড বক্রধনু দিয়ে শত্রুশিবিরে পাথর ছুঁড়তেন। আর জাহাজের পর জাহাজে করে ইউরোপের সেরা নাইটেরা জড়ো হচ্ছিল।

সালাহউদ্দিন 'হতভাগ্য মায়ের মতো ঘোড়ার পিঠে চড়ে জনগণকে তাদের জিহাদি দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করছিলেন।' তবে তার লোকবল ছিল কম, যারা ছিল তারাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ঈর্ষান্বিত ফিলিপ আগাস্টাসের আগাম বিদায়ের পর রিচার্ড নেতৃত্ব গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন : 'আমি শাসন করি, কেউ আমাকে শাসন করে না।' তবে তার বাহিনীও ভুগছিল। তিনি আলোচনা শুরু করলেন। সালাহউদ্দিন তার দূত হিসেবে তার বিষয়ী এবং বেশ নির্লিপ্ত ভাই সাইফউদ্দিনকে পাঠালেন, যদিও এসব বাস্তববাদী লোক সবকিছু দিয়ে ছায়া-যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছিল। তারা ছিল পরস্পরের সমকক্ষ। উভয় পক্ষ ২০ হাজার করে লোক মোতায়েন করেছিল, দুই দলই তাদের অবাধ্যদের (ঝামেলা পাকানো অভিজাতবর্গ ও বহুভাষী সেনাবাহিনী) বশ মানাতে হিমশিম খাচ্ছিল।

এ দিকে একর আর প্রতিরোধ অব্যাহত রাখতে পারছিল না, গভর্নর আত্মসমর্পণের আলোচনা শুরু করলেন। সালাহউদ্দিন 'প্রণয়পীড়িত বালিকার চেয়ে বেশি হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।' আসল ক্রুশ ফেরত এবং ১৫ শ' বন্দির মুক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি একর রক্ষার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এ ছাড়া তার কাছে আর কোনো বিকল্প ছিল না। তার অগ্রাধিকার ছিল জেরুজালেম রক্ষা করা। তিনি ক্রুসেডারদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি, অর্থ বাঁচানো এবং তাদের অভিযান বিলম্বিত করার কূটনৈতিক পন্থা বেছে নিয়েছিলেন। তবে রিচার্ড তার কাজ বুঝতেন, সালাহউদ্দিনের কৌশল ধরে ফেললেন।

২০ আগস্ট তিনি সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনী দেখতে পায় এমন সমভূমিতে তিন হাজার বন্দি মুসলমানকে উপস্থিত করলেন। তারপর শিশু, নারী ও পুরুষদের নির্মমভাবে হত্যা করলেন। বীরধর্মের কিংবদন্তি সৃষ্টি হলো। বিভীষিকাবিমূঢ় সালাহউদ্দিন তার অশ্বারোহী বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, তবে ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। এরপর তিনি তার হাতে বন্দি সব ফ্রাঙ্কিশের শিরচ্ছেদ করলেন।

পাঁচ দিন পর রিচার্ড জেরুজালেমের বন্দর জাফা উপকূলের দিকে এগিয়ে গেলেন। তার বাহিনী '*স্যাঙ্কটাম সেপালচরাম অ্যাডজুভা*! আমাদের সাহায্য করো হে হলি সেপালচর!' গাইছিল। ৭ সেপ্টেম্বর আরসাফে পৌঁছে রিচার্ড দেখতে পেলেন, সালাহউদ্দিন এবং তার সেনাবাহিনী পথ আগলে রেখেছেন। রিচার্ড তার বিপুলসংখ্যক পদাতিক সেনা ব্যবহার সালাহউদ্দিনের একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করে তাদের ক্লান্ত করে ফেললেন। তারপর তিনি তার অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহী তীরন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করলেন। সবশেষে পরাক্রমশালী নাইটদের নামানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। একজন হসপিটালার দ্রুত সামনে এগিয়ে আসা পর্যন্ত রিচার্ড পেছনেই ছিলেন। তারপর তিনি পূর্ণাঙ্গ আক্রমণ শুরু করলে মুসলমান বাহিনী গুঁড়িয়ে গেল। সালাহউদ্দিন দ্য রিং নামে পরিচিত তার মামলুক প্রহরীদের বেপরোয়াভাবে সামনে পাঠালেন। 'পুরোপুরি বিধ্বস্ত' হওয়ার মুখে সুলতান ঠিক সময় নিজেকে প্রত্যাহার করে নিলেন, তার সেনাবাহিনী 'জেরুজালেম রক্ষার জন্য সুরক্ষিত রাখা হলো।' একপর্যায়ে তার পাহারায় মাত্র ১৭ জন ছিল। এরপর তিনি মুষড়ে পড়েছিলেন, খেতে পর্যন্ত পারছিলেন না।

পবিত্র রমজান পালনের জন্য সালাহউদ্দিন জেরুজালেম গেলেন, নগরীর প্রতিরক্ষার প্রস্তুতিও নিলেন। রিচার্ড বুঝতে পেরেছিলেন, যত দিন সালাহউদ্দিনের সেনাবাহিনী ও সাম্রাজ্য অটুট থাকবে, তত দিন ক্রুসেডারেরা জেরুজালেম যদি জয় করতেও পারে, সেটা ধরে রাখতে পারবে না। এই উপলব্ধির কারণে তিনি আলোচনায় রাজি হয়েছিলেন। সালাহউদ্দিনকে রিচার্ড লিখলেন, 'মুসলিম ও ফ্রাঙ্কেরা যে ভূমির জন্য লড়াই করছে, সেটা উভয়ের হাতেই ধ্বংস হচ্ছে। আমরা সবাই জেরুজালেম, আসল ক্রুশদ ও এসব ভূমি নিয়ে কথা বলছি। জেরুজালেম আমাদের প্রার্থনার কেন্দ্রবিন্দুতে, আমরা এটাকে কখনো পরিত্যাগ করতে পারব না।' মুসলমানদের কাছে আল-কুদস বলতে কী বুঝায় সালাহউদ্দিন তা ব্যাখ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলেন : 'জেরুজালেম আপনাদের কাছে যেমন, আমাদের কাছেও ঠিক তেমন। বরং আপনাদের চেয়ে আমাদের কাছে এর গুরুত্ব আরো বেশি। কারণ আমাদের নবি মেরাজের রাতে এখানে এসেছিলেন এবং এটা ফেরেশতাদের সমবেত হওয়ার স্থান।'

রিচার্ড শিখতে আগ্রহী ছিলেন। নমনীয় ও কল্পনাপ্রবণ রিচার্ড এবার আপস-রফার প্রস্তাব দিলেন : তার বোন জোয়ানা বিয়ে করবেন সাইফউদ্দিনকে। খ্রিস্টানেরা উপকূল ও জেরুজালেমে প্রবেশাধিকার পাবে; মুসলমানেরা পাবে পশ্চাদভূমি, সালাহউদ্দিনের সার্বভৌমত্বে রাজা সাইফউদ্দিন ও রানি জোয়ানার রাজধানী হবে জেরুজালেম। রিচার্ডকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতে সালাহউদ্দিন এই প্রস্তাবে রাজি হলেন। কিন্তু এতে অপমানিত হলেন জোয়ানা : 'তিনি কিভাবে কোনো মুসলিমকে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে দেবেন?' রিচার্ড বললেন, এটা ছিল স্রেফ একটা কৌতুক। তিনি তখন সাইফউদ্দিনকে বললেন : 'আমি আমার ভাইঝিকে আপনার সঙ্গে বিয়ে দেব।' সালাহউদ্দিন স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে গেলেন : 'আমাদের সামনে সর্বোত্তম পন্থা হলো জিহাদ চালিয়ে যাওয়া- কিংবা শাহাদাত বরণ করা।' ৩১ অক্টোবর রিচার্ড মার্জিত সাইফউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা অব্যাহত রাখলেও ধীরে ধীরে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। তারা জাঁকাল তাঁবুতে সাক্ষাত করতেন, উপহার বিনিময় করতেন এবং একে অন্যের ভোজসভায় উপস্থিত হতেন। রিচার্ড দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'আমাদের অবশ্যই জেরুজালেমে পা রাখতে হবে।' মুসলমানদের সঙ্গে আলোচনার জন্য রিচার্ডকে তার ফরাসি নাইটেরা সমালোচনা করলে তিনি কয়েকজন তুর্কি বন্দির শিরশ্ছেদ করে মাথাগুলো পৈশাচিকভাবে শিবিরের পাশে সাজিয়ে রাখলেন।

এই কঠিন সময় সালাহউদ্দিন দুঃসংবাদ পেলেন : তার অসচ্চরিত্র ভাইপো তাকিউদ্দিন (যিনি নিজের ব্যক্তিগত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন) মারা গেছেন। সালাহউদ্দিন চিঠিটি গোপন করে তার তাঁবু থেকে সবাইকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি 'কান্নায় ভেঙে পড়লেন, চোখের পানিতে ভেসে গেলেন।' এরপরে তিনি তার গোলাপ পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে কমান্ডে ফিরে গেলেন : এখন দুর্বলতা প্রকাশের সময় নয়। তিনি জেরুজালেম এবং নতুন মিসরীয় গ্যারিসন পরিদর্শন করলেন।

রিচার্ড ২৩ ডিসেম্বর লে থুরন দেস শেভালিয়ার্সে (ল্যাট্রানে) পৌঁছে জাঁকজমকের সঙ্গে স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে ক্রিসমাস উদযাপন করলেন। ১১৯২ সালের ৬ জুলাই বৃষ্টি, ঠাণ্ডা আর কাদার মধ্যে বাইত নুবায় পৌঁছালেন। নগরী তখন ১২ মাইল দূরে। ফরাসি ও ইংরেজ ব্যারনেরা যেকোনো মূল্যে জেরুজালেম দখল করতে চাইছিল, কিন্তু রিচার্ড তাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, অবরোধ করার মতো যথেষ্ট লোক তার কাছে নেই। সালাহউদ্দিন জেরুজালেমে এই আশায় ছিলেন, বৃষ্টি

www.amarboi.com

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বরফ ক্রুসেডারদের নিরুৎসাহিত করবে। ১৩ জানুয়ারি রিচার্ড পিছু হটলেন।*

তখন অচলাবস্থা ছিল। সালাহউদ্দিন ৫০ জন রাজমিস্ত্রি এবং দুই হাজার ফ্রাঙ্কিশ বন্দিকে ব্যবহার করে জেরুজালেম সুরক্ষিত করলেন। পাথরের সংস্থান করতে তিনি মাউন্ট অব অলিভসের পাদদেশে অবস্থিত আওয়ার মেরি অব জেহোশেফাটের উপরের তলাগুলো এবং মাউন্ট জায়নের ক্যানাকলামকে ভেঙে ফেললেন। সালাহউদ্দিন, সাইফউদ্দিন এবং তাদের ছেলেরাও প্রাচীরগুলোতে কাজ করতেন।

রিচার্ড ইতোমধ্যে মিসরের প্রবেশদ্বার অ্যাশকেলন জয় করে সেটা সুরক্ষিত করেছেন। তিনি সালাহউদ্দিনকে জেরুজালেম ভাগ করার প্রস্তাব দিলেন। এতে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণে হারাম ও টাওয়ার অব ডেভিড (দাউদের মিনার) রাখার প্রস্তাব ছিল। ২১ শতকে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে ঠিক এ ধরনের জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টিকারী হয়েছে, এসব আলোচনা ব্যর্থ হয়। উভয় পক্ষ তখনো জেরুজালেম পুরোপুরি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আশায় ছিল। সাইফউদ্দিন এবং তার ছেলে কামিল ২০ মার্চ রিচার্ডের কাছে গিয়ে সেপালচরে প্রবেশাধিকার ও আসল ক্রুশদণ্ড ফেরত দানের প্রস্তাব দিলেন। বীরব্রতের লোকদেখানো নিদর্শন হিসেবে রিচার্ড তরুণ কামিলের কাঁধে তরবারি দিয়ে স্পর্শ করে নাইটহুডের সুসজ্জিত বেল্ট উপহার দিলেন।

AMARBOI.COM

তবে বীরব্রতের এসব নাটক বিদ্রোহপ্রবণ ফরাসি নাইটদের ভালো লাগছিল না, তারা অবিলম্বে জেরুজালেম আক্রমণের দাবি করল। ১০ জুন রিচার্ড তাদেরকে বাইত নুবায় ফিরিয়ে আনলেন। সেখানে প্রচ গরমের মধ্যে শিবির স্থাপন করলেন। তিন সপ্তাহ ধরে করণীয় নিয়ে বিতর্কে মেতে থাকলেন। ঘোড়ায় চড়ে পরিদর্শন কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে রিচার্ড তার উত্তেজনা প্রশমিত করতেন, অনেক সময় তিনি মন্টজোইয়ে পৌঁছে যেতেন। সেখানে তিনি প্রার্থনা করার জন্য ঘোড়া থেকে নামতেন, তবে জেরুজালেমের গৌরব আড়াল করার জন্য তিনি ঢালের আশ্রয় নিতেন। সম্ভবত এই প্রার্থনা করতেন, 'প্রভু ঈশ্বর, আমাকে পুণ্যনগরী দেখতে দিও না, যেটাকে আমি শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে পারিনি!'

রিচার্ড সুলতানের সেনাবাহিনীতে গুপ্তচর মোতায়েন করেছিলেন। তারা জানাল, সালাহউদ্দিনের এক প্রিন্স মিসর থেকে নতুন বহর নিয়ে আসছে। মিসরীয়দের ওপর অতর্কিত আক্রমণ হানার জন্য রিচার্ড বেদুইনের পোশাক পরে ৫০০ নাইট ও ১০০০ হালকা অশ্বারোহী নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তিনি সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে কাফেলাটি দখল করলেন। তিন হাজার উট, ঘোড়াবোঝাই বিপুল সরবরাহ তার হাতে এলো, যা জেরুজালেম বা মিসর অভিযানে রওনা হওয়ার জন্য যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে। সালাহউদ্দিনের মন্ত্রী ইবনে সাদ্দাদ বলেছেন, 'এটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল সুলতানের জন্য ভয়াবহ ব্যাপার। তবে আমি তাকে শান্ত করার চেষ্টা করলাম।' ঝুঁকিপূর্ণ জেরুজালেমে সালাহউদ্দিন প্রায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তার যন্ত্রণা ছিল অসহ্যকর। তিনি নগরীর চারপাশের কূপগুলোকে বিষাক্ত করলেন, ছেলেদের নেতৃত্বে তার ক্ষুদ্র সেনাদলকে বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করেন। তার সেনাবাহিনীর সদস্য ছিল অপ্রতুল, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে ইরাক থেকে ভাই সাইফউদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন। ২ জুলাই তিনি যুদ্ধ পরিষদের সভা ডাকলেন। তবে তার আমিরেরা ছিলেন রিচার্ডের ব্যারনদের মতোই অনির্ভরযোগ্য। ইবনে সাদ্দাদ সভার শুরুতে বলেন, 'আমরা সর্বোত্তম যে কাজটি করতে পারি, তা হলো ডোম অব দ্য রকে সমবেত হয়ে আত্মহত্যার জন্য প্রস্তুত হওয়া।' তারপর নীরবতা নেমে এলো। আমিরেরা এত নিশ্চল বসেছিলেন যে, 'মনে হতে পারে তাদের মাথায় পাখি বসে আছে।' নেতা নগরীর ভেতরেই তার শেষ স্থান তৈরি করবেন না কি অবরুদ্ধ হওয়া এড়ানোর চেষ্টা করা হবে তা নিয়ে যুদ্ধ পরিষদ বিতর্ক করল। সুলতান জানতেন, তার উপস্থিতি ছাড়া তার অনুগতরা অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করে ফেলবে। শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দিন বললেন, 'আপনারা ইসলামের সেনাবাহিনী। আপনারা এখন থেকে সরে গেলে তারা ছেঁড়া কাগজের মতো এই ভূমিতে পৌঁছে যাবে। এই ভূমি রক্ষা করা আপনাদের দায়িত্ব এবং এ কারণেই বছরের পর বছর কোষাগার থেকে আপনাদের অর্থ দেওয়া হয়েছে।' আমিরেরা যুদ্ধ করতে রাজি হলেন। কিন্তু পর দিন ফিরে এসে জানালেন, তারা একরের মতো অবরোধের আশঙ্কা করছেন। এর চেয়ে প্রাচীরগুলোর বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করা ভালো নয় কি? এতে বড়জোর সাময়িকভাবে জেরুজালেম হাতছাড়া হবে। জেনারেলেরা জোর দিয়ে বললেন, সালাহউদ্দিন বা তার ছেলেদের একজনের উচিত জেরুজালেমের দায়িত্বে থাকা, নয়তো তার তুর্কিরা তার কুর্দিদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।

সালাহউদ্দিন থেকে গেলেন, তার গুপ্তচরেরা রিচার্ডের সমস্যাগুলো সম্পর্কে তাকে ভালোভাবে অবগত করতে লাগল। ১৫ জুলাই (১০৯৯ সালের জেরুজালেম দখলের বার্ষিকী চলে আসছিল) ক্রুসেডারেরা আসল ক্রুশের আরেকটি টুকরা আবিষ্কার করল। সময়োচিত এই অলৌকিক ঘটনায় তারা উদ্দীপ্ত হলো। কিন্তু ডিউক অব বুরগুন্ডির অধীনে ফরাসিরা এবং রিচার্ডের অধীনে ইঙ্গ-অ্যাঙ্গেভিনেরা তখন প্রায় যুধ্যমান অবস্থায়, একে অন্যের প্রতি অর্থহীন স্লোগান দিয়ে এবং অশ্লীল গান করে বিদ্রুপ করছিল। গীতিকার রিচার্ড তার নিজের একটি জিঙ্গল লিখলেন। টেনশনে সালাহউদ্দিন প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ৩ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে ইবনে সাদ্দাদ এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, তিনি নফল নামাজ পড়ার পরামর্শ দিলেন : 'এই দিনে আমরা সবচেয়ে রহমতময় জায়গায় আছি।' জুমার সময় সুলতানের উচিত হবে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়া। সুলতান নামাজে ডুকরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁদলেন। রাত নেমে এলো তার গুপ্তচরেরা খবর দিল, ফ্রাঙ্কেরা গোছগাছ করতে শুরু করে দিয়েছে। ৪ জুলাই রিচার্ডের নেতৃত্বে পিছু হটা শুরু হলো।

সালাহউদ্দিন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রিয় ছেলে জাহিরকে দেখতে ঘোড়ায় চড়লেন। তার দুই চোখে চুমু খেলেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে জেরুজালেমে আসলেন। যুবরাজ তার পিতার সঙ্গে মাস্টার অব দ্য হসপিটালার প্রাসাদে থাকলেন। উভয় পক্ষই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। রিচার্ড খবর পাচ্ছিলেন, ইংল্যান্ডে তার ভাই জন বিদ্রোহ শুরু করতে যাচ্ছেন, নিজের দেশ রক্ষা করতে চাইলে তাকে দ্রুত ফিরতে হবে।

রিচার্ডের সমস্যাবলী শুনে উৎসাহিত হয়ে সালাহউদ্দিন ২৮ জুলাই জাফায় আকস্মিক হামলা চালালেন। তার ম্যানগোনেল দিয়ে গোলাবর্ষণের পর তিনি দ্রুত সেটা দখল করে নিলেন। ইবনে সাদ্দাদ যখন আত্মসমর্পণের আলোচনা করছিলেন, তখন পাহারার দায়িত্বে থাকা সুলতানের ছেলে জাহির ঘুমিয়ে পড়েন। সিংহহৃদয় রিচার্ড লাল পতাকাশোভিত রণতরী নিয়ে উপকূলে হাজির হলেন। তিনি ঠিক সময় এসে পড়েছিলেন। কয়েকজন ফ্রাঙ্ক তখনো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। গুলতি নিক্ষেপ করে 'লাল চুল, লাল পোশাক, লাল পতাকা'য় তিনি পানি-কাদা মাড়িয়ে উপকূলে ওঠলেন। এমনকি অস্ত্রশস্ত্রও বাদ দিয়ে একটি ডেনিশ যুদ্ধকুঠার হাতে করে মাত্র ১৭ জন নাইট ও কয়েক শ' পদাতিক সৈন্য নিয়ে রিচার্ড দুর্দান্ত পারফরমেন্স প্রদর্শন করে আবার নগরীর দখল নিলেন।

AMARBOI.COM

এরপর তিনি সালাহউদ্দিনের মন্ত্রীকে এই বলে বিদ্রুপ করলেন : 'আপনাদের এই সুলতান তো মহামানব। আমাকে আসতে দেখেই তিনি কেটে পড়লেন? আমি আমার জাহাজেই ছিলাম, বর্ম পর্যন্ত পরিনি!' কথিত আছে, সালাহউদ্দিন ও সাইফউদ্দিন রিচার্ডকে উপহার হিসেবে আরবীয় ঘোড়া পাঠিয়েছিলেন। এ ধরনের বীরব্রত ছিল সাধারণত যুদ্ধ বিলম্বিত করার প্রয়াস, তারা অল্প পরেই পাল্টা হামলার চেষ্টা চালান। রিচার্ড তাদেরকে তাড়িয়ে দিলেন, তারপর একক দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য স্যারাসেনদের চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি তার বর্শা নিয়ে দ্রুত ছুটে গেলেন, বাহিনীর কাছাকাছি আসা-যাওয়া করতে থাকলেন, কিন্তু কেউ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করল না।

সালাহউদ্দিন আরেকটি হামলার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তার আমিরেরা তা পালন করতে অস্বীকার করলেন। এতে তিনি এত ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, বিদ্রোহী জেনারেলদের জাঙ্গির কায়দায় ক্রুশবিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তবে তিনি নিজেকে সংযত করলেন, সদ্য দামাস্কাস থেকে আসা এপ্রিকটের শরবত পানের আহ্বান জানালেন তাদের। রাজা ও সুলতানের লড়াই অমীমাংসিত থেকে গেল। রিচার্ড চিঠিতে সালাহউদ্দিনকে লিখেছিলেন, 'আপনারা ও আমরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছি।' আলোচনার সময় উভয় সেনানায়কই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন, মারাত্মক অসুস্থ ছিলেন। তাদের সম্পদরাজি ও ইচ্ছাশক্তি পুরোপুরি শেষ হয়ে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* ইংল্যান্ডের প্রাচীনতম পাবটি (নটিংহ্যাম্পশায়ারের দ্য জার্নি টু জেরুজালেম) রিচার্ডের ক্রুসেড আমলের।

* ১১৯২ সালের এপ্রিলে রিচার্ড অবশেষে বুঝতে পারলেন, গাইয়ের (যিনি তার সাবেক স্ত্রীকে বিয়ে করার মাধ্যমে জেরুজালেমের রাজা হয়েছিলেন) সামর্থ্য কখনো পুরোপুরি কাজে লাগানো যায়নি। তার বদলে তিনি রানি ইসাবেলার স্বামী মন্টফেরাটের কনরার্ডকে জেরুজালেমের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। তবে কয়েক দিন পর কনরার্ড অ্যাসাসিনদের হাতে নিহত হন। শ্যাম্পেনের কাউন্ট (ইংল্যান্ডের রিচার্ড ও ফ্রান্সের ফিলিপ উভয়ের ভাইপো) জেরুজালেমের রানি ইসাবেলাকে (তখন তার বয়স মাত্র ২১, তত দিনে তিনটি বিয়ে করে ফেলেছেন এবং কনরার্ডের সন্তানের অন্তঃসত্ত্বা) বিয়ে করলেন। তিনি হলেন জেরুজালেমের রাজা হেনরি। রিচার্ড ক্ষতিপূরণ হিসেবে গাইয়ের কাছে সাইপ্রাস বিক্রি করেন। গাইয়ের পরিবার রাজ্যটি তিন শ' বছর শাসন করেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৮
সালাহউদ্দিনের রাজবংশ
১১৯৩-১২৫০

সুলতানের মৃত্যু

সুলতান ও রাজা ১১৯২ সালের ২ সেপ্টেম্বর জাফা চুক্তির ব্যাপারে একমত হলেন। ফিলিস্তিনকে প্রথমবারের মতো বিভক্তকারী এই চুক্তির মাধ্যমে একরকে রাজধানী করে খ্রিস্টান রাজ্য নতুন জীবন পেল। আর সালাহউদ্দিন জেরুজালেম হাতে রাখলেন, তবে খ্রিস্টানদের সেপালচরে অবাধ প্রবেশাধিকার মঞ্জুর করা হলো।

জেরুজালেমে ফেরার পথে সালাহউদ্দিন তার ভাই সাইফউদ্দিনের সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। সাইফ সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন, তারপর তারা একসঙ্গে ডোম অব দ্য রকে নামাজ পড়লেন। রিচার্ড ইসলামি জেরুজালেমে প্রবেশ করতে অস্বীকার করলেও তার নাইটেরা দল বেঁধে তীর্থযাত্রা করল, সালাহউদ্দিন তাদের স্বাগত জানালেন। সুলতান তাদেরকে আসল ক্রুশ দেখালেন। কিন্তু এরপরই পবিত্রতম স্মারকটি খোয়া গেল, আর কখনো পাওয়া যায়নি। রাজার উপদেষ্টা হুবার্ট ওয়াল্টার জেরুজালেমে অবস্থানের সময় রিচার্ড প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিনের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এ সময় সুলতান অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, সিংহহৃদয়ের বিচক্ষণতা ও মধ্যপন্থা অবলম্বনের গুণের অভাব রয়েছে। ওয়াল্টারের কারণেই সালাহউদ্দিন ল্যাতিন পাদ্রিদের সেপালচরে ফিরে আসার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তবে বাইজানটাইন সম্রাট আইজ্যাক অ্যাঙ্গেলাস এটা কেবল অর্থোডক্সদের জন্য দাবি করলে সালাহউদ্দিন সিদ্ধান্ত দেন, তার তত্ত্বাবধানে তাদেরকে অবশ্যই চার্চটি মিলেমিশে ব্যবহার করতে হবে। তিনি চার্চের অভিভাবক হিসেবে শেখ ঘানিম আল-খাজরাজিকে নিযুক্ত করেন। ওই দায়িত্বটি এখনো তার বংশধরেরা (নুসেইবেহ পরিবার) পালন করে আসছেন। এই ঘটনার প্রধান দুই ব্যক্তিত্ব কখনো পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাত করেননি। রিচার্ড ৯ অক্টোবর ইউরোপের উদ্দেশে জাহাজ ছাড়েন।* সালাহউদ্দিন জেরুজালেমে তার পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নের জন্য ইবনে সাদ্দাদকে (তার স্মৃতিকথা এই ইতিহাসের প্রাণবন্ত উৎস) নিয়োগ করেন। সালাহউদ্দিন তখনই দামাস্কাস রওনা হলেন।[১৮]

দামাস্কাসে তখন সালাহউদ্দিনের জন্য আনন্দঘন পারিবারিক জীবন অপেক্ষা করছিল, তার ছিল ১৭ ছেলে। তখন তার বয়স ৫৪, শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলে জাহির তার পিতার সঙ্গত্যাগ সহ্য করতে পারছিলেন না, সম্ভবত তিনি অনুভব করছিলেন, তাদের আর কখনো সাক্ষাত ঘটবে না : আবেগময় ভাষায় তিনি বিদায় নিয়েছিলেন, তবে তারপর ঘোড়ায় চড়ে সালাহউদ্দিনকে চুমু খেতে আবার এসেছিলেন। ইবনে শাদ্দাদ দেখলেন, প্রাসাদের উদ্যানে সালাহউদ্দিন তার এক শিশু ছেলের সঙ্গে খেলা করছেন, অথচ তখন ফ্রাঙ্কিশ ব্যারন ও তুর্কি আমিরেরা তার সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করছে। কয়েক দিন পর মক্কা থেকে আগত হজ কাফেলাকে তিনি স্বাগত জানালেন। এর পরই তিনি জ্বরে পড়লেন, সম্ভবত টাইফোয়ডে আক্রান্ত হয়েছিলেন। চিকিৎসকেরা তার রক্তমোক্ষণ করেছিলেন, কিন্তু অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। তিনি গরম পানি চাইলে, দেখা গেল সেটা খুবই ঠাণ্ডা। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'গজব পড়ুক তোমাদের ওপর! কেউ কি ঠিক পানিটাও দিতে পার না!' ১১৯৩ সালের ৩ মার্চ ভোরে তিনি পবিত্র কোরআন তেলায়াত শুনতে শুনতে ইন্তিকাল করলেন। 'আমি এবং অন্যরা তার জন্য আমাদের জীবন বিলিয়ে দিতে পারতাম,' বলেছেন ইবনে সাদ্দাদ। তিনি আরো বলেছেন-

তখন ওইসব বছরে এবং তাদের খেলোয়াড়েরা চলে গেলেন
এবং মনে হয় সব কিছু ছিল শুধুই স্বপ্ন।

AMARBOI.COM

* দেশে ফেরার পথে রিচার্ড আটক হন, তাকে জার্মান সম্রাট ষষ্ঠ হেনরির কাছে হস্তান্তর করা হয়। প্রায় এক বছর পর বিপুল পরিমাণ মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়া পান। দেশে ফিরে তিনি ফরাসি রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি দেশে কয়েকজন স্যারাসেন সৈন্য এবং গ্রিক ফায়ারের গোপন রহস্য নিয়ে এসেছিলেন। ১১৯৯ সালে ফ্রান্সের একটি ছোট দুর্গ অবরোধকালে গুলতির আঘাতে নিহত হন। স্টিভেন রুনচিম্যান লিখেছেন, 'তিনি ছিলেন কুসন্তান, কুস্বামী ও কুরাজা, তবে অকুতোভয় ও অত্যুৎকৃষ্ট সৈনিক।

মোয়াজ্জাম ঈসা : আরেক যিশু (ঈসা)

সালাহউদ্দিনের ছেলেরা পরের ছয় বছর সদা-পরিবর্তনশীল গ্রুপে বিভক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে কাটালেন। শেষে তাদের বিচক্ষণ চাচা সাইফউদ্দিন মধ্যস্ততা করে দিলেন। তিন জ্যেষ্ঠ ছেলে- আফজাল, জাহির ও আজিজ পেলেন যথাক্রমে দামাস্কাস, আলেপ্পো ও মিসর। আর সাইফউদ্দিন আউট্রেজর্ডাইন ও এডেসা শাসন করতেন। আফজাল (এখন বয়স ২১) জেরুজালেম লাভ করে নগরীকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি চার্চের পাশেই ওমর মসজিদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মাণ করেন, আফ্রিকানদের মাগরেবি কোয়ার্টারে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন, ওয়েস্টার্ন ওয়ালের কয়েক মিটারের মধ্যে আফজালিয়া মাদরাসা নির্মাণ করলেন।

মদ্যপ ও অথর্ব আফজালের পক্ষে নেতৃত্বদান কঠিন হয়ে পড়েছিল, যুদ্ধরত ভাইদের মধ্যে জেরুজালেম হাতবদল হতে থাকে। আজিজ যুদ্ধে জয়ী হয়ে সুলতান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তিনি শিকারকালে নিহত হন। বেঁচে থাকা দুই ভাই আফজাল ও জাহির তাদের চাচার বিরুদ্ধে জোট পাকালেন। সাইফউদ্দিন তাদের উভয়কে পরাজিত করে সাম্রাজ্য দখল করেন, সুলতান হিসেবে ২০ বছর শাসনকাজ পরিচালনা করলেন। নিস্প্রাণ, রুচিবান ও কঠোর সাইফউদ্দিন কোনোভাবেই সালাহউদ্দিন ছিলেন না, সমসাময়িক কেউ তাকে আবেগভরে গ্রহণ করেনি, তবে সবাই তাকে শ্রদ্ধা করত। তিনি ছিলেন 'অত্যন্ত সফল, সম্ভবত তার পরিবারের সবচেয়ে সক্ষম ব্যক্তি।' জেরুজালেমে দুই গম্বুজবিশিষ্ট পোর্চ, স্তম্ভশীর্ষে সিংহসহ বিভিন্ন প্রাণীর ছবি-সংবলিত ডবল গেট (গেট অব দ্য চেইন ও গেট অব ডিভাইন প্রেজেন্স) নির্মাণ করেন। ওখানেই সম্ভবত ক্রুসেডারদের বিউটিফুল গেট ছিল। সাইফউদ্দিন তার নির্মাণকাজে টেম্পলারদের মঠের ফ্রাঙ্কিশ ধ্বংসস্তূপ চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছিলেন। গেটটি এখনো টেম্পল মাউন্টের পশ্চিম দিকের প্রধান ফটক হিসেবে বহাল রয়েছে। তবে তিনি সুলতান হওয়ার আগেই ১১৯৮ সালে তার দ্বিতীয় ছেলে মোয়াজ্জেম ঈসাকে (যিশুর আরবি নাম ঈসা, মুসলমানেরা বলে হজরত ইসা) সিরিয়া প্রদান করেছিলেন।

১২০৪ সালে মোয়াজ্জেম জেরুজালেমকে তার রাজধানী এবং অ্যামুয়ারির প্রাসাদকে বাসভবন হিসেবে গ্রহণ করেন। চাচা সালাহউদ্দিনের পর মোয়াজ্জেম ছিলেন ওই পরিবারের সবচেয়ে জনপ্রিয় সদস্য। তার কাছে সহজেই যাওয়া যেত। তিনি ছিলেন খোলা মনের মানুষ। দর্শন ও বিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হলে তিনি সাধারণ ছাত্রদের মতো হেঁটে শিক্ষকদের বাসায় যেতেন। ইতিহাসবিদ ইবনে ওয়াসিল বলেছেন, 'আমি তাকে জেরুজালেমে দেখেছি। নারী, পুরুষ, বালকেরা তাকে চেপে ধরেছে, কিন্তু কেউ তাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে না। সাহসিকতা ও উচ্চ মর্যাদাবোধ সত্ত্বেও জাঁকজমকের প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না। রাজপতাকা ছাড়াই অল্প কয়েকজন প্রহরী নিয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করতেন। তিনি হলুদ টুপি পরতেন। বাজার বা রাস্তা অতিক্রমের সময় লোকজনকে সরিয়ে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হতো না।'

জেরুজালেমের অন্যতম নির্মাতা মোয়াজ্জেম প্রাচীরগুলো মেরামত, সাতটি বিশাল মিনার নির্মাণ এবং টেম্পল মাউন্টের ক্রুসেডারদের স্থাপনাগুলোকে মুসলিম তীর্থস্থানে রূপান্তরিত করেন।* ১২০৯ সালে জেরুজালেমে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের ৩০০ ইহুদি পরিবারের বসতি স্থাপনের ব্যবস্থা করে দেন। ইহুদি কবি জুদাহ আল-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারিজি তীর্থযাত্রা করার সময় তিনি মোয়াজ্জেম ও সালাহউদ্দিনের প্রশংসা করেন। অবশ্য তিনি টেম্পল নিয়ে বিলাপও করেছিলেন : 'আমরা প্রতিদিন জায়নে কান্না করি, আমরা জায়নের প্রাসাদগুলোর জন্য শোক করি, আমরা চির নিদ্রার আগে ঘুমিয়ে নেওয়ার জন্য মাউন্ট অব অলিভসে আরোহণ করি। আমাদের পবিত্র স্থানগুলোতে অপরিচিত মন্দিরে রূপান্তর করাটা কী যন্ত্রণাদায়ক বিষয়।' তবে ১২১৮ সালে জেরুজালেমের খেতাব-সর্বস্ব রাজা ব্রিয়েনের জন মিসর আক্রমণের জন্য পঞ্চম ক্রুসেডে নেতৃত্ব দিলে হঠাৎ করেই মোয়াজ্জেমের কৃতিত্বগুলো বিলীন হয়ে যায়। ক্রুসেডারেরা ডামিয়েত্তা বন্দর অবরোধ করল। সাইফউদ্দিন (তখন তার বয়স ৭৪) তার সেনাবাহিনী নিয়ে রওনা হলেন। কিন্তু ডামিয়েত্তার চেইন টাওয়ারের পতনের খবর শুনে তিনি ইন্তিকাল করেন। মোয়াজ্জেম মিসরের নতুন সুলতান তার বড় ভাই কামিলকে সাহায্য করার জন্য জেরুজালেম থেকে মিসর ছুটে যান। দুই ভাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। তারা ক্রুসেডারদের কাছে দুবার মিসর ত্যাগের বিনিময়ে জেরুজালেম ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ১২১৯ সালের বসন্তে পারিবারিক সাম্রাজ্যের বিপর্যয়কর অবস্থায় মোয়াজ্জেম জেরুজালেমে তার সুরক্ষাকরণের সব ব্যবস্থা ধ্বংস করার হৃদয়বিদারক সিদ্ধান্ত নেন। তার যুক্তি ছিল, 'ফ্রাঙ্কেরা এর দখল নিলে তারা সেখানকার সবাইকে হত্যা করবে, সিরিয়ার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করবে।' জেরুজালেম প্রতিরক্ষাহীন এবং অর্ধেক ফাঁকা থাকল, অধিবাসীরা পালিয়ে গেল। 'নারী, বালিকা ও বয়স্ক পুরুষেরা হারামে সমবেত হলো, চুল ও পোশাক ছিঁড়ে সব জায়গায় ছড়িয়ে রাখল' যেন 'শেষ বিচারের দিন এসে গেছে।' তবে ক্রুসেডারেরা বোকার মতো জেরুজালেম হস্তান্তরের দুই ভাইয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরে ক্রুসেডটির পতন হয়।

ক্রুসেডারেরা চলে যাওয়ামাত্র কামিল ও মোয়াজ্জেম (এত দিন চরম সঙ্কটে পরস্পরের সঙ্গে খুবই ভালোভাবে সহযোগিতা করছিল) শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মারাত্মক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে নেমে পড়ল। ১৯ শতকের আগে জেরুজালেম আর এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠতে পারেনি। জেরুজালেম তার প্রাচীরগুলোর জন্য আগে ও পরের উপকথা রচিত হলেও তিন শ' বছর নগরীটিতে সেগুলো ছিল না। অবশ্য অবিশ্বাস্য একটি শান্তিচুক্তির মাধ্যমে আবারও নগরীর হাতবদল হতে যাচ্ছিল।[১৯]

* তার মিনারগুলোর মধ্যে ছয়টির ফাউন্ডেশন এখনো দেখা যায়। তিনি টেম্পল মাউন্টে গম্বুজবিশিষ্ট গ্রামার স্কুল, আল-আকসায় চমৎকার খিলান এবং গম্বুজওয়ালা প্রবেশদ্বার নির্মাণ করেন। এতে অষ্টাকোণী ডোম অব সলোমান নির্মাণে ফ্রাঙ্কিশ ধ্বংস্তূপ ব্যবহার করা হয়েছিল। এই স্থাপনাটি কুরসি ঈসা (ঈসার সিংহাসন; যিশু অর্থে নয়, সম্ভবত তার নামেই করা হয়েছিল) নামেও পরিচিত ছিল। তিনি ডোম অব অ্যাসেনশনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(আরোহণ গম্বুজ) নির্মাণ করেছিলেন। এতে তারিখ দেওয়া ছিল ১২০০-১। তবে খুব সম্ভবত উভয় ভবনই ক্রুসেডার আমলের। বিশেষ করে ডোম অব অ্যাসেনশনের পবিত্র অভিসিঞ্চন-সংক্রান্ত ঝরনা, স্তম্ভশীর্ষে চমৎকার ফ্রাঙ্কিশ নকল লষ্ঠণের কারণে এটা টেম্পলাম ডোমিনি থেকে নির্মাণ করা হয়েছে বলে মনে হতে পারে। মোয়াজ্জেমই গোল্ডেন গেটে প্রাচীর যুক্ত করেন।।

জেরুজালেমের রানি ইসাবেলা বিবাহজীবনে ছিলেন ভাগ্যবিড়ম্বিত। তার তৃতীয় স্বামী শ্যাম্পেনের হেনরি জেরুজালেমের রাজা হিসেবে একর শাসন করতেন, রানির তরফে আরো দুই মেয়ের পিতা হন। কিন্তু ১১৯৭ সালে জার্মান ক্রুসেডার বাহিনী পরিদর্শনের সময় খর্বাকৃতির জন্য তাকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করা হলে তার পক্ষে রাজ্যশাসন আর সম্ভব হয়নি। এরপর ইসাবেলা বিয়ে করেন সাইপ্রাসের রাজা লুসিগন্যানের অ্যামুয়ারিকে। এই রাজা ১২০৫ সালে প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ভোজন করে মারা যান। ইসাবেলার মৃত্যুর পর তার মেয়ে মারিয়া (এখন জেরুজালেমের রানি) বিয়ে করলেন ব্রিয়েনের নাইট জনকে। তাদের ইয়োলান্ডে নামে একটি মেয়ে ছিল।

সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক :
বিশ্বের বিস্ময়, মহাপ্রলয়ের পশু

১২২৫ সালের ৯ নভেম্বর ব্রিনদিসির ক্যাথেড্রালে হলি রোমান সম্রাট, সিসিলির রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক জেরুজালেমের ১৫ বছর বয়স্কা রানি ইয়োলান্ডেকে বিয়ে করেন। বিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হওয়ামাত্র ফ্রেডেরিক জেরুজালেমের রাজা পদবিটি গ্রহণ করেন, ক্রুসেড যাত্রার জন্য তৈরি হন। তার শত্রুরা দাবি করে, তিনি তার নতুন স্ত্রীর লেডিজ ইন-ওয়েটিংকে (সহচরী) প্রলুব্ধ করতে গিয়েছিলেন, হেরেমের স্যারাসেন দাস-দাসীদের সঙ্গে আনন্দে মত্ত ছিলেন। এতে তার শ্বশুর ব্রিয়েনের জন আতঙ্কিত ও পোপ মর্মাহত হলেন। কিন্তু তত দিনে ফ্রেডেরিক ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজায় পরিণত হয়েছেন, সবকিছুই তার নিজস্ব পন্থায় করছিলেন। পরে তিনি স্টুপর মন্ডি (বিশ্বের বিস্ময়) হিসেবে পরিচিত হন।

সিসিলিতে বেড়ে ওঠা হোহেনস্টাউফেনের ফ্রেডেরিক ছিলেন সবুজবর্ণের চোখ ও কটকটে লাল চুলওয়ালা আধা জার্মান, আধা নরম্যান। পালেরমোতে তার রাজসভায় খ্রিস্টান ও ইসলামি ঘরানার অভূতপূর্ব মিশেলে নরম্যান, আরব ও গ্রিক সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল। এমনটি ইউরোপে আর কোথাও ছিল না। এই পৃষ্ঠপোষকতা ফ্রেডেরিককে অনন্য করেছিল। তিনি তার খামখেয়ালিপূর্ণ স্বভাব জাঁকালভাবে প্রদর্শন করতেন। সাধারণভাবে তার সহগামী হতো সুলতানি হারেম, চিড়িয়াখানা, ৫০ জন শিকারী বাজপাখি রক্ষক (তিনি *দ্য আর্ট অব হান্টিং উইথ বার্ডস* নামে একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন) এবং আরব দেহরক্ষী, ইহুদি এবং মুসলিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্বজ্জন। মাঝে মাঝে এক স্কটিশ বাজিকর এবং অলৌকিক ক্ষমতাধর পুরোহিতও থাকতেন। সংস্কৃতির দিক থেকে খ্রিস্টানবিশ্বের অন্য যেকোনো রাজার চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক বেশি লেভ্যান্টাইন। তবে এটা তাকে সিসিলিতে আরব বিদ্রোহীদের নির্মমভাবে দমন করা থেকে বিরত রাখেনি। তিনি তার লৌহ নখর দিয়ে তাদের বন্দি নেতার পেট চিড়ে ফেলেছিলেন, আরবদের সিসিলি থেকে নির্বাসিত করেছিলেন। তবে তাদের জন্য লুসেরায় মসজিদসহ একটি নতুন আরব শহর নির্মাণ করে দেন। সেখানে নির্মিত প্রাসাদটি ছিল তার প্রিয় আবাসস্থল। একইভাবে তিনি ইহুদিবিরোধী আইন প্রণয়ন করেন, তবে বিদ্বজ্জনদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, ইহুদি বসতি স্থাপনকারীদের স্বাগত জানাতেন, দৃঢ়তার সঙ্গে বলতেন, তাদের সঙ্গে নিরপেক্ষ আচরণ করা হবে।

উদ্ভট কাজ নয়, বরং ক্ষমতাই ফ্রেডেরিককে গ্রাস করেছিল। বাল্টিক থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত তার বিশাল উত্তরাধিকার রক্ষায় তিনি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন, ঈর্ষান্বিত পোপদের বিরুদ্ধে লড়েছেন। খ্রিস্টানবিরোধী হিসেবে নিন্দা এবং তার ওপর সবচেয়ে জঘন্য অপবাদ আরোপ করে পোপেরা দুবার তাকে ধর্মচ্যুৎ করেছিলেন। অভিযোগ করা হতো, তিনি গোপন নাস্তিক কিংবা মুসলমান। এমনও অভিযোগ করা হতো, তিনি মুসা, যিশু ও মোহাম্মদকে প্রতারক বলেছেন। তাকে মধ্যযুগীয় ডা. ফ্রাঙ্কেনস্টেইন হিসেবেও চিত্রিত করা হয়েছিল। তিনি মৃতপ্রায় এক লোককে একটি ব্যারেলে সিলগালা করে রেখেছিলেন, তার আত্মা চলে যেতে পারে কি না দেখতে। তিনি এক লোকের নাড়িভুঁড়ি কেটে বের করেছিলেন তার হজম প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করতে, শিশুরা কিভাবে ভাষা শেখে তা জানতে তাদেরকে নির্জন কক্ষে তালাবদ্ধ করে রেখেছিলেন।

ফ্রেডেরিক নিজের এবং তার পরিবারের দায়িত্বগুলো আন্তরিকভাবে নিয়েছিলেন। তিনি আসলে ছিলেন সনাতনি খ্রিস্টান। তিনি মনে করতেন, সম্রাট হিসেবে তার উচিত বাইজানটাইন মডেলের ভিত্তিতে সার্বজনীন পবিত্র রাজা হওয়া, সেইসঙ্গে ক্রুসেডারদের প্রজন্মগত বংশধর এবং শার্লেমেনের উত্তরসূরি হিসেবে জেরুজালেম মুক্ত করা তার দায়িত্ব। তিনি ইতোপূর্বে দুবার ক্রুশ গ্রহণ করেছিলেন, তবে যাত্রা বিলম্বিত করেন।

এখন জেরুজালেমের রাজা হিসেবে তিনি আগ্রহ নিয়ে তার অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেন, তবে নিজের মতো করে। তিনি জেরুজালেমের অন্তঃসত্ত্বা রানিকে তার পালেরমো হারেমে নিয়ে রাখলেন, পোপকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, তিনি ক্রুসেডে যাচ্ছেন। তবে ইয়োলান্ডে একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিয়ে মারা গেলেন। তার বয়স হয়েছিল ১৬। যেহেতু ফ্রেডেরিক জেরুজালেমের রাজা হয়েছিলেন বৈবাহিকসূত্রে, তাই এখন তার ছেলে ওই পদবির অধিকারী হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু তিনি এই পরিস্থিতিকে তার নতুন ক্রুসেডিং দৃষ্টিভঙ্গির পথে বাধা হতে দিলেন না।

সম্রাট আশা করছিলেন, তিনি সালাহউদ্দিন বংশের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে ফায়দা নিয়ে জেরুজালেম দখল করতে পারবেন। সত্যি সত্যিই জেরুজালেম দখলকারী মোয়াজ্জেমের বিরুদ্ধে সাহায্যের বিনিময়ে সুলতান কামিল তাকে নগরীটি দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ফ্রেডেরিক অবশেষে ১২২৭ সালে যাত্রা করলেন। তবে অসুস্থতার অজুহাতে ফিরে এলো পোপ চতুর্থ গ্রেগরি তাকে ধর্মচ্যুৎ করেন, যা ক্রুসেডার হিসেবে তার কাছে বিড়ম্বনার চেয়েও অনেক বেশি কঠিন মনে হয়েছিল। তিনি তার টেউটোনিক নাইট ও পদাতিক বাহিনীকে আগাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি ১২২৮ সালের সেপ্টেম্বরে একরে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তত দিনে মোয়াজ্জেম মারা গেছেন, কামিল ফিলিস্তিন দখল করেছেন। কামিল এখন তার প্রস্তাব ফিরিয়ে নিয়েছেন। তবে কামিলকে মোয়াজ্জেমের ছেলেদের এবং একইসঙ্গে ফ্রেডেরিক ও তার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। তিনি উভয় হুমকি সামলাতে পারছিলেন না। সম্রাট ও সুলতান উভয়ে যুদ্ধ করার মতো শক্তিশালী ছিলেন না। আর তাই তারা গোপন আলোচনা শুরু করলেন।

কামিলও ছিলেন ফ্রেডেরিকের মতোই লৌকিকতাবর্জিত ব্যক্তি। বাল্যকালে তাকে খোদ সিংহহৃদয় রিচার্ড নাইটহুড দিয়েছিলেন। সম্রাট ও সুলতান জেরুজালেম যৌথ অধিকারে রাখা নিয়ে আলোচনার সময় অ্যারিস্টটলের দর্শন ও আরব জ্যামিতি নিয়ে বিতর্ক করতেন। কামিলের দূতকে ফ্রেডেরিক বললেন, 'জেরুজালেম দখলে রাখার প্রকৃত কোনো উচ্চাভিলাষ আমার নেই। আমি কেবল খ্রিস্টানদের মধ্যে আমার খ্যাতি নিশ্চিত করতে চাই।' মুসলমানেরা অবাক হয়ে দেখল, খ্রিস্টানত্ব 'তার কাছে একটি খেলা।' সম্রাটের কাছে সুলতান 'নর্তকী' পাঠালেন, আর তিনি মুসলিম অতিথিদের খ্রিস্টান নৃত্য পটিয়সীদের দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। ফ্রেডেরিকের গায়িকা বালিকা ও ভোজবাজিকরদের নিন্দা করে প্যাট্রিয়ার্ক গেরল্ড বললেন, 'এসব লোক শুধু কুখ্যাতই নয়, খ্রিস্টানদের জন্য তাদের নাম উচ্চারণ করার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়।' তিনি তার এই বক্তব্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হলেন। এ দিকে আলোচনাপর্বের ফাঁকে ফাঁকে ফ্রেডেরিক বাজপাখি দিয়ে শিকার করেন, নতুন মিস্ট্রেজদের প্রলুব্ধ করতেন। তাদের একজনকে নিয়ে প্রেমগীতি রচনা করেছিলেন : 'হায়, প্রিয়তমার বিচ্ছেদ যে এত কঠিন হবে ভাবতেই পারিনি; তার মিষ্টি সাহচর্য সব সময় মনে পড়ে। আমার হৃদয়কে যে কারাগারে বন্দি করে রেখেছে, সিরিয়ার সেই পুষ্প, সুন্দর গান তার কাছে যাও। প্রাণপ্রিয় সখিকে গিয়ে বলো তার দাসকে সে যা কিছু করতে বলেছে, সে সব না করা পর্যন্ত সে প্রেমরোগে ভুগতেই থাকবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনায় কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় ফ্রেডেরিক তার সৈন্যদের নিয়ে জাফা গেটে (এখানেই পৌঁছেছিলেন রিচার্ড) পৌঁছে জেরুজালেম দখল করার হুমকি দিলেন। এতে কাজ হলো। ১২২৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি তিনি স্বপ্নাতীত সাফল্য পেলেন। ১০ বছরের শান্তির বিনিময়ে কামিল সমুদ্রের দিকে একটি করিডোরসহ জেরুজালেম ও বেথলেহেম ছেড়ে দিলেন। জেরুজালেমে মুসলমানদের হাতে থাকল টেম্পল মাউন্টে প্রবেশ এবং তাদের কাজির ইমামতিতে নামাজ পড়ার অধিকার। চুক্তিতে ইহুদিদের অগ্রাহ্য করা হয়েছিল (তাদের বেশির ভাগই নগরী থেকে পালিয়ে গিয়েছিল)। তবে যৌথ সার্বভৌমত্বের এই সমঝোতাটি জেরুজালেমের ইতিহাসে সবচেয়ে সাহসী শান্তিচুক্তি হিসেবে মেয়াদ পূরণ করেছিল।

উভয় বিশ্বই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। দামাস্কাসে মোয়াজ্জেমের ছেলে নাসির দাউদ গণশোকের নির্দেশ দেন। এই খবরে কান্নার রোল পড়ে গেল। কামিল জোর দিয়ে বললেন, 'আমরা মাত্র কয়েকটি চার্চ আর বিধ্বস্ত বাড়ি ছেড়েছি। পূণ্যস্থানগুলো এবং পবিত্র পাথর (রক) আমাদের হাতেই আছে।' তবে এই চুক্তি তার অনুকূলে কাজ করেছিল, সালাহউদ্দিনের সাম্রাজ্য আবার ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। অন্য দিকে প্যাট্রিয়ার্ক গেরল্ড ধর্মচ্যুৎ ফ্রেডেরিককে জেরুজালেমে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলেন, টেম্পলারেরা টেম্পল মাউন্ট নিয়ন্ত্রণে না নেওয়ায় তার নিন্দা করল।

AMARBOI.COM

১৭ মার্চ শনিবার ফ্রেডেরিক তার আরব দেহরক্ষী ও বালক-ভৃত্য এবং তার জার্মান ও ইতালীয় সৈন্য, টেউটোনিক নাইট, দুজন ইংরেজ বিশপকে নিয়ে রওনা হলেন। জাফা গেটে সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে নাবলুসের কাজি শামসউদ্দিন তার কাছে জেরুজালেমের চাবি হস্তান্তর করলেন। রাস্তাগুলো ছিল ফাঁকা, অনেক মুসলমান চলে গিয়েছিল, অর্থোডক্স সিরীয়রা এই ল্যাতিন পুনরুত্থানে কষ্টে মুখ কালো করে ছিল। ফ্রেডেরিকের সময় ছিল কম। প্যাট্রিয়ার্কের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর এবং নগরীটি যাতে ধর্মচ্যুৎ ব্যক্তিটির অধীনে না আসে তা নিশ্চিত করতে কিস্যারিয়ার বিশপ রওনা হয়ে গিয়েছিলেন।[২০]

দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মুকুট পরিধান : জার্মান জেরুজালেম

হসপিটালার মাস্টারের প্রাসাদে রাত কাটানোর পরে ফ্রেডেরিক হলি সেপালচরে বিশেষ সভার আয়োজন করলেন। পাদ্রিদের কেউ না থাকলেও জার্মান সৈন্যতে ভরপুর ছিল। তিনি ক্যালভারির বেদিতে রাজমুকুট স্থাপন এর পর সেটা আবার নিজের মাথায় পরলেন। মুকুট পরার এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনি খ্রিস্টধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সার্বজনীন ও সর্বোচ্চ রাজায় উন্নীত হলেন। তিনি ইংল্যান্ডের তৃতীয় হেনরিকে লিখলেন : 'আমরা ক্যাথলিক সম্রাট হিসেবে মুকুট পরেছি যা সর্বশক্তিমান ঈশ্বর দয়া করে তাঁর আসন থেকে আমাদের দিয়েছেন, তাঁর দাস ডেভিডের ঘরে বিশ্বের রাজাদের মধ্যে আমাদের সম্মানিত করেছেন।' ফ্রেডেরিক তার নিজের গুরুত্ব অবমূল্যায়ন করার লোক ছিলেন না। তিনি চার্চকে দেখেছিলেন রাজা ডেভিডের (দাউদ) মন্দির হিসেবে। সেখানে তিনি রহস্যজনক, জাঁকাল পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ধার্মিক রাজা (শেষ দিনের অতীন্দ্রিয় সম্রাট) হিসেবে মুকুট পরেছিলেন।

এরপর সম্রাট টেম্পল মাউন্ট সফরে গেলেন। তিনি ডোম ও আল-আকসা দেখে মুগ্ধ হলেন, এর সুন্দর *মিহরাবের* প্রশংসা করলেন, নূরউদ্দিনের *মিম্বারে* উঠলেন। তিনি দেখতে পেলেন, এক পাদ্রি নিউ টেস্টামেন্ট নিয়ে আল-আকসায় প্রবেশের চেষ্টা করছেন। তিনি তাকে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়ে বললেন, 'শূকর! ঈশ্বরের শপথ, তোমাদের কেউ অনুমতি ছাড়া আবার এখানে এলে আমি তার চোখ উপড়ে ফেলব!' মুসলিম তত্ত্বাবধায়কেরা বুঝতে পারছিলেন না, এই প্রথাবিরুদ্ধ লাল চুলওয়ালা লোকটি কী চান। তাদের একজন সাদামাটাভাবে চিন্তা করল, 'এই লোকটি দাস হলে তার মূল্য ২০০ দিরহামও হতো না।' ওই রাতে ফ্রেডেরিক লক্ষ করলেন, মোয়াজ্জিন আজান দেননি। তিনি সুলতানের প্রতিনিধিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওহে কাজি, গত রাতে মোয়াজ্জিনেরা নামাজের আজান দেননি কেন?' কাজি জবাব দিলেন, 'রাজার সম্মানে আমিই মোয়াজ্জিনদের আজান দিতে বারণ করেছিলাম।'

ফ্রেডেরিক বললেন, 'আপনি ভুল করেছেন। জেরুজালেমে রাত্রিযাপনের আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল মোয়াজ্জিনের আজান এবং রাতে তাদের ঈশ্বরের প্রশংসা শোনা।' শত্রুরা এটাকে তার ইসলামানুরাগ মনে করতে পারে। তবে ফ্রেডেরিক সম্ভবত চাইছিলেন, তার অনন্য চুক্তিটি যেন বহাল থাকে। মোয়াজ্জিনেরা জোহরের আজান দিলে 'তার সব সাজভৃত্য, ভৃত্য তার একান্ত শিক্ষক' নামাজে শরিক হলেন।

ওইদিন সকালে ক্যাস্যরিয়া তার ধর্মচ্যুতির পরোয়ানা নিয়ে উপস্থিত হলেন। সম্রাট টাওয়ার অব ডেভিডে তার সেনাছাউনি ত্যাগ করে একর রওনা হলেন। সেখানে তিনি ব্যারন ও টেম্পলারদের অকৃতজ্ঞতাজনিত বৈরীতার মুখোমুখি হন। এখন ইতালিতে পোপের আক্রমণের মুখে সম্রাট গোপনে সরে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু ১ মে ভোরে একরের উচ্ছৃঙ্খল জনতা বুচার্স স্ট্রিটের (কসাইখানা সড়ক) আবর্জনা সংগ্রহ করে সেগুলো তার দিকে নিক্ষেপ করতে লাগল। জাহাজে করে তার দেশ ব্রিনদিসিতে যাওয়ার সময় 'সিরিয়ার পুষ্পের' কথা তার মনে পড়ে : 'আমি সরে আসার পর থেকে, জাহাজে আমি যে যন্ত্রণাভোগ করেছি, তেমনটি আর কখনো হয়নি। এবং শিগগিরই আমি তার কাছে ফিরতে না পারলে মনে হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি নিশ্চিতভাবেই মারা যাব।'[২১]

তিনি খুব বেশি দিন থাকেননি, তিনি কখনো ফিরেও আসেননি। কিন্তু তবুও ফ্রেডেরিক ১০ বছর জেরুজালেমের আনুষ্ঠানিক প্রভু হিসেবে বহাল ছিলেন। তিনি টাওয়ার অব ডেভিড ও রাজপ্রাসাদ (রয়্যাল প্যালেস) টেউটোনিক নাইটদের প্রদান করেন। তিনি তাদের মাস্টার সালজার হারম্যান ও উইনচেস্টারের বিশপ পিটারকে টাওয়ার মেরামত (এই সংস্কারের কিছু অংশ এখনো টিকে আছে) এবং সেন্ট স্টিফেনস (বর্তমান দামাস্কাস) গেট সুরক্ষিত করার নির্দেশ দেন। ফ্রাঙ্কেরা 'তাদের চার্চগুলো এবং তাদের আগের মালিকানাধীন সবকিছু' আবার দখল করল। ইহুদিরা আবার নিষিদ্ধ হলো। প্রাচীরবিহীন জেরুজালেম ছিল অরক্ষিত। কয়েক সপ্তাহ পর হেবরন ও নাবলুসের ইমামেরা ১৫ হাজার কৃষককে নিয়ে নগরীতে প্রবেশ করলে খ্রিস্টানেরা টাওয়ারে জড়সড় হয়ে থাকল। মুসলিম হানাদারদের বিতাড়িত করতে একর সেনাবাহিনী পাঠাল, জেরুজালেম খ্রিস্টানই থেকে গেল।* ১২৩৮ সালে সুলতান কামিল ইন্তিকাল করলে সালাহউদ্দিনের বংশধরেরা আরো অন্তর্ঘাতী বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। শ্যাম্পেনের কাউন্ট থিবাউল্টের নেতৃত্বে নতুন ক্রুসেডে তাদের অবস্থা আরো নাজুক হয়। ক্রুসেডারেরা পরাজিত হলে মোয়াজ্জেমের ছেলে নাসির দাউদ দ্রুত জেরুজালেমে ঢুকে পড়েন। ২১ দিন তিনি টাওয়ার অব ডেভিড অবরোধ করে রাখেন, ১২৩৯ সালের ৭ ডিসেম্বর এর পতন হয়। তিনি তারপর নতুন সুরক্ষাব্যবস্থাগুলো ধ্বংস করেন, সালাহউদ্দিন পরিবারের যুদ্ধরত রাজপুত্ররা টেম্পল মাউন্টে শান্তি বজায় রাখার ওয়াদা করল। কিন্তু পারিবারিক কোন্দল এবং আর্ল অব কর্নওয়াল, তৃতীয় হেনরির ভাই রিচার্ডের নেতৃত্বে ইংরেজ ক্রুসেডারের আগমনে আবারো ফ্রাঙ্কদের কাছে জেরুজালেমের বলপূর্বক আত্মসমর্পণ ঘটে। এবার টেম্পলারেরা মুসলমানদের বহিষ্কার করে, টেম্পল মাউন্টের দখল নেয়। ডোম ও আল-আকসা আবার চার্চে পরিণত হয়। ইবনে ওয়াসিল স্মৃতিচারণ করেছেন, 'আমি পবিত্র রকের দায়িত্বে থাকা সন্ন্যাসীদের দেখেছি। আমি খ্রিস্টীয় উৎসবে এখানে মদের বোতলের স্তূপ দেখতে পেয়েছি।'[২২] টেম্পলারেরা পুণ্যনগরীকে সুরক্ষিত করা শুরু করল। কিন্তু যথেষ্ট দ্রুতগতিতে পারেনি। নতুন সুলতান সালিহ আইয়ুব তার পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিদের বিরুদ্ধে লড়তে লুণ্ঠনপরায়ণ একটি তাতার গোষ্ঠীকে ভাড়া করেছিলেন। নতুন মঙ্গোল সাম্রাজ্যের কারণে মধ্য এশিয়ার এসব যাযাবর অশ্বারোহী বাস্তুহারা হয়ে পড়েছিল। সুলতান সালিহ তাদের তার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। একরের খ্রিস্টানদের আতঙ্কের মধ্যে ১০ হাজার খাওয়ারিজমিয়ান তাতার জেরুজালেমের দিকে ধাবিত হলো।

(* ফ্রেডেরিক ও কামিলের বন্ধুত্ব অটুট ছিল। সুলতান সম্রাটকে একটি ঘড়ি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেহেশতগুলোর ঘূর্ণয়মান মানচিত্র-সংবলিত প্লানেটরিয়াম এবং একটি হাতি পাঠিয়েছিলেন। ফ্রেডেরিক কামিলকে একটি মেরু ভালুক দিয়েছিলেন। ফ্রেডেরিককে জার্মানি ও ইতালিতে তার দ্বৈত উত্তরাধিকার রক্ষা করতে পোপদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে হয়েছিল। পোপরাই তাকে মহাপ্রলয়ের পশু (বিস্ট অব দ্য অ্যাপোক্যালিপস) হিসেবে কলঙ্কিত করেছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ ছেলে হেনরি, রোমানদের রাজা, তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ফ্রেডেরিক বাকি জীবন তাকে বন্দি রাখেন। তিনি তার উত্তরসূরি হিসেবে ইয়োলান্ডের গর্ভজাত তার ছেলে কনরাডকে জেরুজালেমের রাজা করেন। ফ্রেডেরিক ১২৫০ সালে আমাশয়ে মারা যান। তাকে পালেরমোতে সমাহিত করা হয়। কনরাডও অল্প বয়সে মারা গিয়েছিলেন। জেরুজালেমের মুকুটের অধিকারী হন তার শিশুছেলে কনরাডিন। ১৬ বছর বয়সে তিনি শিরশ্ছেদ করে আত্মহত্যা করেন। তবে ফ্রেডেরিকের খ্যাতি বাড়তে থাকে। সময় যত গড়াতে থাকে উদারপন্থীরা তার আধুনিক সহিষ্ণুতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে থাকে। হিটলার ও নাৎসিরা তাকে নিটজশিয়ান সুপারম্যান হিসেবে প্রশংসা করেছিল।)

বারকা খান ও তাতার : বিপর্যয়

AMARBOI.COM

বারকা খানের নেতৃত্বে তাতার ঘোড়সওয়ারেরা ১২৪৪ সালের ১১ জুলাই শোরগোল করে জেরুজালেমে ঢুকে রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ করে, আর্মেনিয়ান মঠ গুঁড়িয়ে দেয়, সন্ন্যাসী ও নানদের খুন করে। তারা চার্চ ও বাড়িঘর ধ্বংস করেন, হলি সেপালচর লুণ্ঠন করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। খ্রিস্টের ভোজোৎসব পর্বে অংশগ্রহণকারী পাদ্রিদের দেখেতে পেয়ে তাতারেরা বেদীতে তাদের শিরশ্ছেদ করে, নাড়িভুঁড়ি বের দেয়, যিশুর সমাধির দরজার পাথরটি ভেঙে ফেলে। টাওয়ারে অবরুদ্ধ ফ্রাঙ্কেরা নাসির দাউদের কাছে আবেদন করে। তিনি বারকা খানকে তাদের নিরাপদে সরে যাওয়ার অনুমতি দিতে রাজি করালেন।

ছয় হাজার খ্রিস্টান জাফার দিকে চলে গেল। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কিশ পতাকা দেখে সাহায্য এসে গেছে মনে করে অনেকে ফিরে এলো। তাতারেরা তাদের দুই হাজার লোককে হত্যা করল। মাত্র ৩০০ খ্রিস্টান জাফায় পৌঁছাতে পেরেছিল। জেরুজালেম পুরোপুরি ধ্বংস করার পর তাতারেরা চলে গেল। * অবদমিত ও বিধ্বস্ত জেরুজালেম ১৯১৭ সালের আগে আর কখনো খ্রিস্টান হতে পারেনি।[২৩]

১২৪৮ সালে রাজা একাদশ লুই কার্যকরভাবে শেষ ক্রুসেডে নেতৃত্ব দেন। আবারো ক্রুসেডারেরা মিসর জয়ের মাধ্যমে জেরুজালেম লাভের আশাবাদী হয়ে ওঠেছিল। ১২৪৯ সালের নভেম্বরে ক্রুসেডারেরা কায়রোতে পৌঁছে যায়, সুলতান সালিহ্ আইয়ুব তখন দীর্ঘ রোগশয্যার পর মাত্র মৃত্যুবরণ করেছেন। তার বিধবা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতানা শাহজার আদ-দুর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে সৎপুত্র তুরান শাহকে সিরিয়া থেকে ডেকে পাঠালেন। ক্রুসেডারেরা নিজেদের অদূরদর্শিতায় বিপর্যয়ে পড়ে, মামলুকেরা (সামরিক দাসদের দুর্ধর্ষ রেজিমেন্ট) তাদের বিধ্বস্ত করে। লুইকে বন্দি করা হয়। তবে নতুন সুলতান তুরান শাহ তার নিজের সৈন্যদের অবহেলা করেছিলেন। ১২৫০ সালের ২ মে বিজয় উদযাপনের জন্য তিনি ভোজসভার আয়োজন করেন তাতে অনেক ক্রুসেডার বন্দিও উপস্থিত ছিল। এ সময় সুদর্শন ও শক্তিশালী বেইবার্স (তখন তার বয়স ২৭) সেখানে প্রবেশ করলেন, তরবারি বের করা হলো।

বেইবার্স সুলতানকে এলোপাতাড়ি আঘাত করলে তিনি রক্তাত অবস্থায় দৌড়ে নীল নদে ঝাঁপ দেন। মামলুকেরা তার দিকে আগুনে তীর নিক্ষেপ করতে থাকে। আহত অবস্থায় পানির মধ্যে থেকে তিনি প্রাণভিক্ষা চান। কিন্তু এক মামলুক নদীতে নেমে তার মাথা কেটে বুক চিড়ে ফেলে। তার হৃদপিণ্ড কেটে ভোজসভায় উপস্থিত ফরাসি রাজা লুইকে দেখানো হয়, তিনি যে রুচি হারিয়ে ফেলেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

এর মাধ্যমে মিসরে সালাহউদ্দিনের বংশের সমাপ্তি ঘটল। আর এখন আধা পরিত্যক্ত, আধা বিধ্বস্ত জেরুজালেম ১০ বছর ধরে ক্ষমতার জন্য যুদ্ধরত বিভিন্ন সেনাপতি আর রাজরাজরার মধ্যে হাতবদল হতে থাকে।** এই সময় মধ্যপ্রাচ্যে ঘন অমানিশা দেখা দেয়। বিশ্বের এ যাবৎকালের বৃহত্তম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী নিকট প্রাচ্যের গুনিন মঙ্গোলেরা ১২৫৮ সালে বাগদাদ লুণ্ঠন, ৮০ হাজার লোককে ধ্বংস এবং খলিফাকে হত্যা করে। তারা দামাস্কাস দখল করে গাজা পর্যন্ত চলে আসে, জেরুজালেমে হামলা করার পথে ছিল। তাদেরকে পরাজিত করার জন্য ইসলামের একজন দুর্ধর্ষ যোদ্ধার প্রয়োজন পড়ে। যে লোকটি এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি হলেন বেইবার্স।[২৪]

AMARBOI.COM

*এসব তাতারকে ১২৪৬ সালে শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দিনের বংশধরেরা পরাজিত করতে পেরেছিল। যুদ্ধে মাতাল থাকা বারকা খানের শিরশ্ছেদ করে আলেপ্পোতে প্রদর্শন করা হয়। তবে তার মেয়ে মামলুক পরাক্রমশালী ব্যক্তিত্ব (পরবর্তীকালে সুলতান) বেইবার্সকে বিয়ে করেছিলেন; তার ছেলেরা প্রভাবশালী আমির হয়েছিলেন এবং ১২৬০ ও ১২৮৫ সালের মধ্যবর্তী সময় *টারবা* নামের চমৎকার একটি সমাধি নির্মাণ করেছিলেন। এটা এখনো স্ট্রিট অব দ্য চেইনে দেখা যায়। সেখানে তারা তাদের পিতাকে সমাহিত করেন : 'এই সমাধি হলো আল্লাহর দয়ার কাঙাল দাস বারকা খানের।' তার ছেলেদের পরে সেখানে সমাহিত করা হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এর ভেতরে বারকা খানকে পায়নি। হয়তো তার লাশ কখনোই আলেপ্পো থেকে এখানে এসে পৌঁছেনি। ১৮৪৬-৭ সালে ধনী খালিদি পরিবার এই ভবন এবং বস্তুত পুরো সড়কটিই কিনে ফেলে। বারকার সমাধিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন ১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত খালিদি পাঠাগারের পাঠকক্ষ। এটা এখনো মিসেস হাইফা আল-খালিদির বাড়ি। এখন থেকে ওয়েস্টার্ন ওয়াল চমৎকারভাবে দেখা যায়। জেরুজালেমের আশ্চর্য ইতিহাস পরিক্রমায় সম্প্রসারিত বাড়িটিতে ম্যান্ডেট আমলের একটি লাল ব্রিটিশ পোস্টবক্সও রয়েছে।

** অনেক সময় জেরুজালেম শাসিত হতো সিরিয়ার মাধ্যমে, কখনো কায়রোর মাধ্যমে। কায়রোতে শাহজার আদ-দুর ছিলেন নিজের ক্ষমতাবলে সুলতানা। ইসলামে নারীদের এমন অর্জন বিরল ঘটনা। এটা অনেক কাহিনীর সৃষ্টি করে। অল্পবয়স্কা উপপত্নী হিসেবে তিনি পুরোপুরি মুক্তায় বানানো একটি পোশাক পরে সুলতানের নজর কেড়েছিলেন। সে থেকেই তার নাম হয় শাহজার আদ-দুর (মুক্তার বৃক্ষ)। এখন তার এক পুরুষের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। তিনি মামলুক অফিসার আইবেগকে বিয়ে করেন। আইবেগ হন সুলতান। কিন্তু এই দম্পতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন, তিনি তার স্বামীকে গোসলখানায় ছুরিকাঘাত করেন। ৮০ দিন শাসনের পর মামলুকেরা তাকে ক্ষমতাচ্যুৎ করে। পালানোর চেষ্টা করার আগে তিনি তার বিখ্যাত রত্নগুলো মাটিতে লুকিয়ে রাখেন। ফলে অন্য কোনো নারী সেগুলো পরতে পারেননি। তাকে ধরার পর আইবেগের উপপত্নীরা (সম্ভবত তারা রত্নগুলোর মালিক হতে না পারায় ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন) তাকে কাঠের জুতা দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করেন, যা ছিল স্টিলেটো দিয়ে হত্যার সমপর্যায়ের মামলুক প্রথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়

মামলুক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীর ধ্বংসের আগে, সব দৈব-বাণী বাস্তবায়িত হবে, পূণ্যনগরী আবার খ্রিস্টান চার্চের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

ক্রিস্টোফার কলম্বাস, স্পেনের রাজা ফার্দিনান্ড এবং
রানি ইসাবেলার কাছে লেখা পত্র

আর তিনি [বাথ-বাসিনী স্ত্রী] তিনবার জেরুজালেম গিয়েছিলেন।

জিওফ্রে চসার, *দ্য ক্যান্টারবুরি টেলস*

জেরুজালেমে সত্যিকারের পবিত্র বলে কোনো স্থান নেই।

ইবনে তাইমিয়া, *ইন সাপোর্ট অব পায়াস ভিজিটস টু জেরুজালেম*

[পবিত্র অগ্নির] পূজা এখনো হয়। মুসলমানদের চোখের সামনে অনেক ঘৃণ্য কাজ হয়ে থাকে।

মুজিরউদ্দিন, *হিস্টরি অব জেরুজালেম অ্যান্ড হেবরন*

গ্রিকেরা আমাদের জঘন্যতম ও সবচেয়ে নৃশংস শত্রু, জর্জীয়রা গ্রিকদের মতোই চরম ধর্মভ্রষ্ট ও বিদ্বেষপরায়ণ; আর্মেনীয়রা খুবই সুন্দর, ধনী ও উদার; তারা গ্রিক ও জর্জীয়দের ভয়ানক দুশমন।

ফ্রান্সিসকো সুরিয়ানো, *ট্রিটিজ অন দ্য হলি ল্যান্ড*

আমরা পরমানন্দে বিখ্যাত নগরীটির দিকে তাকাই, আমাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলি। জেরুজালেম অনেকটাই পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত; প্রাচীরও নেই। ইহুদিদের ক্ষেত্রে বলা যায়, হতদরিদ্ররা ধ্বংসস্তূপে বসবাস করে, কারণ কোনো ইহুদির তার বিধ্বস্ত বাড়ি মেরামত করার অনুমতি নেই।

বারটিনোরোর রাব্বি ওবাদিয়াহ, *লেটার্স*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯
ক্রীতদাস থেকে সুলতান
১২৫০-১৩৩৯

বেইবার্স : দ্য প্যান্থার

হালকা চুল ও নীল চোখবিশিষ্ট বেইবার্স ছিলেন মধ্য এশিয়ার তুর্কি। শৈশবে তাকে এক সিরীয় রাজপুরুষের কাছে বিক্রি করা হয়েছিল। সুঠামদেহী হওয়া সত্ত্বেও একটি চোখে ছানি পড়ায় তার মালিক তাকে নিজের কাছে রাখতে চাননি। তিনি তাকে কায়রোতে সুলতান সালিহ আইয়ুবের কাছে বিক্রি করে দেন। এই সুলতান ছিলেন সালাহউদ্দিন আইয়ুবির ভাইয়ের নাতি। তিনি তার মামলুক রেজিমেন্টের জন্য 'কবুতরের মতো একসঙ্গে অনেক দাস' কিনতেন। তিনি নিজের পরিবারকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না, ভাবতেন, 'একজন দাস ৩০০ ছেলের চেয়ে বেশি অনুগত।' অন্যান্য প্যাগান (পৌত্তলিক) দাস-বালকের মতো বেইবার্সকেও ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। তিনি স্টিলের বক্রধনুর সাহায্যে গুলতি ছোঁড়ায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এজন্য তাকে ধানুকীও বলা হতো। তাকে দুর্ধর্ষ বাহরিয়া রেজিমেন্টে ভর্তি করানো হয়। এই রেজিমেন্টটি ক্রুসেডারদের পরাজিত করে 'তুর্কি সিংহ' এবং 'ইসলামি টেম্পলার' হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিল।

বেইবার্স তার প্রভুর আস্থা অর্জন করলে তাকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে বাহিনীতে মর্যাদাপূর্ণ পদ দেওয়া হয়। মামলুকেরা ছিল তাদের প্রভুদের প্রতি অনুগত, তবে একে অন্যের প্রতি আরো বেশি অনুগত থাকত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই এতিম-যোদ্ধারা নিজের কাছে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে দায়ী থাকত না। সুলতানকে হত্যায় বেইবার্স ভূমিকা রেখেছিলেন, তবে এর পর ক্ষমতার লড়াইয়ে হেরে সিরিয়ায় পালিয়ে যান। সেখানে তিনি ক্ষুদ্র নৃপতিদের মধ্যকার গৃহযুদ্ধে সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর পক্ষে যোগদানের ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। একপর্যায়ে তিনি জেরুজালেম দখল ও লুটপাট চালালেন। তবে আসল ক্ষমতা ছিল মিসরে; অন্য সেনাপতি কুতুজ ক্ষমতা দখল করলে তিনি সেখানে যাওয়ার আমন্ত্রণ পান।

মঙ্গোলেরা সিরিয়ায় অভিযান চালালে তাদের প্রতিরোধ করতে বেইবার্স দ্রুত অগ্রবর্তী দল নিয়ে উত্তর দিকে রওনা হলেন। ১২৬০ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তিনি নাজারেথের কাছে আইন জালুতে (গোয়ালিথ'স স্প্রিং) মঙ্গোল সেনাবাহিনীকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরাজিত করেন। মঙ্গোলেরা পরে ফিরে এসেছিল, জেরুজালেমের পৌঁছেছিল। তবে ওইবারই প্রথম তাদেরকে প্রতিরোধ করা হয়েছিল। সিরিয়ার বেশির ভাগ এলাকা কায়রোর শাসনে আসে, বেইবার্সকে 'বিজয়ের নায়ক' এবং 'মিসরের সিংহ' খেতাবে ভূষিত করা হয়। তিনি পুরস্কার হিসেবে আলেপ্পোর গভর্নর পদটি আশা করেছিলেন, কিন্তু সুলতান কুতুজ তাতে রাজি হননি। একদিন সুলতান যখন শিকারে ছিলেন, তখন বেইবার্স তার পিঠে ছুরিকাঘাত (আক্ষরিক অর্থেই) করেন। সুলতানের হত্যাকারী হিসেবে মামলুক আমিরেরা তাকেই সিংহাসনের সবচেয়ে যোগ্য দাবিদার হিসেবে স্বীকার করে নেন।

ক্ষমতা দখল করা মাত্র বেইবার্স ফিলিস্তিন উপকূলে ক্রুসেডারদের নিয়ন্ত্রিত অবশিষ্ট রাজ্য ধ্বংস সাধনে মনোযোগী হন। ১২৩৬ সালে যুদ্ধে যাওয়ার পথে তিনি জেরুজালেমে পৌঁছেন। মামলুকেরা নগরীটিকে তীর্থস্থান মনে করত। বেইবার্স টেম্পল মাউন্ট এবং এর আশপাশের এলাকার (বর্তমানে মুসলিম কোয়ার্টার হিসেবে পরিচিত) পবিত্রকরণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের মামলুক মিশন শুরু করেন। তিনি ডোম অব দ্য রক ও আল-আকসা সংস্কারের নির্দেশ দেন এবং খ্রিস্টানদের ইস্টারের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যায় এমন জৌলুসপূর্ণ একটি উৎসব (এর সূচনা করেছিলেন সম্ভবত সালাহউদ্দিন) প্রবর্তনের লক্ষ্যে জেরিকোর কাছে মুসা নবির কবরের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করেন। পরের আট শ' বছর জেরুজালেমের অধিবাসীরা ডোম অব দ্য রক থেকে বেইবার্সের মাজার পর্যন্ত শোভাযাত্রার মাধ্যমে নবি মুসা উদযাপন করেছে। সেখানে তারা ইবাদত-বন্দেগি করত, পিকনিকে মশগুল হতো, পার্টি দিত।

প্রাচীরগুলোর ঠিক উত্তর-পশ্চিম দিকে সুলতান তার প্রিয় তরিকার সুফিদের জন্য একটি খানকা নির্মাণ করেন। বেশির ভাগ মামলুকের মতো তিনিও লোকায়ত সুফি তরিকার অনুসারী ছিলেন। এসব সুফি বিশ্বাস করত, কঠোর ঐতিহ্যিক ইবাদত-বন্দেগির বদলে ভাবোচ্ছ্বাস, জিকির, পীর-ভক্তি, নৃত্য, আত্ম-পীড়নের মাধ্যমে খোদার নৈকট্য অনেক বেশি পাওয়া যায়। বেইবার্সের ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা ছিলেন জনৈক সুফি। তিনি তার সঙ্গে জিকির-আজগার ও নৃত্য করতেন। এই দরবেশের ওপর বেইবার্সের পূর্ণ আস্থা ছিল, তার অনুমোদন ছাড়া কোনো কাজ করতেন না। তিনি তাকে চার্চ ও সিনাগগ লুণ্ঠন এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নির্যাতন করার অনুমতি দিয়েছিলেন।*

তখন নতুন যুগ : ৩০০ বছর ধরে জেরুজালেম শাসনকারী বেইবার্স ও তার মামলুক (তুর্কিদের একটি মিশ্র গোত্র) উত্তরসূরিরা ছিল কঠোর, অসহিষ্ণু সামরিক স্বৈরাচার। পুরনো ইসলামি বীরব্রত (সালাহউদ্দিন যেটার আদর্শ বিবেচিত হতেন) বিদায় নিয়েছিল। মামলুকেরা ইহুদিদের জন্য হলুদ পাগড়ি, খ্রিস্টানদের জন্য নীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাগড়ি পরার বিধান জারি করল। এই উভয় সম্প্রদায়, বিশেষ করে ইহুদিরা আগে ছিল *জিম্মি*। এখন তাদের ওই মর্যাদা থাকল না। তুর্কিভাষী মামলুকেরা আরবদেরও তাচ্ছিল্য করত। নগরীতে কেবল মামলুকদেরই পশমি পোশাক পরা, অস্ত্র বহন করা বা ঘোড়ায় চড়ার অনুমতি ছিল। জৌলুসে পরিপূর্ণ মামলুক দরবারে সভাসদদের রাজকীয় পলো স্টিক বাহক ও শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত আমির ইত্যাদি বর্ণাঢ্য পদবি দেওয়া হতো। দরবারে রাজনীতির খেলা ছিল বেশ লোভনীয়, তাতে যেকোনো সময় প্রাণ হারানোর শঙ্কাও থাকত।

বেইবার্সের প্রতীক ছিল শিকাররত প্যান্থার। এর মাধ্যমেই তিনি বিজয় উদযাপন করতেন। জেরুজালেম, তুরস্ক, ও মিসরে এ ধরনের ৮০টি খোদিত প্রতীক পাওয়া গেছে। আর লায়ন্স গেটে (সিংহদুয়ার) সেগুলো এখনো থাবা বিস্তার করে আছে। এই ত্রাস সৃষ্টিকারী ব্যক্তিটির জন্য এর চেয়ে মানানসই প্রতীক আর কিছু হতে পারত না। তিনি এবার বিজয় অভিযানে নামলেন।

জেরুজালেম পরিদর্শনের একপর্যায়ে তিনি একর আক্রমণ করেন। ওই আক্রমণ প্রতিরোধ করা হলেও তিনি না দমে বারবার অভিযান পরিচালনায় নামেন। এর মধ্যেই তিনি একে একে ক্রুসেডারদের নগরীগুলো জয় করে নিতে থাকেন, উন্মত্ততা ও ধর্ষকামমূলক উল্লাসে হত্যাযজ্ঞ চালাতেন। তিনি খ্রিস্টানদের কর্তিত মস্তক পরিবেষ্টিত অবস্থায় ফ্রাঙ্কিশ রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানাতেন; শত্রুদের ক্রুশবিদ্ধ, দ্বিখণ্ডিত ও মাথা গুঁড়িয়ে দিতেন। জয়লব্ধ শহরে কর্তিত মস্তকের প্রাচীর নির্মাণ করতেন। তিনি ছদ্মবেশে শত্রু নগরীতে ঘুরে ঘুরে শত্রুদের সঙ্গে ছদ্মবেশে আলোচনা করার ঝুঁকিও নিতেন। এমনকি কায়রোতে অবস্থানকালে তিনি মধ্যরাতে দফতরগুলোর কার্যক্রম পরিদর্শন করতেন। এতে তিনি অত্যন্ত বিশ্রামহীন ও বিকারগ্রস্ত থাকতেন, অনিদ্রা ও পেটের পীড়ায় ভুগতেন।

শুধু একর তাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিল।** বেইবার্স অ্যান্টিয়ক জয় করতে উত্তর দিকে এগিয়ে যান। তিনি অভিযান শুরুর আগে কর্কশ ভাষায় নগরপ্রধানকে লিখেন, 'আমরা এইমাত্র কী করেছি তা আপনাকে বলছি। মৃতদের স্তূপ করে রাখা হয়েছিল, আপনাদের পবিত্র স্থানগুলো মুসলিম শত্রুরা পদদলিত করছিল, বেদীতে সন্ন্যাসীদের গলা কাটা হচ্ছিল, আপনাদের প্রাসাদগুলোতে আগুন জ্বলছিল। আপনি যদি এসব দেখতে পেতেন, তবে বেঁচে না থাকার প্রার্থনা করতেন!' তিনি অ্যান্টিয়কে ঢুকে পড়েন, 'রুমের সুলতান' হিসেবে মুকুট ধারণ করেন। তবে মঙ্গোলেরা ফিরে আসায় বেইবার্সকে সিরিয়া রক্ষায় ছুটতে হলো।

১২৭৭ সালের ১ জুন তিনি অন্য একজনকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে গিয়ে নিজেই এর শিকার হয়ে প্রাণ হারান। এক অতিথির জন্য তুর্কি ও মঙ্গোলদের রেসিপি অনুযায়ী ঘটকীর দুধ দিয়ে বিষাক্ত 'কুমিজ' তৈরি করেন। কিন্তু ভুলক্রমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নিজেই তা পান করে ফেলেন।[১] তার উত্তরসূরিরা তার কাজ সমাপ্ত করে।

মামলুকেরা ১২৯১ সালের ১৮ মে ফ্রাঙ্কদের রাজধানী একরে ঢুকে পড়ে, বেশির ভাগ প্রতিরোধকারীকে হত্যা, বাকিদের দাসে পরিণত করে (মেয়েদের মাত্র এক ড্রকমা করে বিক্রি করা হয়েছিল)। এই সময় সাইপ্রাসের রাজার পদবিটির সঙ্গে জেরুজালেমের রাজা পদবিটিও যুক্ত থেকে যায়। তবে সেটা নিছক লোকদেখানো পদবি ছিল, তা এখনো চালু আছে। এভাবেই জেরুজালেম রাজ্যের অবসান ঘটল। *** এখন প্রকৃত জেরুজালেমের অস্তিত্বও ছিল নামকাওয়াস্তে, ছোট-খাটো শহরও নয়, প্রাচীরবিহীন জরাজীর্ণ গ্রামে পরিণত হয়েছে। লোকসংখ্যা অর্ধেকে নেমে এসেছিল, মঙ্গোল ঘোড়সওয়ারেরা প্রায়ই সেখানে হানা দিত। ১২৬৭ সালে তীর্থযাত্রী স্প্যানিশ রাব্বি র‍্যামব্যান নিম্নোক্তভাবে বিলাপ করেছিলেন-

> মা, আমি তোমাকে এমন নারীর সঙ্গে তুলনা করি যার ছেলে তার কোলে মারা গেছে, কষ্টের কথা হলো তার বুক থেকে দুধ বের হচ্ছে, তিনি সেটা চেপে বের করে কুকুরের বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছেন। তোমার প্রেমিকেরা তোমাকে ছেড়ে গেছে, তোমার শত্রুরা তোমাকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। কিন্তু তার পরও তারা দূর থেকে পূণ্যনগরীর কথা মনে রেখেছে, গৌরবান্বিত করেছে।[২]

AMARBOI.COM

* বেইবার্সের সুফি গুরুর নাম ছিল শেখ কাদির। ত্রাস সঞ্চারের ফলে তার প্রতিপত্তি ব্যাপক বেড়ে গিয়েছিল। তিনি মামলুক জেনারেলদের স্ত্রী, পুত্র ও মেয়েদেরকে যৌনসম্পর্ক স্থাপন করতে প্রলুব্ধ করেছিলেন। তবে কাদিরের বিরুদ্ধে পায়ুকাম ও ব্যভিচারের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ার পর সুলতান তাকে গ্রেফতার করার আদেশ দিতে বাধ্য হন, এর ফলে তার অত্যাচার বন্ধ হয়। সুলতান তাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন। তবে তার মৃত্যুর অল্প পরেই সুলতান মারা যাবেন- তার এমন অভিশাপে ভীত হয়ে বেইবার্স ওই দণ্ডাদেশ রহিত করেন।

** ১২৬৮ সালে এই অবশিষ্ট রাজ্যটির অবস্থা মারাত্মক বিপন্ন হয়ে পড়ায় পোপ নতুন ক্রুসেডের আহ্বান জানান। ১২৭১ সালের মে মাসে ইংরেজ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী অ্যাডওয়ার্ড লংশানকস একরে এসে বেইবার্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে স্থানীয়দের সহায়তা করেন। তবে একর যুদ্ধবিরতির জন্য বেইবার্সের সঙ্গে আলোচনা করলে তিনি তাতে আপত্তি জানান। ধারণা করা হয়, বেইবার্স তাকে গোপনে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অ্যাডওয়ার্ড বিষাক্ত ছুরিকাঘাতে আহত হলেও প্রাণ রক্ষা করতে পেয়েছিলেন। পরে তিনি নতুন একটি জোট গঠনের ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছিলেন : জেরুজালেম পাওয়ার শর্তে ক্রুসেডারেরা বেইবার্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মঙ্গোলদের সমর্থন দেবে। প্রথম অ্যাডওয়ার্ড হিসেবে ইংল্যান্ডে ফেরার পর তিনি নিজেকে 'হ্যামার অব দ্য স্কটস' হিসেবে তুলে ধরেন, ম্যাকাবির দৃশ্য দিয়ে ওয়েস্টমিনিস্টারে তার চেম্বার পেইন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। তবে তিনি ইংরেজ ইহুদিদের হলুদ তারকা-চিহ্ন পরতে বাধ্য করেছিলেন, পরে তাদেরকে ইংল্যান্ড থেকে বহিষ্কার করেন। পরের তিন শ' বছর তারা ইংল্যান্ডে ফিরতে পারেনি। মৃত্যুর পর অ্যাডওয়ার্ডকে 'জেরুজালেমের বীর পুষ্প' ঘোষণা করে শোক প্রকাশ করা হয়)।

*** বরবন, হাবসবার্গ, স্যাভইয়ার্ডসহ ইউরোপের রাজপরিবারগুলোর অনেকে ওই পদবিটি দাবি করত। ১২৭৭ সালে আনজুর চার্লস পদবিটির অন্যতম দাবিদার অ্যান্টিয়কের মেরির কাছ থেকে সেটা নিয়ে এসেছিলেন। এরপরে নেপলস বা সিসিলির রাজারা পদবিটির দাবি করতে থাকেন, স্যাভয়ইয়ার্ডের মাধ্যমে ইতালীয় রাজাদের কাছে হস্তান্তিত হয়। স্পেনের রাজা এখনো তা ব্যবহার করেন। ইংরেজ রাজাদের মধ্যে একজনই এটা ব্যবহার করেছিলেন। অষ্টম হেনরির মেয়ে প্রথম মেরি ১৯১৮ সালে উইনচেস্টারে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপকে বিয়ে করলে তাকে অন্যান্য হাবসবার্গ পদবির সঙ্গে জেরুজালেমের রানিও ঘোষণা করা হয়। পদবিটি হাবসবার্গের সম্রাটেরা ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন।

র‍্যামব্যান

AMARBOI.COM

রাব্বি মোজেজ বেন তার সংক্ষিপ্ত হিব্রু প্রতিশব্দ র‍্যামব্যান বা শুধু ন্যাহমানিদেস নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন। জেরুজালেমের মাত্র দুই হাজার বাসিন্দা অবশিষ্ট আছে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে খ্রিস্টান মাত্র তিন শ' জন। ইহুদি দুজন (দুই ভাই) ক্রুসেড আমলে ইহুদিদের মতো রঙের কাজ করত। অত্যন্ত বিবর্ণ জেরুজালেমকে ইহুদিদের কাছে আরো বেশি পবিত্র, অনেক মোহনীয় মনে হচ্ছিল : 'যা যত বেশি পবিত্র, তা তত বেশি বিধ্বস্ত,' ছিল র‍্যামব্যানের অনুভূতি।

র‍্যামব্যান ছিলেন তার আমলের সবচেয়ে উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবীদের একজন। তিনি ছিলেন একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক, আধ্যাত্মিক নেতা এবং তাওরাত বিশেষজ্ঞ। ১২৬৩ সালে ডোমিনিক্যানদের [ক্যাথলিক খ্রিস্টান] আনা ব্লাসফেমি অভিযোগ মোকাবিলার সময় তিনি বার্সেলোনার ইহুদিদের পক্ষে যেভাবে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন, তাতে অ্যারাগনের রাজা জেমস মন্তব্য করেন, 'আমি কোনো অন্যায়ের পক্ষে আর কাউকে এত দৃঢ়ভাবে যুক্তি উত্থাপন করতে দেখিনি।' তিনি র‍্যামব্যানকে ৩০০টি স্বর্ণ মুদ্রাও দিয়েছিলেন। তবে ডোমিনিক্যানেরা র‍্যামব্যানকে ফাঁসানোর চেষ্টা করে। পরে এক সমঝোতায় সত্তোরোর্ধ এই লোক নির্বাসন বেছে নিয়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়েন।

তিনি বিশ্বাস করতেন, ইহুদিদের জেরুজালেমের জন্য কেবল শোক প্রকাশ করেই ক্ষান্ত থাকা উচিত নয়, তাদের উচিত মিসাইয়ার (রক্ষাকর্তা) ফিরে আসার আগে সেখানে ফিরে বসবাস করা, নগরী পুনর্নির্মাণ করা। তার এই মূল্যায়নকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ধর্মীয় জায়নবাদ' বলা যায়। তার গৃহকাতরতা শুধু জেরুজালেমই প্রশমিত করতে পারত-

> আমি পরিবার ছেড়ে এসেছি, আমার বাড়ি, পুত্র-কন্যাদের ফেলে এসেছি। যে ছেলেমেয়েদের কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, তাদের কাছেই আমার হৃদয়-মন রেখে এসেছি। কিন্তু জেরুজালেমে একটি সুখের দিনের সাক্ষাতই আমার সব ব্যথা দূর করে দেয়। আমি ব্যথায় কাতর হয়ে কাঁদি, কিন্তু কান্নায় আনন্দ পাই।

র‍্যামব্যান ধসে পড়া মার্বেলের কলাম ও চমৎকার গম্বুজবিশিষ্ট একটি বাড়ি ব্যবহারোপযোগী করেন।* 'আমরা এটাকে ইবাদত-খানা বানালাম। কারণ নগরী ছিল বিধ্বস্ত, ফলে যে কেউ যেকোনো জায়গা বেছে নিতে পারত।' তিনি মঙ্গোলদের হামলার সময় লুকিয়ে রাখা তাওরাতের স্ক্রল (পুঁথি) পুনরুদ্ধার করেন। তবে তার মৃত্যুর অল্প পরে হানাদারেরা ফিরে এসেছিল।[৩]

তবে এবার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন : তাদের অনেকে ছিল খ্রিস্টান। ১২৯৯ সালের অক্টোবরে আর্মেনিয়ার খ্রিস্টান রাজা দ্বিতীয় হেথুম ১০ হাজার মঙ্গোল যোদ্ধা নিয়ে জেরুজালেমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আরেকটি বর্বরোচিত হামলায় নগরীটি কেঁপে ওঠল, মুষ্টিমেয় খ্রিস্টান 'ভয়ে গুহায় লুকিয়েছিল।' মঙ্গোল নেতা ইল খান সম্প্রতি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিলেও জেরুজালেমের প্রতি তার আকর্ষণ ছিল সামান্যই। এ কারণে তিনি শহরটিকে হেথুমের কাছে রেখে যান। হেথুম খ্রিস্টানদের উদ্ধার করেন, হলি সেপালচরে উৎসবের আয়োজন করলেন, আর্মেনিয়ান সেন্ট জেমসেস ও ভার্জিনের সমাধি মেরামত করার আদেশ দেন। তারপর দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি হঠাৎ করে দামাস্কাসে তার মঙ্গোল প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে রওনা হন। অবশ্য তত দিনে মামলুক ও মঙ্গোলদের মধ্যকার শতাব্দীব্যাপী দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে, আবারো জেরুজালেমের পবিত্রতার ব্যাপারে বৈশ্বিক আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। নতুন সুলতান হিসেবে কায়রোর মসনদে বসেন নাসির মোহাম্মদ। তিনি জেরুজালেমকে পবিত্র মনে করতেন, এ কারণে তিনি নিজেকে 'সুলতান আল-কুদস' হিসেবেও অভিহিত করতেন। নাসির মোহাম্মদ নিজেকে 'ঈগল'ও বলতেন। তবে লোকজন তাকে বলত 'পরম পরিপাটি ব্যক্তি'। অবশ্য ওই সময়ের প্রধান ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'তিনি সম্ভবত শ্রেষ্ঠ মামলুক সুলতান' এবং সেইসঙ্গে 'সবচেয়ে বদমেজাজি'।

*এটা জেরুজালেমের ইহুদিদের অবস্থাই প্রতিফলিত করছিল। প্রথম সিনাগগটি সম্ভবত মাউন্ট জায়নে নির্মিত হয়েছিল, তবে অল্প পরেই সেটা জুইশ কোয়ার্টারে সরিয়ে নেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। মামলুকদের আমলে এর পাশে একটি মসজিদ ও আল ইয়াহুদ (ইহুদি) মিনার নির্মিত হয়, তা ১৩৮৭ সালে সম্প্রসারণ করা হয়। ১৪৭৪ সালে সিনাগগটি ধসে পড়লে মুসলমানেরা এটি গুঁড়িয়ে দেয়, সেটা গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তবে সর্বশেষ মামলুক সুলতানের পূর্ববর্তী সুলতান কাইতবে পুনর্নির্মাণে সম্মতি দিয়েছিলেন। ১৫৮৭ সালে উসমানিয়া তুর্কিরা আবার সেটি বন্ধ করে দেয়। র‍্যামব্যানের সিনাগগের পাশে আরেকটি সিনাগগ নির্মাণ করা হয় এবং দুটি একত্রিত করে ১৮৩৫ সালে ফের চালু করা হয়। তবে বিশ শতকের প্রথম দিকে র‍্যামব্যানের স্থাপনাটি মুসলমানেরা দখল করে সেটাকে গুদামঘরে পরিণত করে। পরে এটাকে আবার সিনাগগ করা হয়। ১৯৪৮ সালে আরব বাহিনী এটাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ধ্বংস করে। ১৯৬৭ সালে এটাকে আবার খুলে দেওয়া হয়।

নাসির মোহাম্মদ : পরিপাটি ঈগল

তার যখন বয়স মাত্র আট বছর তখনই মামলুক সেনাপতিরা তাকে রাজকীয় পুতুল মনে করে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে থাকেন। দুবার তিনি সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন, দুবারই হারিয়েছিলেন। তার পিতা ক্রীতদাস থেকে অন্যতম মহান সুলতান হয়েছিলেন। নাসির মোহাম্মদ ছিলেন তার কনিষ্ঠ পুত্র। একর বিজয়ী তার বড় ভাই গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন। এমন প্রেক্ষাপটে ২৬ বছর বয়সে নাসির মোহাম্মদ তৃতীয়বারের মতো সিংহাসনে বসলেন। এবার তিনি তা দখলে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, সেরা মামলুক সুলতানে পরিণত হয়েছিলেন। তার আচার-আচরণের সঙ্গে ঈগল প্রতীকটি ছিল পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সুদর্শন, সদা সতর্ক এবং আকস্মিক মৃত্যুর থাবা বিস্তারকারী। তার সঙ্গীরা পৃষ্ঠপোষকতা পেত, সম্পদশালী হতো। তারপর কোনো ধরনের হুঁশিয়ারি না দিয়ে তাদের ফাঁসি দিয়ে, দ্বিখণ্ডিত করে বা বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হতো। তিনি সম্ভবত মানুষের চেয়ে বেশি পছন্দ করতেন ঘোড়া। তার কাছে থাকা ৭,৮০০টি রেসের ঘোড়ার প্রতিটিরই বংশ পরিচয় বলতে পারতেন বলে মনে করা হয়। তিনি প্রায়ই তার সবচেয়ে মূল্যবান দাসের চেয়ে ঘোড়ার জন্য বেশি দাম দিতে প্রস্তুত থাকতেন। তিনি চেঙ্গিজ খানের এক বংশধরকে বিয়ে করেছিলেন, তার ২৫ সন্তান এবং ১২ শ' উপপত্নী ছিল। তবে তিনি জেরুজালেমকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে গড়ার ব্যবস্থা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

১৩১৭ সালে তিনি তীর্থযাত্রায় গিয়ে তার সেনাপতিদের বুঝিয়ে দেন, তাদের পবিত্র দায়িত্ব হলো টেম্পল মাউন্ট এবং এর চারপাশের রাস্তাগুলো সৌন্দর্যমণ্ডিত করা। সুলতান তার সর্বোত্তম বন্ধু ও সিরীয় ভাইসরয় তানকিজের সহায়তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাওয়ার অব ডেভিড (দাউদের মিনার) সংস্কার, গ্যারিসনের জন্য জুমার মসজিদ, টেম্পল মাউন্টে স্মারক স্তম্ভ ও মাদরাসা, ডোম ও আল-আকসার ছাদ নতুন করে নির্মাণ করেন। এ ছাড়া গেট অব দ্য চেইনে মিনার সংযোজন এবং গেট অব দ্য কটন-সেলার ও কটন-সেলার মার্কেট নির্মাণ করেন। এগুলো এখনো দেখা যায়।

আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য নাসির সুফি তরিকা অনুসরণ করতেন, প্রিয় তরিকার সুফিদের জন্য পাঁচটি খানকা নির্মাণ করেন। এসব জৌলুসপূর্ণ খানকায় তারা নৃত্য, সঙ্গীত, ভাবসমাধি এবং অনেক সময় আত্ম-নিপীড়নও করতেন। তারা মনে করতেন, খোদাকে পাওয়ার জন্য এসব আবেগময় অনুভূতি প্রকাশ জরুরি।

সুলতানের লোকজন বার্তা পেয়ে গেলেন : তিনি ও তার উত্তরসূরিরা বিরাগভাজন আমত্যদের জেরুজালেমে নির্বাসন দিতেন, তারা জাঁকাল কমপ্লেক্স, মাদরাসা, সমাধিসৌধ ইত্যাদি নির্মাণ করে তাদের অসদুপায়ে অর্জিত সম্পদ ব্যয় করত। তারা মনে করত, টেম্পল মাউন্টের যত কাছাকাছি থাকা যাবে, শেষ বিচারের দিনে তত তাড়াতাড়ি ওঠা যাবে। তারা বিশাল খিলানের উপকাঠামো নির্মাণ করে তার ওপর নির্মাণকাজ চালাত। এসব ভবন* হারাম শরিফের (নোবল স্যাঙচুয়ারি) গেটগুলোর পাশে অবস্থিত আগের স্থাপনার ছাদকে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে।

AMARBOI.COM

নাসির জেরুজালেমকে, অন্তত মুসলিম কোয়ার্টার, বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থা থেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পেরেছিলেন। এ কারণেই ইবনে বতুতা নগরীটিকে 'বিশাল ও মনোরম' দেখেছিলেন। মুসলিম তীর্থযাত্রীরা দলে দলে আল-কুদস সফর করে দোজখের আগুন থেকে ডোমের (কুব্বাতুল সাখরা) বেহেশতে প্রবেশ করতে চাইত, *ফাজায়েল* কিতাব পড়ত, যাতে লিখা ছিল : 'জেরুজালেমে একটি পাপ অন্যত্র হাজারটি পাপের সমান এবং সেখানে একটি ভালো কাজ অন্য জায়গার হাজারটি ভালো কাজের সমতুল্য।' সেখানে বসবাস করা মানে 'মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হওয়া' এবং সেখানে ইন্তিকাল করা মানে 'বেহেশতে ইন্তিকাল করা'। জেরুজালেমের আধ্যাত্মিক মর্যাদা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, মুসলমানেরা রকে (পবিত্র পাথর) তাওয়াফ করত, চুমু খেত ও তেল লেপন করত, যা সপ্তম শতকের পর থেকে করা হয়নি। তবে কট্টর শরিয়তপন্থী আলেম ইবনে তাইমিয়া সুলতান নাসির এবং এসব সুফি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে থাকেন। তিনি ফতোয়া দেন, জেরুজালেম একটি তীর্থস্থান, তবে সেখানে কেবল *জেয়ারত* করা যাবে, কিন্তু সেটাকে কোনোভাবেই মক্কায় হজ করার মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যাবে না। সুলতান এই বিশুদ্ধবাদী ব্যক্তিকে ছয়বার কারারুদ্ধ করেন, তবুও তাকে অবদমিত করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়নি। ইবনে তাইমিয়ার উদ্দীপনায় সৌদি আরবে ওয়াহাবিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, আজকের জিহাদিরাও তাকে আদর্শবাদী মানে।

তুর্কি মামলুকেরা এলিট হয়ে যাওয়ায় তাদের প্রতি সুলতান নাসিরের আর কোনো আস্থা ছিল না। তাই তিনি তার দেহরক্ষী বাহিনীর জন্য ককেসাসের জর্জিয়া ও সারক্যাসিয়া থেকে দাস-বালক সংগ্রহ করেন। এসব দাস-বালক জেরুজালেমে তার সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত, তিনি হলি সেপালচর চার্চ জর্জীয়দের মঞ্জুর করেন। তবে ল্যাতিনেরা চার্চকে কোনোভাবেই ভুলতে পারেনি। ১৩৩৩ সালে সুলতান নেপলসের (ও জেরুজালেম) রাজা রবার্টকে চার্চটির অংশবিশেষ সংস্কার এবং মাউন্ট জায়নে অবস্থিত ক্যান্যাকলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার অনুমতি দেন। তিনি সেখানে ফ্রান্সিসক্যান আশ্রম নির্মাণ শুরু করেন।

অসুস্থ বাঘ সবচেয়ে বিপজ্জনক। সুলতান অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তবে তিনি তার বন্ধু তানকিজকে 'এত শক্তিশালী করেছিলেন যে, তিনি তার জন্য ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ালেন।' ১৩৪০ সালে তানকিজকে গ্রেফতার ও বিষপ্রয়োগ করা হয়। নাসির নিজেও এক বছর পর ইন্তিকাল করেন। তার উত্তরসূরি হন তার কয়েক ছেলে। তবে শেষ পর্যন্ত ককেশাসের নতুন দাসেরা ওই রাজবংশকে উৎখাত করে নতুন ধারার প্রবর্তন করে। এসব সুলতান জেরুজালেমে জর্জীয়দের সমর্থন করতেন। অন্য দিকে ঘৃণ্য ক্রুসেডারদের উত্তরসূরি ক্যাথলিক ল্যাতিনরা মামলুকদের নির্যাতনে জর্জরিত হতে লাগল। ইহুদি, খ্রিস্টান সবাই মামলুকদের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকত। ১৩৬৫ সালে সিপ্রিয়ট রাজা আলেকজান্দ্রিয়া আক্রমণ করলে চার্চটি বন্ধ করে দেওয়া হলো, ফ্রান্সিসকানদের প্রকাশ্যে ফাঁসিতে লটকানোর জন্য টেনে হিঁচড়ে দামাস্কাসে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে ফ্রান্সিসক্যানদের ফেরার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। তবে মামলুকেরা ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতে চার্চ এবং র‍্যামব্যান সিনাগগ ম্লান করে দেয় এমন কয়েকটি মিনার নির্মাণ করে। ১৩৯৯ সালে মধ্য এশিয়া বিজয়ী ভয়ংকর তৈমুর লঙ বাগদাদ দখল করে ঝড়ের বেগে সিরিয়ায় হাজির হলেন। এ সময় মামলুক বালক-সুলতান তার অভিভাবককে নিয়ে তীর্থযাত্রায় জেরুজালেম গিয়েছিলেন।[৪]

* এ সময়ই টেম্পলের পশ্চিম দিকসহ হেরোডের দেয়ালের অধিকাংশ স্থান নতুন মামলুক ভবনগুলোর আড়ালে চলে যায়। তবে মুসলিম কোয়ার্টারের আঙিনার গোপন গলিপথে সেগুলো দেখা যেতে পারে। জেরুজালেমের গোপন স্থানগুলোর অন্যতম এটা। দক্ষিণের বিখ্যাত ওয়েস্টার্ন ওয়ালটি ইহুদিরা যেভাবে শ্রদ্ধা করত, ওই সময় অল্পসংখ্যক ইহুদি এখানে সেভাবে প্রার্থনা করতে থাকে, এখনো করে। এর নাম হয় 'লিটল ওয়াল'।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলুকদের তৈরি বিশেষ *মুকারনা* (স্তালাকতাইত কার্বেলিং পদ্ধতি), *আকলাক* (সারিবদ্ধভাবে সাদার পরে কালো পাথর বসানোর পদ্ধতি) শিল্পমতি স্থাপনাগুলো মুসলিম কোয়ার্টারজুড়ে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে সুন্দরটি হলো তানকিজের নির্মিত তানকিজিয়া প্রাসাদ মাদরাসা। গেট অব চেইনের ওপর এটা নির্মাণ করা হয়েছিল। ওই সময় মামলুক আমিরেরা মোট ২৭টি মাদরাসা নির্মাণ করেছিলেন, সবগুলোতেই মামলুক আমিরদের স্বকীয় চিহ্ন বা প্রতীক দেওয়া। পেয়ালাবাহক হিসেবে তানকিজের ভবনে পেয়ালার প্রতীক ছিল। জেরুজালেমের এই বিশিষ্ট আমির তার সম্পদ ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। এর একটি অংশ মাদরাসাটির জন্য ব্যয় হতো। অপর একটি অংশ নির্ধারিত ছিল তার বংশধরদের আশ্রয় ও চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য। ঘন ঘন পট পরিবর্তনে যেকোনো মুহূর্তে পদ ও সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে তিনি এই ব্যবস্থা করেছিলেন। সমাধি বা তুরবাগুলোতে সাধারণত সবুজ জাফরি-কাটা জানালাসংবলিত ভূগর্ভস্থ কক্ষ থাকত, যাতে সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় পথচারীরা দোয়া-দরুদ শুনতে পায়, তাদেরও দেখা যায়। পরে জেরুজালেমের আরব পরিবারগুলো এসব কবর দেখাশোনার দায়িত্ব পায়, এখনো অনেক পরিবার এগুলোতে বসবাস করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলবেনিয়ার লালচুল দাড়িওয়ালা জেনারেল এশিমো ইব্রাহিম পাশা ১৮৩১ সালে সিরিয়া দখল করে তুরস্কের ইস্তাম্বুল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন। তিনি জেরুজালেমের বিদ্রোহ কঠিন হস্তে দমন করেন ও জেরুজালেমকে ইউরোপিয়ানদের কাছে উন্মুক্ত করেন।

জেরুজালেম যাওয়ার পথে স্কটল্যান্ডের চিত্র শিল্পী-ডেভিড রবার্টসকে স্বাগত জানান জেলুনেট আলি। ডেভিড রবার্টসের প্রাচ্য বিষয় অঙ্কনেও ইউরোপিয় ছাপ পাওয়া যেত। যেমন হোলি সেপুলশেরে চার্চের ভেতরের চিত্রসজ্জায় প্যালেস্টাইন সম্পর্কে ইউরোপিয় দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে উঠত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদি ও দানশীল স্যার মোসেস মোনটেফিওরে সাতবার জেরুজালেম ভ্রমণ করেন। তিনি অল্প কয়েকজনের অন্যতম যিনি, পুরাতন নগরীর বাইরে নির্মাণ কাজ করেন। তাঁকে এক মর্যাদাশীল হিব্রু হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর উইন্ডমিল ও কটেজ নির্মাণ করেন *(নিচে)*। তাঁর একটা বদনামও ছিল। তিনি আশি বছর বয়সে ১৮ বছর বয়সী এক গৃহকর্মীর গর্ভে সন্তান জন্মদান করেন।

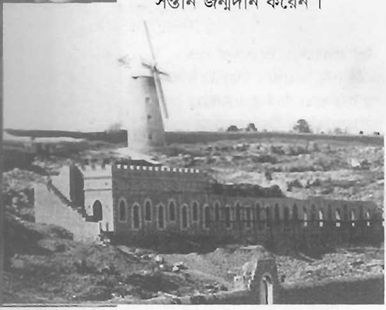

নিচে: আশ্চর্যজনকভাবে সে সময় *ওল্ড সিটি* বিরান হয়ে পড়েছিল, কোনো জনসমাগম ছিল না। ১৮৬১ সালে, বিখ্যাত চিত্র গ্রাহক ইয়েসায়ির তোলা এই ছবি হোলি *সেপুলশেরের* পেছনে বিরান, জনমানবশূন্য দৃশ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে ১৮৩০ সাল থেকে আরবিভাষী ইহুদিদের সাথে যোগ দেয় রাশিয়া থেকে আগত ইয়েদিশভাষী ইহুদিরা। ইউরোপ থেকে আগত ইহুদিরা আশ্চর্য হয় ইয়েমেনাইট *(বামে)* ও আশখেনজির *(ডানে)* ইহুদিদের আন্তরিক সম্পর্ক দেখে।

জেরুজালেমে আবার রাশিয়ার অর্থডক্স খ্রীস্টানদেরও প্রাধান্য ছিল। ইস্টার দিবসে শত শত খ্রিস্টান প্রার্থনা করতে যেত *(নিচে বামে)*। *জাফা গেট ও ডেভিড স্ট্রিটে* ইউরোপিয়দের বসতি গড়ে উঠেছিল *(নিচে ডানে)*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিয়েনায় অবস্থানরত সাংবাদিক থিওডোর হারজ ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী প্রচারবিদ, ইহুদিবাদের রাজনৈতিক প্রচারক। ১৮৯৮ সালে তিনি জার্মানির কায়সার ভিলহেলম দ্বিতীয়'র সঙ্গে জেরুজালেমে দেখা করেন। কায়সার দ্বিতীয় নিজেকে জার্মান ক্রুসেডর ভাবতেন এবং তিনি ক্রুসেডরদের সাদা পোশাক পরিধান করে হারজের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

কায়সার ভিলহেলম দ্বিতীয় টোম্ব অব কিংস পরিদর্শন করেন। ফরাসি ঐতিহাসিক দ্যা সুলস দাবি করেছিলেন এটা *কিং ডেভিডের* সমাধি। আসলে এটা হলো প্রথম শতাব্দীর *আদিবেনের রানির* সমাধি।

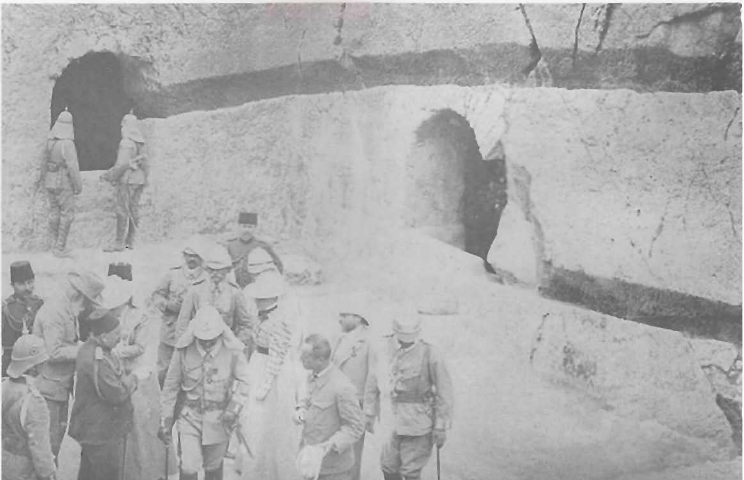

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে: জেরুজালেমের মেয়র সেলিম আল-হোসেইনি এক আদর্শস্থানীয় অভিজাত মেয়র ছিলেন জেরুজালেমে।

উপরে: আমেরিকার ধনকুবের খ্রিস্টান সম্প্রদায় জেরুজালেমে আসা শুরু করে। অচিরেই তারা সেখানে পরিচিত হন দানশীল ও ভাল লোক হিসেবে। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতাদের একজনের কন্যা *বার্থা স্ফাফোর্ড* বেদুইন বন্ধুদের সাথে।

নিচে: আর্ক অব কোভেননাট উদ্ধারের জন্য তিন বছরের এক প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে হাতে নিয়েছিলেন খুবই উচ্চ-পরিবারের অভিজাত মন্টাগু পার্কার যিনি পরে আল অব মোরলে নামে পরিচিত, মুসলমান ও ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গার কারণে কাজটি পরিত্যক্ত হয়। তবে তিনি নিরাপদে ফিরে যেতে পেরেছিলেন।

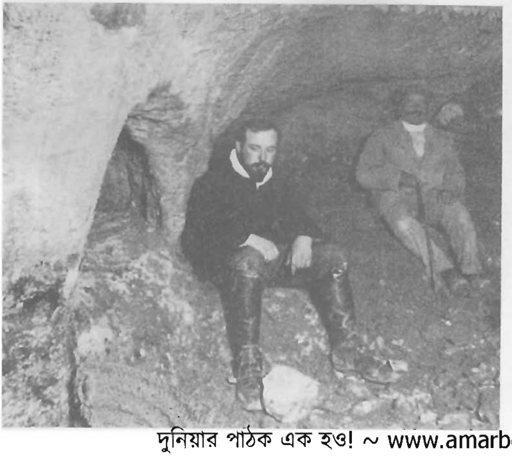

উপরে: প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে মনমুগ্ধকারী প্রভাবশালী সমাজের মধ্যে বিচরণকারী আউদ বাদক ওয়াসিফ জাওহারি সকলকে চিনতেন, জানতেন, দেখেছেন অনেক কিছু আর এসব বর্ণনা করেছেন তার ডায়রিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জেরুজালেমের স্বৈরাচারী শাসক জামাল পাশা, জাতিতে তুর্কি। পছন্দ করতেন দামি চুরুট, দামি শ্যাম্পেন, ইহুদি সুন্দরী নারী ও নৃশংসভাবে মানুষ হত্যা।

চেইম ভাইজমানের *(বামে)* পূর্বপুরুষরা এসেছেন রাশিয়া থেকে তাঁর উঠা-বসা ছিল বড় বড় মহারথীদের কিং ও লর্ডদের সাথে। তাঁর সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব দিয়ে লিয়ড জর্জ, চার্চিল *(মাঝখানে ছবি)* বালফোর সহ অনেককে তিনি ইহুদিদের পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হন। আর অন্যদিকে লরেন্স অব আরাবিয়া *(ডানে)* আরবদের পক্ষে কাজ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মসমর্পণ, ১৯১৭ সালে জেরুজালেমের মেয়র হোসেইন আল-হোসেইনি (ছবির কেন্দ্রে ছড়ি হাতে) ছয়বার ঝাড়ুতে সাদা কাপড় বেধে ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণ করার চেষ্টা করেন।

চূড়ান্ত রায়: জেরুজালেম জয় করার পর সামরিক গভর্নর, জেনারেল আলেনবি, রোনাল্ড স্টোরস চতুর্থ জানুয়ারি উদযাপন করছেন, সেখানে ছিল আনাস্পাফোর্ড *(বামে)*, আমেরিকান কলোনীতে ১৯১৮।

১৯২১ সালে আগাস্টা ভিক্টোরিয়া গার্ডেনে উইনস্টোন চার্চিলের পেছনে পেছনে হাঁটছেন লরেন্স অব আরাবিয়া ও আমির আবদুল্লা। বৃটিশ উপনিবেশ সচিব জর্দানে আবদুল্লার নতুন কর্তব্য নির্ধারণ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃটিশদের বিজয়ের গৌরবে মহিমান্বিত জেরুজালেমে রানি ভিক্টোরিয়ার পুত্র ও কননাটের ডিউক প্রিন্স আর্থার, জেরুজালেমের বারাক স্কোয়ারে পদক প্রদান করেন। যারা পদক পেয়েছিলেন তাদের সার্টে শোভিত হচ্ছিল অটোমান বাদশাহদের ও জার্মান পদকও।

প্যালেস্টাইনের হাই কমিশনার হারবার্ট স্যামুয়েল *(মাঝখানে বসা)* এবং জেরুজালেমের গর্ভনর স্টোরস দাঁড়ানো ডানদিক থেকে চতুর্থ ধর্মীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করেন ১৯২৪ সালে বৃটিশ স্বাধীনতা উদযাপনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান চার্চে খ্রিস্টীয় সার্ভিস হওয়ার পর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০
মামলুকদের পতন
১৩৯৯-১৫১৭

তৈমুর লঙ ও অভিভাবক : তীর্থ নগরী

বালক-সুলতানের অভিভাবক ছিলেন ইবনে খালদুন, ইসলামি বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত বিদ্বজ্জন। তখন তার বয়স প্রায় ৭০। তিনি মরক্কো, (এক দফা কারাবরণের পরে) গ্রেনাডা, তিউনিসিয়া এবং সবশেষে (আরেক দফা কারাবরণের পরে) মামলুক সুলতানদের অধীনে কাজ করেন। ক্ষমতায় থাকা এবং কারাবরণের ফাঁকে ফাঁকেই তিনি তার অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *মুকাদ্দিমা* রচনা করেছিলেন, যা এখনো ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সুলতান তাকেই তার উত্তরসূরি শিশুপুত্র ফারাজের অভিভাবক নিযুক্ত করেন।

কঠোরভাষী ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন ১০ বছর বয়সী সুলতানকে জেরুজালেম দেখাচ্ছিলেন। আর তখনই তৈমুর লঙ মামলুক দামাস্কাস অবরোধ করলেন। খোঁড়া তৈমুর নামে পরিচিত তৈমুর লঙ ছিলেন মধ্য এশিয়ার আঞ্চলিক সেনানায়ক, ক্ষমতায় উত্থান হয় ১১৭০ সালে। বিস্ময়কর রণকুশলী, তীক্ষ্ণ প্রতিভাধর, তুর্কি বংশোদ্ভূত এই ব্যক্তিটি ৩৫ বছরে নিকট প্রাচ্যের বেশির ভাগ এলাকা জয় করেছিলেন। তিনি বিজিত এলাকা শাসন করতেন ঘোড়ার পিঠ থেকে, নিজেকে চেঙ্গিজ খানের উত্তরসূরি বলে প্রচার করেন। যুদ্ধে তিনি কখনো হারেননি। দিল্লিতে তিনি এক লাখ লোককে হত্যা করেছিলেন, ইসফাহানে ৭০ হাজার মানুষকে মেরেছিলেন। উভয় স্থানে ১৫ শ' খুলির ২৮টি মিনার বানিয়েছিলেন।

তবে তৈমুর লঙ কেবল যোদ্ধাই ছিলেন না। সমরকন্দে তার প্রাসাদ ও উদ্যানগুলো তার মার্জিত রুচির সাক্ষ্য দিচ্ছে। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন দক্ষ দাবাড়ু, ইতিহাসে আগ্রহী। দার্শনিকদের সঙ্গে বিতর্ক করতে তিনি ভালোবাসতেন। ফলে তিনি ইবনে খালদুনের সাথে সাক্ষাত করতে অত্যন্ত আগ্রহী হবেন এটাই স্বাভাবিক।

মামলুকেরা তখন ভয়াবহ আতঙ্কে। দামাস্কাসের পতন হলে ফিলিস্তিন হাতে থাকবে না, কায়রোও বেদখল হয়ে যাবে। বয়োঃবৃদ্ধ শিক্ষাবিদ ও বালক-সুলতান দ্রুত কায়রো ফিরে এলেন। তবে মামলুকেরা সাম্রাজ্য রক্ষার মিশনে তৈমুর লঙের সঙ্গে সরাসরি আলোচনার জন্য দুজনকে সিরিয়ায় পাঠাল। তখন জেরুজালেমবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিতর্ক করছিল : কিভাবে তারা 'খোদার চাবুক' নামে পরিচিত অপ্রতিরোধ্য লুণ্ঠনকারীর হাত থেকে পূণ্যনগরীকে রক্ষা করবে?

১৪০১ সালের জানুয়ারিতে দামাস্কাসের কাছে শিবির স্থাপন করেছিলেন তৈমুর লঙ, শুনতে পেলেন সুলতান ফারাজ ও খালদুন তার সম্মতির অপেক্ষায় আছেন। বালকটির প্রতি তার কোনো আগ্রহ ছিল না, খালদুনের ব্যাপারে গভীর মুগ্ধতা ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ডেকে পাঠালেন। রাজনীতিবিদ হিসেবে ইবনে খালদুন ছিলেন সুলতানের প্রতিনিধি, কিন্তু ইতিহাসবিদ হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই ওই আমলের শ্রেষ্ঠ নেতার সাক্ষাত পেতে দীর্ঘ দিন ধরে আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য, তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, জীবিত ফিরে আসতে পারবেন কি না। দুজনেই ছিলেন প্রায় সমবয়সী : ধূসর বিজয়ীবীর তার প্রাসাদসম তাঁবুতে অসহায় ইতিহাসবিদকে স্বাগত জানালেন।

এই 'রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী' ব্যক্তিটির প্রতি ইবনে খালদুনের সম্ভ্রম ছিল। তার মতে তিনি ছিলেন 'অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও তীক্ষ্ণধার, বিতর্কে প্রচণ্ড আগ্রহী, তিনি কী জানেন এবং কী জানেন না তা নিয়ে যুক্তি উপস্থাপনায় ক্লান্তিহীন।' ইবনে খালদুন কয়েকজন মামলুক বন্দির মুক্তির অনুরোধ করলেও তৈমুর লঙ তাতে সাড়া দেননি। তিনি প্রবলবেগে দামাস্কাসে প্রবেশ করে লুটপাট চালান, যেটাকে ইবনে খালদুন বলেছেন, 'পুরোপুরি বিপর্যয়কর ও ভয়ংকর কাজ'। এখন জেরুজালেমের রাস্তা পুরোপুরি উন্মুক্ত হয়ে গেল। নগরীর *আলেমেরা* তৈমুর লঙের কাছে নগরী সমর্পণের লক্ষ্যে ডোম অব দ্য রকের চাবিসহ একটি প্রতিনিধি দল পাঠালেন তার কাছে। জেরুজালেমবাসী যখন দামাস্কাস পৌঁছালেন, তখন বিজয়ীবীর আনাতোলিয়ায় উদীয়মান উসমানিয়া তুর্কিদের দমাতে ছুটছেন। তারপর ১৪০৫ সালে চীন জয় করতে যাওয়ার পথে তৈমুর লঙ মারা গেলেন। জেরুজালেম মামলুকদের হাতেই থেকে গেল। তৈমুর লঙের সঙ্গে দেখা করার পর ইবনে খালদুন কায়রো ফিরে গিয়েছিলেন, সেখানে তিনি এক বছর পর নিজের বিছানায় ইন্তিকাল করেন। তার ছাত্র সুলতান ফারাজ কখনো তার শিক্ষকের সঙ্গে ঘটনাবহুল সফরটি বিস্মৃত হননি। তিনি ঘনঘন জেরুজালেম যেতেন, টেম্পল মাউন্টে রাজকীয় ছত্রছায়ায় সালতানাতের হলুদ ব্যানারঘেরা স্থানে নিয়মিত রাজসভায় বসতেন, দরিদ্রদের স্বর্ণমুদ্রা দান করতেন।

তখন জেরুজালেমের অধিবাসী সংখ্যা মোটে ৬ হাজার। এদের মধ্যে মাত্র ২০০ ইহুদি এবং ১০০ খ্রিস্টান পরিবার। শহরটি নিয়ে যে আবেগ ছিল, তার সঙ্গে এই অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বেমানান। নগরীটি ছিল বিপজ্জনক ও অস্থিতিশীল। জেরুজালেমবাসী ১৪০৫ সালে করের বোঝায় অতিষ্ঠ হয়ে মামলুক গভর্নরকে নগরীর বাইরে তাড়িয়ে দেন। হারামের আর্কাইভে আলেম, সুফি দরবেশ, নির্বাসিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলুক আমির, ধনী বণিকদের বংশ পরম্পরা, কোরআন অধ্যয়নকারী, গ্রন্থ সংগ্রহকারী, জলপাই তেল ও সাবানের ব্যবসা, বক্রধনু ও তরবারি চালানোর বিবরণ পাওয়া যায়। অবশ্য তত দিনে ক্রুসেডারদের পক্ষ থেকে কোনো হুমকি ছিল না। খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীরা ছিল আয়ের প্রধান উৎস। তবে তাদের সঙ্গে সাধারণত বিরূপ আচরণই করা হতো। স্বেচ্ছাচারমূলক জরিমানা আদায়ের জন্য তীর্থযাত্রীদেরকে মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করা হতো। বন্দি খ্রিস্টানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়ে একজন বলেছিলেন, 'তোমাকে টাকা দিতেই হবে, অন্যথায় পিটিয়ে মারা হবে।'

বিবেকহীন মামলুক, উচ্ছৃঙ্খল তীর্থযাত্রী, ঝগড়াটে খ্রিস্টান বা লোভী জেরুজালেমবাসীর মধ্যে কারা সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক ছিল, তা বলা কঠিন। অনেক তীর্থযাত্রী এত পাজী ছিল যে স্থানীয় ও মুসাফিরদের হুঁশিয়ার করে বলা হতো, 'জেরুজালেম সফরকারী যেকোনো ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে থাকবে।' এমন কি মুসলমানেরা পর্যন্ত বলত 'পূণ্যনগরীগুলোর বাসিন্দাদের মতো দুর্নীতিবাজ আর কেউ নেই।'

এ দিকে অনেক সময় মামলুক সুলতানেরা নগরীতে এসে জেরুজালেমের লোকদের হাতে নির্যাতিত খ্রিস্টান ও ইহুদিদের ওপর নতুন করে অত্যাচার চালাতেন।

দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা কায়রোর দরবারেও শুরু হয়েছিল। ককেশিয়ান সুলতানেরা তখনও সাম্রাজ্য শাসন করছে, ক্যাথলিক ফ্রান্সিসক্যানেরা ইউরোপীয় সমর্থন পাচ্ছে। কিন্তু খ্রিস্টান জেরুজালেমে প্রাধান্য ছিল আর্মেনীয় ও জর্জীয়দের। তারা আবার একে অন্যকে ঘৃণা করত। ক্যাথলিকদের প্রতি বিদ্বেষ তো ছিলই। আর্মেনীয়রা তখন সেন্ট জ্যামেসের আশপাশে নিজেদের কোয়ার্টার সম্প্রসারণ করতে বেপরোয়া ছিল। তারা মামলুকদের ঘুষ দিয়ে জর্জীয়দের কাছ থেকে বলপূর্বক ক্যালভারির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে। তবে জর্জীয়রা আরো বেশি ঘুষ দিয়ে সেটা ফিরে পায়। সেটাও স্থায়ী হয়নি। ৩০ বছরে ক্যালভারির নিয়ন্ত্রণ পাঁচবার হাতবদল হয়।

ইউরোপে তখন তীর্থযাত্রা ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। ফলে ঘুষ ও মুনাফা ছিল বিপুল। ইউরোপীয়রা অবশ্য তখনো মনে করত না যে, ক্রুসেড শেষ হয়ে গেছে। বিশেষ করে ক্যাথলিকদের ইসলামি স্পেন পুনঃজয় তাদের কাছে ক্রুসেডই ছিল। তবে জেরুজালেম মুক্ত করতে কোনো অভিযান চালানো হয়নি। সব খ্রিস্টানই মনে করত, তারা জেরুজালেম চেনে, যদিও তাদের অনেকে কখনো নগরীটি দেখেওনি। গির্জায় বক্তৃতা, চিত্রকলা, সূচিকর্মে জেরুজালেম দেখা যেত। সাবেক তীর্থযাত্রী বা যারা তীর্থযাত্রা করতে পারেনি এমন লোকদের নিয়ে গঠিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম ভ্রাতৃসঙ্ঘগুলো অনেক শহরে জেরুজালেম চ্যাপেল প্রতিষ্ঠা করেছিল। ওয়েস্টমিনিস্টার প্রাসাদে নিজস্ব জেরুজালেম চেম্বার ছিল। প্যারিস থেকে পশ্চিমে প্রুসিয়া ও পূর্বে লিভোনিয়া পর্যন্ত অনেক এলাকা স্থানীয় জেরুজালেম নিয়ে গর্ব করত। ইংল্যান্ডে একমাত্র জেরুজালেম ছিল ছোট্ট গ্রাম লিংকনশায়ারে, ওই উৎসাহ থেকেই এর সৃষ্টি। প্রতি বছর হাজার হাজার লোক সেখানে তীর্থযাত্রা করত,* তাদের অনেকে ছিল বদ্ধ উন্মাদ। ইংরেজ সাহিত্যিক চসারের গ্রন্থে দেখা যায়, এক মুখরা বাথ-বাসিনী তিনবার জেরুজালেম গিয়েছে।

জেরুজালেম প্রবেশের জন্যই তীর্থযাত্রীদের কয়েকবার জরিমানা ও কর দিতে হতো। তারপর দিতে হতো চার্চে। মামলুকেরা সেপালচরের অভ্যন্তরভাগও নিয়ন্ত্রণ করত। তারা প্রতিরাতে চার্চটি বন্ধ করে দিত। তীর্থযাত্রীরা চাইলে অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে সারা রাত সেখানে আবদ্ধ থাকতে পারত। চার্চে স্টল, দোকান, বিছানা এবং বিপুল পরিমাণে মানুষের চুলসহ (অনেকে মনে করত সেপালচরে চুল কেটে সেখানে রেখে দিলে আরোগ্য লাভ করা যায়) বাজার-কাম-সেলুন ছিল। অনেক তীর্থযাত্রী যেসব তীর্থস্থানে যেত, সেখানে তারা তাদের নাম লিখে রাখতে প্রচুর সময় ব্যয় করত। মুসলমানেরা নিয়োজিত ছিল স্মারক শিল্পে। তীর্থযাত্রীরা দাবি করে, মুসলিম ভ্রূণ শিশুদের রাসায়নিক পদার্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে সেগুলো 'ম্যাস্যাক্যার অব দ্য ইনোসন্টে'র শিকার অভিহিত করে ধনী ইউরোপীয়দের কাছে বিক্রি করা হয়।

AMARBOI.COM

অনেক তীর্থযাত্রী বিশ্বাস করত, চার্চের ভেতরে গর্ভধারণ বিশেষ পূণ্যের কাজ, সেখানে অবশ্যই অ্যালকোহল থাকত। আর এজন্য রাতের অন্ধকারে প্রায়ই মোমবাতির আলোর ব্যবস্থা করা হতো, কড়া পানীয় পানের মচ্ছব বসত, ভজন শেষ পর্যন্ত ভয়াবহ ঝগড়া পরিণত হতো। এক বিরক্ত তীর্থযাত্রী সেপালচরকে 'পুরোপুরি বেশ্যালয়' হিসেবে অভিহিত করেছেন। আরনল্ড ভন হারফ নামের অন্য এক রসিক জার্মান নাইট আরবি ও হিব্রু ভাষা শিখে সময় কাটাতেন। তিনি তার মনোভাবের কিছুটা ইঙ্গিত দিয়েছেন-

> তুমি আমাকে কত দেবে?
> আমি তোমাকে একটা মুদ্রা দেবই।
> তুমি কি ইহুদি?
> নারী, আজ রাতে তোমার সঙ্গে আমাকে শুতে দাও।
> ম্যাডাম, আমি 'ইতোমধ্যেই' তোমার বিছানায়।

ফ্রান্সিসক্যানেরা ক্যাথলিক তীর্থযাত্রীদের স্বাগত জানাত, খ্রিস্টের চলাচল পথ দেখাত। মামলুক গভর্নরের ম্যানশনকে তারা পিলাতির প্রাটোরিয়াম হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিহিত করে সেখান থেকে তাদের দেখানোর কাজ শুরু হতো। এটা প্রভুর পথ বা দ্য লর্ডস ওয়ের (পরে ভায়া ডোলোরোসা) প্রথম স্টেশনে পরিণত হয়েছিল। তীর্থযাত্রীরা খ্রিস্টান স্থানগুলোর ইসলামিকরণ দেখে কষ্ট পেত, যেমন ভার্জিন মেরির মায়ের জন্মস্থান সেন্ট অ্যানেস চার্চ সালাহউদ্দিনের মাদরাসার দখলে চলে গিয়েছিল। জার্মান ভিক্ষু ফেলিক্স ফ্যাবরি চুপিচুপি এই তীর্থস্থানে যেতেন। আর হারফ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছদ্মবেশে টেম্পল মাউন্টে প্রবেশ করেছিলেন। উভয়েই তাদের অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ কাহিনী লিখে রেখে গেছেন। তাদের মনোমুগ্ধকর ভ্রমণবৃত্তান্ত একইসঙ্গে নতুন ধরনের অনুসন্ধিৎসু মনোভাব জাগায়, শ্রদ্ধাভাব প্রকাশ করে।

তবে মামলুকদের খেয়ালি নির্যাতন থেকে খ্রিস্টান ও ইহুদিরা কখনো নিরাপদ ছিল না। আবার জেরুজালেমের পূণ্যময়তা এত সংক্রমক ছিল যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা যখন মাউন্ট জায়নে ডেভিড'স টম্ব (দাউদের সমাধি) নিয়ে যুদ্ধ শুরু করল, তখন সুলতানেরা সেটাকে মুসলমানদের বলে দাবি করে বসল।

তখন সেখানে হাজার খানেক ইহুদি স্থায়ীভাবে বাস করছিল। তাদের এলাকাটি জুইশ কোয়ার্টারে পরিণত হয়েছিল। তারা তাদের র‍্যামব্যান সিনাগগ, টেম্পল মাউন্টের গেটগুলোর আশাপাশে (বিশেষ করে ওয়েস্টার্ন ওয়ালে তাদের স্টাডি হাউজে) প্রার্থনা করত, 'শেষ বিচার দিনের' প্রস্তুতি হিসেবে মাউন্ট অব অলিভসে মৃতদের দাফন করা হতো। তারা ক্যান্যাকলে ফ্রান্সিসক্যানদের নিয়ন্ত্রিত খ্রিস্টানদের তীর্থস্থান ডেভিড'স টম্বে (ওখানে সত্যিকারের দাউদের (ডেভিড) কবর ছিল কি না সে প্রশ্ন অবান্তর, স্থানটির সৃষ্টি ক্রুসেডের সময়) প্রার্থনা করতে আসতে লাগল। খ্রিস্টানেরা তাদের প্রবেশে বিধিনিষেধ আরোপ করতে চাইলে ইহুদিরা কায়রোতে অভিযোগ দাখিল করে, যা উভয় সম্প্রদায়ের জন্যই দুঃখজনক ফল বয়ে আনে। খ্রিস্টানেরা ওই ধরনের একটি জায়গা দখল করে আছে- এটা জেনে তদানীন্তন সুলতান বারসবে ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি নিজে জেরুজালেম গিয়ে ফ্রান্সিসক্যান চ্যাপেলটি ধ্বংস করে ডেভিড'স টম্বের ভেতরে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। কয়েক বছর পর তার অন্যতম উত্তরসূরি সুলতান জকমক ইসলামের জন্য পুরো মাউন্ট জায়ন দখল করে নেন। পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটল : পুরনো বিধিনিষেধ প্রয়োগে কড়াকড়ি করা হলো, নতুন নতুন নিয়ম প্রবর্তিত হলো। খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পাগড়ির আকার সীমিত করে দেওয়া হলো; হাম্মামে পুরুষদের গলায় গবাদি পশুর মতো ধাতব রিং পরতে হতো; ইহুদি ও খ্রিস্টান নারীদের একত্রে গোসল করা নিষিদ্ধ হলো; জকমক ইহুদি চিকিৎসকদের মুসলমানদের চিকিৎসা করা নিষিদ্ধ করলেন। ** এক ঝড়ে র‍্যামব্যানের সিনাগগটি বিধ্বস্ত হলে কাজি পুনর্নির্মাণ নিষিদ্ধ করে দাবি করলেন, সেটা পাশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদের অংশ। ইহুদিরা ঘুষ দিয়ে সিদ্ধান্তটি রদ করলেও স্থানীয় আলেমরা সেটা গুঁড়িয়ে দেন।

১৪৫২ সালের ১০ জুলাই জেরুজালেমবাসী খ্রিস্টানবিরোধী তাণ্ডব (পোগ্রম) শুরু করে। আল-আকসার গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলতে তারা সেপালচরে নতুন ঝুল বারান্দা ভেঙে দেয়, খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের হাড় উপড়ে ফেলে। খ্রিস্টানেরা অনেক সময় উস্কানিমূলক আচরণ করত। ১৩৯১ সালে চার ফ্রান্সিসকান সন্ন্যাসী আল-আকসায় গিয়ে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'মোহাম্মদ ভণ্ড , খুনি, নারীলোলুপ,' এবং 'বেশ্যাবৃত্তিতে' বিশ্বাসী ছিলেন। কাজি তাদেরকে ওইসব বক্তব্য প্রত্যাহারের সুযোগ দিলেন। কিন্তু তারা তাতে অস্বীকৃতি জানালে তাদেরকে পিটিয়ে মৃতপ্রায় করা হয়। তারপর চার্চের আঙিনায় আগুন জ্বালানো হয়, সেখানে 'প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত' লোকজন তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিঁড়ে আগুনে পুড়িয়ে মারে।[৮] অবশ্য স্বস্তিদায়ক পরিবেশও আসন্ন ছিল। এক সহিষ্ণু সুলতানের আগমন ঘটল, ফরাসি খাবার খ্রিস্টান জেরুজালেমের ভাগ্য বদলে দিল।

* ১৩৯৩ সালে হেনরি বলিংব্রুক জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা করতে আসেন। তিনি চতুর্থ হেনরি হিসেবে সিংহাসন দখল করার সময় বলেছিলেন, তিনি মারা যাওয়ার সময় সেখানে ফিরে আসবেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছিলেন : ওয়েস্টমিনিস্টারে জেরুজালেম চেম্বারে অবস্থান নেন। তার পুত্র পঞ্চম হেনরিও একই ধরনের ভক্তি ছিল। আজিনকোর্টের বিজয়ী এই বীর তার মৃত্যুশয্যায় জেরুজালেমের দেয়ালগুলো পুনঃনির্মাণের জন্য তীর্থযাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

** সুলতান জকমক ল্যাতিনদের সন্ত্রস্ত করলেও তিনি আর্মেনীয়দের রক্ষা করতেন। আর্মেনিয়ান মনেস্টেরির দরজার ওপরে তাদের প্রতি সুলতানের কৃপাদৃষ্টি-সংবলিত একটি শিলালিপি এখনো রয়ে গেছে।

সুলতান এবং খ্রিস্টান মামলেট

কাইতবে ছিলেন সারকেসিয়ান দাস-বালক। পরে তিনি মামলুক জেনারেল হয়েছিলেন। তিনি কয়েক বছর জেরুজালেমে নির্বাসনজীবন কাটিয়েছিলেন। মুসলিম বাড়িগুলোতে নিষিদ্ধ থাকায় কাইতবে ফ্রান্সিক্যানদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হন, তারা তাকে ফরাসি খাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। সবজি ও ডিম দিয়ে তৈরি একটি খাবার তার খুব ভালো লেগেছিল। ১৪৮৬ সালে মামলুক সিংহাসনে আরোহণের পর তার সেটা মনে ছিল। তিনি প্রতিদানে খ্রিস্টান ভিক্ষুদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়রোতে আমন্ত্রণ জানান, চার্চ নির্মাণের অনুমতি দেন। তিনি তাদেরকে মাউন্ট জায়নও ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তারা ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলে কাইতবে ইহুদিদেরকে চার্চ কিংবা মাউন্ট জায়নের আশ্রমের কাছাকাছি যাওয়াও নিষিদ্ধ করেন। ইহুদিদের বাছবিচারহীনভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হতো, এমনকি অন্যমনস্কভাবে চার্চ অতিক্রম করলেও তারা প্রাণ হারাত। ১৯১৭ সাল পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। তবে সুলতান ইহুদিদের র‍্যামব্যান সিনাগগ পুনর্নির্মাণের অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি টেম্পল মাউন্টকে কখনো অবহেলা করেনি। ১৪৭৫ সালে সফরের সময় তিনি আশরাফিয়া মাদরাসা উদ্বোধন করেন যা এত সুন্দর ছিল যে, এটাকে 'জেরুজালেমের তৃতীয় রত্ন' হিসেবে অভিহিত করা হতো। সেখানে নির্মিত তার লাল ও ক্রিম রঙের পাথরে সাজানো ঘণ্টাকৃতির গম্বুজবিশিষ্ট ঝরনাটি পুরো নগরীর সবচেয়ে জাঁকাল সামগ্রী বিবেচিত হয়।

কাইতবের প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও মামলুকদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হচ্ছিল। নগরের কাজি মজিরউদ্দিন টাওয়ার অব ডেভিড (দাউদের মিনার) থেকে মাগরিব নামাজের আজানের সময় দেখলেন, 'এটা পুরোপুরি অবহেলিত ও বিশৃঙ্খল।' ১৪৮০ সালে বেদুইনেরা জেরুজালেমে হামলা চালায়। তারা গভর্নরকে প্রায় ধরেই ফেলেছিল। তিনি দ্রুতগতিতে টেম্পল মাউন্ট পাড়ি দিয়ে জাফা গেট দিয়ে পালিয়ে যান। 'নগরীটি প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে,' বেদুইন হামলার অল্প পরে লক্ষ করেছেন বারটিনোরের রাব্বি ওবাদিয়াহ। তাঁর এক শিষ্য বলেছেন, আমি দূর থেকে 'আমি জীর্ণ নগরী দেখলাম,' পাহাড়গুলোতে শেয়াল আর সিংহ ঘুরছে। অবশ্য তখনো জেরুজালেম হৃদয়-মনে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। ওবাদিয়াহর অনুসারী অলিভেট থেকে জেরুজালেম দেখে বলেছেন, 'আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম, আমার হৃদয় শোকে ভেসে গেল, আমি জামা ছিঁড়ে কাঁদতে লাগলাম।' মজিরউদ্দিন নগরীটি ভালোবাসতেন। তার মনে হয়েছিল এই নগরী 'চমৎকার ও সুন্দরে পরিপূর্ণ- একটি বিস্ময়।'*

উসমানিয়ারা শেষ পর্যন্ত ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপল জয় করে। এর মাধ্যমে তারা সার্বজনীন রোমান সাম্রাজ্যের জাঁকাল ও আদর্শের অধিকারী হলেন। উসমানিয়ারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম উত্তরাধিকার যুদ্ধ ও নব-উদ্দীপ্ত পারস্য চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। ১৪৮১ সালে কাইতবে পলাতক উসমানিয়া যুবরাজ জেম সুলতানকে স্বাগত জানান। তিনি আশা করেছিলেন, ভিন্নমতালম্বী একটি সালতানাত উসমানিয়া রাজবংশকে বিভক্ত করে ফেলবে। কাইতবে জেমকে জেরুজালেমে রাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করেন। এই চালের ফলে ১০ বছরের অপচয়মূলক যুদ্ধের সূচনা ঘটে। আর এর মধ্যেই উভয় সাম্রাজ্যই নতুন দুই উদীয়মান শক্তির মুখোমুখি হয়। মামলুকেরা ভারত মহাসাগরে পর্তুগিজদের কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়ে আর উসমানিয়াদের সামনে দাঁড়ান পারস্যের ইসমাইল শাহ। দ্বাদশ শিয়া মতালম্বী ইসমাইল শাহ তার দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেন, ওই ধর্মমত এখনো দেশটিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। এই দুই পক্ষের চাপে উসমানিয়া ও মামলুকেরা স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ঐক্যবদ্ধ হয়। তবে এটা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার সামিল ছিল বলে প্রমাণিত হয়।[৭]

* মামলুক জেরুজালেমের শেষ বছরগুলোতে মাউন্ট অব অলিভসে গমনকারী ইহুদি তীর্থযাত্রীরা যখন কান্না করছিল, তখন মজিরউদ্দিন জেরুজালেম ও হেবরন নিয়ে তার অনুরাগ, নিরলস পর্যবেক্ষণ সঙ্কলন করছিলেন। তিনি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাকে চমৎকার একটি গম্বুজযুক্ত সমাধিতে কবর দেওয়া হয়েছিল, যা এখন ভার্জিনস সমাধির ঠিক ওপরে অবস্থিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় সাত

উসমানিয়া তুর্কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যিশু জেরুজালেমে জন্মগ্রহণের পর থেকে এই মহান নগরীটি সব দেশের রাজাদের, বিশেষ করে খ্রিস্টান শাসকদের আকাঙ্ক্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছে, তারা জেরুজালেমের জন্য যুদ্ধ করেছেন।... জেরুজালেম ছিল জিন জাতির উপাসনার স্থান।... এখানে এক লাখ ২৪ হাজার নবির মাজার আছে।

ইভলিয়া চেলেবি, *বুক অব ট্রাভেলস*

স্বপ্নে নবিজি সোলায়মানকে বললেন : 'হে সোলায়মান, ডোম অব দ্য রক সজ্জিত এবং জেরুজালেম পুনর্নির্মাণ করো।'

ইভলিয়া চেলেবি, *বুক অব ট্রাভেলস*

পবিত্র সেপালচরকে অনেক সম্প্রদায় প্রবলভাবে দাবি করে, কোনো সুবিধার জন্য এত ক্রোধ ও বিদ্বেষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা হয়, তারা অনেক সময় মারামারিতে লিপ্ত ও আহত হতো। সেপালচরের দরজায় 'কোরবানির' সঙ্গে তাদের নিজেদের রক্তও লেগে থাকে।

হেনরি মন্ড্রেল, *জার্নি*

মধুর জেরুজালেমে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে আমরা এই গোলযোগপূর্ণ এই দুনিয়ার কষ্ট ভুলে যাই।

উইলিয়াম সেক্সপিয়র, *হেনরি সিক্স*, তৃতীয় খণ্ড

পূণ্যময় স্থানগুলোতে ঘোরাফেরা করার বদলে আমরা আমাদের চিন্তা-ভাবনা বিশ্লেষণ, আমাদের মন পরীক্ষা এবং প্রকৃত প্রতিশ্রুত ভূমি সফর করতে পারি।

মার্টিন লুথার, *টেবিল টক*

আমরা দেখব, ইসরাইলের ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে আছেন... আর এ জন্য আমাদেরকে অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে যে, পাহাড়ের ওপর নগরী থাকলে, আমাদের ওপর সবার নজর থাকবে।

জন উইন্থ্রপ, *অ্যা মডেল অব ক্রিস্টিয়ান চ্যারিটি*।

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১
মহামতি সোলায়মান
১৫১৭-১৫৫০

দ্বিতীয় সোলায়মান এবং তার রোক্সেলানা

উসমানিয়া (অটোম্যান) সুলতান 'ভয়ংকর' সেলিম (সেলিম দ্য গ্রিম) ১৫১৬ সালের ২৪ আগস্ট আলেপ্পোর কাছে মামলুকদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধের মাধ্যমে জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়, পরের চার শ' বছর মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ এলাকা উসমানিয়াদের হাতে থাকে। সেলিম ১৫১৭ সালের ২০ মার্চ জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য সেখানে পৌছালেন। *আলেমেরা* আল-আকসা ও ডোমের চাবি তুলে দিলে সেলিম সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন, চিৎকার করে বললেন, 'আমি এখন প্রথম *কিবলার* অধিকারী।' সেলিম খ্রিস্টান ও ইহুদিদের প্রতি ঐতিহ্যবাহী সহিষ্ণুতা অব্যাহত থাকবে বলে ঘোষণা করেন। তারপর তিনি টেম্পল মাউন্টে নামাজ পড়েন। এরপর ছুটলেন মিসর পদানত করতে। সেলিম পারস্যকে পরাজিত করলেন, মামলুকদের জয় করেন। আবার তার ভাই, ভাতিজা ও সম্ভবত নিজের কয়েক পুত্রকেও হত্যা করে উত্তরাধিকার-বিষয়ক জটিলতা দূর করেন। ফলে ১৫২০ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি যখন মারা যান, তার জীবিত পুত্র ছিল মাত্র একজন।[১]

সিংহাসনে আরোহণের সময় সোলায়মানের বয়স ছিল 'মোটে ২৫ বছর। তিনি ছিলেন লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের, মুখমণ্ডল ছিল গোলাকার।' তিনি নিজেকে বলকান থেকে পারস্য সীমান্ত এবং মিসর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিপতি দেখতে পেলেন। 'আমি বাগদাদে শাহ, বাইজানটাইনে সিজার; মিসরে সুলতান,' ঘোষণা করলেন তিনি, এগুলোর সঙ্গে খলিফা পদবিটিও গ্রহণ করেন। উসমানিয়া সভাসদেরা তাদের শাসনকর্তাকে পাদিশাহ (সম্রাট) বলতেন, এতে বিস্ময়ের কিছুই ছিল না। এ সম্পর্কে তাদের একজন লিখেছিলেন : 'বিশ্বের সবচেয়ে সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন শাসক।' বলা হয়ে থাকে, নবিজি স্বপ্নে সোলায়মানকে বলেছিলেন, তাকে 'অবিশ্বাসীদের বিতাড়িত করতে হবে,' হারাম শরিফকে (টেম্পল মাউন্ট) সজ্জিত এবং জেরুজালেম পুনঃনির্মাণ করতে হবে। তবে তাকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল না। ইসলামি বিশ্বের সম্রাট হিসেবে তিনি নিজের সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন এবং তার স্লাভিক স্ত্রী রোক্সেলানা তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারবার 'এ যুগের সোলায়মান' বলে প্রশংসা করতেন।

সোলায়মানের প্রকল্পগুলোতে রোক্সেলানার অংশগ্রহণ করতেন, তাতে জেরুজালেমও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি সম্ভবত ছিলেন পোল্যান্ডের এক পাদ্রির অপহৃত কন্যা। তাকে সুলতানের হেরেমে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, সেখানেই তিনি সোলায়মানের নজরে আসেন। তিনি সুলতানের পাঁচটি ছেলে এবং একটি মেয়ে ধারণ করেন। 'অল্প বয়স্কা, সুন্দরী না হলেও মায়াবী ও ছিমছাম' এই নারীর চোখ দুটি ছিল বড় বড়, গোলাপি অধর ও মুখমণ্ডল গোলাকার- সমসাময়িককালের একটি ছবিতে তাকে এমনটিই দেখা যায়। অভিযানে ব্যস্ত সোলায়মানের কাছে লেখা চিঠিগুলোতে তার কৌতুকপূর্ণ অবস্থা ও অদম্য উদ্দীপনার পরিচয় পাওয়া যায় : 'আমার সুলতান, বিচ্ছেদের ভয়াবহ জ্বালার শেষ নেই। এখন এই দুঃখিনীকে ছেড়ে গেছেন, আপনার অসাধারণ চিঠিগুলো লেখা বন্ধ করবেন না। আপনার চিঠিগুলো যখন পড়া হয়, আপনার দাস ও ছেলে মির মেহমেত এবং দাসী ও মেয়ে মিহরিমাহ আপনার বিচ্ছেদে কাঁদে, আক্ষেপ করে। তাদের কান্নায় আমি পাগল হয়ে যাই।' সোলায়মান তার নতুন নাম দেন হুররেম আল-সুলতান (সুলতানের আনন্দ)। তিনি কবিতায় তার সম্পর্কে লিখেছেন : 'আমার প্রেম, আমার চাঁদের আলো, আমার বসন্ত কাল, আমার সুন্দর চুলের নারী, আমার বাঁকা ভ্রুর ভালোবাসা, আমার দুষ্ট চোখের অনুরাগ।' তিনি তার সরকারি পদবি দিয়েছিলেন 'রানিদের রানি, উজ্জ্বল খিলাফতের নয়নের মনি।' রানি ধূর্ত রাজনীতিবিদেও পরিণত হয়েছিলেন। সফলভাবে তিনি অন্য নারীর গর্ভজাত সোলায়মানের ছেলেকে সিংহাসনবঞ্চিত করার চক্রান্তে সফল হয়েছিলেন : সুলতানের উপস্থিতিতে ওই ছেলেকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছিল।

উত্তরাধিকার সূত্রে জেরুজালেম ও মক্কার অধিকারী হয়েছিলেন সোলায়মান। তিনি মনে করতেন, ইসলামি মর্যাদার কারণে তার কর্তব্য ইসলামের পবিত্র স্থানগুলোর সৌন্দর্যবর্ধন করা। তার সম্পর্কিত সবকিছুই ছিল বিশাল মাপের। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন, শাসনকাল ছিল প্রায় অর্ধ শত বছর, দিগন্ত ছিল বিস্তৃর্ণ- ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে ইরাক ও ভারত মহাসাগর, ভিয়েনা গেট থেকে বাগদাদ পর্যন্ত তিনি প্রায় মহাদেশীয় যুদ্ধ করেছেন। জেরুজালেমে তার অর্জন এত সফল ছিল, বর্তমান ওল্ড সিটি অন্য যে কারো চেয়ে তার বলেই বেশি মনে হয় : প্রাচীরগুলো প্রাচীন মনে হয়, অনেকের কাছে ডোম, ওয়াল বা চার্চের মতো এগুলোও নগরীটির সীমা নির্দেশ করে। এগুলো এবং নগরীর বেশির ভাগ ফটক তিনিই তৈরি করেন। অষ্টম হেনরি সমসাময়িক এই সুলতান এসবের মাধ্যমে নগরীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি তার নিজের মর্যাদাও বাড়িয়ে নেন। সুলতান নগরদুর্গে একটি মসজিদ, একটি প্রবেশপথ নির্মাণ এবং একটি মিনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ করেন। নগরীর পানি সরবরাহ-ব্যবস্থার জন্য অনেক দূর থেকে তিনি একটি নালা খনন, ৯টি ঝরনা নির্মাণ করলেন। এগুলোর তিনটি ছিল টেম্পল মাউন্টে। তিনি ডোম অব দ্য রকের জীর্ণ মোজাইকগুলো সরিয়ে সেখানে চকচকে টাইলস স্থাপন করেন। ফিরোজা, রূপালি, সাদা ও হলুদ রঙের পদ্ম, লিলি ফুলের ওইসব সজ্জা এত দিন পরও অম্লান। * রোক্সেলানা তার স্বামীর প্রকল্পগুলোর কাছাকাছি দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়তে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার আল-ইমারা আল-আমিরা আল-খাস্যাকি আল-সুলতান প্রতিষ্ঠার জন্য মামলুকদের একটি প্রাসাদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। 'ফ্লারিশিং ইডিফিস' (জাঁকাল অট্টালিকা) নামে পরিচিত এই ফাউন্ডেশনে মসজিদ, বেকারি, ৫৫ কক্ষবিশিষ্ট হোস্টেল এবং দরিদ্রদের জন্য একটি লঙ্গরখানা ছিল। এগুলোর মাধ্যমে তারা টেম্পল মাউন্ট ও জেরুজালেমকে নিজেদের করে নিয়েছিলেন।

১৫৫৩ সালে স্বঘোষিত 'দ্বিতীয় সোলায়মান ও বিশ্বের বাদশাহ' সোলায়মান জেরুজালেম পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত নেন। তবে দূর-দূরান্তের যুদ্ধগুলো তার এই পরিকল্পনায় বাধ সাধে। তার আগে কনস্টান্টাইনের মতো তিনিও নগরী বদলে দিয়েছিলেন এবং তার মতো তিনিও কখনো তার কৃতিত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারেননি। সুলতানের উদ্যোগগুলো ছিল সবই রাজকীয় পরিমাপের। তিনি কেবল সেগুলো দূর থেকেই তদারকি করতে পেরেছিলেন। এসব কাজ হয় সিরিয়ার গভর্নরের তদারকিতে। সোলায়মানের রাজকীয় স্থাপত্যবিদ সিনান সম্ভবত মক্কা থেকে দেশে ফেরার পথে নির্মাণকাজ পরিদর্শন করেছিলেন। এসব নির্মাণকাজে হাজার হাজার শ্রমিক নিয়োজিত ছিল। নতুন পাথর মাটি খুঁড়ে বের করা হয়, বিধ্বস্ত চার্চ ও হেরোডীয় প্রাসাদগুলো থেকে পুরনো পাথর ঘষেমেজে ঠিক করা হয়েছিল। এছাড়া টেম্পল মাউন্টের আশপাশের হেরোডীয় ও উমাইয়া প্রাচীরগুলোর সঙ্গে সতর্কভাবে কেল্লা ও ফটকগুলো জুড়ে দেওয়া হয়। ডোমকে নতুন করে সাজাতে সাড়ে চার লাখ নতুন টাইলসের প্রয়োজন হয়। এ কারণে সোলায়মানের কর্মচারীরা আল-আকসার পাশে একটি টাইলস কারখানা স্থাপন করেছিল। আর ঠিকাদারদের অনেকে নগরীতে ম্যানশন নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। স্থানীয় স্থাপত্যবিদদের একটি বংশই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তাদের নির্মাণ ঐতিহ্য পরের দুই শ' বছর অব্যাহত থাকে। নতুন নতুন স্থাপনা নির্মাণে হাতুড়ির আঘাত আর টাকার ঝনঝনানির অপরিচিত শব্দ নগরী মুখরিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই। নগরীতে জনসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বেড়ে ১৬ হাজারে দাঁড়িয়েছিল, পশ্চিম থেকে উদ্বাস্তুদের ঢলে ইহুদির সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে দুই হাজারে দাঁড়ায়। নতুন আসা এসব উদ্বাস্তুর অনেকে সোলায়মানের প্রকল্পগুলোতে সরাসরি অবদান রেখেছিল। ইহুদিদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি ব্যাপক ও যন্ত্রণাদগ্ধ আন্দোলন গড়ে উঠছিল।[২]

* একটি কিংবদন্তিতে বলা হয়েছে, সোলায়মান জেরুজালেম গুঁড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এক রাতে স্বপ্ন দেখেন, তিনি সেটা করলে তাকে সিংহ খেয়ে ফেলবে। ওই স্বপ্ন দেখার পর তিনি লায়ন্স গেট (সিংহদুয়ার) নির্মাণ করেছিলেন। এই বর্ণনা বিভ্রান্তিকর। তিনি লায়ন্স গেট নির্মাণ করেছিলেন সত্য, তবে তার সিংহগুলো আসলে এর ৩০০ বছর আগে সুলতান বেইবার্সের প্যান্থার। বেইবার্স সেগুলো নগরীর উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত তার সুফি খানকায় সংযোজন করেছিলেন। সুলতান এগুলো সেখান থেকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি পুরনো আমলের অনেক নির্মাণসামগ্রী তার কাজে ব্যবহার করেন। তার গেট অব চেইনের (শৃঙ্খল দরজা) ঝরনাটির উপরিভাগটি আসলে ক্রুসেড আমলের একটি গোলাপের ভাস্কর, মধ্যবর্তী খাদটি ক্রুসেডারদের শবাধার। নতুন প্রাচীরগুলো মাউন্ট জায়নকে ঘিরে দেওয়া হয়নি। বলা হয়ে থাকে, তিনি যখন একটি ম্যাজিক কাপে তাকিয়ে দাউদের সমাধিকে নগরীর বাইরে দেখেন, তখন খুব ক্ষ্যাপে প্রকৌশলীদের ফাঁসি দিয়েছিলেন। ট্যুর গাইডে জাফা গেটের বাইরে তাদের কবরও দেখানো হয়। এগুলো নিছকই কল্পকথা। এসব আসলে সাফেদের দুই বিশেষজ্ঞের কবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩২
মরমি সাধক ও মিসাইয়া
১৫৫০-১৭০৫

সুলতানের ইহুদি ডিউক : প্রটেস্ট্যান্ট, ফ্রান্সিসক্যান ও পবিত্র ওয়াল

সোলায়মান মিসরের রাজস্ব থেকে জেরুজালেম নতুন করে গড়ার ব্যয়ভার মেটানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। আর এই রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব ছিল আব্রাহাম ডি ক্যাস্ট্রোর ওপর। তিনি ছিলেন টাকশালের প্রধান ও কর-সংস্কারক। স্থানীয় গভর্নর বিদ্রোহ করার ষড়যন্ত্র করলে তিনি সুলতানকে হুঁশিয়ার করে আনুগত্যের প্রমাণ দিয়েছিলেন। নামের সূত্রে বলা যায়, ক্যাস্ট্রো ছিলেন পর্তুগালের উদ্বাস্তু ইহুদি। তবে তার ভূমিকা যোশেফ ন্যাসি নামের অপর অত্যন্ত ধনী পর্তুগিজ ইহুদির মতো ছিল না। ন্যাসি সোলায়মানের উপদেষ্টা এবং পরে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের সর্বোচ্চ রক্ষাকর্তা হয়েছিলেন।

ধর্মীয় যুদ্ধগুলোর অন্যতম পরিণতি হলো ইহুদি অভিবাসন। ১৪৯২ সালে অ্যারাগনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড এবং ক্যাস্টিলের রানি ইসাবেলা স্পেনের শেষ মুসলিম রাজ্য গ্রানাডা জয় করার পর মুসলিম ও ইহুদিদের তাড়িয়ে তাদের সফল ক্রুসেড উদযাপন করেন।* খ্রিস্টবাদের বিশুদ্ধ ধারায় ইহুদি রক্ত গোপনে মিশে যেতে পারে- এই আশঙ্কায় পাগলপারা হয়ে এবং টোমার টোরকুইমাদার ইনকুইজিশনের উপদেশে তারা এক লাখ থেকে দুই লাখ ইহুদিকে বহিষ্কার করেন। পরের ৫০ বছর পশ্চিম ইউরোপের একটি বড় অংশ সেটা অনুসরণ করে। সাত শ' বছর ধরে স্পেন ছিল আরব-ইহুদি সংস্কৃতির বিকাশভূমি এবং জায়নের বাইরে ইহুদিদের প্রধান বসতি।

এখন টেম্পলের পতন ও চূড়ান্ত সমাধানের (ফাইনাল সলিউশন) মাঝখানের ভয়াবহতম ইহুদি পীড়নে এসব সেফারদিক ইহুদি (স্পেনকে হিব্রু ভাষায় *সেফারাদ* বলা হতো) পূর্ব দিকে কিছুটা সহিষ্ণু হল্যান্ড, পোলান্ড-লিথুয়ানিয়া ও উসমানিয়া সাম্রাজ্যে পালাতে লাগল। সোলায়মান তাদের স্বাগত জানাতেন। তারা তার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি খ্রিস্টানেরা কিভাবে ইহুদি ঐতিহ্য গোপন করেছে, তা দেখিয়ে দিত। ইহুদি বসতি পূর্ব দিকে সরে গেল। তখন থেকে বিশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল, স্যালোনিসা ও জেরুজালেমের রাস্তাঘাটে নতুন জুদাইও-স্প্যানিশ ভাষা ল্যাদিনোতে তাদের সুরেলা শব্দ শোনা যেত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৫৩ সালে সোলায়মানের ইহুদি চিকিৎসক তার সঙ্গে যোশেফ ন্যাসিকে পরিচয় করিয়ে দেন। যোশেফের পরিবারটি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের ভান করেছিল। পরে তারা পালিয়ে হল্যান্ড ও ইতালি হয়ে ইস্তাম্বুলে আসে। ইস্তাম্বুলে তিনি সুলতানের আস্থা অর্জন করেন, তার ছেলে ও উত্তরাধিকারের বিশ্বস্ত এজেন্ট হন। ইউরোপীয় কূটনীতিকদের কাছে যোশেফ শ্রেষ্ঠ ইহুদি (গ্রেট জু) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তিনি জটিল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য পরিচালনা করার পাশাপাশি সুলতানের দূত ও আন্তর্জাতিক রহস্যমানব হিসেবেও কাজ করতেন। সেইসঙ্গে তিনি যুদ্ধ ও অর্থ লেনদেনে দরকষাকষি এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মধ্যস্ততা করেন। তিনি ইহুদিদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করতেন। সোলায়মান তাকে গ্যালিলির টাইবেরিয়াসে জমিদারি দেন। সেখানে তিনি ইতালীয় ইহুদিদের পুনর্বাসন, নগর নির্মাণ, সিল্ক শিল্প বিকাশের জন্য তুঁত গাছ রোপণ করেন। তিনি ছিলেন পূণ্যভূমিতে প্রথম ইহুদি বসতি স্থাপনকারী। তিনি গ্যালিলিতে তার জেরুজালেম নির্মাণের পরিকল্পনা করেন। কারণ বিদ্যমান অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণমাত্রায় সচেতন থাকায় তিনি জানতেন, আসল জেরুজালেম সোলায়মানের জন্যই সংরক্ষিত।

যোশেফ জেরুজালেমে ইহুদি বিদ্বজ্জনদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, আর সোলায়মান অত্যন্ত সতর্ক পরিচর্যার জন্য দুই ধর্মকে খাটো এবং ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব সমুন্নত করার কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। নগরীতে এটা এখনো দৃশ্যমান। সোলায়মান সম্রাট পঞ্চম চার্লসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। ফলে ইউরোপীয় কূটনীতির নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতি তার আচরণে দৃশ্যমান হওয়াটা স্বাভাবিক। আর ইহুদিদের প্রভাব ছিল সামান্যই।

ইহুদিরা তখনো টেম্পল মাউন্টের দেয়ালগুলোর আশপাশে, মাউন্ট অব অলিভসের ঢালগুলোতে এবং তাদের প্রধান সিনাগগ র‍্যামব্যানে প্রার্থনা করত। তবে সবকিছুতেই সুলতানের প্রিয় ধর্মই প্রাধান্য পেত। টেম্পল মাউন্টে ইসলামি মর্যাদার ক্ষুণ্নকারী যেকোনো কিছু নিরুৎসাহিত করে সুলতান তাদের প্রার্থনার জন্য কিং হেরোড'স টেম্পলের সহায়ক দেয়ালের পাশে ৯ ফুট রাস্তা বরাদ্দ করেন। এতে কিছুটা যৌক্তিকতা ছিল। কারণ এটা তাদের প্রাচীন কেভ সিনাগগ এবং জুইশ কোয়ার্টারের কাছাকাছি ছিল। ইহুদিরা ১৪ শতক থেকে এখানে বসতি স্থাপন করছিল। তবে পাশের ইসলামি মাগরেবি এলাকার জন্য স্থানটি আড়ালে পড়েছিল। সেখানে ইহুদিদের প্রার্থনার ওপর নানা বিধিনিষেধ ছিল। আরো পরে সেখানে প্রার্থনা করতে হলে তাদের অনুমতি পর্যন্ত নিতে হতো। ইহুদিরা এই স্থানটিকে বলতে শুরু করল হা-কোটেল (দ্য ওয়াল), বহিরাগতেরা বলত ওয়েস্টার্ন বা ওয়েলিং ওয়াল (পশ্চিম দিকের দেয়াল বা কান্নার দেয়াল)। এরপর এই সোনালি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশাল পাথরখণ্ড গুলো জেরুজালেমের প্রতীক এবং পূণ্যময়তার উৎসস্থলে পরিণত হলো।

সোলায়মান ডেভিড'স টম্বে (দাউদের সমাধি) থেকে ফ্রান্সিসক্যানদের বহিষ্কার করার মাধ্যমে খ্রিস্টানদের প্রভাব হ্রাস করেন। তার খোদাইলিপিতে ঘোষণা করা হয় : 'সম্রাট সোলায়মান এখান থেকে অবিশ্বাসীদের তাড়িয়ে স্থানটিকে একটি মসজিদে পরিণত করার নির্দেশ দিয়েছেন।' সমাধি এলাকাটি ছিল বাইজানটাইন-ক্রুসেডার স্থাপনা। এখানে একটি প্রাচীন ইহুদি সিনাগগ ও খ্রিস্টান কোয়েনাকুলাম ছিল। ফলে ওই দুই ধর্মের কাছেও স্থানটি অত্যন্ত পবিত্র বিবেচিত হতো। এটি এখন মুসলমানদের দাউদ নবির সমাধিতে রূপান্তরিত হলো। সোলায়মান দাজানি নামে এক সুফি পরিবারকে বংশ পরম্পরায় এই স্থাপনাটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা বহাল ছিল।

বহির্বিশ্বের রাজনীতি সব সময়ই জেরুজালেমের ধর্মীয় জীবনের ওপর প্রভাব ফেলেছে। এ কারণেই অল্প সময় পর সোলায়মান ফ্রান্সিসক্যানদের সুবিধা দিতে লাগলেন। মধ্য ইউরোপে হ্যাবসবার্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণে তার একটি খ্রিস্টান মিত্রের প্রয়োজন ছিল। সেই মিত্র হলো ফ্রান্স, ফরাসি সম্রাট ফ্রান্সিসক্যানদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। সুলতান ১৫৩৫ সালে ফ্রান্সকে বাণিজ্যিক সুবিধা দিলেন, ফ্রান্সিসক্যানদেরকে খ্রিস্টান স্থাপনাগুলোর অভিভাবকত্ব দেন। এটা ছিল শর্তসাপেক্ষ আত্মসমর্পণের (ক্যাপিটিউলেশন, ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে ছাড় প্রদান) প্রথম ঘটনা। পরবর্তীকালে এটা উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল।

ফ্রান্সিসক্যানেরা চার্চের কাছে সেন্ট স্যাভিয়র্সে সদরদফতর স্থাপন করে, যা পরে নগরীর মধ্যেই বিশাল ক্যাথলিক নগরীতে পরিণত হয়েছিল। তবে তাদের উত্থানে অর্থোডক্সেরা বিরক্ত হয়। ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মধ্যকার তিক্ততা আগেই বিষিয়ে উঠেছিল, উভয় পক্ষ নিজেদের জন্য *প্রেডোমিনিয়াম* (পবিত্র স্থানগুলোর সর্বোচ্চ অভিভাবকত্ব) দাবি করত। হলি সেপালচরের চার্চটি এখন আটটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ডারউইনবাদী লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হলো, শুধু সবচেয়ে শক্তিশালী পক্ষেরই টিকে থাকা সম্ভব ছিল। ফলে কারো উত্থান হলো, কারো হলো পতন। ইস্তাম্বুলে ভালো প্রতিনিধিত্ব থাকায় আর্মেনীয়রা শক্তিশালী ছিল, সার্ব আর ম্যারোনাইটদের অবস্থা খারাপ হতে লাগল। তবে মামলুকদের পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত হওয়ার পর থেকে জর্জীয়রা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল।**

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের সম্রাটদের মধ্যকার দীর্ঘ সঙ্ঘাত, স্প্যানিশদের আগ্রাসী ক্যাথলিক ধর্ম এবং ইহুদিদের বহিষ্কারের ফলে এমন এক অস্থির অনুভূতি সঞ্চারিত করে যা ঐশী প্রত্যাদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। মানুষ তাদের ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা শুরু করে, খোদার নৈকট্য লাভের জন্য নতুন মরমি পন্থার ভাবনায় পেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে, কিয়ামতের দিন প্রত্যাশা করতে থাকে। ১৫১৭ সালে উইটেনবার্গের ধর্মতাত্ত্বিক অধ্যাপক মার্টিন লুথার মানুষের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় নির্ধারণসংক্রান্ত চার্চের 'অর্থের বিনিময়ে শাস্তি মওকুফের অধিকারের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন, জোর দিয়ে বললেন, ঈশ্বর শুধু বাইবেলেই অস্তিত্বশীল, পাদ্রি বা পোপদের শাস্ত্রাচারে নয়। তার সাহসী প্রতিবাদে চার্চের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, অনেকে বিশ্বাস করতে থাকে, তারা যিশুর শিক্ষা থেকে দূরে সরে গেছে। এসব প্রটেস্ট্যান্ট বিশুদ্ধ, মধ্যস্থতাহীন ও চার্চমুক্ত ধর্ম কামনা করে যাতে তারা নিজেরা নিজেদের পথ খুঁজে নিতে পারে। প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম অত্যন্ত নমনীয় হওয়ায় বেশ কয়েকটি শাখা- লুথারিয়ান, রিফর্ম চার্চ, প্রেসবাইটারিয়ান, ক্যালভিনিস্ট, অ্যানাবাপটিস্ট- আত্মপ্রকাশ করে। এতে করে ইংলিশ প্রটেস্ট্যান্টবাদ অষ্টম হেনরির জন্য তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা ঘোষণার পথ সুগম হয়। তবে একটি বিষয়ে সবার মধ্যে ঐক্য ছিল, তা হলো বাইবেলের প্রতি ভক্তি। আর এর ফলেই জেরুজালেম তাদের ধর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।*** সোলায়মান শাসনকাজ চালিয়েছিলেন ৪৫ বছর, মারা যান এক সেনা অভিযান পরিচালনার সময়। রোক্সেলানার ছেলে সেলিমের সিংহাসন নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রীরা তাকে তার গাড়িতে মোমের পুতুলের মতো সাজিয়ে সৈন্যদের দেখাতে থাকেন। 'মাতাল' হিসেবে পরিচিত দ্বিতীয় সেলিম তার বন্ধু যোশেপ ন্যাসির কূটকৌশলের কাছে ঋণী ছিলেন। যোশেপ এখন তার বেলভেদেরে প্রাসাদে বেশ জমকাল জীবনযাপন করছিলেন। পোলিশ মৌমাছির মোম ও মলদেভিয়ান মদের একচেটিয়া ব্যবসা থেকে তিনি অত্যন্ত ধনী হন। তাকে ডিউক অব নেক্সস করা হয়। তিনি বলতে গেলে সাইপ্রাসের রাজা বনে গিয়েছিলেন। ইউরোপ ও জেরুজালেমে নির্যাতিত ও নিঃস্ব ইহুদিদের রক্ষায় তিনি এত তৎপর ছিলেন যে, মৃত্যুর সামান্য আগে ব্যাপকভাবে গুঞ্জন চলছিল, এই ধনাঢ্য ব্যবসায়ী নিশ্চয়ই মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা)। তবে তার পরিকল্পনার সামান্যই বাস্তবে রূপ লাভ করেছিল। বিপুল সম্পদ ও দক্ষ আমলাতন্ত্রের কারণে সেলিম ও তার উত্তরসূরিদের আমলে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের আরো সম্প্রসারিত হয়। পরের এক শ' বছরও এই সাম্রাজ্য প্রবলভাবে বিরাজ করে। তবে প্রত্যন্ত প্রদেশগুলোতে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সম্রাটদের হিমশিম খেতে হয়। সেসব স্থানে গভর্নরেরাই একচ্ছত্রভাবে শাসনকাজ চালাতেন। সহিংসতার কারণে জেরুজালেমের শান্ত অবস্থা নিয়মিত নস্যাৎ হতে থাকে।

১৫৯০ সালে জেরুজালেমে স্থানীয় আরব বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে, গভর্নরকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। বিদ্রোহীদের পরাজিত ও বহিষ্কার করার পর দুই বলকান ভাই রিদওয়ান ও বৈরাম পাশা এবং তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারকেসিয়ান বালক-ভৃত্য ফারুকের হাতে পড়ে জেরুজালেম। ইসলামে ধর্মান্তরিত সাবেক খ্রিস্টান ক্রীতদাস ওই দুই ভাই ছিলেন সোলায়মানের দরবারে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। তারা ও তাদের পরিবারগুলো প্রায় ১০০ বছর ফিলিস্তিনে প্রভাব বিস্তার করে ও উৎপীড়ন চালায়। ফারুকের ছেলে মোহাম্মদকে ১৬২৫ সালে জেরুজালেমে প্রবেশ করতে না দিলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ৩০০ দুর্বৃত্ত নিয়ে নগরপ্রাচীরগুলো ভেঙে ভেতরে ঢুকে গেটগুলো বন্ধ করে দেন এবং ইহুদি, খ্রিস্টান ও আরব- সবার কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন।

এ ধরনের অত্যাচারে খ্রিস্ট সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আর্মেনীয়রা সুলতানদের কাছে আবেদন-নিবেদন করতে এবং ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধারে উৎসাহিত হয়। তারা জেরুজালেমের চার্চগুলোতে মারপিট চালিয়ে যেতে থাকে। তাদের তৎপরতার আসল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ক্যাথলিকদের নির্মূল এবং খ্রিস্টানদের স্থাপনাগুলোর পূর্ণ অভিভাবকত্ব *প্র্যাডোমিনিয়াম* লাভ। শতাব্দীর প্রথম ২০ বছরে সুলতানেরা আক্রান্ত ক্যাথলিকদের রক্ষায় ৩৩টি ডিক্রি ইস্যু করেছিলেন এবং মাত্র সাত বছরেই ছয়বার *প্র্যাডোমিনিয়ামের* হাতবদল হয়। তবে ফিলিস্তিনে অর্থ কামানোর সবচেয়ে আকর্ষণীয় মাধ্যমে পরিণত হয় খ্রিস্টানেরা। প্রতিদিন চার্চের অভিভাবক, নুসেইবেহ পরিবারপ্রধান, তার সশস্ত্র সঙ্গীদের নিয়ে উঠানে জাঁকজমকপূর্ণ আসনে বসে চার্চে প্রবেশের জন্য প্রত্যেকের কাছ থেকে ফি আদায় করতেন। হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর কাছ থেকে এই আদায়ের পরিমাণ হতো বিপুল। ইস্টারে (মুসলমানের বলত 'লাল ডিমের উৎসব') জেরুজালেমের গভর্নর তার জাঁকাল আসন স্থাপন করতেন। তার সঙ্গে থাকত কাজি, অভিভাবক এবং পুরো সশস্ত্র সেনাছাউনি। তিনি ২০ হাজার 'নরকগামী অবিশ্বাসীর' প্রত্যেকের কাছ থেকে ১০টি করে স্বর্ণের টুকরা নিতেন, উসমানিয়া ও আলেমদের মধ্যে সেগুলো বণ্টন করে দিতেন।

এদিকে ইহুদিদের মধ্যে কিছু একটা দানা বাঁধছিল। জনৈক ইহুদি তীর্থযাত্রী লিখেছেন, 'জেরুজালেম ছিল প্রথম নির্বাসন-পরবর্তী যেকোনো সময়ের চেয়ে জনাকীর্ণ' এবং জেরুজালেমের 'খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল, শান্তিতে বসবাসযোগ্য স্থান হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বিদ্বজ্জনেরা গেটগুলো দিয়ে ঢুকছিল।' প্রতিটি পাসওভারে মিসরীয় ইহুদিদের একটি কাফেলা আসত। বেশির ভাগ ইহুদি ছিল ল্যাদিনো-ভাষাভাষী সেফারদিস। তারা 'চারটি সিনাগগ' নির্মাণের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ যোগাড় করেছিল, এগুলো জুইশ কোয়ার্টার জীবনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। অবশ্য পোল্যান্ড-লিথুয়ানিয়ার কমনওয়েলথ থেকে পূর্ব ইউরোপীয় তীর্থযাত্রীরাও আসত। তাদের বলা হতো আশকেনাজি (জেনেসিসের নোহার বংশধর আশকেনাজের নাম থেকে ওই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। তিনিই উত্তরাঞ্চলীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ হিসেবে পরিচিতি পান)। বহির্বিশ্বের গোলযোগে তাদের মধ্যে মরমিবাদের প্রতি উৎসাহ দেখা দেয়। আইজ্যাক লুরি নামের এক রাব্বি কাব্বালা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, তওরাতের গুপ্তমন্ত্রগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ সম্ভব। লুরি জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করলেও ঘাঁটি গাড়েন রহস্যবিদ্যার জন্য পরিচিত গ্যালিলির পার্বত্যপূর্ণ সাফেদ নগরীতে। স্প্যানিশ নির্যাতনের ফলে অনেক ইহুদি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করার ভান করেছিল, গুপ্ত মতবাদে বিশ্বাস করত। কাব্বালার পবিত্র গ্রন্থ 'দ্য বুক অব জোহার' লিখিত হয়েছিল ১৩ শতকে ক্যাস্টিলে। 'পরমানন্দদায়ক অভিজ্ঞতা, ঊর্ধ্বগমন ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের জন্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার জন্য কাব্বালিস্টরা ঈশ্বরের মহিমা, ভীতি আতঙ্ক, কম্পন কামনা করত। কাব্বালিস্টরা শুক্রবারে সাদা জোব্বা পরে নগরীর বাইরে সাখিনাকে (ঈশ্বরের বধূ') শুভেচ্ছা জানাত এবং তারপর স্বর্গীয় আশিস নিয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরত। কাব্বালিস্টেরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, ইহুদি যন্ত্রণার পাশাপাশি তাদের গোপন তন্ত্র-মন্ত্রই মুক্তির চাবিকাঠি। সত্যিই কি মিসাইয়া শিগগিরই জেরুজালেমে এসেছিলেন?

ঘন ঘন খ্রিস্টানবিরোধী দাঙ্গা, বেদুইন হামলা এবং উসমানিয়া গভর্নরদের চাঁদাবাজি সত্ত্বেও নগরীর নিজস্ব রীতিনীতি পালন অব্যাহত ছিল। অবশ্য উসমানিয়াদের এই প্রত্যন্ত এলাকায় অর্থোডক্স, আর্মেনীয় ও ক্যাথলিকদের মধ্যকার বিরোধ নতুন ধরনের পর্যটকদের নিজস্ব বিশ্বাস জোরদার করত। আধা তীর্থযাত্রী, আধা বণিক-অভিযাত্রী তথা প্রটেস্ট্যান্ট এসব লোক ছিল প্রধানত ইংরেজ। ক্যাথোলিকদের বিরুদ্ধে তাদের ছিল মারাত্মক বিদ্বেষ। প্রায় ক্ষেত্রেই তারা আমেরিকায় নতুন নতুন ঔপনিবেশ গড়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল।[৩]

ইংরেজ নাবিক ও বণিক হেনরি টিম্বারলেক যখন এলেন, তখন উসমানিয়া গভর্নরেরা প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম ও তার রানি এলিজাবেথের কথা শোনেইনি। তাকে হলি সেপালচারের কাছে জেলে ঢোকানো হলো, পরে জরিমানা দিয়ে মুক্তি পান। তার অভিযানের প্রাণবন্ত স্মৃতিকথা *এ ট্রু অ্যান্ড স্ট্রেইঞ্জ ডিসকোর্স* জ্যাকোবিয়ান লন্ডনে বেস্টসেলার হয়েছিল। এ ধরনের আরেক নির্ভীক ইংরেজ ছিলেন জন স্যান্ডারসন। তিনি ছিলেন লেভ্যান্ট কোম্পানির এজেন্ট। তিনি তুর্কিদের চাঁদা দিয়ে চার্চে প্রবেশ করেন। তবে ফ্রান্সিসক্যানরা 'ইহুদি মনে করে' তার ওপর হামলা চালায়। তখন তুর্কিরা তাকে গ্রেফতার এবং ইসলামে ধর্মান্তরিত করে। পরে তাকে কাজির কাছে নেওয়া হলে তিনি খোঁজখবর নিয়ে খ্রিস্টান হিসেবে তাকে মুক্তি দেন।

খ্রিস্টান ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মীয় উন্মাদনায় সজ্ঘাতে লিপ্ত হতো, এর মাধ্যমেই উসমানিয়া সহিষ্ণুতার সত্যিকারের চূড়ান্ত সীমারেখার পরখ হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলেমদের অনুরোধে উসমানিয়া গভর্নর বলপূর্বক ইহুদিদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় র‍্যামব্যান সিনাগগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইহুদিদের সেখানে প্রার্থনা করতে দেওয়া হতো না। স্থাপনাটিকে গুদামঘরে রূপান্তরিত করা হয়। ফ্রান্সিসক্যানেরা নীরবে মাউন্ট জায়নে তাদের সম্পত্তির পরিধি বাড়াতে থাকলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, তারা মাল্টার সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করছেন খ্রিস্টান সেনাবাহিনীকে সুযোগ দিতে। এই গুজবের প্রেক্ষাপটে কাজির নেতৃত্বে তাদের ওপর হামলা চালানো হয়, উসমানিয়া সেনাবাহিনী এসে দাঙ্গাবাজদের সরিয়ে তাদের রক্ষা করেছিল। এক পর্তুগিজ নান মুসলিম শিশুদের ধর্মান্তরিত ও ইসলামের সমালোচনা করছিলেন। তাকে চার্চের আঙিনায় পুড়িয়ে হত্যা করা হয়।**** ১৬১০ সালের ইস্টারে এক তরুণ ইংরেজ এলেন। তিনি কেবল নতুন প্রটেস্ট্যান্টবাদই নয়, নতুন বিশ্বেরও প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তিনি হলেন জর্জ স্যান্ডিজ, প্রথম ইঙ্গ-আমেরিকান জর্জ স্যান্ডিজ, ইয়র্কের আর্চবিশপের ছেলে ও বিদ্বজ্জন, ইংরেজিতে ভার্জিল অনুবাদক। তিনি জেরুজালেমের ক্ষয়িষ্ণুতায় আতঙ্কিত হলেন : 'অনেক কিছুই ধ্বংস হয়ে গেছে, পুরনো ভবনগুলো ধসে পড়েছে, নতুনগুলো বাজে জিনিস।' স্যান্ডিজ ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ল্যাদিনো-ভাষাভাষি সেফারদিক ইহুদিদের দেখে আধা বিরক্তি, আধা কৌতুহলোদ্দীপকভাবে বললেন, 'তাদের অদ্ভূতভাবে মাথা দোলানোর অবাক করা কাণ্ড-কারখানা সব বর্বরতা ম্লান করে দেয়।' তার মতে, এখানে 'হাসতে না পারাটাই কঠিন।' খোদাভীরু এই প্রটেস্ট্যান্ট ভদ্রলোক অর্থোডক্স ও ক্যাথলিকদের স্থূল কার্যক্রমে আরো বেশি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। নগরীটি 'একসময় পবিত্র ও গৌরবময় ছিল, ঈশ্বর এটাকে নিজের জায়গা বলে বাছাই করে নিয়েছিলেন,' কিন্তু এখন স্রেফ 'অলৌকিক কাহিনী আর মায়াজালের রঙ্গমঞ্চ।'

ওই ইস্টারে স্যান্ডিজ খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় পক্ষের আচরণেই আতঙ্কিত হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ করলেন, হলি সেপালচরের চার্চের বাইরে জেরুজালেমের পাশা জাঁকজমকপূর্ণ আসনে বসে আছেন, আর হাজার হাজার তীর্থযাত্রীর প্রত্যেকে চার্চে রাত্রিযাপনের জন্য বালিশ ও কার্পেট নিয়ে ছুটছে। গুড ফ্রাইডেতে তিনি ফ্রান্সিসক্যান ফাদারের মিছিলে সামিল হন। ফাদার ভায়া ডোলোরোসার পাশে একটি শিটে প্রমাণ আকারের মোমের তৈরি যিশুর মূর্তি বহন করছিলেন। পরে সেটা একটি ক্রুশদণ্ডে স্থাপন করা হয়। চার্চ ও এর আঙিনায় হাজার হাজার লোকে ভর্তি। তাদের মধ্যে তিনি 'পবিত্র অগ্নি' (হলি ফায়ার) অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন : 'বুনো উল্লাসধ্বনি, করতালের শব্দ এবং নারীদের শিসে 'পরিবেশ ব্যাচাসের পূজার মতো মনে হচ্ছিল।' আর অগ্নির আবির্ভাবে তীর্থযাত্রীরা 'পাগলপারা হয়ে তাদের কাপড় ও বুকে আগুন ছোঁয়াতে লাগল, নবাগতদের অভয় দিয়ে বলছিল, এটা তাদের পোড়াবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভার্জিলের এই অনুবাদক ছিলেন আবেগপ্রবণ প্রটেস্ট্যান্ট। তিনি ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মতোই জেরুজালেমকে ভক্তি করতেন, বাইবেলের মৌলিক বিধিবিধানগুলোতে ফিরে যাওয়ায় বিশ্বাসে আবেগভরে খ্রিস্টের সমাধি ও ক্রুসেডার রাজাদের কবরে প্রার্থনা করেন। দেশে ফিরে তিনি তার গ্রন্থ *অ্যা রিটার্ন অব অ্যা জার্নি বিগান খ্রিস্টপূর্ব* ১৬১০ তরুণ চার্লস, প্রিন্স অব ওয়েলসকে উৎসর্গ করেন। এই প্রিন্সের পিতা প্রথম জেমস এর কিছু দিন আগে সবার কাছে সহজবোধ্য ভাষায় ইংরেজি বাইবেল রচনার জন্য ৫৪ জন বিদ্বজ্জনকে নিয়োগ করেছিলেন। তারা ১৬১১ সালে তাদের রচিত অনুমোদিত সংস্করণ উপস্থাপন করেন। এতে উইলিয়াম টাইডেল ও অন্যদের পূর্ববর্তী অনুবাদের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। চমৎকার অনুবাদ এবং কাব্যিক ইংরেজিতে ঈশ্বরের গ্রন্থটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাইবেলটি ইংল্যান্ডের সিঙ্গুলার প্রটেস্ট্যানবাদ অ্যাংলিক্যান ধর্মের আধ্যাত্মিক ও সাহিত্যিক আকরগ্রন্থে পরিণত হয়। জনৈক লেখক একে 'ব্রিটেনের জাতীয় মহাকাব্য' হিসেবে অভিহিত করেন। এই গ্রন্থই ইহুদিদের ও জেরুজালেমকে ব্রিটিশ এবং পরে আমেরিকান জীবনের মর্মস্থলে স্থাপন করে।

স্যান্ডিজ ছিলেন ছিলেন প্রকৃত শহর এবং নতুন বিশ্বের জেরুজালেমের মধ্যে একটি সম্পর্কসূত্র। ১৬২১ সালে তিনি ভার্জিনিয়া কোম্পানির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আমেরিকা যাত্রা করেন। জেমসটাউনে ১০ বছর অবস্থানকালে তিনি অ্যাংলোনকুইন নেটিভ আমেরিকানদের বিরুদ্ধে হামলায় নেতৃত্ব দেন, তাদের অনেককে হত্যা করেন। ১৭ শতকে অন্য কোনো ধর্মের চেয়ে বিদ্রোহী অবিশ্বাসীদের হত্যায় প্রটেস্ট্যান্টরা কম সক্ষম ছিল না। স্যান্ডিজ সেখানে একমাত্র জেরুজালেম তীর্থযাত্রী-অ্যাডভেঞ্চারার ছিলেন না। ওই সময় সেখানে হেনরি টিম্বারলেকও ছিলেন। আমেরিকার নতুন প্রতিশ্রুত ভূমিতে তাদের তীর্থযাত্রার অন্যতম কারণ ছিল স্বর্গসম জেরুজালেমের প্রটেস্ট্যান্ট ভাষ্য।

স্যান্ডিজ ও টিম্বারলেকের ভার্জিনিয়ানরা ছিলেন প্রথম জেমস ও তার ছেলে চার্লসের সমর্থনপুষ্ট রক্ষণশীল অ্যাংলিক্যান। তবে চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্টবাদের নতুন উদ্দীপনাময় প্রত্যাশা বৃদ্ধিতে রাজারা চুপ করে থাকতে পারলেন না। পিউরিটানেরা বাইবেলের মৌলিক সত্য গ্রহণ করলেও আসন্ন মিসিয়ানিক প্রত্যাশাও জাগে তাদের মধ্যে। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের মধ্যকার ৩০ বছরের যুদ্ধ (থার্টি ইয়ারর্স ওয়ার) তাদের মধ্যে কিয়ামতের দিন আসন্ন- এমন অনুভূতি আরো বাড়িয়ে দেয়। এই বিস্ময়কর সময় তিনটি ধর্মেই মরমিবাদী উৎসাহ প্রবলভাবে দেখা দেয়। ইউরোপজুড়ে ফসলহানি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও ধর্মীয় যুদ্ধের কারণে লাখ লাখ লোক মারা যাচ্ছিল।

আমেরিকায় নতুন ঔপনিবেশ খোঁজার জন্য হাজার হাজার পিউরিটান প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার্লসের চার্চ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। ধর্মীয় স্বাধীনতার সন্ধানে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়ার সময় তারা বাইবেলগুলোতে জেরুজালেম ও ইসরাইলি-সংক্রান্ত বক্তব্যগুলো পাঠ করছিল, নিজেদেরকে কেনানের জনশূন্য প্রান্তরে একটি নতুন জায়ন নির্মাণে ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট মনোনীত লোক মনে করত। *মে ফ্লাওয়ার* থেকে অবতরণের সময় উইলিয়াম ব্যাডফোর্ড প্রার্থনা করেছিলেন, 'আসুন আমরা জায়নে ঈশ্বরের কথা ঘোষণা করি।' ম্যাসাচুসেটস বে কলোনির প্রথম গভর্নর জন উইনথ্রপ বিশ্বাস করতেন, 'ইসরাইলের ঈশ্বর আমাদের মধ্যে আছেন।' তিনি জেরেমিয়াহ ও ম্যাথুর আলোকে তার বসতিকে 'পাহাড়ের ওপর নগরী' (অর্থাৎ আমেরিকাই হলো নতুন জেরুজালেম) হিসেবে অভিহিত করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে ১৮টি জর্ডান, ১২টি কেনান, ৩৫টি বেথাল, ৬৬টি জেরুজালেম বা সালেম আত্মপ্রকাশ করে।

বিপর্যয়ের আশঙ্কা ও পরিত্রাণের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় একইসঙ্গে। গৃহযুদ্ধ ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডকে ক্ষতবিক্ষত করে, একই সময় পূর্ব ইউরোপে লুণ্ঠনপ্রিয় হেটম্যান খমেলনিটস্কির কোসাকেরা পোল্যান্ড ও ইউক্রেনের লাখ লাখ ইহুদিকে হত্যা করে। ১৬৪৯ সালে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়, অলিভার ক্রমওয়েল লর্ড প্রটেক্টর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। ক্রমওয়েল বাইবেল কথিত নতুন যুগ আগমনে বিশ্বাসী ছিলেন, তার মধ্যে এই উপলব্ধি সৃষ্টি হলো, নিউ ইংল্যান্ডে তার ধর্ম-ভাইদের মতো তার পিউরিটানেরাও ঈশ্বরের মনোনীত জাতি। তিনি বললেন, 'সত্যিই তাঁর সঙ্গে ও তাঁর জন্য শাসন করার জন্য ঈশ্বর তোমাদের জুদাহ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তোমরা এখন [বাইবেলিক] প্রতিশ্রুতি ও দৈব-বাণীর দ্বারপ্রান্তে আছ।' হেবরাইস্ট হিসেবে ক্রমওয়েল বিশ্বাস করতেন, ইহুদিরা জায়নে ফিরে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত না হওয়া পর্যন্ত খ্রিস্টের পুনরাগমন ঘটবে না। সত্যিকার অর্থে পিউরিটানেরা ছিল প্রথম খ্রিস্টান জায়নবাদী। জোয়ানা ও ইবেনেজার কার্টরাইট এমনকি এই পরামর্শও দিয়েছিলেন, চির স্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে রাজকীয় নৌবাহিনীর উচিত 'তাদের জাহাজে করে ইসরাইলের পুত্র ও কন্যাদের তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতিশ্রুতি ভূমিতে পরিবহন করা।'

অনেক ইহুদি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে কাব্বালা অধ্যায়ন করত, স্বপ্ন দেখত মিসাইয়া এসে ইউক্রেনের ট্রাজেডিকে প্রায়শ্চিত্তে রূপান্তরিত করবেন। ডাচ রাব্বি মেনাসেহ বেন ইসরাইল লর্ড প্রটেক্টরের কাছে আবেদন করলেন, বাইবেলে বলা হয়েছে, ইহুদিরা *সারা* বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকার পর জায়নে ফিরে আসবে, তারপর সেকেন্ড কামিং (যিশুর দ্বিতীয় আবির্ভাব) ঘটবে। অথচ এখনো ইহুদিদের ইংল্যান্ডে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছে। ক্রমওয়েল তখন হোয়াইট হলে এক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করেন। তাতে সিদ্ধান্ত হলো, 'এই অতি হীনজাত ও ঘৃণিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকদের আলো থেকে বঞ্চিত করে এবং ভ্রান্ত শিক্ষক, প্যাপিস্ট ও মূর্তিপূজকদের মধ্যে রাখা হয়েছে।' ক্রমওয়েল ইহুদিদের ফিরে আসা অনুমোদন করেন। তার মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে। তার পিউরিটানিক মিসিয়ানিকবাদ ক্ষমতা হারায়। কিন্তু এর মূল সুর আমেরিকান ঔপনিবেশগুলো এবং ইংলিশ ননকনফরমিস্টদের মধ্যে টিকে থাকে এবং দুই শ' বছর পর আবার তা ইভানজেলিক্যাল জাগরণের মধ্যে নতুন করে উজ্জীবিত হয়। ইংল্যান্ডের সিংহাসনে স্টুয়ার্ট রাজবংশের 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা'র (রিস্টেরেশন) সামান্য পর জেরুজালেমে মিসাইয়ার সত্যি সত্যিই আবির্ভাব ঘটেছে কি ঘটেনি তা নিয়ে ইহুদি বিশ্বকে নতুন করে প্রবলভাবে নাড়া দেয়।

* একই বছর আমেরিকা আবিষ্কারে বের হওয়ার সময় ক্রিস্টোফার কলম্বাস বেশির ভাগ ক্যাথলিক শাসককে লিখেছিলেন, 'মহামান্য সম্রাটদের কাছে আমি প্রস্তাব করছি, এই অভিযান থেকে প্রাপ্ত সব মুনাফা জেরুজালেম উদ্ধারে ব্যবহৃত হবে।' ফার্ডিন্যান্ড-ইসাবেলার ছেলে সম্রাট পঞ্চম চার্লস ছিলেন সোলায়মানের প্রতিদ্বন্দ্বী ও জেরুজালেমের অভিভাবক-রাজা। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে ক্রুসেডিং ঐতিহ্য লাভ করেছিলেন। ক্রুসেড নিয়ে তার কথাবার্তা ছিল সোলায়মানের জেরুজালেমে নগরপ্রাচীরগুলো নতুন করে নির্মাণ করার অন্যতম কারণ।

** তারা তাদের সেন্ট স্যাভিয়র্স মঠ ফ্রান্সিসক্যানদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হতে হয়েছিল, সেটা ছিল সবে শুরু। ১৬৮৫ সালে দরিদ্র জর্জীয়রা তাদের সদরদফতর তথা ক্রুশদণ্ডের আশ্রমটি (বলা হয়ে থাকে, যিশুর ক্রুশদণ্ডের কাঠ এখন থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছিল) অর্থোডক্সদের কাছে হস্তান্তর করল। ১১৮৭ সালে ক্রুসেডার জেরুজালেমের পতনের পর জর্জিয়ার রানি তামারা আশ্রমটি অলংকৃত করার জন্য শোতা রুস্তাভেলি নামের এক কর্মকর্তাকে (*দ্য নাইট ইন দ্য প্যান্থার স্কিন* নামের জাতীয় মহাকাব্যটির রচয়িতা) পাঠিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত সেখানেই মারা যান, এর প্রাচীরচিত্রে তার পোর্ট্রেট ছিল। তবে ২০০৪ সালে জর্জীয় প্রেসিডেন্ট মিখেইল সাকাশভিলি এটা পরিদর্শনের জন্য রাষ্ট্রীয় সফরে পৌঁছামাত্র শ্বেত শ্মশ্রুমণ্ডিত ও উঁচু হ্যাট পরিহিত পোর্ট্রেটটি দুর্বৃত্তরা ধ্বংস করে দেয়। এ কাজের জন্য রাশিয়ান অর্থোডক্সদের দায়ী করা হলেও কোনো কিছু প্রমাণ করা যায়নি। ১৭ শতকে সার্বরা শেষ মঠটি তাদের গ্রিক ভাইদের কাছে দিয়ে দেয়। ম্যারোনাইটেরা এখনো জাফা গেটের কাছে একটি আশ্রম ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। চার্চে নিজেদের হিস্যা হারানোর পর জর্জীয়, ম্যারোনাইট ও সার্বরা গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে।

*** ইহুদি ও খ্রিস্টান উভয় সম্প্রদায়ই কিয়ামত (মহাপ্রলয়) ঘনিয়ে আসার পূর্বাভাসে আক্রান্ত হয়। ১৫২৩ সালে খর্বাকার তরুণ ইহুদি ডেভিড রেভেনি নিজেকে আরবের রাজা হিসেবে ১০টি গোত্রকে জায়নে ফিরিয়ে আনার ঘোষণা দিয়ে জেরুজালেমে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন। মুসলিম কাজি তাকে পাগল আখ্যায়িত করে মৃত্যুদণ্ড থেকে অব্যাহতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেন। তিনি সাগর পাড়ি দিয়ে রোমে গেলে পোপ তাকে স্বাগত জানান। তবে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ইসলামের চেয়ে খ্রিস্টধর্ম অনেক কম সহিষ্ণু। একটি স্প্যানিশ ভূগর্ভস্থ অন্ধকার কারাগারে ১৫৩০-এর দশকে তিনি মারা যান। ১৫৩৪ সালে আনাব্যাপ্টিস্তদের একটি চরমপন্থী প্রটেস্ট্যান্ট গ্রুপ জার্মান নগরী মুনস্টার দখল করে সেটাকেই নতুন জেরুজালেম ঘোষণা করে। তাদের নেতা লিডেনের জন, জনৈক দর্জির পিতৃপরিচয়হীন শিক্ষানবিশ, নিজেকে জেরুজালেমের রাজা এবং রাজা ডেভিডের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন। ১৮ মাস পর এই নতুন জায়ন পুনর্দখল হয়, আনাব্যাপ্টিস্ত নেতাদের হত্যা করা হয়।

**** চার্চের আঙিনায় আগুনে পুড়িয়ে মারা বিরল ঘটনা ছিল না। ১৫৫৭ সালে সিসিলিয়ান সন্ন্যাসী ব্রাদার জুনিপার দুবার আল-আকাসায় অনধিকার প্রবেশ করলে কাজি নিজে তাকে হত্যা করে চার্চে নিয়ে পুড়িয়ে দেন। স্প্যানিশ এক ফ্রান্সিসক্যান আল-আকসার ভেতরে প্রবেশ করে ইসলামের নিন্দা করলে মাউন্ট জায়নে তার শিরশ্ছেদ করে তার দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। তবে ব্রেভন্টের ঘটনায় দেখা যায়, মৃত্যুই সব সময় কাহিনীর শেষ হতো না। তা ছাড়া ইউরোপের খ্রিস্টধর্মও খুব একটা সুসভ্য ছিল না। ১৬ শতকে ইংল্যান্ডে প্রায় ৪০০ ধর্মভ্রষ্টকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

AMARBOI.COM

মিসাইয়া : সাব্বাতাই জেভি

যাকে নিয়ে এই আলোড়ন তিনি হলেন মোরডিক্যাই। তার পিতা ছিলেন স্মার্নার পোল্ট্রি-ব্যবসায়ী। ভারসাম্যহীন মোরডিক্যাই কাব্বালা অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৬৪৮ সালে তিনি নিজেকে টেট্রাগ্রাম্যাটন (ইহুদিদের খোদা) প্রেরিত মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা) দাবি করেন। টেট্রাগ্রাম্যাটন হলো ঈশ্বরের অ-উচ্চারিত নাম। হিব্রু বর্ণ ওয়াইএইচডবি-উএইচ-ভিত্তিক এই নামটি কেবল বছরে একবার ডে অব অ্যাটনমেন্টে টেম্পলের প্রধান পুরোহিত পাঠ করে। মোরডিক্যাই এখন সাবাতাই জেভি নাম গ্রহণ করে ঘোষণা করলেন, ১৬৬৬ সালেই কিয়ামত হবে। তাকে স্মার্না থেকে বহিষ্কার করা হলো, তবে তিনি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় ব্যবসায়ী হিসেবে কাজ করছিলেন, ধীরে ধীরে ধনী পৃষ্ঠপোষকদের একটি দল তার ভক্তে পরিণত হয়। ১৬৬০ সালে তিনি প্রথমে কায়রো, পরে জেরুজালেম সফর করেন। সেখানে তিনি উপবাস পালন, গান গাওয়া, শিশুদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ ছাড়াও অদ্ভুত ও বিতর্কসাপেক্ষ নানা কাজ করতেন।

সাবাতাই বেপরোয়া ও উন্মাদনাপূর্ণ আকর্ষণ সৃষ্টি করেন। তিনি পর্যায়ক্রমিক আনন্দ-উচ্ছ্বাস এবং অবসাদে সময় কাটাতেন। ছোঁয়াচে আত্মবিশ্বাস, মাত্রা ছাড়ানো বেদনা এবং বাধনহীন উল্লাসে অতিমানবীয় কাজের গোলকধাঁধা সৃষ্টি করতেন, অনেক কাজ পরিণত হতো নির্লজ্জ যৌন ভাঁড়ামিতে। অন্য কোনো যুগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে এসব কাজের জন্য তিনি অশ্লীল ও পাপী পাগল ঘোষিত হতেন। কিন্তু মরমিবাদের ওই যুগে অনেক ইহুদি কাব্বালিস্ট প্রত্যাশায় মজে গিয়েছিল। তার পাগলামি নিশ্চিতভাবে পবিত্র লক্ষণ বিবেচিত হয়েছিল। উসমানিয়া তুর্কিদের করের ভারে জেরুজালেমের ইহুদিরা দরিদ্র হয়ে পড়েছিল। তাই তারা সাবাতাইকে তার ধনী অনুসারীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ করলে তিনি তা রক্ষা করেন। তিনি তার মিশনে সফল হলেও জেরুজালেমে সবাই তাকে মিসাইয়া হিসেবে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। অনেক বিতর্কের পর রাব্বিরা তাকে নিষিদ্ধ করল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি গাজায় চলে গিয়ে জেরুজালেমের বদলে সেটাকেই তার পূণ্যনগরী বলে গ্রহণ করেন। তারপর তিনি আলেপ্পোতে তার মিসিয়ানিক কার্যক্রম শুরু করেছিলেন।

তার প্রত্যাদেশ শুরুতে ধিকি ধিকি করে জ্বললেও পরে তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইস্তাম্বুল থেকে আমস্টারডাম পর্যন্ত বিস্তৃত ইহুদি বসতিগুলোতে তাকে মিসাইয়া হিসেবে বরণ করা হতে থাকে। সারাহ নামের এক সুন্দরী ইহুদি নারী তাকে বিয়ে করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কোসাক ধ্বংসযজ্ঞে এই মেয়েটি এতিম হওয়ার পর খ্রিস্টানরা তাকে উদ্ধার করে লিভোরনোতে নিয়ে গিয়েছিল। ওই সময় তিনি ইউক্রেনে পতিতাবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। এই অবস্থাতেই তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন, মিসাইয়ার জন্যই তার জন্ম। মেয়েটির কথা শুনে সাবাতাই তাকে বিয়ে করলেন, দুজনে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকা সফর করেন। ওই সময় তাকে নিয়ে ইউরোপের ইহুদিরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদল তার ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করে, অন্যরা পাগলপারা হয়ে তাদের সবকিছু নিয়ে মিসাইয়াকে স্বাগত জানাতে জেরুজালেমে রওনা হয়। তারা নিজেদের আঘাতে জর্জরিত, উপবাস, উলঙ্গ হয়ে কাদা আর বরফে নর্তন-কুর্তন করে। ১৬৬৬ সালের শেষ দিকে মিসাইনিক দম্পতি ইস্তাম্বুলে পৌঁছে। সেখানকার ইহুদিরা তাদের স্বাগত জানায়। তবে সুলতানের মুকুট পরার সাবাতাইয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে তাকে গ্রেফতার এবং বলপূর্বক ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়।

বেশির ভাগ লোকের কাছে এই ধর্মান্তর ছিল সাবাতাইয়ের আসল মৃত্যুর আগে তার দেখানো স্বপ্নের অকাল সমাপ্তি। * মন্টেনেগ্রেনে নির্বাসন কালে তিনি মারা গিয়েছিলেন। আর জেরুজালেমের ইহুদিরা তাদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধী সৃষ্টিকারী এই ভণ্ড নবির দুর্দশায় খুশি হয়েছিল।[৬] ক্রমওয়েল ও সাবাতাইয়ের যুগে জেরুজালেমে ইসলামি মরমিবাদও স্বর্ণশিখরে আরোহণ করেছিল। উসমানিয়া সুলতানেরা প্রধান সব সুফি তরিকার পৃষ্ঠপোষকতা করত, তুর্কিরা তাদের বলত দরবেশ। আমরা দেখেছি, ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা নগরীটিকে কিভাবে মূল্যায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত। ইভলিয়া নামের চরম প্রথাবিরুদ্ধ উসমানিয়া সভাসদ, দরবেশ ধারার আলেম, গল্পবাজ, মার্জিত ব্যক্তিত্বের ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে নগরীর অবস্থা সম্পর্কে প্রাণবন্ত বর্ণনা আমরা এখন দেখব। তার প্রাণখোলা বাচনভঙ্গি তাকে সম্ভবত শ্রেষ্ঠ ইসলামি ভ্রমণলেখকে পরিণত করেছে।

* তার অনেক অনুসারী এটাকে আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী মনে হলেও চূড়ান্তভাবে সত্যবিরোধী নয়, বরং চরম পবিত্র হিসেবে গ্রহণ করে। তাদের সাবাতারিয়ান জুদাই-ইসলামি গ্রুপ, ডোনমেহ (বুকখোলা কোট, যদিও তারা নিজেদের বলত মোমিন বা বিশ্বাসী), বিশেষ করে স্যালোনিকায় বসবাসকারীরা ১৯০৮ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত সংঘঠিত তরুণ তুর্কি বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখনো তুরস্কে তারা বসবাস করছে।

ইভলিয়া : উসমানিয়া পেপিস ও আনন্দভ্রমণ

ওই সময়ের প্রেক্ষাপটেও ইভলিয়া ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এই ধনী মুসাফির, লেখক, গায়ক, বিদ্বজ্জন ও সৈনিক ব্যক্তিটির পিতা ছিলেন সুলতানের স্বর্ণকার। তিনি ইস্তাম্বুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, রাজদরবারের পরিবেশে বেড়ে ওঠেন, রাজকীয় আলেমদের কাছে পড়াশোনা করেন। বিশ্বভ্রমণের জন্য স্বপ্নে হজরত মোহাম্মদের আদেশ পান। তার ভাষায় তিনি হয়েছিলেন, 'বিশ্ব মুসাফির এবং মানবজাতির মঙ্গলময় 'সঙ্গী'। তিনি উসমানিয়া সাম্রাজ্যের বিশাল অংশের পাশাপাশি খ্রিস্টান এলাকাও সফর করেছেন। লন্ডনে স্যামুয়েল পেপিস যেভাবে ডায়েরি রেখেছিলেন, ইভলিয়া ঠিক সেভাবেই বিশাল পরিসরের ১০ খণ্ডে তার অনবদ্য ও চমকপ্রদ গ্রন্থ *বুক অব ট্রাভেলস* লিখেছেন। ইস্তাম্বুল, কায়রো বা জেরুজালেম- যেখানেই অবস্থান করতেন না কেন, লেখা থেকে বিরত থাকেননি তিনি। তার গ্রন্থটি 'শুধু ইসলামি সাহিত্যেই নয়, সম্ভবত বিশ্ব সাহিত্যেরও দীর্ঘতম ও সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ভ্রমণবৃত্তান্ত।' আর কোনো মুসলিম লেখকই জেরুজালেম সম্পর্কে এমন কাব্যিক কিছু লেখেননি বা জীবন সম্পর্কে এত রসবোধের পরিচয় দেননি।

আক্ষরিক অর্থে রসবোধই ছিল তার অবলম্বন। তিনি দমফাটানো কৌতুক বলে এবং অন্ত্যমিলযুক্ত শ্লোক, দুষ্টুমিপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করে ও কুস্তির মাধ্যমে ইভলিয়া চতুর্থ মেহমেতের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তিনি উসমানিয়া অমাত্যবর্গের সফরসঙ্গী হওয়ার মাধ্যমে অনেক জায়গায় ভ্রমণ করতে পেরেছিলেন, তারা তার ধর্মীয় জ্ঞান ও আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টির দক্ষতার জন্য তাকে সঙ্গে নিতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপুল তথ্যের জন্য তার গ্রন্থটিকে আলমানাক বলা যায়। আবার আশ্চর্য কাহিনীর জন্য এর নৃতাত্ত্বিক মূল্যও রয়েছে। গ্রন্থটিতে ইভলিয়া চেলেবি (এই পদবিটির অর্থ স্রেফ 'ভদ্রলোক') হ্যাবসবার্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বর্ণনা করার পাশাপাশি জেরুজালেমের হলি সেপালচর সম্পর্কে ব্যক্তিগত জ্ঞান দিয়ে ভিয়েনায় পবিত্র রোমান সম্রাটকে অভিভূত করার কথাও লিখেছেন। তিনি তার প্রমোদ-যুদ্ধে নিজের বিরুদ্ধে যায় এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করে বলেছেন, 'পালানোটাও সাহসের কাজ' এবং সামরিক ইতিহাসে সম্ভবত সবচেয়ে 'অদ্ভূত ও হাসি উদ্রেককারী' নোংরা দৃশ্যটির বর্ণনা দিয়েছেন।* তিনি কখনো বিয়ে করেননি, যাযাবরের মতো স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরার সুযোগ পাওয়া যাবে না মনে করে রাজকীয় চাকরিও নেননি। তাকে অনেক সময় ক্রীতদাসী দেওয়া হতো, তিনি অন্য সবকিছুর মতো যৌনতা নিয়েও রসিকতা করেছেন : তিনি এটাকে বলতেন 'মধুর দুর্দশা,' এবং 'মনোরম কুস্তি প্রতিযোগিতা।' তিনি তার যৌনশক্তি কমে যাওয়ার বিষয়টিরও মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছেন, যা শেষ পর্যন্ত মিসরীয় সর্পচিকিৎসার মাধ্যমে সেরেছিল। তিনি সাহসের সঙ্গেই বলেছেন, যৌনসঙ্গম হলো 'আরো বড় জিহাদ'। আধুনিক পাঠকদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য ঠেকবে এটা জেনে, নিষ্ঠাবান মুসলমান হয়েও তিনি ইসলাম নিয়েও প্রায়শ কৌতুক করতেন, যা বর্তমানে অচিন্তনীয়।

এই বিদ্বজ্জন মাত্র আট ঘণ্টায় পুরো পবিত্র কোরআন তেলায়াত করতে পারতেন, মুয়াজ্জিনের দায়িত্বও পালন করেছেন। তবুও ব্যতিক্রমীভাবে তিনি ছিলেন ক্লিন সেভ, ধর্মীয় রীতি-নীতি পালনে শিথিল, খোলা মনের মানুষ এবং গোঁড়ামীপন্থীদের শত্রু, তা তিনি ইসলামি, ইহুদি বা খ্রিস্টান যে ধর্মেরই হোন না কেন। 'ভ্রাম্যমান দরবেশ' হিসেবে 'প্রথম *কিবলা*' জেরুজালেম তাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করত। তার কাছে 'এটা বর্তমানে গরিব মানুষের (কিংবা দরবেশদের) কাবা'- সুফিবাদের রাজধানী, আসল মক্কা। তিনি ৭০টি দরবেশ খানকার কথা উল্লেখ করেছেন, বৃহত্তমটি ছিল দামাস্কাস গেটের কাছে। ভারত, ক্রিমিয়াসহ বিভিন্ন স্থানের দরবেশেরা থাকতেন এখানে। বিভিন্ন তরিকার দরবেশদের ফজর ওয়াক্ত পর্যন্ত রাতভর মরমি সঙ্গীত এবং জিকির-আসকার করার বর্ণনা দিয়েছেন।

ইভলিয়া লিখেছেন, ২৪০টি নামাজঘর ও ৪০টি মাদরাসা-সমৃদ্ধ এই নগরীটি 'সব জাতির রাজাদের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষার বস্তু।' তবে তিনি ডোমের বিস্ময়কর সৌন্দর্য ও পবিত্রতায় সবচেয়ে বেশি আবেগাপ্লুত হয়েছেন : 'এই অধম বান্দা ৩৮ বছরে ১৭টি সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেছে, অসংখ্য ভবন দেখেছে, কিন্তু এমন বেহেশতি কিছু দেখেনি। এখানে কেউ প্রবেশ করলে সে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, মুখে আঙুল দিয়ে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে পড়ে।' আল-আকসায় প্রতি জুমায় ইমাম সাহেব খলিফা ওমরের তরবারি দুলিয়ে খুতবা দেন, নামাজের তদারকিতে নিয়োজিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে ৮০০ জন স্টাফ। ইভলিয়া দেখেছেন, সূর্যের আলো মোজাইকে প্রতিফলিত হয়ে 'মসজিদে আলোর বন্যা বয়ে যায় এবং মুসুল্লিরা যখন নামাজ পড়ে, তখন তাদের চোখে বেহেশতি নূর চমকায়।'

ডোম 'সব তীর্থযাত্রী রেলিংয়ের চার দিক ধরে পবিত্র পাথর (রক) তাওয়াফ করে।' টেম্পল মাউন্ট পরিণত হয়েছে 'কোকিলের গানে মুখরিত গোলাপ, হাইসিন্থস, মাইরটল ফুলের বাগানে'। তিনি স্থানীয় কিংবদন্তিগুলোও শুনেছিলেন। এক কাহিনীতে বলা হলো, বাদশাহ দাউদ আল-আকসা নির্মাণকাজ শুরু করেছিলেন। সোলায়মান 'সব সৃষ্টির সুলতান হিসেবে নির্মাণকাজ শেষ করার জন্য জিনদের নির্দেশ দিয়েছিলেন।' তবে তিন হাজার বছর আগে পাকানো যেসব দড়ি দিয়ে সোলায়মান জিনদের বেঁধে রেখেছিলেন, সেগুলো দেখান হলে তিনি আলেমদের প্রশ্ন করেছিলেন : 'আপনারা বলতে যাচ্ছেন ওই দড়ি এত দিনেও পচেনি?'

স্বাভাবিকভাবেই তিনি ইস্টারে চার্চে গিয়েছিলেন এবং সেখানে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ইংরেজ প্রটেস্ট্যান্টদের মতোই। তিনি পবিত্র অগ্নির (হলি ফায়ার) রহস্যভেদের দাবি করে বলেন, কেরামতি দেখাতে গোপনীয়তার সঙ্গে এক সন্ন্যাসী ন্যাপথার জিঙ্ক পাত্র দিয়ে এই কাজটি করে। তিনি বলেন, উৎসবটি স্রেফ 'কোলাহলময়'। তার মতে চার্চটিতে 'আধ্যাত্মিক ভাবগাম্ভীর্যের' অভাব রয়েছে, অনেকটা পর্যটক আকর্ষণে পরিণত হয়েছে।' তিনি এক প্রটেস্ট্যান্টের সঙ্গে আলাপ করলে ওই লোক এই ব্যবস্থার জন্য অর্থোডক্স গ্রিকদের দায়ী করে বলেন, 'ওরা মূর্খ ও ঝগড়াটে লোক।'

AMARBOI.COM

ইভলিয়া বেশ কয়েকবার জেরুজালেম সফর করেছিলেন। সবশেষে কায়রোতে বসে তার গ্রন্থ রচনার কাজ শেষ করেন। তিনি কোথাও 'বেহেশতি চত্বরের প্রতিবিম্ব' ডোম অব দ্য রকের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কিছু কখনো দেখেননি। তার এই অভিমতের সঙ্গে সবাই একমত হননি। ইভলিয়া সুফিদের নৃত্য, কেরামতি ও দরবেশভক্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেও রক্ষণশীল মুসলমানেরা এতে আতঙ্কিত হয়েছেন। কাশাশি দেখেছেন, 'অনেক নারী মুখ খুলে তাদের সৌন্দর্য, তাদের অলংকার ও সুগন্ধী প্রদর্শন করছে। আর তারা পুরুষদের গায়ে গা মিলিয়ে বসে থাকে!' তিনি ফেরিওয়ালাদের হাঁক-ডাক আর এই চেঁচামেচি ও নৃত্য-গীতের নিন্দা করেছেন। 'আল্লাহর কসম, এসব হলো শয়তানের বিয়ের উৎসব।'

উসমানিয়ারা তখন পুরোপুরি বিপর্যস্ত। ইউরোপীয় শক্তিগুলোর নানা দাবিতে সুলতানেরা একবার এ দিকে, আরেকবার অন্য দিকে দুলছেন। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের নিজস্ব খ্রিস্টান গ্রুপগুলোতে সমর্থন দিচ্ছিল। ক্যাথলিক অস্ট্রিয়ান ও ফরাসিরা ফ্রান্সিসক্যানদের জন্য *প্র্যাডোমিনিয়াম* বরাদ্দ করতে সক্ষম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে জেরুজালেম ও ইউরোপের উদীয়মান শক্তি রাশিয়া লবি করে এবং উসমানিয়াদের ঘুষ দিয়ে সেটা আবার অর্থোডক্সদের জন্য নিয়ে আসে। ফ্রান্সিসক্যানেরা অল্প সময়ের মধ্যেই সেটা আবার ফিরে পায়। তবে তিনবার চার্চে সত্যিকারের লড়াই ছড়িয়ে পড়েছিল।** ১৬৯৯ সালে উসমানিয়ারা যুদ্ধে হেরে কারলোবিটজ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এতে জেরুজালেমে পরাশক্তিগুলোকে তাদের ধর্ম ভাইদের রক্ষা করার সুযোগ দেওয়া হয়, যা ছিল বিপর্যয়কর ছাড়।[৭]

ফিলিস্তিনে ইস্তাম্বুলের গভর্নরেরা এত নির্যাতন চালাত যে, কৃষকেরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য হতো। ১৭০২ সালে জেরুজালেমের নতুন গভর্নর বিদ্রোহ দমন করেন, নিহতদের কর্তিত মাথা দেয়ালে দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন। তবে তিনি জেরুজালেমের মুফতির মালিকানাধীন একটি গ্রাম ধ্বংস করে দিলে নগরীর কাজি আল-আকসা মসজিদে জুমার খুতবায় গভর্নরের সমলোচনা করেন, বিদ্রোহীদের জন্য গেটগুলো খুলে দেন।

AMARBOI.COM

*ট্রান্সসিলভানিয়ায় হ্যাবসবার্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি মলত্যাগের জন্য সঙ্গী যোদ্ধাদের থেকে দূরে সরে গিয়ে এক অস্ট্রিয়ান সৈন্যের গুপ্ত হামলার মুখে পড়েছিলেন, 'ফলে নিজের মল-মূত্রে পড়ে গেলাম।' তারা লড়াই করার সময় আমাদের এই বীরপুরুষের মলের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছিলেন, এমনকি 'আমি প্রায় মলওয়ালা শহিদই হয়ে যেতে বসেছিলাম।' তবে শেষ পর্যন্ত ইভলিয়া ওই অবিশ্বাসীকে হত্যা করতে সক্ষম হন। তারপর তিনি তার পাজামা পরেন। 'কিন্তু তাতে রক্ত ও মল লেগে থাকায় এই ভেবে হেসে ফেললাম, আমি মলওয়ালা গাজি হয়ে গেছি।' এরপর তিনি নিহত অস্ট্রিয়ানের কর্তিত মাথাটি পাশার কাছে নিয়ে গেলে তিনি বললেন, 'প্রিয় ইভলিয়া, তোমার দেহ থেকে মলের দুর্গন্ধ আসছে!' অফিসারেরা 'অট্টহাসিতে ফেটে' পড়ল। পাশা তাকে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা এবং পাগড়ি রাখার রুপার বাক্স উপহার দিলেন।

** ইংলিশ লেভ্যান্ট কোম্পানির পাদ্রি হেনরি মন্ড্রেল, তিনি ১৬৯৭ সালে জেরুজালেম সফর করার সময় চার্চে রক্তাক্ত লড়াইয়ে নিয়োজিত সন্ন্যাসীদের 'ক্রোধ' লক্ষ করেছিলেন। আগের শতাব্দীতে স্যান্ডিজ পবিত্র অগ্নি নিয়ে হইচই এবং অন্যান্য যেসব অবস্থার বর্ণনা দিয়েছিলেন, এখন সেগুলো আরো অবনতি ঘটেছে বলে মন্ড্রেল জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তীর্থযাত্রীরা অনেকটা নগ্ন হয়ে কাজটি শুরু করে, তারা মঞ্চে নর্তন-কুর্দনের মতো সেপালচরে নাচানাচি করতে থাকে, 'দাড়ি আলোকিত করে ঠিক পাগলের মতো আচরণ করে।' মন্ড্রেল পুরোহিতদের 'কেরামতবুভুক্ষু' হিসেবে অভিহিত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩
পরিবার
১৭০৫-১৭৯৯

হোসেইনি পরিবার : নকিব আল-আশরাফের বিদ্রোহ এবং কুকুর নিধনযজ্ঞ

সশস্ত্র কৃষকেরা রাস্তায় রাস্তায় লুণ্ঠন চালায়। সেনানিবাসের সমর্থনপুষ্ট কাজি (প্রধান বিচারক) কারাগার খুলে দেন, জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। জেরুজালেম তখন স্বাধীন, যা ছিল নগরীর ইতিহাসে বিশেষ একটি সময়। ঘুষ নিয়ে কাজি মোহাম্মদ ইবনে মোস্তফা আল-হোসেইনিকে নগরীর প্রধান নিযুক্ত করেন। হোসেইনি ছিলেন জেরুজালেমের বিশিষ্ট একটি পরিবারের প্রধান। এক শতাব্দীর আগে ফারুকদের সঙ্গে তার পরিবরের উত্থান ঘটেছিল। তা ছাড়া তারা নকিব আল-আশরাফ অর্থাৎ নবিজির বংশধর (হজরত হোসেইনের মাধ্যমে) পরিবারগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কেবল আশরাফেরাই সবুজ পাগড়ি পরতে পারত, তাদেরকে সাইয়েদ সম্বোধন করা হতো।

বিদ্রোহ দমনের জন্য উসমানিয়ারা সৈন্য পাঠায়। তারা নগর প্রাচীরের বাইরে অবস্থান নেয়। হোসেইনি এই অবরোধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলেন। ফলে উসমানিয়া সৈন্যরা গাজায় সরে যেতে বাধ্য হয়। তবে জেরুজালেমের অভ্যন্তরে বিদ্রোহের মাধ্যমে একজনের বদলে আরেক উৎপীড়কের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সাবাতে ইহুদিদের সাদা পোশাক এবং মুসলমানদের মতো সাদা পাগড়ি পরা নিষেধ করা হয়, জুতায় পেরেক ঠোকাও নিষিদ্ধ হলো। খ্রিস্টানদের ওপরও পোশাকসংক্রান্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। উভয় সম্প্রদায়কেই মুসলমানদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়। সহিংসতার মাধ্যমে মাত্রাতিরিক্ত কর আদায় করা হতে থাকে। তখন জুদাহ্ দ্য পায়াসের নেতৃত্বে গ্রোদনো থেকে ৫০০ পোলিশ ইহুদিদের একটি মিসিয়ানিক সম্প্রদায় জেরুজালেমে এসেছিল। কিন্তু তাদের র‍্যাব্বি মারা যান। তারা শুধু পোলিশ বা ইয়িদ্দিশ ভাষা বলতে পারত। ফলে তারা বিশেষভাবে বিপাকে পড়ে। অল্প সময়ের মধ্যেই তারা নিঃস্ব হয়ে যায়।

একবার একটি বেওয়ারিশ কুকুর টেম্পল মাউন্টে ঢুকে পড়লে কাজি জেরুজালেমের সব সারমেয় মেরে ফেলার নির্দেশ দেন। ইহুদি ও খ্রিস্টানদের জন্য এটা ছিল বিশেষ লজ্জাজনক নির্দেশ। তাদের প্রত্যেককে জায়ন গেটের বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালেকশন পয়েন্টে মৃত কুকুরগুলো জমা দিতে হতো। অনেক সময় শিশুদের দল কুকুর হত্যা করে নিকটতম অবিশ্বাসীর কাছে মৃত পশুটি দিয়ে দিত।

আরো শক্তিশালী উসমানিয়া সেনাবাহিনী উপস্থিত হলে জেরুজালেমের সেনাশিবির ও সুফি সাধকেরা বিদ্রোহীদের পক্ষ ত্যাগ করে টাওয়ার অব ডেভিড (দাউদ মিনার) দখল করে নেয়। হোসেইনি তার ম্যানশন সুরক্ষিত করেছিলেন। তারা তিন দিন ধরে অগ্নি তীর বিনিময় করতে থাকে। প্রচ যুদ্ধের মধ্যে ওল্ড সিটির রাস্তাগুলোতে লাশের স্তূপ জমতে থাকে। শেষ পর্যন্ত হোসেইনি আরো সমর্থন হারান। বাইরে থেকে উসমানিয়ারা টেম্পল মাউন্টে গোলাবর্ষণ করতে থাকে। খেলা শেষ হয়ে গেছে বুঝতে পেরে ১৭০৫ সালের ২৮ নভেম্বর মধ্যরাতে হোসেইনি পালালেন, উসমানিয়ারা তার পিছু নিল। নতুন গভর্নরের অধীনেও জবরদস্তি অব্যাহত থাকে। অনেক ইহুদি লুণ্ঠনের শিকার হয়ে চলে যায়। পোলিশ আশকেনাজিরা কারারুদ্ধকরণ, বিতাড়ন, ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। ১৭২০ সালে জুইশ কোয়ার্টারে তাদের সিনাগগটি পুড়ে শেষ হয়ে যায়।* আরব ও উসমানিয়া বিশ্বের ছোট্ট ও প্রাচীন ইহুদি সম্প্রদায় সেফারদিসেরা পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

হোসেইনিকে ধরে শিরশ্ছেদ করা হয়। পরিবারগুলোর মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর হোসেইনিরা আবদুল লতিফ গুদাইয়ার মাধ্যমে নকিব হিসেবে স্বীকৃতি পায়। এই পরিবারটি ওই শতকের কোনো এক সময় তাদের পারিবারিক নাম পরিবর্তন করে মর্যাদাসম্পন্ন হোসেইনি হিসেবে পরিচিত হয়। গুদাইয়া পরিবার নতুন হোসেইনি পরিবার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তারাই একুশ শতকে জেরুজালেমের সবচেয়ে প্রভাবশালী পরিবার হিসেবে ওঠে আসে।[৮]

* এটা ভাঙা (হুরভা) সিনাগগ নামে পরিচিত হয়, এক শ' বছরেরও বেশি সময় এ রকমই থাকে। উনিশ শতকে এটা পুনর্নির্মাণ করা হয়। তবে ১৯৬৭ সালে জর্ডানিরা এটা আবার গুঁড়িয়ে দেয়।

হোসেইনি : বনেদি পরিবারগুলোর উত্থান

১৮ শতকে যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি জেরুজালেমে এলেই এই গোত্রপতির সঙ্গে থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করত। তার বাড়ি কৃষক, বিদ্বজ্জন এবং উসমানিয়া কর্মকর্তা নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকত। বলা হয়ে থাকে, প্রতিদিন রাতের খাবারে ৮০ জন অতিথি শরিক হতো। 'কাছের বা দূরের যে কেউ তার সঙ্গে দেখা করতো,' লিখেছেন আবদুল লতিফ আল-গুদাইয়ার 'প্রাসাদে' আতিথ্য গ্রহণকারী জনৈক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যক্তি। জেরুজালেমে তিনিই প্রধান ব্যক্তিত্ব। 'বিদেশীরা তার বাসায় আশ্রয় পেত, নিজের বাড়ির মতো সেখানে থাকতে পারত।' আবদুল লতিফের অতিথিরা তার এক দল ঘোড়সওয়ারের পাহারায় জেরুজালেম ত্যাগ করতো।

হোসেইনিদের নতুন উত্থান ছিল জেরুজালেমে বনেদি পরিবারগুলোর বিকাশের সূচক। সত্যি বলতে কী, জেরুজালেমের প্রতিটি সম্মানজনক পদই উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ধারিত হতো। বেশির ভাগ পরিবারই ছিল সুফি দরবেশদের বংশধর। এসব সুফি কোনো না কোনো বিজয়ীর আনুকূল্য পেয়েছিলেন। বেশির ভাগ পরিবারই তাদের নাম পরিবর্তন করে জাঁকাল বংশলতিকা তৈরি করেছিল, বিভিন্ন পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়েছিল, পরস্পরের মধ্যে বৈরিতাও ছিল, যা তাদের পশ্চিমা প্রতিপক্ষদের চেয়ে খুব একটা ভিন্ন নয়। প্রতিটি পরিবারই তাদের নিজস্ব আকর্ষণীয় ক্ষমতার ঘাঁটি রক্ষা এবং সম্প্রসারণের জন্য তীব্র চেষ্টা চালাত। তবে পাণ্ডিত্য ছাড়া সম্পদ মানানসই হয় না, সম্পদ ছাড়া বংশধরেরা ক্ষমতাহীন থাকে এবং উসমানিয়া পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া কোনো পদ পাওয়া ছিল অসম্ভব। অনেক সময় পরিবারগুলো এ জন্য লড়াই করত। একবার হোসেইনিদের একটি দল আবু ঘোসের কাছে লুকিয়ে থেকে নুসেইবেহ পরিবারের দুই সদস্যকে হত্যা করে। এই বিবাদ মেটানো হয়েছিল বিদ্যমান ঐতিহ্য অনুসরণ করে, নুসেইবেহ পরিবারের বেঁচে থাকা অপর এক সদস্যের জেরুজালেমের মুফতির বোনকে বিয়ে করার মধ্য দিয়ে।

AMARBOI.COM

তবে জৈবিক চাহিদা নিয়ে কলহ করার জন্য কুখ্যাত জেরুজালেমে মোতায়েন ৫০০ সদস্যের উসমানিয়া সেনাশিবিরের উপস্থিতি, বেদুইনদের হামলা, জেরুজালেমবাসীর দাঙ্গা এবং বিবেকহীন গভর্নরদের কারণে পরিবারগুলোও জেরুজালেমের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারছিল না। জনসংখ্যা ৮ হাজারে নেমে এসেছিল। দামাস্কাসের গভর্নর কর আদায়ের জন্য প্রতি বছর সৈন্যবাহিনীর একটি ছোট দল নিয়ে সেখানে হাজির হতেন।*

ইউরোপীয় সমর্থনবঞ্চিত ইহুদিরা ভয়াবহভাবে নির্যাতিত হতো। পোলান্ডের আশকেনাজি গেদালিয়াহ লিখেছেন, 'আরবেরা প্রায়ই প্রকাশ্যে ইহুদিদের প্রতি অন্যায় করত। তাদের কেউ কোনো ইহুদিকে ঘুসি মারলে তিনি ভয়ে সরে যেত। কোনো ক্রুদ্ধ তুর্কি কোনো ইহুদিকে প্রচণ্ড ও অপমানকরভাবে জুতাপেটা করলেও কেউ ইহুদির পক্ষাবলম্বন করে না।' তারা নোংরা, আবর্জনাময় জায়গায় থাকত, তাদেরকে তাদের বাড়িঘর মেরামত করতে দেওয়া হতো না। ১৭৬৬ সালে এক ইহুদি তীর্থযাত্রী লিখেছেন : 'দিন দিন নির্যাতন ও করের বোঝা বাড়তে থাকায় দুই শ' পরিবার চলে গেছে। আমাকে রাতের বেলায় নগরী থেকে সরে যেতে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন কাউকে না কাউকে কারাগারে ছুঁড়ে ফেলা হয়।'

খ্রিস্টানেরা অবিশ্বাসীদের চেয়ে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বি গ্রুপগুলোকে অনেক বেশি ঘৃণা করত। ফ্রান্সিসক্যান ফাদার ইলজিয়ার হর্ন প্রকাশ্যেই গ্রিকদের 'বমি' বলে গালি দিতেন। প্রতিটি সম্প্রদায় চার্চে প্রতিদ্বন্দ্বিদের অপদস্ত ও নেহস্তা করতে সম্ভব সব ধরনের কাজ করত। উসমানিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং খ্রিস্টানদের প্রতিযোগিতার অর্থ দাঁড়াত ৩০০ স্থায়ী বাসিন্দার প্রতিটি রাতে ভেতরে আটকা পড়ে থাকা। ইভলিয়ার দৃষ্টিতে তারা পাদ্রির মতো নয়, 'অনেকটা বন্দির মতো' স্থায়ীভাবে আটকে পড়ে থাকত। দরজার কোনো গর্ত বা জানালার ফাঁক দিয়ে পুলির সাহায্যে খাবার পাঠানো হতো। এসব সন্ন্যাসীর বেশির ভাগই ছিল অর্থোডক্স, ক্যাথলিক বা আর্মেনীয়। তারা সংকীর্ণ, আর্দ্র স্থানে বাস করত আর 'মাথাব্যথা, জ্বর, টিউমার, ডায়ারিয়া, আমাশয় রোগে ভুগত।' সেপালচরের টয়লেটগুলো বিড়ম্বনা আরো বাড়াত। প্রতিটি সম্প্রদায়ের আলাদা আলাদা শৌচব্যবস্থা ছিল, তবে ফাদার হর্ন দাবি করেছেন, 'ফ্রান্সিসক্যানেরাই দুর্গন্ধে সবচেয়ে বেশি ভুগত।' গ্রিকদের টয়লেটই ছিল না। দরিদ্র-পীড়িত ছোটো সম্প্রদায় কপ্টিক, ইথিওপিয়া ও সিরিয়াকরা গৃহ-ভৃত্যের মতো গ্রিকদের গৃহস্থালী আবর্জনা পরিষ্কার করে খাবার সংগ্রহ করত। ফরাসি লেখক কনস্টানটাইন ভলনি যখন শুনতে পান, জেরুজালেমবাসী 'তাদের বাজে আচরণের জন্য সিরিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বদমাশ লোকের কুখ্যাতি অর্জন করেছে' তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

AMARBOI.COM

ফরাসিরা আবার ফ্রান্সিসক্যানদের জন্য *প্রাইডোমিনিয়াম* জয় করলে গ্রিক অর্থোডক্সেরা প্রত্যাঘাত করল। ১৭৫৭ সালের পাম সানডে'র আগের রাতে গ্রিক অর্থোডক্স সদস্যরা 'লাঠি, গদা, কাটারি, ছোড়া ও তরবারি নিয়ে' সেপালচরের রোটানদায় ফ্রান্সিসক্যানদের ওপর আকস্মিক হামলা চালায়। তারা এসব অস্ত্র পিলারের পেছনে ও তাদের জামার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। তারপর সুযোগমতো বাতি ভেঙে ফেলে, আসবাবপত্র তছনছ করে। ফ্র্যান্সিসক্যানেরা দৌড়ে সেন্ট স্যাভিয়র্সে পালালে সেখানে তাদের অবরোধ করে রাখা হয়। এসব মাফিয়া কৌশলে কাজ হলো। সুলতান তাদের পক্ষ নিলেন, চার্চে তাদের প্রাধান্যপূর্ণ অবস্থান দিলেন, সেটা এখন পর্যন্ত বহাল আছে।[৯] এখন ফিলিস্তিনে উসমানিয়াদের শক্তি ভেঙে পড়েছে। ১৭৩০-এর দশকে বেদুইন শেখ জাহির আল-উমার-আল জায়দানি গ্যালিলি থেকে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়ান। তিনি উত্তরাঞ্চলে জায়গিরকে নিজের রাজ্য বলে ঘোষণা করলেন। তিনি একর থেকে শাসনকাজ চালাতেন। স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহগুলো ছাড়া এই একবারই কোনো ফিলিস্তিনি আরব ফিলিস্তিনের বেশ বড় অংশে শাসন কায়েম করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব গোত্রকে ইংরেজরা বলত নোটাবলস, তুর্কিরা বলত ইফেন্দিয়া, আরবরা বলত আয়া। নুসেইবেহরা ছিল চার্চের তত্ত্বাবধায়ক, দাজানিরা ডেভিড'স টম্বে (দাউদের সমাধি) যাবতীয় আয়োজনে নেতৃত্ব দিত। খালিদিরা পরিচালনা করত *শরিয়াহ* আদালত। হোসেইনিরা প্রাধান্য বিস্তার করত, নকিব আল-আশরাফ মুফতি ও হারামের শেখ পদ দুটি সাধারণত তারা পেত। এ ছাড়াও তারা নবি মুসা উৎসবে নেতৃত্ব দিত। জেরুজালেমের আশপাশের পার্বত্য এলাকার সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত আবু গাউস গোত্রটি জাফা থেকে তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত পথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকত। তারা ছিল হোসেনিদের মিত্র। অতি সম্প্রতি অধ্যাপক আদেল মান্না'র গবেষণায় গুদাইয়াদের হোসেইনি পরিচয় গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ পেয়েছে। ঘানিম পরিবার পরিবর্তিত হয়ে হয়েছিল নুসেইবেহ; দেহরি থেকে হয়েছে খালিদি। জারাল্লাহদের (তারা মুফতি পদের জন্য হোসেইনিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন) সাবেক পদবি ছিল হাসকাফি। 'সাত শ' বছর আগে ঘটে থাকলেও পদবি বদল নিয়ে জটিলতা ও বিভ্রান্তি রয়ে গিয়েছিল,' স্বীকার করেছেন এসব অভিজাতের অন্যতম হাজেম নুসেইবেহ, জর্ডানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার স্মৃতিকথা *দ্য জেরুজালেমাইটস*-এ।

* বিলায়েত (প্রদেশ) দামাস্কাসের ওয়ালি (গভর্নর) সাধারণত জেরুজালেম শাসন করতেন, তিনিই সাধারণত আমির উল বহর হিসেবে প্রতিবছর হজ যাত্রায় নেতৃত্ব দিতেন। তিনি সশস্ত্র অভিযানের (*দাওরা*) মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহ করতেন। মাঝে মাঝে জেরুজালেম শাসন করতেন সিডনের ওয়ালি। তিনি একর থেকে শাসনকাজ চালাতেন। জেরুজালেম ছিল একটি ছোট জেলা (সানজ্যাক), দায়িত্বে থাকতেন সানজ্যাক বে বা মুতাসাল্লিম। অবশ্য পরের শতকগুলোতে জেরুজালেমের মর্যাদা বারবার পরিবর্তিত হয়। অনেক সময় এটা স্বাধীন জেলায়ও পরিণত হতো। উসমানিয়া গভর্নরেরা কাজির (নগর বিচারক) সাহায্যে শাসনকাজ চালাত, ইস্তাম্বুল থেকে ওই নিযুক্তি প্রদান করা হতো। আর জেরুজালেমের পরিবারগুলো থেকে মুফতি নিয়োগ করতেন সাম্রাজ্যের গ্র্যান্ড মুফতি বা ইস্তাম্বুলের শায়খুল ইসলাম। মুফতি ধর্মীয় বিষয়ে *ফতোয়া* দিতেন। দামাস্কাস ও সিডনের পাশারা ছিলেন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বি, তারা অনেক সময় ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের জন্য ছোট-খাটো যুদ্ধে মেতে ওঠতেন।

'ফিলিস্তিনের রাজার' উত্থান ও পতন

১৭৭০ সালে শেখ জহিরের সঙ্গে জোট গঠন করে মিসরীয় জেনারেল আলী বে ফিলিস্তিনের অধিকাংশ এলাকা দখল করেন। আলী বে'র ডাকনাম ছিল মেঘ-কব্জাকারী (এক বেদুইনকে পরাজিত করে তিনি এ নামটি পেয়েছিলেন। উসমানিয়ারা মনে করত, ওই বেদুইনকে কব্জা করা মেঘ ধরার মতোই কঠিন)। তারা দুজনে দামাস্কাস পর্যন্ত দখল করতে পেরেছিলেন। কিন্তু সুলতান নিযুক্ত পাশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাশিয়ান সম্রাজ্ঞী ক্যাথেরিন দ্য গ্রেট তখন উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। এবার তিনি ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় তার নৌবহর পাঠালেন। সেখানে তারা সুলতানের নৌবাহিনীকে পরাজিত করলেন। মেঘ-কজাকারীর রাশিয়ার সাহায্যের দরকার ছিল, তবে রাশিয়ার হলো একটি পুরস্কারের প্রতিই আগ্রহ ছিল, সেটা হলো জেরুজালেম। রাশিয়ান জাহাজগুলো জাফায় বোমাবর্ষণ করে তারপর বৈরুত হামলা করল। জহির জাফা দখল করে নিলেন। কিন্তু তিনি ও মেঘ-কজাকারী কি জেরুজালেম দখল করতে পেরেছিলেন?

নগরীটি জয় করতে শেখ জহির তার সৈন্যদের পাঠালেন। কিন্তু তারা প্রাচীরভেদ করার কাজটির কিছুই করতে পারলেন না। উসমানিয়ারা সব ফ্রন্টে পরাজিত হয়ে রাশিয়ানদের কাছে শান্তি প্রতিষ্ঠার আবেদন জানাল। ১৭৭৪ সালে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলো। ক্যাথেরিন ও তার সঙ্গী প্রিন্স পোটেমকিন অর্থোডক্সদের প্রতি রাশিয়ান সুরক্ষার স্বীকৃতি দিতে উসমানিয়াদের বাধ্য করলেন। জেরুজালেমের প্রতি রাশিয়ানদের ক্রমবর্ধমান মোহাবিষ্টের ফলে ইউরোপীয় যুদ্ধের সূচনা করেছিল।* উসমানিয়ারা এখন তাদের হারানো প্রদেশগুলো ফেরত নিতে পারে। মেঘ-কজাকারী গুপ্তহত্যার শিকার হলেন। শেখ জহিরকে (তখন তার বয়স ৮৬ বছর) ঘোড়ায় করে একর থেকে কেটে পড়তে হয়েছিল। পালানোর একপর্যায়ে তিনি দেখলেন, তার প্রিয় এক উপপত্নী সঙ্গে নেই। 'এখন কাউকে পেছনে ফেলার সময় নেই,' বলে তিনি পেছনে ছুটলেন। তিনি যখন তাকে ধরতে যাচ্ছিলেন, তখন বালিকাটি তার সাবেক প্রেমিককে ঘোড়া থেকে টেনে নামিয়ে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে তার মাথাটি কেটে নিলেন। তিনি 'ফিলিস্তিনের প্রথম রাজার' মাথাটি ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেন।[১০] বিশৃঙ্খল এই পরিস্থিতির দিকে এখন নজর পড়ল বিপ্লবী ফ্রান্সের উদীয়মান নায়কের।

www.amarboi.com

* ক্যাথেরিনের জন পোটেমকিন 'গ্রিক প্রজেক্ট'-এর রূপরেখা প্রণয়ন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল রাশিয়ানেরা কনস্টানটিনোপল জয় করে (যেটাকে তারা বলত জারগ্রাদ) শাসনভার অর্পণ করা হবে ক্যাথেরিনের নাতি কনস্টানটাইনের (এটা ছিল তার বিশেষ নাম) হাতে। ক্যাথেরিনের পোল্যান্ড বিভক্তির ফলে প্রথমবারের মতো লাখ লাখ ইহুদি রাশিয়ান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এসব ইহুদির বেশির ভাগকে পেল অব সেটলমেন্টে [স্থানটি রাজকীয় রাশিয়ার প্রুশিয়া ও আস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরি সীমান্ত-সংলগ্ন যা বর্তমানে লিথুনিয়া, বেলারাস, পোলান্ড, মলদোভা, ইউক্রেন ও পশ্চিম রাশিয়ার অংশবিশেষ।] কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। তবে রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে সোচ্চার ফিলো-সেমিটিক [বিশ্ব সভ্যতায় ইহুদিদের অবদানে পঞ্চমুখ] নেতাদের অন্যতম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোটেমকিন ছিলেন খ্রিস্টান জায়নবাদী। জেরুজালেম মুক্তি করার কাজকে তিনি তার গ্রিক প্রজেক্টের অংশ বিবেচনা করতেন। জেরুজালেম দখল করার জন্য ১৭৮৭ সালে তিনি ইহুদি অশ্বারোহী বাহিনী ইসরাইলোভস্কি রেজিমেন্ট গঠন করেন। প্রত্যক্ষদর্শী প্রিন্স ডি লিগনে লম্বা চুলওয়ালা এসব অশ্বারোহী সৈন্যকে বিদ্রুপ করে 'ঘোড়ার পিঠে চড়া বাঁদর' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। পটেমকিনের প্রজেক্ট শুরু হওয়ার আগেই তিনি মারা যান।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : 'আমি নিজে কোরআন লিখেছি'

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের বয়স তখন মাত্র ২৮ বছর। বেশ হালকা-পাতলা গড়নের এই সময় নায়কের মাথায় ছিল পাতলা হতে থাকা চুল। ১৭৯৮ সালের ১৯ মে তিনি ৩৩৫টি জাহাজ, ৩৫ হাজার সৈন্য ও ১৬৭ জন বিজ্ঞানী নিয়ে মিসর জয়ে নামলেন। তিনি স্বভাবসুলভ দাম্ভিকতার সঙ্গে বললেন, 'আমি একটি ধর্ম প্রবর্তন করব। আমি দেখতে পাচ্ছি, হাতির পিঠে চড়ে এশিয়ার দিকে ছুটছি; মাথায় পাগড়ি, এক হাতে নতুন কোরআন, যা নিজেই রচনা করেছি।'

বিজ্ঞানের ব্যাপক অগ্রযাত্রা, স্নায়ুবিক রাজনীতি এবং ক্রুসেডীয় রোমান্সে তার এই অভিযান উদ্দীপ্ত হয়েছিল। প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী কনস্টাইন ভলনের বেস্টসেলিং ভ্রমণকাহিনী প্যারিসের সবাই গোগ্রাসে গিলছিল। 'নানা দুর্বিপাকে বিধ্বস্ত জেরুজালেম' ও উসমানিয়া লেভান্টের অধঃপতনের কথা বলে তিনি জানান, অ্যানলাইটেনমেন্টের সভ্যতা ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব পালনের এলাকাগুলো জয় করার এখনই উপযুক্ত সময়। ফরাসি বিপ্লব চার্চকে ধ্বংস করতে এবং খ্রিস্টধর্মকে যৌক্তিক ও উদার করার চেষ্টা করেছিল, এমন কি সর্বোচ্চ সত্তার নতুন দর্শনও চাপানোর চেষ্টা করেছিল। তবে ক্যাথলিকবাদ সেটা প্রতিরোধ করে, নেপোলিয়ন রাজতন্ত্র, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে গুলিয়ে বিপ্লবের ক্ষতে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। আর এ কারণে তার দলে বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানী ছিলেন। বিষয়টার সঙ্গে সাম্রাজ্যের সম্পর্কও ছিল। ফ্রান্স তখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত ছিল।

অভিযানটি ছিল খোঁড়া সাবেক বিশপ ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী চার্লস মরিস ডি ট্যালেরান্ডের মস্তিষ্কপ্রসূত। এই ধুরন্ধর লোকটি আশা করেছিলেন, এর ফলে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে, ব্রিটিশ ভারতকে বিচ্ছিন্ন করা যাবে। নেপোলিয়ন সফল হলে ভালো, তবে ব্যর্থ হলে ট্যালেরান্ডের এক প্রতিদ্বন্দ্বি ধ্বংস হয়ে যাবেন। এখন থেকে মধ্যপ্রাচ্যে প্রায়ই দেখা যাবে এবং ইউরোপীয়রা আশা করত, তাদের সদেচ্ছামূলক বিজয়ের জন্য প্রাচ্যবাসী তাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

নেপোলিয়ন সফলভাবে মিসরে অবতরণ করতে পেরেছিলেন। মিসর তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাসিত হচ্ছিল মামলুক-উসমানিয়া কর্মকর্তাদের একটি সঙ্কর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। নেপোলিয়ন পিরামিডের যুদ্ধে সহজেই মিসরীয়দের পরাজিত করলেন। কিন্তু আবুকির বে'য় ব্রিটিশ অ্যাডমিরাল হোরাটিও নেলসন ফরাসি নৌবহর পুরোপুরি ধ্বংস করে দিলেন। নেপোলিয়ন মিসর জয় করলেও নেলসন ফরাসি সেনাবাহিনীকে প্রাচ্যে আটকে রাখলেন। আর এতে উসমানিয়ারা নেপোলিয়নকে সিরিয়ায় প্রতিরোধ করতে উৎসাহিত হলো। ফলে মিসরে টিকে থাকার জন্য সিরিয়া জয় করতে নেপোলিয়নকে উত্তর দিকে ছুটতে হলো।

১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে ১৩ হাজার সৈন্য ও ৮০০ উট নিয়ে নেপোলিয়ন ফিলিস্তিনে হামলা চালালেন। তিনি ২ মার্চ যখন জাফার দিকে যাচ্ছিলেন, তখন জেনারেল দামাসের নেতৃত্বে তার অশ্বারোহী বাহিনী জেরুজালেমের মাত্র তিন মাইল দূরে অভিযান চালালেন। জেনারেল বোনাপার্ট পূণ্যনগরীটি জয়ের জন্য পাগলপারা হয়ে গেলেন। তিনি প্যারিসে তার বিপ্লবী অধিদফতরকে লিখলেন : 'আপনি যখন এই চিঠি পড়বেন, তখন এটা খুবই সম্ভব, আমি তখন সলোমনের টেম্পলের ধ্বংসাবশেষে দাঁড়িয়ে আছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[illegible] অধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে যেতে আমার কত যে সাধ জাগে।

আব্রাহাম লিংকন, স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথন

পৃথিবীর বর্ষ-বিবরণীতে এ যাবৎ যা কিছু ঘটেছে, সেগুলোর সবচেয়ে স্মরণীয় ও বিস্ময়কর ঘটনার মঞ্চ।

জেমস বার্কলে, *সিটি অব দ্য গ্রেট কিং*

জায়নের গর্বিত চূড়াগুলো ওপরের চেয়ে আর কোনো স্থানের আকাশ এত বিশুদ্ধ, বিস্তৃত ও মেঘহীন নয়। কোনো মুসাফির তার ধর্মের বাহকদের কবরের ওপর হাঁটার কথা যদি ভুলে যায়, তবে নিশ্চিতভাবেই কোনো শহর সে ত্যাগ করার ইচ্ছা করবে না।

ডব্লিউ এইচ বার্টলেট, *ওয়াকস*

AMARBOI.COM

হ্যাঁ, আমি ইহুদি। রাইট অনারেবল জেন্টলম্যান যখন অজ্ঞাত দ্বীপে অসভ্যভাবে বাস করছিলেন, তখন আমাদের পূর্বসূরিরা ছিলেন টেম্পল অব সলোমনের পুরোহিত।

বেনিয়ামিন ডিসরাইলি, হাউজ অব কমন্সে বক্তৃতা

দেখুন ধর্মের নামে এখানে কী হয়েছে!

হ্যারিয়েট ম্যারটিনু, *ইস্টার্ন লাইফ*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪
পূণ্যভূমিতে নেপোলিয়ন
১৭৯৯-১৮০৬

একরের স্ত্রী হন্তারক

নেপোলিয়ন ও জেরুজালেম জয়ের মাঝখানে ছিলেন কেবল উসমানিয়া ফিলিস্তিনের সেনাপতি আহমত জাজ্জার পাশা। তিনি তারুণ্যে জাজ্জার (কসাই) নাম গ্রহণ করেন। ভয় দিয়েই মানুষকে মানুষকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করা যায়- এমন নীতির ভিত্তিতে তিনি তার ক্যারিয়ার গঠন করেছিলেন।

কারো আনুগত্য নিয়ে ন্যূনতম সন্দেহ হলেই তার অঙ্গহানি করার মাধ্যমে তিনি নিজের ভূখণ্ডকে সন্ত্রস্ত্র করে রেখেছিলেন। তার রাজধানী একর সফরকারী জনৈক ইংরেজ লক্ষ করেছেন, তিনি 'বিকলাঙ্গ ও বিকৃত অবয়বের লোকজন পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন। আধিকারিক বা দরজায় দণ্ডায়মান' সবারই পা, নাক, কান বা চোখ কাটা। এর উদাহরণ হলো তার ইহুদি মন্ত্রী হেইম ফারহির 'একটি করে কান ও চোখ' নেই। 'সিরিয়ার এই অংশ সফরকারী যে কারো নাক ও কান কাটা লোকের সংখ্যার বিষয়টি চোখে পড়ে।' কসাই তাদেরকে বলতেন, তার 'চিহ্নিত লোক'। অনেক সময় তিনি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পায়ে ঘোড়ার নাল পরাতেন। অন্যদের হুঁশিয়ার করে দিতে তিনি স্থানীয় কয়েকজন খ্রিস্টানকে তাদের চারপাশে দেয়াল তুলে হত্যা করেন, একবার তার সৈন্যরা ৫০ জন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাকে বিবস্ত্র করে কেটে টুকরা টুকরা করেছিল। নিজের হেরেমে বিদ্রোহের অস্তিত্ব আছে, এমন সন্দেহ করে তিনি তার সাত স্ত্রীকে হত্যা করেন। তিনি 'একরের স্বৈরাচার, নিজের সময়ের হেরোড, আশপাশের এলাকার সবচেয়ে বড় আতঙ্ক এবং নিজের স্ত্রীদের হত্যাকারী' হিসেবে কুখ্যাত হয়েছিলেন।

এই কসাই তার লম্বা সাদা দাড়ি, পরিধেয় সাধারণ জোব্বা, বেল্টে রত্নখচিত ছোরা আর কাগজ কেটে তৈরি করা ফুল উপহার দেওয়ার রুচিপূর্ণ কাজ করে ইউরোপীয়দের অভিভূত করতেন। মৃত্যু-আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এই লোকটি একটু আত্মতৃপ্তির হাসি দিয়ে অতিথিদের বলতেন : 'আমি বিশ্বাস করি আমার রূঢ়তা সত্ত্বেও আপনারা আমার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারিত হতে দেখবেন, এমন কি প্রাণপ্রিয়ও হতে পারি।' রাতে তিনি হেরেমে ১৮ স্লাভিক সুন্দরী পরিবেষ্টিত থাকতেন *

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই বৃদ্ধ লোকটি এখন সর্বোচ্চ অবস্থায় থাকা নেপোলিয়নের মুখোমুখি হলেন। ফরাসিরা জাফা অবরোধ করল। এটা ছিল জেরুজালেমের বন্দর, মাত্র ২০ মাইল দূরে। জেরুজালেম ছিল আতঙ্কে : বনেদি পরিবারগুলো জেরুজালেমের অধিবাসীদের সশস্ত্র করল, কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল লোক খ্রিস্টানদের আশ্রমগুলো লুণ্ঠন করল। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য সন্ন্যাসীদের কারাবরণ করতে হলো। নগরপ্রাচীরগুলোর বাইরে অবস্থান করে জেনারেল দামাস পূণ্যনগরী আক্রমণের জন্য নেপোলিয়নের কাছে অনুমতি চাইলেন।[১]

* তিনি ছিলেন বসনিয়ার খ্রিস্টান দাস-বালক। একটি খুন করার পর তিনি পালিয়ে নিজেকে ইস্তাম্বুলের দাস-বাজারে বিক্রি করেন। তাকে কিনে নেন এক মিসরীয় শাসক। তিনি তাকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করে তার প্রধান দণ্ড দাতা ও হিটম্যান হিসেবে ব্যবহার করতেন। কায়রোর গভর্নর হিসেবে জাজ্জারের উত্থান শুরু হয়। ক্যাথেরিন দ্য গ্রেটের নৌবাহিনীর আক্রমণ থেকে বৈরুতকে রক্ষার মাধ্যমে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর রাশিয়ানদের কাছে বৈরুত সম্মানজনক আত্মসমর্পণ করে। সুলতান সিডনের গভর্নর হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। অনেক সময় তিনি দামাস্কাসের গভর্নরের দায়িত্বও পালন করতেন। তিনি তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে বেসরকারিভাবে জেরুজালেম সফর করতেন, সেখানে হোসেইনিরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল।

AMARBOI.COM

নেপোলিয়ন : 'জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স, জেরুজালেম'

নেপোলিয়ন জবাব দিলেন, তিনি প্রথমে একর জয় করতে চান, তারপর তিনি 'ব্যক্তিগতভাবে এসে খ্রিস্ট যেখানে অত্যাচারিত হয়েছিলেন সেখানে মুক্তির বৃক্ষ রোপণ করবেন, আক্রমণে প্রথম যে সৈন্য মারা যাবেন তাকে হলি সেপালচরে সমাহিত করা হবে।' কিন্তু বোনাপার্ট এবং তার সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের অভিযানকে পরিষ্কারভাবে সভ্য আচরণের বিধিবিধানের আওতাবহির্ভূত বিবেচনা করতেন। তিনি জাফায় ঢোকার পর তার 'সৈন্যরা নারী ও পুরুষদের কেটে টুকরা টুকরা করতে থাকে, যা দেখা ছিল ভয়ংকর ব্যাপার'- লিখেছেন এক ফরাসি বিজ্ঞানী। তিনি 'গুলির শব্দ, নারী ও পিতাদের আর্তনাদ, মৃতদেহের স্তূপ, মায়ের লাশের ওপর মেয়েকে ধর্ষণ, রক্তের গন্ধ, আহতদের কান্না, লুটপাট নিয়ে বিজয়ীদের ঝগড়ায়' মর্মাহত হয়েছেন। সব শেষ করে ফরাসিরা বিরতি দেয়, 'মৃতদেহের স্তূপের মধ্যে রক্ত ও স্বর্ণে তৃপ্ত' হয়।

একরের দিকে রওনা হওয়ার আগে বোনাপার্ট ঠাণ্ডা মাথায় কসাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনীর অন্তত ২,৪৪০ জনকে (সংখ্যাটি চার হাজার হওয়ার আশঙ্কাই বেশি) হত্যা করার নির্দেশ দেন, দিনে ৬০০ জন করে হত্যা করা হয়। ১৭৯৯ সালের ১৮ মার্চ তিনি একর অবরোধ করেন। সেখানকার কমান্ড তখনো কসাইয়ের হাতে। নেপোলিয়ন গুরুত্বহীনভাবে তাকে অভিহিত করলেন 'বৃদ্ধ লোক, যাকে আমি চিনি না।' তবে কসাই এবং তার চার হাজার আফগান, আলবেনীয় ও মুর সৈন্য দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ করল। নেপোলিয়ন ১৬ এপ্রিল ট্যাবোর মাউন্টেনের লড়াইতে কসাইয়ের অশ্বারোহী ও উসমানিয়া সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন। তারপরে তিনি পৌঁছালেন রামলায়, জেরুজালেম তখন মাত্র ২৫ মাইল দূরে। সেখানেই তিনি জায়নপন্থী 'ইহুদিদের জন্য ঘোষণা' ইস্যু করলেন। এতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ডেটলাইন দেওয়া হলো 'জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স, জেরুজালেম, ২০ এপ্রিল, ১৭৯৯।'

> বোনাপার্ট, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ফরাসি প্রজাতন্ত্রের সেনাপ্রধান, ফিলিস্তিনের বৈধ উত্তরসূরি- অনন্য ইহুদি জাতি, যাদেরকে জয় আর উৎপীড়ন করার জন্য তাদের হাজার হাজার বছরের পৈত্রিক আবাস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের প্রতি। হে নির্বাসিতরা খুশিতে জেগে ওঠ। পিতৃভূমি ইসরাইলের দখল নাও। তরুণ সেনাবাহিনী জেরুজালেমকে আমার সদরদফতর বানিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যে দামাস্কাসে সরে যাবে, ফলে তখন তোমরা [জেরুজালেমে] শাসক হিসেবে থেকে যেতে পারবে।

AMARBOI.COM

সরকারি ফরাসি গেজেট *লে মনিটর* লিখেছিল, নেপোলিয়ন 'প্রাচীন জেরুজালেম পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য বিপুলসংখ্যককে [ইহুদি] সশস্ত্র করেছেন।' তবে একর হাতে[২] পাওয়ার আগে নেপোলিয়ন জায়ন দখল করতে পারছিলেন না। তখন কসাইয়ের শক্তি বেড়েছে জনৈক প্রথাবিরুদ্ধ ইংরেজ কমোডরের নেতৃত্বে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর দুটি রণতরী তার সঙ্গে যোগ দেওয়ায়।

স্যার সিডনি স্মিথ : 'সবচেয়ে মেধাবী শেভালিয়র

সিডনি স্মিথ ছিলেন প্রেমের টানে ঘরছাড়া সম্পদশালী এক উত্তরাধিকারিণীর পুত্র এবং দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। 'দুর্দান্ত গোফ ও কালো, অন্তর্ভেদী চোখের সুদর্শন তরুণ।' ১৩ বছর বয়সে তিনি নৌবাহিনীতে যোগ দেন। আমেরিকান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করেছিলেন, পরে ক্যাথেরিন দ্য গ্রেটের রাশিয়ানদের বিপক্ষে লড়াই করতে তাকে সুইডিশ নৌবাহিনীতে পাঠানো হয়। সুইডেনের রাজা তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাইট খেতাব দেন, এ কারণে ইংরেজ প্রতিদ্বন্দ্বিরা তাকে 'সুইডিশ নাইট' বলে বিদ্রুপ করত। ফরাসি বিপ্লবের পর স্মিথ ফ্রান্স আক্রমণ করেন, তবে গ্রেফতার হন। তাকে ভয়ংকর টেম্পলে বন্দি রাখা হয়। তবে দক্ষতার সঙ্গে তিনি বোনাপার্টকে উপহাসের পাত্র বানিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান। নেপোলিয়ন তাকে বিশেষভাবে ঘৃণা করতেন, বিভিন্ন সরকারি পত্রে তা দেখা যায়। তবে সবাই অবশ্য স্মিথকে এমনটা মনে করত না। এক পর্যবেক্ষক লিখেছেন, তিনি ছিলেন 'প্রবল উৎসাহী, বিরামহীন সক্রিয়, অসংযতভাবে ব্যর্থ। পুরুষজাতির লালায়িত সুনির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য হাসিলের ইচ্ছা তার মধ্যে ছিল না। তবে সিডনি স্মিথ ছিলেন সবচেয়ে মেধাবী শেভালিয়র।' স্বাভাবিক জীবনে খামখেয়ালি থাকলেও সঙ্কটে তিনি ছিলেন বীর।

স্মিথ ও কসাই পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুললেন। ইংরেজ ব্যক্তিটি কসাইয়ের সঙ্গে সব সময় থাকা দামাস্কাসীয় তরবারির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলে জাজ্জার গর্বভরে জবাব দেন, 'এটা কখনো ব্যর্থ হয় না। এটা ডজন ডজন গর্দান কেটেছে।' স্মিথ প্রমাণ চাইলে কসাই একটি ষাঁড় আনার হুকুম দিলেন, এক কোপে সেটির মাথা কেটে ফেললেন। স্মিথ তার ৮০০ নাবিককে কসাইয়ের বহুজাতিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করলেন। বোনাপার্ট তিনবার একরে হামলা চালালেন, স্মিথ ও কসাই প্রতিবারই প্রতিহত করলেন। অবরোধ তখন তৃতীয় মাসে পৌঁছেছিল, উসমানিয়াদের নতুন সৈন্যবাহিনী আসছিল। এমন অবস্থায় ফরাসি জেনারেলেরা বিশ্রামহীন হয়ে পড়লেন।

১৭৯৯ সালের ২১ মে ১২ শ' সৈন্য নিহত ও ২,৩০০ সৈন্য আহত বা অসুস্থ রেখে নেপোলিয়ন মিসরের দিকে পিছু হটা শুরু করলেন। জাফায় অসুস্থ ৮০০ ফরাসি সৈন্য পড়ে থাকল। তাদের সঙ্গে নিলে পিছু হটা মন্থর হয়ে যেতে পারে, এই আশঙ্কায় নেপোলিয়ন আহত সৈন্যদের হত্যা করতে তার নিজের চিকিৎসকদের নির্দেশ দিলেন। ফরাসি চিকিৎসকেরা এই নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে নেপোলিয়ন এক তুর্কি চিকিৎসককে দিয়ে মৃত্যু হতে পারে এমন মাত্রায় লডানাম (আফিমের টিংচার) দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ফরাসি জেনারেল জ্যাঁ-ব্যাপ্টাইজ ক্লেবারের হতাশা প্রকাশ আশ্চর্য কিছু ছিল না : 'আমরা পূণ্যভূমিতে অনেক পাপ করেছি আর ভয়াবহ মূর্খতার পরিচয় দিয়েছি।' নগরীর গভর্নরের নেতৃত্বে জেরুজালেমের দুই হাজার অশ্বারোহী পিছু হটতে থাকা ফরাসি সৈন্যদের ধাওয়া করে নাজেহাল করতে থাকে। নাবলুসের কৃষক যোদ্ধারা জাফায় ঢুকে পড়লে স্মিথ জেরুজালেমবাসীদের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়ে গণহত্যা থেকে খ্রিস্টানদের রক্ষা করেন।

মিসরে নির্লজ্জভাবে সত্যের বিকৃতির মাধ্যমে বিপর্যয়কর অভিযানের বাস্তবতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আড়াল করা সম্ভব মনে করে নেপোলিয়ন তার লোকদের ত্যাগ করে নৌবহর নিয়ে দেশে ফিরে গেলেন। জেনারেল ক্লেবারের হাতে মিসরের কমান্ড ন্যাস্ত করা হলো। তিনি নেপোলিয়নকে অভিশাপ দিয়ে বলেন : 'ওই কুত্তা তার পাছায় বিষ্ঠা লাগিয়ে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।' তবে ফ্রান্সে নেপোলিয়নকে বিজয়ীর প্রত্যাবর্তন হিসেবে স্বাগত জানানো হয়। তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই ফার্স্ট কনস্যাল হিসেবে ডাইরেক্টরি থেকে ক্ষমতা গ্রহণ করেন।* তার অভিযান-সংক্রান্ত 'পারটেন্ট পোওর লা সিরিয়া' নামের রোমান্টিক গানটি বোনাপারটিস্ট এন্থেমে পরিণত হয়।

জেরুজালেমের খ্রিস্টানেরা, বিশেষ করে ক্যাথলিকেরা মুসলিম প্রতিশোধমূলক কার্যক্রমে মারাত্মক বিপদে পড়ে। সাড়ম্বর কার্যক্রমে আসক্ত স্মিথ বুঝতে পারলেন, শুধু ইংরেজ সহমর্মিতা প্রকাশই তার ধর্মভাইদের রক্ষা করতে পারে। কসাই ও সুলতানের অনুমতি নিয়ে ঢোল বাজাতে বাজাতে ইউনিফর্ম পরিহিত তার সৈন্যদের নিয়ে তিনি জাফা থেকে জেরুজালেমে মার্চ করেন। রাজপথ ধরে এগিয়ে তিনি সেন্ট স্যাভিয়র্স মঠে ব্রিটিশ পতাকা উত্তোলন করেন। এ সময় ফ্রান্সিসক্যান অধ্যক্ষ ঘোষণা করলেন, 'জেরুজালেমের প্রতিটি খ্রিস্টান ইংরেজ জাতি, বিশেষ করে স্মিথের কাছে মহা কৃতজ্ঞ। তার কারণেই তারা বোনাপার্টের নির্মম হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে।' বাস্তবে তারা ভয় পেত মুসলমানদের। স্মিথ ও তার দলের সদস্যরা সেপালচরে প্রার্থনা করে। ১২৪৪ সালের পর এই প্রথম ফ্রাঙ্কিশ সৈন্যরা জেরুজালেমে প্রবেশ করল।[৩]

সুলতান তৃতীয় সেলিম কসাইকে বিপুলভাবে সম্মানিত করে তাকে মিসর ও দামাস্কাস ছাড়াও তার জন্মস্থান বসনিয়ারও পাশা নিযুক্ত করেন। গাজার পাশার সঙ্গে স্বল্পস্থায়ী একটি যুদ্ধের পর তিনি আবার জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনে তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন। তবে তিনি নমনীয় হননি, প্রধানমন্ত্রীর নাক কেটে ফেলেন। ওই লোকটির এক কান ও এক চোখ আগেই কাটা পড়েছিল। ১৮০৪ সালে তার মৃত্যুর পর ফিলিস্তিনে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে।

যা-ই ঘটুক না কেন, নেপোলিয়ন ও স্মিথ চলমান বিশ্বের নজরে নিয়ে এলেন লেভ্যান্টকে। এরপর যেসব অভিযাত্রী প্রাচ্য অভিযানে বের হয়েছিল এবং বেস্টসেলিং বইগুলোতে তাদের কৃতিত্ব বর্ণনা করেছিল (এসব গ্রন্থ পাশ্চাত্যকে বিভ্রান্ত করেছিল) তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ছিলেন জনৈক ফরাসি অভিজাত ব্যক্তি (ভিকোতঁ)। তিনি ১৮০৬ সালে আগুন, বিদ্রোহ ও লুণ্ঠনে বিধ্বস্ত জেরুজালেম দেখেছিলেন, যা ছিল মঙ্গোল আক্রমণের পর সবচেয়ে খারাপ অবস্থায়।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* নেপোলিয়ন তার পরাজয়ের জন্য স্মিথকে দায়ী করেছিলেন : 'ওই লোকটি আমাকে আমার লক্ষ্য পূরণ করতে দেয়নি।' তবে জেরুজালেমে তিনি একটি স্মারক রেখে এসেছিলেন। জাফা দখলের পর তার অসুস্থ সৈন্যদের (পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়) শুশ্রুষা করেছিল আর্মেনীয় সন্ন্যাসীরা। নেপোলিয়ন তাদেরকে তার তাঁবু উপহার দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আর্মেনীয়রা এটাকে যাজকীয় পোশাকে রূপান্তরিত করেছিল। এখনো জেরুজালেমের আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারে সেন্ট জেমসেস ক্যাথিড্রালে এটা ব্যবহৃত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৫
নতুন রোমান্টিকতা
শ্যাটোব্রিদঁ ও ডিসরাইলি
১৮০৬-১৮৩০

অর্ডার অব দ্য হলি সেপালচরের ভিকোতঁ

'জেরুজালেম আমাকে সম্ভ্রমে অবনত করে,' ঘোষণা করেছিলেন ফ্রাঁসোয়া রেনে, ভিকোতঁ ডি শ্যাটোব্রিদঁ, যদিও 'মরুভূমির মধ্যে কবরখানার বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী স্মৃতিসৌধগুলো নিয়ে 'ঈশ্বর হত্যাকারী' নগরীটি 'ধ্বংসস্তূপে' পরিণত হয়েছিল। জীর্ণ গোথিক জেরুজালেম 'খ্রিস্টান প্রতিভা' কর্তৃক উদ্ধারের অপেক্ষায় রয়েছে- এমন রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন বাবরি চুলওয়ালা এই রাজতন্ত্রী। তার কাছে মনে হয়েছিল জেরুজালেমের অবস্থা যত করুণ হয়েছে, তা তত পূণ্যময় ও কাব্যিক হয়েছে এবং নগরীটি এখন বেপরোয়া।

পাশা ও ফিলিস্তিনি যাযাবর কৃষকেরা প্রায়ই বিদ্রোহ করত, দুর্দশাগ্রস্ত জেরুজালেম দখল করে নিত। তাদের দমাতে প্রতি বছরই দামাস্কাসের গভর্নর সেনাবাহিনী নিয়ে ছুটে আসতেন, নগরীটিকে শত্রু ভূখ জয়ের মতো বিবেচনা করতেন। ভিকোতঁ এসেছিলেন দামাস্কাসের গভর্নরকে খুঁজতে, তিনি তখন জাফা গেটের বাইরে শিবির স্থাপন করেছেন, আর তার তিন হাজার সৈন্য অধিবাসীদের ভীতি-প্রদর্শন করছিল। শ্যাটোব্রিদঁ সেন্ট স্যাভিয়র্স আশ্রমে যাত্রাবিরতি করার সময় এসব উচ্ছৃঙ্খল লোক সেখানে অবস্থান করে খ্রিস্টান ভিক্ষুদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করছিল। তিনি রাস্তায় কয়েকটি পিস্তল নিয়ে বেশ দম্ভভরে চলাফেরা করলেও এখানে অসতর্ক মুহূর্তে তাদের একজন তাকে ধরে ফেলে হত্যা করার চেষ্টা করে। তিনি ওই তুর্কির গলা চেপে ধরে কোনোমতে রক্ষা পেয়েছিলেন। রাস্তায় 'আমরা জীবন্ত কারো সঙ্গে দেখা পাইনি! কী ভয়াবহ অবস্থা, কী বিধ্বস্ত পরিস্থিতি যার জন্য বেশির ভাগ অধিবাসী পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে গেছে।' দোকাট-পাট বন্ধ, লোকজন হয় ভূগর্ভস্থ কুঠুরীতে লুকিয়ে আছে, কিংবা পাহাড়ি এলাকায় চলে গেছে। পাশা চলে যাওয়ার পর ডেভিড'স টাওয়ারের সেনা ছাউনিতে মাত্র কয়েকজন ছিলেন, নগরীটি আরো বেশি ভুতুরে হয়ে পড়ে ছিল : 'শুধু শোনা যেত মরুভূমিতে একটি ঘোড়ার ছুটে চলার শব্দ। হয়তো এক জাননেসারি, কোনো বেদুইনের মাথা নিয়ে আসছে কিংবা ক্ষুব্ধ কৃষকদের লুণ্ঠন করে ফিরছে।' ফরাসি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভদ্রলোকটি এখন তীর্থস্থানের দারিদ্রপীড়িত পবিত্র রহস্যময়তার মধ্যে আনন্দ করতে পারেন। এই অত্যুৎসাহী ভোজনবিলাসী ব্যক্তিটি, তার মাংস রান্নার প্রণালী তার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন, তার হৃষ্টপুষ্ট ফ্রান্সিসক্যান মেজবানদের সঙ্গে যেসব খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছেন সেগুলো হলো, 'পাতলা মুসুরের ডাল, শশা ও পেঁয়াজ দিয়ে বাছুরের গোশত, পোলাও দিয়ে ছাগলছানা, কবুতর, তিতিরপাখি, বুনো পাখির মাংস, চমৎকার মদ।' কয়েকটি পিস্তলসজ্জিত হয়ে তিনি যিশুর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করেন, উসমানিয়া স্মৃতিস্তম্ভগুলোকে ('নজর দেওয়ার মতো মূল্যবান নয়') বিদ্রুপ করলেন, আর ইহুদিদের উপহাস করে বললেন, তারা 'কম্বল মুড়িয়ে জায়নের ধুলায় এঁটে থাকে এবং তাদের দেহে উকুন বাস করে।' শ্যাটোব্রিঁদ 'জুদাইয়ের ন্যায়সঙ্গত মালিকদের ক্রীতদাসের মতো বসবাস এবং তাদের নিজ নগরীতে পরবাসীর মতো দেখে' বিস্মিত হয়েছিলেন।

সেপালচরে তিনি আধঘণ্টা হাঁটুগেড়ে প্রার্থনা করলেন, ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, ইথিওপিয়ান মন্দিরা ও গ্রিকদের সংকীর্তনের মধ্যে তার চোখ দুটি যিশুর সমাধির 'পাথরে আটকে থাকল।' ফরাসি মহান বীর গডফ্রে ও বল্ডউইনের, যারা ইসলামকে পরাজিত করেছিলেন, কবরে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন। তার মতে ইসলাম 'এমন এক ধর্ম যা সভ্যতার প্রতি বিরূপ এবং এই ধর্মটি নিয়মাবদ্ধভাবে ঔদ্ধত্য, স্বৈরতন্ত্র ও দাসত্ব উৎসাহিত করে।'

ফ্রান্সিসক্যানেরা শ্যাটোব্রিঁদকে ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে অর্ডার অব দ্য হলি সেপালচরে ভূষিত করে। তারা হাঁটুগেড়ে থাকা ভিকোতঁকে ঘিরে থাকার সময় তার গোড়ালিতে গডফ্রের ঘোড়ার নাল স্পর্শ করেছিল, ওই ক্রুসেডারের তরবারি দিয়ে তাকে নাইট করা হলে তিনি পরমানন্দ উপভোগ করেছিলেন-

> যখন মনে পড়ে, আমি জেরুজালেমে, ক্যালভারি চার্চে যিশুর সমাধির কয়েক পদক্ষেপ এবং গডফ্রে ডি বুলনের কবর থেকে ত্রিশ পা দূরে ছিলাম এবং হলি সেপালচরে ডেলিভারারের ঘোড়ার নাল পরেছিলাম, ওই তরবারির স্পর্শ করেছিলাম, উভয়টিই লম্বা ও বিশাল, যা খুব মহান ও খুবই সাহসী একজনের ছিল। আমি স্থির থাকতে পারিনি।[৫]

১৮০৮ সালের ১২ অক্টোবর হলি সেপালচরের চার্চের দ্বিতীয় তলায় আর্মেনিয়ান গ্যালারিতে এক আর্মেনীয় কর্মচারী উষ্ণতা সৃষ্টিকারী স্টোভ থেকে জ্ঞান হারায়। ওই লোকটি মারা যায়, আগুন ছড়িয়ে পড়ে। যিশুর সমাধি ধ্বংস হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যেই খ্রিস্টানেরা লুটতরাজ ঠেকাতে চার্চের আঙিনায় অবস্থানের জন্য মুফতি হাসান আল হোসেইনিকে অনুরোধ করে। গ্রিকেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিকাণ্ডের জন্য আর্মেনীয়দের দায়ী করেছিল। দৃশ্যত অপ্রতিরোধ্য সম্রাট নেপোলিয়নকে সংযত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল ইংল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া, এই সুযোগে রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট গ্রিকেরা চার্চে তাদের অবস্থান আরো সুসংহত করে। তারা অলংকারবহুল আসবাবপত্র তৈরি করে, এগুলো এখনো সমাধিতে টিকে আছে। তারা উল্লাসে ক্রুসেডার রাজাদের সমাধিও গুঁড়িয়ে দেয়। শ্যাটোব্রিদঁ তত দিনে ফ্রান্সে ফিরে গেছেন। ফলে তিনিই শেষ বিদেশী হিসেবে সেগুলো দেখেছিলেন।* মুসলমানদের একটি দল চার্চ পুনর্গঠনে নিয়োজিত লোকদের ওপর আক্রমণ করে; সেনাবাহিনী বিদ্রোহ করে, কসাইয়ের উত্তরসূরি ও তার জামাতা সোলায়মান পাশা (তিনি ন্যায়বিচারক নামে পরিচিত ছিলেন, কারণ তাকে তার পূর্বসূরির চেয়ে নরম প্রকৃতির মনে হচ্ছিল।) নগরী দখল করেন। ৪৬ জন বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়, তাদের মস্তক ফটকগুলোতে ঝুলিয়ে রাখা হলো।[৬]

নেপোলিয়নের স্বল্প পরিসরের নোংরা মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধ, উসমানিয়াদের ক্ষয়িষ্ণুতা এবং দেশে ফিরে শ্যাটোব্রিদঁ যে বইটি লিখেছিলেন, এসবে উৎসাহিত হয়ে আসল জেরুজালেম ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকলেও কল্পিত জেরুজালেম পশ্চিমাদের মনে রং ধরিয়ে দেয়। শ্যাটোব্রিদঁ *ইটিনারেরি ফ্রম প্যারিস টু জেরুজালেম* গ্রন্থে নৃশংস ও অথর্ব তুর্কি, ক্রন্দনরত ইহুদি, বাইবেলিক দৃশ্যের মতো সমবেত হওয়া আদিম ও হিংস্র আরব সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেটাই প্রাচ্য সম্পর্কে ইউরোপীয় মনোভাব নির্ধারণ করে দেয়। বইটি এত বেশি বিক্রি হয়েছিল যে এটা নতুন একটি ধারার সৃষ্টি করে। এমনকি তার ভৃত্য জুলিয়েনও ওই সফর সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখেছিলেন।** লন্ডনে স্যার সিডনি স্মিথের লেভ্যান্টাইন কৃতিত্ব তার রাজকীয় মিস্ট্রেজের মনে দোলা দেয়, সবচেয়ে হাস্যকর রাজকীয় ট্যুরের উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

* গডফ্রের ঘোড়ার নাল ও তরবারি এবং তার ফরাসি বাড়ির একটি ইট বর্তমানে হলি সেপালচরের ল্যাতিন স্যাক্রিস্টিতে সংরক্ষিত রয়েছে। ক্রুসেডারদের সমাধিগুলোর ওপর পরিচালিত এই সাম্প্রদায়িক দুর্বৃত্তায়ন থেকে শুধু বালক-রাজা পঞ্চম বল্ডউইনের পাথর-নির্মিত শবাধারের অংশবিশেষ রক্ষা পেয়েছিল।

** ১৮০৪ সালে কবি, চিত্রকর, খোদাইকারী ও চরমপন্থী উইলিয়াম ব্ল্যাক এই ভূমিকা দিয়ে তার কবিতা *মিল্টন* শুরু করেন, 'প্রাচীন কালে যারা পা রেখেছেন...' যা শেষ হয়েছে 'আমরা ইংল্যান্ডের সবুজ ও মনোরম ভূমিতে যতক্ষণ পর্যন্ত জেরুজালেম নির্মাণ করতে পারব' দিয়ে। ১৮০৮ সালের দিকে প্রকাশিত কবিতাটিতে শিল্প বিপ্লব-পূর্ব ইংল্যান্ডে স্বর্গীয় জেরুজালেমের সংক্ষিপ্ত স্বর্ণযুগের কথা বলা হয়। অ্যারিমাথেয়ার যোশেফের করনিশ টিনের খনিতে তরুণ যিশুর অতিন্দ্রীয় সফরে উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি কবিতাটি লিখেছিলেন। ১৯১৬ সাল পর্যন্ত কবিতাটি স্বল্প পরিচিত ছিল। এরপর রাজকবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবার্ট ব্রিজেজ একটি দেশপ্রেমিক সম্মেলনে গাইবার উপযোগী করতে বলেন সুরকার স্যার হুবার্ট প্যারিকে। পরে অ্যাডওয়ার্ড এলগার অর্কেস্ট্রার জন্য এতে সুরসংযোজন করেন। রাজা পঞ্চম জর্জ জানান, তিনি 'গড সেভ দ্য কিং'-এর চেয়ে এটকে বেশি পছন্দ করেন। ফলে এটা বিকল্প জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়। এটা উজ্জীবিত দেশপ্রেমিক, চার্চগামী, ভবঘুরে, ক্রীড়ামনস্ক, সমাজবাদী এবং মদ্যপ, উড়ো চুলের আন্ডারগ্রাজুয়েট- সবার কাছে আবেদনপূর্ণ হয়। ব্ল্যাক এটাকে কখনোই 'জেরুজালেম' বলেননি, তিনি *জেরুজালেম : দ্য ইমানেশন অব দ্য জায়ন্ট অ্যালবিয়ন* নামে আরেকটি কাব্য লিখেছিলেন।

ব্রানসউইকের ক্যারোলাইন ও হেস্টার স্ট্যানহোপ : ইংল্যান্ডের রানি এবং মরুভূমির রানি

ইংলিশ প্রিন্স রিজেন্টের (পরে রাজা পঞ্চম জর্জ) পরিত্যক্তা স্ত্রী প্রিন্সেস ক্যারোলাইন প্রাণোদ্দীপ্ত স্মিথকে অযৌক্তিকভাবে পছন্দ করতেন, নির্লজ্জ প্রণয় আড়াল করতে প্রায়ই তার কাজিন লেডি হেস্টার স্ট্যানহোপকে (প্রধানমন্ত্রী উইলিয়অম পি দ্য ইয়ংগারের ভাইঝি) আমন্ত্রণ জানাতেন। লেডি হেস্টার জঘন্য, ভ্রষ্টা, লম্পট প্রিন্সেস ক্যারোলাইনকে ঘৃণা করতেন। তার ভাষায় তিনি 'অপেরা গার্লের' মতো 'নেচে নেচে' স্মিথের সামনে নিজেকে প্রকটভাবে মেলে ধরতেন, এমনকি 'হাঁটুর নিচে ফিতা বাঁধতেন, বেহায়া নারী, পুরোদস্তুর বেশ্যা! এত নিচ! এত অশ্লীল!' প্রিন্স রিজেন্টের সঙ্গে ক্যারোলাইনের বিয়েটা ছিল বিপর্যয়কর, তার প্রণয়-লীলা সম্পর্কে তথাকথিত 'ডেলিকেট ইনভেস্টিগেশনে' দেখা যায়, ওই সময় স্মিথ, লর্ড হুড, পেইন্টার টমাস লরেন্সসহ তার অন্তত পাঁচজন প্রেমিক ছিল, বেশ কয়েকজন চাকরের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল। তবে একর ও জেরুজালেম সম্পর্কিত স্মিথের কাহিনী অন্তত তাদের নজর কাড়ে : উভয় নারীই সম্পূর্ণ আলাদাভাবে প্রাচ্য সফরের সিদ্ধান্ত নেন।

জেরুজালেমে লেডি হেস্টারের নিজস্ব লক্ষ্য ছিল। সাবেক নাবিক ও চরমপন্থী ক্যালভিনিস্ট রিচার্ড ব্রাদার্স নিজেকে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের (সেকেন্ড কামিং) আগপর্যন্ত বিশ্ব শাসনকারী রাজা দাউদের (কিং ডেভিড) বংশধর ঘোষণা করলেন। তিনি তার গ্রন্থ *প্লান ফর নিউ জেরুজালেম*-এ বলেন, ঈশ্বর 'আমাকে পূর্বেই ইহুদিদের রাজা ও রেস্টরার (পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী) নিযুক্ত করেছেন।' ব্রাদার্স আরো জানালেন, ব্রিটিশ জাতি হলো হারানো গোত্রগুলোর (লস্ট ট্রাইবস) বংশধর, তিনি তাদেরকে জেরুজালেমে ফিরিয়ে নেবেন। তিনি টেম্পল মাউন্টের জন্য উদ্যানরাজি ও প্রাসাদের নক্সা প্রস্তুত করলেন, তার নতুন ইসরাইলিদের জন্য ইউনিফর্ম ও পতাকা তৈরি করেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে পাগল চিহ্নিত করে কারাগারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠানো হয়। এই ইঙ্গ-ইসরাইলি ভিশনটি পাগলাটে ধরনের। অবশ্য ৩০ বছরের মধ্যে সেকেন্ড কামিং ত্বরান্বিত করতে ইহুদিদের পবিত্র প্রত্যাবর্তনের বিশ্বাসটি প্রায় সরকারি ব্রিটিশ নীতিতে পরিণত হয়। ব্রাদার্স তার এই উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত এক নারীর প্রত্যাশা করেছিলেন, তিনি তার 'ইহুদিদের রানি' হিসেবে লেডি হেস্টারকে মনোনীত করেন। লেডি হেস্টার নিউগেট কারাগারে তার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'হেস্টার এক দিন জেরুজালেম যাবেন এবং মনোনীত জাতিকে (চুজেন পিপল) ফিরিয়ে আনবেন!' সত্যিই লেডি হেস্টর স্ট্যানহোপ জেরুজালেম গিয়েছিলেন। ১৮১২ সালে উসমানিয়া প্রথা অনুযায়ী অত্যন্ত আকর্ষণীয় পোশাক পরে তিনি সেখানে যান। কিন্তু ব্রাদার্সের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবে রূপ নেয়নি। লেডি হেস্টার প্রাচ্যে অবস্থান করেন, তার খ্যাতি ইউরোপীয় আগ্রহ বাড়াতে সাহায্য করে। সবচেয়ে সন্তোষজনক বিষয় ছিল, তিনি তিন বছর ঘৃণিত ক্যারোলাইনকে জেরুজালেমে ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। ১৮১৪ সালের ৯ আগস্ট ৪৬ বছর বয়স্কা প্রিন্সেস কেলেঙ্কারিতে ভরপুর ভূমধ্যসাগরীয় সফরে রওনা হলেন। স্মিথ, স্ট্যানহোপ এবং বিভিন্ন ক্রুসেডিং বংশধরদের মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্যারোলাইন ঘোষণা করলেন, 'জেরুজালেম আমার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।'

একরে প্রিন্সেসকে স্বাগত জানালেন ন্যায়পরায়ণ সোলায়মানের প্রধানমন্ত্রী। এই ইহুদি লোকটির 'একটি চোখ, একটি কান ও একটি নাক ছিল না।' পাশা কেবল কসাইয়ের জায়গিরেরই উত্তরাধিকারী হননি, তার ইহুদি উপদেষ্টা হাইম ফারহিকেও লাভ করেছিলেন। কসাইয়ের মৃত্যুর ১০ বছর পর ক্যারোলাইনের সঙ্গীরা এতসংখ্যক 'লোককে রাস্তায় নাকহীন দেখে' আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। তবে প্রিন্সেস নিজে 'প্রাচ্য লোকাচারের বর্বর প্রদর্শনী' উপভোগ করেছিলেন। তিনি ২৬ জন সঙ্গী নিয়ে সেখানে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল পিতৃপরিচয়হীন জনৈক উইলি অস্টিন (প্রিন্সেস তাকে দত্তক নিয়েছিলেন, তবে সে খুব সম্ভব তারই সন্তান ছিল) এবং তার সর্বশেষ প্রেমিক বার্থোলমো পারগ্যামি (তিনি ছিলেন ইতালীয় নাবিক এবং প্রিন্সেসের চেয়ে ১৬ বছরের ছোট)। এখন তিনি ব্যারন ও প্রিন্সেসের চেম্বারলিন (রাজপরিবারের সরকার)। জনৈক নারী মূর্ছা যাওয়ার ভঙ্গিতে তার সম্পর্কে বলেছেন, এই লোকটি ছিলেন 'ছয় ফুট লম্বা, কালো চুলে ভর্তি মাথাটি বিশাল, গায়ের রং ফর্সা। তার গোঁফ এত বড় যে, সেটা এখান থেকে লন্ডন পৌঁছাবে!' ক্যারোলাইন যখন জেরুজালেম রওনা হয়েছিলেন, তখন তার ২০০ অনুচরকে 'একটি সেনাবাহিনীর মতো মনে হয়েছিল।'

তিনি যিশুর মতো গাধায় চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করেন। খুব মোটা হওয়ায় তিনি যাতে পড়ে না যান, সেজন্য দুই পাশে চাকর মোতায়েন করতে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রান্সিসক্যানেরা স্বাগত জানিয়ে তাকে সেন্ট স্যাভিয়র্সে তার স্যুটে পৌঁছে দেয়। তার এক সফরসঙ্গী স্মৃতিচারণ করেছেন, "ওই দৃশ্যটি বর্ণনা করা অসম্ভব। নারী, পুরুষ, শিশু, ইহুদি, আরব, আর্মেনীয়, গ্রিক, ক্যাথলিক, অবিশ্বাসী সবাই আমাদের স্বাগত জানাল। 'শুভেচ্ছা, স্বাগতম!' বলে তারা সবাই ধ্বনি দিচ্ছিল।" মশালের আলোতে 'রাজকীয় তীর্থযাত্রীর দিকে অনেক আঙুল উঠছিল,' তারা চিৎকার করে বলছিল, 'ওই যে তিনি!' অবাক হওয়ার কিছু ছিল না : ক্যারোলাইন প্রায়ই পরচুলা (ভাঁজ করার পর তা অনেক উঁচু হয়ে টুপির উপরিভাগ পর্যন্ত স্পর্শ করত), কৃত্রিম আইভ্রু (জন্মগতভাবে তার এগুলোর কিছুই ছিল না) ও নকল দাঁত পরতেন। তার উজ্জ্বল জামার সামনে ও পেছনের দিকটা ছিল কাটা এবং এত খাটো ছিল যে, তা তার 'বিশাল বক্ষ' সামান্যই ঢাকতে পাড়ত। এক সফরসঙ্গীকে স্বীকার করতে হয়েছিল, তার প্রবেশ ছিল 'পূণ্যময় এবং নিশ্চিতভাবেই হাস্যদ্রোককারী'।

ছয় শ' বছরের মধ্যে প্রথম খ্রিস্টান প্রিন্সেস হিসেবে জেরুজালেমে আগমন নিয়ে গর্বিত ক্যারোলাইন আন্তরিকভাবেই 'তার বর্ধিত মর্যাদার যথাযথ অনুভূতি' নিয়ে বিদায় নিতে চেয়েছিলেন। এ কারণে তিনি তার বেগুনি ও রূপালি ফিতায় বাঁধা লাল ক্রস-সংবলিত নিজের ব্যানারে 'অর্ডার অব সেন্ট ক্যারোলাইন' প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রেমিক পারগ্যামি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের প্রথম (ও শেষ) 'গ্র্যান্ড মাস্টার।' দেশে ফিরে তিনি তার তীর্থযাত্রা নিয়ে *দ্য এন্ট্রি কুইন ক্যারোলাইন ইনটু জেরুজালেম* শীর্ষক পেইন্টিং উদ্বোধন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রানি ফ্রান্সিসক্যানদের উদারভাবে অর্থ প্রদান করেন। ১৮১৫ সালের ১৭ জুলাই (ওয়াটারলুতে নেপোলিয়নের চূড়ান্ত পরাজয়ের তিন সপ্তাহ পর) 'সর্বস্তরের মানুষের কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দনের মধ্যে জেরুজালেম ত্যাগ করেন,' যা পরিস্থিতির আলোকে মোটেই বিস্ময়কর ছিল না।

১৮১৯ সালে দামাস্কাস কর তিনগুণ করলে নগরীতে আবার বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। এবার কসাইয়ের নাতি ফিলিস্তিনের লৌহমানব আবদুল্লাহ পাশা* জেরুজালেম আক্রমণ করেন। নগরীটি দখল করার পর গভর্নর ব্যক্তিগতভাবে ২৮ জন বিদ্রোহীকে টুঁটি চেপে ধরে হত্যা করেন। পর দিন অবশিষ্ট লোকদের শিরচ্ছেদ করা হয়। সব লাশ জাফা গেটের বাইরে লাইন করে রাখা হয়েছিল। ১৮২৪ সালে মোস্তফা দ্য ক্রিমিনাল নামে পরিচিত উসমানিয়া পাশা নির্মম লুণ্ঠন চালালে কৃষকেরা বিদ্রোহ করে। জেরুজালেম কয়েক মাস স্বাধীনতা ভোগ করে। পরে আবদুল্লাহ মাউন্ট অব অলিভস থেকে বোমাবর্ষণ করেন। ১৮২০-এর দশকের শেষ দিকে জেরুজালেম হয়ে পড়েছিল 'পতিত, জনহীন ও দুর্দশাগ্রস্ত,' লিখেছেন সাহসী ইংরেজ পর্যটক জুডিথ মন্টেফিওরি। তিনি তার ধনী স্বামী মোজেজকে নিয়ে জেরুজালেম সফর করেছিলেন। তিনি বলেন, 'সমগ্র দুনিয়ার আনন্দের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নগরীতে এখন আর কোনো পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন নেই।'

মন্টেফিওরিরা ছিল প্রভাবশালী ও গর্বিত ইউরোপীয় ইহুদিদের নতুন প্রজন্মের প্রথম ধারা। তারা জেরুজালেমে তাদের বিপর্যস্ত ধর্মভাইদের সহায়তা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। নগরীর গভর্নর তাদের ভোজে আপ্যায়িত করেন। তারা প্রাচীরের অভ্যন্তরে মরক্কোর জনৈক সাবেক দাস-ব্যবসায়ীর সঙ্গে অবস্থান করেন, বেথলেহেমের কাছে রাচেল'স টম্ব সংস্কারের মাধ্যমে জনহিতৈষী কাজ শুরু করেন। এটা ছিল টেম্পল ও হেবরনে প্যাট্রিয়ার্কের টম্বগুলোর পর ইহুদি ধর্মের তৃতীয় পবিত্রতম স্থান, তবে ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের কাছে পবিত্র বিবেচিত হতো। মন্টেফিওরিরা ছিল সন্তানহীন। বলা হতো, রাচেল'স টম্ব নারীদের অন্তঃসত্ত্বা হতে সাহায্য করে। জেরুজালেমের ইহুদিরা 'প্রায় ত্রাণকর্তার আগমনের মতো করে' তাদের স্বাগত জানায়। তবে তাদের কাছে প্রার্থনা করে, তারা যেন খুব বেশি কিছু না দেন। কারণ তাতে তারা চলে যাওয়ামাত্র তুর্কিরা আরো বেশি কর ধার্য করে তাদেরকে পঙ্গু করে দেবে।

ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী মোজেজ মন্টেফিওরি ছিলেন স্বকৃত ইংরেজ ভদ্রলোক, আন্তর্জাতিক অর্থ লগ্নিকারী, নাথানিয়েল রথচাইল্ডের বোনের স্বামী। তবে জেরুজালেমে আসার সময় তিনি খুব একটা ধার্মিক ছিলেন না। কিন্তু এই সফর তার জীবন বদলে দিয়েছিল। তিনি নবজন্মলাভকারী ইহুদি হিসেবে জেরুজালেম ত্যাগ করেন, সেখানে শেষ দিনের সারা রাত প্রার্থনা করে কাটান। তার কাছে জেরুজালেম ছিল স্রেফ 'আমাদের পিতৃপুরুষদের নগরী, আমাদের ইচ্ছা ও সফরের সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত ও মহান নগরী।' তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হলো, প্রত্যেক ইহুদির কর্তব্য তীর্থযাত্রা করা : 'আমি আমার পিতৃপুরুষদের ঈশ্বরের কাছে বিনীত প্রার্থনা করেছি, আমি যেন এখন থেকে আরো ন্যায়পরায়ণ, আরো ভালো ইহুদি এবং সেইসঙ্গে আরো ভালো মানুষ হতে পারি।'** তিনি আরো কয়েকবার পূণ্য নগরীতে ফিরে এসেছিলেন। এই ঘটনার পর তিনি ইংরেজ অভিজাত ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অর্থোডক্স ইহুদি জীবনের চমৎকার সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন।[৭]

মন্টেফিওরি নগরী ত্যাগ করার অল্প পরেই জনৈক বায়রনিক অনুকরণকারী ঘোড়া ছুটিয়ে সেখানে হাজির হলেন। উভয়েই ছিলেন ইতালীয় বংশোদ্ভূত সেফারদিক ইহুদি। তখনো তারা একে অপরকে জানতেন না, পরে মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটেনের ভূমিকা বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

*১৮১৮ সালে সোলায়মান পাশার মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ একরের ক্ষমতা গ্রহণ করে অত্যন্ত ধনী নাকহীন, এক চক্ষুবিশিষ্ট, এক কানওয়ালা হাইম ফারহিকে ফাঁসি দেন। প্রায় ৩০ বছর ফারহিই ছিলেন সত্যিকার অর্থে ফিলিস্তিনের শাসক। ফারহি পরিবার এখনো ইসরাইলে বসবাস করে। আবদুল্লাহর শাসনকাল ১৮৩১ সাল পর্যন্ত ছিল।

** দেশে ফেরার পথে একটি মারাত্মক ঝড় তার জাহাজে আঘাত হানে। নাবিকেরা জাহাজটি ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা করতে থাকে। সৌভাগ্যবশত মন্টেফিওরির কাছে তখন চুলের অধিকারী বছরের পাসওভারের বিশেষভাবে তৈরি রুটির (*অ্যাফিকোম্যান*) একটি টুকরা ছিল। ঝড়ের তীব্রতম অবস্থায় তিনি সেটা ঢেউয়ের মধ্যে ছুঁড়ে দেন। আশ্চর্যজনকভাবে সমুদ্র সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে যায়। মন্টেফিওরি মনে করলেন, এটা হলো জেরুজালেমে তীর্থযাত্রার কারণে ঈশ্বরের আশীর্বাদ। মন্টেফিওরি পরিবার বর্তমানে প্রতিটি পাসওভারে এই ঘটনা-সম্পর্কিত তার বর্ণনা পাঠ করে।

ডিসরাইলি : পবিত্র ও রোমান্টিক

'আপনি আমাকে গ্রিক জলদস্যুর পোশাকে দেখতে পাবেন। রক্ত লাল শার্টে শিলিংয়ের মতো বড় রুপার বোতাম, বিশাল স্কার্ফ, কোমরে বাঁধা পিস্তল ও ছোড়া, লাল ক্যাপ, লাল স্লিপার, নীল বড় বড় ডোরাকাটা জ্যাকেট ও ট্রাওজার। মাত্রাতিরিক্ত দুর্বৃত্ত! এমন পোশাকেই ২৬ বছর বয়স্ক ফ্যাশনপ্রিয় ঔপন্যাসিক (তখনই *দ্য ইয়ং ডিউক* লিখে ফেলেছেন), ফটকা ব্যবসায়ে ব্যর্থ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিদ প্রাচ্য সফরে বের হলেন। রোমান্টিকতা, ক্লাসিক্যাল সাইটসিয়িং, হুক্কা টানা, বেশ্যাপ্রীতি এবং ইস্তাম্বুল ও জেরুজালেম ভ্রমণ ছিল ১৮ শতকের গ্র্যান্ড ট্যুরের নতুন সংস্করণ।

ডিসরাইলি ইহুদি হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে ১৩ বছর বয়সে ব্যাপ্টাইজ হন। তিনি নিজেকে মনে করতেন, (পরে তিনি রানি ভিক্টোরিয়াকে বলেছিলেন) ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের মধ্যকার ফাঁকা পৃষ্ঠা।' তিনি সেটা হতে চাইলেন। স্লিম ও পাণ্ডুর, মাথায় কালো কোকড়ানো চুলের অধিকারী ডিসরেইলি 'সশস্ত্র অবস্থায় সাবলীলভাবে' জুদাইনের পাহাড়গুলোতে ঘোড়া ছোটালেন। তিনি প্রাচীরগুলো দেখে বললেন-

> আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমার সামনে আড়ম্বরপূর্ণ নগরীটি দেখলাম। টেম্পলের স্থানে নির্মাণ করা হয়েছে জাঁকাল মসজিদটি, উদ্যান আর দারুণ সব ফটক, বিভিন্ন ধরনের গম্বুজ ও মিনার দাঁড়িয়ে রয়েছে। আশপাশের এলাকার চেয়ে বেশি বুনো, ভয়ংকর ও পরিত্যক্ত জায়গা আর আছে বলে মনে হলো না। এর চেয়ে নজরকাড়া জায়গা আমি আর দেখিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্মেনিয়ান মনাস্ট্রেরির ছাদে (তিনি সেখানেই থাকতেন) খাবার খেতে খেতে ডিসরাইলি 'জেহোভার হারানো রাজধানীর' দিকে তাকিয়ে ইহুদি ইতিহাসের রোমান্সে মোহিত হলেন, ইসলামের চক্রান্ত টের পেলেন। তিনি টেম্পল মাউন্ট যাওয়া থেকে বিরত থাকতে পারলেন না। জনৈক স্কটিশ চিকিৎসক এবং পরে এক ইংরেজ নারী নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়ে ওই মনোরম চত্বরটি ঘুরে এসেছিলেন। ডিসরাইলি ততটা পারদর্শী ছিলেন না : 'আমি ধরা পড়ে গেলাম, পাগড়ি পরা উন্মত্ত জনতা আমাকে ঘিরে ফেলল, পালাতে বেশ কষ্ট হলো!' তিনি ইহুদি ও আরবদের একই জাতি মনে করতেন- আরবেরা নিশ্চিতভাবেই 'ঘোড়সওয়ার ইহুদি'- এবং তিনি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞাসা করলেন : 'তোমরা তাদের ইহুদিধর্মে বিশ্বাস না করলে তোমাদের খ্রিস্টানত্ব কোথায় থাকে?'

জেরুজালেমে অবস্থানের সময় তিনি তার পরবর্তী উপন্যাস *আলরয়* রচনা শুরু করেন। এর কাহিনী ছিল ১২ শতকে বিপর্যয়ের শিকার 'মিসাইয়া' (ত্রাণকর্তা)-সম্পর্কিত। তার কাছে বিদ্রোহটি ছিল, 'যে পবিত্র ও রোমান্টিক জাতির কাছ থেকে আমি আমার রক্ত ও নাম পেয়েছি, তাদের ইতিহাসের আড়ম্বরপূর্ণ ঘটনা।'

জেরুজালেম সফর তাকে তার অনন্য হাইব্রিড অতীন্দ্রীয় শক্তি পরিশীলিত করতে সাহায্য করেছিল, টরি অভিজাত এবং উদ্ভট ইহুদি হামবড়া ব্যক্তিটি * বুঝতে পারলেন, মধ্যপ্রাচ্যে পালন করার মতো ভূমিকা ব্রিটেনের আছে এবং তাকে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখাতে হবে। তার উপন্যাসে ডেভিড অলরয়ের উপদেষ্টা ঘোষণা করেন, 'আপনি জানতে চাইছেন আমার ইচ্ছা কী। আমার জবাব হচ্ছে জাতীয় অস্তিত্ব। আপনি জানতে চাইছেন আমার ইচ্ছা কী। আমার জবাব হচ্ছে জেরুজালেম।' ১৮৫১ সালে উঠতি রাজনীতিবিদ ডিসরাইলি মনে করতেন, 'উসমানিয়াদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে ইহুদিদের তাদের ভূমিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা ন্যায়সঙ্গত ও সম্ভব।'

ডিসরাইলি দাবি করতেন, আলরয়ের অ্যাডভেঞ্চার 'তার আদর্শ উচ্চাভিলাষ।' তবে আসলে তিনি ইহুদিদের জন্য যেকোনো কিছু করার লক্ষ্যে তার ক্যারিয়ারকে ঝুঁকিগ্রস্ত করা থেকে অনেক দূরে ছিলেন : তিনি হতে চেয়েছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী। ডিসরাইলি পরের ৩০ বছরে 'তৈলাক্ত বাঁশের শীর্ষে' ওঠতে পারার পর সাইপ্রাস জয় এবং সুয়েজ খাল কেনার মাধ্যমে ওই অঞ্চলে ব্রিটিশ শক্তির পথনির্দেশ করেছিলেন।[৮]

ডিসরাইলির রাজনৈতিক ক্যারিয়ারের শুরু করার অল্প পরে মিসর শাসনকারী এক আলবেনীয় সেনাপতি জেরুজালেম জয় করেন।

* তার আদর্শ চরিত্র, তার সেরা উপন্যাস *কনিংসবাই*-এ বর্ণিত, ছিলেন সিডোনিয়া নামের এক সেফারদিক মিলিয়নিয়ার। ইউরোপজুড়ে সম্রাট, রাজা, মন্ত্রীদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব রয়েছে। সিডোনিয়া ছিলেন লিওনেল ডি রথচাইল্ড ও মোজেজ মন্টেফিওরির মিশেল অবয়ব। উভয়েই ডিসরাইলির সুপরিচিত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬
আলবেনীয় বিজয়
১৮৩০-৪০

লালমুখো ইব্রাহিম

মিসরীয় সেনাবাহিনী ১৮৩১ সালের ডিসেম্বরে নগরী দিয়ে মার্চ করে, আর 'খুশি ও উল-সিত' জেরুজালেমবাসী 'প্রতিটি রাস্তায় আলোকসজ্জা, নৃত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের বরণ করে নেন। পাঁচ দিন ধরে মুসলমান, গ্রিক, ফ্রান্সিসক্যান, আর্মেনীয় এবং এমনকি ইহুদিরা পর্যন্ত আনন্দ করে।' তবে 'আঁটসাঁট ট্রাউজার, ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র, বাদ্যযন্ত্র এবং ইউরোপীয় রীতিনীতি অনুসরণকারী' মিসরীয় সৈন্যদের দেখে মুসলমানেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল।

জেরুজালেমের নতুন শাসক হলেন আলবেনীয় সৈনিক মেহমেত আলী। তার সৃষ্ট রাজবংশটি এক শতাব্দী পর ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়ও মিসর শাসন করছিল। তিনি ১৫ বছর ধরে আন্তর্জাতিক নিকট প্রাচ্য কূটনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার এবং প্রায় পুরো উসমানিয়া সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, যা এখন বিস্মৃতির আড়ালে চলে গেছে। তিনি ছিলেন জনৈক তামাক ব্যবসায়ীর ছেলে, জন্মগ্রহণ করেছিলেন বর্তমানের গ্রিসে। তার আর নেপোলিয়নের জন্ম হয়েছিল একই বছরে, সমসাময়িকেরা তাকে প্রাচ্যের বোনাপার্ট অভিহিত করতেন : 'বিশেষ সামরিক প্রতিভার অধিকারী এই দুই গোষ্ঠীপ্রধান অতৃপ্ত উচ্চাভিলাষী ছিলেন, ক্লান্তিহীন তৎপরতায় মেতে থাকতেন।' সাদা-দাড়িওয়ালা আলবেনীয়ের বয়স এখন ৬০ বছরের মতো। সব সময় আড়ম্বরহীন সাদা পাগড়ি, হলুদ স্লিপার ও নীল-সবুজ জোব্বা পরতেন আর স্বর্ণ ও রুপায় নির্মিত সাত ফুট লম্বা হীরকখচিত পাইপ টানতেন। 'উঁচু গণ্ডদেশ-সংবলিত তাতারদের মতো চেহারা' এবং তার 'কালো ধুসর চোখ দুটির আশ্চর্য বুনো রশ্মিতে প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা উপচে পড়ত।' তার শক্তির উৎস ছিল একটি বাঁকা তরবারি, যেটা সব সময় তার কোমরে শোভা পেত। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উসমানিয়াদের হয়ে লড়তে আলবেনীয় সৈন্যদের কমান্ডার হিসেবে তিনি মিসরে এসেছিলেন। ফরাসিদের বিদায় নেওয়ার ফলে যে ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সুযোগ নিয়ে তিনি মিসর দখল করেন। তারপর তিনি তার যোগ্য ছেলে (কেউ কেউ বলেন তার ভাইপো) ইব্রাহিমকে ডেকে নিয়ে আসেন। এই ইব্রাহিম একটি সামরিক অনুষ্ঠানে মামলুক-উসমানিয়া বনেদি পরিবারের সদস্যদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যোগ দিতে প্রলুব্ধ করে তাদের হত্যা করেন। এরপর আলবেনীয়রা পুরো কায়রোতে লুটপাট ও গণধর্ষণ চালায়। সুলতান তবুও মেহমেত আলীকে মিসরের ওয়ালি নিযুক্ত করেন। রাতে তার মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমানোর প্রয়োজন পড়ত। দাবি করা হয়, তিনি ৪৫ বছর বয়সে পড়তে শেখেন। প্রতি রাতে তার প্রিয় উপপত্নী তাকে মন্টেসকুই বা মেকিয়াভেলি পড়ে শোনাতেন। এই নির্মম আধুনিকায়নকারী ৯০ হাজার সদস্যবিশিষ্ট ইউরোপীয় সেনাবাহিনী এবং একটি নৌবহর গড়ে তোলা শুরু করেন।

প্রথমে উসমানিয়া সুলতান দ্বিতীয় মাহমুদ তার উদীয়মান শক্তিতে খুশি হয়েছিলেন। বিশুদ্ধবাদী ওয়াহাবি মতাদর্শের অনুসারী সৌদি পরিবার মক্কা দখল করলে অপদস্ত সুলতান সহায়তা কামনা করেন মেহমেত আলীর। আলবেনীয়রা যথাসময়ে মক্কা পুনর্দখল করে, আবদুল্লাহ আল সৌদের মাথা ইস্তাম্বুলে পাঠিয়ে দেয়।* ১৮২৪ সালে গ্রিকেরা সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে মেহমেত আলী তার বাহিনী পাঠিয়ে গ্রিকদের নির্মমভাবে দমন করেন। এতে ইউরোপীয় শক্তিগুলো প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়, ১৮২৭ সালে ব্রিটিশ, ফ্রান্স ও রাশিয়া সম্মিলিতভাবে নেভারিনো যুদ্ধে মেহমেত আলীর নৌবহরকে ধ্বংস করে দেয়, গ্রিক স্বাধীনতায় পৃষ্ঠপোষতা করে। তবে এতে আলবেনীয়দের দীর্ঘ সময়ের জন্য দমানো যায়নি। বর্তমান ফরাসি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিকোর্ত ডি শ্যাটোব্রিদেঁর (তিনি আগে জেরুজালেম সফর করেছিলেন) উৎসাহে তারা নিজেদের জন্য সাম্রাজ্য স্থাপনে লালায়িত হয়ে ওঠেন।

মেহমেত আলী ১৮৩১ সালের শেষ দিকে তাকে উৎখাতের জন্য পাঠানো সুলতানের প্রতিটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে বর্তমান ইসরাইল, সিরিয়া ও তুরস্কের বেশির ভাগ এলাকা জয় করেন। তার সেনাবাহিনী এখন ইস্তাম্বুল দখলের হুমকি সৃষ্টি করছে। সুলতান শেষ পর্যন্ত মেহমেত আলীকে মিসর, আরব ও ক্রিটের শাসক এবং ইব্রাহিমকে বৃহত্তর সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে স্বীকার করে নেন। এই সাম্রাজ্যের মালিক এখন আলবেনীয়রা। মেহমেত আলী ঘোষণা করলেন, 'আমি আমার তরবারির সাহায্যে এই দেশ জয় করেছি এবং তরবারি দিয়ে রক্ষা করব।' তার তরবারি ছিলেন তার জেনারেলিসিমো ইব্রাহিম। ইব্রাহিম কিশোর বয়সেই সেনাবাহিনী পরিচালনা করেছিলেন, তখনই প্রথম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলেন। এই ইব্রাহিমই সৌদিদের পরাজিত করেন, গ্রিকদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিলেন, জেরুজালেম ও দামাস্কাস জয় করেছিলেন, বিজয়ীর বেশে ইস্তাম্বুলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

১৮৩৪ সালের বসন্তে লালমুখো (দ্য রেড, কেবল দাড়ির রঙের জন্যই তার এই নাম ছিল না) নামে পরিচিত ইব্রাহিম দাউদের সমাধির (ডেভিড'স টম্ব) প্রাসাদময় কম্পাউন্ডে তার সদরদফতর স্থাপন করেন। মুসলমানেরা বেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মর্মবেদনার সঙ্গে লক্ষ করল, তিনি কুশন ব্যবহার না করে ইউরোপীয় চেয়ারে বসেন, প্রকাশ্যে মদ পান করেন। তিনি জেরুজালেম সংস্কারের পরিকল্পনা করেন। তিনি খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নির্যাতন হ্রাস করলেন, আইনের কাছে তাদের সবাই সমান বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। চার্চে যেতে হলে তীর্থযাত্রীদের যে ফি দিতে হতো, সেটা তুলে নিলেন। তিনি নির্দেশ জারি করলেন, তারা মুসলমানদের মতো পোশাক পরতে পারবে, রাস্তায় ঘোড়ায় চড়তে পারবে। কয়েক শ' বছরের মধ্যে এই প্রথম ঘোষণা করা হলো, তাদেরকে এখন থেকে *জিজিয়া* কর দিতে হবে না। তুর্কিভাষী আলবেনীয়রা আরবদের ঘৃণা করত : ইব্রাহিমের পিতা তাদেরকে বলতেন 'বুনো জানোয়ার।' ২৫ এপ্রিল জেরুজালেমের ২০০ অধিবাসীর সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলক তালিকাভুক্তির জন্য টেম্পল মাউন্টে জেরুজালেম ও নাবলুসের নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন ইব্রাহিম। তিনি বললেন, 'আমি চাই অবিলম্বে এই নির্দেশ কার্যকর করা হোক। জেরুজালেম থেকেই এটা শুরু হোক।' তবে জেরুজালেমবাসী এতে দৃঢ় প্রতিবাদ জানায় : 'আমাদের সন্তানদের চিরস্থায়ী দাসত্বের জন্য দিয়ে দেওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ অনেক ভালো।'

ইব্রাহিম ৩ মে অর্থোডক্স ইস্টারে সভাপতিত্ব করেন। ১৭ হাজার খ্রিস্টান তীর্থযাত্রী প্রকাশ্য বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে থাকা উত্তপ্ত নগরীতে জড়ো হলো। গুড ফ্রাইডে রাতে জনতা হলি ফায়ার (পবিত্র অগ্নি) অনুষ্ঠানের জন্য হলি সেপালচরের চার্চে গাদাগাদি করে অপেক্ষা করছিল। ওই অনুষ্ঠানটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন ইংরেজ পর্যটক রবার্ট কার্জন। এরপর যা ঘটেছিল তা নিয়ে তিনি প্রাণবন্ত স্মৃতিকথা লিখে গেছেন। তিনি লিখেন, 'তীর্থযাত্রীদের আচরণ ছিল চরম দাঙ্গামুখী। একপর্যায়ে তারা সেপালচরের আশপাশের এলাকায় দৌড়াদৌড়ি করছিল। তাদের কেউ কেউ প্রায় নগ্ন হয়ে পাগলামিপূর্ণ আচরণসহ নৃত্য, চিৎকার, চেঁচামেচি করতে থাকে।' পর দিন সকালে ইব্রাহিম হলি ফায়ার দেখতে চার্চে প্রবেশ করেন, তবে ভিড় এত বেশি ছিল যে, প্রহরীরা 'গাদাবন্দুকের বাট দিয়ে প্রহার করে ও চাবকিয়ে' পথ করে দিতে হয়েছিল। এ সময় তিন সন্ন্যাসী 'পাগলকরা বাঁশি' বাজাচ্ছিল এবং নারীরা 'খুবই বিকট' শব্দে কান্না করছিল।

* ওয়াহাবিরা ছিল ১৮ শতকের মৌলবাদী সালাফি ধর্মপ্রচারক মোহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী। ইবনে ওয়াহাব ১৭৪৪ সালে সৌদি পরিবারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। মেহমেত আলীর হাতে বিপর্যয়ের শিকার হলেও সৌদিরা দ্রুত ছোট একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯২০-এর দশকে তাদের গোত্রপতি আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ, ব্রিটিশ অর্থপুষ্ট হয়ে, কট্টরপন্থী ওয়াহাবি সেনাবাহিনীর সাহায্যে আবার মক্কাসহ আরব জয় করেন। ১৯৩২ সালে তিনি নিজেকে সৌদি আরবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাদশাহ হিসেবে ঘোষণা করেন। এখানো সেখানে গোঁড়া ওয়াহাবিরা ক্ষমতায় রয়েছে। ইবনে সৌদ অন্তত ৭০ সন্তানের পিতা হন। তার ছেলে আবদুল্লাহ ২০০৫ সালে বাদশাহ হন।

ইব্রাহিম : পবিত্র অগ্নি, পূণ্যময় মৃত্যু

ইব্রাহিম বসা ছিলেন। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। 'জাঁকজমকপূর্ণ শোভাযাত্রা' নিয়ে গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ক বিশেষ কুঠুরীতে প্রবেশ করলেন। জনতা ঐশ্বরিক স্ফূলিঙ্গের প্রতীক্ষা করছিল। কার্জন মিটিমিটি আলো দেখলেন, তারপর জাদুর শিখাটি জনৈক তীর্থযাত্রীর কাছে গেল, 'যিনি এই সম্মানের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য পরিশোধ করেছিল।' তবে অগ্নির জন্য 'মারাত্মক যুদ্ধ' লেগে গেল, তীর্থযাত্রীরা পরমানন্দে মুর্ছায় মেঝেতে পড়ে গেল; অন্ধ করা ধোঁয়ায় চার্চ ছেয়ে গেল; তিন তীর্থযাত্রী উঁচু গ্যালারি থেকে পড়ে প্রাণ হারাল; এক বয়স্ক আর্মেনীয় নারী তার আসনে মৃত্যুবরণ করল। ইব্রাহিম চার্চ ত্যাগ করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু নড়তেও পারলেন না। তার প্রহরীরা জনতার মধ্য দিয়ে একটি পথ তৈরি চেষ্টায় তাদের ছত্রভঙ্গ করার কাজ শুরু করল। কার্জন ইতোমধ্যে 'অনেক দূরের ক্রুশবিদ্ধকরণের সময় ভার্জিন যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেখানে চলে গিয়েছিলেন।' তার পায়ের কাছের পাথরগুলো নরম মনে হচ্ছিল :

AMARBOI.COM

> আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেটা আসলে ছিল অসংখ্য দেহের স্তূপ। সবাই মৃত। তাদের অনেকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিল, অন্যরা ছিল রক্তাক্ত, মগজ ও নাড়িভুঁড়ি বের করা। পদদলিত হয়ে তাদের এই অবস্থা হয়েছে। সৈন্যরা জ্ঞান হারানো কয়েকজনকে বেয়োনেট দিয়ে হত্যা করে। প্রাচীরগুলো মানুষের রক্ত আর মগজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। এসব লোক ষাঁড়ের মতো পড়ে ছিল।

উন্মাদনাপূর্ণ পদদলিত হওয়া থেকে বাঁচার জন্য জনতা 'বেপরোয়া ও প্রাণান্ত কর' চেষ্টা চালাতে থাকে। কার্জন দেখলেন, তার চারপাশে লোকজন মরছে। ইব্রাহিম কোনোমতে জীবন রক্ষা করলেন, বেশ কয়েকবার মুর্ছা গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তার দেহরক্ষীরা তাদের তরবারি ব্যবহার করে মানুষের মাংসপিণ্ডের ওপর দিয়ে তাকে বের করে আনে।

মৃতদেহগুলো 'স্টোন অব আঙ্কশনের ওপরেও পড়ে ছিল।' ইব্রাহিম আঙিনায় দাঁড়িয়ে 'মৃতদেহগুলো সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলেন, তার লোকজন জীবন আছে বলে মনে হচ্ছে, এমন দেহগুলোও টেনে হিঁচড়ে বের করতে লাগল।' চার শ'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীর্থযাত্রী ধ্বংস হয়ে গেল। কার্জন যখন পালালেন, তখন অনেক দেহ 'মরে পুরোপুরি সোজা হয়ে ছিল।'

ইব্রাহিম : কৃষক বিদ্রোহ

এই বিপর্যয়ের খবর শোকগ্রস্ত খ্রিস্টান বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে জেরুজালেম, নাবলুস ও হেবরনের বনেদি পরিবারগুলো বিদ্রোহ করে। ৮ মে ১০ হাজার সশস্ত্র কৃষক (ফেলাহিন) জেরুজালেম আক্রমণ করেছিল, তবে ইব্রাহিমের সৈন্যরা তাদের প্রতিহত করে। রাজা দাউদের (কিং ডেভিড) জেরুজালেম দখলের ঘটনা মনে করিয়ে দেওয়া দৃশ্যের মতো দাউদ নগরীর (সিটি অব ডেভিড) নিচের সিলওয়ান গ্রামের অধিবাসীরা বিদ্রোহীদের একটি গোপন সুড়ঙ্গ দেখিয়ে দেয়। বিদ্রোহীরা সেই পথে হামাগুড়ি দিয়ে নগরীতে প্রবেশ করে দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের ডাঙ গেট খুলে দেয়। কৃষকেরা বাজারগুলোতে লুটপাট চালায়, সৈন্যরা তাদের আক্রমণ করে, তবে তারাও লুণ্ঠনে অংশ নিতে থাকে। বিমবাশি (গ্যারিসন কমান্ডার, তুর্কি সেনাবাহিনীর মেজর) জেরুজালেমের বনেদি হোসেইনি ও খালেদি পরিবারের নেতাদের গ্রেফতার করেন। কিন্তু ২০ হাজার কৃষক এখন রাস্তায় রাস্তায় তা ব চালাচ্ছিল, টাওয়ার অবরোধ করে রেখেছিল। দুই তরুণ আমেরিকান মিশনারি উইলিয়াম টমসন ও তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী এলিজা তখন তাদের আশ্রয়ে গুটিসুটি মেরে অবস্থান করছিলেন। টমসন কোনো ধরনের সাহায্য পাওয়া যায় কি না তা জানার জন্য জাফায় গেলেন। এলিজা 'কামানের গর্জন, প্রাচীরের পতন, প্রতিবেশীদের আর্তনাদ, চাকর-বাকরদের সন্ত্রাসের মধ্যে কুঠুরী বন্ধ করে লুকিয়ে থাকলেন, হত্যাযজ্ঞের আশঙ্কা করছিলেন।' তিনি একটি ছেলে শিশুর জন্ম দিয়েছিলেন। তবে তার স্বামী যখন জেরুজালেমে ফিরে এসেছিলেন, তখন তিনি প্রায় মরতে বসেছিলেন। টমসন দ্রুত 'বিধ্বস্ত এলাকাটি' ছেড়ে চলে গেলেন।* ইব্রাহিম পিছু হটে জাফায় যান, সেখানে পাহাড়গুলোর আশপাশে লড়াই চালাচ্ছিলেন। এতে তিনি ৫০০ লোক হারান। ২৭ মে মাউন্ট জায়নে শিবির স্থাপন করে হামলা চালান, ৩০০ বিদ্রোহীকে হত্যা করেন। তবে পুল অব সলোমনের কাছে তিনি গুপ্ত হামলার মুখে পড়েন, ডেভিড'স টম্বে অবরুদ্ধ হন। হোসেইনি ও আবু ঘোশেরা আবার বিদ্রোহ সূচনা করল। ইব্রাহিম তার পিতার কাছে সাহায্য কামনা করেন। মেহমেত আলী ১৫ হাজার সৈন্য নিয়ে নৌপথে জাফায় উপস্থিত হন : 'চমৎকার দেখতে বুড়ো মানুষটি' রাজকীয় ভঙ্গিতে মহামানবদের মতো 'জাঁকাল ঘোড়া চড়ে' শহরে পৌঁছেন। আলবেনীয়রা বিদ্রোহীদের ধ্বংস করে দেয়, জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার গ্রহণ করে। জেরুজালেমের হোসেইনিদের মিসরে নির্বাসন পাঠানো হয়। বিদ্রোহ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তবে ইব্রাহিম নাবলুসের বাইরে তাদের হত্যা করলেন, হেবরন লুণ্ঠন করেন, গ্রামগুলোতে লুটতরাজ চালালেন, বন্দিদের শিরশ্ছেদ করেন, জেরুজালেমে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করলেন। নগরীতে ফিরে তিনি গোত্রপতি জাবের আবু ঘোশকে প্রহরী-কাম-শিকারী নিযুক্ত করলেন, অস্ত্রসহ কাউকে দেখলেই তার শিরশ্ছেদ করেন, বন্দিরা জাফা গেটের কাছে কিশলেহ জেলে পচতে থাকে। এই কারাগারটি পরে উসমানিয়া, ব্রিটিশ ও ইসরাইল ব্যবহার করে।

আলবেনীয়রা ছিল উৎসাহী আধুনিকায়নকারী। উসমানিয়া সাম্রাজ্য দখল করতে তাদের ইউরোপীয়দের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। ইব্রাহিম সংখ্যালঘুদের তাদের বিধ্বস্ত ভবনরাজি মেরামতের অনুমতি দেন। ফ্রান্সিসক্যানেরা সেন্ট স্যাভিয়র্স পুনর্গঠন করে; সেফারদিক ইহুদিরা বেন জাক্কাই সিনাগগ (জুইশ কোয়ার্টারের চার সিনাগগের একটি) পুনর্নির্মাণ শুরু করল; আশকেনাজিরা হুরভা সিনাগগে (১৭২০ সালে বিধ্বস্ত) ফিরে যায়।* জুইশ কোয়ার্টার এ সময় দারিদ্র-পীড়িত হলেও দেশে নির্যাতিত অল্প কয়েকজন রাশিয়ান সেখানে বসতি স্থাপন করতে শুরু করেছিল।

ইব্রাহিম ১৮৩৯ সালে ইস্তাম্বুল দখলের মিশনে উসমানিয়া সেনাবাহিনীগুলোকে গুঁড়িয়ে দেওয়া শুরু করলেন। রাজা লুই ফিলিপের ফ্রান্স আলবেনীয়দের সমর্থন দেন, তবে উসমানিয়াদের পতন হলে ফ্রান্স ও রাশিয়ার প্রভাব বাড়বে বলে ব্রিটেনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। সুলতান এবং তার শত্রু ইব্রাহিম উভয়ে পশ্চিমা সমর্থন পাওয়ার জন্য দেন-দরবার করতে থাকেন। কিশোর সুলতান আবদুল মেজিদ সংখ্যালঘুদের জন্য সাম্যের প্রতিশ্রুতি-সংবলিত 'নোবল রেসক্রিপ্ট' ইস্যু করেন, আর ইব্রাহিম জেরুজালেমে কনস্যুলেট প্রতিষ্ঠার জন্য ইউরোপীয়দের আমন্ত্রণ জানান, ক্রুসেডের পর প্রথমবারের মতো চার্চে ঘণ্টা বাজানোর অনুমতিও দিলেন।

ব্রিটিশ ভাইস-কনস্যাল উইলিয়াম টার্নার ইয়ং ১৮৩৯ সালে জেরুজালেম পৌঁছান। তিনি কেবল লন্ডনের নতুন শক্তিরই প্রতিনিধিত্ব করছিলেন না, ইহুদিদের ধর্মান্তর এবং দ্বিতীয় আগমন (সেকেন্ড কামিং) ত্বরান্বিতও করতে চেয়েছিলেন।

* উইলিয়াম টমসন পরে একটি ইভানজেলিক্যাল ক্লাসিক লিখেন যার ফলে জেরুজালেম নিয়ে আমেরিকানদের মধ্যে আবেগের সঞ্চার হয়েছিল। *দ্য ল্যান্ড অ্যান্ড দ্য বুক* নামের গ্রন্থটি ৩০ বার পুনঃমুদ্রিত হয়। তিনি এতে ফিলিস্তিনকে অভিহিত করেন অতিন্দ্রীয় ইডেন, যেখানে বাইবেল জীবিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৭
ইভানজেলিস্ট
১৮৪০-১৮৫৫

পামারস্টোন ও শ্যাফটসবারি : সাম্রাজ্যবাদী ও ইভানজেলিস্ট

জেরুজালেমে কূটনৈতিক নীতি-সংক্রান্ত অর্জন ছিল পররাষ্ট্রমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোনের, তবে ঈশ্বর-সংশ্লিষ্ট মিশন ছিল তার ইভানজেলিক্যাল সৎ-জামাতা আর্ল অব শ্যাফটসবারির কৃতিত্ব।* পামারস্টোন, বয়স ৫৫, ভিক্টোরিয়ান ধর্মাভিমানী বা ইভানজেলিক্যাল নয়, ছিলেন অননুতপ্ত রিজেন্সি মৃগ। তিনি যৌন কাজকর্মের (যেটা তিনি তার ডায়েরিতে উৎফুল্লভরে বর্ণনা করেছেন) জন্য লর্ড কিউপিড, প্রাণোচ্ছ্বল কর্মশক্তির জন্য লর্ড প্যাম এবং গানবোট কূটনীতির জন্য লর্ড পুমিসিস্টোন নামে পরিচিত ছিলেন। শ্যাফটসবারি কৌতুক করে বলেছিলেন, পামারস্টোন 'স্যার সিডনি স্মিথের কাছ থেকে মুসার খবর জানেন না।' ইহুদিদের প্রতি তার আগ্রহ ছিল রাষ্ট্রীয় : ক্যাথলিকদের রক্ষার নামে ফরাসিরা, অর্থোডক্সদের জন্য রাশিয়ানেরা তাদের শক্তি বাড়িয়েছে, অথচ জেরুজালেমে প্রটেস্ট্যান্ট সংখ্যা খুবই কম। তিনি ভাবলেন, ইহুদিদের রক্ষার জন্য ব্রিটিশ শক্তির দরকার হতে পারে। ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করার অন্য মিশনটি ছিল তার জামাতার ইভানজেলিক্যাল উৎসাহের ফল।

কোকড়ানো চুল ও জুলফিধারী শ্যাফটসবারি (৩৯ বছর বয়স্ক) ছিলেন নতুন ভিক্টোরিয়া ব্রিটেনের প্রতিনিধি। শ্রমিক, শিশু ও পাগলদের জীবনমানের উন্নতিতে আত্মনিবেদিত মনেপ্রাণে অভিজাত এই ব্যক্তিটি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বাইবেল হলো 'প্রথম শব্দ থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত ঈশ্বরের কথা।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন, গতিশীল খ্রিস্টমত বৈশ্বিক নৈতিক রেনেসাঁস এবং মানবতার উন্নতি করতে পারবে। ব্রিটেনে এনলাইমেন্ট যুক্তিবাদের কারণে পিউরিটান মিলেনেরিয়ানবাদ (নতুন যুগের প্রতি বিশ্বাস) অনেক আগে থেকে চাপা পড়ে গেলেও নন-কনফরমিস্টদের মধ্যে টিকে ছিল। এখন তা মূলধারায় ফিরে এলো : গ্যালোটিন-সংবলিত ফরাসি বিপ্লব এবং শ্রমিকদের দাঙ্গা-সংযুক্ত শিল্প বিপ্লব নতুন ব্রিটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবয়ব নির্ধারণ করে দেয়, ভিক্টোরিয়ান সমৃদ্ধির প্রবল বস্তুবাদিতার প্রতিষেধক হিসেবে ধার্মিকতা, শ্রদ্ধাভাজন হওয়া এবং বাইবেলের প্রতি সংশয়মুক্ত থাকাকে স্বাগত জানালো হলো। ইহুদিদের মধ্যে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের জন্য গঠিত লন্ডন সোসাইটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(জুইশ সোসাইটি নামে পরিচিত) ১৮০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবার অনেকটা শ্যাফটসবারির চেষ্টায় সেটা বিকশিত হয়। ১৮৩৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ন অসন্তোষভরে বলেছিলেন, 'তরুণেরা ধর্মের ব্যাপারে ক্রমবর্ধমান হারে উন্মাদ হয়ে পড়ছে।' উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন আরেক প্রবীণ রিজেন্সি লম্পট। যিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং তার সুসমাচারের (গ্রিক ভাষায় *ইভানজেলিয়ন*) মাধ্যমে চির মুক্তি পাওয়া সম্ভব বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী এসব ইভানজেলিক্যাল সেকেন্ড কামিংয়ের প্রত্যাশা করত। শ্যাফটসবারি বিশ্বাস করতেন, (দুই শতাব্দী আগের পিউরিটানদের মতো) ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন ও ধর্মান্তরিত করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে অ্যাংলিক্যান জেরুজালেম এবং ঈশ্বরের রাজ্য। তিনি পামারস্টোনের জন্য প্রস্তুত করা এক স্মারকে বলেন : 'জাতি ছাড়া একটি দেশ আছে, ঈশ্বর তার বিচক্ষণতা ও দয়া দিয়ে দেশবিহীন একটি জাতির দিকে আমাদের ধাবিত করছেন।'**

পামারস্টোন জেরুজালেম ভাইস-কন্স্যাল ইয়ংকে নির্দেশনা দেন, 'আপনার দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণভাবে ইহুদিদের নিরাপত্তা দেওয়া।' একইসঙ্গে তিনি তুর্কি সরকারে তার রাষ্ট্রদূতকে বলেন, তার উচিত '[সুলতানের কাছে] দৃঢ়ভাবে এই সুপারিশ করা, তিনি যেন ইউরোপীয় ইহুদিদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন আন্ত রিকভাবে উৎসাহিত করার পদক্ষেপ অব্যাহত রাখেন।' ইয়ং ১৮৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে লন্ডন জুইশ সোসাইটির জেরুজালেম শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। শ্যাফটসবারি ছিলেন দারুণ উৎসাহিত। তিনি তার ডায়েরিতে উল্লেখ করেছেন, 'ঈশ্বরের জনগণের প্রাচীন নগরীটি জাতিগুলোর মধ্যে আবার স্থান পেতে যাচ্ছে। আমার সব সময় মনে থাকবে, ঈশ্বর তাঁর সম্মানের জন্য আমার মাথায় পরিকল্পনাটি জাগিয়ে দিয়েছেন, তিনিই পামারস্টোনের ওপর প্রভাব বিস্তারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করার জন্য একজনকে দিয়েছেন, যিনি জেরুজালেমকে আবার গৌরাবন্বিত করে নির্মাণ করবেন।' শ্যাফটসবারির সিলমোহর আংটিতে মুদ্রিত ছিল 'জেরুজালেমের জন্য প্রার্থনা করুন।' আরেকজন অত্যন্ত আগ্রহী ভিক্টোরিয়ান জেরুজালেমের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি হলেন মোজেজ মন্টেফিওরি। তিনি নতুন ডিজাইনের কোটে জেরুজালেমের প্রতিকৃতি আঁকেন, তার গাড়িতে, সিলমোহর আংটি এবং এমনটি বিছানাতেও এটাকে কবজ হিসেবে ব্যবহার করেন। ১৮৩৯ সালের জুনে মন্টেফিওরি এবং তার স্ত্রী জুডিথ জেরুজালেমে ফিরে আসেন। লন্ডনে তারা যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন, সেগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য তারা সঙ্গে পিস্তলও নিয়েছিলেন।

জেরুজালেম তখন প্লেগ-আক্রান্ত। তাই মন্টেফিওরি মাউন্ট অব অলিভসের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে তাঁবু গাড়লেন। তিনি সেখানে তিন শতাধিক ব্যক্তিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। প্লেগের প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পর মন্টেফিওরি গভর্নরের দেওয়া সাদা ঘোড়ায় চড়ে নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি দরিদ্র-পীড়িত ইহুদিদের আবেদন-নিবেদন শোনেন, তাদের আর্থিক সাহায্য করেন। তাকে এবং তার স্ত্রীকে জেরুজালেমের তিন ধর্মের সবাই স্বাগত জানান। তবে তারা তারা দক্ষিণে হেবরনে পূণ্যস্থান (স্যাঙচুয়ারি) পরিদর্শন করার সময় একদল মুসলমান তাদের ওপর হামলা চালায়। উসমানিয়া সৈন্যদের হস্তক্ষেপে তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পারেন। মন্টেফিওরি এতেও হতাশ হননি। বিদায়বেলা নবজন্মগ্রহণকারী এই ইহুদি এবং নিবেদিতপ্রাণ সাম্রাজ্যবাদী শ্যাফটসবারির মতোই, তবে বলা বাহুল্য, ভিন্ন ধরনের মিসাইয়ানিক উদ্দীপনা অনুভব করলেন। তিনি তার ডায়েরিতে লিখেছেন, 'হে জেরুজালেম, শিগগির আমাদের সময়ই এই নগরী আবার নির্মিত হোক। আমেন।'

শ্যাফটসবারি ও মন্টেফিওরি উভয়েই ব্রিটিশ সাম্রাজের প্রতি ঐশ্বরিক ছত্রছায়া এবং জায়নে ইহুদি প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। ইভানজেলিক্যাল ন্যায়নিষ্ঠতার উদ্দীপনা এবং জেরুজালেমের ইহুদি স্বপ্নের নবসৃষ্ট আবেগ নিখুঁতভাবে জোড়া লেগে অন্যতম ভিক্টোরিয়ান আবিষ্টতায় পরিণত হয়। ঠিক ওই প্রেক্ষাপটেই ১৮৪০ সালের চিত্রকর ডেভিড রবার্টসের জেরুজালেম থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উজ্জ্বল বর্ণশোভিত জেরুজালেমের ব্যাপক জনপ্রিয় রোমান্টিক ছবির মাধ্যমে দেখান, ব্রিটিশ সভ্যতা ও ইহুদি পুনঃপ্রতিষ্ঠার এটাই উপযুক্ত সময়। ইহুদিদের জন্য ব্রিটিশ নিরাপত্তার জরুরি প্রয়োজন ছিল। কারণ সুলতান ও আলবেনীয়দের সহিষ্ণুতা প্রদানের প্রতিযোগিতামূলক প্রতিশ্রুতি ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া উস্কে দিচ্ছিল।

(* অ্যান্থনি অ্যাশলে-কুপার ছিলেন প্রথম আর্লের বংশধর। তিনি ছিলেন বিচক্ষণ মন্ত্রী, ক্রমওয়েল থেকে তৃতীয় উইলিয়াম পর্যন্ত সবার অধীনে কাজ করেছিলেন। তিনি তখনো সৌজন্যমূলক পদবি লর্ড অ্যাশলে ব্যবহার করছিলেন, হাউজ অব কমন্সে আসন গ্রহণ করতেন। ১৮৫১ সালে তিনি ৭ম আর্ল হন। তবে আমরা সংক্ষিপ্তাকারে তাকে শুধু শ্যাফটসবুরিই বলে গেছি।

** স্কটিশ মন্ত্রী আলেকজান্ডার কেইথের কাছ থেকে শ্যাফটসবারি কুখ্যাত 'জনগণহীন ভূমি' শব্দগুচ্ছটি ধার করেন। তবে পরে (সম্ভবত ভুলবশত) জায়নবাদী ইসরাইল জাঙউইলকে এর কৃতিত্ব দেওয়া হয়। এই জায়নবাদী নেতা ফিলিস্তিনে বসতি স্থাপনে বিশ্বাস করতেন না, কারণ সেখানে ইতোমধ্যে আরবেরা বসবাস করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেমস ফিন : ইভানজেলিক্যাল কনস্যাল

দামাস্কাস ১৮৪০ সালের মার্চে সাত ইহুদির বিরুদ্ধে এক খ্রিস্টান সন্ন্যাসী ও তার মুসলিম চাকরকে হত্যার অভিযোগ আনা হলো। বলা হলো, ওই দুজনের রক্ত পাসওভারে মানববলিতে ব্যবহার করা হয়েছে। এই কল্পিত কাহিনী ছিল কুখ্যাত 'ব্লাড লাইবেল' যা ১২ শতকে দ্বিতীয় ক্রুসেডের সময় অক্সফোর্ডে প্রথমবারের মতো দেখা গিয়েছিল। ৬৩টি ইহুদি শিশুকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হলো তাদের মায়েদের কাছ থেকে 'রক্তের লুকানো স্থানের' সন্ধান পাওয়ার চেষ্টায়। মন্টেফিওরি তখন সবেমাত্র লন্ডন ফিরেছেন। তবুও রথচাইল্ডদের সহযোগিতায় তিনি মধ্যযুগীয় নির্যাতন থেকে দামাস্কাসের ইহুদিদের উদ্ধারকাজে নেতৃত্ব দিলেন। ফরাসি আইনজীবী অ্যাডলফ ক্রেমিয়েক্স তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। মন্টেফিওরি আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে মেহমেত আলীর কাছে বন্দিদের মুক্তি দিতে জোরাল আবেদন করলেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রোডসে আরেকটি 'ব্লাড লাইবেলের' অভিযোগ ওঠল। মন্টেফিওরি জাহাজযোগে আলেকজান্দ্রিয়া থেকে ইস্তাম্বুল ছুটে গেলেন। সুলতান তাকে স্বাগত জানালেন। সুস্পষ্টভাবে 'ব্লাড লাইবেলের' সত্যতা পুরোপুরি অস্বীকার করে একটি ডিক্রি জারি করতে তিনি সুলতানকে রাজি করালেন। এটা ছিল মন্টেফিওরির চরম সাফল্যের সময়। এই সাফল্যের পেছনে ছিল তার জাতীয়তা, তবে মাঝে মাঝে তার গুরুভার কূটনীতিও কাজে লেগেছে। মধ্যপ্রাচ্যে এ সময় ইংরেজ হওয়াটা বেশ মর্যাদাপূর্ণ বিষয় ছিল।

উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব তখন অনিশ্চয়তায়, সুলতান এবং আলবেনীয় উভয়েই পাগলের মতো ব্রিটিশ আনুকূল্য কামনা করছিলেন। জেরুজালেম ইব্রাহিমের নিয়ন্ত্রণেই ছিল, মধ্যপ্রাচ্যের বেশির ভাগ এলাকাও শাসন করতেন তিনি। ফ্রান্স আলবেনীয়দের সমর্থন করলেও ব্রিটেন উসমানিয়াদের রক্ষা করেই তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করছিল। তারা সিরিয়া থেকে সরে যাওয়ার বিনিময়ে ইব্রাহিমকে ফিলিস্তিন ও মিসর প্রদানের প্রস্তাব দিল। এটা ভালো প্রস্তাব হলেও মেহমেত আলী ও ইব্রাহিম সর্বোচ্চ পুরস্কার ইস্তাম্বুল জয়ের লোভ থেকে নিজেদের সংবরণ করতে পারেননি। ইব্রাহিম ব্রিটেনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এতে পামারস্টোন ইঙ্গ-অস্ট্রিয়ান-উসমানিয়া জোট করলেন, কমোডর চার্লস ন্যাপিয়ারের নেতৃত্বে গানবোট পাঠালেন। কামানের গোলা বর্ষিত হলো। ব্রিটিশ শক্তির কাছে ইব্রাহিম নত হলেন।

ইব্রাহিম ইউরোপীয়দের জন্য জেরুজালেম খুলে দিয়ে নগরীকে চিরদিনের জন্য বদলে দিয়েছিলেন। তবে এখন মিসরে উত্তরাধিকারক্রমে শাসনকাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালানোর বিনিময়ে তিনি সিরিয়া ও পূণ্যনগরী পরিত্যাগ করলেন।* পামারস্টোনের দুর্দান্ত বিজয়ে অপদস্ত ফরাসিরা 'জেরুজালেমে খ্রিস্টান মুক্ত নগরী' প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করে। এটা ছিল জায়নকে আন্তর্জাতিকীকরণ করার প্রথম প্রস্তাব। তবে ১৮৪০ সালের ২০ অক্টোবর সুলতানের সৈন্যরা জেরুজালেমে ফিরে যায়। প্রাচীরের অভ্যন্তরে নগরীটির এক তৃতীয়াংশ ছিল পরিত্যক্ত, ক্যাকটাস জঙ্গলে পরিপূর্ণ। মোট জনসংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ হাজার, এদের মধ্যে ইহুদির সংখ্যা পাঁচ হাজার। রাশিয়ান অভিবাসী এবং গ্যালিলির সাফেদে ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট উদ্বাস্তুদের আগমনের ফলে তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল।[৯]

লর্ড অ্যাবারডিনের (তিনিই ইভানজেলিক্যাল ইহুদি স্কিম থেকে সরে যেতে ভাইস কনস্যালকে নির্দেশ দিয়েছিলেন) কাছে পামারস্টোন তার পররাষ্ট্র দফতর হারলেও ইয়ং কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে তার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্ষমতায় ফিরে এসে পামারস্টোন জেরুজালেম কনস্যালকে 'আপনার কাছে আবেদন করা সব রাশিয়ান ইহুদিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তা' প্রদানের নির্দেশ দেন।

এদিকে শ্যাফটসবারি জেরুজালেমে প্রথমবারের মতো অ্যাংলিকান বিশপ পদ এবং চার্চ গঠনে সমর্থন দেওয়ার জন্য নতুন প্রধানমন্ত্রী রবার্ট পিলকে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৪১ সালে প্রুশিয়া (এই দেশটির রাজা খ্রিস্টান আন্তর্জাতিক জেরুজালেমের প্রস্তাব দিয়েছিলেন) ও ব্রিটেন যৌথভাবে প্রথম প্রটেস্ট্যান্ট বিশপ হিসেবে ইহুদি থেকে ধর্মান্তরিত মাইকেল সলোমন আলেকজান্ডারকে নিয়োগ করে। ব্রিটিশ মিশনারিরা তাদের ইহুদি মিশনে ক্রমবর্ধমান হারে আগ্রাসী হতে থাকে। ১৮৪১ সালে জাফা গেটের কাছে প্রথম ইংলিশ ক্রাইস্ট চার্চের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কনস্যাল ইয়ংয়ের উপস্থিতিতে তিন ইহুদিকে ব্যাপ্টাইজ করা হয়। জেরুজালেমে ইহুদিদের দুর্দশা ছিল মর্মস্পর্শী। ইহুদিরা 'মাছির মতো বাস করে, মাথায় বাসস্থান বয়ে বেড়ায়,' লিখেছিলেন আমেরিকান উপন্যাসিক হারম্যান মেলভিল। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ইহুদি সম্প্রদায় আক্ষরিক অর্থেই দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করত, তাদের কোনো চিকিৎসা পরিচর্যা সুবিধা ছিল না। তবে লন্ডন জুইস সোসাইটির দেওয়া চিকিৎসকদের কাছে তারা বিনামূল্যে যেতে পারত। এই ফাঁদে কয়েকজনকে ধর্মান্তরিত করা হয়।

শ্যাফটসবারি স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বলেছিলেন, 'আমি জায়নে রাজধানী, জেরুজালেমে চার্চ এবং রাজার জন্য ইহুদি জাতির ব্যবস্থা করার জন্য আনন্দ করতে পারি!' রুচিহীন প্রাসাদে বাসকারী বাজে পাশার শাসনে বিধ্বস্ত জরাজীর্ণ জেরুজালেম রাতারাতি স্বর্ণ ও রত্নখচিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের অমিতাচারপূর্ণ নগরীতে উন্নীত হয়। জেরুজালেমে ১৩ শতক থেকে কোনো ল্যাতিন প্যাট্রিয়ার্ক ছিল না, অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক ইস্তাম্বুলে বাস করতেন। এখন ফ্রান্স ও রাশিয়ানেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে তাদের প্রত্যাবর্তনের সমর্থন দিতে লাগল। অবশ্য, নিম্নপদস্থ কর্মকর্তাদের উৎসাহে সাত ইউরোপীয় কনস্যাল রাজকীয় উচ্চাভিলাষের প্রতিনিধিত্ব করতেন, তাদের জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থা সংযত রাখার চেষ্টা বলতে গেলে করতেনই না। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা উজ্জ্বল ইউনিফর্ম পরিহিত বিশালদেহী দেহরক্ষীরা (ক্যাভাসেস) তীক্ষ্ণ তরবারি রাখত এবং ভারী স্বর্ণালি দ দিয়ে পাথরে আঘাত করে রাস্তা পরিষ্কার রাখার নির্দেশ দিত, কনস্যালেরা ধীর-স্থিরভাবে নগরী দিয়ে হেঁটে যেতেন। তাদের চলাফেরার ধরনে মনে হতো তারা কোণঠাসা উসমানিয়া গভর্নরদের ওপর ইচ্ছা-অনিচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারেন। কনস্যাল-সন্তানদের উপস্থিতিতেও উসমানিয়া সৈন্যদের দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। অস্ট্রিয়ান ও সার্দানিয়ান কনস্যালেরা ছিল এক ধাপ সরেশ, কারণ তাদের শাসকেরা দাবি করত, তারা জেরুজালেমের রাজা। তবে ব্রিটিশ ও ফরাসিদের চেয়ে উদ্ধত বা সংকীর্ণমনা আর কেউ ছিল না।

১৮৪৫ সালে ইয়ংয়ের স্থলাভিষিক্ত হন জেমস ফিন। তিনি ২০ বছর উসমানিয়া গভর্নরদের মতোই ক্ষমতাধর ছিলেন। তবে এই বক-ধার্মিক লোকটি ইংলিশ লর্ড থেকে শুরু করে উসমানিয়া পাশা এবং অন্য সব বিদেশী কূটনীতিককে অপদস্থ করতেন। লন্ডন থেকে যে নির্দেশই আসুক না কেন, তিনি রাশিয়ান ইহুদিদের সুরক্ষা দিতেন, তবে তাদের ধর্মান্তরিত করার মিশনে কখনো ক্ষান্ত হতেন না। উসমানিয়ারা বিদেশীদের ভূমি ক্রয়ের অনুমতি দিলে ফিন তালবিয়ায় একটি খামার গড়ে তোলেন। তারপর চেলটেনহ্যামের মিস কুকের তহবিলপুষ্ট হয়ে আব্রাহামের ভিনেয়ার্ডে (ইব্রাহিমের আঙুরবাগান) আরেক খণ্ড জমি কেনে। এই প্রকল্পে আরো অনেক ইংরেজ ইভানজেলিক্যাল নারী সহায়তা করেছিল। তারা ইহুদিদের হালাল পরিশ্রম শেখানোর আনন্দ প্রদানের মাধ্যমে ধর্মান্তরিত করার জন্য এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফিন নিজেকে রাজকীয় প্র-কনস্যাল, সন্ত মিশনারি এবং প্রপার্টি ম্যাগনেটের সঙ্কর মনে করতেন। তিনি সন্দেহজনক বিপুল অর্থ দিয়ে নির্বিচারে জমি কিনতেন। তিনি ও তার স্ত্রী (আরেক পাগলপারা ইভ্যানজেলিক্যাল) অনর্গল বলার মতো করে হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন, ব্যাপকভাবে ল্যাদিনোও বলতেন। অন্যদিকে জেরুজালেমে মারাত্মক নির্যাতিত ইহুদিদের তারা আগ্রাসীভাবে সুরক্ষা দিতেন। অবশ্য তার এই প্রশ্রয়মূলক মিশন সহিংস ইহুদি প্রতিরোধ উস্কে দিত। তিনি মেন্ডেল ডিগনেস নামের এক ইহুদি বালককে ধর্মান্ত রিত করে মহা ফ্যাসাদের সৃষ্টি করেছিলেন। 'ইহুদিরা উঁচু জায়গায় উঠে মহা বিঘ্ন সৃষ্টি' করতে লাগল। রাব্বিদের 'গোঁড়া' হিসেবে অভিহিত করেন ফিন। এদিকে ব্রিটেনে শক্তিধর মন্টেফিওরি যখন শুনলেন, ইহুদিদের অপদস্ত করা হচ্ছে, তখন তিনি জুইশ সোসাইটির উদ্যোগ বানচালের জন্য জেরুজালেমে একজন ইহুদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চিকিৎসক এবং একটি দাওয়াখানার ব্যবস্থা করলেন। এর বদলায় জুইশ সোসাইটি জুইশ কোয়ার্টারের কাছে একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে।

১৯৪৭ সালে এক খ্রিস্টান আরব বালক জনৈক ইহুদি তরুণকে আক্রমণ করলে সে পাথরখণ্ড ছুঁড়ে মারে, সেটি ওই আরব বালকের পায়ে আঘাত হানে। গ্রিক অর্থোডক্স ছিল ঐতিহ্যগতভাবেই সবচেয়ে বেশি অ্যান্টি-সেমেটিক সম্প্রদায়। তারা দ্রুত মুসলিম মুফতি ও কাজির সমর্থন নিয়ে অভিযোগ করে, ইহুদিরা পাসওভারের বিস্কুট বানানোর জন্য খ্রিস্টান রক্ত সংগ্রহের চেষ্টা করছে। এতে করে জেরুজালেমের ব্লাড লাইবেলের সৃষ্টি হয়। তবে দামাস্কাসের ঘটনার পর মন্টেফিওরিকে দেওয়া সুলতানের নিষেধাজ্ঞাটাই সিদ্ধান্তসূচক বলে প্রমাণিত হলো।[১০]

এদিকে কনস্যালদের সঙ্গে যোগ দেন খুব সম্ভবত আমেরিকান ইতিহাসের সবচেয়ে বেমানান কূটনীতিক। *ভ্যানেটি ফেয়ারের* ইংরেজ লেখক উইলিয়াম থ্যাকারে বলেন (তিনি তখন জেরুজালেম সফর করছিলেন), 'আমার সন্দেহ আছে, অন্য কোনো সরকার এ ধরনের উদ্ভট লোককে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করত কি না।'

* আলবেনীয়রা আর কখনো জেরুজালেম করায়ত্ত করতে পারেনি। তবে এক শ' বছর তারা মিসর শাসন করেছিল, প্রথমে খেদিব (আনুষ্ঠানিকভাবে উসমানিয়া ভাইসরয় হিসেবে, তবে কার্যত স্বাধীনভাবে), পরে মিসরের সুলতান এবং সবশেষে রাজা হিসেবে। মেহমেত আলী বার্ধক্যে উপনীত হলে ইব্রাহিম তার প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তবে তিনি পিতার মৃত্যুর সামান্য আগে, ১৮৪৮ সালে ইন্তিকাল করেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন ফারুক। ১৯৫২ সালে তাকে উৎখাত করা হয়।

ওয়ার্ডার ক্রেসন, মার্কিন কনস্যাল : আমেরিকান পূণ্যবান আগন্তুক

১৮৪৪ সালের ৪ অক্টোবর ওয়ার্ডার ক্রেসন সিরিয়া ও জেরুজালেমের মার্কিন কনস্যাল-জেনারেল হিসেবে জেরুজালেমে পৌঁছেন। ১৮৪৭ সালে 'সেকেন্ড কামিং' (দ্বিতীয় আগমন) হবে- এ ব্যাপারে তার নিশ্চিত বিশ্বাসই ওই পদে তার নিয়োগের একমাত্র যোগ্যতা ছিল। ক্রেসন তার ইউরোপীয় সহকর্মীদের কনস্যুলার-ঔদ্ধত্যকে নতুন মাত্রায় নিয়ে গেলেন। তিনি ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসে উল্লেখিত 'নাইট ও বীর সৈনিক'দের 'ক্ষুদে আমেরিকান সেনাবাহিনী' (একজন আরবের নেতৃত্বে সূর্যের আলোতে চকচক করা রুপার গদাধারী দুই জাননেসারি সৈন্যের একটি দল) পরিবেষ্টিত হয়ে 'ধূলার মেঘের' মধ্যে দ্রুতবেগে জেরুজালেমের চার দিকে চলাফেরা করতেন।

পাশার সাথে সাক্ষাতকালে ক্রেশন ব্যাখ্যা করলেন, তিনি আসন্ন মহাপ্রলয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(অ্যাপোক্যালিপস) এবং ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের জন্য এসেছেন। ফিলাডেলফিয়ান ভূমিমালিক ও ধনী কোয়াকারের ছেলে ক্রেসন এর আগে ২০ বছর মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত নানা ধর্মীয় মতাবাদে মেতে ছিলেন। ক্রেসন তার প্রথম ইস্তেহার *জেরুজালেম, দ্য সেন্টার অব দ্য জয় অব দ্য হোল ওয়ার্ল্ড* লেখা, স্ত্রী ও ছয় সন্তান ত্যাগের পর তাকে কনস্যাল নিয়োগের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ক্যালহুনকে রাজি করান : 'আমি সত্যকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে আমার কাছের ও দূরের সবকিছু ত্যাগ করেছি।' মার্কিন প্রেসিডেন্ট জজ টেলারকে খুব শিগগিরই তার কূটনীতিকেরা জানান, তার প্রথম জেরুজালেম কনস্যাল 'ধর্মীয় বাতিকগ্রস্ত ও উন্মাদ,' তবে ক্রেসেন তত দিনে জেরুজালেমে পৌঁছে গেছেন। তবে মহাপ্রলয়-সংক্রান্ত মতবাদে তিনি নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তিনি ছিলেন তার সময়ের একজন আমেরিকান মাত্র। আমেরিকান সংবিধান ছিল সেক্যুলার, এতে সতর্কতার সঙ্গে খ্রিস্টের কথা উল্লেখ করা হয়নি এবং রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা রাখা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ফাউন্ডিং ফাদারেরা (টমাস জেফারসন ও বেন ফ্রাঙ্কলিন) গ্রেট সিলে মেঘ ও আগুন অনুসরণ করে ইসরাইল-সন্তানদের প্রতিশ্রুত-ভূমির দিকে গমন চিত্রিত করেছিল। ওই মেঘ ও আগুন কিভাবে জেরুজালেমের প্রতি অনেক আমেরিকানকে আকৃষ্ট করেছিল, সেটাই ফুটে ওঠে ক্রেসেনের ঘটনায়। বস্তুত, চার্চ ও রাষ্ট্রের বিভাজন আমেরিকান ধর্মবিশ্বাসকে মুক্ত করেছিল, এর ফলে নতুন নতুন ধর্মীয় উপদল সৃষ্টি এবং একের পর এক মিলিনিয়্যাল (স্বর্ণযুগের অবশ্যম্ভবিতায় বিশ্বাসী) দৈব-বার্তা (প্রফেসি) ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ইংরেজ পিউরিটিয়ানদের হেবরাইস্ট উদ্দীপনার উত্তরাধিকারী প্রথম দিকের আমেরিকানেরা ধর্মীয় আনন্দের 'মহা জাগরণ' উপভোগ করে। এখন, ১৯ শতকের প্রথমার্ধে সীমান্তের ইভানজেলিক্যাল উদ্যমে 'দ্বিতীয় জাগরণের' সৃষ্টি হয়। ১৭৭৬ সালে ১০ শতাংশ আমেরিকান ছিল চার্চগামী; ১৮১৫ সালে এক চতুর্থাংশ, ১৯১৪ সালে অর্ধেক। আবেগময়ী প্রোটেস্ট্যান্টবাদ বৈশিষ্ট্যে ছিল আমেরিকান- চারিত্রিক দৃঢ়তা, প্রাণোচ্ছ্বলতা ও যথেচ্ছাচারিতা। এর মর্মস্থলে ছিল এই বিশ্বাস যে, ন্যায়নিষ্ঠ কাজ এবং হৃদয়ছোঁয়া আনন্দের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি নিজেকে রক্ষা এবং 'সেকেন্ড কামিং' ত্বরান্বিত করতে পারে। ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট জাতির ছদ্মাবরণে আমেরিকা নিজেই ছিল একটি মিশন, যে দৃষ্টিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে দেখেছিলেন শ্যাফটসবারি এবং ইংলিশ ইভানজেলিক্যালেরা।

ছোট, পশ্চাদপদ খনি শহরের কাঠের চার্চ, সীমাহীন রুক্ষভূমিতে প্রতিষ্ঠিত গোলাবাড়ি, বাড়ন্ত নতুন নতুন শিল্প নগরীতে আমেরিকার নতুন প্রতিশ্রুত ভূমির ধর্মপ্রচারকেরা প্রাচীন রূপকবর্জিত বাইবেলিক প্রত্যাদেশের উদ্ধৃতি দিত। ইভানজেলিক বিশেষজ্ঞ এবং জেরুজালেমের বাইবেলিক প্রত্নতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতা ড. অ্যাডওয়ার্ড রবিনসন বলেন, 'অন্য কোনো দেশে ধর্মগ্রন্থগুলো এত বেশি পরিচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না।' প্রথম দিকের আমেরিকান মিশনারিরা বিশ্বাস করত, নেটিভ আমেরিকানেরা হলো ইসরাইলের হারানো গোত্র (লস্ট ট্রাইব); প্রতিটি খ্রিস্টানকে অবশ্যই জেরুজালেমে সত্যনিষ্ঠ কাজ, ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন ও 'পুনঃপ্রতিষ্ঠা'য় সাহায্য করতে হবে। দ্বিতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামস লিখেছেন : 'আমি আন্তরিকভাবে চাই, ইহুদিরা আবার স্বাধীন জাতি হিসেবে জুদাইয়ে যাক।' ১৮১৯ সালে বস্টনের দুই তরুণ মিশনারি এটাকে বাস্তবায়নে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। বস্টনে লেডি পারসনস এই ধর্মীয় প্রচারণা চালালেন, 'প্রতিটি চোখ জেরুজালেমে নিবদ্ধ। এটাই আসলে বিশ্বের কেন্দ্র।' প্লিনি ফিস্কের ঘোষণায় উপস্থিত লোকজন কেঁদে ফেলতেন : 'আমি উদ্দীপ্তভাবে জেরুজালেমে যেতে বাধ্য।' তারা সত্যিই জেরুজালেম গিয়েছিলেন। তবে প্রাচ্যে তাদের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু হয়। এতে অবশ্য অন্যরা নিরুৎসাহিত হয়নি। আমেরিকান মিশনারি উইলিয়াম টমসন এর কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'জেরুজালেম পুরো খ্রিস্টান বিশ্বের অভিন্ন সম্পত্তি।' উল্লেখ্য, ১৮৩৪ সালের বিদ্রোহের সময় টমসনের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন।

কনস্যাল ক্রেসন দৈব-বার্তার প্রবল বাতাসে ভেসে চললেন। তিনি ছিলেন শেকার, মিলেরাইট, মর্মন ও ক্যাম্পবেলাইট। পরে পেনসিলভেনিয়ার স্থানীয় এক রাব্বি তাকে বোঝাতে সক্ষম হন, 'ইহুদিদের পরিত্রাণ' অর্থাৎ ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনেই সেকেন্ড কামিং হতে পারে।* প্রথম যারা জেরুজালেমে পৌঁছান তাদের অন্যতম হ্যারিয়েট লিভারমোর। তার পিতা ও দাদা ছিলেন নিউ ইংল্যান্ড কংগ্রেসম্যান। তিনি ১৮৩৭ সালে যাত্রা করেন। এর আগে তিনি সাত বছর সিয়ক্স ও চেয়েনি উপজাতীয়দের মধ্যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। এই নারী প্রচার করতেন, এসব উপজাতি ইসরাইলের হারানো গোত্র, তার সঙ্গে এদেরও জায়নে ফেরা উচিত। তিনি আশা করেছিলেন, ১৮৪৭ সালে মহাপ্রলয় ঘটবে। এর প্রস্তুতি হিসেবে তিনি তার সম্প্রদায় পিলগ্রিম স্ট্যাণ্ডার্সদের জন্য মাউন্ট জায়নে অনেকগুলো কক্ষ ভাড়া করেন। কিন্তু মহাপ্রলয় আসেনি। আর তিনি জেরুজালেমের রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে জীবন শেষ করেন। একই সময় লেটার ডে সেইন্টের (মর্মন) নতুন ঐশ্বরিক গ্রন্থের দৈব-বার্তা ঘোষণাকারী যোশেফ স্মিথ তার ধর্মের প্রচারককে জেরুজালেমে পাঠান : তিনি 'জেরুজালেমকে রাজধানী করে ইসরাইলি প্রত্যাবর্তনের' প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে অলিভেটে একটি বেদী নির্মাণ করেন।

ক্রেসন যখন মার্কিন কনস্যাল হলেন, তত দিনে বিপুলসংখ্যক আমেরিকান ইভানজেলিস্ট মহাপ্রলয়ের প্রস্তুতি হিসেবে জেরুজালেম সফর করছিল। শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সরকার তাকে বরখাস্ত করে, কিন্তু তবুও তিনি কয়েক বছর পর্যন্ত ইহুদিদের রক্ষার জন্য ভিসা ইস্যু করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ইহুদি ধর্ম গ্রহণ করে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম বদলে রাখেন মাইকেল বোয়াজ ইসরাইল। তার দীর্ঘ-পরিত্যক্তা স্ত্রীর জন্য এটা ছিল সীমা ছাড়ানো দৈব-ভাষ্য। তিনি ক্রেসনের পিস্তল তাক করা, রাস্তায় গলাবাজি, আর্থিক অস্বচ্ছলতা, ধর্মীয় অস্থিরতা, ইহুদি টেম্পল পুনঃনির্মাণের পরিকল্পনা এবং যৌন জীবনে অনীহার কথা উল্লেখ করে তাকে উন্মাদ ঘোষণার জন্য মামলা করেন। ক্রেসন ফিলাডেলফিয়ায় লুনাসি'র ইনকুইজিশনের জন্য জেরুজালেম থেকে জাহাজে করে দেশের পথ ধরেন। এই ঘটনা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কারণ মিসেস ক্রেসন জেফারসনিয়ান মুক্তির মর্মবাণী তথা আমেরিকান নাগরিকদের ইচ্ছামতো যেকোনো কিছু অনুসরণ করার আমেরিকান নাগরিকদের সাংবিধানিক অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

বিচারে ক্রেসন পাগল ঘোষিত হন। তবে আপিল করলে নতুন বিচারের সুবিধা লাভ করেন। মিসেস ক্রেসনকে 'হয় তার ত্রাণকর্তাকে বা তার স্বামীর যেকোনো একজনকে' ত্যাগ করতে বলা হয়। আর ক্রেসনকে 'যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় : হয় মাত্র এক ঈশ্বর বা আমার স্ত্রী'। স্ত্রী দ্বিতীয় মামলায় হেরে গেলেন। এতে প্রার্থনা করার আমেরিকান স্বাধীনতা স্বীকৃত হলো। ক্রেসন জেরুজালেমে ফিরে গেলেন। তিনি নগরীর কাছে একটি ইহুদি মডেল খামার প্রতিষ্ঠা করলেন, তাওরাত অধ্যয়ন করতে থাকেন, আমেরিকান স্ত্রীকে তালাক দিয়ে এক ইহুদি নারীকে বিয়ে করেন এবং তার গ্রন্থ *দ্য কি অব ডেভিড* লিখতে থাকলেন। স্থানীয় ইহুদিরা তাকে 'আমেরিকান পূণ্যবান আগন্তুক' হিসেবে সম্মানিত করে। মৃত্যুর পর তাকে মাউন্ট অব অলিভসে ইহুদি কবরস্থানে কবর দেওয়া হয়।

এ সময় জেরুজালেমে মহাপ্রলয়বাদী আমেরিকানদের এত বেশি উপস্থিতি ছিল যে, *আমেরিকান জার্নাল অব ইনস্যানিটি* এই পাগলামিকে ক্যালেফোর্নিয়ার স্বর্ণসন্ধানের (গোল্ড রাশ) সঙ্গে তুলনা করে। হারম্যান মেলভিল তার সফরকালে আমেরিকান মিলেনেরিয়ানিবাদের 'সংক্রমণে' একইসঙ্গে মুগ্ধ ও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি বিষয়টিকে 'উদ্ভট ইহুদিম্যানিয়া' অভিহিত করে বলেন, এটা 'অর্ধেক বিষণ্ণতা, অর্ধেক প্রহসনমূলক।' বৈরুতে আমেরিকান কনস্যাল তার পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খ্যাপা বা হতাশ লোক এই দেশে এলে আমি ঠেকাব কিভাবে?' তিনি বলেন, 'অনেকেই ব্যস্তভাবে জেরুজালেমে ছুটে যাচ্ছেন এই অদ্ভূত ধারণা মাথায় নিয়ে যে, চলতি বছরই আমাদের ত্রাণকর্তা আসবেন।' তবে মেলভিল উপলব্ধি করতে পারলেন, এ ধরনের রাজকীয় বিশ্ব-ঝাকুনি সৃষ্টিকারী আশা কোনোভাবেই মেটানো সম্ভব নয় : 'কোনো দেশই এত দ্রুত ফিলিস্তিন বিশেষ করে জেরুজালেমের চেয়ে বেশি অর্থহীন রোমান্টিক প্রত্যাশা জাগাতে পারেনি। কারো কারো কাছে হতাশা হলো হৃদয়বিদারক।'[১১] জেরুজালেম ছিল সেকেন্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কামিংয়ের আমেরিকান ও ইংলিশ ইভানজেলিক্যাল রূপকল্পের অপরিহার্য বিষয়। অবশ্য তাদের তাড়না ম্লান হয়ে পড়েছিল জেরুজালেমের জন্য রাশিয়ান আবেগে। ১৯৪০-এর দশকের শেষ দিকে রাশিয়ান সম্রাটের আগ্রাসী উচ্চাভিলাষে জেরুজালেমের স্থান ছিল যা ইংরেজ পর্যটক উইলিয়াম থাকারের ভাষায়, 'বিশ্বের অতীত ও ভবিষ্যত ইতিহাসের কেন্দ্র' এবং এটা ইউরোপীয় যুদ্ধের ইন্ধন দেয়।

* উইলিয়াম মিলার ছিলেন আমেরিকান নতুন দৈব-বার্তা ঘোষণাকারীদের (প্রফেট) মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয়। ম্যাসাচুসেটসের এই সাবেক সেনা কর্মকর্তা হিসাব করে দেখান, ১৮৪৩ সালে জেরুজালেমে খ্রিস্ট আবার আসবেন। এতে এক লাখ আমেরিকান মিলেরাইটস হলো। ড্যানিয়েল ৮.১৪-এ উলে-খিত 'পূণ্যস্থানটি দুই হাজার তিন শ' দিনের মধ্যে পবিত্র হবে'-এর নতুন ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, এখানে উল্লেখিত দিনের অর্থ বোঝাচ্ছে বছর, দৈব-বার্তার দিন বলতে বছর বোঝানো হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫৭ সাল (যে বছরে পারস্যরাজ প্রথম আরতাজারেক্সেস টেম্পল নির্মাণের আদেশ দিয়েছিলেন) থেকে হিসাব শুরু করে মিলার পৌঁছালেন ১৮৪৩ সালে। তবে ওই বছরে কিছু না ঘটলে তিনি ১৮৪৪ সালের কথা বললেন। মিলেরাইটের উত্তরসূরি চার্চ সেভেন্থ ডে অ্যাডভেন্টিস্টরা এবং জেহোভা'স উইটনেসেস ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা এখনো বিশ্বব্যাপী ১৪ মিলিয়ন।

ইউরোপের পুলিশি এবং সেপালচরে গোলাগুলি : জেরুজালেমে রাশিয়ান ঈশ্বর

গুড ফ্রাইডেতে, ১৮৪৬ সালের ১০ এপ্রিল, উসমানিয়া গভর্নর এবং তার সৈন্যরা চার্চে সতর্কাবস্থায় ছিলেন। ব্যতিক্রমভাবে ওই বছর অর্থোডক্স ও ক্যাথলিক ইস্টার একই দিন পড়ে। নির্জনবাসী সন্ন্যাসীরা কেবল ধূপ-জ্বালানো বারুদই সঙ্গে নেয়নি, তারা গোপনে পিলারগুলোর পেছনে পিস্তল ও ছোরা জড়ো করে, জোব্বার ভেতরে বহন করছিল। কারা প্রথমে তাদের উপাসনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে? ক্যালভারির বেদিতে বেদি-কাপড় স্থাপন করার প্রতিযোগিতায় গ্রিকেরা জয়ী হলো। ক্যাথলিকেরা তাদের সামান্য পেছনে ছিল, কিন্তু তবুও অনেক দেরি হয়ে গেছে। তারা গ্রিকদের চ্যালেঞ্জ করল : তাদের কাছে কি সুলতানের অনুমতি আছে? গ্রিকেরা ক্যাথলিকদের চ্যালেঞ্জ করে বলল- তাদের আগে প্রার্থনা করতে দেওয়ার সুলতানের *ফরমানটা* কোথায়? অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো। জোব্বার নিচে ট্রিগারগুলোতে অবশ্যই আঙুলগুলো নড়ছিল। হঠাৎ করে উভয় পক্ষ চার্চে তাদের যার কাছে যা কিছু আছে, সব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ক্রুশদণ্ড, লাঠি, বাতি ব্যবহার হতে লাগল। এরপর ঠাণ্ডা স্টিল চমকাল, গোলাগুলি শুরু হলো। উসমানিয়া সৈন্যরা লড়াই থামাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করল, তবুও হলি সেপালচরের আশপাশে

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০টি লাশ পড়ে রইল।

হত্যাকাণ্ডের খবর সারা বিশ্বে প্রতিধ্বনিত হলো, তবে সবচেয়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করল পিটার্সবার্গ ও প্যারিসে। যাজকীয় মাস্তানদের আগ্রাসী ধৃষ্টতায় কেবল ধর্মই নয়, তাদের পেছনে থাকা সাম্রাজ্যও প্রতিফলিত হচ্ছিল। নতুন রেলওয়ে ও বাষ্পীয় নৌযান সমগ্র ইউরোপ থেকে জেরুজালেমে সফর, বিশেষ করে ওডেসা থেকে জাফা যাওয়ার সমুদ্রপথটি সহজ করে দিয়েছিল। ২০ হাজার তীর্থযাত্রীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখন রাশিয়ান। জনৈক ফরাসি সন্ন্যাসী লক্ষ করেছেন, একটি বিশেষ বছরে চার হাজার ক্রিসমাস তীর্থযাত্রীর মধ্যে মাত্র চারজন ক্যাথলিক, বাকিরা রাশিয়ান। নিবেদিতপ্রাণ অর্থোডক্সির এই ভক্তির স্রোত সমাজের সর্বনিম্ন পর্যায় (ক্ষুদ্রতম, প্রত্যন্ততম সাইবেরিয়ান গ্রামগুলোর চাষাভুষা) থেকে সর্বোচ্চ পর্যায় (সম্রাট-জার প্রথম নিকোলাস নিজে) পর্যন্ত সর্বত্র দেখা যেত। হলি রাশিয়ার অর্থোডক্স মিশন উভয় পক্ষই অনুসরণ করত।

১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতন হলে মসকোভির গ্র্যান্ড প্রিন্সেরা নিজেদের বাইজানটাইন সম্রাটদের উত্তরসূরি এবং মস্কোকে তৃতীয় রোম হিসেবে দেখতে থাকেন। প্রিন্সেরা বাইজানটাইন দুই মাথাযুক্ত ঈগল এবং নতুন সিজার বা জার পদবি গ্রহণ করে। ইসলামি ক্রিমীয় খানদের বিরুদ্ধে এবং পরে উসমানিয়া সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জারেরা তাঁদের সাম্রাজ্যকে পবিত্র অর্থোডক্স ক্রুসেড হিসেবে তুলে ধরেন। রাশিয়ায় অর্থোডক্স মতবাদ তার নিজস্ব অনন্যসাধারণ রাশিয়ান বৈশিষ্ট্যে বিকশিত হয়, বিশাল সাম্রাজ্যে সেটা ছড়িয়ে দিতে থাকে জার এবং কৃষক-সন্ন্যাসী উভয় পক্ষই, সবাই জেরুজালেমকে বিশেষভাবে ভক্তি করত। বলা হয়ে থাকে, রাশিয়ার চার্চগুলোর স্বকীয় পেঁয়াজ-আকারের গম্বুজ ছিল জেরুজালেমের পেইন্টিংস অনুকরণের চেষ্টা। রাশিয়া এমনকি নিজের মিনি জেরুজালেম পর্যন্ত নির্মাণ করে ছিল।* তবে প্রত্যেক রাশিয়ান বিশ্বাস করত, মৃত্যু এবং পাপমোচনের প্রস্তুতিতে জেরুজালেমে তীর্থযাত্রা অপরিহার্য অনুষঙ্গ।

প্রথম নিকোলাস এই ঐতিহ্যে সিক্ত হয়েছিলেন- তিনি যে ক্যাথেরিন দ্য গ্রেটের নাতি এবং পিটার দ্য গ্রেটের উত্তরসূরি, সেটা তার আচরণে প্রকাশ পেত। তার এই দুই পূর্বপুরুষই নিজেদের অর্থোডক্স ও পূণ্যস্থানগুলোর রক্ষাকর্তা হিসেবে প্রচার করতেন, রাশিয়ান কৃষকেরা এই দুজনের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করত। নিকোলাসের বড় ভাই প্রথম আলেকজান্ডার ১৮২৫ সালে আকস্মিকভাবে মারা গেলে তারা বিশ্বাস করল, তিনি সাধারণ সন্ন্যাসীর বেশে জেরুজালেমে গেছেন, যা ছিল 'শেষ সম্রাট' কিংবদন্তির আধুনিক সংস্করণ।

নিকোলাস ছিলেন কর্কশ রক্ষণশীল, কট্টর সেমিটিকবিরোধী এবং সব শৈল্পিক ব্যাপারে নির্লজ্জ সংস্কৃতিবিবর্জিত (তিনি নিজেকে পুশকিনের ব্যক্তিগত সেনসর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিযুক্ত করেছিলেন)। তিনি কেবল 'ঈশ্বর কর্তৃক আমাদের ওপর ন্যস্ত রাশিয়ার' স্বার্থে তার ভাষায় 'দ্য রাশিয়ান গড'-এর কাছে নিজেকে দায়ী মনে করতেন। এই কঠোর নিয়মনিষ্ঠ ব্যক্তিটি সামরিক খাটে ঘুমানো নিয়ে গর্বিত ছিলেন, কড়া ড্রিলমাস্টারের মতো রাশিয়া শাসন করতেন। তরুণ, সুঠামদেহী, নীল চোখের নিকোলাস ব্রিটিশ সমাজকে মোহিত করেছিলেন। এক ব্রিটিশ নারী তার সম্পর্কে বলেছিলেন, 'শয়তানসুলভ সুদর্শন, ইউরোপের সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি!' ১৮৪০ সাল নাগাদ তার চুল পড়ে যায়, আঁটসাঁট সামরিক পোশাকের ভেতর দিয়ে ভুঁড়ি উঁকি দিতে থাকে। অসুস্থ স্ত্রীর সঙ্গে ৩০ বছর সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করে তিনি অবশেষে ৩০ বছর বয়স্কা (তরুণী লেডি-ইন-ওয়েটিং) মিস্ট্রেজ গ্রহণ করেন, রাশিয়ার বিশাল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে তিনি ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিকভাবে নপুংশকতার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বলকানের অর্থোডক্স প্রদেশগুলো মুক্ত এবং জেরুজালেম তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পাওয়ার আশায় তিনি অনেক বছর ধরে তার ভাষায় 'ইউরোপের রুগ্ন মানুষ' উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করার জন্য ব্রিটিশদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যক্তিগত সম্মোহনশক্তি সচেতনভাবে ব্যবহার করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের এখন আর তার প্রতি মুগ্ধতা ছিল না। ২৫ বছরের স্বৈরশাসন তাকে বোধশূন্য ও অধৈর্যশীল করে ফেলেছিল। বিচক্ষণ রানি ভিক্টোরিয়া লিখেছিলেন, 'খুবই চতুর, আমি তার কথা চিন্তা করি না। এবং তার মন অমার্জিত।'

AMARBOI.COM

জেরুজালেমের রাস্তাগুলোতে সোনার কারুকাজ ও জ্বলজ্বলে পরিচিতিফলকধারী রাশিয়ান প্রিন্স ও জেনারেলদের পাশাপাশি ভেড়ার চামড়া ও ঢিলা পোশাকের হাজার হাজার কৃষক তীর্থযাত্রীর ভিড় দেখা যেত। তাদের সবাইকে উৎসাহিত করতেন নিকোলাস। তিনি অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে একটি যাজকীয় মিশনও পাঠিয়েছিলেন। ব্রিটিশ কনস্যাল লন্ডনকে সতর্ক করে বলেছিলেন, 'রাশিয়ানেরা ইস্টারের রাতে জেরুজালেমের প্রাচীরগুলোর মধ্যে ১০ হাজার তীর্থযাত্রীকে সশস্ত্র করে' নগরী দখল করে নিতে পারে। এদিকে ক্যাথলিকদের রক্ষা করতে ফ্রান্স তাদের নিজস্ব মিশন শুরু করেছিল। ১৮৪৪ সালে কনস্যাল ফিন প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন, 'ফ্রান্স ও রাশিয়ার নতুন আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে জেরুজালেম।'

* ১৬৫৮ সালে প্যাট্রিয়ার্ক নিকন রাশিয়ান অর্থোডক্সির সার্বজনীন মিশন এবং স্বৈরশাসন এগিয়ে নিতে মস্কোর কাছে ইসত্রায় নতুন জেরুজালেম মনাস্ট্রি নির্মাণ করেন। এই মনাস্ট্রির মূল আকর্ষণ ছিল জেরুজালেমের আসল সেপালচরের একটি রেপি-কা। ১৮০৮ সালের অগ্নিকাণ্ডে আসল সেপালচর বিধ্বস্ত হওয়ায় এটি অত্যন্ত মূল্যবান বিবেচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। ১৮১৮ সালে সিংহাসনে আহরণের আগে প্রথম নিকোলাস নতুন জেরুজালেম সফর করার সময় ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে এর সংস্কারের নির্দেশ দেন। নাৎসিরা এটার ক্ষতি করেছিল, তবে এখন পুনঃনির্মিত হয়েছে।

গোগল : জেরুজালেম সিনড্রোম

রাশিয়ার সব তীর্থযাত্রী সৈন্য বা কৃষক ছিল না, সবাই কাঙ্ক্ষিত মোক্ষলাভও করত না। ১৮৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক রাশিয়ান তীর্থযাত্রী জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন, যিনি একদিকে ছিলেন ধর্মীয় জ্বরে আক্রান্ত, অন্যদিকে নিজের ত্রুটিযুক্ত প্রতিভার সঙ্গে চরম বেমানান। ঔপন্যাসিক নিকোলাই গোগল খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তার নাটক *দ্য ইন্সপেক্টর-জেনারেল* এবং উপন্যাস *ডেড সোলস*-এর জন্য। তিনি আধ্যাত্মিক স্বস্তি এবং ঐশ্বরিক উদ্দীপনার জন্য গাধায় চড়ে জেরুজালেমে হাজির হলেন। তিনি *ডেড সোলস*কে ট্রিলজি বিবেচনা করতেন, কিন্তু তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশ লিখতে পারছিলেন না। ঈশ্বর নিশ্চয় তার পাপের জন্য লেখায় বাধা দিচ্ছেন। রাশিয়ান হিসেবে প্রায়শ্চিত্তের একটিমাত্র স্থানই আছে। তিনি লিখেছেন, 'আমি যতক্ষণ না জেরুজালেমে যাচ্ছি, কারো জন্য স্বস্তিদায়ক কিছু বলতে পারব না।'

সফরটি ছিল বিপর্যয়কর। সেপালচরের পাশে একটি রাত তিনি প্রার্থনায় ব্যয় করলেন, যদিও তিনি স্থানটিকে নোংরা ও কুরুচিপূর্ণ দেখেছেন। লিখেছেন, 'আমার বিবেকবুদ্ধি প্রয়োগ করার আগেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।' পবিত্র স্থানগুলোর রুচিহীন জাঁকজমক ও পাহাড়গুলোর নির্জীবতা তাকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল : 'জেরুজালেমে আসার পর আমার মন এত বেশি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল, যা আগে কখনো ছিল না।' দেশে ফিরে তিনি জেরুজালেম নিয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন। তবে এক অতীন্দ্রিয় পুরোহিতের খপ্পরে পড়েন, তিনি তাকে বোঝান, তার কর্মগুলো পাপপূর্ণ। গোগোল আতঙ্কিত হয়ে তার পাণ্ডুলিপিগুলো ধ্বংস করে অনাহারে মৃত্যুবরণ করেন- কিংবা অন্তত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। ২০ শতকে তার কফিন খোলা হলে দেখা যায়, তার মৃতদেহটি মাথা নিচু অবস্থা রয়েছে।

জেরুজালেম নিয়ে বিশেষ পাগলামিকে 'জেরুজালেম জ্বর' নামে অভিহিত করা হতো। তবে ১৯৩০-এর দশকে এর পরিচিতি ছিল জেরুজালেম সিনড্রোম : 'জেরুজালেমের পূণ্যস্থানগুলোর নৈকট্য লাভের ধর্মীয় উদ্দীপনায় সৃষ্ট মনোস্তাত্ত্বিক অবস্থা'। *দ্য ব্রিটিশ জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি* ২০০০ সালে হতাশাজনক খবরটি এভাবে প্রকাশ করে : 'জেরুজালেম সিনড্রোম সাবটাইপ টু : লেখক গোগলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো যারা জেরুজালেমের আরোগ্যকরণ ক্ষমতার জাদুকরি ধারণার কারণে এসেছিলেন।'[১২]

এমনও বলা যায়, নিকোলাস তার নিজের জেরুজালেম সিনড্রোমের চাপে ভুগছিলেন। তার নিজের পরিবারেও পাগলামি ছিল। পিটার্সবার্গে ফরাসি রাষ্ট্রদূত লিখেছেন, 'বছর যত গড়িয়েছে, পলের (তার পিতা সম্রাট) অবস্থা তত প্রকট হয়েছে।' পাগল পল গুপ্তহত্যার শিকার হন (তার দাদা তৃতীয় পিটারের মতো)। নিকোলাস পাগল না হলেও তিনি তার পিতার একগুঁয়েমি তাড়িত অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস প্রদর্শন শুরু করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি জেরুজালেমে তীর্থযাত্রার পরিকল্পনা করেছিলেন, তবে ইউরোপজুড়ে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়লে সেটা বাতিল করতে বাধ্য হন। তিনি তার প্রতিবেশী হাবসবার্গ সম্রাটের বিরুদ্ধে হাঙ্গেরির বিপ্লব দারুণভাবে ব্যর্থ করে দেন। 'ইউরোপের পুলিশ' হওয়ার মর্যাদা তিনি উপভোগ করতেন। তবে ফরাসি রাষ্ট্রদূত লিখেছিলেন, নিকোলাস 'মস্কোভাইট দেশের তোষামোদ, সাফল্য ও ধর্মীয় কুসংস্কারে ধ্বংস হয়ে গেছেন।'

১৮৪৭ সালের ৩১ অক্টোবর নেটিভিটির বেথলেহেম চার্চের গ্রোটোর মার্বেল ফ্লোরের রৌপ্য তারকা চুরি হয়। ১৮ শতকে তারকাটি দান করেছিল ফ্রান্স, ফলে নিশ্চিতভাবেই ধরে নেওয়া হলো, গ্রিকেরা সেটি চুরি করেছে। সন্ন্যাসীরা বেথলেহেমে লড়াই করতে লাগল। ইস্তাম্বুলে ফ্রান্স বেথলেহেমে তারকা প্রতিস্থাপন এবং জেরুজালেমে চার্চের ছাদ মেরামতের অধিকার দাবি করল; রাশিয়া বলল, এটা তাদের অধিকার। উভয় পক্ষই ১৮ শতকের চুক্তিগুলোর উদ্ধৃতি দিতে লাগল। বিতর্ক ফেনিয়ে উঠল, শেষ পর্যন্ত তা দুই সম্রাটের লড়াইয়ে পরিণত হলো।

১৮৫১ সালের ডিসেম্বরে ফরাসি সম্রাট লুই-নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, চরম উদ্ধত, তবে রাজনৈতিকভাবে ক্ষিপ্র, গ্রেট নেপোলিয়নের ভাতিজা, এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেকেন্ড রিপাবলিক উৎখাত করে নিজেকে তৃতীয় নেপোলিয়ন হিসেবে ঘোষণা করার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। রমণীমোহন অভিযানপ্রিয় এই লোকটির ছিল বিশেষভাবে চর্চিত গোঁফ, যা লোকটি অতিরিক্ত মোটা মাথা ও খর্বাকার দেহ ছাপিয়ে প্রকট হতো। তবে তিনি ছিলেন প্রথম আধুনিক রাজনীতিবিদ। তিনি জানতেন, তার উদ্ধত, ক্ষিপ্র নতুন সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ক্যাথলিক মর্যাদা এবং বিদেশে জয়। অন্যদিকে নিকোলাস এই সঙ্কটকে 'রাশিয়ান ঈশ্বরের' জন্য পূণ্যস্থান রক্ষার মাধ্যমে তার সাম্রাজ্যের সম্মান বৃদ্ধির উপায় হিসেবে নিলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন এই দুই সম্রাটের জন্য জেরুজালেম ছিল স্বর্গ ও দুনিয়ায় গৌরবের চাবিকাঠি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেমস ফিন ও ক্রিমিয়া যুদ্ধ : ইভানজেলিস্ট হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনবাজ বেদুইন

ফ্রান্স ও রাশিয়ানদের চাপে পিষ্ট থাকা সুলতান ১৮৫২ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি ডিক্রি জারি করে সমাধানের চেষ্টা করলেন। এতে তিনি ক্যাথলিকদের জন্য কিছু ছাড় দিয়ে চার্চে অর্থোডক্সের প্যারামাউন্টসি (সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব) প্রদান করলেন। তবে ফরাসিরা রাশিয়ানদের চেয়ে কোনো অংশে কম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল না। তারা তাদের দাবির পক্ষে নেপোলিয়নের আক্রমণ, মহামতি সোলায়মানের সঙ্গে জোট গঠন, জেরুজালেমে ফরাসি ক্রুসেডার রাজা এবং শার্লামেনের কথা উল্লেখ করল। তৃতীয় নেপোলিয়নের উসমানিয়াদের হুমকি দেওয়ার সময় *শার্লেমেন* নামের গানবোট পাঠানোর বিষয়টি কাকতালীয় যোগাযোগমূলক ঘটনা ছিল না। নভেম্বরে সুলতান নতি স্বীকার করে ক্যাথলিকদের প্যারামাউন্টসি প্রদান করেন। নিকোলাস ক্রোধে ফেটে পড়লেন। তিনি জেরুজালেমে অর্থোডক্স অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং এমন এক 'জোট' গঠনের দাবি করলেন, যার পরিণতি হতো উসমানিয়া সাম্রাজ্য রাশিয়ান আশ্রিত হয়ে যাওয়া।

নিকোলাসের ভীতি প্রদর্শনমূলক দাবিগুলো প্রত্যাখ্যাত হলে তিনি দানিয়ুবে উসমানিয়া ভূখণ্ডে (বর্তমান রোমানিয়া) আক্রমণ চালালেন, ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন- ব্রিটিশদের মুগ্ধ করে সমঝোতায় রাজি করাতে পারবেন, ইস্তাম্বুল গ্রাসের পরিকল্পনা অস্বীকার করে কেবল জেরুজালেম নিয়েই শান্ত থাকবেন বলে জানালেন। কিন্তু তিনি লন্ডন ও প্যারিস উভয়কেই মারাত্মক অবমূল্যায়ন করেছিলেন। রাশিয়ান আতঙ্ক এবং উসমানিয়া পতনের মুখে ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধের হুমকি দিল। নিকোলাস দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের ধাপ্পা দেওয়ার কথা বলে স্পষ্টভাবে জানালেন, তিনি 'হলি ক্রসের ব্যানারে পুরোপুরি খ্রিস্টান উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছেন।' ফ্রান্স ও ব্রিটেন ১৮৫৩ সালের ২৮ মার্চ রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যুদ্ধের বেশির ভাগ অনেক দূরে ক্রিমিয়ায় হলেও জেরুজালেম ছিল বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে, নগরীটি তার পর থেকে ওই পর্যায়েই রয়েছে।*

জেরুজালেমের গ্যারিসন রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রওনা হওয়ার সময় জেমস ফিনকে জাফা গেটের বাইরে ময়দান প্যারেড গ্রাউন্ডে গার্ড অব অর্নার দেওয়া হয় : 'তারা তাদের বদ্ধ বেয়োনেট নিয়ে মার্চ করার সময় সিরীয় সূর্যে স্টিল চকচকে করছিল।' ফিন ভোলেননি, 'এসব কিছুর মূলে আছে পূণ্যস্থানগুলোতে আমাদের উপস্থিতি' এবং নিকোলাসের 'লক্ষ্য এখনো [জেরুজালেমের] পবিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থানগুলোর সত্যিকারের মালিকানা লাভ।'

সাধারণ ধর্মপ্রাণ রাশিয়ানের বদলে পশ্চিমা পর্যটকদের (সাধারণত সংশয়বাদী) নতুন প্রজন্ম দেখা যেতে থাকে, ১৮৫৬ সালে এক বছরে আসে ১০ হাজার, ইউরোপীয় যুদ্ধ সৃষ্টিকারী পূণ্যস্থানগুলো দেখতে। অবশ্য জেরুজালেমে সফর তখনো অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ ছিল। কোনো গাড়ি ছিল না, শুধু পর্দাঘেরা পালকি। নগরীতে সত্যিকার অর্থে কোনো হোটেল বা ব্যাংক ছিল না। পর্যটকদের থাকতে হতো আশ্রমগুলোতে। সবচেয়ে আরামদায়ক ছিল খোলা আলো-বাতাসে পূর্ণ আঙিনাযুক্ত আর্মেনীয়দের আশ্রমগুলো। ১৮৪৩ সালে মেনাচেম মেন্ডেল নামে এক রাশিয়ান ইহুদি ক্যামিনিটজ নামের প্রথম হোটেল স্থাপন করেন। এর পরই নির্মিত হয় ইংলিশ হোটেল। ১৮৪৮ সালে সেফারদিক পরিবার ভ্যালেরস ডেভিড স্ট্রিটের একটি কক্ষে প্রথম ইউরোপীয় ব্যাংক খোলেন। জেরুজালেম তখনো প্রাদেশিক উসমানিয়া নগরী, বিশ্রী কোনো পাশা এখান শাসনকাজ চালাতেন। তিনি বাস করতেন টেম্পল মাউন্টের ঠিক উত্তরে জরাজীর্ণ প্রাসাদে। সেটা ছিল একইসঙ্গে আবাসিক ভবন, হারেম ও কারাগার।** ফিন লিখেছেন, পশ্চিমারা 'এই ভবনের হতদরিদ্র অবস্থায় বিস্মিত হতো,' নিম্নশ্রেণীর উপপত্নী ও নোংরা কর্মকর্তাদের ঘৃণা করত। পর্যটকেরা পাশার সঙ্গে কফি পানের সময় নিচের বদ্ধ কুঠুরি থেকে কারাবন্দিদের শেকলের ঝনঝন শব্দ এবং নির্যাতনের চিৎকার শুনতে পেত। যুদ্ধকালে পাশা জেরুজালেমকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তবে গ্রিক অর্থোডক্সেরা নবনিযুক্ত গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ককে আক্রমণ করে, তার বাসায় উটের বহর চালিয়ে দেয়। অত্যন্ত পূণ্যবান যেসব স্থানের জন্য প্রচণ্ড যুদ্ধে সৈন্যরা মরছে, ক্রিমিয়ার গন্ধময় হাসপাতালগুলোতে ধুঁকছে, সেই স্থানটি দেখতে আসা বিখ্যাত লেখকদের জন্য এই ঘটনা হাসির খোরাক হয়। তারা অভিভূত হননি।

* ক্রিমিয়া যুদ্ধে ইহুদিদের সশস্ত্র করার আরেকটি উদ্যোগ দেখা যায়। ১৮৫৫ সালে পোলিশ কবি অ্যাডাম মিকিবিটচ রাশিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উসমানিয়া কোসাক নামে পরিচিত পোলিশ বাহিনী গঠন করতে ইস্তাম্বুল যান। এদের মধ্য রাশিয়ান, পোলিশ ও ফিলিস্তিনি ইহুদিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করা ইসরাইলের হাসারেরাও ছিল। তিন মাস পর মিকিবিটচ মারা যান, হাসারেরা কখনো মৃত্যু উপত্যাকায় পরীক্ষিত হয়নি।

** উসমানিয়া গভর্নরদের অফিস ছিল আল-জাওয়ালিয়া। নাসির মোহাম্মদের এক মামলুক আমির এটা নির্মাণ করেছিলেন হেরোডস অ্যান্টোনিয়া ফোর্টেস ও ভায়া ডোলোরোসার প্রথম সেকশনে। ক্রুসেডার আমলে টেম্পলাররা সেখানে একটি চ্যাপেল নির্মাণ করেছিল, এর গম্বুজবিশিষ্ট পোর্চটি ১৯২০-এর দশক পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। বর্তমানে সেখানে একটি আধুনিক স্কুল রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখকেরা : মেলভিল, ফ্লাউবার্ত ও থ্যাকারে

হারম্যান মেলভিলের বয়স তখন ৩৭ বছর। প্রশান্ত মহাসাগরে তিমি শিকার নিয়ে তার দুর্ধর্ষ অভিযান অবলম্বনে তিনটি উপন্যাস লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে ১৮৫১ সালে প্রকাশিত *মবি ডিক* বিক্রি হয়েছিল মাত্র তিন হাজার কপি। বিষণ্ণগ্রস্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে, অনেকটা গোগলের মতোই, তিনি ১৮৫৬ সালে জেরুজালেমে আসেন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারে এবং ঈশ্বরের প্রকৃতি খুঁজতে। 'আমার লক্ষ্য- জেরুজালেমের পরিবেশের সঙ্গে আমার মনকে পরিব্যপ্ত করা, এর অপার্থিব অভিব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়া'- এবং তিনি 'নিঃসঙ্গতার নিরান্দময় প্রকটতায়' মনোযোগী হয়ে জেরুজালেমের 'বিধ্বস্ত রূপে' উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, তিনি 'উন্মাদনাকর শক্তি ও উদ্দীপনা' এবং অনেক 'উন্মাদ' আমেরিকানের 'ইহুদি ম্যানিয়ায়' আক্রান্ত হওয়া দেখে অভিভূত হয়েছিলেন। তারা তার ১৮ হাজার লাইনের (আমেরিকার দীর্ঘতম কবিতা) মহাকাব্য *ক্লেরেল*-এ উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। দেশে ফিরে মার্কিন কাস্টমস অফিসে কঠোর পরিশ্রমে এই রচনাটি লেখেন তিনি।

সাহিত্যসংক্রান্ত হতাশার কাটানো এবং স্বস্তি পেতে প্রাচ্য গমনকারী ঔপন্যাসিক কেবল তিনিই ছিলেন না। গুস্তভ ফ্লাউবার্ত তার প্রথম উপন্যাসের রেশ কাটাতে সাংস্কৃতিক এবং যৌন সফরে ধনী বন্ধু ম্যাক্সিম দু ক্যাম্পকে নিয়ে জেরুজালেম যান। বাণিজ্য ও কৃষি-সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরির কথা বলে ফরাসি সরকার তাদের সফরের তহবিলের সংস্থান করেছিল। তিনি জেরুজালেমকে দেখেছিলেন 'প্রাচীরবেষ্টিত চানল-হাউজ, সূর্যের তাপে পচতে থাকা পুরনো আশ্রম' হিসেবে। চার্চ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'একটা কুকুরও আমার চেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত হতে পারে। আর্মেনীয়রা গ্রিকদের অভিশাপ দেয়, তাদের ঘৃণা করে ল্যাতিনেরা, তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে কটরা।' মেলভিল ঐকমত্য প্রকাশ করেন, চার্চ ছিল 'অর্ধ-বিধ্বস্ত, যার গন্ধ মৃত্যুর মতো।' তবে তিনি তার ভাষায় স্বীকার করেন, 'জনাকীর্ণ সংবাদকক্ষে এবং জেরুজালেমের ধর্মতত্ত্ব বিনিময়ে' যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।*

জেরুজালেমের সহিংস মঞ্চে যাজকদের যুদ্ধই একমাত্র বিষয় ছিল না। নবাগতদের মধ্যকার উত্তেজনা (ইঙ্গ-আমেরিকান ইভানজেলিক্যাল এবং রাশিয়ান ইহুদি ও অর্থোডক্স কৃষকেরা ছিল একদিকে, অন্য দিকে ছিল উসমানিয়া, আরব বনেদি পরিবার, সেফারদিক ইহুদি ও বেদুইন ও কৃষকদের পুরনো জগৎ)- কয়েকটি খুনের ঘটনার জন্ম দিয়েছিল। জেমস ফিনের ইভানজেলিক্যাল নারীদের অন্যতম ম্যাথিলডা ক্রেসিকে মাথা থেতলানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল; ছুরিকাঘাতের শিকার এক ইহুদিকে দেখা যায় একটি কূপের মধ্যে। ধনী রাব্বি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভিড হার্শেলের বিষ প্রয়োগ করার ঘটনায় স্পর্শকাতর মামলা হয়, তবে সন্দেহভাজনেরা (তারা সবাই তার নিজের নাতি) প্রমাণের অভাবে নির্দোষ ঘোষিত হন। ব্রিটেনের কাছে উসমানিয়ারা অনুগৃহীত থাকায় এই সময় জেরুজালেমে সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হয়ে ওঠেন ব্রিটিশ কনস্যাল জেমস ফিন। এখন তিনিই নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করার জন্য এতে নাক গলালেন। নিজেকে পূণ্যনগরীর শার্লক হোমস বিবেচনা করে তিনি এসব অপরাধের তদন্ত শুরু করলেন। কিন্তু তার শনাক্তকরণ ক্ষমতা (এবং ছয় আফ্রিকান ওঝার সাহায্যও নিয়েছিলেন) সত্ত্বেও কোনো খুনিকে পাওয়া যায়নি।

ফিন ছিলেন ইহুদিদের সাহসী সুরক্ষাদানকারী ও পক্ষাবলম্বী। আর ইহুদিদের তখন তার সুরক্ষার খুবই দরকার ছিল। তাদের অবস্থা প্রতিনিয়ত অবনতি হচ্ছিল। থ্যাকারে লিখেছেন, বেশির ভাগ ইহুদি 'জুইশ কোয়ার্টারের দুর্গন্ধযুক্ত বিধ্বস্ত স্থানে বাস' করত এবং শুক্রবারের রাতগুলোতে 'তাদের হারানো গৌরবজ্জ্বল নগরীর জন্য কান্না ও আর্তনাদে' জেরুজালেমের আকাশ ভারী হয়ে ওঠত। কার্ল মার্কস ১৮৫৪ সালে *নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে* লিখেছেন, জেরুজালেমের ইহুদিদের মতো বিপর্যয় ও কষ্টে আর কেউ নেই। তারা নোংরা কোয়ার্টারে বাস করে, প্রতিনিয়ত মুসলমানদের হাতে নির্যাতিত ও অপদস্ত হয়, গ্রিকদের হাতে অপমানিত হয়ে থাকে, ল্যাতিনদের হাতে দণ্ডিত হয়। ফিন জানিয়েছেন, এক ইহুদি হলি সেপালচর চার্চগামী রাস্তা অতিক্রম করার চেষ্টা করলে, 'তাকে দাঙ্গাবাজ তীর্থযাত্রীরা প্রহার করে।' তখনো কোনো ইহুদির জন্য এই পথে চলা নিষিদ্ধ ছিল। উসমানিয়া সৈন্যের ছুরিকাঘাতের শিকার হয় আরেকজন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই, ফিন উসমানিয়া গভর্নরের কাছে ছুটে যেতেন, তাকে বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতেন, ব্রিটিশ বিচার নিশ্চিত করতেন।

পাশা ব্যক্তিগতভাবে ফিলিস্তিনি আরবদের নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বেশ আগ্রহী ছিলেন। আরবদের বিদ্রোহ এবং গোত্রীয় যুদ্ধের জন্য উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয়করণ সংস্কারও কিছুটা দায়ী ছিল। জেরুজালেমের প্রাচীরগুলোর আশপাশে তারা দ্রুত উট চালনা, বর্শার শো শো, বুলেটের হিস হিস শব্দের মধ্যে যুদ্ধ করত। ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে এসব রোমাঞ্চকর দৃশ্য ছিল বাইবেলিক রঙ্গমঞ্চ এবং ওয়াইল্ড ওয়েস্ট নাট্যশালার সঙ্কর। তারা এসব লড়াই দেখতে প্রাচীরগুলোতে সমবেত হতেন। তাদের কাছে এগুলো নিঃসন্দেহে পরাবাস্তব ক্রীড়া প্রতিযোগিতা মনে হতো। তবে প্রায়ই তাতে সর্বনাশা কিছু ঘটে যেত।

* এসব লেখক প্রাচ্য সফর নিয়ে ভ্রমণকাহিনী লেখার ফ্যাশন অনুসরণ করত। ১৮০০ থেকে ১৮৭৫ সাল পর্যন্ত জেরুজালেম নিয়ে ইংরেজিতে প্রায় পাঁচ হাজার গ্রন্থ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়েছে। অনেক গ্রন্থ প্রায় একই রকমের, ইভানজেলিস্টদের বাইবেলের কাহিনীর (অনেক সময় প্রত্নতাত্ত্বিক বর্ণনায় কিছুটা সমৃদ্ধ) শ্বাসরুদ্ধকর পুনরাবৃত্তি কিংবা উসমানিয়া অথর্বতা, ইহুদি যন্ত্রণা, আরব সারল্য এবং অর্থোডক্স নোংরামিকে বিদ্রুপ করা ভ্রমণ-বৃত্তান্ত। এগুলোর মধ্যে আলেকজান্ডার কিংলেকের রসবোধসম্পন্ন *ইথেন* সম্ভবত সেরা। পরে তিনি ক্রিমিয়া রণাঙ্গনে সাংবাদিকতা করেছিলেন।

লেখকেরা : ডেভিড ডোর, সফরে আমেরিকান ক্রীতদাস

ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত তালবিয়া ইভানজেলিক্যাল ফার্মে ফিনেরা প্রায়ই নিজেদের ক্রসফায়ারে দেখতে পেতেন। বুলেট ছোঁড়াছুঁড়ির সময় মিসেস ফিন প্রায়ই আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেতেন, যোদ্ধাদের মধ্যে নারীও রয়েছে। তিনি প্রায়ই শেখদের মধ্যে শান্তি স্থাপনে সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। তবে বেদুইনেরা ছিল সমস্যার অংশবিশেষ মাত্র : হেবরন ও আবু ঘোশের শেখেরা তাদের ৫০০ যোদ্ধার ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী নামিয়ে উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে নামল। এসব শেখের একজনকে আটক করে শৃঙ্খল পরিয়ে জেরুজালেমে আনা হয়েছিল। ওই অকুতোভয় যোদ্ধা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, পরে তিনি আরব রবিনহুডের মতো আবার লড়াইয়ে ফিরে গিয়েছিলেন। সবশেষে হেবরনের সেনানায়ককে দমাতে জেরুজালেমের বয়োঃবৃদ্ধ গভর্নর হাফিজ পাশা ৫৫০ সৈন্য ও দুটি পিতল-নির্মিত কামান নিয়ে অভিযানে বের হয়েছিলেন।

এ ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা সত্ত্বেও গ্রীষ্মকালের বিকেলগুলোতে মুসলিম ও খ্রিস্টান আরব, সেফারদিক ইহুদিসহ জেরুজালেমের সব ধরনের লোকজন দামাস্কাস সড়কে পিকনিকে মেতে ওঠত। আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ববিদ লে. উইলিয়াম লিনচ 'সুদৃশ্য ছবি' দেখেছেন- যেখানে 'শত শত ইহুদি প্রাচীরগুলোর বাইরে বিশাল বিশাল জলপাই গাছের নিচে স্নিগ্ধ বাতাস উপভোগ করছে, নারীদের সাদা অবগুণ্ঠন, পুরুষেরা কালো প্রান্ত ওয়ালা হ্যাট পরেছে।' রুপার ব্যাটনধারী উসমানিয়া সৈন্য ও দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হয়ে জেমস ফিন এবং অন্য কনস্যালেরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে যেতেন। 'সূর্যাস্তের সময় প্রত্যেকেই দ্রুত প্রাচীরের ভেতরে চলে যেতেন, কারণ তখনো প্রতিরাতে ফটক বন্ধ হয়ে যেত।' ফিন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেছিলেন, 'হায়, জেরুজালেমের দুঃখ!' তিনি স্বীকার করেছিলেন, অন্যান্য স্থানের উচ্ছৃঙ্খল আচরণে অভ্যস্ত লোকের কাছে নগরীটি নির্জনতাপূর্ণ আকর্ষণহীন মনে হতে পারে। ফরাসি পর্যটকেরা চরম নাক উঁচু মন্তব্য করার জন্য পরিচিত ছিল। তারা জেরুজালেম ও প্যারিসের মধ্যে তুলনা করে বেফাঁস কথার সঙ্গে কাঁধও ঝাঁকাত। তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পৌরুষ-সচেতন ফ্লাউবার্ত এ ধরনের অবস্থা আশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেননি। জাফা গেটে তিনি তার হতাশা প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'আমি ফটক অতিক্রম করার পর বায়ু ত্যাগ করেছি, পায়ুপথের ভল্টেরিয়ানবাদের যন্ত্রণায় কাতর থাকা সত্ত্বেও।' যৌনবিলাসী ফ্লাউবার্ত জেরুজালেম থেকে কেটে পড়াটা উদযাপন করেছিলেন বৈরুতে পাঁচটি মেয়ের সঙ্গে বুনো উৎসবে মেতে : 'আমি তিন নারীর সঙ্গে এঁটে থাকলাম, চারবার- তিনবার লাঞ্চের আগে, একবার ডেজার্টের পর। তরুণ দু ক্যাম্প মাত্র একবার এলো। ওয়ালেশিয়ান বারনারীর কারণে সে যে যৌনরোগে আক্রান্ত হয়েছিল, ওই যন্ত্রণা তখনো পোহাচ্ছিল।'

বিশেষ আমেরিকান পর্যটক ডেভিড ডোর (লুসিয়ানার তরুণ কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস) নিজেকে 'এক চতুর্থাংশ বর্ণসঙ্কর' বলতেন, তিনিও ফ্লাউবার্তের সঙ্গে একমত প্রকাশ করেছিলেন। মালিকের সঙ্গে সফরকালে তিনি জেরুজালেমের প্রতি গভীর ভক্তি পোষণ করে 'অবনত হৃদয়ে' তিনি এসেছিলেন। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তার মন বদলে যায়। তিনি জানান, 'এসব উদ্ধত লোকের মুর্খতাপূর্ণ কথাবার্তা শোনার পর শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের বদলে এসব পূণাত্মা মৃত ব্যক্তি ও স্থানকে উপহাস করা উচিত বলে মনে হলো। জেরুজালেমে ১৭ দিন অবস্থানের পর আর কখনো আসার ইচ্ছা না নিয়েই ফিরে যাই।'

এসব অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য সত্ত্বেও লেখকেরা সাহায্য না পেলেও জেরুজালেমের কাছে ঋণী থাকতেন। ফ্লাউবার্ত নগরীকে 'নারকীয়সুলভ শ্রেষ্ঠ' ভাবতেন। থ্যাকারে মনে করতেন, 'তাকানোর মতো কোনো জায়গা না থাকলেও, যেখানে কিছু সহিংস কাজ, হত্যাযজ্ঞ, পর্যটক খুন হয় বা রক্তাক্ত কৃত্যাচারের মাধ্যমে মূর্তিপূজা হয়।' মেলভিল স্থানটির প্রায় 'প্লেগজর্জরিত জাঁকজমকের' কথা বলেছেন। গোল্ডেন গেটে মুসলিম ও ইহুদি সমাধিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করে মেলভিল 'মৃতদের সেনাবাহিনীতে অবরুদ্ধ নগরী' দেখেছেন। তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন, 'ধার্মিকতার নির্মম পরিণতি কি নির্জনতা?'[১৩]

ক্রিমিয়ায় রাশিয়ান বাহিনী বারবার পরাজিত হওয়ায় চাপের মুখে থেকে নিকোলাস অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ১৮৫৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি মারা গেলেন। সেপ্টেম্বরে সেবাসটোপোলে রাশিয়ান নৌবাহিনীর ঘাঁটি ব্রিটিশ ও ফরাসিদের হাতে পড়ল। রাশিয়ানেরা পুরোপুরি পর্যুদস্ত হলো। সব পক্ষের অবিচক্ষণ সামরিক কার্যকলাপে সাড়ে সাত লাখ লোক মারা গেল। নতুন রাশিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডার শান্তি প্রার্থনা করলেন। তিনি জেরুজালেম-সংক্রান্ত তার রাজকীয় উচ্চাভিলাষ ত্যাগ করলেও সেপালচরে অন্তত অর্থোডক্স প্রাধান্য বজায় রাখা নিশ্চিত করলেন, সেটা এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। ১৮৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল নগরদুর্গের কামানগুলো শান্তিচুক্তিকে সম্মান জানায়। তবে ১২ দিন পর জেমস ফিন হলি ফায়ারে অংশগ্রহণের সময় দেখলেন, 'গ্রিক তীর্থযাত্রীরা স্তম্ভগুলোর পেছনে লুকিয়ে রাখা ও গ্যালারি থেকে ফেলা লাঠি, পাথর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মুগুর দিয়ে' আর্মেনীয়দের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। 'ভয়ংকর সংঘর্ষ শুরু হলো।' তিনি লক্ষ করেছেন, 'গ্যালারির দিকে নানা কিছু ছোঁড়া হতে লাগল, লণ্ঠনগুলো ভাঙা হতে লাগল, কাচ ও তেল গড়িয়ে পড়তে লাগল।' পাশা গ্যালারিতে তার আসন থেকে চলে যেতে চাইলে 'মাথায় আঘাত পেলেন।' তাকে বের করতে নেওয়ার আগে তার সৈন্যদের বেয়োনেট চার্জ করতে হয়েছিল। কয়েক মিনিট পর অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক মহা উল্লাসময় হইচইয়ের মধ্যে হলি ফায়ার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন, বুক চাপরানো হতে থাকল, শিখা ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সুলতানের জয় উদযাপনের জন্য সেনাবাহিনী ময়দানে প্যারেড করে। তবে সেটা পরিহাসময় ব্যাপারে পরিণত হয়। কারণ কয়েক দিন পর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার প্যারেড গ্রাউন্ডটি (একসময় অ্যাসেরিয়ান স্থান ও রোমান ক্যাম্প) কিনে নিলেন রাশিয়ান কম্পাউন্ডের জন্য। এর মাধ্যমে রাশিয়া জেরুজালেমে সাংস্কৃতিক প্রাধান্য সৃষ্টির কাজ শুরু করল।

ওই জয়টি উসমানিয়াদের জন্য ছিল তিক্ত মধুর, তাদের দুর্বল ইসলামি সাম্রাজ্য রক্ষা করেছেন খ্রিস্টান সৈন্যরা। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং পশ্চিমাদের খুশি রাখার জন্য সুলতান আবদুল মেজিদ 'তানজিমাত' (সংস্কার) কর্মসূচি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। এর মধ্যে ছিল প্রশাসনকে কেন্দ্রীভূত করা, ধর্মনির্বিশেষে সব সংখ্যালঘুর জন্য নিরঙ্কুশ সাম্য ঘোষণা, ইউরোপীয়দের জন্য একদা-অসুবিধাজনক সব ধরনের স্বাধীনতা অনুমোদন। তিনি সেন্ট অ্যানে'স (ক্রুসেডার আমলের এই চার্চটি সালাহউদ্দিনের মাদরাসায় পরিণত হয়েছিল) তৃতীয় নেপোলিয়নকে উপহার দেন। ১৮৫৫ সালের মার্চে ব্রাবেন্টের ডিউক (পরবর্তীকালে বেলজিয়ামের রাজা দ্বিতীয় লিওপোল্ড), কঙ্গোতে মিশন পরিচালনাকারী, প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শনের সুযোগ পান। এ সময় লাঠিধারী সুদানের দারফুরি প্রহরীরা অবিশ্বাসীকে সেখানে দেখতে পেলে তার ওপর আক্রমণ চালাতে পারে- এ আশঙ্কায় তাদেরকে তাদের কোয়ার্টারে আটক করে রাখা হয়। জুনে আর্চডিউক ম্যাক্সিমিলান, হাবসবার্গ সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি- এবং মেক্সিকোর দুর্ভাগ্যপীড়িত ভবিষ্যত সম্রাট- তার পতাকাবাহী জাহাজের অফিসারদের নিয়ে সেখানে পৌঁছেন। নির্মাণ-যজ্ঞের মধ্যে ইউরোপিয়ানেরা জেরুজালেমে বিশাল সাম্রাজ্য-ধরনের ভবনরাজি বানানো শুরু করে। উসমানিয়া রাষ্ট্রনায়কেরা ছিলেন বিচলিত, সহিংস মুসলিম আন্দোলন শুরু হতে যাচ্ছিল। তবে ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর পশ্চিমারা জেরুজালেমের অনেক বেশি বিনিয়োগ করেছিল। ক্রিমীয় যুদ্ধের শেষ মাসগুলোতে জাফা ও জেরুজালেমের মধ্যে লাইন তৈরি করার জন্য স্যার মোজেজ মন্টেফিওরি ব্যালাক্লাভা রেলওয়ের (ক্রিমিয়ায় ব্রিটিশ সৈন্য পরিবহনের জন্য এগুলো পাঠানো হয়েছিল) কাছ থেকে অনেকগুলো ট্রেন ও রেল কিনে নিয়েছিলেন। ক্রিমিয়া বিজয়ের পর ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত প্রতিপত্তিশীল ও ক্ষমতাবান ব্যক্তি হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি নগরীতে ফিরে আসেন ভবিষ্যতের অগ্রপথিক হয়ে।[১৪]

* ডোরের তরুণ মালিক উপনিবেশ স্থাপনকারী কর্নেলিয়াস ফ্রেওয়েস তিন বছরে বিশ্ব সফরে বের হয়ে প্যারিস থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি তার বুদ্ধিমান ও সাক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন ক্রীতদাসকে একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ; ডোর যদি সফরে তার সেবা করেন, তবে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি তাকে মুক্ত করে দেবেন। প্রাণবন্ত ভ্রমণকাহিনীতে ডোর প্যারিসের আড়ম্বরপ্রিয় নারী থেকে শুরু করে জেরুজালেমের 'দুর্লভ টাওয়ার ও বিধ্বস্ত প্রাচীরের' কথা লিপিবদ্ধ করেন। প্রত্যাবর্তনের পর তার মালিক চুক্তি অনুযায়ী তাকে মুক্ত করতে অস্বীকার করলে তিনি উত্তরে পালিয়ে যান। ১৮৫৮ সালে তিনি *অ্যাকোলারেড ম্যান রাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড বাই এ কোয়াড্রন* নামে বইটি প্রকাশ করেন। এর অল্প পরে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পরিণতিতে তিনি শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভ করেন। ওই যুদ্ধে জয়ী প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন আচারনিষ্ঠ ধার্মিক ছিলেন না। তবে জেরুজালেম সফরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতেন। এর কারণ সম্ভবত তরুণ বয়সে তিনি আমেরিকার অন্যতম জেরুজালেমে (ইলিনিয়সের নিউ সালেম) বাস করেছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বাইবেল বিশ্বাস করতেন, তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম এইচ সেওয়ার্ডের গল্পও হয়তো শুনেছিলেন। সেওয়ার্ড বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে জেরুজালেম সফর করেছিলেন। ১৮৬৫ সালের ১৪ এপ্রিল ফোর্ডস থিয়েটারে স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি 'জেরুজালেমে বিশেষ তীর্থযাত্রার' প্রস্তাব দিয়েছিলেন। থিয়েটারে গুলিবিদ্ধ হওয়ার কয়েক মুহূর্ত আগে তিনি ফিসফিস করে বলে ছিলেন, জেরুজালেমে যেতে আমার কত যে সাধ জাগে। পরে মেরি টড লিংকন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, আব্রাহাম লিংকন 'স্বর্গীয় জেরুজালেমের মধ্যে আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৮
নতুন নগরী
১৮৫৫-৬০

মোজেজ মন্টেফিওরি : 'এই মহাসম্পদশালী'

১৮৫৫ সালের ১৮ জুলাই হারানো টেম্পল দেখে মন্টেফিওরি শাস্ত্রাচার অনুযায়ী তার পোশাক ছিঁড়ে ফেললেন, তারপর জাফা গেটের বাইরে তার ক্যাম্প স্থাপন করলেন। সেখানে হাজার হাজার জেরুজালেমবাসী ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে তাকে স্বাগত জানালেন। ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করার মিশনে জেমস ফিন বারবার ব্যর্থ হওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি মন্টেফিওরির সংবর্ধনা নস্যাতের চেষ্টা করেন। কিন্তু উদারমনা গভর্নর কিয়ামিল পাশা তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করলেন। প্রথম ইহুদি হিসেবে তিনি টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শন করেছিলেন। এ সময় পাশা তাকে স্বাগত জানাতে এক শ' সৈন্য মোতায়েন করেন। তিনি সেডন-চেয়ারে করে এলাকাটি ঘুরে দেখেন। ইহুদিরা যাতে হলি অব হলিজের ওপর দাঁড়াতে না পারে সেজন্য পবিত্র পাহাড়ে তারা নিষিদ্ধ ছিল। নিয়ম না ভেঙে তাকে টেম্পল মাউন্ট দেখাতে তার জন্য সেডন-চেয়ারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। জেরুজালেমের ইহুদিদের সাহায্য করার তার জীবনের একমাত্র মিশনটি কখনো সহজ ছিল না। তাদের অনেকে দানের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তিনি যখন তাদের সাহায্য নির্ভরশীলতা কাটানোর চেষ্টা করেন, তখন তারা তার ক্যাম্পে দাঙ্গা বাঁধিয়ে ফেলে। তার সফরসঙ্গী ও ভাইঝি জেমিমা সিব্যাগ লিখেছেন, 'সত্যি বলতে কী, এমনটা চলতে থাকলে আমাদের তাঁবুতে থাকা নিরাপদ হবে না!' তবে তার সব স্কিম ঠিকমতো কাজ করছিল না। তিনি জাফা থেকে ক্রিমীয় রেলওয়ে নির্মাণকাজ শেষ করতেই পারেননি। তবে তার এই সফর জেরুজালেমের ভাগ্য বদলে দিয়েছিল। দেশে ফেরার পথে তিনি সুলতানকে ১৭২০ সালে বিধ্বস্ত হুরভা সিনাগগ পুনর্নির্মাণের অনুমতি এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো জেরুজালেমে ইহুদিদের বসতি নির্মাণের জন্য জমি ক্রয় অনুমোদন করতে সুলতানকে রাজি করাতে সক্ষম হন। তিনি হুরভা পুনর্নির্মাণের খরচ প্রদান করেন, কেনার জন্য জায়গা খোঁজা শুরু করলেন।

মেলভেল স্যার মোজেজ মন্টেফিওরি সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেছেন, 'এই মহা সম্পদশালী- ৭৫ বছর বয়সী বিশাল মানুষটিকে খচ্চরবাহিত পালকিতে করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোপ্পা [জাফার বাইবেলিক নাম] থেকে এসেছেন।' তিনি ছিলেন ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা, তবে তার বয়স ঠিক ৭৫ বছর ছিল না, তবে এ ধরনের সফরের উপযোগীও ছিলেন না। জেরুজালেমে তিনবার সফর করার সময় তিনি মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তার চিকিৎসকেরা আর জেরুজালেম না সফর করার পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, 'তার হৃদপিণ্ড দুর্বল, তার রক্ত দূষিত।' কিন্তু তবুও কর্মচারী, চাকর-বাকর এবং এমকি নিজের ইহুদি কসাইসহ বিশাল বহর নিয়ে তিনি ও জুডিথ জেরুজালেমে পৌঁছেন। জেরুজালেম এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত ইহুদিদের কাছে মন্টেফিওরি তত দিনে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছেন। ইহুদির মর্যাদার সঙ্গে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ অবস্থানে ধনী ভিক্টোরিয়ান ব্যারোনেটের সম্মান নিয়ে তিনি সব সময় তার ধর্মভাইদের সাহায্যে ছুটে যেতেন, তার ইহুদিবাদ প্রশ্নে কখনো আপস করতেন না। ব্রিটেনে তার অনন্য অবস্থান ছিল তার ক্ষমতার উৎস : তিনি পুরনো ও নতুন উভয় সমাজের মাঝামাঝি অবস্থান করতেন। তিনি এক দিকে রয়্যাল ডিউক, প্রধামন্ত্রী, বিশপদের সঙ্গে চলতেন, অন্য দিকে মিশতেন রাব্বি ও পুঁজিপতিদের সাথে। রক্ষণশীল নীতিধর্ম ও ইভানজেলিক্যাল হেবরাইজমের প্রধান্যবিশিষ্ট লন্ডনে মন্টেফিওরি ছিলেন ভিক্টোরিয়ান দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী আদর্শ ইহুদি : 'ওই মহা বৃদ্ধ হিব্রু অনেক খ্রিস্টানের চেয়ে ভালো', লিখেছিলেন লর্ড শ্যাফটসবারি।

AMARBOI.COM

তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইতালির লিবোরনোতে। তবে ধনোপার্জন করেন লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে 'ইহুদি ব্রোকার' হিসেবে। ব্যাংকার নাথানিয়েল রথচাইল্ডের শ্যালিকা জুডিথ কোহেনের সঙ্গে সুখী বিয়ে তার এই পেশায় আসা সহজ হয়েছিল। তার সামাজিক উত্থান ও সম্পদ ছিল স্রেফ অন্যদের সাহায্য করার হাতিয়ার। ১৮৩৭ সালে রানি ভিক্টোরিয়া তাকে নাইটহুড প্রদান করেন। এ সময় রানি তার ডায়েরিতে মন্টেফিওরিকে 'একজন ইহুদি, চমৎকার মানুষ' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। আর মন্টেফিওরি তার জার্নালে লিখেছিলেন, "সম্মানটি সাধারণভাবে ইহুদিদের ভবিষ্যতের জন্য কল্যাণকর হোক। আমি হলের মধ্যে 'জেরুজালেম' লেখা আমার ঝাণ্ডা গর্বভরে রেখেছিলাম।" ধনী হওয়ার পর তিনি তার ব্যবসা কমিয়ে আনেন, প্রায়ই তার ভগ্নিপতি বা ভাইপো লিওনেল ডি রথচাইল্ডের সঙ্গে প্রচারণায় ব্যস্ত থাকতেন। রথচাইল্ড ব্রিটিশ ইহুদিদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছিলেন।* তবে বিদেশে তার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি, সম্রাট ও সুলতানেরা তাকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের মতো গ্রহণ করতেন। অনেক সময় তিনি ক্লান্তিহীন মনোবল এবং উদ্ভাবনকুশলতার পরিচয় দিতেন, প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিতেন। আমরা দেখেছি, মেহমেত আলীর কাছে দামাস্কাস মিশন এবং তারপর সুলতানের কাছে যাওয়া তাকে বিখ্যাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিল ।

মন্টেফিওরি এমনকি সবচেয়ে সুপরিচিত সেমিটিসবিরোধীর কাছ থেকেও প্রশংসাভাজন হয়েছিলেন । প্রথম নিকোলাস গোঁড়ামি ও স্বৈরতন্ত্র রক্ষার ক্রুসেড চালানোর সময় লাখ লাখ রাশিয়ান ইহুদির ওপর নির্যাতন চালানো শুরু করেন, তখন মন্টেফিওরি সেন্ট পিটার্সবার্গে তার কাছে গিয়ে বলেন, রাশিয়ান ইহুদিরা অনুগত, সাহসী ও সম্মানিত । নিকোলাস তিক্ত সৌজন্যতায় জবাব দিয়েছিলেন, 'তারা যদি আপনার মতো হতো ।' তবে তিনি অন্য যে কারো বিরুদ্ধে নিজের মর্যাদা সমুন্নত রাখতে পারতেন : সেমিটিকবিরোধী চক্রান্ত বন্ধ করতে রোমে ছুটে গেলে এক কার্ডিনাল তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ব্লাড লাইবেল'-এর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে সুলতানকে রথচাইল্ডের কতটুকু সোনা ঘুষ দিতে হয়েছিল? মন্টেফিওরি জবাব দিয়েছিলেন, 'আপনার হলঘরে আমার কোটটি ঝুলিয়ে রাখতে আপনার কর্মচারীকে যতটুকু দিতে হয়েছে, তার চেয়ে বেশি নয় ।'

তার সব উদ্যোগের অংশীদার ছিলেন প্রাণোচ্ছল, কোকড়ানো চুলের জুডিথ । তিনি তাকে সব সময় ডাকতেন 'মন্টি' বলে । তবে কোনো বংশধারা সৃষ্টি করা তাদের ভাগ্যে ছিল না । রাচেলের টম্বে প্রার্থনা সত্ত্বেও তারা ছিলেন নিঃসন্তান । মন্টেফিওরির ইহুদিত্ব ও কোটের হাতে জেরুজালেমের হিব্রু অক্ষর শোভা পেলেও বিশেষ ভিক্টোরিয়ান অভিজাতের দোষ-গুণগুলো তার মধ্যে ছিল । তিনি পার্ক লেনে আড়ম্বরপূর্ণ ম্যানশনে বাস করতেন, রামসগেটে কামানের গোলা নিক্ষেপের ছিদ্রযুক্ত গোথিক রিভাইভাল ভিলায় নিজস্ব সিনাগগ এবং রাচেল'স টম্বের মতো করে জাঁকাল সমাধি নির্মাণ করেছিলেন । তার কণ্ঠস্বর ছিল বেশ রাশভারী, তার সত্যনিষ্ঠতা খুব কমই রসবোধের সঙ্গে খাপ খেত । তার অভিজাত চালচলনে সুনির্দিষ্ট আত্মশ্লাঘা ছিল । আর বাড়ির অভ্যন্তরে ছিল অনেক মিস্ট্রেজ ও অবৈধ সন্তান । তার আধুনিক জীবনীকার জানিয়েছেন, অশীতিপর বয়সে তিনি তার এক টিনএইজ মেইডের সন্তানের পিতা হয়েছিলেন । এটা তার বিস্ময়কর কর্ম উদ্দীপনার আরেকটি প্রমাণ ।

এখন জেরুজালেমে তার কেনার মতো জায়গা খোঁজার কাজে সহায়তা করল নগরীটির বনেদি পরিবারগুলো, যাদের সাথে তার আগে থেকেই সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল : এমনকি কাজি তাকে বলতেন, 'মুসা নবির জাতির গর্ব ।' মন্টেফিওরির সঙ্গে ২০ বছর ধরে পরিচিত আহমদ দুজদার তার কাছে এক হাজার ব্রিটিশ স্বর্ণমুদ্রায় আগা জায়ন ও জাফা ফটকের মাঝখানে একখণ্ড জমি বিক্রি করলেন । মন্টেফিওরি সঙ্গে সঙ্গে তার তাঁবুগুলো নতুন ভূমিতে নিয়ে যান । তিনি সেখানে একটি হাসপাতাল এবং একটি কেন্টিশ উইন্ডমিল স্থাপনের পরিকল্পনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছিলেন, যাতে ইহুদিরা তাদের নিজেদের রুটি বানাতে পারে। ফিরে যাওয়ার আগে তিনি পাশার কাছে একটি বিশেষ সুবিধা কামনা করেন : জুইশ কোয়ার্টারের পুতিগন্ধের (প্রতিটি পশ্চিমা ভ্রমণকাহিনীতে উল্লেখিত) কারণ ছিল খুব কাছের একটি মুসলিম কসাইখানা। মন্টেফিওরি এটাকে সরিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করলে পাশা তাতে রাজি হন।

১৮৫৭ সালের জুনে মন্টেফিওরি তার উইন্ডমিলের মালামাল নিয়ে পঞ্চমবারের মতো ফেরেন, ১৮৫৯ সালে নির্মাণকাজ শুরু হয়। তবে তিনি হাসপাতালের বদলে দরিদ্র ইহুদি পরিবারগুলোর জন্য ত্রাণকেন্দ্র খোলেন। ইংরেজ শহরতলীর মধ্যযুগীয় ক্লাব হাউজের মতো লাল ইটের, ক্রেনেলাটেড ত্রাণকেন্দ্রটি পরে মন্টেফিওরি কটেজ নামে পরিচিত হয়। হিব্রুতে এগুলোকে বলা হতো মিশকেনট শানিম (আনন্দনগর)। কিন্তু প্রথম দিকে তারা সেখানে গুণ্ডা-পাণ্ডাদের শিকার হতো। ফলে অধিবাসীরা রাতে ঘুমানোর জন্য নগরীতে ফিরে আসত। উইন্ডমিলটি প্রথমে সস্তায় রুটি সরবরাহ করলেও অল্প সময় পর জুদাইন বাতাসের স্বল্পতা এবং কেন্টিশ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ভেঙে পড়ে।

খ্রিস্টান ইভানজেলিস্ট এবং ইহুদি রাব্বি উভয় গ্রুপই ইহুদিদের প্রত্যাবর্তনের স্বপ্ন দেখত, এটাই ছিল মন্টেফিওরির অবদান। নতুন ইহুদি ধনপ্রতাপীদের সম্পদ ছিল বিপুল, বিশেষ করে রথচাইল্ডদের। আর এ কারণে এই সময় ডিসরাইলির দেখানো সূত্র ধরে 'হিব্রু পুঁজিপতিরা' ফিলিস্তিন কিনে নেবে বলে ধারণাটি বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থায়নের মধ্যস্ততাকারী রথচাইল্ডেরা লন্ডনের মতোই প্যারিস ও ভিয়েনায় প্রভাবশালী ছিলেন। তারা ওই প্রস্তাবে উদ্দীপ্ত না হলেও মন্টেফিওরিকে সহায়তা করতে পেরে খুশি ছিল। মন্টেফিওরি 'সার্বক্ষণিক স্বপ্ন' দেখতেন, 'জেরুজালেম ইহুদি সাম্রাজ্যে পরিণত হওয়ার জন্যই নির্ধারিত।'**

১৮৫৯ সালে লন্ডনে উসমানিয়া রাষ্ট্রদূতের পরামর্শের পর মন্টেফিওরি ফিলিস্তিন কেনার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তবে তার সংশয় ছিল। কারণ তিনি জানতেন, উদীয়মান ইঙ্গ-ইহুদি এলিটরা ইংলিশ স্বপ্নে বসবাসের জন্য কাউন্ট্রি এস্টেট কিনছে, তাদের ফিলিস্তিন কেনার কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে আগ্রহ নেই। শেষ পর্যন্ত মন্টেফিওরির মনে এই বিশ্বাস জন্মে, তার প্রিয় 'ইসরাইলিদের জাতীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠা' রাজনীতির উর্ধ্বে এবং সেটা 'ওপরওয়ালার' জন্য তুলে রাখাই সর্বোত্তম। তবে ১৮৬০ সালে তার ক্ষুদ্র মন্টেফিওরি কোয়ার্টার উদ্বোধন ছিল প্রাচীরগুলোর বাইরে নতুন ইহুদি শহর নির্মাণের সূচনা। মন্টেফিওরির শেষ সফর হয়েছিল আরো অনেক পরে। তবে ক্রিমীয় যুদ্ধের পর জেরুজালেম আবারো আন্তর্জাতিক আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। রোমানভ, হোহেনজোলের্ন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ প্রিন্সেরা সাম্রাজ্যের পুরনো খেলার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের নতুন বিজ্ঞানে পাল-া দিতে থাকেন।[১৫]

*১৮৫৮ সাল পর্যন্ত আচারনিষ্ঠ ইহুদিরা হাউজ অব কমন্সে বসতে পারতেন না। তারপর নতুন অ্যাক্ট অব পার্লামেন্ট লিওনেল ডি রথচাইল্ডকে প্রথম আচারনিষ্ঠ ইহুদি হিসেবে হাউজে বসার সুযোগ দেয়। মজার ব্যাপার হলো, শ্যাফটসবারি এর বিরুদ্ধে অনেকবার বক্তব্য রেখেছিলেন। খ্রিস্টান জায়নবাদী হিসেবে তার স্বার্থ ছিল সেকেন্ড কামিংয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ইহুদি প্রত্যাবর্তন ও ধর্মান্তরে। তবে অনেক পরে তিনি ভদ্রভাবে প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম গ্লাডস্টোনের কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন : 'গ্র্যান্ড ওল্ড হিব্রু (মন্টেফিওরি) ইংল্যান্ডের উত্তরাধিকার আইন পরিষদ সদস্যদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়াটা হাউজ অব লর্ডসের জন্য গৌরবজ্জ্বল বিষয়।' তবে সেটা হতে আরো অনেক সময় বাকি ছিল। ১৮৮৫ সালে প্রথম ইহুদি হিসেবে অভিজাতমণ্ডলীর সদস্য হয়েছিলেন লিওনেল রথচাইল্ডের ছেলে নাথানিয়েল, রথচাইল্ডের মৃত্যুর পর।

সেন্ট পিটার্সবার্গ যাওয়ার পথে আধা-ইহুদি নগরী ভিলনায় (অসংখ্য তালমুদীয় পণ্ডিত থাকায় নগরীটি তখন পরিচিত ছিল লিথুয়ানিয়ার জেরুজালেম হিসেবে) হাজার হাজার ইহুদি তাকে স্বাগত জানিয়েছিল। তবে নিকোলাস তার নীতি বদলাননি, ফলে ইহুদিদের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। মন্টেফিওরি দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সঙ্গে দেখা করতে আবারো সেখানে গিয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে, রাশিয়ায় প্রতিটি ইহুদি বাড়িতে একটি করে প্রোর্টেট থাকত, প্রায় ইহুদি আইকনের মতো, সেটা ছিল তাদের দুর্দশা লাঘবের চেষ্টাকারীর। 'প্রাতঃরাশের পর (মোটলে, পিনস্কের কাছের এক গ্রাম) আমার দাদা আমাকে বিখ্যাত লোকদের অবদানের কথা বলতেন', লিখেছেন চেইম ওয়াইজম্যান, ভবিষ্যতের জায়নবাদী নেতা। 'আমি স্যার মোজেজ মন্টেফিওরির রাশিয়া সফরে বিশেষভাবে অভিভূত হয়েছিলাম। আমার জন্মের মাত্র এক প্রজন্ম আগে এই সফর হলেও ওই কাহিনী কিংবদন্তির পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। বস্তুত, মন্টেফিওরি জীবিত অবস্থাতেই কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলেন।

** জেরুজালেমের হিতৈষীদের মধ্যে মন্টেফিওরি সবচেয়ে বিখ্যাত হলেও তিনি সবার চেয়ে ধনী ছিলেন না। তিনি প্রায়ই রথচাইল্ডের অর্থ বিতরণ করতেন, তার দরিদ্র ত্রাণকেন্দ্রের তহবিলের সংস্থান করেছিলেন নিউ অরলিন্সের আমেরিকান ধনকুবের জুদাহ তোরো। এই ভদ্রলোক ১৮২৫ সালে নিউ ইয়র্কের নিয়াগারা নদীর গ্র্যান্ড আইল্যান্ডে ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ সমর্থন করেছিলেন। প্রকল্পটি ব্যর্থ হয়। তবে তিনি তার উইলে জেরুজালেমে ব্যয় করার জন্য মন্টেফিওরিকে ৬০ হাজার পাউন্ড দিয়ে যান। ১৮৫৪ সালে রথচাইল্ডেরা অতিপ্রয়োজনীয় ইহুদি হাসপাতাল নির্মাণ করেন। ১৮৫৬ সালের সফরকালে মন্টেফিওরি অর্থোডক্স ইহুদিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও একটি ইহুদি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্কুলটির কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন তার ভাইপো লিওনেল ডি রথচাইল্ড, তার পরলোকগত মেয়ে ইভেলিনার নামে এর নতুন নামকরণ করা হয়। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃহত্তম প্রকল্পটি ছিল জুইশ কোয়ার্টারে হুরভার কাছে টিফেরেট ইসরাইল সিনাগগ। সারা বিশ্বের ইহুদিরা অর্থ সাহায্য করলেও প্রধান দাতা ছিল বাগদাদের রিবেন ও স্যাসুন পরিবার। জাঁকাল গম্বুজবিশিষ্ট সিনাগগটি হয় জুইশ কোয়ার্টারের সর্বোচ্চ ভবন। ১৯৪৮ সালে গুঁড়িয়ে দেওয়ার আগপর্যন্ত এটা ফিলিস্তিনি ইহুদিদের প্রধান কেন্দ্রেও পরিণত হয়েছিল। এদিকে আর্মেনীয়দের নিজস্ব রথচাইল্ড ছিল। তেলসমৃদ্ধ গুলবেনকিয়ান পরিবার নিয়মিত তীর্থে আসত, তারা আর্মেনিয়ান মনাস্ট্রিতে গুলবেনকিয়ান লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯
নতুন ধর্ম
১৮৬০-৭০

সম্রাট ও প্রত্নতাত্ত্বিক : দাম্ভিক পর্যটক

১৮৫৯ সালের এপ্রিলে সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ভাই গ্রান্ড ডিউক কনস্টানটিন নিকোল্যাইভিচ প্রথম রোমানভ হিসেবে জেরুজালেম সফর করলেন। তিনি তার সংক্ষিপ্ত ডায়েরিতে লিখলেন, 'অবশেষে আমার মহাপ্রবেশ' ঘটল। সেখানে তিনি দেখেছেন, 'কেবল লোকে লোকারন্য আর ধূলাবালি।' হলি সেপালচরের দিকে যাওয়ার পথে দেখলেন 'অশ্রু ও আবেগ'। আর নগরী থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় 'কান্না থামাতে পারছিলাম না।' সম্রাট এবং গ্র্যান্ড ডিউক রাশিয়ান সাংস্কৃতিক আগ্রাসন চালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে ঘোষণা করা হলো, 'আমরা অবশ্যই প্রাচ্যে আমাদের উপস্থিতি প্রতিষ্ঠা করব, তবে রাজনৈতিকভাবে নয়, চার্চের মাধ্যমে। জেরুজালেম বিশ্বের কেন্দ্র এবং সেখানেই হবে আমাদের মিশন।' ওডেসা থেকে রাশিয়ান তীর্থযাত্রীদের ফিলিস্তিনে নিয়ে আসার জন্য গ্র্যান্ড ডিউক প্যালেস্টাইন সোসাইটি এবং রাশিয়ান স্ট্রিম শিপ কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলেন। তিনি ১৮ একর জায়গায় স্থাপিত রাশিয়ান কম্পাউন্ড পরিদর্শন করেন, সেখানে রোমানভরা একটি ছোট মস্কোভাইট শহর নির্মাণ শুরু করেছিল। * অল্প সময়ের মধ্যেই সেখানে এত বিপুল তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটে যে, তাদের থাকার জন্য তাঁবু খাটাতে হয়।

ব্রিটিশেরাও ছিল রাশিয়ানদের মতোই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৮৬২ সালের ১ এপ্রিল আলবার্ট অ্যাডওয়ার্ড, দ্য প্লাম্প, ২০ বছর বয়স্ক প্রিন্স অব ওয়েলস (ভবিষ্যতের সপ্তম অ্যাডওয়ার্ড) এক শ' উসমানিয়া অশ্বারোহী সমবিহারে ঘোড়ায় চড়ে জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন।

প্রাচীরগুলোর বাইরে বিশাল তাঁবুতে অবস্থান করেন প্রিন্স। বাহুতে ক্রুসেডার টাট্টু লাগাতে পেরে তিনি ছিলেন বেশ আবেগাপ্লুত। তার সফর জেরুজালেমে এবং তার দেশেও উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগের সঞ্চার করে। তার উপস্থিতি শুধু জেমস ফিনের প্রত্যাবর্তনই (তার ২০ বছরের দাম্ভিক উপস্থিতির পর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ ওঠেছিল) ত্বরান্বিত করেনি, সেইসঙ্গে জেরুজালেম যে এক টুকরা ইংল্যান্ডের মতো, সেই ধারণাও প্রবলভাবে অনুভূত হতে থাকে। প্রিন্সকে পূণ্যস্থানগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান ডিন অব ওয়েস্টমিনিস্টার আর্থার স্ট্যানলি। এই লোকটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেলিক ইতিহাসের অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী গ্রন্থ লিখেছিলেন। এই গ্রন্থ এবং প্রত্নতাত্ত্বিক ধারণা ব্রিটিশ পাঠকদের একটি প্রজন্মকে এই ধারণাই দেয়, জেরুজালেম 'এমন একটি ভূমি যেটা আমাদের শৈশবের স্থান, এমনকি ইংল্যান্ডের চেয়েও প্রিয়।' উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রত্নতত্ত্ব সমীক্ষা হঠাৎ করে কেবল নতুন ঐতিহাসিক বিজ্ঞানেই পরিণত হয়নি, সেইসঙ্গে ভবিষ্যতকে নিয়ন্ত্রণ করার হাতিয়ারেও রূপান্তরিত হয়। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, প্রত্নতত্ত্ব কেবল সাংস্কৃতিক আবেশ, সামাজিক ফ্যাশন ও রাজকীয় শখ ছিল না, এটা হয়ে পড়েছিল প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিষয় তথা সাম্রাজ্য বিনির্মাণ এবং সামরিক গুপ্তচরবৃত্তির মাধ্যম। এটা জেরুজালেমের সেক্যুলার ধর্মে পরিণত হয়, ডিন স্ট্যানলির মতো সাম্রাজ্যবাদী খ্রিস্টানদের হাতে ঈশ্বর উপাসনার বিজ্ঞানে পরিণত হয় : এটা বাইবেল এবং যিশুর যন্ত্রণাভোগ ও মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করলে খ্রিস্টানেরা আবার পূণ্যভূমি দখল করতে পারবে।

কেবল রাশিয়ান ও ব্রিটিশেরাই ছিল না। পরাশক্তিগুলোর কনস্যালেরাও, তাদের অনেকে ছিল ধার্মিক মন্ত্রী, নিজেদেরকে প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে কল্পনা করত। তবে আমেরিকান খ্রিস্টানেরা সত্যিকার অর্থে আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল** ফরাসি ও জার্মানেরা খুব পিছিয়ে ছিল না। নির্মম জাতীয় সচেতনতার সঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রদর্শনে আগ্রহী এই দেশ দুটির সম্রাট ও প্রধানমন্ত্রীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে তাদের খননকাজে পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। বিশ শতকের বীরোচিত নভোচারীদের নিয়ে মহাকাশ প্রতিযোগিতার মতোই স্বল্প উন্নত জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কঠোর উৎপীড়নমূলক ঐতিহাসিক বিজয় এবং বৈজ্ঞানিক গুপ্তধন সন্ধানদাতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিয়ে প্রত্নতত্ত্বও দ্রুত জাতীয় শক্তি প্রকাশের অবলম্বনে পরিণত হয়। জনৈক জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ এটাকে বলেছেন 'শান্তিপূর্ণ ক্রুসেড।' প্রিন্স অব ওয়েলেসের সফর লাল কোটওয়ালা ব্রিটিশ কর্মকর্তা ও প্রত্নতত্ত্ববিদ ক্যাপ্টেন চার্লস উইলসনকে অনুসন্ধানে উৎসাহিত করে। তিনি চেইন স্ট্রিটের ফটকের নিচে ওয়েস্টার্ন ওয়ালের কাছের সুড়ঙ্গগুলোতে গ্রেট ব্রিজের ঐতিহাসিক হেরোডীয় খিলান আবিষ্কার করেন, যেটা টাইরোপিয়ান উপত্যাকা থেকে টেম্পল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এটা এখনো উইলসনের আর্চ নামে পরিচিত। এটা সবে শুরু।

১৮৬৫ সালের মে মাসে ডিউক অব আরগাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্ল রাসেলসহ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ প্যালেস্টাইন এক্সপ্লোরেশন ফান্ড গঠন করেন। রানি ভিক্টোরিয়া, মন্টেফিওরিও এতে দান করেন। পরবর্তীকালে শ্যাফটসবারি এর সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। সোসাইটির প্রসপেকটাসে বলা হয়, প্রথম অ্যাডওয়ার্ডের পর ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রথম উত্তরসূরির ফিলিস্তিন সফরের ফলে 'পুরো সিরিয়া খ্রিস্টান

AMARBOI.COM

গবেষণার জন্য উন্মুক্ত' হয়ে গেছে। এর প্রথম অধিবেশনে ইয়র্কের আর্চবিশপ উইলিয়াম টমসন ঘোষণা করেন, বাইবেল তাকে 'আমার বেঁচে থাকার আইন' এবং 'আমার সর্বোত্তম জ্ঞান' প্রদান করেছে। তিনি আরো বলেন, 'এই ফিলিস্তিন দেশটির মালিক আপনারা ও আমি। এটা ইসরাইলের ফাদারকে দেওয়া হয়েছিল। এই ভূমি থেকেই আমাদের প্রায়শ্চিত্তের সংবাদ আসে। এটা হলো সেই ভূমি যেটার দিকে প্রাচীন ইংল্যান্ডের মতো ভালোবাসায় আমরা সত্যিকারের দেশপ্রেম নিয়ে তাকাই।'

১৮৬৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্সের লে. চার্লস ওয়ারেন (২৭ বছর বয়স্ক) সোসাইটির পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনে জরিপ শুরু করেন। তবে জেরুজালেমবাসী টেম্পল মাউন্টের আশপাশে যেকোনো ধরনের খননকাজের বিরোধী ছিলেন। তাই ওয়ারেন আশপাশের প্লট ভাড়া নিয়ে টিলায় ২৭টি গভীর খনিকূপ খনন করেন। তিনি ছিলেন জেরুজালেমের প্রথম সত্যিকারের প্রত্নতাত্ত্বিক শিল্পকর্মের আবিষ্কারক। তার আবিষ্কারের মধ্যে ছিল 'রাজার মালিকানাধীন' লেখা হেজেকিয়ের মৃৎপাত্র, টেম্পল মাউন্টের নিচে ৪৩টি পানি রাখার পাত্র, ওফেল পাহাড়ে ওয়ারেন'স শ্যাফট যা নগরীতে কিং ডেভিডের (রাজা দাউদ) পয়োঃনিষ্কাষণ প্রণালী বলে ধারণা করা হয় এবং তার ওয়ারেন গেট। ওয়েস্টার্ন ওয়ালের সুড়ঙ্গগুলোর মুখে থাকা তার ওয়ারেন গেটটি টেম্পলে প্রবেশে হেরোডের প্রধান ফটক ছিল বলে ধারণা করা হয়, পরে এর নাম হয় জুইশ কেভ। এটাও তার আবিষ্কার। এই অভিযানপ্রিয় প্রত্নতত্ত্ববিদ নতুন বিজ্ঞানের পথিকৃত হিসেবে অভিহিত হন। তার ভূগর্ভস্থ আবিষ্কারের একটি হলো স্ট্রুথিয়ন পুল, কপাট দিয়ে বানানো ভেলায় এতে ভাসা যেত। ফ্যাশনদুরস্ত ভিক্টোরিয়ান নারীরা ঝুড়িতে করে তার খনিকূপে নামতেন, অন্তর্বাস ঢিলে করে তারা বাইবেলিক দৃশ্যগুলোর ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিতেন।

ইহুদিদের প্রতি ওয়ারেনের সহানুভূতিতে অভব্য ইউরোপীয় পর্যটকেরা ক্ষুব্ধ হতো। তারা পবিত্র ওয়ালে ইহুদিদের 'বিনম্র সমাবেশকে 'প্রহসন' হিসেবে বিদ্রুপ করত। তবে এই ধারণাও পোষণ করত, 'দেশটিকে অবশ্যই তাদের জন্য শাসন করতে হবে, যাতে চূড়ান্তভাবে 'ইহুদি এলাকাটি পরাশক্তিগুলোর নিশ্চয়তায় পৃথক রাজ্য হিসেবে দাঁড়াতে পারে।*** ফরাসিরা তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাতেও আগ্রাসী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিল। তবে তাদের প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক ফেলিসিঁ ডি সাওলসি ছিলেন আনাড়ি। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, টম্ব অব কিংসের অবস্থান হলো কিং ডেভিডের প্রাচীরগুলোর ঠিক উত্তরে। বাস্তবে এটা ছিল অ্যাডাইবেনে রানির কবর, সেটা আরো হাজার বছরের পরের।

খ্রিস্টান ও ইহুদিদের অনুকূলে সুলতানের আইন প্রণয়নে ক্ষুব্ধ হয়ে ১৮৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালে মুসলমানেরা সিরিয়া ও লেবাননে খ্রিস্টানদের ওপর গণহত্যা চালায়। এতে কেবল পাশ্চাত্যের পশ্চিমা আগ্রাসন বাড়ে। তৃতীয় নেপোলিয়ন লেবাননের মেরোনাইট খ্রিস্টানদের রক্ষা করতে সৈন্য পাঠান, ১৬ শতকে শার্লামেন, ক্রুসেড ও রাজা ফ্রান্সিসের সময় থেকে রক্ষা পাওয়া এলাকার ওপর ফরাসি দাবি নতুন করে উত্থাপন করেন। ১৮৬৯ সালে ফরাসি রাজধানীর সমর্থনপুষ্ট হয়ে মিসর সুয়েজ খাল উদ্বোধন করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফরাসি সম্রাজ্ঞী ইউজিন, প্রুশিয়ার ক্রাউন প্রিন্স ফ্রেডেরিক ও অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রাঞ্জ যোশেফ। ব্রিটিশ ও রাশিয়ানেরা যাতে ছাপিয়ে যেতে না পারে সেটা নিশ্চিত করতে প্রুশিয়ার ফ্রেডেরিক জাহাজে করে জাফায় পৌঁছেন, সেখান থেকে ঘোড়ায় করে জেরুজালেম যান। সেখানে তিনি চার্চগুলো ও প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার লুটে নিতে প্রবল প্রুশিয়ান উপস্থিতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তিনি ল্যাতিনদের ক্রুসেডার সেন্ট মেরির জায়গাটি কেনে নেন। ফ্রেডেরিক (ভবিষ্যৎ কাইজার দ্বিতীয় উইলহেমের পিতা) সমর্থন করেন আগ্রাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ টাইটাস টোবলারকে, যিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'জেরুজালেম অবশ্যই আমাদের।' জাফার দিকে ফিরে যাওয়ার সময় ফ্রেডেরিক অস্ট্রিয়ার সম্রাট ও জেরুজালেমের খেতাব-সর্বস্ব রাজা ফ্রাঞ্জ যোশেফের বহরের ওপর ওঠে গিয়েছিলেন প্রায়। তিনি অল্প কিছু দিন আগে সাদোওয়ার যুদ্ধে প্রুশিয়ানদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। তারা একে অন্যের প্রতি শীতলভাবে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। বর্শাধারী বেদুইন, রাইফেলধারী দ্রুজ ও উটবাহিনীসহ এক হাজার উসমানিয়া প্রহরী পরিবেষ্টিত হয়ে ফ্রাঞ্জ দ্রুত জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। তার সঙ্গে ছিল সুলতানের দেওয়া একটি বিশাল রৌপ্যপালঙ্ক। সম্রাট লিখেছেন, 'আমরা ঘোড়া থেকে নামলাম, রাস্তায় হাঁটু গেড়ে বসলাম এবং ভূমিচুম্বন করলাম।' এ সময় টাওয়ার অব ডেভিডের কামান প্রচ শব্দে স্যালুট দেয়। 'সবকিছুই শৈশবের গল্প কাহিনী এবং বাইবেলের মতো দেখতে মনে হওয়ার' অবস্থা থেকে তিনি সরে আসতে পেরেছিলেন।[১৬] তবে অন্য ইউরোপীয়দের মতো অস্ট্রীয়রাও নতুন খ্রিস্টান নগরী বিকাশে ভবনরাজি কিনতে থাকে। ভায়া ডোলোরোসায় অস্ট্রিয়ান ধর্মশালা নির্মাণের প্রাথমিক খনন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন সম্রাট।

উসমানিয়া প্রধানমন্ত্রী (গ্র্যান্ড ভিজির) ফুয়াদ পাশা লিখেছেন, 'এসব উন্মাদ খ্রিস্টানের জন্য আমি কখনো কোনো সড়ক উন্নয়ন করব না। সেটা করলে তারা জেরুজালেমকে খ্রিস্টান পাগলাগারদ বানিয়ে ফেলবে।' কিন্তু উসমানিয়ারা বিশেষ করে ফ্রাঞ্জ যোশেফের জন্য নতুন জাফা সড়ক নির্মাণ করেছিল। 'খ্রিস্টান পাগলাগারদের' গতি ছিল অপ্রতিরোধ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* রাশিয়ান কম্পাউন্ডে ছিল কনস্যুলেট, একটি হাসপাতাল, চারটি বেল টাওয়ার ও বহু গম্বুজবিশিষ্ট হলি ট্রিনিটি চার্চ, পুরোহিতদের বাসভবন, সফরকারী অভিজাতদের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট, তিন হাজার তীর্থযাত্রীর স্থান সংকুলানের মতো কয়েকটি হোস্টেল। এর ভবনগুলো ছিল বিশাল এবং সুদৃশ্য আধুনিক দুর্গের মতো। ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের সময় এগুলো সামরিক ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

** মিশনারি ও নিউ ইয়র্কের বাইবেলিক লিটারেচারের অধ্যাপক অ্যাডওয়ার্ড রবিনসন বাইবেলের ভূগোল আবিষ্কারে আকুল আগ্রহী ছিলেন। তিনি বিস্ময়কর কিছু আবিষ্কার করতে জোসেফাসের মতো অন্যান্য সূত্রের সাহায্য নেন। ১৮৫২ সালে তিনি টেম্পল এলাকাজুড়ে ভূমির সঙ্গে মিশে থাকা বিশাল ধনুকাকৃতির খিলানের অস্তিত্বের আভাস পান। এর পর এটার নাম হয় রবিনসনের আর্চ। ইহুদিদের ধর্মান্তরের মিশনে নিবেদিত এবং মামলুক আমলের ভবনগুলো রক্ষণাবেক্ষণে উসমানিয়াদের পরামর্শ দিতে নিয়োজিত প্রকৌশলী ড. জেমস বার্কলে হেরোডের ফটকগুলোর একটির শীর্ষ চৌকাঠ আবিষ্কার করেন। সেটার বর্তমান নাম বার্কলের গেট। এই দুই আমেরিকান খ্রিস্টান মিশনারি হিসেবে কাজ শুরু করেছিলেন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে তারা প্রমাণ করেন, মুসলিম হারাম আশ-শরিফ হলো হেরোডীয় টেম্পল।

*** জেরুজালেমের পর ওয়ারেন অথর্ব মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার হিসেবে পরিচিত হন, জ্যাক দ্য রিপারকে ধরতে ব্যর্থতার জন্য। সামরিক কমান্ডার হিসেবে বোয়ের যুদ্ধেও সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তার দুই উত্তরসূরি লে. চার্লস কনডের ও লে. হার্বার্ট কিচেনার (এরপরই তিনি সুদান জয় করেছিলেন) এত সুন্দরভাবে দেশটিতে জরিপ চালিয়েছিলেন, তাদের মানচিত্র ব্যবহার করেই ১৯১৭ সালে জেনারেল অ্যালেনবাই ফিলিস্তিন জয় করেছিলেন।

AMARBOI.COM

মার্ক টোয়েন এবং 'দরিদ্র পল্লী'

ক্যাপ্টেন চার্লস ওয়ারেন, তরুণ প্রত্নতত্ত্ববিদ, জাফা গেট অতিক্রমের সময় একটি শিরশ্ছেদের ঘটনা দেখে বিস্ময়াভূত হয়েছিলেন। এক অপটু হেডম্যান ভয়ানক বিশ্রীভাবে কাজটি করছিল। সে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির গলায় ১৬বার কোপ বসানোর পরও কাজটি সমাধা করতে পারছিল না। হতভাগ্য লোকটি চিৎকার করে বলেছিল, 'আপনি আমাকে কষ্ট দিচ্ছেন।' তারপর হেডম্যান ভেড়া জবাই করার মতো করে ওই লোকটির পিঠে ওঠে গলা কাটে। জেরুজালেমের অন্তত দুটি বাহ্যিক দিক ছিল, আর ছিল বহুমুখী বৈশিষ্ট্যগত সজ্ঘাত : হেলমেট ও লালকোট পরিহিত ইউরোপিয়ানেরা চকচকে রাজকীয় ভবনরাজি বানিয়ে দ্রুত উসমানিয়া পুরান নগরীর পাশের মুসলিম কোয়ার্টারকে খ্রিস্টানকরণ করছিল। উসমানিয়া শহরে কৃষ্ণাঙ্গ সুদানি প্রহরীরা হারামের সুরক্ষা নিশ্চিত করত, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিদের পাহারা দিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনো এসব বন্দির শিরশ্ছেদ করা হতো প্রকাশ্যে। প্রতিদিন সূর্যাস্তের সময় ফটকগুলো বন্ধ হয়ে যেত, নগরে প্রবেশ করার পর বেদুইনদের তাদের বর্শা ও তরবারি সমর্পণ করতে হতো। নগরীর এক-তৃতীয়াংশ ছিল জলাভূমি। একটি ছবিতে (আর্মেনীয় প্যাট্রিয়ার্কের তোলা) চার্চটিকে নগরীর মধ্যভাগে খোলা মাঠে দেখা যায়। দুই দুনিয়ার মধ্যে প্রায়ই সঙ্ঘাত হতো। ১৮৬৫ সালে জেরুজালেম ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফ উদ্বোধনের পর যে আরব ঘোড়সওয়ার টেলিগ্রাফ-খুঁটি ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাকে গ্রেফতার করে এতে ফাঁসি দেওয়া হয়।

১৮৬৬ সালের মার্চে মন্টেফিওরি (এখন তার বয়স ৮১, বিপত্নীক) ষষ্ট সফরে আসেন। তিনি পরিবর্তনের যথার্থতার ওপর আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তিনি দেখলেন, ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইহুদিরা শুধু বৃষ্টিতেই ভেজেন না, টেম্পল মাউন্টের ওপর থেকে প্রায়ই তাদের দিকে নানা কিছু ছুঁড়ে দেওয়া হয়। তিনি সেখানে শামিয়ানা টানানোর অনুমতি লাভ করেন। তিনি পবিত্র ওয়ালটি কেনার চেষ্টা করলেও সফল হননি (ইহুদিরা অনেকবারই তাদের পবিত্র স্থানটি কেনার উদ্যোগ নিয়েছিল)। জেরুজালেম ত্যাগ করার সময় তিনি 'আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি অভিভূত' হয়েছিলেন। এটাই তার শেষ সফর ছিল না। ১৮৭৫ সালে ৯১ বছর বয়সে তিনি আবার এসে দেখলেন 'সুন্দর সুন্দর ভবনে প্রায় নতুন জেরুজালেম, এসবের অনেকগুলো ইউরোপের মতো মনোরম।' শেষবারের মতো চলে যাওয়ার সময় তিনি সহায়তা করতে না পারলেও স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে ভাবছিলেন, 'নিশ্চয়ই আমরা ঈশ্বরের পবিত্র প্রতিশ্রুতি-সংবলিত জায়ন প্রত্যক্ষ করার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হচ্ছি।'*

গাইড বুকগুলোতে 'দারিদ্র্যপীড়িত পোলিশ ইহুদি' এবং 'আবর্জনার দুর্গন্ধ' সম্পর্কে সতর্কবাণী থাকত। তবে অনেকের কাছে মনে হতো প্রটেস্ট্যান্ট তীর্থযাত্রীরাই স্থানটি কলুষিত করছিল।[১৭] 'কুষ্ঠরোগী, খোঁড়া, অন্ধ ও জড়ধী প্রতিটি হাত প্রচ শক্তিতে আঘাত হানবে,' লক্ষ করেছিলেন স্যামুয়েল ক্লেমেন্স। মিসৌরির এই সাংবাদিক 'মার্ক টোয়েন' নামে লিখতেন। *কোয়াকার সিটি* জাহাজে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ভ্রমণে বের হওয়া টোয়েন 'ওয়াইল্ড হিউমারিস্ট' হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি যে তীর্থযাত্রায় ছিলেন সেটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্র্যান্ড হলি ল্যান্ড পে-জার এক্সকারশন।' তবে তিনি এর নাম বদলে দিয়েছিলেন 'গ্র্যান্ড হলি ল্যান্ড ফিউনারেল এক্সপিডিশন।' তিনি তীর্থযাত্রাকে প্রহসন মনে করেছিলেন, আমেরিকান তীর্থযাত্রীদের আন্তরিকতা নিয়ে বিদ্রুপ করেন, তাদের বলতেন 'দাম্ভিক পর্যটক' (ইনোসেন্টস অ্যাব্রড)।' তিনি লিখেছেন, অন্য একটি 'স্থানের' সাক্ষাত ছাড়া 'এক শ' গজ হাঁটাও কঠিন।' আদমের স্মৃতিবিজড়িত ধূলা থেকে গড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত চার্চের স্তম্ভটি দেখে কৌতুক অনুভব করেছিলেন : 'এটা কেউ প্রমাণ করতে পারবে না'যে নোংরামি আবর্জনা এখানে প্রণাম পায় না।' সার্বিকভাবে তিনি চার্চের 'সস্তা রংচঙে, তুচ্ছ বস্তু ও চটকদার সাজসজ্জার' প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন এবং নগরীটি : 'প্রখ্যাত জেরুজালেম, ইতিহাসের জাঁকজমকপূর্ণ নামটি দরিদ্র গ্রামে পরিণত হয়েছে- দুঃখদায়ক নিরানন্দময় ও প্রাণহীন- আমি এখানে বসবাস চাই না।' ** অবশ্য 'ওয়াইল্ড হিউমারিস্ট' তার মাকে একটি জেরুজালেম বাইবেল কিনে দিয়েছিলেন, মাঝে মাঝে ভাবতেন, 'ঈশ্বর যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি সেখানে বসে ছিলাম।'

পর্যটকেরা, তিনি ধার্মিক বা সেক্যুলার, খ্রিস্টান বা ইহুদি, শ্যাটোব্রিদঁ, মন্টেফিওরি বা টোয়েন, যিনিই হন না কেন, ঈশ্বরেরা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই স্থানগুলো দেখেছেন, কিন্তু সেখানে সত্যিকারের যেসব লোক বাস করত তাদের ব্যাপারে ছিলেন প্রায় অন্ধ। জেরুজালেমের ইতিহাসজুড়ে নগরীটির অস্তিত্ব ছিল আমেরিকা বা ইউরোপের দূর দূরান্তে বসবাসকারী ভক্তদের কল্পনায়। এখন বাষ্পীয় জাহাজে করে আগত হাজার হাজার পর্যটক যে উদ্ভট এবং বিপজ্জনক, চিত্রবৎ ও অকৃত্রিম ছবি কল্পনা করত তাদের বাইবেল, তাদের ভিক্টোরিয়ান বদ্ধমূল ধ্যান-ধারণার সাহায্যে এবং এখানে আসার পর তাদের অনুবাদক ও গাইডের মাধ্যমে, এখানে সেগুলো পাওয়ার প্রত্যাশা করত। কিন্তু পথেঘাটে তারা রীতিনীতিতে কেবল বৈচিত্র্যই দেখত এবং তাদের এগুলো পছন্দ হতো না, প্রাচ্যর আবর্জনা হিসেবে এসব ছবি প্রত্যাখ্যান করত, যেমনটি বাদেকার বলেছিলেন, 'বুনো কুসংস্কার ও গোঁড়ামি।' এর বদলে তারা 'পরিশুদ্ধ' জাঁকাল পূণ্যনগরী গড়ার কথা ভাবত, যেটা তারা খোঁজার চেষ্টা করত। এসব দৃষ্টিভঙ্গিই জেরুজালেমের প্রতি রাজকীয় আগ্রহ চালিত করে। বাকিদের কথা তথা প্রাণবন্ত, অর্ধ ঘোমটায় থাকা আরব ও সেফারদিক ইহুদিদের জগৎটা বলতে গেলে তাদের চোখেই পড়ত না। অথচ সেখানে তারা প্রবলভাবে বিরাজমান ছিল।[১৮]

* মন্টেফিওরি ১৮৮৫ সালে ১০০ বছরেরও বেশি বয়সে পরলোকগমন করেন। তাকে ও জুডিথকে জেরুজালেমের মাটি দিয়ে রামসগেটে তাদের নিজস্ব রাচেল'স টম্বে সমাহিত করা হয়। মন্টেফিওরি উইন্ডমিলটি এখনো মন্টেফিওরি কোয়ার্টারে (ইয়েমিন মোশে নামে পরিচিত) দাঁড়িয়ে আছে। এটা নগরীর অন্যতম চাকচিক্যময় এলাকা এবং তার নামে করা পাঁচটি এলাকার একটি। তার ব্যারনত্বের উত্তরসূরি হন তার ভাইপো স্যার আব্রাহাম। আব্রাহাম ছিলেন সন্তানহীন (তার স্ত্রী তাদের বিয়ের রাতে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন)। মোজেজ তার মরোক্কান-বংশোদ্ভূত ভাইপো যোশেফ সিব্যাগকে তার এস্টেট প্রদান করেন। সিব্যাগ হয়েছিলেন সিব্যাগ-মন্টেফিওরি। রামসগেট ম্যানশনটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৩০-এর দশকে পুড়ে গিয়েছিল। বিস্মৃতপ্রায় (ইসরাইল ব্যতীত) এই ব্যক্তিটির কবর দীর্ঘ সময় অবহেলিত ছিল, নাগরিক অনাচার আর পরিচিতির অভাবে হারিয়ে যেতে বসেছিল। তবে ২১ শতকে তার কবরটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়; হাজার হাজার অতি-গোঁড়া ইহুদি তার মৃত্যুবার্ষিকীতে সেখানে তীর্থে আসেন।

** দুঃখজনক বিষয় হলো, টোয়েন মুসলিম কোয়ার্টারের যে মেটিটেরানিয়ান হোটেলে অবস্থান করেছিলেন ইহুদিকরণ করার লক্ষ্যে ১৯৮০-এর দশকে ইসরাইলি লিকুদ নেতা ও জেনারেল অ্যারিয়াল শ্যারন মুসলিম কোয়ার্টারের ওই ভবনটিই কিনে নেন। বর্তমানে এটা একটা ইহুদি শিক্ষালয়। টোয়েনের *দ্য ইনোসেন্টস অ্যাব্রড* নাস্তিকদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিক গ্রন্থে পরিণত হয়। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউলিসিস গ্র্যান্ট জেরুজালেম সফরকালে এটাকেই তার গাইডবুক হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪০
আরব নগরী, রাজকীয় শহর
১৮৭০-৮০

ইউসুফ খালিদি : সঙ্গীত, নৃত্য, দৈনন্দিন জীবন

প্রকৃত জেরুসালেম ছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে ধর্ম ও ভাষার পদ পরম্পরাপূর্ণ বাবেল টাওয়ারের মতো। উসমানিয়া অফিসারেরা পরত ইউরোপীয় ইউনিফর্মের সঙ্গে নকশি করা জ্যাকেট; উসমানিয়া ইহুদি, আর্মেনীয় ও আরব খ্রিস্টান ও মুসলমানদের গায়ে থাকত ফ্রক-কোট বা সাদা স্যুট। এগুলোর সঙ্গে তারা পরত টারবুশ কিংবা ফেজ টুপি নামের নতুন মস্তকাবরণ যা নতুন সংস্কার করা উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে প্রতিফলিত করত। মুসলিম আলেমরা যে পাগড়ি ও জোব্বা পরত, প্রায় সে রকম পোশাকেই দেখা যেত অনেক সেফারদিক ইহুদি ও গোঁড়া আরবকে। দরিদ্র পোলিশ হ্যাসিদিক ইহুদিদের * বেশির ভাগ সদস্য আলখিলা কোট ও ফেডোরা পরত। ইউরোপীয় দেহরক্ষীরা (কোভাসে) ছিল প্রধানত আর্মেনীয়। তারা তখনো লাল জ্যাকেট, সাদা প্যান্টালুন পরত, বড় বড় পিস্তল সঙ্গে রাখত। জুতাহীন কৃষ্ণাঙ্গ গোলামেরা আরব বা সেফারদিক পরিবারগুলোতে তাদের প্রভুদের বরফ দেওয়া শরবত পরিবেশন করত। এসব পরিবারের পুরুষেরা সব প্রথাই অল্প অল্প করে অনুসরণ করত। পাগড়ি বা ফেজটুপির সঙ্গে স্যাশযুক্ত লম্বা কোট, চওড়া তুর্কি ট্রাউজার ও ওপরে কালো পশ্চিমা জ্যাকেট পরত। আরবরা বলত তুর্কি বা আরবি; আর্মেনীয়রা আর্মেনীয়, তুর্কি ও আরবি; সেফারদিসেরা ল্যাদিনো, তুর্কি ও আরবি; হ্যাসিদেরা ইয়িদিশ (জার্মানির দুর্বোধ্য মধ্য ইউরোপীয় ও হিব্রু মিলে এর মহান সাহিত্য সৃষ্টি করে)।

বহিরাগতদের কাছে বিষয়টা বিশৃঙ্খল মনে হতো। সুলতান–খলিফা সুন্নি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন : মুসলমানেরা ছিল শীর্ষে; তুর্কিরা শাসন করত; তারপর ছিল আরবেরা। পোলিশ ইহুদিরা (দারিদ্র্যের জন্য বিদ্রুপের শিকার হতো, তারা তাদের প্রার্থনায় ‘কাঁদত’ এবং মোহগ্রস্ত থাকত) ছিল সর্বনিম্নে। তবে মাঝখানে, অর্ধ-নিমজ্জিত লোকজ সংস্কৃতিতে, প্রতিটি ধর্মের অবশ্য পালনীয় বিধিবিধান থাকলেও অনেক মিশ্রণ ঘটত।

রমজানের রোজার পর প্রাচীরগুলোর বাইরে সব ধর্মের লোকজন ভোজসভায় আপ্যায়িত হতো, সৌজন্যতা বিনিময় করত। নাগরদোলার ব্যবস্থা থাকত, ঘোড়দৌড় হতো। হকারেরা অশ্লীল পিপ-শো দেখাত, আরব মিষ্টি, বিশেষ ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফার্ন, তুর্কি পিঠা বিক্রি করত। ইহুদিদের পুরিম পর্বে মুসলিম ও খ্রিস্টান আরবেরা ঐতিহ্যবাহী ইহুদি পোশাক পরত, তিন ধর্মের লোকেরাই দামাস্কাস গেটের বাইরে ন্যায়পরায়ণ সাইমনের সমাধিতে (টম্ব অব সাইমন দ্য জাস্ট) ইহুদি পিকনিকে শরিক হতো। ইহুদিরা তাদের আরব প্রতিবেশীদের *ম্যাটজা* (বিশেষ ধরনের রুটি) উপহার দিত, পাসওভার সেদের ডিনারে দাওয়াত করত। বিনিময়ে আরবেরা উৎসবশেষে ইহুদিদের নতুন করে বানানো রুটি উপহার দিত। ইহুদি *মোহেলরাই* সাধারণত মুসলিম শিশুদের খৎনা করাত। মুসলিম প্রতিবেশীরা হজ করে ফিরে আসার পর ইহুদিরা তাদের জন্য পার্টির আয়োজন করত। আরব ও সেফারদিক ইহুদিদের মধ্যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। সত্যি বলতে কী, আরবেরা সেফারদিসদের বলত '*ইয়াহুদ, আওলাদ আরব*'- আরব সন্তান ইহুদি অর্থাৎ তাদের নিজেদের ইহুদি। অনেক আরব নারী ল্যাদিনো পর্যন্ত শিখত। খরার সময় আলেমরা বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করতে সেফারদিকদের অনুরোধ করত। সেফারদিকদের, আরবিভাষী ভ্যালেরো (নগরীর শীর্ষ ব্যাংকার গোষ্ঠী), সঙ্গে অনেক বনেদি পরিবারের ব্যবসায়িক অংশীদারিত্ব ছিল। দুঃখজনক বিষয় হলো, আরব অর্থোডক্স খ্রিস্টানেরা ইহুদিদের প্রতি সবচেয়ে বিদ্বেষপরায়ণ ছিল। এসব খ্রিস্টান ঐতিহ্যবাহী ইস্টার সঙ্গীতে তাদের অপদস্থ করত, চার্চের কাছাকাছি গেলে তাদের নির্বিচার মৃত্যুদণ্ড দিত।

বাদেকার যদিও পর্যটকদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছিলেন, 'জেরুজালেমে গণ-বিনোদনের কোনো স্থান নেই' কিন্তু বাস্তবে এটি ছিল সঙ্গীত আর নৃত্যের নগরী। স্থানীয়রা কফি হাউজগুলোতে মিলিত হতো, ভূগর্ভস্থ বারগুলোতে হুক্কা (*নারগিলেহ*) টানত, পাশা খেলত, কুস্তি খেলা দেখত, বেলি নৃত্য উপভোগ করত। বিয়ে অনুষ্ঠান ও উৎসব-পর্বে সার্কেল-ড্যান্সিং (*ড্যাবক্যাহ*) হতো, আর শিল্পীরা এমন সব গান করত যেগুলোর ভাষা হতো : 'প্রিয়া আমার, তোমার সৌন্দর্যে আমি ধরাশায়ী।' আরবেরা সঙ্গীত ভালোবাসত, তারা সেফারদিসদের আন্দালুসিয়ান ল্যাদিনো সঙ্গীতও উপভোগ করত। দরবেশেরা *মাজার* ঢাক ও করতালসহযোগে উদ্দামপূর্ণ জিকিরের তালে তালে নৃত্যে মেতে ওঠত। খাশ মহলগুলোতে আরব ও ইহুদি শিল্পীরা বীণা (*ওদ*), বাঁশি (*রাব্বাবা*), ডবল ক্লারিনেট (*জুমারা ও ইরগুল*) ও নাকাড়া (*ইনাকারা*) বাজিয়ে গান করত। এসব যন্ত্র জেরুজালেমের ছয়টি হাম্মামে (বাথহাউজ) অনুরণিত হতো। পুরুষেরা (সাধারণত ভোররাত ২টা থেকে দুপুর পর্যন্ত) এখানে ম্যাসেজ করত, গোঁফ ছাটত; নারীরা মেহদি ও পরিত্যক্ত কফি দিয়ে তাদের চুল রাঙাত। জেরুজালেমে নববধূদের তাদের বান্ধবীরা গান-বাজনাসহকারে হাম্মামে নিয়ে যেত। সেখানে উৎসবমুখর পরিবেশে *জারনিক* (আলকাতরা ধরনের তরল) দিতে তাদের শরীরের সব পশম তোলা হতো। বিয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত শুরু হতো গোসল দিয়ে। তারপর বর ও তার দল কনের বাড়ি গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। বনেদি পরিবারগুলোর বিয়ে অনুষ্ঠানে বরযাত্রীদের মাথার ওপর চাঁদোয়া ধরে রাখত তাদের চাকর-বাকরেরা। টর্চের আলোর মধ্যে ঢাক ও বাঁশি বাজিয়ে তারা টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত যেত।

জেরুজালেম সমাজে বনেদি পরিবারগুলো ছিল সবার ওপরে। প্রথম মিউনিসিপ্যাল নেতা ছিল এক দাজানি। ১৮৬৭ সালে ইউসুফ আল-দিয়া আল-খালিদি (২৫ বছর) জেরুজালেমের প্রথম মেয়র হয়েছিলেন। এরপর থেকে পদটি সব সময় বনেদি পরিবারগুলো ধরে রেখেছিল। ওই পদে ছয়জন হোসেইনি, চারজন আলামি, দুজন খালিদি, তিনজন দাজানি অধিষ্ঠিত ছিল। খালিদি (তার মা ছিলেন হোসেইনি বংশীয়) মাল্টায় একটি প্রটেস্ট্যান্ট স্কুলে পড়াশোনা করতে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তিনি ইস্তাম্বুলে উদারমনা প্রধানমন্ত্রী (গ্র্যান্ড ভিজির) হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে মনে করতেন প্রথমত একজন 'উৎসি'-জেরুজালেমবাসী (তিনি জেরুজালেমকে বলতেন 'আবাসভূমি')- দ্বিতীয়ত একজন আরব (এবং শ্যামি, বৃহত্তর সিরিয়ার শামস আল-বিলাদের অধিবাসী), তৃতীয়ত একজন উসমানিয়া। তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী, *নাহদার* (আরব সাহিত্য রেনেসাঁস, যার মাধ্যমে কালচারাল ক্লাব, পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের গতিবেগের সঞ্চার হয়।) অন্যতম তারকা।** অবশ্য প্রথম মেয়রকে তার মিউনিসিপ্যাল দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যুদ্ধেও যেতে হয়েছিল। গভর্নর ৪০ জন ঘোড়সওয়ার দিয়ে তাকে কেরাকের বিদ্রোহ দমনে পাঠিয়েছিলেন। সম্ভবত আধুনিক ইতিহাসে তিনি একমাত্র মেয়র, যিনি অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

বনেদি পরিবারগুলোর স্বতন্ত্র ঝাণ্ডা ছিল, নগরীর উৎসব-পর্বগুলোতে তাদের নিজস্ব ভূমিকাও ছিল। হলি ফায়ার (পবিত্র অগ্নি) পর্বে ১৩টি শীর্ষস্থানীয় খ্রিস্টান আরব পরিবার তাদের ঝাণ্ডা নিয়ে মিছিল করত। নবি মুসা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব। সমগ্র ফিলিস্তিন থেকে হাজার হাজার লোক ঘোড়ায় চড়ে, হেঁটে সমবেত হতো। মুফতি (তিনি সাধারণত হোসেইনি হতেন) ও উসমানিয়া গভর্নর তাদের স্বাগত জানাতেন। ঢাক, করতালযোগে প্রচণ্ড হইচইপূর্ণ নৃত্য ও সঙ্গীত হতো। সুফি দরবেশেরা ঘূরপাক খেতেন- 'অনেকে জ্বলন্ত কয়লা মুখে পুরতেন, অনেকে তাদের গণ্ড দেশে বড় বড় পেরেক ঢুকিয়ে দিতেন' এবং জেরুসালেমবাসী ও নাবলুসবাসীর মধ্যে পাঞ্জা-লড়াই হতো। অতিরিক্ত-উত্তেজিত আরব গু ারা অনেক সময় ইহুদি ও খ্রিস্টানদের প্রহার করত। জনতা টেম্পল মাউন্টে সমবেত হলে তোপধ্বনি করে তাদের স্যালুট জানানো হতো। তারপর ঘোড়ায় চড়ে হোসেইনিরা আসত তাদের নিজস্ব সবুজ ঝাণ্ডা দোলাতে দোলাতে। তারা অশ্ববাহিত বহরটিকে জেরিকোর কাছে বেইবার্সের মাজারে নিয়ে যেত। দাজানিরা দাউদের সমাধিতে (ডেভিড'স

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টম্ব) তাদের নিজস্ব লাল ঝাণ্ডা উড়াত। প্রতিটি পরিবারের নিজস্ব বংশানুক্রমিক ক্ষেত্র ছিল- হোসেইনিদের ছিল টেম্পল মাউন্ট, খালিদিদের আদালতপাড়া। তবে মেয়র পদটি নিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হতো। এই পদটি ছিল শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাসূচক এবং ইস্তাম্বুল রাজনীতির বিপজ্জনক খেলার ঘুঁটি।

রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট বলকানের অর্থোডক্স স্লাভেরা স্বাধীনতা দাবি করল; উসমানিয়া সাম্রাজ্য তখন টিকে থাকার সংগ্রামে নিয়োজিত। নতুন ও আরো বলিষ্ঠ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সিংহাসন-আরোহণ ঘোষিত হলো বুলগেরিয়ান খ্রিস্টানদের হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে। রাশিয়ার চাপে আবদুল হামিদ সংবিধান গ্রহণ এবং পার্লামেন্ট নির্বাচন দিতে রাজি হলেন। তখন জেরুজালেমে হোসেইনিরা পুরনো স্বৈরশাসনকে সমর্থন করে, খালিদিরা ছিল নতুন উদারমনা। মেয়র খালিদি জেরুজালেমের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ইস্তাম্বুল রওনা হলেন। অবশ্য সংবিধানটি ছিল চাপ এড়ানোর একটি কৌশল। আবদুল হামিদ এটা বাতিল করে দিলেন। তিনি খলিফার প্রতি নিখিল-ইসলামি আনুগত্যের ধারণা-সংবলিত নতুন উসমানিয়া জাতীয়তাবাদ প্রচার শুরু করলেন। এই বুদ্ধিমান তবে খেপাটে সুলতান (তিনি ছিলেন খর্বাকার, কণ্ঠস্বর ছিল মিনমিনে, দুর্বল) শাসনকাজে তার *খাফিয়া* গোয়েন্দা পুলিশকে ব্যবহার করতেন। এই বাহিনী তার সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং এক ক্রীতদাসীসহ অনেককে হত্যা করে। তিনি ঐতিহ্যবাহী সুবিধাগুলো ভোগ করলেও (তার হেরেমে ৯০০ বাঁদী ছিল) বেশ আতঙ্কে থাকতেন, প্রতিরাতে বিছানার নিচ পরীক্ষা করতেন। তবে তিনি সুদক্ষ সূত্রধর, শার্লক হোমসের পাঠক এবং তার নিজের থিয়েটারের প্রযোজকও ছিলেন।

তার দমন-পীড়ন সঙ্গে সঙ্গে জেরুজালেমে অনুভূত হলো। ইউসুফ খালিদিকে ইস্তাম্বুল থেকে বহিষ্কার, মেয়র পদ থেকে পদচ্যুৎ করা হলো, উমর আল-হোসেইনিকে ওই পদে নিয়োগ করা হলো। খালিদিদের পতনের এই সময় হোসেইনিদের উত্থান ঘটে। ইতোমধ্যে রাশিয়া উসমানিয়া সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন ডিসরাইলি তাদের রক্ষায় এগিয়ে এলেন।

* হিব্রু ভাষায় হ্যাসিদিম শব্দের অর্থ 'ধার্মিক'। জেরুজালেমে তাদের ক্রমবর্ধমান উপস্থিতি দেখা যায়। ১৭ শতকের অতীন্দ্রিয়বাদের উত্তরাধিকারী হ্যাসিদিক ইহুদিরা এখনো ওই যুগের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কালো লেবাস পরে। ১৭৪০-এর দশকে ইসরাইল বেন ইলিজার নামে ইউক্রেনের এক ওঝা (ফেইথ-হিলার) বাল শেম টোভ (সম্মানিত ব্যক্তিত্ব) নাম গ্রহণ করে এমন এক গণআন্দোলনের সৃষ্টি করেন যা তালমুদীয় অধ্যয়নকে চ্যালেঞ্জ করে। তিনি ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের জন্য প্রার্থনা, ভজন ও নৃত্যে মোহগ্রস্ত ধরনের আচরণ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীন্দ্রিয় অনুশীলনের আহ্বান জানান। তাদের প্রধান বিরোধী ছিলেন ভিলনা গাওন। তারা এসবকে লোকজ কুসংস্কার অভিহিত করে প্রচলিত তালমুদীয় শিক্ষার ওপর জোর দেয়। তাদের সজ্ঘাত অনেকটা অতীন্দ্রিয়বাদী সুফি এবং ইসলামি রক্ষণশীল যেমন সৌদি ওয়াহাবিদের বৈপরীতের কথা মনে করিয়ে দেয়।

** ১৭৬০-এর দশক থেকে খালিদিরা একটি পাঠাগার গড়ার কাজ করছিল। তারা পাঁচ হাজার ইসলামি গ্রন্থ, (অনেকগুলো ছিল ১০ম শতকের) এবং ১২ শ' পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে। ১৮৯৯ সালে রাগিব খালিদি তার সংগ্রহগুলোর সঙ্গে ইউসুফ ও তার কাজিনদের সংগ্রহগুলো একত্রিত করেন। পরের বছর তিনি সিলসিলা স্ট্রিটে বারকা খানের মামলুক সমাধি এলাকায় খালিদি লাইব্রেরি চালু করেন। পাঠাগারটি এখনো সেখানে আছে।

জেরুজালেমের টাট্টু : দুই ব্রিটিশ প্রিন্স এবং রাশিয়ান গ্র্যান্ড ডিউক

তিনি সবেমাত্র লিওনেল ডি রথচাইল্ডের কাছ থেকে চার মিলিয়ন পাউন্ড ধার করে সুয়েজ খাল কিনেছেন। রথচাইল্ড জানতে চেয়েছিলেন, 'সিকিউরিটি কি দেবেন?' ডিসরাইলির সচিব বললেন, 'ব্রিটিশ সরকার। এটা আপনার থাকবে।' এখন ১৮৭৮ সালে বার্লিন কংগ্রেসে ডিসরাইলি রাশিয়ার লাগাম টেনে ধরা এবং সমঝোতায় উপনীত হতে ইউরোপের মন্ত্রিসভাগুলোকে রাজি করান। এর ফলে ব্রিটেন সাইপ্রাস দখল করতে সক্ষম হয়। তার দক্ষতার প্রশংসা করেন জার্মান চ্যান্সেলর প্রিন্স বিসমার্ক, ডিসরাইলিকে লক্ষ করে বললেন, 'দ্য ওল্ড জু- তিনিই নায়ক।' উসমানিয়াদের দখলে থাকা ইউরোপে খ্রিস্টান এলাকার অনেকটাই ছেড়ে দিতে হলো, ইহুদি এবং অন্য সংখ্যালঘুদের অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়। ১৮৮২ সালে মিসরের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে ব্রিটেন, অবশ্য, ন্যূনতম পর্যায়ে আলবেনীয় রাজবংশের মর্যাদা বহাল থাকে। ব্রিটেনের দুই প্রতিনিধি জেরুজালেম সফরের মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে দেশটির অবস্থান মজবুত করে। এরা হলেন ব্রিটিশ সিংহাসনের দুই তরুণ উত্তরাধিকারী- প্রিন্স অ্যালবার্ট ভিক্টর (প্রিন্স এডি নামে পরিচিত, বয়স ১৮) এবং তার ভাই জর্জ (পরবর্তীকালের পঞ্চম জর্জ, বয়স ১৬)।*

তারা মাউন্ট অব অলিভসে তাদের ক্যাম্প স্থাপন করেছিলেন। প্রিন্স জর্জ লিখেছেন, 'ঠিক ওই জায়গাটিতেই পাপা ক্যাম্প খাটিয়েছিলেন, তার মনে হয়েছিল, 'এটা অত্যন্ত চমৎকার জায়গা'। তাদের ক্যাম্পে ১১টি বিলাসবহুল তাঁবু ছিল। এগুলো বহন করা হয়েছিল ৯৫টি পশু, রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল ৬০ জন চাকর, পুরো কাজের তদারকিতে ছিলেন ট্রাভেল এজেন্টগুলোর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব টমাস কুক। এই জর্জি ব্যাপ্টিস্ট মিনিস্টার ১৮৬৯ সালে লিস্টার থেকে লুবোরো পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিতাচারের প্রচারণাপূর্ণ পর্যটন ব্যবসা শুরু করেন। এখন কুক এবং তার ছেলেরা (তাদের একজন প্রিন্সদের সঙ্গেই ছিলেন) নতুন পর্যটনে নামল। বেদুইন বা আবু ঘোশ উপজাতি (জাফা রোড থেকে তখনো তাদের প্রাধান্য ছিল, তাদের হয় ঘুষ দিতে হতো বা দলে নিতে হতো) লোকদের হামলা থেকে রক্ষা পেতে তারা চাকর-বাকর, প্রহরী, ড্রাগোমনদের (অনুবাদক ও অনুচর) ছোট ছোট দল ভাড়া করতেন। এসব প্রযোজক আরব ঐতিহ্যে ডাইনিং রুম ও রিসিভিং রুমসহ চমকপ্রদ লাল ও ফিরোজা রঙের জাঁকাল সিল্কের তাঁবু খাটাতেন। তাতে গরম ও ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা পর্যন্ত থাকত। এগুলো ধনী ইংরেজ পর্যটকদের মধ্যে হাজার এক রাত্রির তথা আরব্য রজনীর মতো পরিবেশে প্রাচ্য সফরে উদ্বুদ্ধ করত।

টমাস কুকের অফিস ছিল জাফা গেটে। স্থানটি তখন জেরুজালেমের নতুন পর্যটন-বান্ধব ঠিকানায় পরিণত হয়েছে। বাথশেবা'স পুলের ঠিক ওপরে গ্র্যান্ড নিউ হোটেল এবং গেটের ঠিক বাইরে জোয়াসিম ফাস্ট হোটেল নির্মাণের মাধ্যমে এটা আরো পরিচিত হয়ে ওঠে। ১৮৯২ সালে অবশেষে জেরুজালেমে রেলগাড়ি পৌঁছে। এর মাধ্যমে সত্যিকার অর্থে নগরীতে পর্যটনের বিকাশ ঘটে।

পর্যটনের পাশাপাশি ফটোগ্রাফির বিকাশ ঘটে। অপ্রত্যাশিতভাবে জেরুজালেমের ফটোগ্রাফিক বিপুল জনপ্রিয়তা ঘটিয়েছিলেন আমেরিকান প্যাট্রিয়ার্ক ইয়েসেয়ি গ্যারাবেদিয়ান, যিনি 'সম্ভবত বিশ্বের সবচেয়ে সুদর্শন ক্ষমতাবান পুরুষ ছিলেন।' তিনি পড়াশোনা করেছিলেন ম্যানচেস্টারে। তার দুই অনুগ্রহভাজন পাদ্রিত্ব ছেড়ে জাফা রোডে ফটোগ্রাফিক স্টুডিও খোলেন। তারা বাইবেলিক পোশাকে পর্যটকদের ছবি তুলতেন বা তাদের কাছে 'বাইবেলিক পোজে' আরবদের ছবি বিক্রি করতেন। বিশেষ একটি সময় শ্মশ্রুমণ্ডিত ও ভেড়ার চামড়া গায়ে দেওয়া রাশিয়ান কৃষকেরা আশ্চর্য হয়ে দেখেছিল, 'নীল নয়না ফর্সা এক ইংরেজ নারী' মাথায় পিতলের রিং এবং 'বক্ষ প্রকটভাবে প্রকাশ' করা 'আঁটসাঁট অন্তর্বাসে'র সঙ্গে 'এম্ব্রয়ডারি করা চকচকে কস্টিউম' পরে ডেভিড'স টাওয়ারে ছবি তুলছে। রাশিয়ানেরা ছিল অর্ধেক আতঙ্কিত, অর্ধেক ধাঁধায়। সম্প্রসারণশীল নিউ সিটি স্থাপত্যগত দিক দিয়ে এত সারগ্রাহী ছিল যে, জেরুজালেমের কোনো কোনো বাড়ি কিংবা কোনো কোনো উপশহরের পুরোটাই মধ্যপ্রাচ্যের বাইরের বলে মনে হতো। নতুন নতুন খ্রিস্টান ভবনগুলো শতাব্দীর শেষ দিকে গড়ে ওঠতে থাকে। এগুলোর মধ্যে ছিল ২৭টি ফরাসি, ১০টি ইতালীয় ও ৮টি রাশিয়ান মঠ।**

ব্রিটেন ও প্রুশিয়া তাদের অভিন্ন ইঙ্গ-প্রুশিয়ান বিশপ পদটির অবসান ঘটানোর পর অ্যাংলিকানেরা তাদের অ্যাংলিক্যান বিশপের জন্য মজবুত ইংলিশ সেন্ট জর্জেস ক্যাথেড্রাল নির্মাণ করে। অবশ্য ১৮৯২ সালে উসমানিয়ারাও নির্মাণ করছিল। আবদুল হামিদ ১৯০১ সালে তার ২৫ বছর উদযাপন উপলক্ষে নতুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন ঝরনা, খ্রিস্টান কোয়ার্টারে সরাসরি যাওয়ার জন্য নিউ গেট নির্মাণ করেন। তিনি জাফা গেটে বেল টাওয়ার যুক্ত করেন যেটিকে মনে হতো শহরতলির কোনো ইংলিশ রেলওয়ে স্টেশনের অংশ।

এদিকে ইহুদি, আরব, গ্রিক ও জার্মানরা প্রাচীরের বাইরে নিউ সিটিতে ঔপনিবেশ স্থাপন করতে থাকে। ১৮৬৯ সালে সাতটি ইহুদি পরিবার জাফা গেটের বাইরে নাহালাত শিভা (কোয়ার্টার অব দ্য সেভেন) প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৭৪ সালে উগ্র-অর্থোডক্স ইহুদিরা মিয়া শেয়ারিমে, বর্তমান হ্যাসিদিক কোয়ার্টারে বসতি স্থাপন করে। ১৮৮০ সাল নাগাদ ১৭ হাজার ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে যায়। সেখানে তখন ৯টি নতুন ইহুদি উপশহর ছিল। আর আরব বনেদি পরিবারগুলো দামাস্কাস গেটের উত্তর দিকের এলাকা শেখ জারায় তাদের নিজস্ব হোসেইনি ও নাশাশিবি কোয়ার্টার নির্মাণ করে। বনেদি পরিবারের আরব ম্যানশনগুলো হাইব্রিড তুর্কি-ইউরোপীয় স্টাইলে সিলিং দিয়ে সাজানো হয়। এক হোসেইনি ওরিয়েন্ট হাউজ নির্মাণ করে, যার ড্রইংরুমটি ছিল ফুল ও জ্যামিতিক প্যাটার্নে। আর রাবাহ এফেন্দি হোসেইনির ম্যানশনের পাশী রুমটি দিব্যসুন্দর নীল রঙের উঁচু গম্বুজ, লতাপাতা দিয়ে সাজানো হয়। ওরিয়েন্ট হাউজ প্রথমে হোটেলে পরিণত করা হয়। পরে ১৯৯০-এর দশকে সেটা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের জেরুজালেম সদরদফতরে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর রাবাহ হোসেইনির ম্যানশনটি পরিণত হয় জেরুজালেমের সবচেয়ে বিখ্যাত আমেরিকান পরিবারের বাসা।

* দুই ক্যাপ্টেন চার্লস উইলসন ও কনডার (প্যালেস্টাইন ইক্সপে-ারেশন ফান্ডের প্রত্নতত্ত্ববিদ দুই প্রিন্সকে জেরুসালেম ঘুরিয়ে দেখান। দুই প্রিন্স সেফারদিক পাসওভার ডিনারে অংশ নেন, 'সুখী পারিবারিক সমাবেশের' এই 'সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে' খুবই অভিভূত হয়েছিলেন। তারা এমনকি তাদের ট্যাটুতে আরো বেশি উদ্দীপ্ত হন। প্রিন্স জর্জ লিখেছিলেন, 'আমাকে ওই লোকেরাই ট্যাটু লাগাল, যারা আমার পাপাকে [প্রিন্স অব ওয়ালেস] লাগিয়েছিল।

কুকের অফিসের সাইনবোর্ডে লেখা ছিল : টমাস কুক অ্যান্ড সন-এর জেরুজালেমে বৃহত্তম ড্রাগোমন, খচ্চরচালক, সর্বোত্তম বাহন (লন্ডাস), গাড়ি, ক্যাম্প, পর্যটন সামগ্রী ইত্যাদি আছে! গ্র্যান্ড নিউ হোটেল রোমান ধ্বংস্তূপের স্মৃতি বহন করত : সেকেন্ড ওয়ালের কিছু অংশ, টেন্থ লিজিয়নের প্রতীক-সংবলিত টাইলস এবং আগাস্টাসের জনৈক প্রতিনিধির নির্মিত একটি স্তম্ভ, যা দীর্ঘ দিন একটি সড়কবাতির ভিত্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

** জার্মান স্থাপত্যবিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ কনরাড স্কিক ছিলেন তার আমলে সবচেয়ে খ্যাতিমান স্থাপত্যবিদ। তবে তার ভবনরাজিতে পিজিয়ন-হোল রাখা হতো না। তার বাড়ি থাবর হাউজে কিংবা চ্যাপেলটিতে জার্মানিক, আরব ও গ্রিকো-রোমান স্টাইল দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক বিকাশের ফলে হোসেইনিরা এবং নাশাশিবিদের মতো অপেক্ষাকৃত নতুন বনেদি পরিবারগুলো অনেক ধনী হন। হোসেইনিদের একজন নতুন রেলওয়ে স্লি-পার যোগান দেন। ১৮৫৮ সালে উসমানিয়া ভূমি আইনে অনেক প্রাচীন *ওয়াকফ* বেসরকারিকরণ করা হয়। এর ফলে বনেদি পরিবারগুলো ধনী ভূমি মালিক এবং শস্য ব্যবসায়ীতে পরিণত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরব কৃষকেরা (*ফেলাহিন*)। তারা এখন অনুপস্থিত ভূমি মালিককের দয়ার ওপর নির্ভর করতে থাকে। এ কারণে রওফ পাশা (শেষ হামিদিয়ান গভর্নর) বনেদি পরিবারগুলোকে বলতেন 'পরজীবী'।

আমেরিকান ওভারকামার : যিশুর দুধ গরম রাখা

১৮৭৩ সালের ২১ নভেম্বর আনা স্প্যাফোর্ড এবং তার চার মেয়ে *ভিল ডি হার্ভে* জাহাজে করে আটলান্টিক পাড়ি দিচ্ছিলেন। এ সময় অন্য একটি জাহাজের আঘাতে তাদেরটি ডুবে যায়। এতে তার চার সন্তানের সলিল সমাধি ঘটে, আনা বেঁচে যান। উদ্ধার পাওয়ার পর সন্তানদের মৃত্যুর খবর শুনে তিনিও তাদের সঙ্গে যোগ দিতে পানিতে ঝাঁপ দিতে চেয়েছিলেন। পরে তিনি তার স্বামীকে (শিকাগোর ধনী আইনজীবী হোর‍্যাটিও) হৃদয়বিদারক টেলিগ্রাম লিখেন : 'একা বেঁচে আছি। আমি কি করব?' স্প্যাফোর্ডরা যা করল তা হলো, স্বাভাবিক জীবন ছেড়ে দিয়ে তারা জেরুজালেমে চলে আসলো। প্রথমে তারা আরো মর্মান্তিক অবস্থার মুখে পড়ল। তাদের পুত্রসন্তান আরক্ত জ্বরে মারা গেল। ফলে তাদের ছয় সন্তানের মধ্যে শুধু বার্থাই বেঁচে রইল। আনা স্প্যাফোর্ড বিশ্বাস করতেন, কোনো 'উদ্দেশ্যে তার জীবন রয়ে গেছে'। তবে এই দম্পতিকে ক্ষিপ্ত করে তাদের প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চ জানায়, তারা ঈশ্বরের শাস্তি ভোগ করছে। পরিবারটি তাদের নিজস্ব মিসাইনিক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, আমেরিকান সংবাদমাধ্যম যেটাকে বলত 'ওভারকামার'। সম্প্রদায়টি বিশ্বাস করত, জেরুজালেমে ভালো কাজ এবং ইসরাইলে ইহুদিদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা (এবং পরে তাদের ধর্মান্তর) সেকেন্ড কামিং ত্বরান্বিত করবে।

১৮৮১ সাল থেকে ওভারকামাররা (১৩ জন প্রাপ্ত বয়স্ক ও তিনটি শিশু, তারাই ছিল আমেরিকান কলোনির মূল অংশ পরিণত হয়) দামাস্কাস গেটের সামান্য ভেতরে একটি বিশাল বাড়িতে বসবাস করতে থাকে। ১৮৯৬ সালে সুইডিশ ইভানজেলিক্যাল চার্চের কৃষকেরা তাদের সঙ্গে যোগ দিলে তাদের আরো বড় বাড়ির প্রয়োজন হয়। তারা তখন নাবলুস রোডের শেখ জারায় রাবাহ হোসেইনির ম্যানশনটি ভাড়া নেয়। হোর‍্যাটিও ১৮৮৮ সালে মারা যান। তবে তাদের সেকেন্ড কামিং প্রচার, ইহুদি ধর্মান্তর, কলোনিকে হিতৈষীকেন্দ্রে পরিণত করা, ইভানজেলিক্যাল হাসপাতালগুচ্ছ, এতিমখানা, লঙ্গরখানা, একটি দোকান, নিজস্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটোগ্রাফিক স্টুডিও ও একটি স্কুল নির্মাণ করার মাধ্যমে সম্প্রদায়টি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালনকারী আমেরিকান কনস্যাল জেনারেল সেল্যাহ মেরিল (অ্যান্টিসেমিটিক ম্যাসুচুসেটস কনগ্রেশনালিস্ট পাদ্রি অ্যান্ডোভার অধ্যাপক ও অথর্ব প্রত্নতাত্ত্বিক) তাদের প্রতি বিদ্বেষপ্রসূত আচরণ করতে থাকেন। ২০ বছর ধরে মেরিল কলোনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রতারণা, আমেরিকানবাদের বিরোধিতা, লোভী ও শিশু-অপহরণের অভিযোগ এনে তাদের ধ্বংস করার চেষ্টা চালিয়ে যান। তিনি তাদের চাবকানোর জন্য তার প্রহরীদের পাঠানোর হুমকিও দিয়েছিলেন।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম দাবি করে, কলোনিস্টরা সেকেন্ড কামিংয়ের প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিদিন ওলিভেটে চা তৈরি করে : *ডেট্রইট নিউজে* সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল, 'তারা সব সময় দুধ গরম রাখে, যদি লর্ড ও মাস্টার আসে, তারা গাধাগুলোতে জিন পরিয়ে রাখে, যদি যিশু আবির্ভূত হয়, কেউ কেউ বলে, তারা কখনো মারা যাবে না।' তারা নগরীর প্রত্নতত্ত্বেও বিশেষ অবদান রাখে : ১৮৮২ সালে তারা জনৈক ব্রিটিশ রাজকীয় বীরের প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে। এই লোকটি এক হাতে বাইবেল এবং অন্য হাতে তরবারি ধারনের সাম্রাজ্যবাদী নীতিকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন।

চীনে বক্সার বিদ্রোহ দমনে সহায়তা এবং সুদান শাসনের পর জেনারেল চার্লস 'চাইনিজ' গর্ডন বসতি গাড়েন জন দ্য ব্যাপ্টাইজ গ্রাম আইন কেরেমে। তবে বাইবেল অধ্যায়নের জন্য তিনি নগরীতে চলে আসেন, কলোনিদের মূল বাড়ির ছাদ থেকে জেরুজালেমের প্রকৃতি উপভোগ করতেন। ওই অবস্থাতে তিনি নিশ্চিত হন, বিপরীত দিকের মানব-খুলি আকারের পাহাড়টিই সত্যিকারের গলগাথা। এই ধারণাটি তিনি এত উদ্যোমে প্রচার করেন যে, তার তথাকথিত 'গার্ডেন টম্ব'টি সেপালচরের প্রোটেস্ট্যান্ট বিকল্পে পরিণত হয়।* ইতোমধ্যে ওভারকামেরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অনেক তীর্থযাত্রীর সহায়তায় উদারভাবে এগিয়ে আসে, বার্থা স্প্যাফোর্ড যাদেরকে বলেছেন, 'আল্লাহর উদ্যানে নিষ্পাপ লোক।' তিনি তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'জেরুজালেম নানা মাত্রার সব ধরনের ধর্মীয় উন্মাদ এবং বাতিকগ্রস্ত লোকদের আকৃষ্ট করেছে।' অনেক আমেরিকান ছিল যারা নিজেদেরকে মনে করত 'ইলিজাহ, জন দ্য ব্যাপ্টাইজ কিংবা দৈব-বার্তাবাহক [এবং] জেরুজালেমের আশপাশে অনেক মিসাইয়া (ত্রাণকর্তা) ঘোরাফেরা করত।' ইলিজাদের একজন পাথর দিয়ে হোর‍্যাটিওকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। টাইটাস নামের টেক্সাসের ওই লোকটি নিজেকে মনে করত বিশ্বজয়ী। কিন্তু পরিচারিকাদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করার পরে তিনি হত্যাচেষ্টা থেকে বিরত থাকে। এ দিকে আরেক ধনী ডাচ কাউন্টেজ রেভেলেশন ৭.৪-এর মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া এক লাখ ৪৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজার মানুষের বাসস্থানের জন্য একটি ম্যানশনের নক্সা প্রণয়ন করেন। অবশ্য জেরুজালেমের সব আমেরিকানই খ্রিস্টান হেবরাইস্ট ছিল না। কনস্যাল-জেনারেল মেরিল ওভারকামারদের মতোই ইহুদিদের ঘৃণা করতেন, তিনি তাদেরকে বলতেন উদ্ধত, অর্থপিশাচ, 'দুর্বল সম্প্রদায় যারা সৈনিক, ঔপনিবেশিক বা নাগরিক কোনোটারই উপযোগী নয়।' আমেরিকান কলোনির প্রফুল্লদায়ক ভজন এবং দাতব্য কাজ ধীরে ধীরে তাদেরকে সব সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন করে এবং সুপরিচিত লেখক, তীর্থযাত্রী, রাজনীতিবিদের প্রথম আশ্রয়স্থল হয়ে পড়ে। সুইডিশ লেখক সেলমা ল্যারলোফ অবস্থান করেছিলেন স্প্যাফোর্ডদের সঙ্গেই। তিনি তার উপন্যাস *জেরুজালেম (এর জন্য* সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছিলেন*)*-এর মাধ্যমে কলোনিকে বিখ্যাত করে তোলেন। ১৯০২ সালে ব্যারন প্লাটো ভন উস্তিনভ (অভিনেতা পিটারের দাদা) জাফায় একটি হোটেল চালাতেন, হোটেল সংস্কারের সময় তিনি তার অতিথিদের জিজ্ঞেস করতেন তারা কলোনিতে থাকবেন কি না।[১৯] পশ্চিমারা নগরীটিকে বদলে দিতে থাকলেও শতকটির শেষ নাগাদ জেরুজালেমে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল অর্থোডক্স কৃষক ও নির্যাতিত ইহুদিদের সাম্রাজ্য রাশিয়া। এই উভয় ধরনের লোকই জেরুজালেমের প্রতি অপ্রতিরোধ্যভাবে আকৃষ্ট হতেন, একই জাহাজে তারা ওডিসা থেকে যাত্রা করত।

* সুদানে মেহেদির বিদ্রোহের কারণে জেরুজালেমে তার অবস্থান সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তাকে ফের সুদানের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। খার্তুমে গর্ডন অবরুদ্ধ হন, বাইবেল আঁকড়ে রেখে নিহত হওয়ার জন্য খ্যাতি লাভ করেন। দ্য গার্ডেন টম্বটি কলোনির একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক অর্জন ছিল না। আমরা আগেও দেখিছি, শৈশবে লন্ডন জুইশ সোসাইটির ধর্মান্তরিত জ্যাকব ইলিয়াহু পক্ষ ত্যাগ করে কলোনিতে চলে গিয়েছিলেন। তিনি সিলোয়াম সুড়ঙ্গে শ্রমিকদের ফেলে যাওয়া লিপিটি পেয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪১
রাশিয়ান
১৮৮০-৯৮

গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেই এবং গ্র্যান্ড ডাচেস ইলা

রাশিয়ার কৃষাণ-কৃষাণীরা জায়ন যাত্রায় সাধারণত তাদের গ্রামগুলো থেকে দক্ষিণ দিকে ওডেশা পর্যন্ত সমস্তটা পথ হেঁটে যেত। তারা 'অত্যন্ত পুরু ওভারকোট এবং ভেড়ার চামড়ার টুপির সঙ্গে ফারের জ্যাকেট' পরত, নারীরা 'মাথায় চার-পাঁচটা পেটিকোট ও ধুসর শালের একটা বোচকা বহন করত।' ইংরেজ সাংবাদিক স্টিফেন গ্রাহাম লিখেছেন (তিনি কুঞ্চিত ও অমসৃণ দাড়ি এবং কৃষকের মতো পোশাকসহ নিখুঁত রাশিয়ান ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন) তারা তাদের কাফনের কাপড় সঙ্গে নিত এ কারণে যে, 'তারা যখন জেরুজালেমে পৌঁছাবে, তখন তাদের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। রাশিয়ার কৃষকদের জন্য একটি বিশেষ পন্থায় *মৃত্যুর* জন্য জেরুজালেমে যাওয়াটা ছিল প্রটেস্ট্যান্টদের *জীবনের* প্রতি সামগ্রিকভাবে মনোযোগী হওয়ার মতোই।'

তারা ভতুর্কিপ্রাপ্ত জাহাজে 'অন্ধকার ও নোংরা কুঠুরীতে' ভ্রমণ করত : 'একটি ঝড়ে মাস্তুলগুলো ভেঙে পড়লে কুঠুরীর কৃষকেরা যখন একজন অন্য জনের ওপর লাশের মতো গড়াগড়ি খাচ্ছিল বা পাগলের মতো একে অন্যকে আঁকড়ে ধরছিল, তখন কুঠুরীটির অবস্থা ছিল যেকোনো গহ্বরের চেয়ে জঘন্য, নরকের চেয়েও দুর্গন্ধময়!' জেরুজালেমে 'রাশিয়ান প্যালেস্টাইন সোসাইটির জাঁকাল ইউনিফর্ম (টকটকে লাল ও ক্রিম কালার আলখিল্লা এবং রাইডিং নিকার) পরিহিত এক বিশাল মন্টেনেগ্রিন গাইড তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে কম্পাউন্ডে নিয়ে গেল।' পুরোটা পথে 'প্রায় নগ্ন এবং ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন কুৎসিত আরব ভিক্ষুকেরা তাম্রমুদ্রার জন্য চিৎকার করছিল।' তীর্থযাত্রীরা থাকছিল 'দিনে তিন পেনির' জনাকীর্ণ বিশাল ডরমেটরিগুলোতে, খেত কাশা (বাঁধাকপি স্যুপ) ও কয়েক মগ কভাস (পচা বিয়ার)। রাশিয়ানের সংখ্যা এত বেশি ছিল যে, "আরব বালকেরা রাশিয়ান ভাষায় 'মস্কোভাইটেরা ভালো' বলে চিৎকার করে দৌড়াতে থাকল!"

পুরো সফরজুড়েই নানা গুজব শোনা গিয়েছিল : 'জাহাজে অতিন্দ্রীয় ক্ষমতাসম্পন্ন একজন যাত্রী আছেন।' অবতরণের পর তারা 'ঈশ্বরের জয় হোক' বলে চিৎকার করে কাঁদত! তারা বলাবলি করত, 'জেরুজালেমে অতিন্দ্রীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষমতাসম্পন্ন তীর্থযাত্রী আছেন।' তারা গোল্ডেন গেটে বা হেরোডের প্রাচীরে যিশুকে দেখেছে বলে দাবি করতেন। গ্রাহাম জানান, 'তারা একটি রাত কাটাত খ্রিস্টের সেপালচরে, হলি ফায়ার গ্রহণ করে কফিনের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য সঙ্গে রাখা টুপি দিয়ে আগুনটা নেভাত।' তবুও তারা 'ধনী পর্যটকদের জাগতিক, আনন্দভূমি জেরুজালেম' নিয়ে বিশেষ করে 'বিশাল অপরিচিত নোংরা কীটতুল্য' চার্চ তথা 'মৃত্যুপুরী' নিয়ে বেশ কষ্ট পেত। তারা মনে মনে নিজেদের আশ্বস্ত করত, 'আমরা সত্যি তখনই যিশুকে খুঁজে পাব, যখন জেরুজালেমের দিকে তাকানো ছেড়ে গসপেলকে আমাদের দিকে তাকাতে সুযোগ দেব।' অবশ্য তাদের হলি রাশিয়া নিজেও বদলে যাচ্ছিল : দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের ১৮৬১ সালে ভূমিদাসদের মুক্তি দেওয়ার ফলে সংস্কারের প্রত্যাশা এত বেড়ে যায়, যা তার পক্ষে মেটানো সম্ভব হয়নি : নৈরাজ্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সন্ত্রাসীরা তাকে তার সাম্রাজ্যেই ধ্বংস করে দেয়। একটি আক্রমণকালে নিজেই পিস্তল বের করে খুন করতে আসা লোকদের গুলি করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৮১ সালে তিনি সেন্ট পিটার্সবার্গে গুপ্তহত্যার শিকার হন, চরমপন্থীদের বোমায় তার পা দুটি উড়ে গিয়েছিল।

দ্রুত গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ইহুদিরা এতে জড়িত (সন্ত্রাসীদের চক্রে এক ইহুদি নারী থাকলেও আততায়ীদের মধ্যে কোনো ইহুদি ছিল না)। এতে করে রাশিয়াজুড়ে, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং অনেক সময় পরিচালনায়, ইহুদিদের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। এসব অত্যাচারের ফলে পাশ্চাত্য জগত নতুন একটি শব্দ পেয়ে যায় : পোগ্রম। রাশিয়ান *গ্রোমিট* থেকে উদ্‌ভূত এই শব্দটির অর্থ ধ্বংস। নতুন সম্রাট তৃতীয় আলেকজান্ডার শ্মশ্রুমণ্ডিত, সংকীর্ণমনা ইহুদিদের 'সামাজিক ক্যান্সার' বিবেচনা করতেন। তিনি মনে করতেন যে ইহুদিরা নিজেদের কারণেই সৎ অর্থোডক্স রাশিয়ানদের হাতে নির্যাতিত হয়ে থাকে। ১৮৮২ সালের তার মে আইনটি আসলে 'অ্যান্টি-সেমিটিজম'কে * রাষ্ট্রীয় নীতিতে পরিণত করে, যা বাস্তবায়ন করত গোপন পুলিশ বাহিনী।

সম্রাট বিশ্বাস করতেন, স্বৈরতন্ত্র এবং অর্থোডক্সির পৃষ্ঠপোষকতায় জেরুজালেমে তীর্থ করার ভক্তিবাদের মাধ্যমে হলি রাশিয়া রক্ষা করা পেতে পারে। এ কারণে 'পূণ্যভূমিতে অর্থোডক্সি জোরদার করতে' ইম্পেরিয়াল অর্থোডক্স প্যালেস্টাইনের সভাপতি হিসেবে তিনি তার ভাই গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেই আলেক্সান্দ্রোভিচকে নিয়োগ করেন।

১৮৮৮ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর সার্গেই এবং তার ২৪ বছর বয়স্কা স্ত্রী ইলা, রানি ভিক্টোরিয়ার আকর্ষণীয়া নাতনি, মাউন্ট অব অলিভসে সাদা চুনাপাথর ও সাতটি জ্বলজ্বলে পেঁয়াজাকৃতির গম্বুজ-সংবলিত চার্চ অব মেরি ম্যাগডালিন উদ্বোধন করেন। উভয়ে জেরুজালেমে চলে আসেন। ইলা রানি ভিক্টোরিয়াকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানিয়েছিলেন, 'আপনি কল্পনা করতে পারবেন না, হলি সেপালচরে প্রবেশের সময় কী পবিত্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। এখানে আসা অত্যন্ত আনন্দদায়ক, আপনার কথা আমার সব সময় মনে পড়ে।' হেসে-দারমস্টডেট প্রটেস্ট্যান্ট প্রিন্সেস হিসেবে জন্মগ্রহণকারী ইলা আবেগপ্রবণভাবে অর্থোডক্সিতে দীক্ষা নিয়েছিলেন। 'শৈশবে যেসব স্থানকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম,' ওইসব পবিত্র স্থান দেখে তিনি 'খুবই খুশি' হয়েছিলেন। সার্গেই ও সম্রাট সতর্কভাবে চার্চের ডিজাইন তত্ত্বাবধান করেছিলেন। আর ইলা ম্যাগডালেনের পেইন্টিংস দেখাশোনা করেছিলেন। ভিক্টোরিয়াকে ইলা বলেছিলেন, 'আমাদের লর্ড আমাদের জন্য যেসব স্থানে দুর্ভোগ সহ্য করেছিলেন, সে স্থানগুলো দেখা স্বপ্নের মতো ব্যাপার। এবং এখানে প্রার্থনা করা গভীর স্বস্তির ব্যাপার।' ইলার স্বস্তির প্রয়োজন ছিল।

৩১ বছর বয়স্ক সার্গেই ছিলেন কঠোর সামরিক নিয়মনিষ্ঠ। এই গুপ্ত স্বৈরাচারীকে এই গুজব তাকে তাড়া করে ফিরত যে তিনি গোপন সমকামী জীবন কাটান, যা ছিল স্বৈরতন্ত্র ও অর্থোডক্সির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। তার এক কাজিন তাকে 'প্রায়শ্চিত্তহীন, একগুঁয়ে, উদ্ধত এবং বেমানান' হিসেবে অভিহিত করে বলেছিলেন, তিনি 'স্বকীতার ভড়ং ধরতেন।' ইলাকে বিয়ে করার মাধ্যমে তিনি ইউরোপীয় রাজপরিবারগুলোর কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসেন। ইলার বোন আলেকজান্দ্রা ভবিষৎ জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন।

তাদের জেরুজালেম যাওয়ার আগে সার্গেইয়ের আগ্রহের বিষয়গুলো (সাম্রাজ্য, ঈশ্বর ও প্রত্নতত্ত্ব) তার নতুন চার্চ, সেপালচরের ঠিক ডানেই অবস্থিত দ্য সেন্ট আলেকজান্ডার ভেস্কিতে মিশে গিয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি কেনার পর সার্গেই ও তার নির্মাতারা আবিষ্কার করেন, দেয়ালগুলো হেড্রিয়ান টেম্পল এবং কনস্টানটাইনের ব্যাসিলিকা আমলের। চার্চটি নির্মাণের সময় তার ভবনে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী আত্মস্থ করে নেওয়া হয়। রাশিয়ান কম্পাউন্ডে তিনি সার্গেই হাউজ তথা রাশিয়ান অভিজাতদের জন্য নব্য-গোথিক টাওয়ার-সংবলিত বিলাসবহুল হোস্টেল উদ্বোধন করেন।** সার্গেই ও ইলার পরিণতি ছিল মর্মান্তিক। অবশ্য এসব ভবন এবং হাজার হাজার রাশিয়ান তীর্থযাত্রীকে আকৃষ্ট করলেও সার্গেইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল রাশিয়ায় সরকারি অ্যান্টি-সেমিটিকবাদের অন্যতম প্রস্তাব উত্থাপন, যা পরিণতিতে রাশিয়ার ইহুদিদের জায়নের অভয়াশ্রমে তাড়িয়ে দেয়।

* জার্মান সাংবাদিক উইলহেম মার ১৮৭৯ সালে তার গ্রন্থ *দ্য ভিক্টরি অব জুদাইজম ওভার জার্মানডম*-এ শব্দটি চালু করেন। ওই সময়ের পুরনো ধর্মীয় বিদ্বেষের বদলে নতুন ধরনের বর্ণবাদী ঘৃণা বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

** সার্গেই হাউজ ২০০৫ সাল পর্যন্ত কাগজে-কলমে সার্গেইয়ের মালিকানাধীনই ছিল। ওই বছর প্রেসিডেন্ট পুতিন ইসরাইল সফরে গিয়ে এর প্রশংসা করেন। বলা হয়ে থাকে, তিনি প্রচণ্ড আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেছিলেন। ইসরাইল ২০০৮ সালে হোস্টেলটি রাশিয়াকে ফিরিয়ে দেয়।

গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেই : রাশিয়ান ইহুদি ও পোগ্রম

তৃতীয় আলেকজান্ডার ১৮৯১ সালে মস্কোর গভর্নর-জেনারেল নিয়োগ করেন সার্গেইকে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে নগরী থেকে ২০ হাজার ইহুদিকে বহিষ্কার করলেন, কোসাক ও পুলিশ বাহিনী দিয়ে পাসওভারের প্রথম দিনের মধ্য রাতে ইহুদিদের এলাকাগুলো ঘিরে ফেলেছিলেন। ইলা লিখেছিলেন, 'আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, ভবিষ্যতে এটা ছাড়া আমাদের মূল্যায়ন করা হবে।' তবে সার্গেই 'বিশ্বাস করতেন, এর মধ্যেই আমাদের নিরাপত্তা নিহিত। আমি এতে লজ্জা ছাড়া আর কিছুই দেখি না।' ৬০ লাখ রাশিয়ান ইহুদি সব সময় জেরুজালেমকে ভক্তি করত, তাদের বাড়ির পূর্ব পাশের দেয়ালের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করত। কিন্তু পোগ্রম তাদেরকে বিপ্লব (তাদের অনেকে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করেছিল) কিংবা পালিয়ে যাওয়ার কোনো একটি গ্রহণ করার দিকে ঠেলে দিল। পরিণতিতে সৃষ্টি হলো ব্যাপক প্রস্থান (এক্সডাস), প্রথম আলিইয়া, যার মানে উচ্চতর স্থান তথা জেরুজালেমের হলি মাউন্টেনের দিকে যাওয়া। ১৮৮১ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত ২০ লাখ ইহুদি রাশিয়া ত্যাগ করেছিল। তবে তাদের ৮৫ শতাংশ প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে নয়, আমেরিকার স্বর্ণালি ভূমির দিকে রওনা হয়েছিল। তার পরও হাজার হাজার লোকের লক্ষ্য ছিল জেরুজালেম। ১৮৯০ সাল নাগাদ রাশিয়ার ইহুদি অভিবাসীরা নগরীটিকে বদলে দেওয়া শুরু করল। এখন ৪০ হাজার জেরুজালেমবাসীর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা ২৫ হাজার। ১৮৮২ সালে সুলতান ইহুদি অভিবাসী নিষিদ্ধ করলেন, ১৮৮৯ সালে ডিক্রি জারি করেন, ফিলিস্তিনে ইহুদিরা তিন মাসের বেশি থাকতে পারবে না। এই আইন কমই প্রয়োগ করা হতো। ইউসুফ খালিদির নেতৃত্বে আরব বনেদি পরিবারগুলো ইহুদি অভিবাসনের বিরুদ্ধে ইস্তাম্বুলে আবেদন জানাল, কিন্তু ইহুদিরা আসতেই থাকল।

বাইবেলের লেখকেরা যখন থেকে জেরুজালেম নিয়ে তাদের রচনা লিখছেন, নগরীটির জীবনী যখন থেকে সার্বজনীন কাহিনীতে পরিণত হয়েছে, তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়েছে অনেক দূর থেকে- বেবিলনে, সুসায়, রোমে, মক্কায়, ইস্তাম্বুলে, লন্ডনে ও সেন্ট পিটার্সবার্গে। ১৮৯৫ সালে জনৈক অস্ট্রিয়ান সাংবাদিকের লেখা *দ্য*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুইশ স্টেট গ্রন্থটি ২০ শতকের জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারণ করে দিয়েছিল।[২০]

তৃতীয় আলেকজান্ডার মারা যান ১৮৯১ সালে। তার উত্তরাধিকারী হন তার অনভিজ্ঞ, অথর্ব, হতভাগা ছেলে দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি তার পিতার কঠোর স্বৈরতন্ত্রে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। তিনি 'সার্গেই চাচা'কে পছন্দ করতেন, বিশ্বাস করতেন। সার্গেই মস্কোতে অভিষেক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। এতে পদদলিত হয়ে উৎসবরত হাজার হাজার কৃষক মারা গিয়েছিল। সার্গেই তার ভাইপোকে উৎসব অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন, দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যায় নয়

জায়নবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওহ্ জেরুজালেম : এখানে উপস্থিত নাজারেথের সুখ স্বপ্ন দেখা ব্যক্তিটি ঘৃণা বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই করেনি।

থিওডোর হারজল, *ডায়েরি*

ইয়াহইয়ে'র ক্রুদ্ধ অবয়বটি তপ্ত পাথরে ধ্যানমগ্ন, যা ধর্মের নামে এই পৃথিবীর অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে অনেক বেশি ধর্মীয় হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন প্রত্যক্ষ করেছে।

আর্থার কোয়েসলার

কোনো রাষ্ট্রের যদি আত্মা থাকে, তবে ইসরাইল ভূমির আত্মা হলো জেরুজালেম।

ডেভিড বেন-গুরিয়ান, সংবাদপত্রে সাক্ষাতকার

অ্যাথেন্স ও জেরুজালেম ছাড়া অন্য কোনো শহর মানবজাতির কাছে এত প্রিয় নয়।

উইনস্টন চার্চিল, *দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার*, খণ্ড ৬ : *ট্রাইম্ফ অ্যান্ড ট্রাজেডি*

জেরুজালেমবাসী হওয়া সহজ নয়। এই পথে ফুল আর কাঁটা একসঙ্গে থাকে। ওল্ড সিটির ভেতরে বড়রা হয়ে যায় ছোট। পোপ, প্যাট্রিয়ার্ক, রাজা- সবাই তাদের মুকুট খুলে ফেলে। এটা রাজাধিরাজের শহর; নশ্বর পৃথিবীর রাজা ও প্রভুরা এর শাসক নয়। কোনো মানুষ কোনোকালে জেরুজালেমের অধিকার পায়নি।

জন থলিল, 'আই য়্যাম জেরুজালেম', *জেরুজালেম কোয়ার্টারলি*

আর ভারবাহী গেঁয়োলোকেরা
অপরিহার্য লোকেরা
অবশ্যই বোঝা বহন করবে
ইসরাইলের ঘৃণার
কারণ সে
আর বিজয় আনেনি
ইসরাইলে।

রুডিয়ার্ড কিপলিং, 'দ্য বারডেন অব জেরুজালেম'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪২
দ্য কাইজার
১৮৯৮-১৯০৫

হারজল

'অসাধারণ রূপবান পুরুষ' ছিলেন থিওডোর হারজল। 'পটোল-চেরা চোখের ওপর ঘন, কালো, বিষাদভরা লোমে' ভিয়েনার এই সাহিত্য সমালোচককে 'আসারীয় সম্রাট' মনে হতো। তিন সন্তানের জনক হলেও দাম্পত্য জীবনে ছিলেন অসুখী। স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে পুরোপুরি মিশে গিয়েছিলেন তিনি, পরতেন উইঙ্গড কালার ও ফ্রক-কোট। তাকে আর যা-ই হোক, 'জনগণের প্রতিনিধি' বলা যেত না। *শটেটল'র* (পূর্ব ইউরোপে ইহুদিদের ছোট ছোট শহর বা গ্রাম।) লোচ্চা, বদমাইশ ইহুদিদের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল সামান্যই। আইনশাস্ত্রে পড়াশোনা করেছিলেন, ইহুদি হলেও হিব্রু বা ইয়িদিশ ভাষা ব্যবহার করতেন না। বাড়িতে ক্রিসমাস ট্রি স্থাপন করতেন, ছেলের খৎনা করার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। কিন্তু ১৮৮১ সালে রাশিয়ায় পোগ্রম তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। ১৮৯৫ সালে সেমিটিকবিরোধী উত্তেজনা সৃষ্টিকারী কার্ল লুগার ভিয়েনার মেয়র নির্বাচিত হলে হারজল লিখেছিলেন : 'ইহুদিরা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।' দুই বছর পর 'ডেইফাস অ্যাফেয়ার্স' কভার করার জন্য তিনি প্যারিসে গেলেন। সেখানে তখন জার্মানি পক্ষে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে নির্দোষ এক ইহুদি সেনা কর্মকর্তার বিচার চলছিল। তিনি দেখতে পেলেন, যে ফ্রান্স এক সময় ইহুদিদের মুক্ত করেছিল, সেখানেই ক্ষিপ্ত লোকেরা ইহুদিদের 'মর্ট আওক্স জুইফস' (ইহুদিদের ধ্বংস করো) বলে গালাগাল করছে। এতে করে তার মনে এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হলো, সমাজের মূল স্রোতে মিশে যাওয়ার প্রক্রিয়াটি শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং এর ফলে সেমিটিকবিরোধী ভাবাবেগ আরো তীব্র হয়েছে। তিনি এমন কি এই ভবিষ্যদ্বাণীও করলেন, সেমিটিকবিরোধিতা একদিন জার্মানিতে আইনসম্মত হবে।

হারজলের নিশ্চিত হলেন, নিজেদের আবাসভূমি ছাড়া ইহুদিরা কখনো নিরাপদ থাকবে না। আধা বাস্তববাদী ও আধা ভাবপ্রবণ এই লোকটি প্রথমে একটি জার্মানিক অভিজাততান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বপ্ন দেখলেন। এই ইহুদি ভেনিসে কোনো রথচাইল্ড হবেন শাসনতান্ত্রিক প্রধান, তিনি হবেন চ্যান্সেলর। তার রূপকল্প ছিল সেক্যুলার : প্রধান পুরোহিতেরা 'ভাব-গাম্ভীর্যপূর্ণ আলখেল্লা পরবেন'; হারজল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনাবাহিনী রুপার বর্ম পরিধান করবে; তার আধুনিক ইহুদি নাগরিকেরা আধুনিক জেরুজালেমে ক্রিকেট ও টেনিস খেলবে। শুরুতে যেকোনো ধরনের ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সন্দিহান থাকায় রথচাইল্ডেরা হারজলের রূপকল্প প্রত্যাখ্যান করেছিল। অচিরেই এসব চিন্তা-ভাবনাগুলো আরো বাস্তবসম্মত রূপ পেল। তিনি ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে *দ্য জুইশ স্টেট*-এ ঘোষণা করলেন, 'ফিলিস্তিন আমাদের চির অমলিন ঐতিহাসিক আবাসভূমি। ম্যাকাবিরা আবার ওঠবেই। আমরা একদিন অবশ্যই স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমাদের নিজেদের মাটিতে বাস করব, আমাদের বাড়িতে শান্তিতে মরব।'

জায়নবাদ নতুন কিছু ছিল না। ১৮৯০ সালেও শব্দটা সুপরিচিত ছিল। তবে হারজলের কৃতিত্ব হলো তিনি অতি প্রাচীন এই ভাবাবেগটির রাজনৈতিক অভিব্যক্তি এবং সাংগঠিক রূপ দিয়েছেন। ইহুদিরা রাজা ডেভিড এবং বিশেষ করে বেবিলনে তাদের নির্বাসন জীবনের পর থেকে জেরুজালেমের সঙ্গে তাদের অস্তিত্ব মিশিয়ে ফেলেছিল। ইহুদিরা জেরুজালেমের দিকে মুখ করে প্রার্থনা করত, প্রতিটি বার্ষিক পাসওভারে 'পরের বছর জেরুজালেমে' পালন করার জন্য একে অপরকে উইশ করত, তাদের বিয়ে অনুষ্ঠানে তারা টেম্পলের কথা স্মরণ করে একটি গ্লাস ভাঙত এবং বাড়িগুলোর একটি অংশ সজ্জাহীন রাখত। তারা তীর্থযাত্রায় জেরুজালেম যেত, সেখানে তাদের কবর হোক তা চাইত এবং যখনই সম্ভবত হতো টেম্পল দেয়ালের আশপাশে প্রার্থনা করত। এমন কি ভয়াবহ নির্যাতনের মধ্যেও তারা জেরুজালেমে বাস করছিল, সেখানে যাওয়া মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ- শুধু এমন ক্ষেত্রেই তারা দূরে থাকত।

ইউরোপের নতুন জাতীয়তাবাদ অনিবার্যভাবে এই বহিরাগত ও কসমোপলিটান লোকদের প্রতি বর্ণবাদী বিদ্বেষভাব উস্কে দিয়েছিল। একইসঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে প্রাপ্ত স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে ওই একই জাতীয়তাবাদ ইহুদিদেরও উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রিন্স পোটেমকিন, সম্রাট নেপোলিয়ন ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসরা ইহুদিদের জেরুজালেমে প্রত্যাবর্তনে বিশ্বাস করতেন। পোলিশ ও ইতালীয় জাতীয়তাবাদীরাও তাই ভাবত। আমেরিকা ও ব্রিটেনের খ্রিস্টান জায়নবাদীরাও একই চিন্তা করত। জায়নবাদী আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিল গোঁড়া রাব্বিরা। তারা মিসিয়ানিক প্রত্যাশার আলোকে তাদের 'প্রত্যাবর্তনের' কথা ভাবত। ১৮৩৬ সালে প্রুসিয়ার আশকেনাজি রাব্বি জভি হিরশচ ক্যালিশচার ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় তহবিলের ব্যবস্থা করার জন্য রথচাইল্ড ও মন্টেফিওরিদের কাছে আবেদন জানান। ক্যালিশচার পরে *সিকিং জায়ন* নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। দামাস্কাস 'ব্লাড লাইবেলের' পর সারায়েভোর সেফারদিক রাব্বি ইয়েহুদা হাই আলচেলাই ইসলামি বিশ্বে ইহুদিদের নেতা নির্বাচন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিলিস্তিনে জমি কেনার পরামর্শ দেন। ১৮৬২ সালে কার্ল মার্কসের কমরেড মোজেজ হেস তার *রোম অ্যান্ড জেরুজালেম : দ্য লাস্ট ন্যাশনাল কোয়েশ্চন* বইতে ভবিষ্যদ্বাণী করেন, জাতীয়তাবাদ শেষ পর্যন্ত সেমিটিকবিরোধী বর্ণবাদে পরিণত হবে। তিনি ফিলিস্তিনে একটি সমাজবাদী ইহুদি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। তবে রাশিয়ান 'পোগ্রমগুলো' ছিল সিদ্ধান্তসূচক ঘটনা।

'আমাদেরকে অবশ্যই জীবন্ত জাতি হিসেবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে,' লিখেছিলেন লিও পিনসকার তার *অটো-ইমানসিপেশন*-এ। হারজলের সমসাময়িক ওডেসার এই চিকিৎসক ফিলিস্তিনে কৃষিজ বসতি স্থাপন করতে 'দ্য লাভার্স অব জায়ন' (*হোভেরেই জায়ন*) নামে নতুন একটি আন্দোলনে রাশিয়ান ইহুদিদের উজ্জীবিত করেন। তাদের অনেকেই সেক্যুলার হলেও তরুণ বিশ্বাসী চেইম ওয়াইজম্যান দাবি করেন, 'আমাদের ইহুদিত্ব ও আমাদের জায়নবাদ পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়যোগ্য ছিল।' ১৮৭৮ সালে ফিলিস্তিনি ইহুদিরা উপকূলীয় এলাকায় 'পেটাহ তিকভা' (আশার দুয়ার) প্রতিষ্ঠা করেছিল। এমনকি রথচাইল্ডদের পক্ষ থেকে ফ্রেঞ্চ ব্যারন অ্যাডমন্ড রুশ অভিবাসীদের জন্য 'রিশন-লি-জায়ন' (জায়নে প্রথম)-এর মতো কৃষিভিত্তিক অনেক গ্রাম প্রতিষ্ঠায় তহবিল প্রদান শুরু করেন। তিনি মোট ৬৬ লাখ পাউন্ড দান করেছিলেন। মন্টেফিওরির মতো তিনিও জেরুজালেমের দ্য ওয়াল (পবিত্র দেয়াল) কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৮৭ সালে মুফতি মোস্তফা আল-হোসেইনি প্রথমে রাজি হলেও শেষ পর্যন্ত চুক্তি হয়নি। ১৮৯৭ সালে রথচাইল্ড আবার চেষ্টা করেন। এবার আল-হারামের হোসেইনি শেখ এতে বাধা দেন।

www.amarboi.com

হারজলের গ্রন্থ প্রকাশের অনেক আগে ১৮৮৩ সালে ২৫ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে আসতে শুরু করে। তারাই ছিল অভিবাসনের (*আলিইয়া*) প্রথম স্রোত। তাদের বেশির ভাগই এসেছিল রাশিয়া থেকে। ১৮৭০-এর দশকে জেরুজালেমের প্রতি পারস্যের লোকেরাও আকৃষ্ট হয়েছিল, ১৮৮০-এর দশকে আসছিল ইয়েমেনিরা। তারা নিজ নিজ জাতিগত সমাজে বাস করতে চাইত। বোখারার ইহুদিদের মধ্যে অলংকার নির্মাণের জন্য বিখ্যাত মোসাইফ পরিবারও ছিল। চেঙ্গিস খানের জন্য হীরা কাটায় নিযুক্ত এই পরিবারটি বোখারা কোয়ার্টারে নিজেদের বসতি স্থাপন করে। সেখানকার বাড়িগুলো নব্য গোথিক, নব্য রেনেসাঁস এবং অনেক সময় মধ্য এশিয়ার মুসলিম রীতিতে নির্মিত হতো।*

১৮৯৭ সালের আগস্টে ব্যাসেলে প্রথম জায়নিস্ট কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন হারজল। তিনি তার ডায়েরিতে গর্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন : 'ব্যাসেলে আমি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছি। আমি কথাটি চিৎকার করে বললে সর্বজনীন অট্টহাসির সৃষ্টি হবে। হয়তো পাঁচ বছরের মধ্যে কিংবা নিশ্চিতভাবে ৫০ বছরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যে প্রত্যেকে এটা জানবে।' তারা জেনেছিল। তবে এ জন্য তাকে মাত্র পাঁচ বছর বাইরে বাইরে কাটাতে হয়েছিল। হারজল পরিণত হলেন নতুন ধরনের রাজনীতিবিদ ও প্রচারকর্মীতে। ইউরোপের নতুন রেলওয়েতে ভ্রমণ করে করে তিনি রাজা, মন্ত্রী ও মিডিয়া ব্যারনদের কাছে প্রচারকাজ চালাতে লাগলেন। দুর্বল হৃদপিণ্ডের জন্য তিনি যেকোনো সময় মারা যেতে পারতেন, কিন্তু অফুরন্ত কর্মশক্তিতে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেননি।

বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা দিয়ে নয়, বরং সম্রাটদের অনুমোদন এবং পুঁজিপতিদের অর্থায়নে জায়নবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে বিশ্বাস করতেন হারজল। রথচাইল্ড ও মন্টেফিওরিরা শুরুতে জায়নবাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত। অবশ্য প্রথম দিকের জায়নবাদী কংগ্রেসগুলো আলোকিত করে রাখতেন স্যার ফ্রান্সিস মন্টেফিওরি। মোজেজের এই ভাইপো ছিলেন অনেকটা বালকসুলভ ইংরেজ ভদ্রলোক। 'অসংখ্য লোকের সঙ্গে করমর্দন করতে হওয়ায় তিনি সুইস গ্রীষ্মের গরমেও সাদা গ্লাবস পরতেন।' সুলতানের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য হারজলের কোনো রাজন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ইহুদি রাষ্ট্রটি হবে জার্মান-ভাষাভাষি। আর এ কারণে তিনি আধুনিক রাজতন্ত্রের সর্বোত্তম মডেল জার্মান কাইজার দিকে ঝুঁকেছিলেন। দ্বিতীয় উইলহেম তখন প্রাচ্য সফরে বের হওয়ার পরিকল্পনা করছিলেন। তার সফরসূচিতে ছিল সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাত, তারপর জেরুজালেমে গিয়ে সেপালচরের কাছে তার পিতা কাইসার ফ্রেডেরিককে দান করা জমিতে নতুন চার্চ উদ্বোধন। সুলতানের সঙ্গে কূটনৈতিক সাফল্যে কাইজার গর্বিত ছিলেন। তা ছাড়া তিনি পূণ্যভূমিতে প্রটেস্ট্যান্ট তীর্থযাত্রী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতেও চেয়েছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা তিনি উসমানিয়া তুর্কিদেরকে জার্মান সুরক্ষার নিশ্চয়তা প্রদানের আশ্বাস, তার নতুন জার্মানির প্রচার ও ব্রিটিশ প্রতিপত্তি মোকাবিলায় আশাবাদী ছিলেন।

"জার্মান কাইজারের কাছে গিয়ে আমাকে বলতে হবে 'আমাদের জনগণকে যেতে দিন,'" সিদ্ধান্ত নিলেন হারজল। তিনি তার নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি সম্পর্কে ধারণা দিলেন: 'এটা হবে মহান, শক্তিশালী, নৈতিকতাসম্পন্ন, সুশাসিত, দৃঢ়ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ জার্মানি। জায়নবাদের মাধ্যমে ইহুদিদের পক্ষে আবারো এই জার্মানিকে ভালোবাসা সম্ভব হবে।'

*জেরুজালেমের তথাকথিত 'পোলিশ ইহুদিরা' প্রধানত ছিল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের হ্যাসিদিমের অধিবাসী। তাদের কোনো কোনো গোত্র জায়নবাদের বিরোধী ছিল। তারা বিশ্বাস করত, 'প্রত্যাবর্তন' ও 'কিয়ামত দিন' নির্ধারণ করবেন ঈশ্বর, মানুষের জন্য এটা করা পাপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উইলহেম : আমার সাম্রাজ্যের পরজীবী

ইহুদিদের রক্ষার ব্যাপারে কাইজার আন্তরিক ছিলেন না। তিনি যখন শুনলেন, ইহুদিরা আর্জেন্টিনায় বসতি স্থাপন করছে, তখন তিনি বলেছিলেন, 'ওহ্, যদি আমাদেরগুলোকেই সেখানে পাঠাতে পারতাম।' আর হারজলের জায়নবাদ সম্পর্কে শুনে তিনি লিখেছিলেন, 'মাওশেলদের ফিলিস্তিনে যেতে দেওয়ার খুবই পক্ষপাতী আমি। যত তাড়াতাড়ি তারা বিদেয় হয়, ততই মঙ্গল!' তিনি অবশ্য নিয়মিত জার্মানির ইহুদি শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করতেন। ইহুদি জাহাজমালিক আলবার্ট ব্যালিনের সঙ্গে তার বন্ধুত্বও ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে-প্রাণে ছিলেন সেমিটিকবিরোধী। তিনি ইহুদি পুঁজিবাদের বিষধর দানবের বিরুদ্ধে কোনো রাখঢাক ছাড়াই কথা বলতেন। তিনি বলতেন, ইহুদিরা 'আমার সাম্রাজ্যের পরজীবী।' তিনি বিশ্বাস করতেন, ইহুদিরা জার্মানিতে 'পঙ্কিলতা ও দুর্নীতির' বিস্তার ঘটাচ্ছে। কয়েক বছর পর ক্ষমতাচ্যুত শাসক হিসেবে তিনি গ্যাস ব্যবহার করে ইহুদিদের ব্যাপকভাবে শেষ করা প্রস্তাব করেছিলেন। অবশ্য হারজল মনে করতেন, 'সেমিটিক-বিরোধীরা আমাদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধুতে পরিণত হচ্ছে।'

হারজলকে কাইজারের দরবারে অনুপ্রবেশ করতে হয়েছিল। প্রথমে তিনি কাইজারের প্রভাবশালী চাচা বাডেনের গ্র্যান্ড ডিউক ফ্রেড্রিকের সঙ্গে সাক্ষাত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। ফ্রেড্রিক তখন 'দ্য আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট' অনুসন্ধানের ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তার ভাইপোকে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে সাড়া দিয়ে তিনি ফিলিপকে, প্রিন্স অব ইউলেনবার্গ, জায়নবাদী পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রতিবেদন দিতে বলেছিলেন। কাইজারের সর্বোত্তম বন্ধু ইউলেনবার্গ ছিলেন ভিয়েনায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অত্যন্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। তিনি হারজলের পরিকল্পনায় 'মুগ্ধ' হয়েছিলেন। তার কাছে মনে হয়েছিল জার্মান শক্তি সম্প্রসারণে জায়নবাদ একটা মাধ্যম। তার কথায় কাইজারও একমত হয়ে বললেন, 'শেম [হজরত নূহের এক ছেলে শেম, তার বংশধরেরা] গোত্রের কর্মক্ষমতা, সৃষ্টিশীলতা ও দক্ষতা খ্রিস্টানদের শুষে শেষ করার চেয়ে আরো ভালো কাজে চালিত করা যায়।' ওই সময়ের শাসক শ্রেণীর বেশির ভাগ সদস্যের মতো উইলহেমও বিশ্বাস করতেন, বিশ্ব পরিচালনায় ইহুদিরা অতীন্দ্রিয় শক্তি ধারণ করে আছে-

> আমাদের মহান ঈশ্বর আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে জানেন, ইহুদিরা আমাদের রক্ষাকর্তাকে হত্যা করেছিল এবং তিনি তাদেরকে যথাযোগ্য শাস্তি দিয়েছেন। এটাও ভোলা যাবে না, আন্তর্জাতিক ইহুদি পুঁজির বিপুল ও অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপজ্জনক শক্তি রয়েছে। হিব্রুরা যদি এটাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করে তবে তা হবে জার্মানির জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

হারজলের জন্য এখানে সুখবর ছিল : 'সব জায়গাতেই ভয়াবহ সেমিটিকবাদবিরোধী দানব তার ভয়ংকর মাথা তুলছে আর আতঙ্কিত ইহুদিরা একজন রক্ষাকর্তার খোঁজ করছে। এ প্রেক্ষাপটে আমি সুলতানের সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করব।' হারজল আত্মহারা হয়ে পড়লেন : 'দারুণ, দারুণ।'

১৮৯৮ সালের ১১ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ২০ জন সভাসদ, দুজন চিকিৎসক, ৮০ জন পরিচারিকা, ভৃত্য, দেহরক্ষী নিয়ে কাইজার ও কাইজারিন রওনা হলেন। বিশ্বকে মুগ্ধ করার বিষয়টি মাথায় রেখে কাইজার পরেছিলেন নিজস্ব ডিজাইনে তৈরি বিশেষ ধরনের সাদা-ধূসর ইউনিফর্ম, সঙ্গে ছিল পূণ্য দৈর্ঘ্যের সাদা ক্রুসেডার-ধরনের ঝালর। ১৩ অক্টোবর চারজন জায়নবাদী সহকর্মীকে নিয়ে হারজল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে করে ভিয়েনা ছাড়লেন, সঙ্গে ওয়্যারড্রোবে ভরে নিলেন সাদা টাই, টেইলস, সান্ধ্যকালীন পোশাক, পিথ-হেলমেট ও সাফারি স্যুট।

শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে জায়নবাদীকে স্বাগত জানালেন উইলহেম। তার মতে তিনি ছিলেন 'মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন, অভিজাত মানসিকতার চতুর, খুবই বুদ্ধিমান, আদর্শবাদী।' কাইজার বলেছিলেন, তার হারজলকে সমর্থন করার কারণ হলো 'সুদখোরেরা সক্রিয় রয়েছে। এসব লোক ঔপনিবেশগুলোতে বসতি স্থাপন করলে অনেক বেশি সহায়ক হবে।' হারজল এই অপবাদের প্রতিবাদ করলেন। কাইজার জানতেন চাইলেন, তিনি সুলতানের কাছে কী চাইবেন। 'জার্মান সুরক্ষায় অনুমোদিত মিত্রতা,' জবাব দিলেন হারজল। কাইজার জেরুজালেমে সাক্ষাত করার জন্য হারজলকে আমন্ত্রণ জানালেন।

হারজল অভিভূত হলেন। তিনি সম্রাটের 'সমুদ্রের মতো বিশাল নীল চোখ, অত্যন্ত মার্জিত, সরল, অমায়িক এবং সেইসঙ্গে সাহসী অবয়ব'-সংবলিত রাজকীয় ব্যক্তিত্বের প্রশংসা করলেন। তবে বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। উইলহেম অবশ্যই বুদ্ধিমান, জানাশোনা ও কর্মউদ্দীপনাময় ছিলেন। তবে তিনি এত বিশ্রামহীন ও অগোছাল ছিলেন যে এমনকি ইউলেনবার্গ পর্যন্ত তাকে মানসিকভাবে অসুস্থ ভাবতেন। প্রিন্স বিসমার্ককে চ্যান্সেলর পদ থেকে বরখাস্ত করে তিনি নিজেই জার্মান রাজনীতির হাল ধরেছিলেন। কিন্তু তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার মতো ধীর-স্থির ব্যক্তি ছিলেন না। তার ব্যক্তিগত কূটনীতি ছিল বিপর্যয়কর। মন্ত্রীদের কাছে লেখা তার লিখিত নোটগুলো এত অপমানকর হতো যে, তারা নিরাপদ দূরত্বে থাকতে চাইতেন; তার সতর্কবাণী-সংবলিত খোলামেলা বক্তৃতাগুলো ছিল অবমাননাকর। তিনি জার্মান শ্রমিকদের গুলি করে হত্যা করতে কিংবা শত্রুদের হুনদের মতো ধ্বংস করতে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যদের উৎসাহিত করতেন।* ১৮৯৮ সালেই উইলহেম অর্ধেক ভাঁড়, অর্ধেক যুদ্ধবাজ হিসেবে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন।

তিনি অবশ্য জায়নবাদী পরিকল্পনাটি আবদুল হামিদের কাছে উপস্থাপন করেছিলেন। সুলতান দৃঢ়ভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি তার মেয়েকে বলেছিলেন, 'ইহুদিরা হয়তো তাদের বিপুল সম্পদ ব্যবহার করবে। আমার সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হয়ে গেলে হয়তো তারা বিনা মূল্যেই ফিলিস্তিন পেয়ে যাবে। তবে টুকরা হওয়াটা শুধু আমাদের লাশের ওপর দিয়েই হতে পারে।' আর উইলহেম তত দিনে ইসলামের প্রাণশক্তিতে মোহিত হয়ে হারজলের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।[১]

১৮৯৮ সালের ২৯ অক্টোবর বেলা ৩টায় জাফা গেটের প্রাচীরে বিশেষভাবে তৈরি করা অংশ দিয়ে সাদা সামরিক ঘোড়ায় চড়ে কাইজার জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন।

*উইলহেমের মতিগতি তার অনুগামী লোকজনও বুঝতে পারতেন না। গ্রাবস-পরা ও মর্ষকামসহ তার প্রথম দিকের যৌনজীবন ছিল জঘন্য ধরনের, সেগুলো গোপন করতে হয়েছিল। তার এক সভাসদ, মধ্যবয়সী প্রুসিয়ান জেনারেল, শর্ট স্কার্ট ও পাতলা স্কার্ফ পরে কাইজারের সামনে নৃত্য করার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন। আরেকজন তাকে আনন্দ দিতে আদুরে কুকুর সেজে 'সত্যিকারের কুকুরের লেজ ও পায়ু স্পষ্টভাবে দেখা যায়, এমন পোশাক পরেছিলেন। আমি এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই, মহামান্য সম্রাট আমাদের সঙ্গে হাসছেন।' শেষ পর্যন্ত তার বন্ধু ইউলেনবার্গ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন, যখন তার গোপন সমকামীজীবন প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। উইলহেম অবশ্য অন্যদের নৈতিক বিষয়ে ভয়াবহ রকমের ভিক্টোরিয়ান বনে যেতেন : তিনি ইউলেনবার্গের সঙ্গে আর কখনো কথা বলেননি।

AMARBOI.COM

কাইজার ও হারজল : শেষ ক্রুসেডার এবং প্রথম জায়নবাদী

কাইজার সাদা ইউনিফর্মের সঙ্গে সূর্যের আলোতে চকমক করতে থাকা স্বর্ণখচিত ঝালর, সোনালি ঈগলযুক্ত হ্যালমেট পরেছিলেন, ক্রুসেডার ধরনের ব্যানার দোলাতে থাকা বিশালদেহী প্রুসিয়ান অশ্বারোহী সৈন্যদল, লাল ওয়েস্টকোট, নীল প্যান্টালুন, সবুজ পাগড়িশোভিত ও তরবারিসজ্জিত সুলতানের বাহিনী তাকে পরিবেষ্টন করে ছিল। দুই সহচরী (লেডিজ-ইন-ওয়েটিং) নিয়ে পেছনের গাড়িতে থাকা কাইজারিনের পরনে ছিল উত্তরীয় ও হ্যাটসংবলিত সিল্কের ড্রেস ।

জার্মান অফিসারে পরিপূর্ণ একটি হোটেলে অবস্থান করে কাইজারের কার্যক্রম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করছিলেন হারজল। কাইজার বুঝতে পেরেছিলেন, তার ঝকমকে সাম্রাজ্যের প্রচার করার জন্য জেরুজালেমই আদর্শ স্থান। তবে সবাই তার কার্যক্রমে অভিভূত হয়নি। রাশিয়ান রানি-মাতার কাছে কাইজারের কার্যক্রম মনে হয়েছিল 'বিদ্রোহমূলক, পুরোপুরি হাস্যকর, বিরক্তিকর!' কাইজার প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কোনো রাষ্ট্রীয় সফরে সরকারি ফটোগ্রাফ নিযুক্ত করেছিলেন। ক্রুসেডীয় ইউনিফর্ম এবং ফটোগ্রাফারদের ভিড় ইউলেনবার্গের ভাষায় কাইজারের 'দুটি পরস্পর বিপরীত বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলেছিল : একটি মধ্যযুগের সুখস্মৃতিবিজরিত নাইটীয় এবং অপরটি আধুনিক।'

নিউ ইয়র্ক টাইমসের লিখেছিল, জনতা ছিল 'উৎসবের পোশাক পরিহিত। নগরবাসীর পরনে ছিল সাদা পাগড়ি, জমকাল ডোরাকাটা জামা, তুর্কি অফিসারদের স্ত্রীরা পরেছিল দামি সিল্কের *মিলেয়েস*, স্বচ্ছল গেরস্থদের গায়ে ছিল টকটকে লাল আরবীয় জোব্বা।' আর বেদুইনেরা তেজি ঘোড়ার পিঠে *কেফিয়েহ* ও 'বিশাল লাল জবরজঙ্গ বুট' পরেছিল, তাদের সঙ্গে চামড়ার একটি বোচকায় ছোট ছোট অস্ত্র ছিল। তাদের সর্দারেরা উটপাখির পালকশোভিত বর্শা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

ইহুদিদের তৈরি স্মারক তোরণে সাদা আরবীয় জোব্বা পরিহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত মার্জিত প্রধান সেফারদিক রাব্বি এবং আশকেনাজি সম্প্রদায়ের প্রধান তাওরাতের একটি কপি উপহার দিলেন উইলহেমকে। রাজকীয় লাল আলখেল্লা এবং স্বর্ণখচিত পাগড়ি পরে মেয়র ইয়াসিন আল-খালিদি তাকে স্বাগত জানালেন। উইলহেম ডেভিড'স টাওয়ারে অবতরণ করলেন। সেখান থেকে তিনি ও সম্রাজ্ঞী হেঁটে নগরীতে প্রবেশ করেন। নৈরাজ্যবাদী আততায়ীরা কিছু ঘটিয়ে ফেলতে পারে-এমন আশঙ্কায় সাধারণ লোকজনদের সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল (এর কিছুদিন আগে অস্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছিলেন)। রত্নখচিত পোশাক পরে প্যাট্রিয়ার্করা তাকে সেপালচর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখান। এ সময় যিশুর চলা পথ দিয়ে যেতে যেতে কাইজারের হৃদপিণ্ড 'আরো দ্রুত উঠানামা করছিল ও উষ্ণ হয়ে উঠেছিল।'

হারজল ডাক পাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তবে এই ফাঁকে তিনি নগরীর অবস্থা যাচাই করে নিচ্ছিলেন। কাইজার রোমান ধাঁচের টাওয়ারসংবলিত চার্চ অব দ্য রিডিমার উদ্বোধন করলেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে 'অত্যন্ত যত্ন ও ভালোবাসা-সহকারে' স্থাপনাটির ডিজাইন করেছিলেন। টেম্পল মাউন্ট পরিদর্শনের সময় অত্যন্ত আগ্রহী প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে তিনি সেখানে খননকাজের অনুমতি চেয়েছিলেন। মুফতি বিনীতভাবে সেটা প্রত্যাখ্যান করলেন।

অবশেষে ২ নভেম্বর হারজল রাজদর্শনের তলব পেলেন। তখন পাঁচ জায়নবাদী এত নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন যে, তাদের একজন সঙ্গে প্রশান্তিবর্ধক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রোমাইড নেওয়ার সুপারিশ করেছিল। মানানসই সাদা টাই, টেইলস ও হ্যাট পরে তারা দামাস্কাস গেটের উত্তর দিকে খাটানো কাইজারের তাঁবুতে পৌঁছালেন। সেটা ছিল বিলাসবহুল টমাস কুক ভিলেজ। সেখানে খাটানো ২৩০টি তাঁবু ১৩০০ ঘোড়ায় টানা ১২০টি গাড়িতে বহন করা হয়েছিল। এতে ১০০ কোচম্যান, ৬০০ ড্রাইভার, ১২ জন পাচক, ৬০ জন ওয়েটার নিযুক্ত ছিল। সবকিছুর তদারকিতে ছিল উসমানিয়া রেজিমেন্ট। এই সফরের আয়োজনকারী জন ম্যাসন কুক বলেছিলেন, 'ক্রুসেডের পর জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত বৃহত্তম পার্টি। আমরা ঘোড়া, গাড়ি আর খাবার দিয়ে দেশটি ভরে ফেলেছিলাম।' *পাঞ্চ* পত্রিকায় বিদ্রুপ করে উইলহেমকে বলেছিল 'কুকের ক্রুসেডার।'

হারজল দেখতে পেলেন, কাইজার 'ধূসর কলনিয়াল ইউনিফর্ম, ঝালর দেওয়া হেলমেট, বাদামি গ্লাভস পরে বেশ বেমানানভাবে একটি চাবুক ধরে আছেন।' তিনি কাছাকাছি গিয়ে 'থেমে কুর্নিশ করলেন। উইলহেম হাত বাড়িয়ে তাকে উষ্ণভাবে গ্রহণ করেন' এবং তারপর বক্তৃতার ঢংয়ে ঘোষণা করলেন, 'এই ভূমিতে পানি ও ছায়া দরকার। এখানে সবার জন্য জায়গা আছে। আপনার উদ্যোগের পেছনে যে আদর্শ কাজ করছে তা খুবই ভালো।' হারজল যখন বললেন, পানি সরবরাহব্যবস্থা নির্মাণ করা সম্ভব, তবে সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তখন কাইজার জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ ঠিক, তবে আপনার অনেক অর্থ আছে, আমাদের সবার চেয়ে বেশি অর্থ।' হারজল আধুনিক জেরুজালেম নির্মাণের প্রস্তাব দিলেও কাইজার 'হ্যাঁ বা না' কোনোটাই না বলে সভা শেষ করে দিলেন।

আশ্চর্য বিষয় হলো, কাইজার ও হারজল উভয়েই জেরুজালেমকে অপছন্দ করেছিলেন। উইলহেমের ভাষায় জেরুজালেম ছিল 'পাথরে ভরা নিষ্ফল ভূমিতে ইহুদি কলোনির আধুনিক উপশহরের জঞ্জালে পরিপূর্ণ। এখানে বসবাসরত এ ধরনের ৬০ হাজার হতদরিদ্র, নোংরা লোক প্রতিটি ব্যাপারেই শাইলকের মতো প্রতিবেশীদের শোষণ করার চেষ্টা করছে।* তবে তিনি তার কাজিন রাশিয়ান সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে লিখে জানিয়েছিলেন, খ্রিস্টানদের 'অযৌক্তিক ক্রিয়াকলাপে' ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিল, তাদের কারণে 'পূণ্যনগরী ত্যাগ করার সময় মুসলমানদের সামনে লজ্জায় মরে গিয়েছিলাম।' হারজলও প্রায় একই সুরে বলেছিলেন : 'আমি যখন অনাগত দিনের কথা ভাবি, হে জেরুজালেম, তখন আনন্দে মন ভরে ওঠে না। দুই হাজার বছরের অমানবিকতা, অসহিষ্ণুতা ও অন্যায়ের আবর্জনায় তোমার অলি-গলি পূর্ণ হয়ে আছে।' তার মনে হয়েছিল, 'ওয়েস্টার্ন ওয়ালটি ভয়ংকর, যন্ত্রণাদায়ক ও নির্মম বুভুক্ষায়' পরিব্যপ্ত।

এর বদলে হারজল স্বপ্ন দেখেছিলেন, 'জেরুজালেম যদি কখনো আমাদের হয়, তবে আমি ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতাহীন সবকিছু পরিষ্কার করে ফেলব, ইঁদুরের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর্তগুলোর গুঁড়িয়ে দেব।' তিনি ওল্ড সিটিকে লরডেস বা মক্কার মতো করে পুরাকৃর্তির নগরী হিসেবে সংরক্ষণ করার কথা বলেছিলেন। 'আমি পূণ্যস্থানগুলোর চারপাশে খোলামেলা, স্বস্তিদায়ক যথাযথ পয়োঃপ্রণালীসহ ঝকঝকে নতুন নগরী গড়ে তুলব।' হারজল পরে এই অভিমত পোষণ করেছিলেন, জেরুজালেম নগরীতে সবাই একত্রে বসবাস করবে : 'আমরা অতি-রাষ্ট্রিক জেরুজালেম গড়ে তুলব যাতে এটা কারো একার না হয়ে সবার হবে এবং সম্মিলিতভাবে সব ধর্মের বিশ্বাসীরাই এর পূণ্যময় স্থানগুলোর অধিকারী হবে।'

কাইজার দামাস্কাসের পথ ধরে ফিরে যাওয়ার সময় নিজেকে ইসলামের রক্ষক হিসেবে ঘোষণা দিলেন, সালাহউদ্দিনের সমাধিতে নতুন সৌধ নির্মাণের ব্যবস্থা করলেন। হারজল আরবীয় জোব্বা পরিহিত স্বাস্থ্যবান তিন ইহুদি মুটের মধ্যে ভবিষ্যত দেখতে পেলেন : 'আমরা যদি তাদের মতো তিন লাখ ইহুদিকে এখানে আনতে পারি, তবে পুরো ইসরাইল আমাদের হয়ে যাবে।'

অবশ্য তত দিনে জেরুজালেম হয়ে গেছে ফিলিস্তিনে ইহুদি কেন্দ্র। সেখানকার ৪৫,৩০০ অধিবাসীর মধ্যে ইহুদির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৮ হাজার, এটা আরব নেতাদের কাছে উদ্বেগের খবরে পরিণত হয়েছে। প্রবীণ ইউসুফ খালিদি ১৮৯৯ সালে তার বন্ধু ফ্রান্সের প্রধান র‍্যাবি জাদোক কানকে লিখেন, 'ফিলিস্তিনে ইহুদিদের অধিকার নাকচ করতে পারে কে? আল্লাহ জানেন, ঐতিহাসিকভাবেই এই দেশ আপনাদের।' কিন্তু 'ভাগ্যের নির্মম খেলার' পরিণাম হলো এই যে, 'ফিলিস্তিন এখন উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অখণ্ড অংশ এবং আরো গুরুতর ব্যাপার হলো, এখানে অ-ইসরাইলিদের বসবাস।' চিঠিটি ফিলিস্তিনি জাতির অভ্যুদয়ের ধারণা-সংবলিত হলেও খালিদি নিজে ছিলেন জেরুজালেমের অধিবাসী, আরব, উসমানিয়া এবং চূড়ান্ত বিচারে বিশ্ব নাগরিক। জায়নে ইহুদি দাবি অস্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা হিসেবে তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন, প্রাচীন ও বৈধ অধিকারী হিসেবে ইহুদিদের প্রত্যাবর্তন আরবদের প্রাচীন ও বৈধ উপস্থিতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

১৯০৩ সালের এপ্রিলে জারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভিয়াচেস্লাভ ভন পে-হভের সহায়তায় 'কিশিনেভ পোগ্রম' শুরু হয়।** আতঙ্কিত হয়ে হারজল চরম সেমিটিকবিরোধী খোদ প্লেহভের সঙ্গে আলোচনার জন্য সেন্ট পিটার্সবার্গে যান। কাইজার ও সুলতানের কাছ থেকে কিছুই না পাওয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি পূণ্যভূমির বাইরে সাময়িকভাবে কোনো জায়গার কথা বিবেচনা করছিলেন।

হারজলের তখন নতুন পৃষ্ঠপোষকের প্রয়োজন ছিল। তিনি ইহুদি আবাসভূমি হিসেবে সাইপ্রাস কিংবা ব্রিটিশ মিসরের অন্তর্ভূক্ত সিনাইয়ের আল আরিশের কথা বললেন। উভয় স্থানই ছিল ফিলিস্তিনের কাছাকাছি। ফার্স্ট লর্ড রথচাইলস্ড ন্যাটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯০৩ সালে জায়নবাদ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ঔপনিবেশ সচিব যোশেফ চেম্বারলিনের সঙ্গে হারজলের পরিচয় করিয়ে দেন। চেম্বারলিন সাইপ্রাসের কথা নাকচ করে দিলেও আল আরিশের বিষয়টি বিবেচনা করতে সম্মত হন। হারজল ইহুদি বসতি স্থাপন প্রশ্নে খসড়া সনদ প্রণয়নের জন্য এক আইনজীবীকে নিয়োগ করেন। এই আইনজীবীর নাম ডেভিড লয়েড জর্জ, ৪০ বছর বয়স্ক লিবারেল রাজনীতিবিদ। পরবর্তীকালে তার সিদ্ধান্তই সালাহউদ্দিনের পর জেরুজালেমের ভাগ্য নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়েছিল। ওই আবেদনটি প্রত্যাখ্যাত হলে হারজল বেশ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। চেম্বারলিন ও প্রধানমন্ত্রী আর্থার বেলফোর আরেকটি ভূখণ্ডের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইহুদিদের আবাসভূমি হিসেবে উগান্ডা কিংবা কেনিয়ার অংশবিশেষের কথা বললেন। তেমন বিকল্প না থাকায় হারজলকে সাময়িকভাবে এতে রাজি হতে হয়েছিল।[২]

সুলতান বা সম্রাটদের কাছ থেকে সুবিধা আদায় না করতে পারা সত্ত্বেও হারজলের জায়নবাদ রাশিয়ায় নির্যাতিত ইহুদিদের মনে আশার সঞ্চার করেছিল, বিশেষ করে প্লনস্কের স্বচ্ছল আইনজীবী পরিবারের একটি ছেলে এতে প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। ১১ বছর বয়সী ডেভিড গ্রুনের কাছে মিসাইয়া বিবেচিত হয়েছিলেন হারজল, যিনি ইহুদিদের ইসরাইলে প্রত্যাবর্তনে নেতৃত্ব দেবেন।

AMARBOI.COM

* কাইজারের বিশাল জার্মান স্থাপত্যটি জেরুজালেমের স্কাইলাইন বদলে দিয়েছিল। বিকট টাওয়ারসংবলিত তার আগাস্তা ভিক্টোরিয়া ধর্মশালাটি, যা ছিল মধ্যযুগীয় জার্মান দুর্গ, জর্ডান থেকেও দেখা যেত। স্থাপনাটি মাউন্ট অব অলিভসের বিরাট অংশজুড়ে বিস্তৃত ছিল। মাউন্ট জায়নে তার ক্যাথলিক ডোরমিশন চার্চটি রাইন ভ্যালিতেই মানানসই ছিল। এর বাইরের অংশটি ওর্মস ক্যাথেড্রাল ও ভেতরের অংশটি চেম্বারলিনস চ্যাপেলের মতো করে নির্মাণ করা হয়েছিল।

**প্রায় এই সময়েই জারের শীর্ষস্থানীয় গোপন পুলিশ কর্মকর্তা প্যারিসে নিযুক্ত ওখরানা পরিচালক পিওতর রাচকোভস্কি একটি বই উদ্ভাবনের নির্দেশ দেন, যার নাম *দ্য প্রটোকলস অব দ্য এলডার্স অব জায়ন*। দাবি করা হলো, ১৮৯৭ সালে ব্যাসেলে অনুষ্ঠিত হারজলের কংগ্রেসের গোপন দলিল এটা। বইটি (একটি বড় অংশ সরাসরি) ১৮৪৪ সালে সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রচিত একটি ফরাসি সাটাইয়্যার ও ১৮৬৮ সালে হারম্যান গোয়েস্কির একটি সেমিটিকবিরোধী জার্মান উপন্যাস থেকে নকল করা হয়েছিল। *প্রটোকলস* ছিল প্রায় অসম্ভব কিছু ভৌতিক পরিকল্পনায় ঠাসা। এতে ডেভিডীয় স্বৈরাচার শাসিত বিশ্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার, চার্চ, মিডিয়ায় ইহুদিদের অনুপ্রবেশ, যুদ্ধ ও বিপ্লবের উন্মাদনা ছড়ানোর প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ার জারতন্ত্র ইহুদি বিপ-বীদের তৎপরতায় হুমকির মুখে থাকার প্রেক্ষাপটে ১৯০৩ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থটির লক্ষ্য ছিল দেশটিতে সেমিটিকবিরোধী উত্তেজনা ছড়ানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৩
জেরুজালেমের বীণাবাদক
১৯০৫-১৯১৪

ডেভিড গ্রুন হলেন ডেভিড বেন-গুরিয়ান

ডেভিড গ্রুনের পিতা ছিলেন জায়নবাদী আন্দোলনের চালিকাশক্তি লাভার্স অব জায়নের স্থানীয় নেতা এবং অত্যন্ত আগ্রহী হেবরাইস্ট। ফলে শৈশবেই ডেভিডকে হিব্রু শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। তবে হারজল উগান্ডায় ইহুদি বসতি স্থাপনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন জেনে অনেক জায়নবাদীর মতো ডেভিডও মর্মাহত হলেন। ষষ্ট জায়নিস্ট কংগ্রেসে হারজল উগান্ডায় বসতি স্থাপনের প্রস্তাবটি গেলানোর চেষ্টা করলে তাতে কেবল বিভক্তিই বেড়েছিল। তার প্রতিদ্বন্দ্বি ইংরেজ নাট্যকার ইসরাইল জংউইল (আমেরিকান অভিবাসীদের মধ্যে মিশে যাওয়ার বিষয়টি বোঝাতে 'মেলটিং পট' শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছিলেন) সরে গিয়ে জুইশ টেরিটোরিয়ালিস্ট ওরগ্যানাইজেশন গড়ে তোলেন এবং কয়েকটি উদ্ভট অ-ফিলিস্তিন জায়ন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। অস্ট্রিয়ান পুঁজিপতি ব্যারন মরিস ডি হিরসচ আর্জেন্টিনায় ইহুদি উপনিবেশ স্থাপনে অর্থায়ন করেছিলেন, নিউ ইয়র্কের বিত্তশালী জ্যাকব স্কিফ টেক্সাসে রাশিয়ান ইহুদিদের জন্য গ্যালভেস্টন পরিকল্পনা, লোন স্টার জায়ন, বাস্ত বায়নে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আল আরিশের ব্যাপারে অনেক বেশি সমর্থন ছিল। কারণ এটা ছিল ফিলিস্তিনের খুব কাছে এবং জায়ন ছাড়া জায়নবাদের কিছুই থাকে না। তবে কোনোটিই খুব বেশি এগোয়নি।* সার্বক্ষণিক ভ্রমণে শ্রান্ত হারজল এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৪ বছর। তিনি ইহুদিদের বিশেষ করে রাশিয়ার ইহুদিদের দুর্দশা মোচনের অন্যতম সমাধান হিসেবে জায়নবাদকে সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তরুণ ডেভিড গ্রুন হারজলের মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছিলেন, যদিও 'আমরা ইসরাইল ভূমিতে বসতি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সবচেয়ে সফলভাবে উগান্ডাকে প্রতিরোধ করতে পেরেছিলাম।' ১৯০৫ সালে সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস একটি বিপ্লবের মুখোমুখি হলেন, যা তাকে প্রায় সিংহাসনচ্যুত করে ফেলেছিল। বিপ্লবীদের অনেকে ছিল ইহুদি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত লিও ট্রটস্কি। এসব বিপ্লবী আসলে ছিল আন্তর্জাতিকবাদী, তারা বর্ণ ও ধর্ম উভয়ই ঘৃণা করত। কিন্তু নিকোলাস মনে করলেন, ইহুদিদের নীল-নক্সার দলিল *দ্য প্রটোকলস অব দ্য*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলডার্স অব জায়ন সত্য প্রতীয়মান হতে যাচ্ছে। তিনি লিখলেন, 'ভবিষ্যদ্বাণীটি কত সঠিকভাবে মিলে গেছে। ১৯০৫ সালটিতে সত্যিই ইহুদি *এলডার্স* প্রাধান্য বিস্তার করেছে।' তিনি সংবিধান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তবে 'ব্ল্যাক হানড্রেডস' ছদ্মনামের জাতীয়তাবাদীদের মাধ্যমে সেমিটিকবিরোধী ধ্বংসযজ্ঞে উস্কে দিয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত স্বৈরতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালালেন।

ডেভিড গ্রন ছিলেন সমাজতান্ত্রিক দল পোলেই জায়নের (ওয়ার্কার্স অব জায়ন) সদস্য। এই পোগ্রমের প্রেক্ষাপটে তিনি ওডেসা থেকে তীর্থযাত্রী বোঝাই একটি জাহাজে চেপে পূণ্যভূমিতে রওনা হলেন। প্লোনস্কির এই ছেলেটির মাধ্যমে দ্বিতীয় *আলিইয়ার* (অভিবাসন) চরিত্র বোঝা যায়। তারাই ধর্মনিরপেক্ষ অভিবাসীদের পথিকৃত, অনেকেই ছিল সমাজতন্ত্রী। তারা জেরুজালেমকে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বাসা বিবেচনা করত। ১৯০৯ সালে এসব অভিবাসী প্রাচীন জাফা বন্দরের কাছে বালিয়াড়ির মধ্যে তেল আবিব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯১১ সালে তারা উত্তরে নতুন যৌথ খামার (প্রথম কিবুটজ) প্রতিষ্ঠা করল।

ফিলিস্তিনি পৌঁছারও কয়েক মাসের মধ্যে গ্রুন জেরুজালেমে যাননি। এর বদলে তিনি গ্যালিলির মাঠে মাঠে কাজ করছিলেন। অবশেষে ১৯১০ সালের মধ্যভাগে একটি জায়নবাদী পত্রিকায় লেখালেখির জন্য ২৪ বছর বয়স্ক গ্রুন জেরুজালেম গেলেন। বেঁটে-খাটো, কৃশ ও কোকড়ানো চুলের গ্রুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি তার অনুরাগ প্রকাশ করতে সব সময় রাশিয়ান শ্রমজীবী মানুষের মতো পোশাক পরতেন। সাইমন বার কোচবার অন্যতম সহকারীর নামানুসারে তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করেন বেন-গুরিয়ান। পুরনো জামা এবং নতুন নাম তখন এই উদীয়মান জায়নবাদী নেতার দুটি দিক প্রকাশ করছিল।

ওই সময়ের বেশির ভাগ জায়নবাদী সহ-কর্মীর মতো বেন-গুরিয়ানও সহিংসতা অবলম্বন না করে এবং প্রাধান্য বিস্তার কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনি আরবদের উচ্ছেদ ছাড়াই তাদের সঙ্গে সহাবস্থানমূলক একটি সমাজতান্ত্রিক ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করতেন। ইহুদি ও আরব শ্রমিক শ্রেণী সহযোগিতা করবে বলে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তাদের এই ধারণা সৃষ্টির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ ছিল উসমানিয়াদের প্রত্যন্ত অঞ্চল ফিলিস্তিনের দারিদ্র্য (ওই সময় ফিলিস্তিনের পরিচিতি ছিল সিডন ও দামাস্কাস উসমানিয়া *বিলায়েত* এবং জেরুজালেম *সানজেক*)। সেখানকার ছয় লাখ আরব ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করছিল। উন্নয়নের অনেক অবকাশ ছিল। জায়নবাদীরা আশা করত, ইহুদি অভিবাসীদের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলো আরবেরা গ্রহণ করবে। কিন্তু জায়নবাদীদের এই আশা পূরণ হয়নি। বাস্তবে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে মিশ্রণ ঘটে সামান্যই। ইহুদি বসতি স্থাপনের ফলে সৃষ্ট সুবিধাগুলো গ্রহণের ব্যাপারে বেশির ভাগ আরব কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের আগ্রহ দেখায়নি।

জেরুজালেমে বেন-গুরিয়ান জানালাবিহীন একটি ভূগর্ভস্থ কক্ষ ভাড়া নিলেন। তবে বেশির ভাগ সময় তিনি ওল্ড সিটির আরব ক্যাফেগুলোতে গ্রামোফোনে সর্বশেষ আরব সঙ্গীত শুনতেন।[৩] ওই একই সময় স্থানীয় এক খ্রিস্টান আরব বালক, জেরুজালেমের অধিবাসী, সৌন্দর্য আর আনন্দের ভা ার হিসেবে পরিচিত হয়ে ওইসব ক্যাফেতে একই গান শুনতেন এবং সেগুলো তার বীণায় তোলা শিখছিলেন।

* আলাস্কা, অ্যাঙ্গোলা, লিবিয়া, ইরাক ও দক্ষিণ আমেরিকাসহ অন্তত ৩৪টি ভিন্ন ভিন্ন স্থানের পরিকল্পনা আলোচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মাইকেল চ্যাবন তার থ্রিলার *দ্য ইয়িদিশ পুলিশম্যান'স ইউনিয়ন*-এ আলাস্কা পরিকল্পনাটি নিয়ে বিদ্রুপ করেছিলেন। চার্চিল, এফডিআর, হিটলার, স্ট্যালিনের মতো রাজনীতিবিদেরা অন্যান্য পরিকল্পনার কথা ভাবছিলেন। ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের আগে হিটলার মৃত্যু-উপনিবেশ মাদাগাস্কারে ইহুদিদের নির্বাসন দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন। ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে চার্চিল লিবিয়ায় ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিলেন। আর ১৯৪৫ সালে তার ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড ময়নে ইহুদিদের জন্য পূর্ব প্রুসিয়ার কথা বলেন। আমরা দেখতে পাব, স্ট্যালিন একটি ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, ১৯৪০-এর দশকে তিনি ইহুদি ক্রিমিয়ার কথা ভেবেছিলেন।

AMARBOI.COM

বীণাবাদক : ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ

ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ শৈশবেই বীণা (ওদ) বাজানো শেখা শুরু করেছিলেন, অল্প সময়ের মধ্যে সঙ্গীত-প্রিয় এই শহরের সেরা বীণাবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। এটা ধনী-গরিব সবার মাঝেই তাকে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। তার জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে। তার অর্থোডক্স পিতা ছিলেন নগর পরিষদের মর্যাদাসম্পন্ন সদস্য, বনেদি পরিবারগুলোর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনিও স্থানীয়দের কাছে সমাদর পাওয়ার মতো দক্ষতা করায়ত্ত করেছিলেন। তিনি ক্ষৌরকার হিসেবে প্রশিক্ষণ নেন। তবে মা-বাবার উপদেশ উপেক্ষা করে সঙ্গীতে মনোনিবেশন করেন। তিনি সবকিছু দেখতেন, সবাইকে চিনতেন। জেরুজালেমের অভিজাতবর্গ, উসমানিয়া পাশা, মিসরীয় কোকিলকণ্ঠি, সিদ্ধিখোর শিল্পী কিংবা নির্বিচার যৌন সম্ভোগরতা ইহুদি নারী- সবার সঙ্গে তার ভাব ছিল। এলিটদের কাছে তার চাহিদা ছিল, তবে তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তার ডায়েরির জন্য। মাত্র সাত বছর বয়স থেকে এটা লেখা শুরু করেন। তার এই ডায়েরি জেরুজালেম সাহিত্যের অনন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৃষ্টি।*

তিনি যখন ডায়েরি রাখা শুরু করেছিলেন, তার পিতা তখনো সাদা গাধায় চড়ে কাজে যেতেন। তবে ওই সময়েই প্রথম তিনি ঘোড়াবিহীন গাড়ি, ফোর্ড অটোমোবাইল দেখলেন। জাফার রাস্তায় সেটি চালিয়েছিল জনৈক আমেরিকান কলোনিস্ট। এত দিন ওয়াসিফ বিদ্যুতবিহীন পরিবেশে বসবাসে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন অল্প সময়ের ব্যবধানে রাশিয়ান কম্পাউন্ডে (প্রবেশ ফি ছিল এক উসমানিয়া বিসলিক, যা দরজায় পরিশোধ করতে হতো) নতুন সিনেমাটোগ্রাফ দেখতে শুরু করলেন।

ওয়াসিফ সাংস্কৃতিক মিশ্রণের আনন্দ উপভোগ করতেন। খ্রিস্টান হিসেবে তিনি সেন্ট জর্জ'স ইংলিশ পাবলিক স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। তবে পবিত্র কোরআন অধ্যয়ন করেছিলেন, টেম্পল মাউন্টে পিকনিক উপভোগ করতেন। সেফারদিক ইহুদিদের ' ইহুদি, আরব-সন্তান' (*ইয়াহুদ, আওলাদ আরব*) হিসেবে শ্রদ্ধা করে তিনি ইহুদিদের পুরিমে তাদের মতো পোশাক পরতেন, সাইমন দ্য জাস্টের সমাধিতে বার্ষিক ইহুদি পিকনিকে বীণা ও খঞ্জনীতে আন্দালুসিয়া সুর তুলতেন। মন্টেফিওরি কোয়ার্টারে এক ইহুদি দর্জির বাড়িতে তিনি বিশেষ ব্যান্ড দল নিয়ে আশকেনাজি সমবেত সঙ্গীতের সঙ্গে সুপরিচিত আরব গান ধরেছিলেন।

১৯০৮ সালে নিষ্ঠুর সুলতান আবদুল হামিদ এবং তার গোপন পুলিশ বাহিনীকে তরুণ তুর্কিদের (ইয়ং তুর্ক) উৎখাত করার বিপ্লবটি জেরুজালেম বরণ করে নেয়। তরুণ তুর্কিরা (দ্য কমিটি অব ইউনিয়ন অ্যান্ড প্রগ্রেস) ১৮৭৬ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করে। আনন্দের আতিশয্যে আলবার্ট অ্যান্টেবি নামের এক স্থানীয় ব্যবসায়ী, যিনি তার ফ্যানদের কাছে ইহুদি পাশা এবং শত্রুদের কাছে লিটল হেরোড নামে পরিচিত ছিলেন, জাফা গেটে উল্লসিত জনতার মাঝে বিনা মূল্যে শত শত পাউরুটি বিলিয়ে দেন। শিশুরা রাস্তায় রাস্তায় তরুণ তুর্কিদের অভ্যুত্থানের অভিনয় প্রদর্শন করে।

আরবেরা আশা করেছিল, তারা অন্তত উসমানিয়া স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তি পাবে। আরব জাতীয়তাবাদীরা ঠিক বুঝতে পারছিল না তারা আরবকেন্দ্রিক কোনো রাষ্ট্র না কি বৃহত্তর সিরিয়া চায়। লেবাননি লেখক নাজিব আজুরি একইসঙ্গে আরব ও ইহুদি আকাঙ্ক্ষার জন্ম এবং সেটার অনিবার্যভাবে পরস্পরের সাঙ্ঘর্ষিক হয়ে উঠার বিবরণ তুলে ধরেছেন। জেরুজালেম থেকে বনেদি বংশীয় উসমান আল-হোসেইনি এবং ইউসুফ খালিদির ভাতিজা রুহি খালিদি পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন। রুহি ছিলেন লেখক, রাজনীতিবিদ ও মার্জিত ব্যক্তিত্ব। ইস্তাম্বুলে তিনি ডেপুটি স্পিকার হলেন, ওই অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে জায়নবাদ এবং ইহুদিদের ভূমি ক্রয়বিরোধী প্রচারণা চালাতে লাগলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বনেদি পরিবারগুলো আরো ফুলে উঠল। তাদের ছেলেরা ওয়াসিফের সঙ্গে সেন্ট জর্জ'স-এ পড়াশোনা করত, মেয়েরা পড়ত হোসেইনি গার্লর্স স্কুলে। ওই সময় নারীরা আরব এবং পশ্চিমা উভয় ধরনের পোশাক পরত। ব্রিটিশ স্কুল জেরুজালেমে ফুটবল নিয়ে আসে, বাব আল-সাহরার বাইরের মাঠে প্রতি শনিবার বিকেলে ফুটবল ম্যাচ হতো। হোসেইনি ছেলেরা ছিল বেশ আগ্রহী খেলোয়াড়, তাদের অনেকে তুর্কি টুপি পরে খেলত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই ওয়াসিফ, তখনো তিনি স্কুলছাত্র, উড়নচণ্ডি দ্বৈত জীবনযাপন শুরু করে দিয়েছেন। তিনি বীণা বাজাতেন, বিশ্বস্ত পারিষদ এবং পার্টি আয়োজনকারী ছিলেন। এমন কি হয়তো বনেদি পরিবারগুলোর পুরুষদের জন্য নারী সংগ্রহ করে দিতেন। বনেদি পরিবারের এসব সদস্য নগর-প্রাচীরের বাইরে শেখ জারায় নতুন নতুন ম্যানশনে বাস করত। ওই সময় বনেদিদের মধ্যে কার্ড খেলা এবং প্রমোদবালা রাখার জন্য ছোট ছোট অ্যাপার্টমেন্ট (*ওদাহ*) ভাড়া করার রেওয়াজ ছিল। তারা অনেক সময় তার কাছে বাড়তি চাবি রাখত। ওয়াসিফের পৃষ্ঠপোষক মেয়রের ছেলে হোসেইন এফেন্দি আল-হোসেইন ওই সময়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয়া প্রমোদবালা পারসেফোনকে, গ্রিক-আলবেনীয় বংশোদ্ভূত, জাফনা রোডের এক অ্যাপার্টমেন্টে রেখেছিলেন। সেখান থেকে এই নারী গবাদি পশু এবং নিজের উদ্ভাবিত ওষুধি তেল বিক্রি করতেন। পারসেফোন সঙ্গীত ভালোবাসতেন, বীণায় তাকে সাহচর্য দিতেন কিশোর ওয়াসিফ। ১৯০৯ সালে হোসেইনি মেয়র হলেন, পারসেফোনকে বিয়ে করলেন।

বনেদি লোকদের মিস্ট্রেজেরা সাধারণত ইহুদি, আর্মেনীয় বা গ্রিক পরিবারগুলো থেকে আসত। তবে এখন হাজার হাজার রুশ তীর্থযাত্রী জেরুজালেমের আনন্দবাদীদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থায় পরিণত হলো। ওয়াসিফ লিখেছেন, ভবিষ্যতের মেয়র রাগিব আল-নাশাশিবি ও ইসমাইল আল হোসেইনির সহযোগিতায় তিনি 'রাশিয়ান নারীদের জন্য' গোপন পার্টির ব্যবস্থা করতেন। ওই সময়েই ভিন্ন ধরনের এক রাশিয়ান তীর্থযাত্রী নগরীতে তার স্বদেশীদের মধ্যে ভয়াবহ অধঃপতন এবং বেশ্যাবৃত্তির কথা উল্লেখ করেন।[৪] ১৯১১ সালের মার্চে তিনি জেরুজালেমে আসেন। সাইবারিটিক এই সন্ন্যাসী ছিলেন রাশিয়ান সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা ও স্বস্তিদাতা। ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত তাদের ছেলে আলেক্সিকে কেবল তিনিই সুস্থ করতে পারতেন।

* দুঃখের বিষয় হলো, পশ্চিমারা নগরীটি সম্পর্কে ইউরোপীয় পর্যটকদের কৃত্রিম স্মৃতিকথা একের পর এক পুনর্মুদ্রণ করে গেলেও ইসরাইল সৃষ্টি এবং পরবর্তী ঘটনাগুলো নিয়ে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যক্ষদর্শীর ৪০ বছরের অসাধারণ রচনার দিকে মনোযোগ দেয়নি। এখন পর্যন্ত এটি কেবল আরবি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাসপুতিন : রাশিয়ান নানেরা সাবধান

"আত্মা যখন 'ঈশ্বর মৃত থেকে জীবিত করুক' আনন্দসঙ্গীতটি গাইতে থাকে, তখনকার সুখের অনুভূতি আমি বর্ণনা করতে পারব না, কালি তখন অপ্রয়োজনীয়," লিখেছিলেন গ্রিগরি রাসপুতিন। সাইবেরিয়ান কৃষকটি তখন ৪৪ বছর বয়সী ভ্রাম্যমাণ সাধু পুরুষ। অখ্যাত তীর্থযাত্রী হিসেবে ১৯০৩ সালে তিনি প্রথম জেরুজালেম গিয়েছিলেন। ওই সময় ওডেসা থেকে সমুদ্রপথে আগত লোকদের দুর্দশার কথা তার মনে সজীব ছিল : 'গবাদি পশুর মতো গাদাগাদি করে একবারে ৭০০ পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন করা হতো।' তারপর থেকেই তার অবস্থার উন্নতি হতে থাকে। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে সরিয়ে আনতে এবার তার তীর্থযাত্রার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন দ্বিতীয় নিকোলাস। তিনি তাকে 'আমাদের বন্ধু' বলে ডাকতেন। এই পবিত্র পাপী সেন্ট পিটার্সবার্গে পতিতাদের সঙ্গে মাখামাখি করতেন, নিন্দিত হতেন এবং রেস্তোরাঁগুলোতে মূত্র ত্যাগ করতেন। রাসপুতিন এখন জেরুজালেমের অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্কের প্রাসাদসম বাড়িতে নিজস্ব স্টাইলে বসবাস করছিলেন। তবে তিনি নিজেকে সাধারণ তীর্থযাত্রীদের উদ্ধারকর্তা ভাবতেন, ইস্টারের 'অবর্ণনীয় আনন্দ' প্রকাশ করতেন : 'এখনকার সবকিছু আগের মতোই : ওই সময়ের (বাইবেল আমলের) মতো পোশাকধারী লোকজন দেখতে পাবেন। তারা ওল্ড টেস্টামেন্টের মতো একই ধরনের কোট এবং অদ্ভুত পোশাক পরে। এতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি।' তারপর ছিল যৌনতা এবং পানের বিষয়, তাতে রাসপুতিন ছিলেন বিশেষজ্ঞ।

১৯১১ সাল নাগাদ ১০ হাজারের বেশি রাশিয়ান, বেশিরভাগই গেঁয়ো কৃষক, ইস্টারের জন্য এসে সদা সম্প্রসারণশীল রাশিয়ান কম্পাউন্ডের ডরমিটরিগুলোতে আশ্রয় নিল। তারা গ্রান্ড ডিউক সার্গেই'স মেরি ম্যাগডালেন এবং চার্চের পাশে অবস্থিত আলেকজান্দ্রার নেভস্কিতে প্রার্থনা করত।* এসব তীর্থযাত্রী তাদের জাতিকে আরো বেশি কলঙ্কিত করছিল। শুরুর দিকেই বিশপ সাইরিল নমভ সম্পর্কে তাদের কনস্যাল লিখেছিলেন : 'লোকটা মদ্যপ ও ভাঁড়, আরব বিদূষক আর নারী পরিবেষ্টিত থাকে।' আর তীর্থযাত্রীদের অবস্থা : 'তাদের অনেকে জেরুজালেমে এমনভাবে থাকে যা পূণ্য লাভের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তাদের তীর্থযাত্রার লক্ষ্যও পূণ্য অর্জন নয়, বরং বিভিন্ন প্রলোভনের শিকার হওয়া।'

সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীর্থযাত্রীরা মারপিট আর মাতলামিতে মেতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ছিল। তাদের নিয়ন্ত্রণ করা আরো কঠিন হয়ে পড়ছিল। রাসপুতিন জানিয়েছেন, তিনি ক্যাথলিক ও আর্মেনীয়দের কত ঘৃণা করতেন, কিন্তু মুসলমানদের কথা উল্লেখ করেননি। ১৮৯৩ সালে জনৈক ক্যাথলিক চার্চে যাওয়ার রাস্তা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলে এক ধনী তীর্থযাত্রীর রাশিয়ান দেহরক্ষী চার্চের এক ল্যাতিন কর্মচারী এবং অপর তিনজনকে গুলি করে হত্যা করে। রাসপুতিন ব্যাখ্যা করেছেন, 'মাতলামি ছিল সর্বত্র, তাদের অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণ মদ ছিল সস্তা, বেশির ভাগই তৈরি করত অ্যাথেনিয়ান নানেরা।' আরো খারাপ ব্যাপার ছিল নির্বিচার যৌন সম্ভোগ : জেরুজালেমের বনেদি পরিবারের সদস্যবর্গ তাদের পার্টির জন্য সহজেই রাশিয়ান তীর্থযাত্রীদের সংগ্রহ করতে পারত, তাদের অনেকে উপপত্নী হিসেবে অন্দরমহলে অবস্থান করত। রাসপুতিন জেনেশুনেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছিলেন : নানেরা কোনো অবস্থাতেই সেখানে যাবে না! তাদের বেশির ভাগই পূণ্যনগরীর থেকে সরে গিয়ে জীবিকা অর্জন করে। বেশি ব্যাখ্যার দরকার নেই। যারা সেখানে গেছে, তাদের সবাই জানে ও বোঝে, কত তরুণ ভাই ও বোন সেখানে কত ভুল করেছে! মেয়েদের জন্য পরিস্থিতি খুবই কঠিন। তাদেরকে সেখানে বেশি দিন থাকতে বাধ্য করা হয়। প্রলোভন অনেক বেশি। শত্রুরা [ক্যাথলিক? মুসলিম?] অত্যন্ত হিংসুক। অনেকে উপপত্নী, অনেকে পতিতায় পরিণত হয়। এমনটা ঘটে যে তারা তোমাকে বলবে, 'আমাদের নিজস্ব ধনী বয়োবৃদ্ধ স্বামী আছে' এবং তারা আপনাকেও তোমাকেও ফেলবে!** আনন্দযাত্রী উভয় দিকেই ছিল। রাসপুতিনের প্রায় সমসাময়িককালে কৃষক তীর্থযাত্রীদের সঙ্গী ইংরেজ সাংবাদিক স্টিফেন গ্রাহাম বর্ণনা করেছেন কিভাবে 'আরব নারীরা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও হলি উইকে সরাইয়ে প্রবেশ করে কৃষকদের কাছে জিন ও কৌনাকের বোতল বিক্রি করে। জেরুজালেম তীর্থযাত্রী, ভ্রমণপিপাসুতে ছেয়ে গিয়েছিল। ধোঁকাবাজ, শো-ম্যান, হকার, মন্টেনিগ্রিন পুলিশ, অশ্বারোহী তুর্কি সৈন্য, গাধার পিঠে সওয়ার, গাড়িতে চড়া তীর্থযাত্রী,' ইংরেজ ও আমেরিকান- সবাই আছে। 'পূণ্যনগরীটি রাশিয়ান, আর্মেনীয়, বুলগেরিয়ান ও খ্রিস্টান আরবদের হাতে চলে গেছে।'

রাশিয়ান ফেরিওয়ালারা পর্যটকদের পাপাসক্ত করত। 'মোটা, লম্বা, চওড়া বুকওয়ালা, লম্বা নোংরা কালোচুলভর্তি শেভবিহীন চেহারা, পুরো লাল ঠোঁটের ওপরে এলোমেলো গোঁফওয়ালা' ফিলিপ নামের কৃষকটির মতো লোক সর্বত্র দেখা যায়। 'সন্ন্যাসীদের চ্যালা, পুরোহিতদের দালাল, চোরাকারবারি, দুশ্চরিত্র ব্যক্তি এবং ধর্মীয় পণ্যের ব্যবসায়ীরা' তথাকথিত ইহুদি কারখানায় তৈরি হতো। পতিত পাদ্রিরা জেরুজালেমে তাদের শেষ দিনগুলো 'মদ্যপ, ধর্মীয় উন্মাদনা ও লাশধৌতকারী হিসেবে অতিবাহিত করত,' কারণ জেরুজালেমে অনেক রাশিয়ান মারা (খুশিমনে) যেত। আবার এই উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেই মার্কসবাদীরা রাশিয়ান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃষকদের মধ্যে বিপ্লব ও নাস্তিকতা প্রচার করত।

গ্রাহামের সফরের পাম সানডেতে 'অর্থোডক্স আরবদের চিৎকার-চেঁচামেচিতে চার্চ থেকে বেরিয়ে আসা' তীর্থযাত্রীদের ওপর তুর্কি সৈন্যরা চড়াও হলে তারা 'ধর্মীয় উন্মাদনায় কাঁদছিল তারপর হঠাৎ করে লাল টুপিওয়ালা তুর্কি এবং পাগড়ি পরিহিত মুসলমানেরা হৈহুল্লড় করে তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জলপাই শাখা বহনকারীদের কাছে ফেলে দিতে থাকে, তারপর জলপাই শাখা ভেঙে দৌড়ে চলে গেল। কোনো আমেরিকান বালিকা কোডাক দিয়ে দ্রুত ছবি তুলল। খ্রিস্টান আরবেরা প্রতিশোধ গ্রহণের শপথ করল।' এর পর রাশিয়ানেরা গোল্ডেন গেটে 'মহা বিজয়ীর' সেকেন্ড কামিংয়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল। তবে বরাবরের মতো সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল হলি ফায়ার : শিখা দেখা যাওয়ামাত্র 'উচ্ছ্বল প্রাচ্যবাসী জ্বলন্ত মোমবাতিগুলো কাছে টেনে নিত, উল্লাস ও পরমানন্দে চিৎকার করত। মনে হতো বিশেষ ধরনের ড্রাগের প্রভাবে তারা গান গাইছে। একটা বিশেষ গান ছিল **কিরিয়ে ইলিসন : খ্রিস্ট জেগেছেন!**' তবে 'নিয়মিত আকস্মিক আতঙ্কপীড়িত ছোটাছুটির ঘটনা ঘটত' যা চাবুক আর রাইফেলের বাটের গুঁতা দিয়ে দমন করা হতো।

ওই রাতে গ্রাহাম তার সঙ্গীদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন- তারা 'শিশুদের মতো উদ্দীপ্ত, উত্তেজিত ও হইচই করতে লাগল'- তারা তাদের ব্যাগগুলো জেরুজালেমের মাটি, জর্ডানের পানি, খেজুর, শবাচ্ছাদনবস্ত্র, স্টেরিওস্কোপে ভরে নিল- 'এবং আমরা একে অন্যকে বারবার চুমু খেতে লাগলাম।'

ওই রাতে আলিঙ্গন ও চুমু খাওয়াতে ঠোঁটগুলো ফেটে গিয়েছিল, দাড়ি ও গোঁফ পেঁচিয়ে পড়েছিল। সেটা ছিল চিৎকার চেঁচামিচির উৎসব। যে পরিমাণ মদ, ব্রান্ডি ও আরক পান করা হলো তা বেশির ভাগ ইংরেজের জন্য ছিল আতঙ্কজনক। আর মদ্যপ নৃত্য যিশুর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হতে পারে!

ওই বছর ইস্টারের সঙ্গেই পাসওভার এবং নবি মুসা পর্ব পড়ে। ওয়াসিফের আয়োজিত পাপাচারপূর্ণ পার্টি থেকে অর্থোডক্স নারীদের ফিরিয়ে রাখতে রাসপুতিন যখন ব্যস্ত, তখন এক ইংরেজ অভিজাত ব্যক্তি এমন দাঙ্গা বাধালেন যার খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।[৫]

* রাশিয়ান উপস্থিতির পৃষ্ঠপোষক সার্গেই অনেক আগেই মারা গিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে তিনি মস্কোর গভর্নর-জেনারেলের পদ থেকে সরে দাঁড়ানো সত্ত্বেও সন্ত্রাসীরা তাকে ক্রেমলিনের ভেতরেই বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। তার স্ত্রী ইলা বাইরে ছুটে এসে তার স্বামীর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেহাবশেষগুলো কুড়াতে থাকেন। তবে খুব বেশিকিছু সংগ্রহ করতে পারেননি। অঙ্গবিহীন দেহের একটি অংশ, খুলিসহ অল্প কিছু অঙ্গ তিনি শনাক্ত করতে পেরেছিলেন। ঘাতককে ফাঁসিতে ঝোলানোর আগে তিনি কারাগারে তাকে দেখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন। এরপরে তিনি প্যালেস্টাইন সোসাইটির সভাপতি পদে স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হন। দ্বিতীয় নিকোলাস ব্যক্তিগতভাবে তখন থেকে এই সোসাইটির তদারকি করতেন। তবে রাসপুতিনের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা নিয়ে ইলা তার বোন সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। একটি মর্মান্তিক ঘটনার মধ্যে তাকে জেরুজালেমে ফিরে আসতে হয়েছিল। (দেখুন ৪৮ অনুচ্ছেদের একটি ফুটনোট

** রাশিয়ায় ফিরে রাসপুতিন রাজপরিবারে তার ঘনিষ্ঠ ভূমিকা আবার গ্রহণ করেন। বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৫ সালে তিনি *মাই থটস অ্যান্ড রিফ্লেকশনস: ব্রিফ ডেসক্রিপশন অব অ্যা জার্নি টু দ্য হলি প্লেলেসেস* প্রকাশ করেন। ওই সময় রাসপুতিনের পরামর্শেই দ্বিতীয় নিকোলাস বেসামরিক প্রশাসন তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব আলেকজান্দ্রার হাতে দিয়ে রাশিয়ান সেনাবাহিনী নিয়ে যুদ্ধে যান। এর পরিণাম হয়েছিল ভয়াবহ। রাসপুতিন ছিলেন নিরক্ষর। তিনি কাউকে দিয়ে বইটি লিখিয়েছিলেন। এমনও বলা হয়ে থাকে, সম্রাজ্ঞী নিজে এটা সংশোধন করে দিয়েছিলেন। ক্ষমতায় শীর্ষে থাকলেও তার জনপ্রিয়তা ছিল না। এমন এক অবস্থায় সম্মানিত তীর্থযাত্রী হিসেবে নিজেকে তুলে ধরার লক্ষ্যে তিনি বইটি লিখেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর কিছুদিন পর তিনি গুপ্তহত্যার শিকার হন।

AMARBOI.COM

অনারেবল ক্যাপ্টেন মন্টি পার্কার এবং দ্য আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট

মন্টি পার্কার ছিলেন ২৯ বছর বয়স্ক অভিজাত ইংরেজ। অতিযত্নে রাখা গোঁফ আর সপ্তম অ্যাডওয়ার্ডের অনুকরণে ছাটা দাড়ি শোভিত এই লোকটির আয় সামান্য হলেও বিলাসবহুল জীবনের প্রতি ছিলেন প্রবলভাবে আসক্ত। এক দিকে তিনি ছিলেন সুযোগসন্ধানী, আবার সেইসঙ্গে সরল বিশ্বাসী। সব সময় টাকা বানানোর সহজ পথ খুঁজতেন, অন্তত এমন কারো সন্ধানে থাকতেন, যে তার বিলাসিতার ব্যয়ভার বহন করবে। তিনি ছিলেন গ্ল্যাডস্টোনের শেষ সরকারের এক সদস্যের পুত্র, ইটন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র, আর্ল অব মর্লের ছোটভাই, সাবেক গ্রেনাডিয়ার গার্ডস অফিসার এবং বোয়ের যুদ্ধফেরত সৈনিক। ১৯০৮ সালে ফিনল্যান্ডের গুপ্তরহস্যভেদে পারদর্শী দাবিদার এক পুরোহিত তার কাছে উপস্থিত হলেন। তিনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হলেন, তারা দুজনে মিলে জেরুজালেমে লুকিয়ে রাখা বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে মূল্যবান গুপ্তধন উদ্ধার করতে পারবেন।

ওই ফিন ভদ্রলোকের নাম ড. ভ্যাল্টার জুভেলিয়াস। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষক, কবি ও আত্মিকবাদী। বাইবেলে বর্ণিত পোশাক পরতেন, বাইবেলের কোডগুলোর পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। অনেক বছর *বুক অব ইজেকিল* নিয়ে গবেষণার পর জনৈক সুইডিশ প্রেতসাধকের সঙ্গে প্রেতবৈঠকে উৎসাহিত হয়ে জুভেলিয়াস তার কথিত 'দ্য সাইফার অব ইজেকিল'-এর রহস্যভেদ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেরেছেন বলে দৃঢ়বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন। তিনি সিদ্ধান্তে পৌছালেন, খ্রিস্টপূর্ব ৫৮৬ সালে নেবুচাদনেজারের জেরুজালেম ধ্বংস করার সময় ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টের দক্ষিণে একটি সুড়ঙ্গে দ্য আর্ক অব কোভেন্যান্টটি (তিনি এর নাম দেন 'দ্য টেম্পল আর্কাইভ') লুকিয়ে রেখেছিল। তবে আর্কটি খুঁজে পেতে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে তাকে সাহায্য করার জন্য অত্যন্ত সক্রিয় লোকের প্রয়োজন। সমস্যাগ্রস্ত হলেও অ্যাডওয়াডিয়ান লন্ডনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এই ইংরেজ অভিজাত ব্যক্তির চেয়ে ভালো সাহায্যকারী আর কে হতে পারে?

জুভেলিয়াস তার গোপন প্রসপেক্টাসটি পার্কারকে দেখালেন, তিনি উদ্দীপ্তভাবে দৈবলব্ধ জ্ঞান পাঠ করলেন-

> আমি এখন বিশ্বাস করি, আমি কঠোর সাধনাবলে নিশ্চিত হয়েছি, টেম্পল আর্কাইভের প্রবেশপথ হলো আকেলদামা এবং ওই টেম্পল আর্কাইভটি লুকানোর স্থানেই স্পর্শহীন রয়ে গেছে। আড়াই হাজার বছর ধরে লুকানো টেম্পলের আর্কাইভটি খুঁজে পাওয়া অতি সহজ ব্যাপার। সাইফারের অস্তিত্বই টেম্পল আর্কাইভের ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকার প্রমাণ।

AMARBOI.COM

বাতিকগ্রস্ত ব্যক্তিটির এই বলিষ্ঠ যুক্তি পার্কার পুরোপুরি মেনে নিলেন, যদিও বিষয়টা দ্য ভিঞ্চি কোডের চেয়ে মোটেই বেশি যৌক্তিক ছিল না। ঘটনাটা এমন এক সময় ঘটে যখন কাইজার নিজে প্রেতবৈঠকে হাজির হতেন এবং অনেকেই ইহুদি ষড়যন্ত্রে বিশ্বাস করত। ফলে জুভেলিয়াসের পক্ষে লোকজনকে তার অনুসারীতে পরিণত করা কঠিন কিছু ছিল না। একবার তার এক অনুসারী তাকে লিখেছিল, 'ইহুদিরা অনেকটাই গোপনপ্রবণ জাতি,' ফলে তারা বেশ ভালোভাবেই আর্ককে লুকিয়ে রাখবে- এটাই স্বাভাবিক।

জুভেলিয়াসের দলিলটি ফিনিশ ভাষা থেকে অনুবাদ করে ঝকমকে ব্রশিয়ারে প্রকাশ করা হয়েছিল। তার কপিই ছিল পার্কারের কাছে। তারপর তিনি বন্ধুদেরকে (এরা সবাই ছিল ঋণে জর্জরিত অভিজাত পরিবারের সদস্য ও ধান্ধাবাজ সামরিক ব্যক্তিত্ব) অবিশ্বাস্য সম্পদের হদিস দিয়ে বললেন এসবের মূল্য ২০০ মিলিয়ন ডলার হবে না?* অন্যকে মুগ্ধ করার ক্ষমতা ছিল পার্কারের। এর ফলে তিনি অনেক বিনিয়োগকারীকে আকৃষ্ট করেছিলেন, সংখ্যাটি এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে তার পক্ষে তাদের সামলানো সম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ, রাশিয়ান, সুইডিশ অভিজাতেরা এবং ডাচেস অব মার্লবোরো কনসুলো ভ্যাডারবিল্টের মতো আমেরিকান ধনীরা তার কাছে অর্থ ঢালতে লাগল। পার্কার সিন্ডিকেটের মাউন্ট টেম্পল এবং সিটি অব ডেভিডে অবাধ প্রবেশের সুযোগ দরকার ছিল। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিত ছিলেন, উদার হাতে 'বকশিশ' দিয়ে তিনি সেটা করতে পারবেন। ১৯০৯ সালের বসন্তে পার্কার, জুভেলিয়াস ও তাদের সুইডিশ দেহরক্ষী-কাম-সহচর ক্যাপ্টেন হফেনস্টাল জেরুজালেমের স্থানগুলো পরিদর্শন করে ইস্তাম্বুল রওনা হলেন। সেখানে মন্টি মন্ত্রীদের ৫০ শতাংশ প্রস্তাব এবং আগাম কিছু অর্থ প্রদানের মাধ্যমে (তারা প্রধানমন্ত্রী থেকে নিম্নপদস্থ অনেককে ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন) অর্থমন্ত্রী জাভেদ বে ও 'অনারেবল এম পার্কার অব দ্য টার্ফ ক্লাব, লন্ডন'-এর চুক্তি করার ব্যবস্থা করলেন।

মহামান্বিত তুর্কি সরকার পার্কারকে মি. ম্যাকাসাদার নামের এক আর্মেনীয়কে তার সহচর হিসেবে নিয়োগ করার উপদেশ দিল, খননকাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য দুজন কমিশনার পাঠাল। ক্যাপ্টেন হফেনস্টাল ১৯০৯ সালের আগস্টে জুভেলিয়াসের কাছ থেকে 'সাইফার'টি সংগ্রহ করে জেরুজালেমে পার্কার ও তার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তারা সেখানে তারা মাউন্ট অব অলিভসে কাইজারের আগাস্তা ভিক্টোরিয়া দুর্গে তাদের সদরদপ্তর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং হোটেল ফাস্টে (ওই সময় শহরের সেরা) বাস করছিলেন। মন্টি ও তার বন্ধুরা বাঁধনহীন আনন্দোৎসবে মেতে ডিনার আর শুটিং প্রতিযোগিতা দিতে লাগলেন। আমেরিকান কলোনিস্ট বার্থা স্প্যাফোর্ড স্মৃতিচারণ করেছেন, 'এক রাতে আমরা অস্বাভাবিক গোলমাল শুনে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদেরা গাধার রাখাল সেজে গাধার পাশাপাশি দৌড়ে আরব রাখালদের মতো চিৎকার, চেঁচামেচি করছে, রাখালেরা ইংরেজদের স্থানে বসে আছে।' পার্কারের চক্রটি জেরুজালেমের গভর্নর আজমি পাশাসহ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে বশ করেছিল। তারপর তারা শ্রমিক, গাইড, আয়া, দেহরক্ষীদের একটি বিশাল দলকে নিয়োগ করে ওফেল পাহাড়ে খননকাজ শুরু করে। প্রাচীন জেরুজালেম আবিষ্কারের জন্য এখানে আগেও প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজ চালানো হয়েছিল, তখনো এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব ছিল। খননকাজ একবার চালিয়েছিলেন চার্লস ওয়ারেন, ১৮৬৭ সালে। পরে আমেরিকান প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রেডেরিক ব্লিস ও আর্চিবল্ড ডিকি আরো কয়েকটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেন। এর ফলে ধারণা করা হচ্ছিল, এটা রাজা ডেভিডের জেরুজালেম। অনেক দূর থেকে পার্কারকে আত্মিক শক্তি দিয়ে নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন জুভেলাস। এ ছাড়া আইরিশ 'থট-রিডার' লি'ও পার্কারকে উজ্জীবিত করেছিলেন। এমনকি পার্কার যখন কিছুই পেলেন না, তখনও জুভেলিয়াসের ওপর তার বিশ্বাস শিথিল হয়নি।

ব্যারন অ্যাডমন্ড ডি রথচাইল্ডের (তিনি নিজে আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট অনুসন্ধানের জন্য খননকাজে অর্থায়ন করেছিলেন) সমর্থন পেয়ে জেরুজালেমের ইহুদিরা অভিযোগ করতে থাকে, পার্কার ইহুদিদের পবিত্র স্থানের অমর্যাদা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছেন। মুসলমানেরাও উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু উসমানিয়া তুর্কিরা তাদের ঠেকিয়ে রেখেছিল। পার্কার তাদের সন্দেহ দূর করতে ইকোলে বাইবিলিকের প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ পেয়ের ভিনসেন্টকে খননকাজ তত্ত্বাবধানের জন্য নিয়োগ করেন। বস্তুত এই খননকাজের ফলে এখানে প্রাচীন কালের বসতি থাকার আরো প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তিনি পার্কারদের খননকাজের আসল উদ্দেশ্য জানতেন না।

বৃষ্টির কারণে ১৯০৯ সালের শেষ দিকে পার্কারের কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ১৯১০ সাল তিনি ক্লেরেন্স উইলসনের ইয়ট *ওয়াটার লিলিতে* করে জাফায় ফিরে এসে খননকাজ অব্যাহত রাখেন। আরব শ্রমিকেরা কয়েকবার ধর্মঘটে গিয়েছিল। আদালত যখন আরবদের সমর্থন দেওয়ার হুমকি দিল, তখন মন্টি ও তার অংশীদারেরা মনে করল, ব্রিটিশদের ঠাট-বাট দেখিয়ে নেটিভদের মধ্যে সম্ভ্রম সৃষ্টি সম্ভব। তারা 'পূর্ণ ইউনিফর্ম' পরে মেয়রের (বীণাবাদক ওয়াসিফের পৃষ্ঠপোষক) কাছে গেল। ক্যাপ্টেন ডাফ পরলেন হেলমেট, বর্ম ও লাইফ গার্ডের লোহার দাস্তানা, মন্টি পার্কার টকটকে ভালুকচর্মের লালবর্ণের পোশাক। মেজর ফোলে বলেছেন, 'সবকিছু আমাদের অনুকূলে হলো। আমরা সেনসেশন সৃষ্টি করতে পেরেছিলাম।'

ধর্মঘটিদের বরখাস্ত করে এই হাস্যকর প্যারেডটি মহা আড়ম্বরে ওল্ড সিটি দিকে অগ্রসর হতে লাগল। ফোলের ভাষায় তা ছিল : 'একেবারে সামনে ছিল একজন বল্লমধারী অশ্বারোহী তুর্কি সৈন্য, তারপর মেয়র, কমান্ড্যান্ট, কয়েকজন ধর্মীয় নেতা এবং তারপরে ডাফ, পার্কার, আমি, উইলসন, ম্যাকাসাদার ও তুর্কি সামরিক পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।' হঠাৎ করে ডাফের খচ্চরটি দ্রুতবেগে বাজারের পথে ছুটতে শুরু করল, ক্যাপ্টেন তখন এর পিঠে ঝুলে আছেন। শেষে তাকে একটি দোকানে ছুঁড়ে ফেলা হলো, তিনি চিনাবাদামের ভেতর ডুবে গেলেন, তার বন্ধুরা হইচই করে ওঠলেন। ফোলে বলেছেন, 'একটা বুড়ো ইহুদি এটাকে কিয়ামতের আলামত অভিহিত করে ইয়িদ্দিশ ভাষায় বিলাপ করতে লাগল।'

এই প্রদর্শনীতে কিংবা খুব সম্ভব 'উদার বকশিশে' কাজ হলো। পার্কার এফজেএমপিডব্লিউ ছদ্মনামে তার সিন্ডিকেটের কয়েকজন সদস্যের কাছে কাজের অগ্রগতির গোপন প্রতিবেদন ও ঘুষের হিসাব পাঠাতে লাগলেন। তার প্রথম সফরে খরচ হয়েছিল ১,৯০০ পাউন্ড। প্রথম বছরে তিনি ব্যয় করেছিলেন ৩,৪০০ পাউন্ড এবং ১৯১০ সালে তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন তার হিসাবে দেখা যায় 'জেরুজালেমের কর্মকর্তাদের পেছনে ব্যয় ৫,৬৬৭ পাউন্ড।' মেয়র হোসেইন হোসেইনি মাসে পেয়েছিলেন ১০০ পাউন্ড করে। এই বিপুল ঘুষ জেরুজালেমের অভিজাতদের কাছে অবশ্যই বিরাট নেয়ামত মনে হয়েছিল। তবে পার্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তরুণ তুর্কি সরকারের মনোভাব সদা পরিবর্তনশীল, সেইসঙ্গে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম একটা স্পর্শকাতর স্থান : 'সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ সামান্যতম ভুলেই মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে!' তিনি লিখেছিলেন। তবে তিনি যে অগ্নিগিরির ওপর বসে খেলছেন, তা আদৌ বুঝতে পারেননি। ১৯১১ সালে খননকাজ আবার শুরু করার সময় পার্কার আরো বেশি পরিমাণ অর্থ ঢেলেছিলেন। তখন তিনি বেপরোয়া। টেম্পল মাউন্ট খনন করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শেখ হারামের বংশপরম্পরা অভিভাবক শেখ খলিল আল-আনসারি ও তার ভাইকে ঘুষ দিলেন।

পার্কার ও তার দল আরবদের মতো পোশাক পরে চুপিচুপি টেম্পল মাউন্টে প্রবেশ করে ডোম এলাকায় ঢুকে পড়লেন। তারপর গোপন সুড়ঙ্গের নিচে খননকাজ শুরু করতে দরজা ভেঙে ফেললেন। তবে ১৭ এপ্রিল রাতে এক মুসলমান নৈশপ্রহরী তার লোকজনে ভর্তি বাড়িতে ঘুমাতে না পেরে হারামের বাইরে খাটিয়ায় শুতে গেলেন। তখনই ইংরেজ লোকটিকে তিনি দেখে বিস্মিত হলেন, দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন, ছদ্মবেশী খ্রিস্টানেরা ডোম অব দ্য রক খুঁড়ছেন।

দুর্বৃত্ত উসমানিয়া ও ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রের নিন্দা করে মুফতি নবি মুসার পুরো সমাবেশকে ক্ষেপিয়ে তুললেন। নবি মুসায় সমবেত তীর্থযাত্রীদের অনেককে নিয়ে একদল দাঙ্গাবাজ ছুটল পবিত্র স্থানটি রক্ষা করতে। ক্যাপ্টেন পার্কার ও তার বন্ধুরা জীবন বাঁচাতে দ্রুতবেগে জাফায় পালালেন। এই একবারই মুসলমান ও ইহুদিরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তারা প্রচ ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারা শেখ খলিল ও ম্যাকাসাদারকে হত্যা করতে উদ্যত হলো। শেষ পর্যন্ত উসমানিয়া সৈন্যবাহিনী এসে গ্রেফতার করায় তারা প্রাণে বাঁচল। তাদের ও পার্কারের পুলিশ প্রহরীদের সবাইকে বৈরুতে বন্দি করা হলো। জাফায় তখন মন্টি পার্কার সবেমাত্র *ওয়াটার লিলিতে* চড়েছেন। তবে পুলিশ সন্দেহ করছিল, তিনি হয়তো আর্ক অব দ্য কোভ্যান্ট চুরি করেছেন। তারা তাকে ও তার ব্যাগেজ তল্লাসি করে, তবে আর্ক পায়নি। পার্কার জানতেন, তাকে পালাতে হবে। তাই উসমানিয়া পুলিশ বাহিনীকে ধোঁকা দিতে তিনি তার ইংরেজ ভদ্রলোকের পরিচয় ব্যবহার করলেন। তিনি *ওয়াটার লিলিকে* চমৎকারভাবে সাজিয়ে ঘোষণা করলেন, 'জাফার কর্মকর্তাদের জন্য তার ইয়টে সংবর্ধনা দিতে যাচ্ছেন।' তারা যখন তার ইয়টে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তিনি নৌযাটি নিয়ে নিজস্ব গন্তব্যে রওনা দিয়েছেন।

এদিকে পার্কার সলোমনের (হজরত সোলায়মান) মুকুট, আর্ক অব দ্য কোভেন্যান্ট এবং হজরত মোহাম্মদের তরবারি চুরি করে নিয়ে গেছেন- এমন গুজবে জেরুজালেমে জনতা উত্তেজিত হয়ে গভর্নরকে হত্যা ও সব ব্রিটিশ নাগরিকের গলা কাটার হুমকি দিচ্ছিল। জীবন রক্ষা করতে গভর্নর লুকিয়ে ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯ এপ্রিল সকালে *লন্ডন টাইমসে* খবর বের হলো, 'নগরজুড়ে প্রচ উত্তেজনা চলছে। দোকানপাট বন্ধ, কৃষকেরা ফুঁসে ওঠছে, নানা গুজব ছড়িয়ে পড়ছে।' খ্রিস্টানেরা আতঙ্কিত হয়েছিল এটা মনে করে যে, 'নবি মুসা থেকে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা' ছুটে আসছে খ্রিস্টানদের হত্যা করতে। একইসঙ্গে মুসলমানেরা ভীত হয়ে পড়েছিল এটা শুনে, 'মুসলমানদের হত্যা করতে ৮ হাজার রুশ তীর্থযাত্রী অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে।' সব পক্ষই বিশ্বাস করেছিল, 'সলোমনের রাজকীয় সামগ্রীগুলো ক্যাপ্টেন পার্কারের ইয়টে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।'

ইউরোপীয়রা দরজাপাট বন্ধ করে ঘরের মধ্যে অবস্থান করতে থাকল। বার্থা স্প্যাফোর্ড স্মৃতিচারণ করেছেন, 'জেরুজালেমের লোকজনের মধ্যে ক্রোধ এত বেশি ছিল যে, প্রতিটি রাস্তায় টহলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল।' নবি মুসার শেষ দিনে, টেম্পল মাউন্টে জেরুজালেমের ১০ হাজার অধিবাসী অবস্থান করছিল, দাঙ্গাবাজেরা 'ভীতি ছড়িয়ে দিল।' ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল, কৃষাণী ও তীর্থযাত্রীরা প্রাচীরগুলো বেয়ে দ্রুতবেগে নেমে নগরদ্বারের দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'গণহত্যা।' প্রতিটি পরিবার অস্ত্র হাতে তুলে নিল, বাড়ির সামনে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা হলো। স্প্যাফোর্ড লিখেছেন, 'জেরুজালেমে আমাদের দীর্ঘ বসবাসকালে পার্কারের কলঙ্কময় ঘটনাটি খ্রিস্টানবিরোধী হত্যাযজ্ঞ সৃষ্টির কাছাকাছি অবস্থায় নিয়ে গিয়েছিল।' *নিউ ইয়র্ক টাইমস* বিশ্বকে জানাল : 'সোলায়মানের সম্পদরাজি পাচার হয়ে গেছে। ওমরের মসজিদে খননের পর ইয়টে করে ইংলিশ দলটি গায়েব হয়ে গেছে : খবরে প্রকাশ তারা রাজার মুকুট পাওয়া পেয়েছিল।' তদন্তের জন্য তুর্কি সরকার জেরুজালেমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের পাঠিয়েছে!'

মন্টি পার্কার পরিস্থিতির ভয়াবহতা কখনো উপলব্ধি করতে পারেননি। ওই শরতে তিনি জাহাজে করে জাফায় এলেন। তাকে অবতরণ না করতে উপদেশ দেওয়া হলো, 'অন্যথায় আরো বড় বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।' তিনি সিন্ডিকেটকে জানালেন, বন্দিদের দেখতে তিনি 'বৈরুত যাবেন।' তারপর তার পরিকল্পনা ছিল 'সংবাদমাধ্যমকে ঠাণ্ডা করতে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে সামান্য কারণ ব্যাখ্যা করতে জেরুজালেম যাওয়া। পরিস্থিতি শান্ত হওয়ামাত্র গভর্নরকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে তুর্কি প্রধানমন্ত্রীকে (গ্র্যান্ড ভিজির) জানানো যে আমাদের প্রত্যাবর্তনের মতো নিরাপদ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে!' জেরুজালেম আর কখনো 'সামান্য কারণ' দেখতে পায়নি। তবে পার্কার ১৯১৪ সাল পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন।** লন্ডন ও ইস্তাম্বুলের মধ্যে কূটনৈতিক অভিযোগ চালাচালি হতে থাকে। জেরুজালেমের গভর্নরকে বরখাস্ত করা হয়। পার্কারের সহযোগীদের বিচারের আয়োজন করা হয়। তবে তারা নির্দোষ খালাস পান (কারণ কিছুই চুরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি)। টাকা-পয়সা শেষ হয়ে গিয়েছিল। গুপ্তধনের কাহিনী এবং পার্কারের কেলেঙ্কারির কারণে ইউরোপীয় প্রত্নতত্ত্ব ও সাম্রাজ্যবাদের জন্য দরজা ৫০ বছর বন্ধ ছিল।[৬]

* পার্কারের বন্ধুদের মধ্যে ছিলেন ক্যাপ্টেন ক্লেরেন্স উইলসন, মেজর ফোলে (তিনি ট্রান্সভালে জেমসন অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন), অনারেবল সাইরেল ওয়ার্ড (আর্ল অব ডাডলির তৃতীয় ছেলে), ক্যাপ্টেন রবিন ডাফ (ফিফের ডিউকের কাজিন), ক্যাপ্টেন হাইড ভিলিয়ার্স (আর্ল অব জার্সির কাজিন)। এছাড়া ছিলেন স্ক্যান্ডেনেভিয়ার কাউন্ট হারম্যান র‍্যাঙ্গল ও জনৈক ভ্যান বার্গ (এই অতীন্দ্রিয়বাদী ব্যক্তিটি গুপ্তধন জেরুজালেমে নয়, মাউন্ট আরারাতে আছে- একথা বলে গ্রুপটিকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিলেন।

** পার্কারের পুরো কাহিনী তার নিজের চিঠিপত্র ও বর্ণনার পাশাপাশি জুভেলিয়াসের দৈব-বাণীর আলোকে এখানে প্রথমবারের মতো বলা হচ্ছে। এমনকি ১৯২১ সালেও জেরুজালেমে পার্কারের এজেন্টরা তাদের পাওনা আদায়ের জন্য তাকে তাগাদা দিচ্ছিলেন। টম ব্রাউনের স্কুলডে'স উপন্যাসের খলনায়কের মতো পার্কারও বিশ্বযুদ্ধের সময় বিপদ এড়াতে সদরদফতরে ঘোরাফেরা করতেন, ট্রেঞ্চগুলো এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো বিয়ে করেননি, তবে বেশ কয়েকজন মিস্ট্রেজ রাখতেন। ১৯৫১ সালে তিনি মর্লের আলডমের উত্তরসূরি হন, রাজকীয় বাড়ি লাভ করেন। তিনি তখন গর্ব করে তার পরিবারকে বলেছিলেন, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া প্রতিটি পেনি কিভাবে বুঝেশুনে খরচ করতে হয় তা তিনি জানেন। তবে পার্কার বুড়ো হওয়ার পরও ওই পরিবারের এক সদস্য তার সম্পর্কে বলেছিলেন, তিনি 'অপদার্থ, অবিবেচক, অবিশ্বস্ত, কুলাঙ্গার, নিঃস্ব, অভিজাতগর্বী ও দাম্ভিক।' তিনি ১৯৬২ সাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। তবে কখনো জেরুজালেমের কথা উল্লেখ করেননি বা কোনো কাগজপত্রও পাওয়া যাচ্ছিল না। তবে ১৯৭৫ সালে পার্কারের আইনজীবীরা একটি ফাইল পেয়ে মর্লের ষষ্ঠ আর্লকে প্রদান করে। অনেক বছর সেগুলো বিস্মৃত থাকার পর আর্ল ও তার ভাই নাইজেল পার্কার সহানুভূতির সঙ্গে এই গ্রন্থের লেখককে সেগুলো দেখতে দেন। জুভেলিয়াস হয়েছিলেন ভাইবর্গের গ্রন্থাগারিক, ওই কাহিনী অবলম্বনে একটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তিনি ১৯২২ সালে ক্যান্সারে মারা যান। ঘটনাটির সামান্য চিহ্নই জেরুজালেমে অবশিষ্ট আছে। বর্তমানে রনি রিচের খনন করা বিশাল ক্যানানাইট টাওয়ার নামে পরিচিত ওফেল সুড়ঙ্গে একটি ছোট গুহার মুখে থাকা ছোট্ট বালতিটির মালিক ছিলেন মন্টি পার্কার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৪
বিশ্বযুদ্ধ
১৯১৪-১৯১৬

জামাল পাশা : জেরুজালেমের স্বৈরাচার

পার্কারের অ্যাডভেঞ্চার জেরুজালেমে তরুণ তুর্কি শাসনের আসল চেহারা উন্মোচন করে দেয় : তারা তাদের পূর্বসূরিদের চেয়ে কম কাণ্ডজ্ঞানহীন ও অথর্ব নয়। আর এটাই আরবদের মধ্যে অন্তত স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রত্যাশা জাগিয়ে দেয়। নতুন উপলব্ধির বিষয়টি প্রকাশের জন্য জাফায় *ফিলাস্তিন* নামে একটি জাতীয়তাবাদী পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। খুব দ্রুত সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়, তরুণ তুর্কিরা নির্মম ও গোপনতাপূর্ণ সংস্থাই রয়ে গেছে, শুধু তাদের খোলসটা গণতান্ত্রিক। এই তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা কেবল আরবদের আশা-আকাঙ্ক্ষাই দমিয়ে দিতে বদ্ধপরিকর নয়, এমনকি আরবি শিক্ষাও শেষ করতে চায়। আরব জাতীয়তাবাদীরা স্বাধীনতার কৌশল প্রণয়ন করার জন্য গোপন ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে থাকে, হোসেইনি এবং অন্যান্য বনেদি পরিবারের সদস্যরাও এতে যোগ দেয়। এ দিকে জায়নবাদী নেতারা 'ইহুদি নগরী প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশেষ করে রাষ্ট্রের প্রধান শহর হিসেবে জেরুজালেমে' নতুন অভিবাসনকে উৎসাহিত করতে থাকে। হোসেইনি এবং লেবাননের সুরসকের মতো অন্যান্য বনেদি পরিবার চুপিচুপি জায়নবাদীদের কাছে জমি বিক্রি করতে থাকলেও তারা তাদের এই অভিবাসন কার্যক্রমে আতঙ্কবোধ করে।

ফরাসি-ভাষী বুদ্ধিজীবী এবং এখন ইস্তাম্বুলে পার্লামেন্টের ডেপুটি স্পিকার রুহি খালিদি আরব জাতীয়তাবাদী নন, তিনি ছিলেন উদারপন্থী উসমানিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি জায়নবাদ সম্পর্কে সতর্ক অধ্যয়ন এবং এমন কি তা নিয়ে একটি গ্রন্থও রচনা করছিলেন। তিনিও জায়নবাদকে হুমকি মনে করলেন। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জমি কেনা নিষিদ্ধ করতে তিনি পার্লামেন্টে একটি আইন প্রণয়নের চেষ্টা করেন। প্রাচীন ঐতিহ্যে লালিত বনেদি পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী রাগিব আল-নাশাশিবি, প্রেবয় ইমেজধারী এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনও করেছিলেন, ঘোষণা করলেন, 'আমাদের সামনে ওঁত পেতে থাকা জায়নবাদ থেকে নিজেদের রক্ষার জন্য আমি আমার সব শক্তি ব্যয় করব।' *ফিলাস্তিন* পত্রিকার সম্পাদক হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন, 'এমন অবস্থা চলতে থাকলে জায়নবাদীরা আমাদের দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভুত্ব লাভ করবে।'*

১৯১৩ সালের ২৩ জানুয়ারি, ৩১ বছর বয়স্ক তরুণ তুর্কি অফিসার ইসমাইল আনোয়ার মন্ত্রিসভার অধিবেশনে ঢুকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে গুলি করে কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিলেন। তিনি ১৯০৮ সালের বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন, লিবিয়ায় ইতালির বিরুদ্ধে যুদ্ধে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি এবং তার দুই কমরেড মেহমেত তালাত ও আহমত জামাল- তিন পাশা মিলে ত্রিরত্ন হিসেবে সরকার পরিচালনা শুরু করলেন। দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে সামান্য জয়ের প্রেক্ষাপটে আনোয়ার নিজেকে মনে করতেন তুর্কি নেপোলিয়ন এবং সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। ১৯১৪ সালে তিনি উসমানিয়া তুর্কিদের লৌহমানব হিসেবে আবির্ভূত হলেন, প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব নিলেন। তিনি সুলতানের ভাইঝিকেও বিয়ে করেন। তিন পাশা মনে করতেন, কেবল তুর্কিকরণের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যের পতন ঠেকানো সম্ভব। তাদের সৃষ্ট নৃশংসতা, বর্ণবাদ ও যুদ্ধাবুভুক্ষায় ফ্যাসিবাদ ও হলুকাস্টের আবহ সৃষ্টি হলো।

AMARBOI.COM

১৯১৪ সালের ২৮ জুন সার্বিয়ার সন্ত্রাসীরা অস্ট্রিয়ার উত্তরসূরি আর্চডিউক ফ্রাঞ্জ ফার্ডিনান্ডকে হত্যা করে। এর ফলে শঙ্কাগ্রস্ত পরাশক্তিগুলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। আনোয়ার পাশা যুদ্ধে আগ্রহী ছিলেন। তিনি প্রয়োজনীয় সামরিক ও আর্থিক সহায়তার জন্য জার্মানির সঙ্গে জোট গঠনে চাপ সৃষ্টি করেন। প্রাচ্যে সফরের অভিজ্ঞতা লাভকারী কাইজার উইলহেমও উসমানিয়া তুর্কিদের সঙ্গে জোট গঠনে সমর্থন দেন। আনোয়ার পাশা ক্রীড়নক সুলতানের অধীনে নিজেকে ভাইস-জেনারেলিসোমো নিযুক্ত করেন, সদ্য পাওয়া জার্মান রণতরীগুলো থেকে রাশিয়ান বন্দরে বন্দরে বোমাবর্ষণ করার মাধ্যমে যুদ্ধে প্রবেশ করলেন।

১১ নভেম্বর সুলতান পঞ্চম মেহমেত রশিদ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, জেরুজালেমে আল-আকসায় জিহাদ ঘোষিত হলো। প্রথম দিকে যুদ্ধের প্রতি বেশ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। ফিলিস্তিনে উসমানিয়া সৈন্যদের কমান্ডার ব্যাভেরিয়ান জেনারেল ব্যারন ফ্রিডরিচ ক্রেস ভন ক্রেসেনস্টেইন আগমন করলে জেরুজালেমের ইহুদিরা তার ইউনিটকে স্বাগত জানাতে স্মারকতোরণ নির্মাণ করেছিল। জার্মানেরা ব্রিটিশদের কাছ থেকে ইহুদিদের রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তখন জেরুজালেম নতুন প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষা করছে।[৭]

১৮ নভেম্বর বীণাবাদক ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ (তখন মাত্র ১৭ বছরের কিশোর) দেখলেন, তিন পাশার অন্যতম, সমুদ্রবিষয়কমন্ত্রী এবং বৃহত্তর সিরিয়ার কার্যত শাসক ও চতুর্থ উসমানিয়া সেনাবাহিনীর কমান্ডার আহমত জামাল জেরুজালেমে প্রবেশ করছেন। জামাল মাউন্ট অব অলিভসের আগাস্তা ভিক্টোরিয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সদরদফতর স্থাপন করলেন। ২০ ডিসেম্বর এক প্রবীণ শেখ মক্কা থেকে নবিজির সবুজ পতাকা রাষ্ট্রীয়ভাবে বহন করে দামাস্কাস গেটে পৌঁছালেন। তার আগমনে নগরীতে 'অবর্ণনীয় আলোড়নের' সৃষ্টি করল। 'ওল্ড সিটিতে পতাকাটি নিয়ে সৈন্যদের সুশৃঙ্খল ও সুদৃশ্য মিছিলের' ওপর গোলাপপানি বর্ষণ করা হলো। জেরুজালেমের সব লোকের অংশগ্রহণে 'আল্লাহু আকবর ধ্বনিতে মুখরিত মিছিলটি আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর শোভাযাত্রা,' লিখেছেন ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ। ডোমের বাইরে জামাল জিহাদ ঘোষণা করলেন। ক্রেস ভন ক্রেসেনস্টেইন জানিয়েছেন, 'সব মানুষের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল।' তবে ক্রিসমাসের ঠিক আগে মক্কা থেকে আগত বৃদ্ধ শেখ হঠাৎ ইন্তিকাল করলে উসমানিয়া তুর্কিদের জিহাদের জন্য তা অস্বস্তিদায়ক আসমানি ইঙ্গিত বিবেচিত হলো।

৪৫ বছর বয়স্ক জামাল ছিলেন বেঁটে, মোটা ও শ্মশ্রুমণ্ডিত। তিনি উষ্ট্রচালিত একটি বাহিনী নিয়ে চলাফেরা করতেন। তার আকর্ষণশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও অদ্ভুত স্থূল রসিকতার সঙ্গে মিশে ছিল পাশবিক, বিকৃতমস্তিষ্কজাত নৃশংসতা। পরিমার্জিতবোধের সঙ্গে ছিল 'আত্মম্ভরিতা, জাঁকজমকপ্রিয়তা' এবং ইহুদি সুন্দরীদের প্রতি দুর্বলতা। তিনি তার নিজের দোষ-গুণ সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। এক দিকে তিনি জেরুজালেমকে সন্ত্রস্ত রাখতেন, আবার তিনি পোকার খেলতেন, জুদাইনের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেছিলেন, প্রিয় বন্ধু স্প্যানিশ কনস্যাল কাউন্ট অ্যান্টোনিও ডি ব্যালোবারের সঙ্গে শ্যাম্পেন ও সিগার পান করতেন। ত্রিশের কাছাকাছি বয়সের কাউন্ট অ্যান্টোনিও ডি ব্যালোবারে ছিলেন মার্জিত অভিজাত ব্যক্তি। তিনি পাশাকে দৃষ্টিকটু ধরনের তবে ভালোছেলে হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বার্থা স্প্যাফোর্ডের কাছে জামাল ছিলেন 'শক্তিশালী ও ভীতি উদ্রেককারী ব্যক্তি,' তবে আকর্ষণ ও দয়া প্রদর্শনে সক্ষম 'দ্বৈত সত্তার মানুষ'। একবার তিনি চুপিসারে এক বালিকাকে হীরকখচিত মেডেল দিয়েছিলেন, যা তার মা-বাবা বাসায় ফিরে দেখতে পেয়েছিলেন। তার অন্যতম জার্মান অফিসার ফ্রাঞ্জ ভন পাপেনের কাছে তিনি ছিলেন 'প্রাচ্যের অত্যন্ত বুদ্ধিমান একচ্ছত্রবাদী শাসক।'

জামাল প্রায় স্বাধীনভাবেই তার জায়গির শাসন করতেন। 'সীমাহীন প্রভাবশালী লোকটি' তার ক্ষমতা উপভোগ করার সময় কৌতুক করে জিজ্ঞেস করতেন, 'আইন আবার কি? আমিই সেগুলো বানাই, আবার সেগুলো বাতিল করে দেই!' আরবদের আনুগত্য সম্পর্কে তিন পাশার সন্দেহ যথাযথ ছিল। সাংস্কৃতিক রেনেসাঁসে অবগাহন এবং জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষায় ভাসতে থাকা আরবেরা নতুন তুর্কি আধিপত্য ঘৃণা করত। তারা ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ, অনেক উসমানিয়া রেজিমেন্ট ছিল পুরোপুরি আরব। জামালের মিশন ছিল প্রথমে মুগ্ধতা সৃষ্টি এবং তারপরে স্রেফ ভয় দেখিয়ে আরব প্রদেশগুলো কব্জায় রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং যেকোনো আরব আন্দোলন, এবং প্রয়োজনে জায়নবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, দমন করা।

পূণ্যনগরীতে পৌঁছামাত্র তিনি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী সন্দেহভাজন আরবদের একটি প্রতিনিধি দলকে তলব করলেন। তারা ক্রমাগত ভীত হতে থাকায় তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের আরো অপদস্ত করতে লাগলেন। সবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমরা কি জানো তোমাদের অপরাধের ভয়াবহতা কত গভীর?' তাদের থামিয়ে নিজেই জবাব দিলেন, 'খামোশ! তোমরা কি জানো, কি সাজা হতে পারে? ফাঁসি! ফাঁসি!' তারা কেঁপে ওঠলে তিনি থামলেন, তারপর শান্তভাবে বললেন, 'তবে তোমাদের ও তোমাদের পরিবারগুলোকে আনাতোলিয়ায় নির্বাসন দিয়েই আমি ক্ষান্ত দিতে চাই।' আতঙ্কিত আরবরা বের হয়ে গেলে জামাল তার অ্যাডজুট্যান্টের দিকে হেসে বললেন, 'আর কি করতে পারি? আমরা এখানে এভাবেই কাজ করি।' তার যখন নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজন হতো, তিনি ইঞ্জিনিয়ারকে বলতেন, 'রাস্তাটা সময়মতো তৈরি না হলে শেষ পাথরটি স্থাপন শেষে তোমাকে ফাঁসি দেব!' তিনি গর্বভরে বলতেন : 'আমার কারণে সব জায়গায় লোকজন আর্তনাদ করছে।'

প্রধানত জার্মান অফিসারদের কমান্ডে ব্রিটিশ মিসরের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য জামাল তার বাহিনী সমবেত করার সময় দেখতে পেলেন, সিরিয়ায় ষড়যন্ত্র ঘোঁট পাকাচ্ছে এবং জেরুজালেম 'গুপ্তচরদের বাসা।' পাশার নীতি ছিল সহজ-সরল : 'ফিলিস্তিনের জন্য নির্বাসন, সিরিয়ার জন্য আতঙ্ক সৃষ্টি, হেজাজের জন্য সেনাবাহিনী।' জেরুজালেমে তার কাজ ছিল 'অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এবং জনপ্রতিনিধিদের ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য 'প্যাটিয়ার্ক, রাজপুরুষ ও শেখদের লাইনে দাঁড় করানো।' গোপন পুলিশের আনা সংবাদের ভিত্তিতে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত যে কাউকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিতেন। তিনি মিসর আক্রমণের প্রস্তুতির সময় সেন্ট অ্যানের চার্চসহ খ্রিস্টানদের বেশ কিছু স্থানের নিয়ন্ত্রণ নেন, উচ্চপদস্থ খ্রিস্টান যাজকদের নির্বাসন দেওয়া শুরু করেন।

জামাল পাশা জেরুজালেম দিয়ে তার ২০ হাজার সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন। তিনি গর্বভরে বললেন, 'আমরা মিলিত হব [সুয়েজ] খালের অপর পাড়ে কিংবা বেহেশতে!' তবে কাউন্ট ব্যালোবার লক্ষ করলেন, এক উসমানিয়া সৈন্য রেশনে পাওয়া তার পানি চোরাই ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে যাচ্ছে, যা তার সামরিক ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অন্য দিকে জামালের সঙ্গে ছিল 'চমৎকার তাঁবু, হ্যাট স্ট্যান্ড, কমোড।' ১৯১৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি জামাল (তার লোকেরা 'কায়রোয় লাল পতাকা ওড়ে' গান গাইছিল) ১২ হাজার সৈন্য নিয়ে [সুয়েজ] খালে আক্রমণ করলেন; তবে সহজেই তা প্রতিহত হলো। তিনি দাবি করলেন, এটা ছিল নিছক পরীক্ষামূলক আক্রমণ। গ্রীস্মে তিনি আবারো ব্যর্থ হলেন। সামরিক পরাজয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশ্চাত্যের অবরোধ এবং জামালের ক্রমবর্ধমান নিপীড়ন জেরুজালেমে মারাত্মক দুর্ভোগ এবং বুনো ভোগসুখপূর্ণ উল্লাস বয়ে আনল। হত্যাকা শুরু হতে আর তেমন বাকি ছিল না।[৮]

* ওই বছরের শেষ দিকে রুহি খালিদি টাইফয়েডে মারা যান। অনেকে সন্দেহ করে, তরুণ তুর্কিরা তাকে বিষপ্রয়োগ করেছে।

সন্ত্রাস ও মৃত্যু : জামাল কসাই

জামালের আগমনের এক মাসের মধ্যেই ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ দেখতে পেলেন, জাফা গেটের বাইরে একটি গাছে সাদা আলখেল্লা পরিহিত এক আরবের দেহ ঝুলছে। ১৯১৫ সালের ৩০ মার্চ পাশা 'ব্রিটিশ গুপ্তচর' হিসেবে দামাস্কাস গেটে দুই আরব সৈন্যের ফাঁসি দিলেন। তারপর ফাঁসি হলো গাজার মুফতি এবং তার ছেলের। তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হলো জাফা গেটে, বিনীত নীরবতায় বিপুলসংখ্যক লোক তা প্রত্যক্ষ করল। সর্বাধিক লোকের প্রত্যক্ষ করা নিশ্চিত করতে জুমার নামাজের পর দামাস্কাস গেট ও জাফা গেটে ফাঁসি কার্যকর করা হতো। জামালের নির্দেশে ফটক দুটিতে মৃতদেহ কয়েক দিন ঝুলে থাকত। ফলে সেখানে সব সময় মৃতদেহ দেখা যেত। নিপীড়নকারীর অযোগ্যতায় ওয়াসিফ শিউরে ওঠেছিলেন-

> ফাঁসি দেওয়ার প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিকভাবে করা হতো না বা চিকিৎসাশাস্ত্র অনুযায়ী হতো না। ফলে অনেক সময় ফাঁস লাগানো ব্যক্তি জীবিত থেকে যেত, অনেক কষ্ট পেত। আমরা দেখতে পেতাম কিন্তু কিছুই বলার বা করার ছিল না। এক অফিসার তার সৈনিককে ওপরে উঠে ফাঁসির হুকুমপ্রাপ্ত ব্যক্তির ফাঁসি কার্যকর করতে বলল। এই বাড়তি চাপের ফলে ফাঁসিতে ঝুলতে থাকা ব্যক্তিটির চোখ দুটি তার কোটর থেকে বের হয়ে এলো। এমনই ছিল জামাল পাশার নৃশংসতা। এই দৃশ্য মনে পড়লে আমার হৃদয় এখনো কেঁদে উঠে।

১৯১৫ সালের আগস্টে আরব জাতীয়তাবাদী ষড়যন্ত্র উদঘাটনের পর 'আমি বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে নির্মম ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম,' লিখেছেন জামাল। তিনি বৈরুতের কাছে (জেরুজালেমের এক নাশাশিবিসহ) ১৫ জন প্রখ্যাত আরবকে ফাঁসি দিলেন। তারপর ১৯১৬ সালে দামাস্কাস ও বৈরুতে আরো ২১ জনকে ফাঁসিতে ঝোলালেন। এতে তার পরিচিতি হলো 'কসাই'। তিনি তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্প্যানিশ বন্ধু ব্যালোবারকে কৌতুক করে বলেছিলেন, তিনি তাকেও ঝোলাতে পারেন। জামাল জায়নবাদীদের বিশ্বাসঘাতক সন্দেহ করতেন, যদিও জাঁকাল তুর্কি টুপি পরিহিত বেন-গুরিয়ান উসমানিয়াদের জন্য ইহুদি সৈন্য নিয়োগ করছিলেন। জামাল মুগ্ধতা ছড়ানোর মাধ্যমে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা পুরোপুরি ছেড়ে দেননি। উসমানিয়াদের অধীনে যৌথ আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে সমর্থন লাভের জন্য ১৯১৫ সালের ডিসেম্বরে তিনি হোসেইনি এবং বেন-গুরিয়ানসহ জায়নবাদী নেতাদের মধ্যে দুটি বিশেষ সভার আয়োজন করেন। তবে এর পরপরই জামাল ৫০০ বিদেশী ইহুদিকে বহিষ্কার, জায়নবাদী নেতাদের গ্রেফতার এবং তাদের প্রতীক নিষিদ্ধ করেন। বহিষ্কারের ঘটনায় জার্মান ও অস্ট্রিয়ান সংবাদগুলোতে হইচইয়ের সৃষ্টি হয়। জামাল যেকোনো ধরনের অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে জায়নবাদীদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন : 'যেকোনোটি পছন্দ করার স্বাধীনতা তোমাদের আছে। আমি আর্মেনীয়দের মতো তোমাদেরও বহিষ্কার করতে পারি। কেউ যদি আমাদের একটা কমলাও স্পর্শ করো, আমি তাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। তবে তোমরা দ্বিতীয় বিকল্প গ্রহণ করতে চাইলে ভিয়েনা ও বার্লিনের সব পত্রিকাকে নীরব থাকতে হবে!' পরে তিনি জোর গলায় বললেন : 'তোমাদের আনুগত্যে আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। কোনো ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা না থাকলে তোমরা তোমাদের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ আরবদের মধ্যে বসবাস করতে এই ঊষরভূমিকে আসতে না। আমরা মনে করি জায়নবাদীদের ফাঁসি দেওয়া উচিত, তবে আমি ফাঁসি দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। [এর বদলে] আমরা তোমাদের তুর্কি সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে দেব।* বেন-গুরিয়ানকে বহিষ্কার করা হলো, এতে মিত্র বাহিনীর প্রতি তার আশা নিবদ্ধ হলো। সেনাবাহিনীতে আরবদের বাধ্যতামূলকভাবে ভর্তি করা হতে লাগল। রাস্তা নির্মাণে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের দিয়ে লেবার ব্যাটালিয়ন গড়া হলো, তাদের অনেকে ক্ষুধা ও পরিশ্রমে মারা পড়ল। তারপর হানা দিল ব্যাধি, পতঙ্গ ও দুর্ভিক্ষ। 'পঙ্গপালেরা ছিল মেঘের মতো ঘন,' স্মৃতিচারণ করেছেন ওয়াসিফ। '১২ বছরের বেশি বয়স্ক প্রত্যেককে তিন কেজি করে পঙ্গপালের ডিম সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছেন' উল্লেখ করে তিনি সমস্যাটির সমাধানে জামালের প্রতি বিদ্রুপ করেছেন। এই একটা নির্দেশেই পঙ্গপালের ডিমের হাস্যকর বাণিজ্যের ব্যবস্থা করে দেয়। ওয়াসিফ দেখলেন, 'দুর্ভিক্ষ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে,' সেইসঙ্গে 'টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া এবং অনেক লোক মারা পড়ল।' মহামারী, দুর্ভিক্ষ ও বহিষ্কারে ১৯১৮ সাল নাগাদ জেরুজালেমে ইহুদি জনসংখ্যা ২০ হাজারে কমে গেল। তবে ওয়াসিফের গান, তার বীণা আর ঝলমলে অতিথিদের জন্য উন্মত্ত পার্টি আয়োজনে তার সামর্থ্যের এত কদর আর কখনো হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* জামাল ইহুদি জাতীয়তাবাদ বা তুর্কি আধিপত্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টিকারী সবকিছুই পুরোপুরি অপছন্দ করতেন। তবে একই সময় তিনি ইহুদিদের সমর্থন পাওয়ারও চেষ্টা করেছিলেন। যেমন তিনি ওয়েস্টার্ন ওয়াল কেনার ব্যাপারে ইস্তাম্বুলে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত হেনরি মরগানথাউকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, জেরুজালেমের ইহুদিদের কাছে প্রস্তাবটি কয়েকবার উত্থাপন করেছিলেন।

নগরীতে যুদ্ধ আর যৌনতা : ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ

জামাল, তার অফিসার ও বনেদি পরিবারগুলোর সদস্যরা যখন উপচে পড়া আনন্দে মজে ছিল, তখন জেরুজালেমের অধিবাসীরা স্রেফ যুদ্ধের দুর্যোগ থেকে বেঁচে থাকার সংগ্রামে ব্যস্ত। দারিদ্র্যতা এত ভয়াবহ ছিল যে অল্প বয়স্কা পতিতারা, যাদের অনেকে ছিল যুদ্ধ-বিধবা, মাত্র দুই টাকায় (পিয়াসতা) শয্যাসঙ্গী হতে ওল্ড সিটিতে হেঁটে বেড়াত। ১৯১৫ সালে স্কুলের সময় পতিতা উপভোগরত অবস্থায় দেখতে পাওয়ায় বেশ কয়েকজন স্কুল শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। অনেক নারী এমনকি তাদের শিশুসন্তানদের বিক্রি করে দিত। 'বৃদ্ধ নারী ও পুরুষেরা'- বিশেষ করে মিয়া শেয়ারিমের দরিদ্র হাসিদিক ইহুদিরা- 'ছিল ক্ষুধায় কাবু। তাদের চেহার এবং সারা দেহ ছিল চট্চটে, নোংরা, রোগাক্রান্ত আর ক্ষতবিক্ষত।'

ওয়াসিফের প্রতিটি রাতই ছিল এক একটি অ্যাডভেঞ্চার : 'আমি শুধু পোশাক বদলাতে বাড়ি যেতাম, রাত কাটাতাম একেক দিন একেক বাড়িতে, পান আর আনন্দ পরিবেশন করতে করতে আমি শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। সকালে জেরুজালেমের বনেদি পরিবারগুলোর সঙ্গে পিকনিক করে কাটাতাম, পরে ওল্ড সিটির অলি-গলিতে ঠকবাজ আর দুর্বৃত্তদের সঙ্গে মচ্ছবে মেতে ওঠতাম।' এক রাতে ওয়াসিফ নিজেকে চারটি লিমুজিনের একটি বহরে আবিষ্কার করলেন। গভর্নর, তার স্যালোনিকার ইহুদি মিস্ট্রেজ, বেশ কয়েকজন উসমানিয়া বে এবং মেয়র হোসেইন হোসেইনিসহ বনেদি পরিবারগুলোর সদস্য যাচ্ছিল বেথলেহেমের কাছে আরটাসে ল্যাতিন আশ্রমে 'একটি আন্তর্জাতিক পার্টিতে যোগ দিতে। তার ভাষায় : 'ক্ষুধা আর যুদ্ধে দুর্ভোগপীড়িত হয়ে লোকজন যখন কষ্টকর জীবনযাপন করছে, তখন (এই পার্টির) সবার জন্য এটা ছিল খুশির একটি দিন। অনুষ্ঠানটি কারো খারাপ লাগেনি, প্রত্যেকেই মদ পান করেছে, ওই রাতের নারীরা ছিল খুবই সুন্দরী। খাওয়ার ফুসরত ছিল না, সবাই একই গান গেয়েই চলেছিল।'

গভর্নরের ইহুদি মিস্ট্রেজ 'আরবি গানে এত মজে গিয়েছিলেন' যে ওয়াসিফকে রাজি হতে হয় তাকে বীণা শেখাতে। 'অত্যন্ত সুন্দরী ইহুদি রমণীদের' এবং অনেক সময় যুদ্ধের কারণে জেরুজালেমে আটকে পড়া রাশিয়ান মেয়েদের উপস্থিতিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার পৃষ্ঠপোষকদের চোখ ঝলসানো উৎসবে তিনি সম্ভবত অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। একবার ফোর্থ আর্মি কোয়ার্টারমাস্টার রওশন পাশা এত মাতাল হয়ে পড়েছিলেন যে 'ইহুদি সুন্দরীরা মদ পান করাতে করাতে তাকে বেহুঁশ করে ফেলেছিল!'

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, প্রথমে হোসেইন হোসেইনি এবং পরে রাগিব নাশাশিবি নগর প্রশাসনে ওয়াসিফকে কর্মহীন পদে নিয়োজিত করায় তাকে কোনো কিছুই করতে হতো না। হোসেইনি ছিলেন রেড ক্রিসেন্ট দাতব্য কার্যক্রমের প্রধান। অনেক সময় দানকার্য হয়ে পড়ত জাঁকজমক ও সামাজিক মর্যাদালাভের নির্লজ্জ প্রদর্শনী। জেরুজালেমের 'আকর্ষণীয়া নারীদের' রেড ক্রিসেন্টশোভিত উসমানিয়া টাইট-ফিট সামরিক ইউনিফর্ম পরে আসতে বলা হতো। এই দৃশ্য সুপ্রেমো জামালের জন্য অপ্রতিরোধ্য বিবেচিত হতো। তার মিস্ট্রেজ ছিলেন লিয়াহ টেনেনবাউম, ওয়াসিফ ভাষায় যিনি ছিলেন 'ফিলিস্তিনের সবচেয়ে সুন্দরীদের অন্যতম।' সিমা আল-মাগ্রিবিয়াহ নামের আরেক ইহুদি ছিলেন গ্যারিসন কমান্ডারের মিস্ট্রেজ, ইংরেজ নারী মিস কোব নিয়োজিত ছিলেন গভর্নরের সেবায়।

বীণাবাদক নিজেও অনেক সময় সুস্বাদু খাবারের ভাগ পেতেন। একবার তিনি ও তার ব্যান্ড এক ইহুদি বাড়িতে গান গাওয়ার দাওয়াত পেলেন। তিনি দেখতে পেলেন, 'বিশাল হলরুমে একদল [উসমানিয়া] অফিসার জনৈকা মিস রাচেলসহ আরো নারীর পেছনে ঘুরঘুর করছেন।' হঠাৎ মদ্যপ তুর্কিরা লড়াই শুরু করে দিল। তারা পিস্তল দিয়ে প্রথমে বাতিগুলো লক্ষ করে গুলি করল, তারপরে একে অন্যের প্রতি। নারী ও শিল্পীরা জীবন বাঁচাতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল। ওয়াসিফের প্রিয় বীণাটি ভেঙে গেল, তবে সুন্দরী মিস রাচেল তাকে টেনে কাবার্ডে ঢুকলেন, সেখান থেকে গোপন দরজা দিয়ে অন্য বাড়িতে চলে গেলেন- 'তিনি আমার জীবন বাঁচিয়েছিলেন' এবং সম্ভবত আনন্দের সঙ্গেই 'আমি রাতটা তার সঙ্গেই কাটালাম।'

১৯১৫ সালের ২৭ এপ্রিল সুলতান মেহমেতের সিংহাসন আরোহণ উদযাপন উপলক্ষে জামাল নিউ গেটের বাইরে নটর ডেমে স্থাপিত স্টাফ সদরদফতরে উসমানিয়া ও জার্মান কমান্ডার এবং জেরুজালেমের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের দাওয়াত দিলেন। অনুষ্ঠানে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাদের স্ত্রীদের নিয়ে এসেছিলেন, উসমানিয়া অফিসারদের সঙ্গে এসেছিল ৫০ জন 'বারবনিতা'।

জেরুজালেমের অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলেও জামালের জন্য কাউন্ট ব্যালোবারের ডিনার পার্টিগুলোর চাকচিক্য কমেনি। ১৯১৬ সালের ৬ জুলাই এক ভোজের মেন্যু ছিল টার্কিশ স্যুপ, মাছ, গোশত, গোশতের পাই, টার্কি এবং এরপর আইসক্রিম, আনারস ও ফল। তারা যখন খাচ্ছিলেন, তখন জামাল মেয়েমানুষ, ক্ষমতা আর তার নতুন জেরুজালেম নিয়ে কথা বলছিলেন। তিনি নতুন স্বপ্নে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভোর ছিলেন। জেরুজালেমের প্রাচীরগুলো গুঁড়িয়ে দিয়ে ওল্ড সিটি দিয়ে জাফা গেট থেকে টেম্পল মাউন্ট পর্যন্ত বৃক্ষশোভিত রাস্তা বানানোর পরিকল্পনার কথা বললেন। তারপর গর্বভরে বললেন, তিনি গ্লামারগার্ল লিয়াহ টেনেনবাউমকে বিয়ে করেছেন।* জামাল অনেক সময় আগাম বার্তা ছাড়াই ব্যালোবারের বাড়িতে যেতেন, পরিস্থিতি সীমা ছাড়িয়ে যেতে থাকলে স্প্যানিশ এই লোকটি কসাইয়ের স্বৈরাচারী কার্যক্রম সংযত করার চেষ্টা করতেন।

জামাল যখন বিলীয়মান জেরুজালেম তত্ত্বাবধান করছিলেন, তখন ভাইস-জেনারেলিসিমো আনোয়ার তার ব্যর্থ রাশিয়ান অভিযানে ৮০ হাজার লোক হারান। তিনি ও তালাল তাদের বিপর্যয়ের জন্য খ্রিস্টান আর্মেনীয়দের দায়ী করে তাদেরকে সমূলে নির্বাসিত ও হত্যা করেন। নৃশংসতায় ১০ লাখ লোক শেষ হয়ে গেল, এটাই পরে হিটলারকে হলুকাস্ট শুরু করতে উৎসাহিত করে। তিনি বলেছিলেন, 'কেউ এখন আর আর্মেনীয়দের কথা মনে করে না।' জামাল এই হত্যাযজ্ঞ সমর্থন করেননি বলে দাবি করেছিলেন। সত্যিই তিনি জেরুজালেমে উদ্বাস্তুদের আসার অনুমতি দিয়েছিলেন, যুদ্ধকালে সেখানে আর্মেনীয়ের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল।

ব্রিটিশদের সঙ্গে গোপন আলোচনা হচ্ছিল - ব্যালোবারকে জামাল জানিয়েছিলেন, লন্ডন চায় তিনি তার সহকর্মী তালাত পাশাকে হত্যা করুন। একপর্যায়ে জামাল গোপনীয়তার সঙ্গে মিত্রবাহিনীকে সসৈন্যে ইস্তাম্বুলে গিয়ে আনোয়ারকে উৎখাত করে আর্মেনীয়দের রক্ষা এবং নিজে বংশানুক্রমিক সুলতান হওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মিত্র মিত্রবাহিনী তার কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায় জামাল তার কাজ চালিয়ে যান। তিনি জেরুজালেমে ১২ জন আরবকে ফাঁসিতে লটকালেন, তাদের দেহগুলো প্রাচীরে প্রাচীরে প্রদর্শন করলেন। এমন এক পরিস্থিতিতে ইসলাম-অনুরাগ প্রকাশ, আরব ভিন্নমতালম্বীদের ভীতি প্রদর্শন এবং তার সহকর্মীর প্রতি নজর দিতে আনোয়ার প্রাচ্য সফরে বের হলেন। জামালের সঙ্গে উসমানিয়া লৌহমানবের জেরুজালেমে প্রবেশ প্রত্যক্ষ করলেন ওয়াসিফ। ডোম, ডেভিড'স টম্ব (দাউদের সমাধি) ও চার্চ পরিদর্শন শেষে জামাল পাশা স্ট্রিট উদ্বোধন করলেন আনোয়ার। আনোয়ারের সম্মানে মেয়র হোসেইন হোসেইনি ফার্স্ট হোটেলে ভোজসভা দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এর দায়িত্বে ছিলেন ওয়াসিফ। তারপর দুই পাশা সম্ভাব্য আরব বিদ্রোহ মিটিয়ে ফেলতে মক্কা রওনা হলেন। তবে আনোয়ারের হজও উসমানিয়াদের জন্য আরব রক্ষা করতে পারেনি।

* লিয়াহ টেনেনবাউম পরে তার চেয়ে ৩০ বছর বড় খ্রিস্টান আইনজীবী অ্যাবকারিয়াস বে'কে বিয়ে করেন। তিনি তাকে তালবিয়ায় ভিলা লিয়াহ বানিয়ে দেন। লিয়াহ তাকে ত্যাগ করেন, ভিলাটি নির্বাসিত ইথিওপিয়ান সম্রাট হাইলে সেলাসিকে ভাড়া দেন। পরে বাড়িটির মালিক হন মোশে দায়ান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৫
আরব বিদ্রোহ, বেলফোর ঘোষণা
১৯১৬-১৭

লরেন্স ও মক্কার শরিফ

বিশ্বযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগে মক্কার শাসক পরিবারের তরুণ সদস্য আবদুল্লাহ ইবনে হোসেইন ইস্তাম্বুল থেকে ফিরছিলেন। পথে তিনি তার পিতার জন্য সামরিক সাহায্য পেতে কায়রোয় ব্রিটিশ এজেন্ট ফিল্ড মার্শাল ওর্ড কিচেনারের সঙ্গে দেখা করলেন।

আবদুল্লাহ্ পিতা হোসেইন ছিলেন শরিফ পরিবারের শরিফ এবং মক্কার আমির তথা আরবের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি, মহানবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে রক্ত-সম্পর্কের অধিকারী হাশেমি বংশের সদস্য। পরিবারটি ঐতিহ্যগতভাবেই মক্কার আমির ছিল। তবে উসমানিয়া সুলতান আবদুল হামিদ তাকে ১৫ বছর ইস্তাম্বুলে বাস করতে বাধ্য করেছিলেন। সেখানে তিনি বিলাসবহুল জীবনযাপনের সব সুবিধা পেলেও কার্যত ছিলেন নজরবন্দি। তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগ করছিলেন তুর্কি সুলতান। কিন্তু ১৯০৮ সালে তরুণ তুর্কিরা অন্য কোনো প্রার্থী না পেয়ে তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দেয় (তার টেলিফোন নম্বর ছিল মক্কা ১)। এক দিকে আনোয়ার পাশার উগ্র তুর্কি জাতীয়তাবাদ এবং অন্য দিকে সৌদ ও অন্য আরব গোত্রপতিদের বৈরী আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে হোসেইন হয় আরবে যুদ্ধ কিংবা ইস্তাম্বুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ- যেকোনো একটি বেছে নেওয়ার প্রস্তুতি নিতে চাইছিলেন।

আবদুল্লাহ গর্বভরে কিচেনারকে দক্ষিণ আরবের এক শেখের বিরুদ্ধে লড়াইকালের ক্ষতস্থান দেখালেন আর কিচেনার তার সামনে সুদানে সৃষ্ট আঘাতের চিহ্ন প্রকাশ করলেন। বিপুলদেহী কিচেনারকে বেঁটে আবদুল্লাহ বললেন 'এক বেদুইন আমাকে আঘাত করেছিল, আমি খাটো হওয়ায় রেহাই পেয়ে গেছি, হুজুর হলে মিস হতো না।' আবদুল্লাহর সম্মোহন সত্ত্বেও কিচেনার শরিফদের অস্ত্র দিতে রাজি হলেন না।

কয়েক মাস পর বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে সবকিছু বদলে গেল। প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের জন্য কিচেনার লন্ডন ফিরে গেলেন। 'তোমার দেশ তোমাকে চায়'- বাণী-সংবলিত ইস্পাত কঠিন রিক্রুটিং পোস্টার প্রকাশ করলেন তিনি। তখনো তিনি ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য-বিশারদ। মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে উসমানিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুলতান-খলিফা জিহাদ ঘোষণা করলে হোসেইনের কথা মনে পড়ল তার। তিনি আরব বিদ্রোহ শুরু করার জন্য তাকে ব্রিটেনের নিজস্ব খলিফা করার প্রস্তাব করলেন, শরিফ হোসেইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে কায়রোকে নির্দেশ দিলেন।

প্রথমে জবাব এলো না। তারপর হঠাৎ ১৯১৫ সালের আগস্টে নির্দিষ্ট কিছু প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে আরব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব পাঠালেন শরিফ হোসেইন। ব্রিটিশেরা তখন তাদের গ্যালিপলি অভিযানের ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠার চেষ্টায় নিয়োজিত, উসমানিয়াদের যুদ্ধ থেকে সরিয়ে দিতে পশ্চিম ফ্রন্টের অচলাবস্থা নিরসন এবং ইরাকের কুতে একটি সেনাদলের বিপর্যয়কর অবরুদ্ধ অবস্থা ভাঙার পরিকল্পনা করছে। ব্রিটিশদের ভয় ছিল, আরব বিদ্রোহের মাধ্যমে জামাল পাশাকে ব্যতিব্যস্ত না রাখলে তিনি মিসর জয় করে ফেলবেন। লন্ডন তাই মিসরে নিযুক্ত হাই কমিশনার স্যার হেনরি ম্যাকমোহনকে ফরাসি স্বার্থ এবং অবশ্যই ব্রিটিশ উচ্চাভিলাষের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, এমন যেকোনো ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আরবদের বিদ্রোহে উস্কে দিতে বললেন।

শরিফ হোসেনের বয়স তখন ৬০-এর বেশি। লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন 'কিছুটা আত্মগর্বী, লোভী ও মূর্খ' এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় 'অত্যন্ত অযোগ্য', তবে এই পর্যায়ে ব্রিটিশদের কাছে 'প্রিয় বুড়ো মানুষটির' সাহায্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার দ্বিতীয় ছেলে আবদুল্লাহ ছিলেন ধূর্ত। এই ছেলের পরামর্শেই তিনি হাশেমি* সাম্রাজ্য অর্থাৎ পুরো আরব, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইরাক নিয়ে গঠিত বিশাল এলাকা দাবি করলেন। বাস্তবে আব্বাসীয়দের পর এ ধরনের কোনো সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না। তিনি প্রস্তাব দিলেন, এর বিনিময়ে তিনি কেবল তার দেশ আরবেই উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন না, আল-ফাতাত ও আল-আহাদের মতো গোপন আরব জাতীয়তাবাদী সংগঠনের মাধ্যমে সিরিয়ায়ও সেটা ছড়িয়ে দেবেন। তত শক্তি তার ছিল না। তার হাতে ছিল মাত্র কয়েক হাজার যোদ্ধা, পুরো হেজাজেও তার নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আরবের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করত সৌদ এবং অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বি আরব গোত্র। ফলে তার অবস্থান ছিল অনিশ্চিত। গোপন সংস্থাগুলোর আকারও ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, মাত্র কয়েক শ' লোক তাতে সম্পৃক্ত ছিল। জামালের হাতে তারাও দ্রুত শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এসব 'অবাস্তব কল্পনা-বিলাস' কতটুকু মেনে নেওয়া যায় তা নিয়ে ভাবছিলেন ম্যাকমোহন। তিনি যখন দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, তখন হোসেইন ব্রিটিশদের চেয়ে বেশি দর পাওয়ার আশায় তিন পাশার কাছে তাকে হেজাজের বংশানুক্রমিক মালিকানা প্রদান এবং জামালের সন্ত্রাস বন্ধের প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি তার তৃতীয় ছেলে ফয়সালকে পাঠালেন জামালের সঙ্গে আলোচনার জন্য। তবে জামাল তাকে আরব জাতীয়তাবাদীদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর দৃশ্য দেখতে বাধ্য করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশদের সঙ্গেই শরিফ হোসেইন অনেক বেশি সফল হলেন। কায়রোভিত্তিক লন্ডনের প্রাচ্যবিশারদেরা আগের শতকে গুপ্তচরমূলক প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমের মাধ্যমে পুরো ফিলিস্তিন চষে ফেলেছিলেন, কিচেনার নিজেও অনেক সময় আরব ছদ্মবেশে জেরুজালেমের ছবি তুলেছেন, সারা দেশের মানচিত্র তৈরি করেছেন। তবে অনেকে দামাস্কাসের শহরগুলোর চেয়েও কায়রোর ক্লাবগুলো ভালোভাবে জানত। তারা আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা করত, ইহুদিদের ব্যাপারে তাদের পূর্ব-ধারণা ছিল, যাদেরকে তারা প্রতিটি বৈরী ষড়যন্ত্রের হোতা ভাবত। লন্ডন শুধু শরিফদের সঙ্গে আলোচনার করার নীতি অনুসরণ করলেও ভারতবর্ষের ভাইসরয় শরিফদের শত্রু সৌদদের সমর্থন দিয়ে ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ব্রিটেনের অনেক সৌখিন বিশেষজ্ঞ জন বুচানের উপন্যাস *গ্রিনম্যান্টেল*-এর কাহিনীকে আসল মনে করে বিশাল উসমানিয়া সাগরে আরব রাজনীতির বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ অস্পষ্ট স্রোতে ডুবে ছিল।

সৌভাগ্যবশত ম্যাকমোহনের কাছে এমন এক অফিসার ছিলেন, যার সিরিয়া সম্পর্কে সত্যিকারের জানাশোনা ছিল। তিনি হলেন ২৮ বছর বয়স্ক টি ই লরেন্স। মূলধারার বাইরের লোক অদ্ভুতস্বভাবী লরেন্স ছিলেন আরব বিশেষজ্ঞ গারট্রুড বেলের ভাষায় 'অসাধারণ বুদ্ধিমান'। দোটানায় থাকা ব্রিটিশ প্রভাবশালী গোষ্ঠির আহ্বানে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন, তার দুই ত্রুটিযুক্ত প্রভুর (সাম্রাজ্য ও আরব) যন্ত্রণাদায়ক আনুগত্যে পুরোপুরি স্বস্তি পাননি। তার বংশ পরিচয় ছিল অবৈধ : তার পিতা টমাস চ্যাপম্যান ছিলেন ব্যারনেট উপাধির উত্তরসূরি, কিন্তু তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করে তার মিস্ট্রেজ সারাহ লরেন্সের সঙ্গে নতুন পরিবার গঠন করে তার বংশ পরিচয় গ্রহণ করেছিলেন।

'শৈশবে লরেন্স সব সময় ভাবতেন, তিনি বিরাট কিছু করতে যাচ্ছেন, বাস্তবে ও কল্পনা উভয় দিক দিয়েই, এবং উভয়টি হাসিলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।' ক্রুসেড আমলের নগরদুর্গ নিয়ে অক্সফোর্ডে থিসিস করার ফাঁকে ফাঁকে তিনি শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছিলেন। তারপর তিনি পুরো সিরিয়া চষে ফেলার সময় নিখুঁতভাবে আরবি ভাষা আয়ত্ত করেন। তিনি ইরাকের হিত্তিত এলাকায় প্রত্নতাত্ত্বিক কাজও করেছেন। এই সময়েই তরুণ আরব সহকারী দাহোম তার সুখ-দুঃখের অংশীদার হন, সম্ভবত তার জীবন পরিচালনা শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। তার ব্যক্তিজীবন-সম্পর্কিত অনেক কিছুর মতো তার যৌন বিষয়ও রহস্যময় থেকে গেছে। তবে তিনি 'আমাদের সন্তান জন্মদান প্রক্রিয়াগুলো' নিয়ে ঠাট্টা করতেন। তার বন্ধু রোন্যাল্ড স্টরস বলেছিলেন, 'তিনি নারীবিদ্বেষী ছিলেন না, অবশ্য আত্মসংবরণ করতেন, যদি হঠাৎ করে তাকে অবহিত করা হতো, তিনি কখনো কোনো রমণীকে দ্বিতীয়বার দেখেননি।' ইরাকে অবস্থানের সময় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম ও অন্য ছয়টি আরব শহর নিয়ে প্রবাদবাক্য অনুসারে *দ্য সেভেন পিলারস অব উইজডম* নামে একটি 'অ্যাডভেঞ্চার' ধরনের বই লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি সেটি কখনো প্রকাশ করেননি। তবে এই নামটি তিনি অন্য একটি বইতে ব্যবহার করেছিলেন।

জনৈক আমেরিকানের বর্ণনায় তিনি ছিলেন 'কিছুটা বেঁটে, অত্যন্ত সুগঠিত, হরিদ্রাবর্ণের, মরুভূমিতে তপ্ত ইংরেজ ধরনের চেহারাবিশিষ্ট, তার নীল চোখ দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।' লরেন্সের উচ্চতা ছিল ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গারট্রুড বেল তাকে বলতেন পিচ্চিছেলে। লরেন্স লিখেছিলেন, 'আমার মস্তিস্ক ছিল বুনো বিড়ালের মতো ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ।' মানবীয় প্রতিটি সূক্ষ্ম দ্যোতনায় তিনি ছিলেন অতি মাত্রায় স্পর্শকাতর, সেইসঙ্গে অসাধারণ লেখক এবং প্রখর পর্যবেক্ষক। কাউকে অপছন্দ করলে, সেটা সোজাসুজি বলে ফেলতেন। তিনি স্বীকার করেছেন, 'বিখ্যাত হওয়ার তাড়নায়' এবং 'যেভাবে পরিচিত হতে চাই সেভাবে পরিচিত হওয়ার আতঙ্কে' ভুগতেন। তিনি সবকিছুই করতেন 'আত্মশ্লাঘাগত কৌতূহলের' সঙ্গে। বীরব্রত ও ন্যায়বিচারে আস্থাশীল এই লোকটি ছিলেন ধুরন্ধর ষড়যন্ত্রকারী এবং আত্ম-কিংবদন্তিতে বিশ্বাসী। আমেরিকান সাংবাদিক লওয়েল টমাসের ভাষায় তিনি ছিলেন 'বিখ্যাত হতে আগ্রহী এক প্রতিভা।' তার মনের গভীরে আত্মনিপীড়নের সঙ্গে আত্মশ্লাঘার লড়াই হতো : 'আমার নিচে থাকা জিনিসগুলো আমি পছন্দ করি এবং পতনের আনন্দ ও অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করি। এগুলো অবশ্যই অবমাননাকর মনে হয়।'

কায়রোতে ম্যাকমোহন এই জুনিয়র অফিসারের দিকে নজর ফেরালেন। লরেন্স 'শরিফ হোসেইনের সঙ্গে আলোচনায় অদম্য উদ্দীপনার' পরিচয় দিলেন। লরেন্স তার প্রতিবেদনে লিখেছেন, এই লোকটি সব সময় নিজেকে 'সালাহউদ্দিন ও আবু উবায়দা' ভাবেন। তবে অনেক আরব বিশেষজ্ঞের ধারণার সঙ্গে একমত পোষণ করে লরেন্স বলতেন, মরুভূমির আরবেরা নির্ভেজাল ও মহৎ, তারা ফিলিস্তিনের মতো নয়। তিনি দামাস্কাস, আলেপ্পো, হোমস ও হামাকে সিরিয়ার আরব কেন্দ্রভূমি বিবেচনা করলেও জেরুজালেমকে প্রকৃত আরব মনে করতেন না। তার মতে, জেরুজালেম একটি 'জঘন্য শহর', যেখানকার লোকজন, 'হোটেলের চাকরদের মতো স্বকীয়তাহীন, সদা পরিবর্তনশীল খদ্দেরদের সঙ্গে বসবাস করে। আরব ও তাদের জাতীয়তাবাদের প্রশ্নগুলো থেকে তারা অনেক দূরে যেমন টেক্সাসের জীবনে দ্বিধাতু মুদ্রা।' জেরুজালেম বা বৈরুতের মতো জায়গাগুলো 'বহু ব্যবহারে জীর্ণ'- খুব কাছের বলেই তা ছিল সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণে।'

১৯১৫ সালের ২৪ অক্টোবর হোসেইনকে জবাব দিলেন ম্যাকমোহন। জবাবটি ইচ্ছাকৃতভাবে এমন অস্পষ্টভাবে লেখা হয়েছিল, যা উভয় পক্ষের কাছে সম্পূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করেছিল। হোসেইনের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ম্যাকমোহন সম্মতি দেন, তবে সীমানা উল্লেখ করেন পূর্ব দিকে লরেন্সের নির্দিষ্ট করে দেওয়া সিরীয় নগরগুলো পর্যন্ত এবং পশ্চিমের অস্পষ্ট এলাকাগুলো বাদ দিয়ে, ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের কথা উল্লেখই করেননি। জেরুজালেম বাদ রেখে কোনো প্রস্তাব শরিফের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার কথা ছিল না। জেরুজালেমকে নিয়ে ব্রিটিশদের নিজস্ব পরিকল্পনা থাকায় সমস্যা এড়ানোর জন্য সেটার কথা উল্লেখ করা হয়নি। অধিকন্তু, ম্যাকমোহন ফরাসি স্বার্থ বাদ দেওয়ার ওপর জোর দিয়েছিলেন, জেরুজালেমের প্রতি ফ্রান্সেরও প্রাচীন দাবি ছিল। বাস্তবে হাইকমিশনার মিসরে আলবেনীয় রাজবংশের হাতে জেরুজালেমকে নামেমাত্র ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন, যাতে পূণ্যনগরীটি মুসলিম থাকলেও তা থাকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে।

দ্রুত আরব বিদ্রোহের সূচনা খুব দরকার ছিল ব্রিটিশদের। তাই তারা যতটা সম্ভব অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে। অবশ্য ম্যাকমোহনের প্রতিশ্রুতি খুব বেশি দ্ব্যর্থবোধক না থাকায় আরবদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেয়। আর ঠিক তখন উসমানিয়া সাম্রাজ্য ভাগ-বাটোয়ারা করার আলোচনা শুরু করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স।

ব্রিটিশ আলোচক ছিলেন স্যার মার্ক সাইকিস, এমপি ও ইয়র্কশায়ারের ব্যারোনেট। সৃষ্টিশীল ও অদম্য অ-পেশাদার এই লোকটি প্রাচ্য সফর করে অত্যন্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য লরেন্স তাকে বলতেন, 'পূর্ব-সংস্কার, কল্পনাপ্রবণ ও অর্ধজ্ঞানে নিমজ্জিত'। তার আসল প্রতিভা ছিল উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা প্রণয়নে; যা এত আকর্ষণীয় ছিল যে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা খুশিমনে তাকে তার ইচ্ছামতো প্রাচ্য নীতিনির্ধারণের সুযোগ দিয়েছিল। সাইকিস ও তার ফরাসি প্রতিপক্ষ বৈরুতের কনস্যাল ফ্রান্সিস জর্জেজ-পাইকট একমত হন, ফ্রান্স পাবে সিরিয়া ও লেবানন এবং ব্রিটেন পাবে ইরাক ও ফিলিস্তিনের কিছু অংশ। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে একটি আরব কনফেডারেশন গঠিত হবে। আর ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়ার অধীনে জেরুজালেম হবে একটি আন্তর্জাতিক নগরী।** জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণের জন্য ৭০ বছর ধরে তিনটি সাম্রাজ্য যে চেষ্টা করে যাচ্ছিল, এই পরিকল্পনায় সেটাই ধরা দেয়, এতে এটাকে আরব রাষ্ট্র হিসেবে গঠনের কথা স্বীকার করে নেওয়া হয়। তবে অল্প ব্যবধানেই এই রূপরেখা সেকেলে বিবেচিত হলো। কারণ তখন ব্রিটেন জেরুজালেম ও ফিলিস্তিনকে নিজের জন্য রেখে দেওয়ার গোপন পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলেছে।

সাইকিস-পাইকট গোপন চুক্তি সম্পর্কে শরিফ হোসেইন অবগত ছিলেন না। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উসমানিয়ারা তাকে সরিয়ে দিতে যাচ্ছে। এমন অবস্থায় ১৯১৬ সালের ৫ জুন তিনি মক্কায় লাল পতাকা উড়িয়ে আরব বিদ্রোহের সূচনা করেন, নিজেকে 'সমগ্র আরবের বাদশাহ' ঘোষণা করলেন। তার এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পদবিতে ব্রিটিশেরা প্রমাদ গুণল, তারা তাকে কেবল 'হেজাজের বাদশাহ' হিসেবে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা চালাল। এটা ছিল সবে শুরু : পৃথিবীর ইতিহাসে এত স্বল্প সময়ে খুব কম পরিবারই এতগুলো রাজ্যের শাসনভার পেয়েছিল। বাদশাহ হোসেইন তার প্রতিটি ছেলের হাতে একটি করে ছোট সেনাদলের কমান্ড ন্যস্ত করলেন। কিন্তু সামরিক ফলাফল হলো হতাশাজনক আর সিরিয়ায় বিদ্রোহ দেখাই দেয়নি। শরিফেরা কার্যকর কিছু করতে পারবে কি না তা নিয়ে ব্রিটিশেরা যথেষ্ট সংশয়ে ছিল। এ কারণে অক্টোবরে রোনাল্ড স্টোরস, যিনি পরে জেরুজালেম শাসন করেছিলেন, এবং তার অধীনস্ত লরেন্স আরবে পৌঁছালেন।

* নবিজির প্র-প্রপিতামহ হাশেমের কাছ থেকে এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছিল। তারা হজরত মোহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা ও নাতি হাসানের বংশধর হওয়ায় শরিফ পদবি গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের হাশেমি বলত, তবে ব্রিটিশেরা তাদের বলতে শরিফ বংশীয় (শেরিফিয়ানস)।

**সাইকিস প্রথমে জেরুজালেম রাশিয়াকে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কারণ যুদ্ধের আগে পর্যন্ত তাদের তীর্থযাত্রীরাই নগরীটিতে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল। রাশিয়াকে ইতোমধ্যে ইস্তাম্বুলের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে সাইকিস-পাইকট জুড়ে দেন পূর্ব আনাতোলিয়া, আর্মেনিয়া ও কুর্দিস্তান।

AMARBOI.COM

লরেন্স অব অ্যারাবিয়া : দুই শরিফ- আবদুল্লাহ ও ফয়সাল

আদর্শ আরব শাসক খুঁজতে বাদশাহ'র চার ছেলের দিকে ভালোভাবে নজর দিলেন লরেন্স। তবে দ্রুত বুঝতে পারলেন কেবল দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, আবদুল্লাহ ও ফয়সালকে দিয়ে কাজ হতে পারে। তিনি 'অত্যাধিক চতুর' বলে আবদুল্লাহকে সরিয়ে রাখলেন, আবদুল্লাহ 'অদ্ভুত সৃষ্টি' হিসেবে লরেন্সকে পাত্তা দিলেন না। কিন্তু প্রিন্স ফয়সালের দিকে দৃষ্টি পড়ামাত্র বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন লরেন্স : 'লম্বা, মাধুর্যপূর্ণ, প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা, প্রায় রাজকীয়। বয়স ৩১, খুবই ক্ষিপ্র ও অক্লান্ত। খাঁটি সারকেসিয়ানের ফর্সা, কালো চুল ও উজ্জ্বল চোখ, ইউরোপীয় মনে হয়, ফন্টেভ্রাদে প্রথম রিচার্ডের মনুমেন্টের মতো লাগে। বেশ জনপ্রিয় আইডল।' অত্যুৎসাহী লরেন্স জানান, তিনি ছিলেন 'পুরোপুরি বেগবান।' তবে ফয়সাল একইসঙ্গে ছিলেন 'সাহসী, দুর্বল, অজ্ঞ লোক- আমি দয়াপরবশ হয়ে কাজ করেছি।'

আরব বিদ্রোহ খোদ শরিফদের এলাকা হেজাজেও ব্যর্থ হচ্ছিল। লরেন্স দেখলেন, ফয়সালের কয়েক হাজার উট নিয়ে গঠিত বাহিনীটি 'তুর্কিদের এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোম্পানির' হাতেই পরাজিত হবে। তবে তারা প্রত্যন্ত এলাকাগুলোতে ও রেললাইনে অন্তর্ঘাতমূলক হামলা চালালে পুরো উসমানিয়া সেনাবাহিনী গুঁড়িয়ে দিতে পারবে। ফয়সালকে লরেন্স এই কাজেই লাগালেন, সেটাই আধুনিককালের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের রূপরেখা হিসেবে গণ্য হলো। তবে ফয়সালই লরেন্সকে কিংবদন্তির সাজে সাজিয়েছিলেন। 'আমাকে সাদা সিল্ক ও স্বর্ণখচিত বিয়ের পোশাকে সাজিয়ে দিয়েছিল।' তিনি আরব বিদ্রোহ সম্পর্কে যে নির্দেশনা দিয়েছিলেন সেটা ২১ শতকে ইরাক ও আফগানিস্তানে আমেরিকান অফিসারদের পড়া উচিত : 'তুমি যদি আরব পোশাক পরো, তবে সেরাটা পরবে। শরিফদের মতো পোশাক পরবে।' লরেন্সের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল না বা তার মধ্যে যোগী কবির উদ্দীপনাও ছিল না। তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'আরবদের পরিচালনার গোপন রহস্যের সূচনা এবং শেষ হলো অবিরামভাবে তাদের পর্যবেক্ষণ করা। তাদের পরিবার, গোত্র, উপজাতীয়তা, বন্ধু, শত্রু সম্পর্কে পরোক্ষভাবে জানতে হবে, সবকিছু শুনতে হবে।' তিনি উট চালানো এবং বেদুইনের মতো বাস করতে শিখলেন। তবে তিনি একথা ভোলেননি যে বিপুল পরিমাণ ব্রিটিশ সোনা বণ্টনই তার সেনাদলকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে- 'আরবদের কাছে এটাই সবচেয়ে লাভজনক মওসুম মনে হয়েছিল'- এবং ৫০ বছর পরও তারা তাকে স্মরণ করত, 'স্বর্ণওয়ালা লোক' হিসেবে।

হত্যাযজ্ঞ ও যুদ্ধের ডামাডোল তাকে একইসঙ্গে আতঙ্কিত ও উদ্দীপ্ত করেছিল। একবার এক সফল অভিযানের পর তিনি উত্তেজিতভাবে লিখেছিলেন, 'আমি আশা করি এই অর্থহীন আওয়াজ আনন্দদায়কই মনে হবে, এটা সবচেয়ে অ-পেশাদারিত্ব, উত্থান-পতন ধরনের পারফরমেন্স, কেবল বেদুইনেরা এই কাজ ঠিকমতো করতে পারে।' তার এক লোক অন্য জনকে খুন করলে, রক্ত-বদলা এড়াতে লরেন্সকেই খুনিকে হত্যা করতে হয়েছিল। একবার তুর্কিদের অনেক লোক হত্যার পর তিনি আশা করেছিলেন, 'এই দুঃস্বপ্ন শেষ হবে যখন আমি জেগে উঠব এবং আবার জীবিত হব। তুর্কিদের এভাবে একের পর এক হত্যা করা ভয়াবহ ব্যাপার।'

মধ্যপ্রাচ্যকে ভাগ-বাটোয়ারা করার সাইকিস-পাইকট গোপন পরিকল্পনাটি লরেন্স জানতেন, তিনি এ জন্য লজ্জিত ছিলেন : 'আমরা মিথ্যা আশ্বাসে তাদেরকে আমাদের হয়ে যুদ্ধে অংশ নিতে বলছি, আমি এটা মেনে নিতে পারছি না।' হতাশাগ্রস্ত হয়ে তিনি মাঝে মাঝে মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেন, 'এই আশায় যে এতে মৃত্যু হবে।' তিনি নিজেকে 'প্রচণ্ড রকমের ব্রিটিশপন্থী ও আরবপন্থী' বিবেচনা করতেন। তবে তিনি সাম্রাজ্যবাদী দখলদারিত্বকে ঘৃণা করতেন, ব্রিটিশ নিরাপত্তায় স্বাধীন আরব দেশ চেয়েছিলেন। 'আমি মনে করি আমি শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কিদের পরাজিত

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেই ক্ষান্ত হব না, কাউন্সিল-চেম্বারে আমার দেশ ও এর মিত্রদেরও হারাতে সক্ষম হব।'

লরেন্স গোপন সাইকিস-পাইকট চুক্তি এবং এ থেকে বের হয়ে আসার পন্থা সম্পর্কে ফয়সালকে অবগত করেছিলেন। ফরাসি সিরিয়া এড়াতে চাইলে তাদের নিজেদেরকে একে মুক্ত করতে হবে, তারপর প্রচণ্ড সামরিক আবেগ সৃষ্টি করতে হবে যা আরবদেরকে সিরিয়ার অধিকার এনে দেবে। লরেন্স আকাবা বন্দর দখল করার জন্য রুক্ষ জর্ডান মরুভূমি দিয়ে ফয়সালের বাহিনীকে ৩০০ মাইলের বৃত্তাকার পথে পরিচালিত করেছিলেন।[১০]

ফলকেনহাইনের কমান্ড গ্রহণ : জার্মান জেরুজালেম

মিসরের বিরুদ্ধে জামালের তৃতীয় অভিযান ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশেরা সিনাইজুড়ে পাল্টা আক্রমণ চালাল। ১৯১৭ সালের বসন্তে তারা গাজায় ১৬ হাজার জার্মানসমর্থিত অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান গোলন্দাজ বাহিনীর হাতে দুবার শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত হলো। জামাল বুঝতে পারলেন, তারা আবার হামলা চালাবে। ফিলিস্তিন তখন উসমানিয়াবিরোধী ষড়যন্ত্রের আখড়া। পাশার গোপন পুলিশ ব্রিটিশপন্থী ইহুদি গুপ্তচর-চক্র এন১এল১-এর সন্ধান পায়। এই চক্রের সদস্যদের ওপর নির্যাতন চালানো হলো : তাদের নোখ উপড়ে ফেলা হয় এবং মাথা না ফাটা পর্যন্ত শক্তভাবে চেপে ধরা হয়, তারপর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। জামালের পুলিশ জেরুজালেমে আরেক ইহুদি গুপ্তচর আলটার লেভিনকে পাকড়াও করে। কবি, ব্যবসায়ী ও পারিষদ এই ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন রাশিয়ায়। জামালের পুলিশ বাহিনী দাবি করে, লোকটি পতিতালয় কাম গুপ্তচর কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাকে ধরা হয়েছিল তার বন্ধু জেরুজালেমের শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক খালিদ সাকাকিনির বাড়িতে, তিনি তাকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। জায়নবাদী গুপ্তচর চক্রের অস্তিত্বে জামাল পাশা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। তিনি এপ্রিলে আগাস্তা ভিক্টোরিয়া দুর্গে বিদেশী কনস্যালদের তলব করে ক্রোধ মেশানো স্বগোক্তি করলেন : জেরুজালেমের সব লোককে নির্বাসনে পাঠানোর হুমকি দিলেন, বিপর্যয়কর আর্মেনীয় 'নির্বাসনের' প্রেক্ষাপটে এর অর্থ হবে হাজার হাজার লোকের মৃত্যু।

আনোয়ারকে বললেন জামাল, 'আমাদেরকে জেরুজালেম রক্ষার যুদ্ধে নামতে হচ্ছে।' তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য ভার্দুন যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সাবেক জার্মান চিফ অব স্টাফ ফিল্ড মার্শাল ইরিচ ভন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলকেনহাইনকে জেরুজালেমে আসার আমন্ত্রণ জানালেন। তবে আনোয়ার এরপর জামালকে ডিঙিয়ে ফলকেনহাইনের হাতে সুপ্রিম কমান্ড ন্যস্ত করলেন। আনোয়ারকে হুঁশিয়ার করে জামাল লিখলেন, 'ফলকেনহাইনের ভার্দুন ছিল জার্মানির জন্য বিপর্যয়কর, তার ফিলিস্তিন অভিযান আমাদের জন্য একই ধরনের পরিণাম বয়ে আনবে।'

১৯১৭ সালে শীর্ষস্থান থেকে বিচ্যুৎ জামাল জেরুজালেম স্টেশনে ফলকেনহাইনের সঙ্গে মিলিত হলেন, তারা জুবুথুবুভাবে একত্রে ডোমের সিঁড়িতে ছবি তুললেন। কাইজারিন আগাস্তা ভিক্টোরিয়ায় ফলকেনহাইন তার সদরদফতর স্থাপন করলেন। নগরীর ক্যাফেগুলোতে অ্যাসিয়েনকোরপের জার্মান সৈন্যে ভরে গেল, অফিসারেরা ফাস্ট হোটেলে ওঠলো। তরুণ জার্মান সৈন্য রুডলফ হোয়েস* লিখেছেন, 'আমরা ছিলাম পূণ্যভূমিতে। ধর্মীয় ইতিহাসের অতি পরিচিত নামগুলো এবং সাধু পুরুষদের কাহিনীগুলোর সবই আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিল। আর আমাদের তারুণ্যময় স্বপ্নগুলো থেকে কত ভিন্ন!' অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা নগরী দিয়ে মার্চ করে যেত; ইহুদি অস্ট্রিয়ান সৈন্যরা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে প্রার্থনা করত। জামাল পাশা নগরী ত্যাগ করে দামাস্কাস থেকে তার প্রদেশ শাসন করতে লাগলেন। কাইজার অবশেষে জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে।

স্যার অ্যাডমন্ড অ্যালেনবাই নতুন ব্রিটিশ কমান্ডার হিসেবে ২৮ জুন কায়রো পৌঁছালেন। এর মাত্র এক সপ্তাহ পরে লরেন্স ও শরিফরা আকাবা দখল করলেন। উট, ট্রেন ও জাহাজে করে চার দিনে কায়রো পৌঁছে অ্যালেনবাইকে তার দুর্দান্ত জয়ের খবর দিলেন। তিনি প্রচলিত পথে চলতে বিশ্বাসী অশ্বারোহী বাহিনীর সদস্য হলেও সাধারণ বেদুইন পোশাক পরিহিত এই বিশুদ্ধ ইংরেজের কৃতিত্বে অভিভূত হয়ে পড়লেন। তিনি লরেন্স ও তার আওতাধীন শরিফদের উট বাহিনীকে তার সেনাবাহিনীর অনিয়মিত ডান বিভাগ হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিলেন।

জেরুজালেমে ব্রিটিশ বিমানগুলো মাউন্ট অব অলিভসে বোমা ফেলল। ফলকেনহাইনের অ্যাডজুটেন্ট কর্নেল ফ্রাঞ্জ ভন প্যাপেন প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মজবুত করে পাল্টা হামলার প্রস্তুতি নিলেন। জার্মানেরা অ্যালেনবাইয়ের শক্তি সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করেছিল। তারা বিস্ময়ভরে দেখল, ১৯১৭ সালের ৩১ অক্টোবর তিনি জেরুজালেম দখল করার আক্রমণ শুরু করেছেন।[১১]

*হোয়েস পরে আউসচউইটজের এসএস কমান্ড্যান্ট হয়েছিলেন। সেখানেই হলুকাস্টের সময় লাখ লাখ ইহুদিকে গ্যাসে হত্যা করা হয়েছিল। হোয়েস ক্যাথলিক পাদ্রি হতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন, জেরুজালেম 'আমার ধর্ম পরিত্যাগের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। নিষ্ঠাবান ক্যাথলিক হিসেবে আমি চার্চের অনেক প্রতিনিধির কথিত পবিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

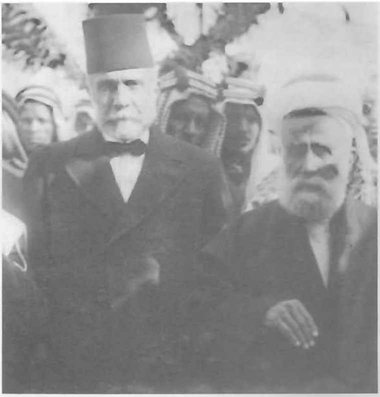

বামে: মক্কার শেরিফ ও হেজ্জাজের রাজা *(ডানে)* প্যালেস্টাইনের প্রথমদিকের জাতীয়তাবাদী নেতা মুসা কাজেম হুসাইনির *(বামে)* সাথে জেরুজালেমে দেখা করেন।

উপরে ডানে: শেরিফ কখনোই ক্ষমা করতে পারেননি তার দুই পুত্র ফয়সাল যিনি প্রথম সিরিয়া ও পরে ইরাকের রাজা এবং আবদুল্লাহ *(ডানে)* যিনি জর্দানের ক্ষমতা দখল করে রাজা হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিলেন ।

নিচে: ডেভিড বেন-গোরিওন ১৯২৪ সালে ইহুদিদের আবাসস্থল গড়ে তোলেন এবং ইহুদিদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন *(বামে)*, এইভাবে মুফতি আমিন আল-হুসেইনি *(ডানে)* আরব জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, এখানে জেরুজালেমের মুসলমানদের প্রধান বার্ষিক উৎসব নবী মুসা দিবসে ঘোড়ায় চরে মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

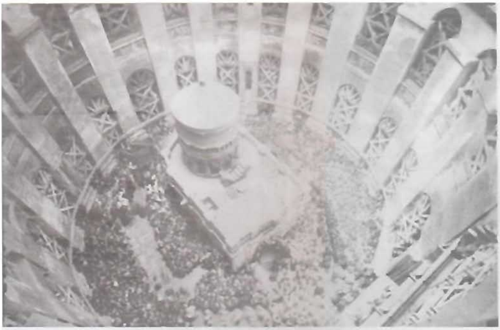

খ্রিস্টানদের ধর্মীয় উৎসব ইস্টার উৎসবে *হোলি ফায়ার*। ছবিটি চার্চের গম্বুজ থেকে তোলা। প্রচণ্ড ভিড়ে অনেক সময় মানুষ মারাও যায় এই উৎসবে।

১৯৪৪ সালে জেরুজালেমের পশ্চিম দেয়ালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসি নিধনে ইহুদিদের স্মরণে একটি ক্ষুদ্রস্থানে তাদের প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়।

আসমহান: আরবদেশের প্রখ্যাত গায়িকা, ড্রুজের রাজকুমারি, মিশরের চিত্রনায়িকা ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে গুপ্তচর, *কিং ডেভিড হোটেলে* যুদ্ধের সময় যৌনাবেদন দিয়ে তিনি খবর সংগ্রহ করতেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপরে বামে: মুফতি আল হোসেইনি হিটলারের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি হিটলালের সাদা চুল ও নীল চোখ দারুণ পছন্দ করতেন। তাঁর চাচাতো ভাই আল-কাদির হোসেইনি *(উপরে ডানে)* ছিলেন রাজ পরিবারের ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি তেমনি ছিলেন সাহসী যোদ্ধা, তার মৃত্যুতে প্যালেস্টাইনবাসীর আশা অনেকখানি নিভে যায়। তাঁর মরদেহ টেম্পল মাউন্টে কবর দেওয়ার সময় *(নিচে)* আকাশে গুলি ছুড়তে গিয়ে বেশ কয়েকজন নিহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৬ থেকে ৪৮-সাল পর্যন্ত আরবের ও ইহুদি অধিবাসীদের মধ্যে লাগাতার সংঘর্ষ চলে, বহু লোক আহত ও নিহত হয়। ইহুদিরা ব্রিটিশ জেনারেল বাবেলস, বারকেরের (পত্রিকার নিচে ডানের ছবিতে) আবাস্থল ও ব্রিটিশ হেডকোয়াটার বোমা বর্ষণ করে। তিনি তাঁর কর্মকাণ্ডে ইহুদিদের বিরাগভাজন হন। তার কর্মকাণ্ডে, বিশেষ করে তাঁর প্যালেস্টাইনি রক্ষিতা অপূর্বা সুন্দরী কাটি অ্যানটোনিয়াস *(নিচে)* দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়ে কাজ করতেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৮ সালে জেরুজালেমে প্যালেস্টাইনি ও ইহুদিদের যুদ্ধ। ইহুদি বন্দীকে আরবরা নিয়ে যাচ্ছে *(উপরে বামে)*। এক ইহুদি বালিকা আশ্রয়ের জন্য দৌড়াচ্ছে *(উপরে ডানে)*। আরব সেনারা বাঙ্কারে বালুর বস্তার আড়াল নিয়ে যুদ্ধ করছে *(নিচে)*।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বের পৃষ্ঠায়: ১৯৪৮ সালে *(উপরে)* জর্দানের বিজয়ী রাজা আবদুল্লাহ জেরুজালেম জনতার দিকে হাত নেড়ে সংবর্ধনার জবাব দিচ্ছেন। তাঁর আততায়ীর মরদেহ আল-আকসা মসজিদে মাটিতে পড়ে আছে। *নিচে:* আবদুল্লার প্রো-পুত্র জর্দানের কিং হোসেইন ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার সেনাবাহিনী মিশরের কমান্ডের অধীনে দিয়ে বিপর্যয় ডেকে আনেন।

ইসরাইল বিপদে। সেনাবাহিনী প্রধান ইসহাক রবিন *(বামে)* তখন বিপর্যস্ত তবুও তাকে শান্ত থেকেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মোশে দায়ানের সাথে ক্যাবিনেট মিটিং-এর বাইরে কথা বলতে হয়েছে। মোশে দায়ান জর্দানের কিং হোসেইনকে তিনবার নিষেধ করেছিলেন আক্রমণ না করার জন্য। অপেক্ষা করতে বলেছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সিরিয়া ও মিশর পরাজিত না হয়। নিচে: ইসরাইলি ছত্রী বাহিনী লায়নস গেটের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

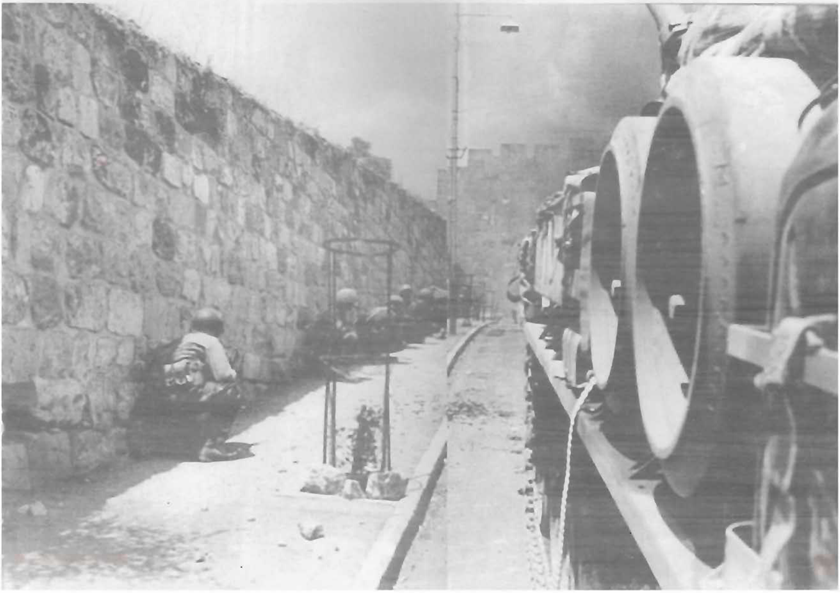

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘড়ির কাটা অনুসারে ডানের ছবি থেকে ১৯৬৭ সালের জুনে ইসরাইলি সেনারা দখল করা মাত্রই পশ্চিম দেয়ালে প্রার্থনা করে, আর এই দৃশ্য দেখছেন মাগরেবি পশ্চিম গেট থেকে *হারাম আল শরিফের* শেখ। আর তার পেছনে ইসরাইলি সেনারা *হারাম শরিফ* জিপে করে অতিক্রম করছে আবু মাউন্ট *(ডানে)* জেরুজালেম সম্পূর্ণ দখলের উৎসব করার জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্মারক বিক্রির ভণ্ডামিপূর্ণ কাজে বিতৃষ্ণ হয়েছি।' হাঁটুতে আঘাত পাওয়া এবং আয়রন ক্রসে ভূষিত হোয়েসের 'আবেগপূর্ণ সব কলাকৌশল' জেরুজালেমে এক জার্মান নার্সের বশীভূত হলো : 'আমি ভালোবাসার জাদুর জালে আটকা পড়েছি।' ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। কাকতালীয়ভাবে তখন জেরুজালেমে আরেকজন ছিল, নাম রুডলফ। 'অবাধ্য' এই বালক নটর ড্যামের কাছে আমেরিকান কলোনির ক্যাসুয়াল্টি ক্লিয়ারিং স্টেশনে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করত। তিনি ছিলেন জার্মান ভাইস কনস্যালের ছেলে। রুডলফ পরে নাৎসি জার্মানির ডেপুটি ফুয়েরার হয়েছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি পাগলামিপূর্ণ শান্তিমিশনে স্কটল্যান্ড উড়ে গিয়েছিলেন। বাকি জীবন তাকে বন্দি হিসেবে অতিবাহিত করতে হয়।

লয়েড জর্জ, বেলফোর ও ওয়াইজম্যান

অ্যালেনবাইয়ের তার ৭৫ হাজার পদাতিক, ১৭ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য এবং বেশ কিছু নতুন ট্যাংক সমবেত করার সময় তখন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর রাশিয়ায় জন্মগ্রহণকারী বিজ্ঞানী ড. চেইম ওয়াইজম্যানের সঙ্গে নতুন নীতি নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এটা একটা উল্লেখযোগ্য কাহিনী। রাশিয়ার এই অভিবাসী কখনো হোয়াইটহলে ঘোরাফেরা করেছেন, কখনো বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রনায়কদের অফিসে বসে প্রাচীন ইসরাইল ও বাইবেল নিয়ে রোমান্টিক আলোচনায় মশগুল থেকেছেন, নতুন একটি নীতির ব্যাপারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমর্থন পাচ্ছেন, যা কনস্টানটাইন বা সালাহউদ্দিনের নেওয়া সিদ্ধান্তের মতো জেরুজালেমকে আমূল বদলে দিয়েছে, বর্তমানের মধ্যপ্রাচ্যের আকার নির্ধারণ করেছে।

তাদের মধ্যে প্রথম সাক্ষাত হয়েছিল আরো ১০ বছর আগে, তবে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টি হয়নি। গোলাপি চিবুক ও নরম-সরম অঙ্গের কারণে বেলফোরকে বলা হতো নিমিনি পিমিনি ও প্রেটি ফ্যানি। তবে আয়ারল্যান্ডের চিফ সেক্রেটারি থাকাকালে কঠোরতার কারণে তাকে ব-াডি বেলফোরও ডাকা হতো। তার রক্তে ছিল স্কটিশ সম্পদশালী বণিক এবং ইংরেজ আভিজাত্যের মিশ্রণ। তার মা ছিলেন ভিক্টোরিয়ান প্রধানমন্ত্রী রবার্ট সেসিল, মারকুইজ অব স্যালিসবারির বোন। ১৮৭৮ সালে তিনি তার মামা ও ডিসরাইলির সঙ্গে বার্লিন কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯০২ সালে স্যালিসবারির উত্তরাধিকারী হওয়ার পর কৌতুক করে বলা হয়েছিল, 'বব মামা আছে না! নো প্রবলেম!' (বব'স ইয়োর আংকল)। দার্শনিক, খ্যাতিহীন কবি, উৎসাহী টেনিস খেলোয়াড় এই লোকটি নিজেকে রোমান্টিক হিসেবে জাহির করলেও, কখনো বিয়ে করেননি। তিনি উপস্থিতমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হালকা রসিকতা করতে পারতেন, তার প্রিয় শব্দরাজির মধ্যে ছিল 'এটা তেমন কিছুই না এবং এটা আসলে সামান্য ব্যাপার।' ডেভিড লয়েড জর্জ বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, ইতিহাস বেলফোরকে মনে রাখবে 'পকেট রুমালের সেন্টের মতো' করে। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন ওয়াইজম্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তার নাম-সংবলিত বহুল আলোচিত ঘোষণাটির কারণে। দুজনের আগমন ঘটেছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন জগত থেকে। ওয়াইজম্যান ছিলেন পিনস্কের কাছে একটি ক্ষুদ্র ইহুদি গ্রামের কাঠ ব্যবসায়ীর ছেলে। তিনি শৈশবেই বেশ আগ্রহ নিয়ে জায়নবাদ গ্রহণ করেছিলেন। জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে বিজ্ঞানে পড়াশোনার জন্য রাশিয়া ত্যাগ করেছিলেন। ৩০ বছর বয়সে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নশাস্ত্র পড়াতে ম্যানচেস্টারে সরে আসেন।

ওয়াইজম্যান ছিলেন একইসঙ্গে 'ভবঘুরে ও আভিজাত্যপূর্ণ, শান্ত-সৌম ও ব্যঙ্গাত্মক। তার মধ্যে ছিল রাশিয়ান বুদ্ধিবৃত্তিক বিবেচনাবোধ এবং আত্ম-উপহাসের উদ্ভাবনী শক্তি।' তিনি 'ছিলেন প্রকৃতিগত অভিজাত, যিনি রাজা-বাদশাহ ও প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে সাবলীলভাবে মিশতে পারতেন' এবং চার্চিল, লরেন্স ও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের মতো ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ভেরার পিতা ছিলেন জারের সেনাবাহিনীর অল্প কয়েকজন ইহুদি অফিসারের অন্যতম। ভেরা বেশির ভাগ রাশিয়ান ইহুদিকে অন্ত্যজ বিবেচনা করে ইংরেজ অভিজাতদের সাহচর্যে থাকতেন এবং তার 'চেইমচিক'-এর পোশাক অ্যাডওয়ারডিয়ান ভদ্রলোকের মতো হওয়া নিশ্চিত করেছিলেন। ওয়াইজম্যান ছিলেন আবেগপ্রবণ জায়নবাদী, তিনি জারবাদী রাশিয়াকে ঘৃণা এবং জায়নবাদবিরোধী ইহুদিদের অবজ্ঞা করতেন। তাকে অনেকটাই 'সুগঠিত লেনিন' মনে হতো, মাঝে মাঝেই এ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতো। এই 'অত্যন্ত মেধাবী আলোচক' রাশিয়ান বাচনভঙ্গিতে নির্ভুল ইংরেজি বলতেন। তার 'নারী-মুগ্ধতার সঙ্গে থাকত বেড়াল গোত্রের প্রাণীদের মতো ক্ষিপ্র গতি, প্রবল উৎসাহ ও দূরদর্শী রূপকল্প।'

ওল্ড ইটোনিয়ান এবং পিনস্ক *চেভারের* গ্রাজুয়েট ১৯০৬ সালে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন। তাদের আলাপচারিতা ছিল সংক্ষিপ্ত, তবে অবিস্মরণযোগ্য। 'আমার মনে আছে বেলফোর পা ছড়িয়ে আরাম করে তার সহজাত ভঙ্গিতে বসেছিলেন।' ১৯০৩ সালে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকার সময় বেলফোর জায়নবাদীদের উগান্ডা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তবে এখন তিনি ক্ষমতায় নেই। ওয়াইজম্যানের আশঙ্কা ছিল, তার নিরুত্তাপ আগ্রহ স্রেফ 'একটি মুখোশ'। তাই তিনি বলেছিলেন, মুসা উগান্ডায় আবাসভূমির কথা শুনলে 'তিনি নিশ্চিতভাবেই আবার প্রত্যাদেশের ট্যাবলেটগুলো ভেঙে ফেলতেন। বেলফোরকে হতবুদ্ধি মনে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মি. বেলফোর, ধরুন, আমি আপনাকে লন্ডনের বদলে প্যারিস প্রস্তাব করছি, আপনি কি তা নেবেন?'

'কিন্তু, ড. ওয়াইজম্যান, আমাদের লন্ডন আছে,' বললেন বেলফোর।

ওয়াইজম্যান জবাব দিলেন, 'সত্য কথা, তবে আমাদের জেরুজালেম ছিল, আর তখন লন্ডন ছিল জলাভূমি।'

'আপনার মতো কি খুব বেশিসংখ্যক ইহুদি চিন্তা করে?'

'আমি লাখ লাখ ইহুদির মনের কথা বলছি।'

বেলফোর অভিভূত হয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, আমি যেসব ইহুদির সঙ্গে মিশেছি, তারা বেশ ভিন্ন।'

ওয়াইজম্যান জানতেন, বেশির ভাগ ইঙ্গ-জুইশ গণ্যমান্য ব্যক্তি জায়নবাদকে তাচ্ছিল্য করে। তাই তিনি জবাব দিলেন 'মি. বেলফোর, আপনি ভুল ধরনের ইহুদিদের সঙ্গে মিশেছেন।'

তাদের আলোচনা ফলপ্রসূ না হলেও এটাই ছিল ওয়াইজম্যানের প্রথম কোনো শীর্ষস্থানীয় সরকারি ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ। সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বেলফোর বেশ কয়েক বছর ক্ষমতার বাইরে থাকলেন। ইতোমধ্যে ওয়াইজম্যান জেরুজালেমে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু করেছেন। তিনি বেলফোরের সঙ্গে সাক্ষাতের পর পরই প্রথমবারের মতো সেখানে গিয়েছিলেন। ফিলিস্তিনের গতিশীল জায়নবাদী খামারগুলো তাকে রোমাঞ্চিত করলেও জেরুজালেম দেখে ওয়াইজম্যান আতঙ্কিত হয়েছিলেন : 'দানের ওপর নির্ভরশীল একটি নগরী, যেটাকে বলা যায় জরাগ্রস্ত গেটো,' যেখানে 'আমাদের একটা রুচিসম্মত ভবনও নেই, সারা বিশ্বের জেরুজালেমে পা রাখার জায়গা আছে, শুধু ইহুদিদের নেই। হতাশ হয়ে রাত্রি নামার আগেই নগরীটি ত্যাগ করলাম।' ম্যানচেস্টারে ফিরে ওয়াইজম্যান রসায়নবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন, সি পি স্কটের বন্ধু হন। এই জায়নবাদী লোকটি ছিলেন *ম্যানচেস্টার গার্ডিয়ানের* মালিক ও সম্পাদক। তিনি নিজেকে বাইবেলের এক নবির মতো গড়ে নিয়েছিলেন। স্কট ১৯১৪ সালে বললেন, 'এখন ড. ওয়াইজম্যান, আমাকে বলুন আমাকে দিয়ে আপনি কী করাতে চান।'

বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে নৌবাহিনীর সদরদফতরে ওয়াইজম্যানকে ডেকে ফার্স্ট লর্ড 'প্রাণবন্ত, মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী, চিত্তাকর্ষক ও গতিশীল' উইস্টন চার্চিল বললেন : 'আচ্ছা, ড. ওয়াইজম্যান, আমাদের ৩০ হাজার টন অ্যাসিটন দরকার।' ওয়াইজম্যান অ্যাসিটন তৈরির নতুন ফরমুলা আবিষ্কার করেছিলেন যার দ্রবণ ধোঁয়াহীন বিস্ফোরক তৈরিতে ব্যবহৃত হতো। 'আপনি কি বানাতে পাবেন?' জানতে চাইলেন চার্চিল। ওয়াইজম্যান বললেন, তিনি পারবেন এবং পেরেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েক মাস পর ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে ওয়াইজম্যানকে নিয়ে সি পি স্কট অর্থমন্ত্রী লয়েড জর্জ ও তার সহকর্মী হার্বার্ট স্যামুয়েলের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করতে গেলেন। দুই মন্ত্রী তাদের গভীর উদ্বেগ চেপে হালকা রসিকতা দিয়ে যুদ্ধ নিয়ে আলোচনার কথা উল্লেখ করে ওয়াইজম্যান বলেছেন, 'আমি চাপা উত্তেজনায় পুরোপুরি চুপচাপ ছিলাম।' ওয়াইজম্যান আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, ওই রাজনীতিবিদেরা জায়নবাদের প্রতি অত্যন্ত সহানাভূতিসম্পন্ন। লয়েড জর্জ স্বীকার করেন, 'ড. ওয়াইজম্যান যখন ফিলিস্তিনের স্থান-নাম বলছিলেন, তখন সেগুলো পশ্চিম রণাঙ্গণের চেয়ে অনেক বেশি পরিচিত মনে হচ্ছিল।' তিনি তার সঙ্গে বেলফোরের সাক্ষাত করিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন, তারা যে আগেই সাক্ষাত করেছেন, তা না বুঝেই। স্যামুয়েলের ব্যাপারেও ওয়াইজম্যান সতর্ক ছিলেন, যতক্ষণ না তিনি ইহুদি প্রত্যাবর্তন (জুইশ রিটার্ন) বিষয়ক একটি স্মারক প্রস্তুতির কথা প্রকাশ করেছেন। স্যামুয়েল ছিলেন রথচাইল্ড ও মন্টেফিওরিদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ইঙ্গ-ইহুদি ব্যাংকিং পরিবারের সদস্য এবং ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের প্রথম আচারনিষ্ঠ ইহুদি।

১৯১৫ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী হার্বার্ট অ্যাশকুইথের কাছে স্মারকটি উপস্থাপন করলেন স্যামুয়েল : '১২ মিলিয়ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লোকের মধ্যে ইতোমধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। হিব্রু লোকজনকে তাদের ভূমিতে ফিরিয়ে নেওয়ার ধারণার প্রতি ব্যাপক সহানুভূতির সৃষ্টি [হয়েছে]।' অ্যাশকুইথ আইডিয়াটিকে এই বলে ব্যঙ্গ করলেন, ইহুদিরা 'ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসবে' এবং তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে বললেন, তারা 'কী আকর্ষণীয় সম্প্রদায়' হবে। স্যামুয়েলের কাছে তার স্মারকটি '*তানক্রেডের* নতুন সংস্করণ পড়ার' মতো মনে হয়েছিল।* তিনি বলেন, 'আমি প্রস্তাবটির প্রতি আকৃষ্ট হইনি। তবে হিজ হাইনেসের সুনিয়ন্ত্রিত ও সুবিন্যস্ত মেধা থেকে প্রায় ছন্দবদ্ধ বিস্ফোরণ প্রকাশে এটা ডিজির প্রিয় বাণী 'বর্ণই সবকিছু'-এর কৌতুহলি বর্ণনা।' অ্যাশকুইথ আরো আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলেন, "বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, এই প্রস্তাবের প্রতি শুধু আরেকজনের সমর্থন রয়েছে, তিনি হলেন লয়েড জর্জ। কিন্তু তিনি ইহুদিদের প্রতি আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, তবে মনে করছেন, পবিত্র স্থানগুলো 'অজ্ঞাবাদী ও অবিশ্বাসী' ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়া হবে জঘন্য ব্যাপার।" লয়েড জর্জ জেরুজালেমকে ব্রিটেনের জন্য চাইছেন বলে যে মূল্যায়ন অ্যাশকুইথ করেছেন তা ঠিক ছিল, তবে ইহুদিদের প্রতি লয়েড জর্জের মনোভাব মূল্যায়নে তিনি ভুল করেছিলেন।

লয়েড জর্জ ছিলেন ওয়েলেস ব্যাপ্টিস্ট স্কুলশিক্ষকের ছেলে। নীল চোখের এই বেপরোয়া নারী-বিলাসী লোকটিকে লম্বা এলোমেলো সাদা চুলের কারণে রাষ্ট্রনায়কের চেয়ে শিল্পী বলেই বেশি মনে হতো। তবে তিনি ইহুদিদের প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন, ১০ বছর আগে আইনজীবী হিসেবে জায়নবাদীদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'স্কুলে আমি নিজের দেশের চেয়ে ইহুদিদের ইতিহাস অনেক বেশি শিখেছিলাম।' এই বাক্‌পটু ও স্বজ্ঞাত শো-ম্যান প্রথম জীবনে ছিলেন চরমপন্থী সংস্কারক, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তিবাদী ও ডিউকদের হেনস্তাকারী। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ামাত্র গ্রিক ক্লাসিকস এবং বাইবেলের প্রভাবে তিনি ভয়ংকর প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রোমান্টিক সাম্রাজ্যবাদী বনে গেলেন।

ওয়াইজম্যানকে নতুন করে বেলফোরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন লয়েড জর্জ। বেলফোর তাড়াতাড়ি বলে ফেললেন, 'ওয়াইজম্যানের কোনো পরিচিতির দরকার নেই, ১৯০৬ সালের আলাপচারিতার কথা আমার এখনো মনে আছে।' তিনি এই বলে জায়নবাদীকে স্বাগত জানালেন, 'আচ্ছা, আপনি খুব একটা বদলাননি।' তারপর খুশি হয়ে প্রায় স্বপ্নাবিষ্ট চোখে বললেন, 'যখন গোলাগুলি বন্ধ হবে, তখন আপনি হয়তো জেরুজালেম পেয়ে যাবেন। আপনার আন্দোলন অত্যন্ত যৌক্তিক। আপনি অবশ্যই বারবার আসবেন।' তারা নিয়মিত সাক্ষাত করতে লাগলেন, রাতের পর রাত হোয়াইটহলে ঘুরে ঘুরে ইহুদি আবাসভূমি, ভাগ্যের পরিহাস, ঐতিহাসিক সুবিচার, ব্রিটিশ শক্তি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করতে থাকলেন।

AMARBOI.COM

বিজ্ঞান ও জায়নবাদ একে অপরকে আরো বেশি করে ছাপিয়ে যেতে লাগল। কারণ বেলফোর এখন নৌবাহিনীর প্রথম লর্ড হিসেবে কাজ করছিলেন এবং লয়েড জর্জ ছিলেন যুদ্ধোপকরণবিষয়ক মন্ত্রী। বিস্ফোরক নিয়ে ওয়াইজম্যানের কার্যক্রমের সঙ্গে এই দুই মন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি তাকে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল সাম্রাজ্যের জাঁকজমকপ্রিয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে দেখে 'নিজের অবস্থান নিয়ে হতবুদ্ধিকর অবস্থায়' পড়ে গেলেন। তাদের তুলনায় নিজের সাদামাটা পরিচয় প্রকাশ করেছেন এভাবে : 'শুরু হয়েছে শূন্য থেকে, আমি চেইম ওয়াইজম্যান, মোটেলের এক ইহুদি এবং স্রেফ একটি প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মোটামুটি মানের অধ্যাপক!' সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন আদর্শ ইহুদি : 'ওল্ড টেস্টামেন্টে বর্ণিত নবির মতো,' চার্চিল পরে মন্তব্য করেছিলেন, যদিও ফ্রক-কোট ও টপ হ্যাট পরা। লয়েড জর্জ তার স্মৃতিকথায় উচ্ছ্বসিতভাবে দাবি করেছেন, যুদ্ধে ওয়াইজম্যানের অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতার কারণেই ইহুদিদের প্রতি তিনি সদয় হয়েছেন। তিনি যা-ই বলুন না কেন, আরো অনেক আগে থেকেই ইহুদিদের প্রতি মন্ত্রিসভার প্রবল সমর্থন ছিল।

জেরুজালেমের গ্রন্থ 'বাইবেল' আত্মপ্রকাশের দুই হাজার বছর পর আবারো নগরীটির ওপর প্রভাব বিস্তার করল। ওয়াইজম্যান লিখেছেন, 'ব্রিটেন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইবেলের জাতি, সনাতন ধ্যান ধারণাপুষ্ট ব্রিটিশ রাষ্ট্রনায়কেরা নির্ভেজাল ধার্মিক। তারা [ইহুদি] প্রত্যাবর্তনের (রিটার্ন) ধারণার বাস্তবতা উপলব্ধি করেন। তাদের ঐতিহ্য ও তাদের বিশ্বাসে এর আবেদন রয়েছে।' লয়েড জর্জের এক সহকারী লিখেছেন, আমেরিকার পাশাপাশি, 'বাইবেল-পঠন ও বাইবেল-ভাবনায় আচ্ছন্ন ইংল্যান্ড ছিল একমাত্র দেশ যেখানে ইহুদিদের তাদের প্রাচীন ভূমিতে ফেরার ইচ্ছা' বিবেচনা করা হতো 'অস্বীকার-অযোগ্য একটি সহজাত আকাঙ্ক্ষা হিসেবে।'

ইহুদিদের প্রতি এ ধরনের মনোভাব সৃষ্টির পেছনে আরো কারণ ছিল। বিশেষ করে যুদ্ধকালে জারবাদীদের নির্যাতন বেড়ে যাওয়ায় ব্রিটিশ নেতারা দুর্দশাগ্রস্ত রাশিয়ান ইহুদিদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতিশীল ছিল। রথচাইল্ডদের মতো ইহুদি পুঁজিপতিদের কিংবদন্তিসম সম্পদ, আশ্চর্য ক্ষমতা এবং অত্যন্ত ব্যয়বহুল প্রাসাদগুলো দেখে ইউরোপীয় উচ্চ শ্রেণী বিস্মিত হতো। এগুলো তাদের বিভ্রান্তও করত। তারা বুঝতে পারত না, ইহুদিরা বাইবেলে বর্ণিত নিযার্তিত নায়কদের মহৎ জাতি কি না, তাদের প্রত্যেকেই কিং ডেভিড ও কোনো ম্যাকাবি কি না, না কি তারা সদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত প্রায় অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতাপুষ্ট হুক নাকওয়ালা ভাঁড়। বর্ণবাদ শ্রেষ্ঠত্বের কৃত্রিম তত্ত্বের যুগে বেলফোর ধরে নিয়েছিলেন, ইহুদিরা 'খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রিসের পর সবচেয়ে প্রতিভাধর মানবগোষ্ঠী,' চার্চিল তাদের মনে করতেন, 'সবচেয়ে দুর্দান্ত ও প্রতিভাধর জাতি', যদিও একইসঙ্গে তিনি তাদের বলতেন, 'স্বর্গীয় ও নারকীয় উভয় ধরনের কাজ সর্বোচ্চ দক্ষতায় করতে সক্ষম অতীন্দ্রিয়বাদী ও রহস্যময় জাতি।' লয়েড গোপনে 'তার জাতিকে সবচেয়ে খারাপ বৈশিষ্ট্যে'সম্পন্ন হওয়ার জন্য হার্বার্ট স্যামুয়েলের সমালোচনা করতেন। অবশ্য তারা তিনজনই ছিলেন প্রকৃত ফিলো-সেমিটিস। ওয়াইজম্যান মনে করতেন, বর্ণবাদী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ও খ্রিস্টান হেবরাইজমের মধ্যকার রেখাটি খুবই ক্ষীণ : 'আমরা সেমিটিকবাদ এবং ফিলো-সেমিটিকবাদ উভয়টিই একইভাবে ঘৃণা করি। উভয়টাই মর্যাদাহানিকর।'

রাজনীতিতে সময়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ১৯১৬ অ্যাশকুইথ সরকারের পতন হলো। লয়েড জর্জ প্রধানমন্ত্রী হয়ে বেলফোরকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করলেন। লয়েড জর্জকে বলা হচ্ছিল 'চ্যাথামের পর শ্রেষ্ঠ সামরিক নেতা।' তিনি ও বেলফোর যুদ্ধে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। জার্মানির বিরুদ্ধে এই দীর্ঘ ও ভয়ংকর সময় ইহুদিদের প্রতি তাদের বিশেষ মনোভাব এবং ১৯১৭ সালের ঘটনাপরম্পরার ফলে লয়েড জর্জ ও বেলফোরের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করল, ব্রিটেনকে জয় পেতে জায়নবাদের ভূমিকা অপরিহার্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* ডিসরাইলের সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস *তানক্রেডে* এক ডিউকের ছেলে জেরুজালেম যায়, সেখানে এক ইহুদি ভবিষ্যদ্বাণী করে, 'ইংরেজরা এই নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে, তারা এটা নিয়ন্ত্রণে রাখবে।'

'এটা একটা ছেলে, ড. ওয়াইজম্যান' : ঘোষণা

১৯১৭ সালের বসন্তে আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিল। রাশিয়ান বিপ্লব সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাসকে উৎখাত করল। ব্রিটেনের এক শীর্ষ কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'এটা স্পষ্ট যে রাশিয়াকে কিভাবে মিত্র জোটের মধ্যে রাখা হবে ওই সময় তা-ই ছিল সরকারের প্রধান চিন্তার বিষয়' এবং আমেরিকা সম্পর্কে বলা যায়, 'ব্রিটিশ নীতিতে ইহুদিদের ফিলিস্তিনে প্রত্যাবর্তন আনুকূল্য পেলে আমেরিকার জনমতও প্রভাবিত হবে বলে ধরে নেওয়া যায়।' আমেরিকা সফরে রওনা হওয়ার প্রাক্কালে বেলফোর তার সহকর্মীদের বললেন, 'রাশিয়া ও আমেরিকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি এখন জায়নবাদের সমর্থক।' ব্রিটেন জায়নবাদীদের অনুকূলে ঘোষণা দিলে, 'আমরা রাশিয়া ও আমেরিকা উভয় দেশেই সেটা নিয়ে ফলপ্রসূ প্রপাগান্ডা চালাতে পারব।'

রাশিয়া ও আমেরিকাকে নিয়ে তাড়াহুড়ার করার কিছু না থাকলেও ব্রিটেন জানতে পারল, জার্মানেরা তাদের নিজস্ব জায়নবাদী ঘোষণা বিবেচনা করছে। তাছাড়া এটা মনে রাখতে হবে, জায়নবাদ একটি জার্মান-অস্ট্রিয়ান আইডিয়া, ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জায়নবাদীরা ছিল বার্লিনভিত্তিক। জেরুজালেমের একনায়ক জামাল পাশা ১৯১৭ সালের আগস্টে বার্লিন সফরকালে জার্মান জায়নবাদীদের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, উসমানিয়া প্রধানমন্ত্রী তালাত পাশা অনিচ্ছুকভাবে 'ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি' স্থাপনে রাজি হয়েছিলেন। ইতোমধ্যে ফিলিস্তিনের সীমান্তে জেনারেল অ্যালেনবাই গোপনে তার অভিযানের প্রস্তুতি সম্পন্ন করছিলেন।

ওয়াইজম্যানের সম্মোহন সৃষ্টি নয়, এগুলোই ব্রিটেনের জায়নবাদ গ্রহণের প্রকৃত কারণ এবং সময়টা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। 'আমি জায়নবাদী', ঘোষণা করলেন বেলফোর, সম্ভবত জায়নবাদ তখন তার ক্যারিয়ারের ধ্যান-জ্ঞানে পরিণত হয়েছিল। লয়েড জর্জ এবং বর্তমানে যুদ্ধোপকরণবিষয়ক মন্ত্রী চার্চিলও জায়নবাদী হয়ে পড়েছেন, সেটা তখন ক্যাবিনেট অফিসের দায়িত্বে থাকা স্যার মার্ক সাইকিসের মধ্যেও ফেনিয়ে ওঠল। তিনি হঠাৎ করে বুঝতে পারলেন, 'বিশ্বের ইহুদিদের বন্ধুত্ব' ব্রিটেনের জন্য অপরিহার্য, কারণ 'মহান ইহুদিরা আমাদের বিরুদ্ধে গেলে আমাদের পক্ষে লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়'- লক্ষ্যটা হলো যুদ্ধে জয়লাভ করা।

মন্ত্রিসভার সবাই এ ব্যাপারে একমত ছিল না, ফলে বিতর্ক দানা বেঁধে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের সাবেক ভাইসরয় লর্ড কার্জন জানতে চাইলেন, 'স্থানীয় জনগণের কি হতে হবে?' লয়েড জর্জ যুক্তি দেখালেন, 'সম্ভবত আরবদের চেয়ে ইহুদির আমাদের বেশি সাহায্য করতে পারবে।' ভারতসচিব অ্যাডউইন মন্টেগু, নির্যাতিত ইহুদি, ব্যাংকিং উত্তরসূরি ও হার্বার্ট স্যামুয়েলের কাজিন, জোরাল যুক্তি দেখালেন, এতে আরো বেশি সেমিটিজমবিরোধী মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। ব্রিটেনের আরো অনেক শীর্ষ ইহুদি ব্যক্তিও এ অভিমত সমর্থন করলেন। রথচাইল্ডদের কারো কারো সমর্থন পেয়ে স্যার মোজেজের ভাইয়ের প্রপৌত্র ক্লাউডে গোল্ডস্মিথ মন্টেফিওরি জায়নবাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। ওয়াইজম্যান অভিযোগ করলেন, তিনি 'জাতীয়তাবাদকে মনে করেন ইংরেজদের বাদ দিলে ইহুদিদের ধর্মীয় স্তরের নিচে।'

মন্টেগু ও মন্টেফিওরি ঘোষণাটি বিলম্বিত করলেন, তবে ওয়াইজম্যান লড়াই চালিয়ে যেতে লাগলেন। হোয়াইটহলের ক্যাবিনেট-কক্ষগুলোর মতোই তিনি ইংরেজ অভিজাত এবং ইহুদি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের ড্রয়িংরুম ও কাউন্টি হাউজগুলো দখল করে ফেললেন। তিনি ২০ বছর বয়স্ক ডলি ডি রথচাইল্ডের সমর্থন লাভ করলেন, তিনি তাকে অ্যাস্টর্স ও সেসিলদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। দ্য মারচিওনেস অব ক্রেউ এক ডিনার পার্টিতে লর্ড রবার্ট সেসিলকে বলতে শুনলেন, 'এই বাড়িতে উপস্থিত আমরা সবাই ওয়াইজম্যানপন্থী।' ব্রিটিশ ইহুদিদের মুকুটহীন সম্রাট লর্ড ওয়াল্টার রথচাইল্ডের সমর্থন লাভ ওয়াইজম্যানের জন্য তার ইহুদি প্রতিপক্ষদের পরাজিত করতে সহায়ক হলো। মন্ত্রিসভায় লয়েড জর্জ ও বেলফোর তাদের কাজ চালিয়ে গেলেন। বেলফোর কার্যবিবরণীতে উল্লেখ করেছেন, 'আমি লর্ড রথচাইল্ড ও অধ্যাপক ওয়াইজম্যানকে একটি ফরমুলা উপস্থাপন করতে বললাম,' সাইকিসকে আলোচনার দায়িত্ব দেওয়া হলো।

এর পর ফ্রান্স এবং তারপর আমেরিকানেরা তাদের অনুমোদন দিলে অক্টোবরের শেষ দিকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সব সমস্যা দূর হলো। যেদিন জেনারেল অ্যালেনবাই বিরশেবা দখল করলেন, ঠিক সেদিনই সাইকিস বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, ওয়াইজম্যান ক্যাবিনেট অফিসের পার্শ্বকক্ষে নার্ভাসভাবে অপেক্ষা করছেন। সাইকিস চিৎকার করে বললেন, 'ড. ওয়াইজম্যান, এটা একটা ছেলে।'

৯ নভেম্বর লর্ড রথসচাইল্ডকে সম্বোধন করে বেলফোর তার ঘোষণাটি দিলেন। এতে বলা হলো : 'মহামান্য সরকার ফিলিস্তিনে ইহুদিদের জন্য জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় অনুকূল মনোভাব পোষণ করে... এতে স্পষ্টভাবে বলা হচ্ছে যে সেখানে বসবাসরত অ-ইহুদি সম্প্রদায়গুলোর বিদ্যমান নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, এমন কিছু করা হবে না।' পরে আরবেরা ব্রিটেনকে জাত-বিশ্বাসঘাতক হিসেবে অভিযুক্ত করেছিল, ফিলিস্তিনকে যুগপৎভাবে শরিফদের,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়নবাদীদের ও ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতা ঐতিহাসিক আরব বিদ্রোহের পৌরাণিক কাহিনীর অংশে পরিণত হয়েছিল। এটা অবশ্যই সংকীর্ণ মানসিকতা ছিল, তবে আরব ও ইহুদিদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর ফলাফল ছিল যুদ্ধকালীন স্বল্পমেয়াদি, দুর্বল চিন্তা-ভাবনার এবং জরুরি রাজনৈতিক অভিযানপ্রসূত, *কোনো পক্ষই* ভিন্ন কিছু গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিল না। সাইকিস আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করলেন, 'আমরা জায়নবাদ, আর্মেনীয় মুক্তি এবং আরব স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি।' অবশ্য তাতে আরো কিছু ভয়াবহ সাংঘার্ষিক বিষয় ছিল : সিরিয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি আরব ও ফ্রান্স উভয়কেই দেওয়া হয়েছিল। আমরা দেখেছি, শরিফদেরকে দেওয়া চিঠিপত্রে ফিলিস্তিন ও জেরুজালেমের কোনো উল্লেখ ছিল না, তবে ইহুদিদেরকেও নগরীটির ব্যাপারে কোনো প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। সাইকিস-পাইকট সুনির্দিষ্টভাবে একটি আন্তর্জাতিক নগরীর কথা বলেছিলেন, জায়নবাদীরা তাতে সম্মতি দিয়েছিল। ওয়াইজম্যান লিখেছিলেন, 'আমরা চাই পূণ্যস্থানগুলোর আন্তর্জাতিককরণ।'* বলশেভিবাদ থেকে রাশিয়ান ইহুদিদের বিচ্ছিন্ন করার লক্ষে ঘোষণাটি প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই ঘোষণা প্রকাশের ঠিক আগের রাতে লেনিন সেন্ট পিটার্সবার্গে ক্ষমতা দখল করলেন। লেনিন আর কয়েকটা দিন আগে কাজটা করতে পারলে বেলফোর ঘোষণা হয়তো কখনোই ইস্যু করা হতো না। অবাক করা বিষয় হলো, যে রাশিয়ান ইহুদিদের মাধ্যমে জায়নবাদ পরিচালিত হয়েছে- হোয়াইট হলে ওয়াইজম্যান থেকে জেরুজালেমে বেন-গুরিয়ান- এবং যাদের দুর্দশায় তাদের প্রতি খ্রিস্টান জগতের সহানুভূতি বর্ষিত হয়েছে, সেই রাশিয়া এখন ইহুদিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি আর বদলায়নি। ঘোষণাটির নাম হওয়া উচিত ছিল লয়েড জর্জ, বেলফোর নয়। লয়েড জর্জই ঘোষণা করেছিলেন, ব্রিটেনকে ফিলিস্তিন দখল করতে হবে। তিনি বলেছিলেন, 'ওহ, আমাদের অবশ্যই এটা মুঠোয় নিতে হবে!' ব্রিটেনের জেরুজালেম দখল ছিল ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত। তিনি ফ্রান্স বা অন্য কারো সঙ্গে এখানে মিলেমিশে থাকতে চাননি, জেরুজালেম ছিল তার চূড়ান্ত পুরস্কার। অ্যালেনবাই ফিলিস্তিনি প্রবেশ করামাত্র লয়েড জর্জ লাফিয়ে উঠে 'ব্রিটিশ জাতিকে খ্রিস্টমাসের উপহার হিসেবে' জেরুজালেম দখল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১২]

* লয়েড জর্জের মিশন ছিল যুদ্ধে জয় করা, বাকি সবকিছু ছিল গৌণ। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তার চতুর্থ কোনো বিকল্প বিবেচনা করাটা অস্বাভাবিক ছিল না। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরোক্ষভাবে এবং অত্যন্ত গোপনে তিন পাশার সঙ্গে পৃথক একটি উসমানিয়া শান্তিচুক্তি নিয়ে কথা বলছিলেন। তাতে ইহুদি, আরব ও ফ্রান্স সবাইকে প্রতারিত করত, জেরুজালেম থাকত সুলতানের হাতে। ক্রুদ্ধ কার্জন লিখেছেন, 'ওই একই সপ্তাহে আমরা ইহুদি জনগণের জন্য জাতীয় আবাসভূমি হিসেবে ফিলিস্তিনকে প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা কি তুর্কি পতাকা জেরুজালেমে উড়তে দেওয়ার পরিকল্পনার কাজ করছি না?' তুর্কিদের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৬
ক্রিসমাস উপহার
১৯১৭-১৯১৯

মেয়রের আত্মসমর্পণ উদ্যোগ

অ্যালেনবাই ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর গাজা দখল করলেন। জাফার পতন হলো ১৬ তারিখে। জেরুজালেমে তখন হুলুস্থুল শুরু হয়ে গেছে। জামাল পাশা দামাস্কাস থেকে প্রদেশটি পরিচালনা করছিলেন। তিনি জেরুজালেমে 'কিয়ামত' নামিয়ে আনার হুমকি দিলেন। প্রথমে তিনি সব খ্রিস্টান পাদ্রিকে বহিষ্কারের নির্দেশ জারি করলেন। তারপর সেন্ট স্যাভিয়র্স মনেস্টেরিসহ খ্রিস্টান ভবনগুলো ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হলো। প্যাট্রিয়ার্কদের দামেস্কাসে পাঠানো হলো, তবে ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী কর্নেল ভন প্যাপেন ল্যাতিন প্যাট্রিয়ার্ককে উদ্ধার করে নাজারেথে রাখলেন। জামাল দামাস্কাসে দুই ইহুদি গুপ্তচরের ফাঁসি দিলেন, তারপর জেরুজালেমের সব ইহুদিকে বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করলেন : ব্রিটিশদের স্বাগত জানাতে সেখানে কোনো ইহুদি জীবিত রাখা হবে না। 'আমরা সেমিটিকবিরোধী ম্যানিয়ার যুগে আছি,' কাউন্ট ব্যালোবার তার ডায়েরিতে লিখে অভিযোগ দিতে ফিল্ড মার্শাল ভন ফলকেনহাইনের কাছে গেলেন। জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণকারী জার্মানেরা তখন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। জামালের সেমিটিকবিরোধী হুমকিকে 'কা জ্ঞানহীন' মনে করতেন জেনারেল ক্রেস। তিনি ইহুদিদের রক্ষায় সর্বোচ্চ পর্যায়ের দ্বারস্থ হলেন। জেরুজালেমে এটাই ছিল জামালের শেষ সম্পৃক্ততা।*

২৫ নভেম্বর অ্যালেনবাই পূণ্যনগরীর ঠিক বাইরে নবি স্যামুয়েলের নিয়ন্ত্রণ নেন। কী করতে হবে তা বুঝতে পারছিল না জার্মানেরা। 'নগরীটি সরসারি আক্রান্ত হওয়ার আগেই আমি জেরুজালেম খালি করতে ফলকেনহাইনের কাছে কাতর প্রার্থনা করলাম- নগরীটির কোনো কৌশলগত মূল্য নেই, কিন্তু আক্রান্ত হলে সব দোষ আমাদের ওপর চাপবে,' স্মৃতিচারণ করেছিলেন প্যাপেন। তিনি মনে মনে যে ধরনের শিরোনাম কল্পনা করেছিলেন তা অনেকটা এমন : 'পূণ্যনগরী ধ্বংসের জন্য হুনেরা দায়ী!' কিন্তু ফলকেনহাইন চিৎকার করে বললেন, 'আমি ভার্দুনে পরাজিত হয়েছি, এখন তুমি আমাকে এই নগরী থেকে সরে যেত বলছ, যা বিশ্বের সবার তীক্ষ্ণ নজরে রয়েছে। অসম্ভব!' প্যাপেন কনস্টানটিনোপলে তার দেশের রাষ্ট্রদূতকে ফোন করলেন, তিনি আনোয়ারের সঙ্গে আলাপ করবেন বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানালেন।

ব্রিটিশ বিমানগুলো আগাস্তা ভিক্টোরিয়ায় জার্মান সদরদফতরে বোমা ফেলল। অ্যালেনবাইয়ের গোয়েন্দা-প্রধান উসমানিয়া সৈন্যদের ওপর আফিম-সিগারেট বর্ষণ করলেন এই আশায় যে এগুলো টেনে তারা জেরুজালেম রক্ষার শক্তি হারিয়ে ফেলবে। উদ্বাস্তুরা দ্রুতবেগে নগরী থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল। আগাস্তা ভিক্টোরিয়া চ্যাপেল থেকে কাইজারের ছবি সরিয়ে ফলকেনহাইন শেষ পর্যন্ত নগরী ছাড়লেন, নাবলুসে সদরদফতর স্থানান্তর করলেন। ব্রিটিশ ও জার্মান বিমানগুলো জেরুজালেমের ওপর ক্ষিপ্র ডগফাইট চালাতে লাগল। শত্রু অবস্থানগুলোর ওপর হাউটজার বর্ষিত হচ্ছিল, উসমানিয়ারা নবি স্যামুয়েলে তিনবার পাল্টা আক্রমণ চালাল; চার দিন ভয়াবহ যুদ্ধ হলো। 'যুদ্ধ চূড়ান্ত অবস্থায় উপনীত হয়েছে, সব জায়গায় গোলা পড়ছে, অরাজকতা চলছে, সৈন্যরা চার দিকে দৌড়াচ্ছে, সর্বত্র আতঙ্ক বিরাজ করছে,' লিখলেন শিক্ষক সাকাকিনি।** ৪ ডিসেম্বর রাশিয়ান কম্পাউন্ডে উসমানিয়া সদরদফতরে ব্রিটিশ বিমানগুলো বোমা ফেলল। ফাস্ট হোটেলে জার্মান অফিসারেরা তাদের শেষ স্ন্যাপস (কড়া মদ) পান করে চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত হাসল। ওই সময়টাতে উসমানিয়া জেনারেলরা আত্মসমর্পণ করবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক করছিল; হোসেইনিরা তাদের একটি বাড়িতে গোপন আলোচনায় বসল। তুর্কিরা তখন চলে যেতে শুরু করে দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় আহত সৈন্যদের গাড়ি আর নিহতদের লাশ ছড়িয়ে আছে।

৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রথম ব্রিটিশ সৈন্যরা জেরুজালেম দেখল। ঘন কুয়াশায় নগরী ছেয়ে ছিল; বৃষ্টিতে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছিল না। পরের সকালে গভর্নর ইজ্জত বে হাতুরি দিয়ে তার টেলিগ্রাফ সরঞ্জাম গুঁড়িয়ে আত্মসমর্পণের আবেদন মেয়রের হাতে তুলে দিলেন। তারপর তিনি আমেরিকান কলোনি থেকে ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দুটি ঘোড়াসহ গাড়ি 'ধার' করে জেরিকোর দিকে পালিয়ে গেলেন। সারা রাত হাজার হাজার উসমানিয়া সৈন্য হেঁটে হেঁটে ইতিহাস থেকে ছিটকে গেল। ৯ ডিসেম্বর ভোর ৩টায় নগরী থেকে জার্মান বাহিনী প্রত্যাহার করা হলো, কাউন্ট ব্যালোবার যেটাকে বলেছেন 'বিস্ময়কর সুন্দর' দিন। শেষ তুর্কিটি সকাল ৭টায় সেন্ট স্টিফেন্স গেট দিয়ে চলে গেল। কাকতালীয়ভাবে দিনটা ছিল ইহুদিদের হানুকা পর্বের (ম্যাকাবিদের জেরুজালেম মুক্ত করার স্মরণে আলোক উৎসবটি পালন করা হয়।) প্রথম দিবস। লুটেরারা জাফা সড়কের দোকাটপাটে হানা দেয়। সকাল ৮.৪৫-এ ব্রিটিশ সৈন্যরা জায়ন গেটের কাছে আসে।

জেরুজালেমের মেয়র, বীণাবাদক ওয়াসিফের আনন্দ অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক হোসেইন হোসেইনি আমেরিকান কলোনিতে গেলেন। সেখানে হলি কলোনিস্টেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দে আত্মহারা হয়ে 'আলেলুইয়া' গাইছিল। মেয়র তাদের আনন্দে বিঘ্ন ঘটিয়ে একটি সাদা পতাকা চাইলেন। হোসেইনিদের সমাজে এ দিয়ে বাড়িতে বিবাহযোগ্যা কুমারী থাকার কথা প্রকাশ করা হয়, তিনি যে এখন সেটা অন্য কারণে চাইছিলেন, সেটা সবাই বুঝতে পেরেছিল। এক নারী তাকে একটি সাদা ব্লাউজ দিতে চাইল, কিন্তু তা সম্ভবত তার মনোঃপুত হলো না। শেষে হোসেইনি আমেরিকান কলোনি থেকে একটি বিছানার চাদর সংগ্রহ করে সেটাকে ঝাড়ুর একটি লম্বা দণ্ডের সঙ্গে বাঁধলেন। তারপর হোসেইনি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে আত্মসমর্পণের জন্য ঘোড়ায় চড়ে হাস্যকর পতাকাটি দোলাতে দোলাতে জাফা গেটে রওনা হলেন।

জেরুজালেমে আত্মসমর্পণ করাটাও আশ্চর্যজনকভাবে কঠিন মনে হলো। মেয়র ও তার দোলায়মান চাদরটি দেখতে পেয়েছিল দুই মেস-পাচক। তারা তখন উত্তর-পশ্চিমের আরব গ্রাম লিফতায় একটি মুরগির খোঁয়াড়ে ডিম খুঁজছিল। তিনি তাদের কাছেই জেরুজালেম আত্মসমর্পণের প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ওই পাচকেরা তাতে অস্বীকৃতি জানাল; বিছানার সাদা চাদর ও ঝাড়ুদণ্ডটি তখন লেভ্যান্টাইন ট্রিক মনে হচ্ছিল। তাদের মেজর ডিমের জন্য অপেক্ষা করছিলেন; তারা তাড়াহুড়া করে লাইনে ফিরে গেল।

মেয়র এক শ্রদ্ধাভাজন ইহুদি পরিবারে তার বন্ধুর কিশোরপুত্র মেনাচে ইলিয়াশারের সাক্ষাত পেলেন। তিনি তাকে বললেন, 'ঐতিহাসিক একটা ঘটনা দেখে রাখো, জীবনে কখনো ভুলবে না।' *ওজের জাদুকরের* ঘটনার মতো ইলিয়াশারও দলে যোগ দিল। দলে এখন মুসলিম, ইহুদি ও খ্রিস্টান- সব সম্প্রদায়ের লোক যোগ দিয়েছে। তখনই লন্ডনের অপর রেজিমেন্টের দুই সার্জেন্ট চিৎকার করে বলল 'থামো!' প্রাচীরের পেছন থেকে ট্রিগার চেপে ধরা বন্দুক নিয়ে তারা বের হলো; মেয়র তার সাদা চাদর দোলালেন। সার্জেন্ট জেমস সেডগেউইক ও ফ্রেড হারকোম্বে আত্মসমর্পণ গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানাল। তারা জানতে চাইল, 'এই আপনাদের কেউ কি ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন?' মেয়র এই ভাষা অনর্গল বলতে পারতেন, তবে তিনি সেটা আরো সিনিয়র ইংরেজের জন্য তুলে রেখেছিলেন। তারা আমেরিকান কলোনির এক সুইডিশ নাগরিককে মেয়র ও তার দলের ছবি তুলতে দিল, কিছু সিগারেট গ্রহণ করল।

এরপর জেরুজালেমবাসী দুজন আর্টিলারি অফিসার দেখল, তারাও ওই সম্মান গ্রহণে অস্বীকার করল, তবে বিষয়টি সদরদফতরে জানাতে রাজি হলো। মেয়র তখন লে. কর্নেল বেলের মুখোমুখি হলেন, এই অফিসার তাদেরকে ১৮০তম ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সি এফ ওয়াটসনের কাছে নিয়ে গেল। তিনি খবর পাঠালেন ১৬০তম ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং মেজর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল জন শেয়াকে, তিনি ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত চলে আসল। 'তারা এসে গেছে!' মেয়রের দলটি চিৎকার করে বলল। তারা টাওয়ার অব ডেভিডের বাইরে অপেক্ষা করতে লাগল। *** আমেরিকান কলোনিস্ট বার্থা স্প্যাফোর্ড জেনারেলের রেকাবে চুমু খেলেন। জেনারেল অ্যালেনবাইয়ের পক্ষে আত্মসমর্পণ গ্রহণ করলেন শেয়া। অ্যালেনবাই খবরটি শুনলেন জাফার কাছে তার তাঁবুতে। তিনি তখন লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলেন। তবে মেয়রের আরেকবার আত্মসমর্পণ বাকি ছিল।[১৩]

* জামাল ১৯১৭ সালে ইস্তাম্বুলে প্রত্যাবর্তন করেন। পরের বছর উসমানিয়ারা আত্মসমর্পণ করলে তিনি বার্লিনে পালিয়ে যান, সেখানেই স্মৃতিকথা লিখেন। আর্মেনিয়ার গণহত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ১৯২২ সালে তিবিলিসে আর্মেনীয়রা তাকে হত্যা করে। অবশ্য তিনি দাবি করেছেন, 'আমি নিশ্চিত ছিলাম, সব আর্মেনীয়ের বহিষ্কারে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি হতে বাধ্য।' তার এই দাবি পুরোপুরি সত্য হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'আমি প্রায় দেড় লাখ লোককে বৈরুত ও আলেপ্পোতে আনতে পেরেছিলাম।' তালাতও খুনের শিকার হন; মধ্য এশিয়ায় বলশেভিকদের বিরুদ্ধে তুর্কি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে আনোয়ার নিহত হন।

** ৩ ডিসেম্বর উসমানিয়া গোপন পুলিশ সাকাকিনির বাড়িতে অভিযান চালাল। তিনি অভিযানপ্রিয় ও গুপ্তচর ইহুদি ধর্মাবলম্বী অ্যালটার লেভিনকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। উসমানিয়া আমলের ইহুদি ও আরবদের মধ্যকার ঐতিহ্যবাহী সহিষ্ণুতার শেষ উদাহরণ ছিল এটি। উভয়কে গ্রেফতার করে দামাস্কাসে পাঠানো হলো। পুরোটা পথ তাদের হাঁটিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

দুই বছর পরও কলোনিস্টরা তাদের ওই গাড়িটি বা সেটির মূল্য ফেরত পাওয়ার চেষ্টায় সামরিক গভর্নর স্টোরসকে লিখেছিল : '১৯১৭ সালের ৮ ডিসেম্বর পরলোকগত গভর্নর তেল, কাপড়ের কভার ও স্প্রিং আসন, চাবুক, দণ্ড , দুটি ঘোড়াসহ আমাদের গাড়িটি ধার নিয়েছিলেন।'

*** ঐতিহাসিক দণ্ডে আটকানো বিছানার চাদরটি যে আরব-বালক ধরে রেখেছিল, সে সেটি মাটিতে ফেলে দিলে সুইডিশ ফটোগ্রাফার চুরি করেছিল। ব্রিটিশেরা তাকে গ্রেফতার করার হুমকি দিলে সেটা অ্যালেনবাইয়ের কাছে সমর্পণ করে। অ্যালেনবাই সেটিকে রাজকীয় যুদ্ধ জাদুঘরে দেন, এখনো সেটি সেখানে আছে।

অ্যালেনবাই দ্য বুল : চূড়ান্ত সময়

জেনারেল স্যার অ্যাডমন্ড অ্যালেনবাই যখন জাফা রোড থেকে জাফা গেটে পৌঁছালেন, তখনও কামানগুলো গর্জন করে চলেছিল। তিনি তার স্যাডলব্যাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লয়েড জর্জের উপহার দেওয়া জর্জ অ্যাডাম স্মিথের *হিস্টরিক্যাল জিওগ্রাফি অব দ্য হলি ল্যান্ড* বইটি রেখেছিলেন। লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী উল্লাসে ফেটে পড়লেন। কয়েক দিন পর তিনি গর্বভরে বলেছিলেন, 'জেরুজালেম জয় পুরো সভ্য দুনিয়ায় সবচেয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে, কয়েক শতাব্দীর সঙ্ঘাত আর ব্যর্থ যুদ্ধের পর বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত নগরীটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হাতে পড়েছে, যারা এত সফলভাবে খ্রিস্টবাদের বৈরীতার বিরুদ্ধে টিকে ছিল, তারা আর কখনো এটা দখল করতে পারবে না। প্রতিটি পাহাড়ের নামে জড়িয়ে আছে পূণ্য স্মৃতির রোমাঞ্চকর অনুভূতি।'

নগরীতে প্রবেশের সময় অ্যালেনবাই পররাষ্ট্র দফতর থেকে টেলিগ্রাম পেলেন, এতে তাকে কাইজারের মতো জাঁকজমকপূর্ণ বা খ্রিস্ট-মতের আনুষ্ঠানিকতা পরিহার করতে বলা হলো : 'নির্দেশমতো সবকিছু করার জোরালো সুপারিশ করা হলো!' আমেরিকান, ফরাসি ও ইতালীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে জেনারেলের গেট অতিক্রম করার দৃশ্যটি প্যাট্রিয়ার্ক, রাব্বি, মুফতি, কনস্যাল প্রত্যক্ষ করেন। জেরুজালেমের মেয়র তাকে স্বাগত জানিয়ে সপ্তমবারের মতো আত্মসমর্পণ করেন : 'অনেক আনন্দাশ্রু হলো' এবং 'বহিরাগতরা একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাল, অভিনন্দিত করল।'

AMARBOI.COM

অ্যালেনবাইয়ের সঙ্গে ছিলেন লরেন্স অব অ্যারাবিয়া। লরেন্স সবেমাত্র তার জীবনের সবচেয়ে কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। নভেম্বরের শেষ দিকে একাকী শত্রুশিবিরে গুপ্তচরবৃত্তি করার সময় সিরিয়ার দেরায় ধরা পড়েছিলেন। উৎপীড়ক উসমানিয়া গভর্নর হাজিম বে ও তার অনুগত সঙ্গীরা 'অদ্ভুত বালকসুলভ' ইংরেজকে বলৎকার করেছিলেন। লরেন্স পালাতে পেরেছিলেন। দৃশ্যত সুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু মানসিক ক্ষতি ছিল মারাত্মক। যুদ্ধের পর বলেছেন 'পঙ্গু, ক্ষয়প্রাপ্ত, স্রেফ নিজের অর্ধেক হয়ে গেছি। আমার উদ্দীপনা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ সম্ভবত সার্বক্ষণিক অসহ্য ব্যথা আমাকে পশুর স্তরে নামিয়ে ফেলেছে এবং প্রবল, সন্ত্রস্ত্র ও বিষাদগ্রস্ত আকাঙ্ক্ষা আমার পিছু নিয়েছে।' পালিয়ে তিনি আকাবায় পৌঁছেন। আর তখনই জেরুজালেমের পতনক্ষণ ঘনিয়ে আসলে অ্যালেনবাই তাকে তলব করেন।

লরেন্স ওই দিনের জন্য তার বেদুইন পোশাকের বদলে এক ক্যাপ্টেনের ইউনিফর্ম ধার করেন। তিনি তার *সেভেন পিলার্স অব উইজডমে* লিখেছেন, 'জাফা গেটের অনুষ্ঠানে যোগদানই আমার কাছে যুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্ত মনে হয়েছে। ঐতিহাসিক কারণে এটা পৃথিবীর অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি আবেদনময়ী।' তিনি তখনো জেরুজালেমকে 'হোটেল ভৃত্যদের জঘন্য নগরী'ই মনে করতেন, তবে এখন 'উচ্চ মর্যাদার প্রাণবন্ত চেতনার' কাছে নতি স্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। স্বাভাবিকভাবেই ডায়েরি লেখক ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ'ও জনতার মধ্যে সামিল ছিলেন।

'শেষ নাইটের' মতো কর্মশক্তি, ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ চালচলন ও উচ্চ নৈতিকতার জন্য অ্যালেনবাইকে বলা হতো ব্লাডি বুল। এমন কি জামাল পাশাও তার 'সদা-সতর্ক, বিচক্ষণ মস্তিস্কের' প্রশংসা করেছেন। সৌখিন প্রকৃতিবাদী হিসেবে তিনি জানতেন, 'পশু-পাখি সম্পর্কে কী কী জানার আছে'। তিনি 'সবকিছুই পড়তেন, ডিনারে রুপার্ট ব্রুকের স্বল্প পরিচিত সনেটের পুরো উদ্ধৃতি দিতেন।' তার জটিল রসবোধ ছিল- তার ঘোড়া এবং পোষা বিচ্ছু- উভয়ের নাম ছিল হিনডেনবার্গ (জার্মান মিলিটারি সুপ্রেমোর নামানুসারে)। এমন কি খুঁতখুঁতে স্বভাবের লরেন্স পর্যন্ত 'বিশাল, লাল ও উৎফুল-' এই জেনারেলের প্রতি শ্রদ্ধায় অবনত হয়েছেন। তার ভাষায় তার 'নৈতিকতা এত উঁচুতে যে, আমাদের ক্ষুদ্রতার সঙ্গে তার তুলনা চলে না। কত বড় মাপের মানুষ তিনি।'

'আশীর্বাদপুষ্ট জেরুজালেম'-সংক্রান্ত ঘোষণা পড়ে শোনানোর জন্য মঞ্চে ওঠলেন অ্যালেনবাই। ঘোষণাটি ফরাসি, আরবি, গ্রিক, রাশিয়ান ও ইতালীয় ভাষায় পুনরাবৃত্তি করা হলো। তবে প্রত্যেকের মনে উদয় হওয়া 'ক্রুসেড' শব্দটি সতর্কভাবে উল্লেখ করা হলো না। তবে মেয়র হোসেইনি যখন নগরীর চাবি হস্তান্ত র করলেন, তখন অ্যালেনবাই সম্ভবত বলেছিলেন : 'অবশেষে এখন ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটল।' মেয়র ও মুফতি (উভয়েই হোসেইনি পরিবারের সদস্য) ক্রুদ্ধভাবে সরে গেলেন। তবে স্বর্ণযুগ আগমনে বিশ্বাসী আমেরিকান কলোনিস্টদের অবস্থা ছিল ভিন্ন। বার্থা স্প্যাফোর্ড বলেছেন, 'আমরা মনে করছিলাম, শেষ ক্রুসেডের বিজয়োল্লাস প্রত্যক্ষ করছি। একটি খ্রিস্টান জাতি ফিলিস্তিন জয় করেছে!' অ্যালেনবাইয়ের বক্তৃতা শোনার সময় লরেন্সের মনে কোন ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল তা কেউ অনুভব করেনি। তিনি কয়েক দিন আগেকার অবস্থা কল্পনা করছিলেন : 'প্রধানের সঙ্গে টাওয়ারে ওঠে তার বক্তৃতা শোনা এবং কয়েক দিন আগে হাজিমের [তার ধর্ষক] সামনে দাঁড়ানোর কথা চিন্তা করা বিস্ময়কর ব্যাপার।'

এরপর অ্যালেনবাই জাফা গেট থেকে এগিয়ে হিনডেনবার্গের পিঠে চড়লেন।* লরেন্স লিখেছেন, 'জেরুজালেম আমাদেরকে অত্যন্ত গর্বিত করেছিল। এটা ছিল দুর্দান্ত।' তবে উসমানিয়ারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল। লরেন্স উল্লেখ করেছেন, 'মেশিনগানের টানা গুলিবর্ষণের পাশাপাশি আমাদের মাথার ওপর দিয়ে বিমান চক্কর দিচ্ছিল। জেরুজালেম এত দীর্ঘ সময় ধরে দখল করা হয়নি কিংবা আগে কখনো এত ভীরুতার সঙ্গে পরাভব স্বীকার করেনি।' তিনি নিজেকে মনে করতে থাকেন, 'বিজয়ের সঙ্গে লজ্জায় অবনত।'

লরেন্স বলেছেন, এর পর জেনারেল শেয়া'র সদরদফতরে মধ্যাহ্নভোজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ফরাসি দূত পাইকট জেরুজালেমে ফ্রান্সেরও কর্তৃত্ব দাবি করলে সেটা ভুল হয়ে যায়। তিনি অ্যালেনবাইকে তার 'সুরেলা কণ্ঠে' বলেছিলেন, 'আর আগামীকাল, আমার প্রিয় জেনারেল, আমি এই নগরীতে বেসামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব।'

> নীরবতা নেমে এলো। সালাদ, চিকেন মায়োনিজ ও ফোই গ্রাস স্যান্ডউইচগুলো আমাদের ভেজা মুখে রয়ে গেল, আমরা চিবাতে ভুলে গেলাম। সবাই অ্যালেনবাইয়ের দিকে তাকালাম, বিস্ময়ে সবার মুখ হা হয়ে গেল। তার মুখ লাল হয়ে রইল। তিনি ঢোক গিললেন, তার চিবুক সামনে দিকে এলো (যেভাবে আমরা ভালোবাসি)। তারপর তিনি কঠোরভাবে বললেন : 'কর্তৃত্ব আছে শুধু কমান্ডার-ইন-চিফের- আমার!'

ফয়সাল ও শরিফদের উট বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিতে লরেন্স চলে গেলেন। ফরাসি ও ইতালীয়দের সেপালচরে পাহারায় অংশ নিতে অনুমতি দেওয়া হলো। তবে চার্চটি খোলা ও বন্ধ করার দায়িত্বটি আগের মতোই নুসেইবে'র (উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া) হাতেই রয়ে গেল।** অ্যালেনবাই টেম্পল মাউন্ট পাহারার দায়িত্ব দেন ভারতীয় মুসলিম সেনাদের।

লন্ডনে রাজা পঞ্চম জর্জের সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাদা স্যুট পরিহিত ওয়াইজম্যান তার জায়নবাদী কমিশন নিয়ে পূণ্যনগরীতে এলেন। তার সহকারী ছিলেন ভ্লাদিমির জ্যাবোটিনস্কি। ওডেসার এই আড়ম্বরপূর্ণ জাতীয়তাবাদী ও মার্জিত বুদ্ধিজীবী তার জন্মস্থানে পোগ্রম প্রতিরোধ করতে ইহুদি মিলিশিয়া গঠন করেছিলেন। অ্যালেনবাইয়ের অগ্রযাত্রা জেরুজালেমের ঠিক বাইরে থমকে দাঁড়াল, উসমানিয়াদের কাছে তখনও ফিলিস্তিন শেষ হয়ে যায়নি। নতুন করে অভিযান চালাতে অ্যালেনবাইকে তার বাহিনীকে বিন্যস্ত করতে প্রায় এক বছর লেগেছিল। জেরুজালেম তখনো ছিল যুদ্ধ-নগরী। তখন সেখানে ব্রিটিশ ও ঔপনিবেশিক সৈন্যরা বড় ধরনের ধাক্কা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল। জ্যাবোটিনস্কি ও মেজর জেমস ডি রথসচাইল্ড তাদের সঙ্গে কাজ করার জন্য একটি ইহুদি বাহিনী গঠনে সহায়তা করছিলেন। আর লরেন্স ও যুবরাজ ফয়সালের নেতৃত্বে শরিফেরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল দামাস্কাস দখল করে ফরাসি উচ্চাকাঙ্ক্ষা নস্যাতের করার।

জেরুজালেম ছিল রুচিহীন জাঁকাল ও গুমোট। ১৯১৪ সালের ৫৫ হাজার থেকে নগরীর জনসংখ্যা কমে ৩০ হাজারে ঠেকেছে। তার পরও অনেকেও ক্ষুধা আর ম্যালেরিয়ায় মরছিল, যৌনবাহিত বিভিন্ন রোগে ধুকছিল (নগরীতে ৫০০ ইহুদি কিশোরী পতিতা ঘোরাফেরা করত, আর ছিল তিন হাজার ইহুদি এতিম)। লরেন্সের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো ওয়াইজম্যানও নগরীর নোংরা দেখে স্তম্ভিত হলেন : 'পবিত্রতাকে নস্যাৎ ও ভূলুণ্ঠিত করতে সবকিছুই করা হয়েছে। বিভ্রান্তি ও ঈশ্বর অবমাননা চূড়ান্ত পর্যায়ে হয়েছে।' মন্টেফিওরি ও রথসচাইল্ডের মতো তিনিও দুবার ওয়েস্টার্ন ওয়ালটি কেনার চেষ্টা করলেন। এজন্য তিনি মুফতিকে ৭০ হাজার পাউন্ড দিতে চাইলেন। এই অর্থ মাগরেবি কোয়ার্টার নির্মাণে ব্যয় হবে বলে ধরা হয়েছিল। মাগরেবিরা এতে আগ্রহ দেখিয়েছিল, কিন্তু হোসেইনিরা সব ধরনের চুক্তিতে বাধা দিতে লাগল।

জেরুজালেমের পুলিশ উপপ্রধান, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভোস্ট মার্শাল, ছিলেন মন্টেফিওরির প্রপৌত্র। অ্যালেনবাই তাকে সদ্য ওই পদে নিয়োগ করেছেন। ইহুদি না হলে তাকেই প্রধান করা হতো। মেজর জিওফ্রে সিব্যাগ-মন্টেফিওরি লিখেছেন, 'জেরুজালেম এলাকায় যৌনরোগের ভয়াবহ বিস্তার ছিল।' তিনি পবিত্র স্থানগুলোর আশপাশে প্রহরী মোতায়েন করেন, কোলাহলপূর্ণ বাড়িগুলোতে অভিযান চালাতেন, এগুলো সাধারণত অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যতে পরিপূর্ণ থাকত। তার অনেক সময় অপচয় হতো সৈন্যদের স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে ঘুমানোর অভিযোগ তদন্ত করতে। তিনি ১৯১৮ সালে অ্যালেনবাইকে লিখেছিলেন, 'জেরুজালেমের পতিতালয়গুলো এখনো অনেক সমস্যা সৃষ্টি করছে।' তিনি সেগুলোকে ওয়াজ্জা এলাকায় সরিয়ে নেন। এর ফলে পুলিশের কাজ সহজ হয়ে যায়। অক্টোবরে তিনি লিখেন, 'পতিতালয়গুলো থেকে অস্ট্রেলিয়ানদের ফিরিয়ে রাখাটা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওয়াজ্জা এলাকায় টহল দেওয়ার জন্য এখন এক স্কোয়াড্রন তৈরি রাখা হয়েছে।' মেজর সিব্যাগ-মন্টেফিওরির প্রতিবেদনগুলোতে সাধারণত থাকত : 'যৌনরোগ ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এছাড়া উল্লেখ করার মতো আর কিছু নেই।'

জাফা গেটের ক্যাফেগুলোতে ফিলিস্তিনির ভবিষ্যত নিয়ে আরব ও ইহুদিরা বিতর্ক করত : 'উভয় পক্ষের মধ্যেই বিস্তৃত পরিসরের বিষয় থাকত। ইহুদিদের মধ্যে ছিল জায়নবাদীদের অপবিত্র গণ্যকারী উগ্র-অর্থোডক্সেরা। তারা আরব-শাসিত মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদি উপনিবেশ গড়ার স্বপ্ন দেখত। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা চাইত বশ্য আরব সংখ্যালঘুদের নিয়ে সশস্ত্র হিব্রু রাষ্ট্র। আরবদের অনেকে ছিল জাতীয়তাবাদী, অনেকে ইসলামপন্থী। ইসলামপন্থীরা অভিবাসী ইহুদিদের বহিষ্কার করার কথা বলত। গণতান্ত্রিক উদারপন্থীরা আরব দেশটি গঠনে ইহুদি সাহায্য স্বাগত জানানোর কথা ভাবত। ফিলিস্তিন সিরিয়া না মিসরের অন্তর্ভুক্ত হবে তা নিয়ে আরব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আলোচনা হতো। যুদ্ধের সময় ইহসান তুর্জম্যান নামের এক তরুণ জেরুজালেমবাসী লিখেছিলেন, 'মিসরের খেদিবের উচিত ফিলিস্তিন ও হেজাজ উভয় স্থানের বাদশাহ হওয়া।' তবে খলিল সাকাকিনি উল্লেখ করেছেন, 'ফিলিস্তিনির সিরিয়ার সঙ্গে যোগ দেওয়ার ধারণাটি জোরদার হচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাগিব নাশাশিবি লিটারারি সোসাইটি (সাহিত্য সমাজ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সিরিয়ার সঙ্গে ইউনিয়ন গঠনের দাবি জানালেন; হোসেইনিরা আরব ক্লাব প্রতিষ্ঠা করল। উভয় পক্ষই বেলফোর ঘোষণার প্রতি বিরূপ ছিল।

১৯১৭ সালের ২০ ডিসেম্বর স্যার রোন্যাল্ড স্টোরস জেরুজালেমের সামরিক গভর্নর হিসেবে এসে নিজেকে 'পন্টিয়াস পিলাতির সমকক্ষ' মনে করলেন।[১৪]

* অ্যালেনবাইয়ের এক অফিসারের নাম ছিল উইলিয়াম সিব্যাগ-মন্টেফিওরি এমসি, বয়স ৩২, স্যার মোজেজ মন্টেফিওরির প্রপৌত্র। তিনি জানিয়েছেন, জেরুজালেমের কাছে অত্যন্ত সুন্দরী এক আরব নারী তাকে এক গুহা দেখিয়ে দিয়েছিল, সেখানে তিনি একদল উসমানিয়া অফিসারকে দেখে তাদের গ্রেফতার করেন।

** নুসেইবেরা যখন অ্যালেনবাইকে চার্চটি ঘুরিয়ে দেখালেন তখন তারা দাবি করেছে যে তিনি চাবিগুলো চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'এখন ক্রুসেড শেষ হয়ে গেছে, আমি আপনাদের চাবিগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ওমর বা সালাহউদ্দিনের কাছ থেকে নয়, অ্যালেনবাইয়ের কাছ থেকে পাচ্ছেন।' হাজেম নুসেইবে, ১৯৬০-এর দশকে জর্ডানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, তার স্মৃতিকথায় এগুলো বলেছেন। বইটি ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয়।

প্রাচ্যের স্টোরস : কল্যাণকামী স্বেচ্ছাচারী

AMARBOI.COM

ফাস্ট হোটেলের লবিতে স্টোরস হাঁফাতে হাঁফাতে তার পূর্বসূরি জেনারেল বার্টনের কাছে ছুটে গেলেন। ড্রেসিং-গাউন পরিহিত বার্টন তাকে জানালেন, 'জেরুজালেমে কেবল গোসলখানা আর বিছানা সহিষ্ণু স্থান।' স্টোরসের পছন্দ ছিল চটকদার বোতামসজ্জিত সাদা স্যুট। তিনি দেখলেন 'জেরুজালেমে প্রচণ্ড খাদ্য সঙ্কট।' তিনি মন্তব্য করলেন, 'ইহুদিরা আগের মতোই সামান্য পরিবর্তনকে গুরুত্ব দিচ্ছে না।' তিনি 'বিশ্বের নগরীগুলোর মধ্যে সবার ওপরে দাঁড়ানো' জেরুজালেমে তার 'দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে' উৎসাহিত ছিলেন, অবশ্য অনেক প্রটেস্ট্যান্টের মতো তিনিও চার্চের নাটুকেপনা অপছন্দ করতেন।* তিনি টেম্পল মাউন্টকে বিবেচনা করতেন 'পিয়াজ্জা স্যান মারকো এবং দ্য গ্রেট কোর্ট অব ট্রিনিটির [কলেজ, ক্যাম্ব্রিজ] গৌরবজ্জ্বল সমন্বয়।' স্টোরস ভাবতেন, জেরুজালেম শাসন করার জন্যই তার জন্ম হয়েছে : 'লিখিত বা মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে ভুলকে শুধরে দেওয়ার সামর্থ্য, অপবিত্রকরণ রোধ, দক্ষতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা হলো অ্যারিস্টটলের কল্যাণকামী শাসকের ক্ষমতার নিদর্শন।'

স্টোরস গড়পড়তা ঔপনিবেশিক অফিসের আমলা ছিলেন না। মিথ্যা আত্মশ্লাঘাসম্পন্ন রাজকীয় এই ব্যক্তিটি ছিলেন এক বিশপের ছেলে, ক্যাম্ব্রিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ এবং 'বিস্ময়কর বিশ্বজননী দৃষ্টিভঙ্গি-সংবলিত ইংরেজ।' তার বন্ধু লরেন্স বেশির ভাগ কর্মকর্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলেও তার ব্যাপারে বলেছেন, 'নিকট প্রাচ্যের সবচেয়ে মেধাবী ইংরেজ এবং তীক্ষ্ণধী দক্ষ। তার মধ্যে আরো আছে সঙ্গীত ও সাহিত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলাসহ বিশ্বের ভালো সবকিছুর প্রতি বৈচিত্র্যময় আকর্ষণ।' আরবি, জার্মান ও ফরাসি ভাষায় ওয়াগনার ও ডেবুসির গুণাগুণ নিয়ে স্টোরসের আলোচনা করার কথাও লরেন্সের স্মরণে ছিল। তার 'অসহিষ্ণু মস্তিস্ক খুব কমই নতুন কিছু গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকত।' মিসরে তার নিঃশব্দ চলাফেরা এবং ধুরন্ধর কৌশলগুলোর কারণে কায়রোর সবচেয়ে অসৎ বিপনী বিতানের নামে তাকে ডাকা হতো প্রাচ্যের অরিয়েন্টাল স্টোরস। এই বিরল প্রকৃতির সামরিক গভর্নর মাত্র নিম্নোক্ত কয়েকজন স্টাফের মাধ্যমে বিধ্বস্ত জেরুজালেমকে নতুন করে গড়ে তুলেছিলেন-

> রেঙ্গুন থেকে আনা এক ক্যাশিয়ার, টমাস কুক থেকে নেওয়া এক অ্যাকাউন্টেন্ট-ম্যানেজার, দুজন সহকারী, নাইজার থেকে আসা এক পিকচার-ডিলার, একটি আর্মি-কোচ, এক ভাঁড়, এক ভূমি-মূল্যনিরূপনকারী, এক মাঝি, গ-াসগোর এক চোলাইকারী, এক অর্গ্যানবাদক, আলেকজান্দ্রিয়ার এক তুলার দালাল, এক স্থাপত্যবিদ, লন্ডনের এক জুনিয়র ডাক কর্মকর্তা, মিসর থেকে এক ট্যাক্সি ড্রাইভার, দুজন স্কুলশিক্ষক এবং এক মিশনারি।

কয়েক মাসের মধ্যে স্টোরস আর্মেনীয় অস্ত্র-ব্যবসায়ী স্যার বাসিল জাহারফ ও দুই আমেরিকান মিলিয়নিয়ার মিসেস অ্যান্ড্রু কার্নেগি ও জে পি মর্গ্যান জুনিয়রের অর্থায়নে 'প্রো-জেরুজালেম সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর লক্ষ্য ছিল জেরুজালেমকে 'দ্বিতীয় শ্রেণীর বাল্টিমোর হওয়া থেকে ঠেকানো।'

নগরীর পদবি, প্রথা ও বৈচিত্র্যে স্টোরসের চেয়ে বেশি মুগ্ধ আর কেউ হয়নি। শুরুতে হোসেইনিদের** সঙ্গে ছাড়াও ওয়াইজম্যান এবং এমন কি জ্যাবোটিনস্কির সঙ্গেও তার বন্ধুত্ব ছিল। স্টোরস মনে করতেন, জ্যাবোটিনস্কির চেয়ে 'আর কোনো রুচিবান, আকর্ষণীয় ও মার্জিত অফিসার নেই।' ওয়াইজম্যানের বিবেচনায় জ্যাবোটিনস্কি ছিলেন 'আচার-আচরণে চরম অ-ইহুদি, কিছুটা ঝগড়াটে, অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বক্তৃতাবাগীশ, সাহসী ও নাটুকে বীরত্বব্যঞ্জকতাসম্পন্ন।'

অবশ্য স্টোরস জায়নবাদীদের "'না কাঁদলে মা দুধ দেয় না'- তুর্কি এই প্রবাদবাক্য" অনুসরণের কৌশলটি লক্ষ করলেন। জায়নবাদীরা অল্প সময়ের মধ্যেই সন্দেহ করতে লাগল, তিনি তাদের প্রতি সহানুভূতিহীন। অনেক ব্রিটিশ নাগরিক জ্যাবোটিনস্কি এবং রাশিয়ান ইহুদিদের আধাসামরিক বাহিনীর বেল্ট পরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের আশপাশে ঘোরাঘুরি অপছন্দ করত, তারা বেলফোর ঘোষণা বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বলে মনে করত। সহানুভূতিসম্পন্ন এক ব্রিটিশ জেনারেল ওয়াইজম্যানকে একটি বই, জায়নবাদী নেতাটি এই প্রথম *প্রটোকলস অব দ্য এলডার্স অব জায়ন*** হাতে পেলেন, দিয়ে হুঁশিয়ার করে বললেন- 'আপনি এখানকার বিপুলসংখ্যক ব্রিটিশ অফিসারের ঝোলাতে এটি দেখতে পাবেন, তারা এটাকে বিশ্বাস করে।' ব্রিটেন জায়নবাদকে সমর্থন করায় এবং ইহুদি প্রতিনিধিরা বলশেভিক রাশিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করায় *প্রটোকলস* জাল নয়, সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হচ্ছিল।

স্টোরস ছিলেন 'অনেক বেশি কৌশলী,' লক্ষ করেছেন ওয়াইজম্যান। 'তিনি ছিলেন সবারই বন্ধু।' কিন্তু গভর্নর বিক্ষুব্ধ হয়ে জানালেন, তিনি 'নির্যাতিত' (পোগ্রমড) হচ্ছেন, হইচইয়ে অভ্যস্ত 'স্যামোভার জায়নবাদীদের' সঙ্গে ডিসরাইলির কোনো মিল নেই। গভর্নর আরব ও ইহুদিদের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জকে জানালে তার তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, 'ঠিক আছে, কোনো এক পক্ষ অভিযোগ বন্ধ করামাত্র তোমাকে বরখাস্ত করা হবে।'

আরবেরা বেলফোর ঘোষণায় ভীত হলেও জেরুজালেম দুই বছর শান্ত ছিল। স্টোরস প্রাচীরগুলো ও ডোমের মেরামত তদারকি করলেন, রাস্তায় রাস্তায় বাতি লাগালেন, জেরুজালেম চেজ (দাবা) ক্লাব গঠন করেন, আবদুল হামিদের জাফা গেট ওয়াচ টাওয়ার ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিলেন। জেরুজালেমে নতুন নামকরণে তার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করলেন : 'ইহুদিরা ফার্স্ট'স হোটেলের নাম *কিং সলোমন* [হজরত সোলায়মানের নাম] রাখতে চাইলে আরবেরা প্রস্তাব করল *সুলতান সোলায়মান* [তুর্কি সুলতান মহামতি সোলায়মান], এই দুটি নামের যেকোনোটি জেরুজালেমের অর্ধেককে সরিয়ে দিত। তাই একে দ্য অ্যালেনবাই বলার কথা কেউ বলতেই পারে।' তিনি এমনকি নানস' কয়ারও (চার্চে নানদের বসার স্থান) প্রতিষ্ঠা করলেন, তাতে তিনি নিজে অংশ নিতেন। তিনি সুলতানের ১৮৫২ সালের ব্যবস্থামতো চার্চে খ্রিস্টানদের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এতে অর্থোডক্সেরা খুশি হলেও ক্যাথলিকেরা ক্ষুব্ধ হলো। স্টোরস পরে ভ্যাটিকানে গেলে পোপ তার বিরুদ্ধে ঈশ্বরবিরোধী সিনেমা ও ৫০০ পতিতা এনে জেরুজালেম অপবিত্র করার অভিযোগ এনেছিলেন। সামান্য বিষয় নিয়ে সৃষ্ট তীব্র বিরোধ মেটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফিলিস্তিনের প্রকৃত মর্যাদা (জেরুজালেম সম্পর্কে কিছু না বলেই) প্রশ্নে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ছিল সুদূর পরাহত। পাইকট আবারো জেরুজালেম প্রশ্নে গ্যালিক দাবি উত্থাপন করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, জেরুজালেম দখলে ফরাসিরা যে কত উল-সিত হয়েছে তা ব্রিটিশেরা জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। 'আমরা যারা দখল করেছি, তাদের কথাও চিন্তা করুন!' মুখের ওপর জবাব দিলেন স্টোরস। এর পর চার্চের টি ডেয়ামে একটি বিশেষ আসন প্রতিষ্ঠা করে পাইকট ক্যাথলিকদের ওপর ফরাসি নিরাপত্তা ঘোষণা করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ফ্রান্সিসক্যানেরা সহযোগিতা করতে অস্বীকৃতি জানালে এই পরিকল্পনাও নস্যাৎ হয়ে যায়।

মেয়র অপ্রত্যাশিতভাবে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তিকাল করেন (সম্ভবত প্রবল বৃষ্টির মধ্যে কয়েকবারের আত্মসমর্পণের সময় তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন)। স্টোরস তার ভাই মুসা কাজেম আল-হোসেইনিকে ওই পদে নিয়োগ করলেন। তিনি উসমানিয়া তুর্কি আমলে আনাতোলিয়া থেকে জাফা পর্যন্ত প্রদেশগুলোর গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। হৃদয়গ্রাহী এই নতুন মেয়র ধীরে ধীরে জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে প্রচারণার নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। আরব জেরুজালেমবাসী লরেন্সের বন্ধু যুবরাজ ফয়সাল-শাসিত বৃহত্তর সিরীয় রাজ্যে যোগদানের আশা করতে লাগল। জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত মুসলিম-খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম কংগ্রেসে প্রতিনিধিরা ফয়সালের সিরিয়ায় যোগদানের অভিমত ব্যক্ত করল। জায়নবাদীরা তখনো অবাস্তব স্বপ্নে বিভোর ছিল। তারা আরবদের ভীতি প্রশমিত করার চেষ্টায় জোর গলায় বলতে লাগল, বেশির ভাগ আরব তাদের বসতি স্থাপনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে। ব্রিটিশেরা উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে উৎসাহিত করছিল। গ্র্যান্ড মুফতির সঙ্গে দেখা করে ওয়াইজম্যান তাকে আশ্বস্ত করলেন, ইহুদিরা আরব স্বার্থের প্রতি হুমকি হবে না, তিনি তাকে একটি প্রাচীন কোরআন শরিফ উপহার দিলেন।

১৯১৮ সালের জুনে ওয়াইজম্যান মরুভূমি পাড়ি দিয়ে ফয়সালের সঙ্গে দেখা করলেন। আকাবার কাছে লরেন্সের শিবিরে তার উপস্থিতিতেই সাক্ষাত হলো। ওয়াইজম্যান একে 'সারা জীবনের বন্ধুত্বের' সূচনা বলে উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, ইহুদিরা ব্রিটিশ নিরাপত্তায় দেশটিকে গড়ে তুলবে। লরেন্সের ভাষায় ফয়সাল ব্যক্তিগতভাবে 'ফিলিস্তিনি ইহুদি ও উপনিবেশিক ইহুদির মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখলেন : ফয়সালের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পার্থক্যটি ধরা পড়ল তা হলো ফিলিস্তিনি ইহুদিরা আরবিতে কথা বলে আর জার্মানেরা বলে ইয়িদিশ ভাষায়।' ফয়সাল ও লরেন্স আশা করলেন, শরিফ ও জায়নবাদীরা সিরিয়া রাজ্য গঠনে সহযোগিতা করবে। লরেন্স ব্যাখ্যা করলেন : 'নিকট প্রাচ্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণার অভাবে ভুগছে, ইহুদিরা স্বাভাবিকভাবেই তা পূরণ করবে।' ওয়াইজম্যান বলেছেন, 'জায়নবাদের সঙ্গে লরেন্সের সম্পর্ক অত্যন্ত ইতিবাচক।' তিনি বিশ্বাস করতেন, 'ইহুদি আবাসভূমি থেকে অনেক কিছু নিতে আরবেরা প্রস্তুত।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরুদ্যানের ওই বৈঠকে ফয়সাল 'ভবিষ্যতে ফিলিস্তিনে ইহুদি ভূখণ্ড দাবি করার সম্ভাব্যতা স্বীকার করে নেন।' পরে লন্ডনে ওই তিন ব্যক্তি যখন আবার মিলিত হলেন, ফয়সাল একমত হন, 'আরব কৃষকদের অধিকার লঙ্ঘন না করেই ফিলিস্তিন ৪০ থেকে ৫০ লাখ ইহুদিকে গ্রহণ করতে পারবে। ফিলিস্তিনে যে ইতোমধ্যেই ভূমি স্বল্পতার সৃষ্টি হয়েছে তা তিনি বিন্দুমাত্র ভাবলেন না।' মুকুট লাভের বিনিময়ে তিনি সিরিয়া রাজ্যের মধ্যে ফিলিস্তিনে ইহুদি সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিতিও মেনে নিলেন। সিরিয়া ছিল তার আসল লক্ষ্য। ফয়সাল এটা নিশ্চিত করার জন্য আপস করতে খুশিমনে রাজি ছিলেন।

ওয়াইজম্যানের কূটনৈতিক কৌশলের প্রথম সাফল্য এলো। তিনি কৌতুক বলতেন, 'বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া ইহুদি রাষ্ট্র ক্যাসিনো ছাড়া মোনাকোর মতো।' ১৯১৮ সালের ২৪ জুলাই অ্যালেনবাই তার রোলস-রয়েসে তাকে নিয়ে মাউন্ট স্কপাসে গেলেন। মুফতি, অ্যাংলিকান বিশপ, দুই প্রধান রাব্বি ও ওয়াইজম্যান নিজে সেখানে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। তবে পর্যবেক্ষকেরা লক্ষ করল, মুফতিকে মনমরা দেখাচ্ছে। অতিথিরা যখন 'গড সেভ দ্য কিং' এবং জায়নবাদী সঙ্গীত হ্যাতিকভাহ গাইছিল, তখন দূরে উসমানিয়া কামানগুলোর গর্জন শোনা যাচ্ছিল। ওয়াইজম্যান বলেছিলেন, 'আমাদের নিচে জেরুজালেম রত্নের মতো জ্বলজ্বল করছে।'

উসমানিয়রা তখনো ফিলিস্তিনে দৃঢ়ভাবে লড়াই করছিল, পশ্চিম রণাঙ্গনে তখনো বিজয়ের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। এই মাসগুলোতে স্টোরসকে প্রায়ই তার ভৃত্য বলত, 'এক বেদুইন' তার জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি গিয়ে দেখতেন লরেন্স বই পড়ায় মগ্ন। ইংরেজ বেদুইন তারপর রহস্যজনকভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। ওই মে মাসে জেরুজালেমে স্টোরস আমেরিকান সাংবাদিক লওয়েল টমাসের সঙ্গে লরেন্সের পরিচয় করিয়ে দিলেন। টমাসের ভাষায় 'তিনি হয়তো জীবন ফিরে পাওয়া যিশুখ্রিস্টের কোনো তরুণ শিষ্য।' টমাস পরে লরেন্স অব অ্যারাবিয়া কিংবদন্তি সৃষ্টিতে সহায়তা করেন।

অবশেষে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বরে অ্যালেনবাই নতুন আক্রমণ চালিয়ে মেগিডোর যুদ্ধে উসমানিয়াদের পরাজিত করতে সক্ষম হন। জেরুজালেমের রাস্তা দিয়ে হাজার হাজার জার্মান ও উসমানিয়া বন্দি মার্চ করে গেল। স্টোরস লা টোসকা থেকে 'ভিত্তোরিয়া', জেফটাহ ও স্কিপিও'র থেকে হ্যান্ডেলেস মার্চেচ, পেরির বার্ডস অব অ্যারিস্টফেনসের 'ওয়েডিং মার্চ' নাটক মঞ্চস্থ করে বিজয় উদযাপন করলেন। সিরিয়ার হবু রাজা ফয়সাল ও কর্নেল লরেন্সকে ২ অক্টোবর শরিফদের নিয়ে সিরিয়া মুক্ত করার নির্দেশ দিলেন অ্যালেনবাই। তবে লরেন্সের সন্দেহ ছিল, সত্যিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে অনেক দূর থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লয়েড জর্জ জেরুজালেম দখলে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। লর্ড কার্জন পরে অভিযোগ করেছিলেন : 'প্রধানমন্ত্রী তার জন্মস্থানের পাহাড়গুলোর মতো আবেগ নিয়েই জেরুজালেম সম্পর্কে কথা বলেন।'

লবিং শুরু হলো। এখন এমনকি জার্মানেরাও নানা দাবি উত্থাপন করতে লাগল । ১১ নভেম্বর যুদ্ধবিরতির দিনে, এই অবিস্মরণীয় ঘটনার অনেক আগেই নির্ধারিত সাক্ষাতে অংশ নিতে এসে ওয়াইজম্যান দেখতে পেলেন যে লয়েড জর্জ ১০ ডাউনিং স্ট্রিটে সাম (বাইবেলের প্রার্থনাসঙ্গীত গ্রন্থ) পাঠ করে কাঁদছেন। আরব স্বার্থ সমুন্নত রাখতে লরেন্স লন্ডনে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগলেন। ফরাসিদের কাছে নিজের দাবি জানাতে ফয়সাল ছিলেন প্যারিসে। কিন্তু প্রাচ্য বিভক্তি নিয়ে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা প্যারিসে যখন ঝগড়া করছে তখন লয়েড জর্জ ঘোষণা করলেন, ব্রিটেনই জেরুজালেম দখল করেছে। 'আমরা যে হলি সেপালচর চুরি করিনি তা দেখতে অন্যান্য সরকার কেবল কয়েকজন কৃষ্ণাঙ্গ পুলিশ মোতায়েন করেছিল।'

AMARBOI.COM

*স্টোরস চার্চের দক্ষিণ দরজায় শেষ ক্রুসেডার কবর আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত এই আবিষ্কার গ্রিক পাদ্রিদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। এতে শায়িত ছিলেন ম্যাগনে কার্টায় স্বাক্ষরকারী, দ্বিতীয় হেনরির শিক্ষক ফিলিপ ডি'অ্যাবেনি। এই লোকটি তিনবার ক্রুসেডে অংশ নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের শাসনকালে ১২৩৬ সালে মারা যান। স্টোরস কবরটির পাহারায় ইংরেজ সৈন্যদের মোতায়েন করেন।

** হোসেইনিরা তখন ফুলে ফেঁপে ওঠছিল। ফিলিস্তিনে তাদের বর্তমানে জমির পরিমাণ ছিল সাড়ে ১২ হাজার একরের বেশি। মেয়র হোসেইনি আরব ও ইহুদি সবার মাঝেই সমান জনপ্রিয় ছিলেন। স্টোরস মুফতি কামিল আল-হোসেইনিকে পছন্দ করতেন। তখন পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেবল হানাফি মাজহাবের (উসমানিয়াদের পছন্দের) মুফতি; স্টোরস তাকে কেবল জেরুজালেমের নয়, পুরো ফিলিস্তিনের চারটি মাজহাবেরই গ্র্যান্ড মুফতি হিসেবে পদোন্নতি দেন। মুফতি সাহেব প্রস্তাব করলেন, দামাস্কাসের পতন ঘটলে তার ছোট ভাই আমিন আল-হোসেইনি যুবরাজ ফয়সালের সঙ্গে যোগ দেবেন। স্টোরস এতে রাজি হন।

*** ইংরেজিতে *প্রটোকলটি* প্রকাশিত হলে ব্রিটেন ও আমেরিকায় (হেনরি ফোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায়) তা বেশ সাড়া জাগায়, তবে ১৯২১ *লন্ডন টাইমস* এটিকে জাল বলে অভিহিত করলে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। ১৯১৯ সালে এটা জার্মানিতে প্রকাশিত হয়। হিটলার বিশ্বাস করতেন, ইহুদিদের ব্যাপারে এটাই সত্য ভাষ্য। তিনি তার *মেইন ক্যাম্ফে* বলেন, 'এটা জাল হিসেবে অভিহিত করাতেই নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, এটা সত্য।' ১৯২৫ সালে এটা আরবিতে প্রকাশিত হলে জেরুজালেমের ল্যাতিন প্যাট্রিয়ার্ক তার জমায়েতে বইটির সুপারিশ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভার্জিনের সমাধি (ভার্জিনস টম্ব) ভাগাভাগি নিয়ে আর্মেনীয়দের সঙ্গে গ্রিকেরা ঝগড়া করত। মাউন্ট জায়নের সমাধি এবং চার্চের সেন্ট নিকোডেমাস চ্যাপেলের মালিকানা নিয়ে আর্মেনীয়দের বিবাদ ছিল সিরিয়াক জ্যাকোবাইটদের সঙ্গে, ক্যালভারিতে উত্তরের সিঁড়ির ব্যবহার নিয়ে অর্থোডক্স ও ক্যাথলিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল, সেখানকার পূর্ব দিকের খিলানে স্ট্রিপ ফ্লোরের মালিকানার দাবি করত অর্থোডক্স ও ল্যাতিন চ্যাপেল। প্রধান প্রবেশপথের পূর্ব দিকের সিঁড়ির মালিকানা এবং স্থানটি ঝাড়ু দেওয়ার অধিকার কাদের তা নিয়ে আর্মেনীয় ও অর্থোডক্সেরা ঝগড়া করত। ইথিওপীয়দের বিপজ্জনক রুফটপ আশ্রম দাবি করত কপ্টিকেরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৭
বিজেতা ও লুণ্ঠন
১৯১৯-২০

ভার্সাইয়ে উইড্রো উইল্সন

কয়েক সপ্তাহ পর লন্ডনে এক বৈঠকে লয়েড জর্জ ও ফরাসি প্রধানমন্ত্রী জর্জেজ ক্লেমেনচু মধ্যপ্রাচ্য-সংক্রান্ত ফাইল বিনিময় করলেন। সিরিয়ার বিনিময় প্রসঙ্গে ক্লেমেনচু বললেন-

ক্লেমেনচু : 'আমাকে বলুন আপনি কী চান।'
লয়েড জর্জ : 'আমি মসুল চাই।'
ক্লেমেনচু : 'আপনার সেটা আছে। আর কিছু?'
লয়েড জর্জ : হ্যাঁ, আমি জেরুজালেমও চাই!'
ক্লেমেনচু : 'আপনার সেটা থাকবে।'

AMARBOI.COM

১৯১৯ সালের জানুয়ারিতে ভার্সাইয়ে লয়েড জর্জ ও ক্লেমেনচুর সঙ্গে শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে উইড্রো উইলসন প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমেরিকা থেকে বের হলেন। মধ্যপ্রাচ্য বিজয়ীদের পাশাপাশি সেখানে ফয়সাল এবং ওয়াইজম্যানও উপস্থিত ছিলেন। লরেন্সের সমর্থনপুষ্ট ফয়সাল সিরিয়ার ওপর ফরাসি নিয়ন্ত্রণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ওয়াইজম্যানের লক্ষ্য ছিল ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ উপস্থিতি বজায় রাখা এবং বেলফোর ঘোষণার প্রতি আন্ত র্জাতিক স্বীকৃতি লাভ। ব্রিটিশ ইউনিফর্মের সঙ্গে আরবীয় মস্তকাবরণ পরে ফয়সালের উপদেষ্টা হিসেবে লরেন্সের সদা-উপস্থিতিতে ফ্রান্স ক্ষুব্ধ হলো। তারা তাকে সম্মেলনে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করল।

ডেমোক্র্যাটিক রাজনীতিবিদ হওয়ার আগে উইলসন ছিলেন আদর্শবাদী ভার্জিনিয়ান অধ্যাপক, এখন তিনি আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতাকারী। ঘোষণা করলেন, 'এই যুদ্ধের সঙ্গে সম্পর্কিত সব ধরনের ভূখণ্ড গত নিষ্পত্তি সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের স্বার্থে ও কল্যাণে হতে হবে।' তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সাম্রাজ্যবাদী ভাগ-বাটোয়ারা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানালেন। তিন নৃপতির সবাই অল্প সময়ের মধ্যেই পরস্পরের প্রতি বিরূপ ধারণা পোষণ করতে লাগলেন। লয়েড জর্জকে

উইলসনের মনে হলো 'পিচ্ছিল।' নিজেকে সাধু ভাবা উইলসন এবং ভূমি-দস্যু লয়েড জর্জের চাপে পিষ্ট ৭৮ বছর বয়স্ক ক্লেমেনচু অভিযোগ করলেন, 'আমি নিজেকে যিশুখ্রিস্ট ও নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মাঝখানে দেখছি।' ওয়েলসের এই উৎফুল- ভদ্রলোক এবং চাপাস্বভাবের আমেরিকান সবচেয়ে বেশি লাভবান হলেন : লয়েড জর্জ যা চেয়েছিলেন তার সবই পেয়ে উইলসনের আদর্শবাদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেন। প্যারিসে কাঠের প্যানেলময় কক্ষে কাগজ-কলম নিয়ে এই তিন মহামানব বিশ্বের আকার নির্ধারণে বসলেন। সন্দেহপ্রবণ বেলফোর এতে বেশ কৌতূহলী হয়েছিলেন। তিনি উন্নাসিকভাব নিয়ে দেখতে থাকলেন, 'সবকিছু অবজ্ঞাকারী তিন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি মহাদেশগুলো কাটাছেঁড়া করছেন।'

ক্লেমেনচুর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল লয়েড জর্জের মতোই নির্লজ্জ। লরেন্সকে তিনি পক্ষে আনার চেষ্টা করেছেন। তার সঙ্গে আলোচনায় বসে ক্লেমেনচু সিরিয়ার ওপর তার দাবির ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য বললেন, ক্রুসেডের সময় ফ্রান্স ফিলিস্তিন শাসন করেছে। লরেন্স জবাব দিয়েছিলেন, 'হ্যাঁ, তবে ক্রুসেড ব্যর্থ হয়েছিল।' তাছাড়া ক্রুসেডারেরা কখনোই ক্লেমেনচুর প্রধান লক্ষ্য ও আরব জাতীয় আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু দামাস্কাস দখল করতে পারেনি। ফ্রান্স তখনো সাইকিস-পাইকট চুক্তির আওতায় জেরুজালেম পাওয়ার আশায় ছিল, কিন্তু ব্রিটেন এখন পুরো চুক্তিই অস্বীকার করে বসল।

প্রেসিডেন্ট উইলসনের পিতা ছিলেন প্রেসবাইটেরিয়ান চার্চের সদস্য। বেলফোর ঘোষণা অনুমোদনের সময় উইলসনের মধ্যে তার ওই পরিচয়ও কাজ করেছে : 'ধর্মযাজকের পুত্র হিসেবে আমার উচিত পুণ্যভূমিতে তার জনগণকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করা।' তিনি তার প্রটেস্ট্যান্ট হিব্রু চিন্তাধারা এবং তার উপদেষ্টা লুই ব্রানডেইসের মাধ্যমে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেন্টাকির ইহুদি ব্রাডেইসকে উইলসন সুপ্রিম কোর্টে মনোনীত করেছিলেন। 'জনতার আইনজীবী' হিসেবে পরিচিত ব্রানডেইস আমেরিকান মনীষা ও জনপ্রশাসনে 'ক্লিনম্যান' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত তার ইউএস জায়নিস্ট ফেডারেশনে ৩০ লাখ আমেরিকান ইহুদির মাত্র ১৫ হাজার যোগ দিয়েছিল। ১৯১৭ সালের মধ্যে লাখ লাখ আমেরিকান ইহুদি এতে সম্পৃক্ত হয়েছিল; ইভানজেলিক্যাল খ্রিস্টানেরা জায়নবাদের পক্ষে কাজ করছিল; শৈশবে মা-বাবার সঙ্গে পুণ্যনগরী সফরকারী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট টেডি রুজভেল্ট 'জেরুজালেমের আশপাশে ইহুদি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিচ্ছিলেন।

উইলসনকে জায়নবাদ ও আরবদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকারের মধ্যে বেদনাদায়ক সঙ্ঘাতমূলক পরিস্থিতিও মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। একপর্যায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশেরা আমেরিকান ম্যান্ডেটের সুপারিশ করে। নতুন এই শব্দ দিয়ে অভিভাবকত্ব ও প্রদেশের মাঝামাঝি একটি অবস্থা বোঝানো হচ্ছিল। উইলসন সত্যিই প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবছিলেন। ফিলিস্তিন ও সিরিয়া গ্রাসের ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ পরিকল্পনার মুখে তিনি আরবদের আকাঙ্ক্ষা জানার জন্য একটি আমেরিকান কমিশন পাঠালেন। শিকাগোর ভ্যালভ প্রস্তুতকারী ও ওবারলিন কলেজের সভাপতির নেতৃত্বাধীন কিং-ক্রেন কমিশন ফিরে গিয়ে জানাল, বেশির ভাগ ফিলিস্তিনি ও সিরীয় আরব আমেরিকান নিরাপত্তায় ফয়সালের বৃহত্তর সিরিয়ায় থাকতে চায়। কিন্তু উইলসন তার সাম্রাজ্যবাদী মিত্রদের সংযত করতে না পারায় এই কমিশনের ফলাফল অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। নবগঠিত জাতিপুঞ্জ (লিগ অব নেশন্স) দুই বছর পর নিশ্চিত করে, ব্রিটিশরা পাবে ফিলিস্তিনি এবং ফ্রান্স পাবে সিরিয়া, যেটাকে লরেন্স বলেছিলেন 'ম্যান্ডেট প্রতারণা।'

ফয়সাল ১৯২০ সালের ৮ মার্চ নিজেকে সিরিয়ার (লেবানন ও ফিলিস্তিনসহ) বাদশাহ ঘোষণা করেন। তিনি তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী করলেন জেরুজালেমের সাইদ আল-হোসেইনিকে। মুফতির ভাই আমিন কিছু দিন রাজদরবারে কাজ করেছিলেন। এই নতুন রাজ্য গঠনের ফলে সৃষ্ট উদ্দীপনায় জায়নবাদী হুমকি প্রতিরোধে ফিলিস্তিনি আরবদের সাহসী করে তুলল। ওয়াইজম্যান বিপদের আশঙ্কা করলেন। জ্যাবোটিনস্কি ও সাবেক রাশিয়ান বিপ্লবী পিনখাশ রুটেনবার্গ* ৬০০ লোককে নিয়ে একটি শক্তিশালী ইহুদি আত্মরক্ষা বাহিনী গঠন করলেন। কিন্তু স্টোরসের কানে বিপদের শব্দ ধ্বনিত হলো না।

*রুটেনবার্গকে 'তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য লোক' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন স্টোরস। রুটেনবার্গ ছিলেন রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী। ১৯১৭ সালে কেরেনস্কি তাকে পেট্রোগ্রাদের ডেপুটি গভর্নর পদে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি উইন্টার প্যালেস নিয়ন্ত্রণ করতেন, পরে ট্রটস্কির রেড গার্ডেরা বলপূর্বক এর দখল নেয়। রুটেনবার্গ ছিলেন 'সবচেয়ে রস-কষহীন, শক্তিশালী, মাথা ছিল গ্রানাইটের মতো শক্ত, মেধাবী ও মুগ্ধতা সৃষ্টিকারী। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী কথা বলতেন, সব সময় কালো পোশাক পরতেন।' একইসঙ্গে তিনি ছিলেন 'গতিশীল ও সহিংস।' ফিলিস্তিনে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন কাজের জন্য ১৯২২ সালে পেশায় ইঞ্জিনিয়ার রুটেনবার্গকে সমর্থন করেছিলেন চার্চিল।

স্টোরস : নবি মুসায় দাঙ্গা - প্রথম গুলি

১৯২০ সালের ২০ এপ্রিল রোববার। নগরীতে তখন ইহুদি আর খ্রিস্টান তীর্থযাত্রীদের মধ্যে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। হোসেইনিদের নেতৃত্বে নবি মুসা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসবে ৬০ হাজার আরব সমবেত হয়েছে। ডায়েরিলেখক ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ দেখলেন, আরবেরা বেলফোর ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সঙ্গীত গাইছে। ফয়সালের ছবি তুলে ধরে মুফতির ছোটভাই হাজ আমিন আল-হোসেইনি জনতাকে উত্তেজিত করে বললেন : 'এই হলো তোমাদের বাদশাহ!' জনতা চিৎকার করে বলল, 'ফিলিস্তিন আমাদের ভূমি, ইহুদিরা আমাদের কুত্তা!' তারপর তারা ওল্ড সিটিতে নেমে এলো। এক বৃদ্ধ ইহুদিকে লাঠি দিয়ে পেটানো হলো।

খলিল সাকাকিনি উল্লেখ করেছেন, হঠাৎ করেই 'ক্ষোভ পাগলামিতে রূপ নিল।' অনেকেই চাকু ও লাঠি বের করে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল, 'মোহাম্মদের ধর্ম তরবারির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' ওয়াসিফ দেখলেন, নগরীটি 'রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।' জনতা চিৎকার করতে লাগল, 'ইহুদিদের হত্যা কর!' সাকাকিনি ও ওয়াসিফ উভয়েই সহিংসতা ঘৃণা করতেন, তবে তারা দুজনই তখন কেবল জায়নবাদীদের নয়, ব্রিটিশদেরও তীব্রভাবে অপছন্দ করতে শুরু করছেন।

অ্যাংলিক্যান চার্চে সকালের প্রার্থনা করতে এসে স্টোরস দেখলেন, জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। 'কেউ বুকে তরবারি ঢুকিয়ে দিয়েছে'-এমন অনুভূতি নিয়ে তিনি দ্রুত অস্ট্রিয়ান ধর্মশালায় (অস্ট্রিয়ান হসপিস) তার সদরদফতরে ছুটে গেলেন। জেরুজালেমের জন্য স্টোরসের হাতে তখন ছিল মাত্র ১৮৮ জন পুলিশ। পর দিন দাঙ্গা আরো তীব্র হওয়ায় ইহুদিদের আশঙ্কা হলো, তাদের পুরোপুরি শেষ করে দেওয়া হবে। সাহায্য চাইতে স্টোরসের অফিসে ঢুকলেন ওয়াইজম্যান; জ্যাবোটিনস্কি ও রুটেনবার্গ তাদের পিস্তল হাতে নিলেন, রাশিয়ান কম্পাউন্ডে অবস্থিত পুলিশ সদরদফতরে ২০০ লোক জড়ো করলেন। স্টোরস এসব নিষিদ্ধ করলে জ্যাবোটিনস্কি ওল্ড সিটির বাইরে টহল দিতে দিতে আরব বন্দুকধারীদের সঙ্গে গুলি বিনিময় করতে লাগলেন। আসলে ওই দিনই গোলাগুলি শুরু হয়েছিল। ওল্ড সিটিতে জুইশ কোয়ার্টারের কয়েকটি রাস্তা অবরুদ্ধ ছিল, আরব অনুপ্রবেশকারীদের হাতে কয়েকজন ইহুদি বালিকা গণধর্ষণের শিকার হলো। স্টোরস পবিত্র অগ্নি (হলি ফায়ার) অনুষ্ঠানে নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু জনৈক সিরিয়াক একটি কপ্টিক চেয়ার সরালে 'পুরো নরক নেমে এলো।' তুমুল ঝগড়ার মধ্যে চার্চের দরজায় আগুন লেগে গেল। এক ব্রিটিশ কর্মকর্তা হলি সেপালচরের চার্চ ত্যাগ করার সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট একটি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে কাছের জানালা থেকে এক ছোট্ট আরব বালিকা পড়ে গেল।

প্রতিরক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে জ্যাবোটিনস্কির ভাড়া করা লোকদের অন্যতম নেহেমিয়া রুবিটজভ এবং তার এক সহকর্মী চিকিৎসাকর্মীর সাদা পোশাকের আড়ালে অ্যাম্বুলেন্সে করে পিস্তল নিয়ে ওল্ড সিটিতে প্রবেশ করলেন। বেন-গুরিয়ান তার ইহুদি বাহিনীতে রুবিটজভকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি তার নাম বদল করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবিন রেখেছিলেন। এখন তিনি আতঙ্কিত ইহুদিদের শান্ত করতে লাগলেন, রাশিয়া থেকে সদ্য আগমনকারী উদ্দীপ্ত সাবেক বলশেভিক কর্মী 'রেড রোসা' কোহেনকে উদ্ধার করলেন। তারা প্রেমে পড়লেন, বিয়ে করলেন। তাদের ছেলে আইজ্যাক রবিন বলেছিলেন, 'আমি জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছি।' পরে তিনি ইসরাইলি সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে জেরুজালেম দখল করেছিলেন।[১৫]

হার্বার্ট স্যামুয়েল : এক ফিলিস্তিন, সম্পূর্ণ

দাঙ্গা স্তিমিত হলে দেখা গেল পাঁচ ইহুদি ও চার আরব নিহত হয়েছেন, আহত হয়েছে ২১৬ জন ইহুদি এবং ২৩ জন আরব। 'নবি মুসা দাঙ্গা' নামে পরিচিত এই গোলযোগে অংশ নেওয়ার জন্য ৩৯ জন ইহুদি ও ১৬১ জন আরবকে শাস্তি দেওয়া হলো। ওয়াইজম্যান ও জ্যাবোটিনস্কির বাড়ি ঘেরাও করার নির্দেশ দিলেন স্টোরস। অস্ত্র বহনের দায়ে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় জ্যাবোটিনস্কিকে ১৫ বছরের জেল দেওয়া হলো। স্টোরসের ভাষায় দাঙ্গার 'প্রধান উস্কানিদাতা' ছিলেন তরুণ আমিন হোসেইনি। তাকে ১০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হলো। তিনি জেরুজালেম থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। স্টোরস মেয়র মুসা কাজেম হোসেইনিকে বরখাস্ত করলেন। ব্রিটিশেরা খুব একটা চিন্তা-ভাবনা না করেই সহিংসতার জন্য রাশিয়া থেকে আগত ইহুদি বলশেভিকদের দায়ী করেছিল।

AMARBOI.COM

উদারপন্থী ওয়াইজম্যান ও সমাজবাদী বেন-গুরিয়ান তখনো আশাবাদী ছিলেন, ধীরে ধীরে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা যাবে, আরবদের সঙ্গে বিবাদ মেটানো সম্ভব হবে। বেন-গুরিয়ান আরব জাতীয়তাবাদকে স্বীকার করতে চাচ্ছিলেন না। তিনি চাইতেন আরব ও ইহুদি শ্রমিকেরা 'সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বপূর্ণ জীবন' অতিবাহিত করবে। তবে মাঝে মাঝে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলতেন : 'কোনো সমাধান হবে না! আমরা চাই এই দেশ হবে আমাদের। আর আরবেরা চায় এটা হবে তাদের।' জায়নবাদীরা এখন তাদের পুরনো হ্যাশোমারকে (প্রহরী) পুনর্গঠিত করে আরো দক্ষ মিলিশিয়া হাগানা'য় (প্রতিরোধ) রূপান্তরিত করতে শুরু করেছে।

প্রতিটি সহিংসতা উভয় পক্ষের চরমপন্থীদের আরো উস্কে দিল। জ্যাবোটিনস্কি পুরোপুরি ধরে নিলেন, আবর জাতীয়তাবাদ জায়নবাদের মতোই খাঁটি বিষয়। তিনি উগ্র ভাষায় বলতে লাগলেন, জর্ডানের উভয় তীরজুড়ে প্রতিষ্ঠিতব্য ইহুদি রাষ্ট্রটি সহিংস বিরোধিতার মুখে পড়বে, সেটা কেবল একটি 'লৌহ প্রাচীর' দিয়ে সুরক্ষিত রাখা যাবে। বিশের দশকের মাঝামাঝিতে জ্যাবোটিনস্কি আলাদা হয়ে 'বেটার'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামের একটি যুব আন্দোলনের সঙ্গে মিলে ইউনিয়ন অব জায়নিস্ট-রিভিশনালিস্ট গড়ে তোলা শুরু করলেন। নতুন সংগঠনের সদস্যরা ইউনিফর্ম পরত ও প্যারেড করত। তিনি ওয়াইজম্যানের বিনীতভাবে দাবি-দাওয়া পেশকারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে নতুন ধরনের সক্রিয় ইহুদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চাইছিলেন। জ্যাবোটিনস্কি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তার ইহুদি কমনওয়েলথে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'চূড়ান্ত সাম্য' বিরাজ করবে, তা হবে আরবদের কোনো ধরনের স্থানচ্যুতি না ঘটিয়েই। ১৯২২ সালে বেনিটো মুসোলিনি ক্ষমতায় এলে জ্যাবোটিনস্কি 'ইল ডিউস' মতবাদের বিদ্রুপ করে বললেন- "ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে জঘন্য শব্দ হলো 'নেতা'। মহিষেরা নেতাকে অনুসরণ করে, সভ্য মানুষদের 'নেতা' থাকে না।" অবশ্য জ্যাবোটিনস্কিকে ওয়াইজম্যান বলতেন 'ফ্যাসিবাদী' এবং বেন-গুরিয়ান তার নাম দিয়েছিলেন 'ইল ডিউস'।

সিরিয়ার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে ফ্রান্স বদ্ধপরিকর হওয়ায় আরব জাতীয়তাবাদীদের আশার আলো বাদশাহ ফয়সালের স্বপ্ন ভেঙে গেল। ফরাসিরা বলপূর্বক বাদশাহকে বহিষ্কার করল, তার বিশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গুঁড়িয়ে দিল। ফলে লরেন্সের পরিকল্পনা পুরোপুরি শেষ হয়ে গেল। বৃহত্তর সিরিয়ার অবসান এবং দাঙ্গাটি ফিলিস্তিনি জাতীয় সত্তা সৃষ্টিতে সহায়ক হলো।* লয়েড জর্জ ১৯২০ সালের ২৪ এপ্রিল স্যান রেমো সম্মেলনে বেলফোর ঘোষণার ভিত্তিতে ফিলিস্তিন শাসন করার ম্যান্ডেট গ্রহণ করলেন, স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েলকে প্রথম হাই কমিশনার নিয়োগ করা হলো। তিনি ৩০ জুন জেরুজালেম স্টেশনে পৌঁছেন, তার সম্মানে ১৭ বার তোপধ্বনি করা হলো। তার পরনে ছিল চকচকে সাদা ইউনিফর্ম, পালকশোভিত পিথ হ্যালমেট ও তরবারি। স্যামুয়েল নিজে ইহুদি ও জায়নবাদী হলেও স্বপ্নবাজ ছিলেন না। লয়েড জর্জ তাকে মনে করতেন 'রুক্ষ ও শীতল।' জনৈক সাংবাদিকের দৃষ্টিতে তিনি বিবেচিত হয়েছেন, 'ঝিনুকের মতো আবেগ লুকিয়ে রাখা ব্যক্তি।' আর তার এক অফিসার উল্লেখ করেছেন, তিনি ছিলেন 'খুবই কঠোর, কখনো দায়িত্বের কথা ভোলেন না।' সামরিক গভর্নর ফিলিস্তিনের নিয়ন্ত্রণভার হস্তান্তর করার সময় তিনি তার লিখিত কৌতুকগুলো একটি করেছিলেন। ছোট্ট কাগজে এই লিখে সই করলেন, 'মেজর জেনারেল স্যার লুই জে বোলস কেসিবি'র কাছ থেকে এক ফিলিস্তিন গ্রহণ সম্পন্ন হলো।' তারপর তিনি যোগ করলেন 'ই এবং ও [ভুল ও অনুল্লেখিতগুলো] বাদ দিয়ে।' সম্ভবত উভয়টাই অনেক রয়ে গিয়েছিল।

নবি মুসার দাঙ্গার পর স্যামুয়েলের শান্ত থাকার কৌশল শুরুতে ফিলিস্তিনে স্বস্তি এনে দিয়েছিল। তিনি মাউন্ট অব অলিভসে আগাস্তা ভিক্টোরিয়ার গভর্নমেন্ট হাউজ স্থাপন করলেন, জ্যাবোটিনস্কিকে মুক্তি দিলেন, আমিন হোসেইনিকে ক্ষমা করেন, সাময়িকভাবে অভিবাসন সীমিত, আরবদের আবারো আশ্বস্ত করা হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশদের স্বার্থ ১৯১৭ সালের মতো থাকল না। কার্জন তখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি জায়নবাদকে সর্বাত্মক সমর্থন দিতে অস্বীকার করলেন, বেলফোরের প্রতিশ্রুতিগুলো চেপে যেতে লাগলেন। ইহুদির আবাসভূমি হবে, তবে আগে বা পরে কখনোই তাদের পৃথক কোনো রাষ্ট্র হবে না। ওয়াইজম্যান এটাকে বিশ্বাসঘাতকতা মনে করলেন। আর আরবেরা এটাকে আরো বেশি বিপর্যয়কর মনে করল। ১৯২১ সালে মোট ১৮ হাজার ৫০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে এলো। পরের আট বছরে স্যামুয়েল গ্রহণ করলেন আরো ৭০ হাজার।[১৬]

১৯২১ সালের বসন্তে স্যামুয়েলের বস ঔপনিবেশবিষয়ক মন্ত্রী, উইনস্টন চার্চিল তার উপদেষ্টা লরেন্স অব অ্যারাবিয়াকে নিয়ে জেরুজালেমে এলেন।

* 'প্যালেস্টিনিয়ান' (Palestinian) শব্দটি দিয়ে ফিলিস্তিনি আরব জাতি বোঝায়। তবে বিশ শতকের প্রথমার্ধে ইহুদিরাও প্যালেস্টিনিয়ানস বা প্যালেস্টানিয়ান ইহুদি হিসেবে পরিচিত ছিল, আরবদের বলা হতো প্যালেস্টানিয়ান আরব। ওয়াইজম্যান তার স্মৃতিকথায় (১৯৪৯ সালে প্রকাশিত) 'প্যালেস্টানিয়ান' শব্দটি দিয়ে ইহুদিদের বুঝিয়েছেন। *প্যালেস্টাইন* (Palestine) নামে একটি জায়নবাদী সংবাদপত্র প্রকাশিত হতো, একটি আরব পত্রিকার নাম ছিল *ফিলিস্টিন (Filistin)*।

AMARBOI.COM

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য সৃষ্টি করলেন চার্চিল : লরেন্সের শরিফকেন্দ্রিক সমাধান

পরে লরেন্স বলেছিলেন, 'আমি উইনস্টনকে খুব পছন্দ করি, তার প্রতি অনেক শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে।' চার্চিল ইতোমধ্যেই দুর্বলকে অবদমিত করা, নির্লজ্জ আত্ম-প্রচার এবং অদম্য সাফল্যের উপভোগ্য জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছেন। তার বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি, ঔপনিবেশিক-বিষয়ক মন্ত্রী হিসেবে নতুন সাম্রাজ্যে সৈন্য মোতায়েনের মাধ্যমে রক্ত ও সম্পদের কঠিন মূল্য চুকাতে হিমশিম খাচ্ছেন। ইরাকে ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রক্তাক্ত প্রতিরোধ সৃষ্টি হয়েছে। চার্চিল তাই ব্রিটিশ প্রভাবের আওতায় আরব শাসকদের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে কায়রোতে একটি সম্মেলন আহ্বান করলেন। ফয়সালকে ইরাকে নতুন রাজ্য মঞ্জুর করার প্রস্তাব করেন লরেন্স।

১৯২০ সালের ১২ মার্চ সেমিরামিস হোটেলে চার্চিল তার আরব বিশেষজ্ঞদের ডাকলেন। বৈঠকের সময় দুটি সোমালিয়ান সিংহশাবক তাদের পায়ের কাছে খেলা করছিল। চার্চিল এই বিলাসিতা উপভোগ করছিলেন, 'রুক্ষ মরুভূমির' অভিজ্ঞতা লাভের কোনো ইচ্ছা তার ছিল না। তবে লরেন্স এটাকে ঘৃণা করলেন। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখেছেন, 'আমরা মার্বেল ব্রোঞ্জ হোটেলে অবস্থান করছিলাম। খুবই দামি ও বিলাসবহুল- ভয়ংকর জায়গা। আমাকে বলশেভিকে রূপান্তরিত করছিল। মধ্যপ্রাচ্যের সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। পরশু আমরা জেরুজালেম যাব। আমরা খুবই সুখী পরিবার : গুরুত্বপূর্ণ সব ব্যাপারেই আমরা একমত হয়েছি।' অন্যভাবে বলা যায়, চার্চিল 'শরিফকেন্দ্রিক সমাধান' গ্রহণ করলেন। লরেন্স অবশেষে দেখলেন, শরিফ ও তার ছেলেদের প্রতি ব্রিটিশ প্রতিশ্রুতির কিছুটা হলেও রক্ষা করা হয়েছে।

সৌদি গোত্রপতি ইবনে সৌদের নেতৃত্বাধীন ওয়াহাবি যোদ্ধাদের সামনে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না হেজাজের বাদশাহ হোসেইন তথা বয়োঃবৃদ্ধ শরিফ।* তার ছেলে আবদুল্লাহ ১,৩৫০ জন যোদ্ধা নিয়ে সৌদিদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করে পর্যুদস্ত হন। 'অলৌকিক এক ঘটনায়' তিনি প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাঁবুতে ফিরে আসার সময় পরনে কেবল অন্তঃবাস ছিল। তারা পরিকল্পনা করেছিল, সিরিয়া-ফিলিস্তিন শাসন করবেন ফয়সাল এবং আবদুল্লাহ ইরাকের বাদশাহ হবেন। এখন ফয়সাল ইরাক পেলেন, আবদুল্লাহ'র জন্য কিছুই অবশিষ্ট থাকল না।

কায়রোতে চার্চিলের সম্মেলন করার সময় আবদুল-াহ ৩০ অফিসার'ও ২০০ বেদুইন নিয়ে আজকের জর্ডান (কাগজে-কলমে তখন ব্রিটিশ ম্যান্ডেটের আওতাধীন) দখল করে ওই সামান্য এলাকার ওপর নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করলেন। এমনকি লর্ড কার্জন পর্যন্ত মনে করেছিলেন, তিনি 'বিশাল মোরগ হিসেবে ঘোঁটার জন্য গোবর পেয়েছেন সামান্য।' ঘটনাটি যখন ঘটেই গেছে, তা মেনে নেওয়াই উচিত- এমনভাবে খবরটি চার্চিলের কাছে উপস্থাপন করা হলো। আবদুল্লাহকে সমর্থন করার জন্য চার্চিলকে পরামর্শ দিলেন লরেন্স। চার্চিল জেরুজালেমে তার সঙ্গে আবদুল্লাহ'কে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানিয়ে লরেন্সকে পাঠালেন।

২৩ মার্চের মধ্য রাতে চার্চিল এবং তার স্ত্রী ক্লেমেন্টাইন ট্রেনে করে জেরুজালেম রওনা হলেন। গাজায় জনতা উৎফুল্লভাবে তাকে স্বাগত জানিয়ে স্লোগান দিতে লাগল : 'মন্ত্রীর আগমন, শুভেচ্ছা স্বাগতম,' 'ইহুদিরা নিপাত যাক, ধ্বংস হোক!' কিছু না বুঝেই চার্চিল খুশিমনে হাত নেড়ে তাদের প্রত্যুত্তর দিলেন। জেরুজালেমে তিনি আগাস্তা ভিক্টোরিয়া দুর্গে স্যামুয়েলের সঙ্গে অবস্থান করতে থাকলেন। সেখানেই তিনি লরেন্সের তদারকিতে আসা, ট্রান্সজর্ডানিয়ার আশান্বিত দখলদার 'উদার ও বন্ধুপ্রতীম' আবদুল্লাহর সঙ্গে চারবার সাক্ষাত করেন। হাশেমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আশাবাদী আবদুল্লাহ চিন্তা করে দেখলেন, তার নেতৃত্বাধীন একটি রাজ্যে ইহুদি ও আরবদের একত্রে বসবাস করাটা হতে পারে সেরা সমাধান। ভবিষ্যতে সিরিয়াতেও তার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি প্রত্যাশা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করছিলেন। চার্চিল তার কাছে ফরাসি সিরিয়া এবং ব্রিটিশ ফিলিস্তিনের স্বীকৃতির বিনিময়ে তাকে ট্রান্সজর্ডান প্রদানের প্রস্তাব দিলেন। আবদুল্লাহ অনিচ্ছুকভাবে তাতে রাজি হলে চার্চিল নতুন একটি দেশ গঠন করলেন । তিনি স্মৃতিচারণে লিখেছেন, 'আমির আবদুল্লাহ আছেন ট্রান্সজর্ডানিয়ায়, জেরুজালেমে এক রোববারের সন্ধ্যায় আমি তাকে সেটা দিয়েছি।' অবশেষে ফয়সাল ও আবদুল্লাহকে দুটি সিংহাসনে বসিয়ে লরেন্সের মিশন শেষ হলো।**

ফিলিস্তিনি আরবেরা চার্চিলের কাছে নকল *প্রটোকলস অব দ্য এলডার্স অব জায়ন*-এ 'ইহুদিরা বিশ্বে সর্বত্রই ইহুদি'-এর উল্লেখ করে অভিযোগ করলেন, 'ইহুদিরা অনেক ভূমি ধ্বংসে সবচেয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে' এবং ইহুদিরা 'বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে চায়।' চার্চিল সাবেক মেয়র মুসা কাজিম আল-হোসেইনির নেতৃত্বে জেরুজালেমবাসী সঙ্গে সাক্ষাত করলেন। তবে তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'ইহুদিদের একটি জাতীয় আবাসভূমি লাভের সন্দেহাতীত অধিকার বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।'

চার্চিলের পিতা তার মধ্যে ইহুদিদের সম্পর্কে ভালো ধারণা সঞ্চারিত করেছিলেন। তার মনে হয়েছে, দুই হাজার বছরের দুর্ভোগের পরিণতিতে জায়নবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। লেনিনের সোভিয়েত রাশিয়া সৃষ্টির পর লাল আতঙ্কের মধ্যে চার্চিল বিশ্বাস করতেন, 'বলশেভিবাদের ভ্রান্ত বাঁদরামির' বিরুদ্ধে জায়নবাদী ইহুদি হলো 'সেরা প্রতিষেধক'। তার মতে বলশেভিকবাদ আসলে 'আন্তর্জাতিক ইহুদি' নামের একটি ভৌতিক চক্র।

চার্চিল জেরুজালেম ভালোবাসতেন। তিনি মাউন্ট স্কপাসে 'ব্রিটিশ মিলিটারি সেমেটেরি' উদ্বোধনের সময় ঘোষণা করলেন, 'খলিফা ও ক্রুসেডার ও ম্যাকাবিরা এখানে ঘুমিয়ে আছে!' টেম্পল মাউন্টও তাকে আকৃষ্ট করেছিল, ফুসরত পেলেই সেখানে চলে যেতেন, সেখান থেকে দূরে থাকতে চাইতেন না। ইংল্যান্ডে ফেরার আগে জেরুজালেমের মুফতি আকস্মিকভাবে ইন্তিকাল করলে তিনি মাউন্ট অব অলিভসে সভা করেছিলেন। স্টোরস আগেই হোসেইনি মেয়রকে বরখাস্ত করেছিলেন। এখন মুফতি পদটি হারিয়ে পরিবারটি বেশ হতাশ হয়ে পড়ল। অধিকন্তু স্টোরস বনেদি পরিবারগুলোর প্রভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। স্যামুয়েল ও স্টোরস তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, মেয়র ও মুফতি পদ দুটির একটি করে দুটি বিখ্যাত পরিবারকে দেওয়া হবে। এই দুই পরিবারের দ্বন্দ্ব তাদেরকে জেরুজালেমের মন্টেগুস ও ক্যাপুলেটসে পরিণত করেছিল।[১৭]

* বৃদ্ধ হোসেইন আরবের কিং লিয়ার হয়ে পড়েছিলেন। ছেলেরা আর একান্ত অনুগত না থাকায় এবং ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতায় তার জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল। লরেন্সকে তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষ মিশনে এই তিক্ত বাদশাহ'র কাছে ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ আধিপত্য মেনে নেওয়া কিংবা ব্রিটিশ তহবিল হারানোর যেকোনো একটি গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়ে পাঠানো হয়েছিল। তিনি কাঁদলেন, ক্ষুব্ধ হলেন, তারপর প্রত্যাখ্যান করলেন। এর পরপরই ইবনে সৌদের হাতে পরাজিত হয়ে জ্যেষ্ঠ ছেলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিলেন। ছেলেটি হলেন বাদশাহ আলী। তবে সৌদরা মক্কা জয় করলে আলী পালিয়ে যান। ইবনে সৌদ নিজেকে প্রথমে হেজাজের এবং পরে সৌদি আরবের বাদশাহ ঘোষণা করলেন। এই দুই পরিবার এখনো দুটি দেশ শাসন করছে : একটা সৌদি আরব, অপরটি হাশেমি জর্ডান।

** ২৫ বছর বয়স্ক আমেরিকান কলোরাডোর লওয়েল টমাস *লাস্ট ক্রুসেড* নামের একটি ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী বানিয়ে বেশ অর্থ উপার্জন করেছিলেন। এতে তিনি 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়ার' কিংবদন্তিসম অ্যাডভেঞ্চারগুলো তুলে ধরেন। কেবল লন্ডনেই এটা ১০ লাখ লোক দেখেছে, আমেরিকায় দেখেছে আরো বেশি মানুষ। লরেন্স একইসঙ্গে এটাকে ঘৃণা করতেন ও ভালোবাসতেন। তিনি পাঁচবার এটা দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আমি তোমার প্রদর্শনী দেখলাম এবং আলো না থাকায় ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলাম। তিনি জাঁকাল পোশাকে ম্যাটিনি আইডল জাতীয় কিছু অদ্ভুত ভুতুরে জিনিস আবিষ্কার করেছেন।' প্রবাদবাক্য অনুসারে লরেন্স তার স্মৃতিকথার নাম দেন *সেভেন পিলার্স অব উইজডম*। সুন্দর গাথুনি এবং সেইসঙ্গে কাব্যিক এই পুস্তকে ইতিহাস, স্বীকারোক্তি ও অতিকথনের মিশ্রণ দেখা যায়। তিনি কৌতুক করে বলেছিলেন, 'আমি সত্যের বদলে মিথ্যাকে গ্রহণ করেছি, বিশেষ করে আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে।' কিছু ভুল-ভ্রান্তি থাকালেও এটা নিশ্চিতভাবেই একটি মাস্টারপিস। পরে লরেন্স তার নাম বদল করে বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। সেখান থেকে অবসর নিয়েছিলেন নীরবে। ১৯৩৫ সালে এক মটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত হন।

অভিজাতেরা যখন ইহুদিদের উৎপাত মনে করত, লর্ড র‍্যানডলফ চার্চিল সেই তখনই রথচাইল্ড ও অন্যদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছিলেন। একবার এক হাউজ পার্টিতে তার পৌছানোর পর এক অভিজাত তাকে এই বলে স্বাগত জানালেন, 'কি হলো লর্ড র‍্যানডলফ, আপনি তো আপনার ইহুদি বন্ধুদের সঙ্গে আনেননি? জবাবে র‍্যানডলফ বলেছিলেন, 'না, আমার মনে হয়নি তারা এখানকার পরিবেশে খুশি হবেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৮
ব্রিটিশ ম্যান্ডেট
১৯২০-৩৬

মুফতি বনাম মেয়র : আমিন হোসেইনি বনাম রাগিব নাশাশিবি

তারা মেয়র হিসেবে পছন্দ করল রাগিব নাশাশিবিকে। তিনি ছিলেন আরব শহুরে সমাজের আদর্শ প্রতিনিধি : হোল্ডারে সিগারেট টানতেন, হাতে ছড়ি রাখতেন, প্রথম জেরুজালেমবাসী হিসেবে আমেরিকান লিমুজিনের মালিক হয়েছিলেন। তার সবুজ প্যাকার্ডটি চালাত তার আমেরিকান শোফ্যার। সুদর্শন ও ভদ্র নাশাশিবি অনেকগুলো কমলা-বাগান ও অত্যাধুনিক ম্যানশনের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন বনেদি পরিবারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ধনী।* তিনি অনর্গল ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজি বলতে পারতেন, জেরুজালেম থেকে উসমানিয়া পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। তিনি তার পার্টিগুলো আয়োজন করতে এবং তাকে ও তার মিস্ট্রেজকে বীণা শিক্ষা দিতে ওয়াসিফকে নিয়োগ করেছিলেন। এখন মেয়র হিসেবে তিনি বছরে দুটি পার্টি দিতেন- একটি তার বন্ধুদের জন্য, অপরটি হাই কমিশনারের সম্মানে। জায়নবাদের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের যোদ্ধা ছিলেন তিনি। এখন নগর (জেরুজালেম) পিতা এবং ফিলিস্তিনি নেতা হিসেবে তিনি তার ভূমিকাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করতে থাকলেন।

ব্রিটিশেরা গ্র্যান্ড মুফতি হিসেবে নিয়োগ করল নাশাশিবির ধনী কাজিন হাজি আমিন হোসেইনিকে। স্টোরস নবি মুসা দাঙ্গার ইন্ধন সৃষ্টিকারী এই লোকটিকে হাই কমিশনারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। তাকে দেখে হাই কমিশনার মুগ্ধ হন। মেয়রের ভাইপো নাসিরউদ্দিন নাশাশিবি বলেছিলেন, হোসেইনি ছিলেন 'সহজ, বুদ্ধিমান, সুশিক্ষিত, মার্জিত পোশাক পরা উজ্জ্বল হাসিমাখা, হালকা রঙের চুল, নীল চোখ, লাল দাড়ি ও তীক্ষ্ণ রসবোধসম্পন্ন। তিনি তার শীতল চোখেও কৌতুক করতেন।' স্যামুয়েলকে হোসেইনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কোনটা পছন্দ করেন- প্রকাশ্য বিরোধিতা না কি নিঃশব্দ বন্ধুত্ব?' স্যামুয়েল জবাব দিলেন, 'প্রকাশ্য বিরোধিতা।' ওয়াইজম্যান শুষ্কভাবে মন্তব্য করেছিলেন, 'প্রবাদবাক্য সত্ত্বেও, বিষ দিয়ে বিষক্ষয়ের কৌশল সব সময় সফল হয় না।' লেবাননি ইতিহাসবিদ গিলবার্ট অ্যাচার বলেছেন, হোসেইনি নিজেকে 'কেউকেটা ভাবতেন, পরে পুরো ইসলামি বিশ্বের নেতা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুফতি পদে হোসেইনি প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হতে না পারায় বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। নির্বাচনে জিতেছিলেন জনৈক জারাল্লাহ। হোসেইনি হয়েছিলেন চতুর্থ। কিন্তু 'কল্যাণকামী মানসিকতাসম্পন্ন একনায়কবাদ' নিয়ে গর্বিত স্টোরস কলমের এক খোঁচায় নির্বাচন বাতিল করে তাকে নিয়োগ করলেন। অথচ তখন তার বয়স মাত্র ২৬, তিনি কায়রোর ধর্মীয় পড়াশোনাও শেষ করেননি। এর পর স্যামুয়েল নবগঠিত সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিলের সভাপতি পদে তাকে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করে তার রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা দ্বিগুণ করে দিলেন। হোসেইনি ছিলেন ইসলামি ঐতিহ্যের, নাশাশিবি ছিলেন উসমানিয়া ধারার। উভয়েই জায়নবাদের বিরোধিতা করতেন। তবে ব্রিটিশ শক্তির উপস্থিতির কারণে নাশাশিবি মনে করতেন, আরবদের আলোচনা চালিয়ে যাওয়া উচিত। নানা চড়াই-ওতড়াই পেরিয়ে হোসেইনি কোনো ধরনের আপসে নারাজ অনমনীয় জাতীয়তাবাদীতে পরিণত হয়েছিলেন। প্রথম দিকে, হোসেইনি আগ্রহশূন্য ব্রিটিশ মিত্র হিসেবে কাজ করতেন। পরে সেমিটিকবিরোধী চরমপন্থী আরব হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী অবস্থান নেন, ইহুদি সমস্যার হিটলারের 'চূড়ান্ত সমাধান' (ফাইনাল সলিউশন) গ্রহণ করেন। স্যামুয়েলের সবচেয়ে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টিকারী কাজটি ছিল জায়নবাদ ও ব্রিটেনের সবচেয়ে সক্রিয় শত্রুর উত্থানের ব্যবস্থা করা। অবশ্য এই যুক্তিও উত্থাপন করা যায়, অন্য কেউই মুফতির মতো নিজের জাতির জন্য ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনেননি, জায়নবাদী সংগ্রামকে চাঙ্গা করতে এত মূল্যবান সম্পদ বিবেচিত হননি।[১৮]

AMARBOI.COM

* নাশাশিবিরা দাবি করত, তারা ১৩ শতকে দুই হারামের (জেরুজালেম ও হেবরন) মামলুক প্রশাসক নাসিরউদ্দিন আল-নাকাশিবির বংশধর। বাস্তবে তারা ছিল ১৮ শতকে উসমানিয়াদের জন্য তীর-ধনুক প্রস্তুতকারী একটি পরিবারের বংশধর। রাগিবের পিতা বিপুল অর্থ উপার্জন করে হোসেইনি পরিবারে বিয়ে করেছিলেন।

মুফতি : দ্য ওয়ালের (পবিত্র দেয়াল) লড়াই

প্রথম প্রজন্মের ব্রিটিশ শাসকেরা এই তৃপ্তিতে ছিল, তারা জেরুজালেম শান্ত রাখতে পেরেছে। স্যামুয়েল ১৯২৫ সালে লন্ডনে ফিরে ভয়াবহ মোহতে আচ্ছন্ন হয়ে ঘোষণা করলেন, 'বিশৃঙ্খলার মূল কারণ দূর করা হয়েছে।' এক বছর পর জেরুজালেমকে শান্তিপূর্ণ ও সাজানো গোছানো রেখে স্টোরস চলে গেলেন। তাকে প্রথমে সাইপ্রাসের, পরে নর্দার্ন রোডেশিয়ার গভর্নর হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, 'জেরুজালেমের পর আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পদোন্নতি পাইনি।' নতুন কমিশনার হিসেবে এলেন ভিসকাউন্ট প্লামার। সিন্ধুঘোটক-গোঁফধারী এই ফিল্ড মার্শালকে ডাকা হতো ওল্ড প্লাম বা ড্যাডি প্লামার নামে। তহবিল কমে যাওয়ায় ওল্ড প্লামকে স্যামুয়েলের চেয়ে কম সৈন্য রাখতে হয়েছিল। তবে তিনি নিজে জেরুজালেমের চারপাশে হাসিখুশিভাবে হেঁটে হেঁটে শান্তির নিশ্চয়তা দিতেন। তার কর্মকর্তারা রাজনৈতিক উত্তেজনার খবর দিলে তিনি পাত্তা দিতে চাইতেন না। তিনি বলতেন, 'রাজনৈতিক কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। এমন কিছু সৃষ্টি করো না!' স্বাস্থ্যগত কারণে ওল্ড প্লাম অবসর নিলেন। তবে 'রাজনৈতিক পরিস্থিতি' যখন যথাযথভাবে প্রকট হয়ে ফুটে ওঠল, তখন নতুন হাই কমিশনার এসে পৌছাননি। ১৯২৮ সালে কোল নিদরে, ইহুদিদের ডে অব অ্যাটনমেন্টে (প্রায়শ্চিত্ত দিবস), উইলিয়াম ইওয়ার্ট গ্লাডস্টোন নোহ'র নামে নিবেদিত পাহারাদার (*শ্যাম*) ওয়েস্টার্ন ওয়ালে ইহুদি নিয়মানুযায়ী পুরুষ ও নারী প্রার্থনাকারীদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করতে একটি ছোট পর্দা টানাল। আগের বছরই বয়স্ক প্রার্থনাকারীদের জন্য পর্দা ও চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এবার মুফতি প্রতিবাদ করে বললেন, ইহুদিরা স্থিতিবস্থা পরিবর্তন করছেন।

মুসলমানেরা বিশ্বাস করত, এই ওয়াল (পবিত্র দেয়াল) থেকেই হজরত মোহাম্মদ মেরাজের রাতে বোরাকে চড়ে উর্ধ্বাকাশে গিয়েছিলেন। তবে উনিশ শতকে উসমানিয়ারা এর সংলগ্ন সুড়ঙ্গকে গাধার আস্তাবল হিসেবে ব্যবহার করত। সালাহউদ্দিনের পুত্র আফজালের সময় থেকে স্থানটি আইনগতভাবে আবু ময়দান *ওয়াকফের* অধীনে ছিল। ফলে এটা 'নিশ্চিতভাবেই মুসলিম সম্পত্তি' ছিল। মুসলমানদের ভয় ছিল, ওয়ালে ইহুদিদের প্রবেশের ফলে ইসলামি হারামে (ইহুদি হার-হাবায়িত) থার্ড টেম্পল নির্মাণ করা হবে। ওয়ালটি (কোটেল) ছিল ইহুদি ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান। সত্যিকার অর্থেই প্রার্থনা করার জন্য জায়গা পাওয়া যেত সামান্য। ফিলিস্তিনি ইহুদিরা মনে করত, ব্রিটিশ বিধিনিষেধ আসলে কয়েক শতকের মুসলিম নির্যাতনেরই ধারাবাহিকতা, এই মনোভাবের কারণেই জায়নবাদ অনিবার্য হয়ে ওঠেছে। ব্রিটিশরা এমনকি ইহুদিদের হাই হলি দিবসেও *শোফার* (ভেড়ার শিং) বাজানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল।

পর দিন স্টোরসের উত্তরসূরি নতুন গভর্নর অ্যাডওয়ার্ড কিথ-রোচ, যিনি নিজেকে জেরুজালেমের পাশা বলতে ভালোবাসতেন, ইহুদিবর্ষের সবচেয়ে পবিত্র দিনের ইয়োম কিপুর সার্ভিসকালে ওয়ালে (পবিত্র দেয়ালে) অভিযান চালানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলেন। পুলিশ প্রার্থনারত ইহুদিদের পেটাল এবং উপাসনারত বয়োঃবৃদ্ধদের চেয়ারগুলো টেনে নিল। সময়টা ব্রিটেনের জন্য সুখকর ছিল না। মুফতি খুশি হলেও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বললেন, 'ইহুদিদের লক্ষ্য হলো ধীরে ধীরে আল-আকসা মসজিদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করা।' তিনি ইহুদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনাকারীদের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করলেন, তাদের প্রতি পাথর ছোঁড়া হতে লাগল, পেটান হলো এবং সঙ্গীতের প্রচণ্ড শব্দে উত্ত্যক্ত করা হলো। ওয়ালে প্রবেশাধিকারের জন্য জ্যাবোটিনস্কির বেটার ইয়ুথ বিক্ষোভ করতে লাগল।

উভয় পক্ষই উসমানিয়া আমলের স্থিতিবস্থা পরিবর্তন করছিল, আগের বাস্ত বতাও আর বিরাজ করছিল না। ইহুদি অভিবাসন এবং ভূমি ক্রয়ে বোধগম্য কারণেই আরবদের উদ্বেগ বাড়ছিল। বেলফোর ঘোষণার পর প্রায় ৯০ হাজার ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে। কেবল ১৯২৫ সালেই ইহুদিরা বনেদি পরিবারগুলোর কাছ থেকে ৪৪ হাজার একর জমি কেনে। ইহুদিদের একটি ছোট্ট ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী গ্রুপ থার্ড টেম্পলের স্বপ্ন দেখলেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইহুদি কেবল তাদের পবিত্র স্থানগুলোতে প্রার্থনা করতে চাইত। 'সুদর্শন শেক্সপিরিয়ান অভিনেতার মতো দেখতে' নতুন হাই কমিশনার স্যার জন চ্যান্সেলর মুফতিকে ওয়ালটি ইহুদিদের কাছে বিক্রি করতে অনুরোধ করেন, যাতে তারা সেখানে একটি খোলা চত্বর নির্মাণ করতে পারে। মুফতি অস্বীকৃতি জানালেন। ইহুদিদের কাছে কোটেলটি (ওয়াল) তাদের প্রার্থনা করার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব আবাসভূমির অস্তিত্বের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। আর আরবদের কাছে বোরাকটি ছিল প্রতিরোধ ও জাতিত্বের প্রতীক।

অমঙ্গল আর অমানিশার চিহ্ন নগরের ওপর ঝুলছিল। আর্থার কোয়েস্টলার বলেছেন, 'এটা মরুভূমিতে পার্বত্য দুর্গঘেরা উদ্ধত ও আশাহীন অবস্থা, প্রতিকারহীন ট্রাজেডি।' তিনি ছিলেন জেরুজালেমে বসবাসকারী তরুণ হাঙ্গেরিয়ান জায়নবাদী, জ্যাবোটিনস্কির পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। 'ট্রাজিক বিউটি' এবং 'অমানবিক পরিবেশ' তার মধ্যে 'জেরুজালেম বিষণ্নতা' সৃষ্টি করল। তিনি কম উন্নত তেল আবিবে চলে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। জেরুজালেমে তিনি 'তপ্ত পাথররাশির মধ্যে ইয়াহইয়ে'র ক্রুদ্ধ অবয়বটি' অনুভব করতেন।

১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে মুফতি একটি দরজা খোলার নির্দেশ দিলেন। এতে করে ইহুদি ওয়ালটি আরব গাধা ও পথচারীদের যাতায়াত পথে পরিণত হলো, আজান ও সুফিদের জিগিরের শব্দ আরো জোরালোভাবে ইহুদি প্রার্থনাকারীদের কাছে পৌছাতে লাগল। কাছের গলিপথগুলোতে ইহুদিরা আক্রান্ত হতো। ফিলিস্তিনজুড়ে হাজার হাজার ইহুদি 'ওয়ালটি আমাদের' স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভ করল। ১৫ আগস্ট চ্যান্সেলর শহরের বাইরে ছিলেন। সেদিনই ইতিহাসবিদ যোশেফ ক্লজনারের (ইসরাইলি লেখক অ্যামোস ওজের চাচা) নেতৃত্বে এবং বেটারের সদস্যসহ ৩০০ জায়নবাদীর একটি শক্তিশালী দল ব্রিটিশ পুলিশের পাহারা উপেক্ষা করে নীরবে ওয়ালের কাছে গেল, জায়নবাদী একটি পতাকা উড়িয়ে গান গাইল। পর দিন জুমার নামাজের পর আল-আকসা থেকে দুই হাজার আরব বের হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইহুদি উপাসনাকারীদের ওপর চড়াও হলো, তাদের ওয়াল থেকে ধাওয়া করল; যাকেই ধরতে পারল, তাকেই পেটাল। ১৭ তারিখে একটি ইহুদি বালকের ফুটবল এক আরব বাগানে ঢুকে পড়েছিল। সে বলটি আনতে গিয়ে খুন হলো। তার অন্তে্যষ্টিক্রিয়ার সময় ইহুদি যুবকেরা মুসলিম কোয়ার্টারে হামলা করার চেষ্টা করল।

২৩ আগস্ট জুমার নামাজের পর মুফতির উৎসাহে ইহুদিদের ওপর হামলা চালাতে হাজার হাজার মুসুল্লি আল-আকসা থেকে বের হলো। মুফতি হামলা চালাতে ইন্ধন দিচ্ছিলেন, আর তার নাশাশিবি প্রতিদ্বন্দ্বীরা জনতাকে বিরত রাখার চেষ্টা করছিল। কয়েকজন সাহসী আরব নেতা উত্তেজিত জনতাকে থামানোর চেষ্টা করলেও কাজ হয়নি। তারা জুইশ কোয়ার্টার, মন্টেফিওরির আশপাশে হামলা চালাল। এতে ৩১ জন ইহুদি নিহত হলো, জেরুজালেমে একটি বাড়িতেই একই পরিবারের পাঁচ সদস্য মারা গেল, হেবরনে ৫৯ ইহুদি প্রাণ হারাল। ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত জায়নবাদী মিলিশিয়া বাহিনী হাগানাহ পাল্টা আঘাত করল। পুরো ফিলিস্তিনে তখন মাত্র ২৯২ জন ব্রিটিশ পুলিশ ছিল। পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কায়রো থেকে বিমানযোগে সৈন্য আনা হলো। আরবদের হাতে সর্বমোট ১৩১ ইহুদি নিহত হয়েছিল। আর আরব মারা গিয়েছিল ১১৬ জন, বেশির ভাগই ব্রিটিশ সৈন্যদের গুলিতে।

আরবদের কাছে থাওরাত আল-বোরাক (বোরাক গণআন্দোলন) নামে পরিচিত এই দাঙ্গা ব্রিটিশদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দিল। চ্যান্সেলর তার ছেলেকে বলেছিলেন, 'আমার মনে হয় ঈশ্বর ছাড়া আর কেউই ফিলিস্তিনে ভালো হাই কমিশনার হতে পারবে না।' বেলফোর নীতির ব্যাখ্যা দেওয়া হচ্ছিল। ১৯৩০ সালের অক্টোবরে ঔপনিবেশমন্ত্রী লর্ড প্যাসফিল্ডের (সাবেক সিডনি ওয়েব, ফ্যাবিয়ান সমাজতন্ত্রী) শ্বেতপত্রে ইহুদি অভিবাসন সীমিত এবং ইহুদি জাতীয় আবাসভূমি থেকে পিছু হটার প্রস্তাব করা হলো। জায়নবাদীরা ক্ষুব্ধ হলো। বোরাক গণআন্দোলন উভয় পক্ষের মধ্যে চরমপন্থা উস্কে দিচ্ছিল। সহিংসতা এবং প্যাসিফিল্ডের শ্বেতপত্র ওয়াইজম্যানের ইংল্যান্ডীয় নিয়মতান্ত্রিকভিত্তিক সমাধান প্রয়াস বানচাল করে দিল। জায়নবাদীরা আর ব্রিটিশদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে চাইল না, অনেকে জ্যাবোটিনস্কির আরো কঠোর জাতীয়তাবাদী নীতির দিকে ঝুঁকে পড়ল। সপ্তদশ জায়নিস্ট কংগ্রেসে ওয়াইজম্যানকে আক্রমণ করলেন জ্যাবোটিনস্কি। ওয়াইজম্যান তখনো শ্বেতপত্র বাতিল করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী রামসে ম্যাকডোনাল্ডকে রাজি করানোর চেষ্টা করছিলেন। ম্যানডোনাল্ড তাকে চিঠি লিখেছিলেন, তা পার্লামেন্টে পাঠ করেছিলেন। এতে তিনি বেলফোর ঘোষণার প্রতি নতুন করে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন, ইহুদি অভিবাসন আবার শুরুর কথা বলেছিলেন। আরবেরা এটাকে 'কৃষ্ণ পত্র' হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু ওয়াইজম্যানকে রক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার এই উদ্যোগ তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসে জায়নিস্ট সভাপতির পদ থেকে ওয়াইজম্যানকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তিনি সাময়িকভাবে বিজ্ঞান জগতে ফিরে গিয়েছিলেন। হাগানা মূলত পল্লী এলাকার বসতিগুলোতে পাহারার কাজ করছিল। তবে তারা তখন নিজেদের সশস্ত্র করতে শুরু করেছিল। এই সংযত অবস্থায় হতাশ জঙ্গি জাতীয়তাবাদীরা জ্যাবোটিনস্কির উদ্দীপনায় পৃথক ইরগুন জভাই লেওমি (জাতীয় সামরিক সংস্থা) গঠন করেছিল। অবশ্য তখনো এটা খুবই ক্ষুদ্র ছিল। উস্কানিমূলক বক্তৃতা করার জন্য জ্যাবোটিনস্কিকে ফিলিস্তিন থেকে বহিষ্কার করা হলো। তবে তিনি ফিলিস্তিনি ও পূর্ব ইউরোপের ইহুদি তরুণদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলেন। অবশ্য ওয়াইজম্যানের স্থলাভিষিক্ত তিনি হননি, হয়েছিলেন ডেভিড বেন-গুরিয়ান। এই লোকটি ইহুদি সম্প্রদায়ের মাঝে লৌহমানব হিসেবে আবির্ভূত হলেন, যেমন আরবদের মধ্যে হয়েছিলেন মুফতি।

১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে মুফতি তার টেম্পল মাউন্ট-বিষয়ক বিশ্ব ইসলামি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করার মাধ্যমে নিজেকে বিশ্ব পর্যায়ে পরিচিতি করালেন, অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় নেতায় পরিণত হলেন। সবকিছু তার অনুকূলে চলছিল, তিনি আত্মসংযম হারালেন, ফিলিস্তিনে যেকোনো ধরনের জায়নবাদী ঔপনিবেশ স্থাপনের বিরোধিতায় অটল থাকলেন। অবশ্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরা (মেয়র নাশাশিবি, দাজানি ও খালিদি পরিবারগুলো) যুক্তি দিতে লাগল, সদ্ভাব বজায় রাখাটাই আরব ও ইহুদিদের জন্য ভালো হবে। মুফতি কোনো বিরোধিতা বরদাস্ত করতে পারছিলেন না। তিনি অভিযোগ করলেন, তার প্রতিদ্বন্দ্বিরা জায়নবাদী বিশ্বাসঘাতক, নাশাশি-বিদের মধ্যে গোপন ইহুদি রক্ত আছে। নাশাশিবি তাকে সুপ্রিম মুসলিম কাউন্সিল থেকে পদচ্যুত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। আর মুফতি তার নিয়ন্ত্রিত সব সংস্থা থেকে বিরোধীদের সরিয়ে দেওয়ার কাজ শুরু করলেন। দুর্বল ও দ্বিধায় থাকা ব্রিটিশেরা মধ্যপন্থীদের বদলে চরমপন্থীদের দিকে ঝুঁকল। ১৯৩৪ সালে নতুন হাই কমিশনার আর্থার ওয়াচোপ মেয়র হিসেবে নাশাশিবির ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে খালিদি পরিবারের একজনকে সমর্থন করলেন। এতে হোসেইনিদের সঙ্গে নাশাশিবিদের বিবাদ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল।

বিশ্ব অন্ধকার হয়ে আসছিল, শঙ্কা বাড়ছিল। ফ্যাসিবাদের রমরমার ফলে আপস-রফা দুর্বলতা মনে হতে লাগল এবং সহিংসতা শুধু গ্রহণযোগ্যই নয়, আকর্ষণীয়ও হয়ে উঠল। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি জার্মানির চ্যান্সেলর হিসেবে নিয়োগ পেলেন হিটলার।* মাত্র দুই মাস পর ৩১ মার্চ মুফতি গোপনে জেরুজালেমে জার্মান কনস্যাল হেনরিচ ওলফের সঙ্গে দেখা করে জানান, 'ফিলিস্তিনের মুসলমানেরা নতুন শাসককে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত, ফ্যাসিবাদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণতন্ত্রবিরোধী নেতৃত্ব বিকাশে আশাবাদী।' তিনি আরো বললেন, 'মুসলমানেরা জার্মানিতে ইহুদিদের বয়কট করার আশা করছে।'

হিটলারের কারণে ইউরোপীয় ইহুদিরা আতঙ্কিত হলো। স্তিমিত হয়ে আসা অভিবাসন এত মাত্রায় বেড়ে গেল যে তা চির দিনের মতো জনসংখ্যার ভারসাম্য পাল্টে দিল। ১৯৩৩ সালে ফিলিস্তিনে ৩৭ হাজার ইহুদি এলো, ১৯৩৪ সালে ৪৫ হাজার। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদি ছিল এক লাখ, আর খ্রিস্টান ও মুসলমান আরব ছিল ৬০ হাজার।[১৯] ইউরোপে নাৎসি আগ্রাসন এবং সেমিটিকবাদবিরোধী হুমকি এবং ফিলিস্তিনে উত্তেজনা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে** স্যার আর্থার ওয়াচোপ ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে স্বল্পস্থায়ী স্বর্ণযুগের রাজধানী নতুন জেরুজালেম শাসন করতে লাগলেন।

* তাকে সহায়তা করেছিলেন ভন প্যাপেন। ১৯১৭ সালে প্যাপেন জেরুজালেমে জার্মানির সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা ব্যাকুলভাবে করেন। তিনি ইতোপূর্বে চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনিই হিটলারকে নিয়োগ করার জন্য প্রেসিডেন্ট হিনডেনবার্গকে পরামর্শ দিলেন। তিনি তাকে বোঝালেন, বিশ্বস্ত অভিজাত সহকর্মীদের সাহায্যে তিনি নাৎসিদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন। 'দুই মাসের মধ্যে আমরা হিটলারকে কোণঠাসা করে ফেলব, তিনি জোরে শব্দও করতে পারবেন না।' হিটলারের ভাইস-চ্যান্সেলর হলেন প্যাপেন। তবে কিছু দিনের মধ্যেই ওই পদ ছেড়ে ইস্তাম্বুলে জার্মান রাষ্ট্রদূত হলেন। নুরেমবার্গের বিচারে তার কয়েক বছরের কারাদণ্ড হয়। তিনি ১৯৬৯ সালে মারা যান।

AMARBOI.COM

** ব্রিটিশেরা জায়নে অভিবাসন সীমিত করার চেষ্টা করার সময় যোশেফ স্ট্যালিন তার নতুন সোভিয়েত জেরুজালেম নির্মাণ করছিলেন। তিনি ঘোষণা করলেন, 'জার ইহুদিদের কোনো ভূমি দেননি, আমরা অবশ্যই দেব।' ইহুদিসম্পর্কিত তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সাংঘর্ষিক। ১৯১৩ সালে জাতীয়তাবিষয়ক বিখ্যাত প্রবন্ধে স্ট্যালিন ঘোষণা করেছিলেন, ইহুদিরা কোনো জাতি নয়, বরং 'রহস্যময়, অলীক ও পরাবাস্তববাদী।' ক্ষমতা পাওয়ামাত্র তিনি সেমিটিকবিরোধিতা নিষিদ্ধ করে বললেন, এটা 'স্বগোত্রভোজন।' ১৯২৮ সালে তিনি ইয়িদিশ ও রাশিয়ানকে সরকারি ভাষা হিসেবে গণ্য করে একটি সেক্যুলার ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন। ১৯৩৪ সালে চীনা সীমান্তে স্ট্যালিনস জায়ন নামে ইহুদি স্বায়াত্তশাসিত অঞ্চল উদ্বোধন করা হয়। আবাসটি আসলে ছিল বিরোবিডঝানের এক জলাভূমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং হলুকাস্টের পর তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভাইচেস্লাভ মলোটভ এবং অন্যরা কিছুটা উন্নত স্থান ক্রিমিয়ায় ইহুদিদের আরেকটি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠায় সমর্থন করে। এটাকে স্ট্যালিনের ক্যালিফোর্নিয়াও বলা হতো। সেটা শেষ পর্যন্ত স্ট্যালিনের মধ্যে তীব্র সেমিটিক-বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ১৯৪৮ সাল নাগাদ বিরোবিডঝানে ৩৫ হাজার ইহুদি ছিল। বর্তমানে সেখানে কয়েক হাজার ইহুদি বাস করে, এখনো ইয়িদিশ ভাষা ব্যবহৃত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়াচোপের রাজধানী : শিকার, ক্যাফে, পার্টি এবং সাদা স্যুট

ধনী ব্যাচেলর ওয়াচোপ আমোদপ্রমোদ আয়োজন পছন্দ করতেন। জেনারেল নতুন গভর্নমেন্ট হাউজে অতিথিদের স্বাগত জানানোর সময় টকটকে লাল দুটি পরিচিতিফলক (*ক্যাভাসেস*) লাগাতেন, সোনায় গিলটি করা ছড়ি ঘুড়াতেন, পালকসজ্জিত হ্যালমেট পরতেন। নগরীর দক্ষিণ প্রান্তে ইভিল কাউন্সেল হিলে ব্যারনিয়াল-কাম-মুরিশ প্রাসাদটিতে একটি অষ্টাকোণী টাওয়ার, ঝরনা বাবলা ও পাইন বাগান ছিল। মিনি ইংরেজ দুনিয়া নামে পরিচিত বাড়িটিতে নকশা-কাটা বলরুম, ক্রিস্টালের ঝাড়বাতি, পুলিশ ব্যান্ডের জন্য গ্যালারি, ডাইনিং হল, বিলিয়ার্ড রুম, ইংরেজ ও স্থানীয়দের জন্য আলাদা আলাদা বাথরুম ছিল। কুকুরপ্রেমী জাতিটির জন্য জেরুজালেমের একমাত্র কুকুর সমাধিও ছিল এখানে। অতিথিরা ইউনিফর্ম বা টপ হ্যাট ও টেইল পরতেন। একজন স্মৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'টাকা আর শ্যাম্পেন পানির মতো প্রবাহিত হতো।'

ব্রিটিশেরা চোখ ধাঁধানো দ্রুততায় আধুনিক জেরুজালেমের মূলকেন্দ্র হিসেবে ওয়াচোপের বাড়িটি নির্মাণ করেছিল। নতুন হাদাসাহ হাসপাতালের কাছে মাউন্ট স্কোপাসে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধনের জন্য প্রবীণ আর্ল অব বেলফোর নিজে এসেছিলেন। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের স্থাপত্যবিদ সমুত্থিত শক্তিমত্ত টাওয়ারের আদলে একটি ওয়াইএমসিএ বানাল। প্রাচীরগুলোর সামান্য উত্তরে রকফেলাররা গোথিক-মুরিশ জাদুঘর নির্মাণ করল। কিং জর্জ ফিফথ অ্যাভেনিউ'র 'জাঁকজমকপূর্ণ দোকানপাট, উঁচু ঝাড়বাতি লাগানো ক্যাফে ও প্রাচুর্যের সমারোহ জেরুজালেমবাসী ইহুদি অ্যামোস ওজকে (পরে বিখ্যাত ইসরাইলি লেখক) 'চলচ্চিত্রে দেখা চাকচিক্যপূর্ণ লন্ডন টাউনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।' এখানে 'সংস্কৃতি-সন্ধানী ইহুদি ও আরবরা রুচিবান ইংরেজদের সঙ্গে মিশত, যেখানে লম্বা গলাওয়ালা স্বপ্নের নারীরা সান্ধ্যপোশাকে ভেসে বেড়াত।' জেরুজালেমে তখন ছিল জাজ যুগ। স্বর্ণযুগ আগমনে বিশ্বাসী ইভানজেলিবাদের পাশাপাশি দ্রুত গতির গাড়িতে থাকত যৌবনা তরুণীরা। বার্থা স্প্যাফোর্ডের সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে *বস্টন হেরাল্ড* লিখেছিল, 'হারেম সুন্দরীরা জেরুজালেমে ফোর্ড চালায়।' পত্রিকাটিতে জানিয়েছিলেন, তিনিই 'তুর্কিদের ফ্লিভার্স [আমেরিকান গাড়ি] ও ভ্যাকুয়াম বোতলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।' তিনি আরো বলেছিলেন, 'বেলফোর নয়, ঈশ্বরই ফিলিস্তিনে ইহুদিদের পাঠাবেন।'

তখনো জেরুজালেমে মহানগরীর বিলাসিতা অভাব ছিল। শহরে প্রথম শ্রেণীর হোটেলের যাত্রা শুরু হয় ১৯৩০ সালে। সম্পদশালী মিসরীয় ইহুদিদের সমর্থনে ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইঙ্গ-জুইশ ফ্রাঙ্ক গোল্ডস্মিথের (স্যার জেমসের পিতা) অর্থায়নে রাজসিক কিং ডেভিড হোটেল নির্মিত হলো। আসিরীয়, হিতিতি ও মুসলিম শৈলীর সমন্বয়ে 'বাইবেলিক রীতি'র জন্য আলোচিত হোটেলটি দ্রুত নগরীর স্টাইলিশ কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে 'সাদা পাজামা ও লাল তুর্কি টুপি পরা দীর্ঘদেহী সুদানি' ওয়েটারেরা সদাপ্রস্তুত থাকত। এক আমেরিকান পর্যটক এটাকে সংস্কার করা টেম্পল অব সলোমন ভেবেছিল। রাগিব নাশাশিবি এখানে প্রতিদিন চুল কাটতেন। লেবানন ও মিসরের ধনী আরবদের জন্য হোটেলটি জেরুজালেমে বিলাসবহুল রিসোর্টে পরিণত হলো। ওই এলাকার ক্ষয়িষ্ণু রাজপরিবারের সদস্যরা প্রায়ই সেখানে ওঠত। ট্রান্সজর্ডানের আমির আবদুল্লাহ নিয়মিত সেখানে থাকতেন। কিং ডেভিড তার উট ও ঘোড়াগুলোকে সামাল দিতে পারত । ১৯৩৪ সালে চার্চিল তার স্ত্রী এবং বন্ধু লর্ড ময়নেকে নিয়ে সেখানে থেকেছিলেন। লর্ড ময়নে পরে ফিলিস্তিন সজ্ঘাতের শিকার হয়েছিলেন। পিছিয়ে না পড়ার আশায় মুফতি নিজের হোটেল বানালেন। প্রাচীন ম্যামিলা সেমেটেরি এলাকায় দ্য প্যালেস নামের ওই হোটেলটি নির্মাণে তিনি ইহুদি ঠিকাদারদের সহায়তা নিয়েছিলেন।

আমেরিকার এক ইহুদি (সাবেক নার্স) যখন প্রথম বিউটি পার্লার খুললেন, তখন কৃষকেরা দাঁড়িয়ে পিটপিট করে তাকাত, জানালা দিয়ে সেখানে কর্মরতা নারীদের সঙ্গে কথা বলতে চাইত। নগরীর বইয়ের সেরা দোকানটি ছিল জাফা গেটের কাছে। সেটা চালাতেন বুদ্ধিজীবী অ্যাডওয়ার্ডের পিতা বৌলস সাইদ এবং তার ভাই। অত্যাধুনিক ফ্যাশনদুরস্ত অ্যাম্পোরিয়ামটির মালিক ছিলেন কুর্ট মে এবং তার স্ত্রী। হিটলারের ভয়ে এই জার্মান পরিবারটি পালিয়ে এসেছিল। তিনি দোকানের নাম রাখলেন 'মে,' দরজার ওপরে হিব্রু, ইংরেজি ও আরবিতে সেটি লিখে রাখার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সবকিছু জার্মানি থেকে আনতেন, এর ফলে এটা ইহুদি ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ প্রশাসকদের এবং জর্ডানের আবদুল্লাহর ধনী স্ত্রীদের দ্রুত আকৃষ্ট করে। সম্রাট হাইলে সেলাসি এবং তার সহযাত্রীরা একবার পুরো দোকান কিনে ফেলেছিলেন। মে দম্পতি ইহুদিদের চেয়ে বেশি ছিল জার্মানভাবাপন্ন। বিশ্বযুদ্ধে কুর্ট আয়রন ক্রস পেয়েছিলেন, তারা ছিলেন পুরোপুরি অধার্মিক। মে দম্পতি দোকানের ওপরের তলায় বাস করত। তাদের মেয়ে মিরিয়ামের জন্ম হলে তিনি তার দুধ খাওয়ানোর জন্য এক আরব ধাত্রী নিয়োগ করেছিলেন। আর মেয়েটি বড় হলে তার মা-বাবা তাকে তাদের প্রতিবেশী পোলিশ ইহুদিদের সঙ্গে খেলতে বারণ করেছিলেন, কারণ তারা 'খুব একটা মার্জিত নয়।' জেরুজালেম তখনো ছোট শহর। মিরিয়ামের বাবা তাকে নিয়ে হেঁটে নগরীর বাইরে যেতেন জুদাইন পাহাড়গুলো থেকে সাক্লেমেন ফুল কুড়িয়ে আনতে। শুক্রবার রাত ছিল তাদের সামাজিক সপ্তাহের সবচেয়ে ভালো দিন। সেদিন যখন উগ্র ইহুদিরা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রার্থনা করত, যে পরিবারের সদস্যরা তখন কিং ডেভিড হোটেলে যেত নাচতে।

ব্রিটিশেরা ফিলিস্তিনকে সত্যিকারের রাজকীয় প্রদেশ বিবেচনা করত। ব্রিগেডিয়ার অ্যাঙ্গাস ম্যাকনিল 'রামলে ভেল জ্যাকেল হাউন্ডস হান্ট' প্রতিষ্ঠা করেন, কুকুর নিয়ে শেয়াল তাড়া করতে। অফিসার্স ক্লাবে জায়নবাদী অতিথিরা লক্ষ করত, সব কথোপকথনই হাঁস শিকার, পোলো খেলা বা ঘোড়দৌড় নিয়ে। এক তরুণ অফিসার তার ব্যক্তিগত বিমান নিয়ে নগরীতে নেমেছিল।

ব্রিটিশদের নিজস্ব আভিজাত্যের জটিলতায় গড়ে ওঠা তাদের পাবলিক স্কুলের ছেলেরা জেরুজালেমের স্তরক্রমিকতায় আনন্দ করত, বিশেষ করে গভর্নমেন্ট হাউজের ডিনার পার্টিগুলোতে সামাজিক শিষ্টাচারের প্রয়োজন হতো। জন চ্যান্সেলরের সহকারী স্যার হ্যারি লুক জানিয়েছেন, টোস্টমাস্টার হাই কমিশনার, প্রধান রাব্বি, প্রধান বিচারপতি, মেয়র, প্যাট্রিয়ার্কদের স্বাগত জানাতেন এই বলে : 'ইয়োর এক্সেলেন্সি, ইয়োর অনার, ইয়োর বিউটিটিচুডেজ, ইয়োর ইমিনেন্স, ইয়োর লর্ড বিশপ, ইয়োর প্যাটেরনিটি, ইয়োর রেভারেন্ড, ইয়োর ওরশিপ, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান।'

১৯৩১ সালে সমৃদ্ধশালী নতুন জেরুজালেমে জনসংখ্যা দাঁড়ায় এক লাখ ৩২ হাজার ৬৬১-এ। ব্রিটিশ শাসন ও ইহুদি অভিবাসনে অর্থনীতি বিকশিত হয়েছিল, সেইসঙ্গে আরব অভিবাসনও বাড়ছিল। ফিলিস্তিনে ইহুদিদের চেয়ে আরবদের অভিবাসন হার বেশি ছিল। ফিলিস্তিনে আরব জনসংখ্যা ১০ গুণ বাড়ে, যা ছিল সিরিয়া ও লেবাননের দ্বিগুণ।* ১০ বছরে জেরুজালেম ২১ হাজার নতুন আরব ও ২০ হাজার নতুন ইহুদিকে আকৃষ্ট করে। সময়টা সেখানকার বনেদি পরিবারগুলোর জন্য দারুণ বিবেচিত হয়। ব্রিটিশেরা আরব বনেদি পরিবারদের (নুসেইবেহ ও নাশাশিবি) প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিল। এসব পরিবার তখনো ২৫ ভাগ জমির মালিক ছিল। স্যারি নুসেইবেহ লিখেছেন, তারা 'ব্রিটিশদের আমদানি করা সামাজিক বিধানের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিয়েছিল।' পরে তিনি ফিলিস্তিনি দার্শনিক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। রাশিয়ার ইহুদি ভুঁইফোড়ের চেয়ে 'একই ভদ্রসমাজের এসব লোক এবং বেসামরিক ইংরেজ কর্মকর্তারা পরস্পরকে বেশি পছন্দ করত।'

বনেদি পরিবারগুলো আগে কখনো এত বিলাসী জীবনযাপন করেনি : হাজেম নুসেইবেহ'র পিতা দুটি 'প্রাসাদতুল বাড়ির মালিক ছিলেন, প্রতিটিতে ছিল ২০-৩০টি করে কক্ষ।' পিতারা কনস্টানটিনোপলে পড়াশোনা করেছিল, তাদের ছেলেরা শেখ জারার সেন্ট জর্জেজ পাবলিক স্কুলে, তারপর অক্সফোর্ডে ভর্তি হয়েছে। স্যারির চাচা হাজেম নুসেইবেহ লিখেছেন, 'বসন্তকালে আরব জেরুজালেমের *এফেন্দি* বনেদি পরিবারের সদস্যদের সুন্দর সাদা সিল্ক স্যুট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চকচকে জুতা ও সিল্কের টাই পরা অবস্থায় দেখতে ভালো লাগত।' হাজেমের ভাই আনোয়ার নুসেইবেহ জেরুজালেমে প্রথম বুইক (বিলাসবহুল গাড়ি) নিয়ে আসেন।

আরব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে (মুসলিম ও অর্থোডক্স) ম্যান্ডেট কর্তৃপক্ষের অধীনে কাজ করত। তারা শেখ জারা, তালবিয়াহ, বাকা ও কাতামনের উসমানিয়া দুনিয়ার গোলাপি পাথরের ভিলাগুলোতে বসবাস করত। অ্যামোস ওজ এসব এলাকা সম্পর্কে বলেছেন 'ক্রুশ, মিনার চূড়া, মসজিদ ও অতিন্দ্রীয়বাদে মুড়ে থাকা একটি অবগুণ্ঠ নগরী,' এবং 'সন্ন্যাসী ও নান, কাজি ও মুয়াজ্জিন, বনেদি পরিবার, পর্দানশীল নারী ও আলখিল্লা পরা পাদ্রিতে' পরিপূর্ণ। ওজ একবার স্বচ্ছল আরব পরিবারে গিয়ে 'গোফধারী পুরুষ, অলংকার পরা নারী' এবং 'লাস্যময়ী বালিকা, সরু নিতম্ব, লাল নোখ ও চমৎকার কেশবিন্যাস এবং সংক্ষিপ্ত স্কার্টের' প্রশংসা করেছিলেন।

ইতিহাসবিদ জর্জ অ্যান্টোনিয়াস এবং তার স্ত্রী ক্যাটি 'সারা বছর ব্যয়বহুল পার্টি, লাঞ্চ, ডিনার ও রিসিপশন' আয়োজন করতেন। অ্যান্টেনিয়াস ছিলেন সুদর্শন 'অন্যতম ক্যাম্ব্রিজ ডান এবং সিরীয় দেশপ্রেমিক' অপ্রতিরোধ্য 'লাস্যময়ী ও সুন্দরী' ক্যাটি ছিলেন মিসরীয় সংবাদপত্রগুলোর লেবাননি মালিকের মেয়ে। ** শেখ জারায় তাদের ভিলাটির মালিক ছিলেন মুফতি। সেখানে ১২ হাজার বই ছিল। বাড়িটি আরব বনেদি, ব্রিটিশ অভিজাত, সেলেব্রেটি পর্যটকসহ আরব জাতীয়তাবাদীদের মিলনক্ষেত্র ছিল। 'সুন্দরী নারী, সুস্বাদু খাবার, চতুর সংলাপ : জেরুজালেমের সেরা পার্টিগুলো সেখানে হতো, প্রত্যেকে প্রত্যেকের হয়ে যেত,' জানিয়েছেন নাসিরউদ্দিন নাশাশিবি। 'আর এগুলো হতে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে আনন্দজনক পরিবেশে।' তাদের বিয়েটা ভেঙে যাবে বলে গুঞ্জন ছিল। ক্যাটি ছিলেন জঘন্য রকমের প্রণয়লিপ্সু, ইউনিফর্মধারী ইংরেজদের প্রতি তার দুর্বলতা ছিল। 'তিনি ছিলেন দুষ্টু, সবকিছুর প্রতি কৌতূহলী,' জানিয়েছেন প্রবীণ এক জেরুজালেমবাসী; 'তিনি গসিপ সৃষ্টি করতেন, সব সময় লোকজনের মধ্যে প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিতেন।' পরে অ্যান্টোনিয়াস তার মেয়েকে স্থানীয় এক সংস্কৃতমনার দেওয়া একটি ড্যান্স ব্যান্ডের পার্টির কথা বলেছিলেন, যেখানে তিনি তার নিজের উচ্ছ্বল জেরুজালেম পার্টি গেমের কথা বলে অন্য অতিথিদের হতবিহবল ও রোমাঞ্চিত করেছিলেন : তিনি ১০ জোড়া লোককে আমন্ত্রণ জানাবেন, তবে প্রত্যেকেই বিপরীত লিঙ্গের এক সঙ্গীকে নিয়ে আসবে, অবশ্য ওই সঙ্গী তার স্বামী বা স্ত্রী হতে পারবে না- তারপর তারা দেখবেন কী ঘটে।

জায়নবাদের প্রতি ব্রিটিশ উৎসাহ স্তিমিত হওয়ায় ইহুদিরা ক্রমাগত পরবাসী হয়ে পড়ছিল। হাই কমিশনার স্যার জন চ্যান্সেলর যখন ইহুদিরা 'অকৃতজ্ঞ জাতি' বলে অভিযোগ করেছিলেন, তখন তিনি সম্ভবত সত্যিকারের অবস্থা তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেছিলেন। প্রতিটি ইহুদি এলাকা ভিন্ন একটি দেশে পরিণত হয়েছিল : ধর্মনিরপেক্ষ জার্মান অধ্যাপক ও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের আবাসিক এলাকা রেহাভিয়া ছিল সভ্য, শান্ত ও ইউরোপীয় ধাঁচের, বসবাসের জন্য সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত উপশহর; বোখারান কোয়ার্টার ছিল মধ্য এশিয়ার; হ্যাসিদিক মিয়া শেয়ারিম ছিল জীর্ণ, যেন দরিদ্র ও দুর্গন্ধপূর্ণ ১৭ শতকের পোল্যান্ড; জিখোরন জায়ন ছিল 'দরিদ্র আশকেনাজি রান্নার গন্ধ, বুরসচট (বিটের বিশেষ স্যুপ), রসুন, পেঁয়াজ ও সুপারক্রাটের (বাঁধাকপি তরকারি) গন্ধে' ভরা, জানিয়েছেন অ্যামোস ওজ; ট্যালপিয়ট ছিল 'বার্লিন গার্ডেন উপশহরের জেরুজালেম সংস্করণ,' আর তার নিজের বাড়ি ছিল কেরেম আব্রাহামে, ব্রিটিশ কনস্যাল জেমস ফিনের পুরনো বাড়ির পাশে, যা ছিল পুরোপুরি রাশিয়ান ধরনের, 'শেখভের কথা মনে করিয়ে দিত।'

ওয়াইজম্যান জেরুজালেমকে বলতেন 'আধুনিক বাবেল'। তবে সহিংসতা এবং অমঙ্গলের ঘনঘটার মধ্যেও এই ভিন্ন ভিন্ন জগত পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল। হাজেম নুসেইবেহ লিখেছেন, ওই কসমোপলিটান জেরুজালেম ছিল 'বসবাসের জন্য বিশ্বে সবচেয়ে আনন্দদায়ক নগরী।' ক্যাফেগুলো সব সময় খোলা থাকত, নতুন প্রজন্মের বুদ্ধিজীবী, নগরবাসী, ভবঘুরেরা সেখানে ভিড় করত। তাদের আয়ের উৎস ছিল কমলার বাগান, সংবাদপত্রের নিবন্ধ ও বেসামরিক চাকরি। ক্যাফেগুলো মাতিয়ে রাখত আরবি-নৃত্য, চটুল *সুজি*, ক্যাবারে-সঙ্গীত, ঐতিহ্যবাহী লোকগীতি, জাজ ব্যান্ড ও মিসরীয় জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীরা। ম্যান্ডেটের প্রথম দিকে জাফা গেটের ঠিক ভেতরে ইম্পেরিয়াল হোটেলের পাশে উচ্ছল বুদ্ধিজীবী খলিল সাকাকিনি 'ভবঘুরে ক্যাফেতে' আসর জমিয়ে বসতেন। সেখানে এই স্বঘোষিত 'কুড়ের বাদশাহ' *নারগিলে* পাইপ টেনে আর লেবাননি *আরক* পানিতে চুমু দিতে দিতে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন, তার আনন্দবাদী দর্শন 'ভবঘুরের ইস্তেহারের' (ম্যানিফিস্টো অব ভেগাবন্ড) ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেন, 'আমাদের পার্টির মূলমন্ত্র হলো অলসতা। দিনে কাজ করতে হবে দুই ঘণ্টা', বাকি সময় 'খানা-পিনা আর মজায়' মজে থাকো। তবে ফিলিস্তিনের শিক্ষাবিষয়ক পরিদর্শক হওয়ার পর তার পরিশ্রমবিমুখতা বেশ সীমিত হয়ে পড়েছিল।

মিউনিসিপ্যাল চাকরি করলেও বীণাবাদক ওয়াসিফ জাওহারিয়াহকে কোনো কাজ করতে হতো না। ফলে তিনি অনেক দিন থেকেই অলসতায় মজে ছিলেন। তার ভাই জাফা রোডে রাশিয়ান কম্পাউন্ডে ক্যাফে জাওহারিয়াহ খুলেছিলেন, সেখানে ক্যাবারে ও ব্যান্ড হতো। কাছের পোস্টাল ক্যাফেতে নিয়মিত আসা এক অভিবাসী কসমোপলিটান কাস্টমারদের পরিচিতি সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাদের মধ্যে আছে সাদা দাড়িওয়ালা জারবাদী অফিসার, তরুণ কেরানি; অভিবাসী চিত্রকর, এক অভিজাত নারী যিনি সব সময় ইউক্রেনে তার সম্পদের কথা বলেন এবং অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তরুণ ও তরুণী অভিবাসী।' ব্রিটিশদের অনেকে এই 'প্রকৃত মিশ্র সংস্কৃতি' উপভোগ করত। স্যার হ্যারি লুক জেরুজালেমের মিশ্র সংস্কৃতির একটি আদর্শ বাড়িতে কর্মরত বিভিন্ন ধরনের লোকের উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে : 'আয়া এসেছে দক্ষিণ ইংল্যান্ড থেকে, পরিচারক একজন শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ান,*** চাকরটি সিপ্রিয়ট তুর্কি, আহমদ নামের পাচকটি বোকা কৃষ্ণ বার্বার, রান্নার সহায়তাকারী ছেলেটি এক আর্মেনীয় যে মাঝে মাঝে মেয়ে সেজে আমাদের চমকে দেয়; হাউজমেড রাশিয়ান।' তবে সবাই এমন মুগ্ধ হতেন না। জেনারেল স্যার ওয়াল্টার স্ক্যাইব কনগ্রেভ বলেছেন, 'আমি এত বিচিত্র লোক পছন্দ করি না। এত লোক সবাই মিলেও একজন ইংরেজেরও সমকক্ষ নয়।'

* ১৯৩৮ সালে উডহেড কমিশন জানায় যে ১৯১৯ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত ফিলিস্তিনে আরব জনসংখ্যা বাড়ে চার লাখ ১৯ হাজার আর ইহুদি বেড়েছে তিন লাখ ৪৩ হাজার।

** অ্যান্টোনিয়াস ছিলেন ধনী খ্রিস্টান লেবাননি সূতা-ব্যবসায়ীর ছেলে। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন, ভিক্টোরিয়া কলেজ ও ক্যাম্ব্রিজে পড়াশোনা করেছেন। তিনি ই এম ফর্স্টারের বন্ধুও ছিলেন, ম্যান্ডেটের সহকারী শিক্ষা পরিচালক ছিলেন। তিনি তার গ্রন্থ *দ্য আরব অ্যাওয়াকেনিং*-এ আরব বিদ্রোহ এবং ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস লিখেছেন। আরব জাতীয়তাবাদের ওপরে এটাকে আকর গ্রন্থ বিবেচনা করা হয়। অ্যান্টোনিয়াস মুফতি এবং ব্রিটিশ হাই কমিশনার উভয়কেই পরামর্শ দিতেন। অন্টোনিয়াসের মেয়ে সুরাইয়া পরে সম্ভবত তার সময়ের সেরা উপন্যাসটি লিখেছিলেন। তার মা-বাবার সমাজের কাহিনীভিত্তিক তার বইটির নাম *হোয়ার দ্য জিন কনসাল্ট*।

*** জেরুজালেম তখনো শ্বেতাঙ্গ রাশিয়ানে পরিপূর্ণ। তবে জনৈক গ্র্যান্ড ডাচেস মৃত্যুর পরও এই শহরে ফিরে এসেছিলেন। ১৯১৮ সালে গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেইয়ের বিধবা ইলাকে, যিনি নান হয়েছিলেন, বলশেভিকরা গ্রেফতার করে। তার খুলি গুঁড়িয়ে দিয়ে আলাপাইভস্কের একটি খনির ভেতর ফেলে দেওয়া হয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে বলশেভিকেরা তার বোন সম্রাজ্ঞী আলেকজান্দ্রা, সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাদের সব সন্তানকে হত্যা করেছিল। হোয়াইটেরা আলাপাইভস্কের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পর মৃতদেহগুলো আবিষ্কার করে : ইলার দেহটি খুব একটা পচেনি। তার এবং তার প্রতি নিবেদিত অপর নান সিস্টার বারবারার দেহ দুটি পিকিং, বোম্বাই ও পোর্ট সৈয়দ হয়ে জেরুজালেমে পৌঁছে, সেখানে ১৯২১ সালের জানুয়ারি তাদের গ্রহণ করেন স্যার হ্যারি লুক। ইহুদি অভিবাসীদের মধ্যে থাকা বলশেভিকপন্থীদের বিক্ষোভ এড়ানোর জন্য তিনি মৃতদেহগুলো ঘুরপথে আনার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'দুটি নিরাভরণ কফিন ট্রেন থেকে নামানো হলো। ছোট্ট শোভাযাত্রাটি শোকবিধুর পরিবেশে অলিভেটে গেল,' লিখেছেন লুই, মার্কুইজ অব মিডফোর্ড হ্যাভেনস। তিনি এবং তার স্ত্রী ভিক্টোরিয়া কফিন দুটি বয়ে নিতে সাহায্য করেছেন। 'রাশিয়ান কৃষাণী, আটকে পড়া তীর্থযাত্রীরা শোক প্রকাশ করতে করতে কফিনের কিছু অংশ পেতে যেন যুদ্ধ করছিল।' মিডফোর্ড হ্যাভেনসরা ছিলেন প্রিন্স ফিলিপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিউক অব এডিনবরার দাদা-দাদি। 'শহিদ' এলিজাবেথকে মাহাত্ম্য দান করা হয়, তাদেরকে ম্যারি ম্যাগডালিন চার্চের সাদা মার্বেল পাথরের শবাধারে রাখা হলো। তিনি ও তার স্বামী এটা নির্মাণ করেছিলেন। পরে মস্কোর মার্থা অ্যান্ড ম্যারি কনভেন্টে তার সন্ত-সংক্রান্ত স্মারকের কিছু অংশ ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

বেন-গুরিয়ান ও মুফতি : কম্পমান সোফা

মুফতি তখন সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন, তবে আরবদের অসংখ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সমন্বয় করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। জর্জ অন্টোনিয়াসের মতো উদার পশ্চিমাপন্থী-রা ছিল, ছিল মার্কসবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী ও ইসলামি মৌলবাদীরা। অনেক আরব মুফতিকে প্রচণ্ড ঘৃণা করত, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি হচ্ছিল, কেবল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমেই জায়নবাদ ঠেকানো সম্ভব। ১৯৩৩ সালের নভেম্বরে সাবেক মেয়র মুসা কাজেম হোসেইনি জেরুজালেমে একটি বিক্ষোভে নেতৃত্ব দিলেন, এর ফলে সৃষ্ট দাঙ্গায় ৩০ জন আরব নিহত হলো। তিনি মুফতির কাজিন হলেও তাকে পছন্দ করতেন না। পরের বছর কাজেম মারা গেলে আরবেরা সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক প্রবীণ নেতাকে হারাল। পরবর্তীকালের ফিলিস্তিনি নেতা আহমদ শুকাইরি লিখেছেন, 'মুসা কাজেমের জন্য জনগণ অনেক কেঁদেছে। আর হাজি আমিন (মুফতি) অনেককে কাঁদিয়েছেন।'

AMARBOI.COM

ম্যান্ডেটের দ্বিতীয় দশকে আড়াই লাখের বেশি ইহুদি ফিলিস্তিনে আসে, প্রথম দশকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। জেরুজালেমের বনেদি সম্প্রদায়ের সবচেয়ে মার্জিত ব্যক্তিবর্গ, অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভকারী কিংবা মুসলিম ব্রাদারহুডের ইসলামপন্থী অর্থাৎ সবার কাছে মনে হতে লাগল, ব্রিটিশেরা কখনো অভিবাসন বন্ধ করবে না কিংবা আরো সঙ্ঘবদ্ধ সংগঠন ইয়িশুভের (ইহুদি সম্প্রদায় এই নামে পরিচিত ছিল) রাশ টেনে ধরবে না। সময় ফুরিয়ে যাচ্ছিল। ১৯৩৫ সালে অভিবাসনের সর্বোচ্চ ঢেউয়ে ৬৬ হাজার ইহুদি এলো। তখন জাতীয় ঐতিহ্য বিশুদ্ধ রাখার সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য পন্থা বিবেচিত হচ্ছিল যুদ্ধ। এমনকি বুদ্ধিজীবী সাকাকিনি এবং আনন্দবাদী জাওহারিয়াহ পর্যন্ত এখন বিশ্বাস করতে লাগলেন, কেবল সহিংসতাই ফিলিস্তিনকে রক্ষা করতে পারে। হাজেম নুসেইবেহ লিখলেন, একমাত্র সমাধান হলো 'সশস্ত্র বিদ্রোহ।'

এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিলেন বয়োঃবৃদ্ধ ওয়াইজম্যান। তিনি আবার জায়নিস্ট প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। তবে তখন আসল ক্ষমতা বেন-গুরিয়ানের হাতে। তিনি সবেমাত্র ইয়িশুভের সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী জুইশ এজেন্সির এক্সিকিউটিভের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন। উভয়েই ছিলেন স্বৈরাচারী ও বুদ্ধিজীবী ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক, জায়নবাদী ও পশ্চিমা গণতন্ত্রে নিবেদিত, তবে পরস্পরের বিপরীত। বেন-গুরিয়ান ছিলেন সোজা-সাপ্টা কাজে বিশ্বাসী, যুদ্ধ কিংবা শান্তি সব সময়ের কাজে উপযোগী, আড্ডা দিতে (ইতিহাস ও দর্শন ছাড়া) অক্ষম এবং রসবোধহীন। বেঁটে বেন-গুরিয়ানের একমাত্র কৌতুক ছিল নেপোলিয়নের উচ্চতা নিয়ে। এর পাঞ্চলাইনটি হলো : 'নেপোলিয়নের চেয়ে বড় কেউ নয়, শুধু লম্বা।' বিবাহসূত্রে দুই সন্তানের জনক, অসুখী স্বামী বেন-গুরিয়ান লন্ডনে দীর্ঘাঙ্গিনী, নীলনয়না এক ইংরেজ নারীর সতর্ক ভালোবাসা উপভোগ করতেন। তবে তিনি ক্রমশ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ছিলেন, সুচিন্তিত কৌশল ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত থাকতেন। বই সংগ্রহের জন্য তিনি সময় পেলেই পুরনো বইয়ের দোকানে ঢু মারতেন। ওল্ড ম্যান নামেই তিনি পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন। সারভেন্টিস পড়ার জন্য স্প্যানিশ, প্লাটো অধ্যয়নের জন্য গ্রিক শিখেছিলেন, রাষ্ট্রসম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তিনি গ্রিক দর্শন পড়তেন; যুদ্ধের সময় পাঠ করতেন ক্লাউসেউইটজ।

ওয়াইজম্যান ছিলেন জায়নবাদের *গ্র্যান্ড সিগনর* (তুর্কি সুলতানের একটি পদবি)। পরতেন স্যাভিল রো স্যুট, গ্যালিলির রোদতপ্ত খামারের চেয়ে মেফেয়ারের স্যালুনগুলোতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন এবং এখন তার বন্ধু সিফ পরিবারের দান করা মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সারের প্রাথমিক শেয়ারে স্বচ্ছল জীবন কাটাচ্ছিলেন। 'আপনি এখন ইসরাইলের রাজা,' বেন-গুরিয়ান তাকে বলেছিলেন। তবে তিনি অল্প সময় পর 'ওয়াইজম্যানের ব্যক্তিপূজার' বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। ওয়াইজম্যান জানতেন, তিনি বেন-গুরিয়ানের মতো যুদ্ধবাজ হতে পারবেন না। বেন-গুরিয়ানের জঙ্গি মনোভাবের প্রতি তার আধা শ্রদ্ধা ও আধা তাচ্ছিল্য ছিল। তিনি তার ৬০০ পৃষ্ঠার স্মৃতিলেখায় বেন-গুরিয়ানের কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র দুবার। ওয়াইজম্যানকে ভ্রান্তভাবে লেনিনের মতো দেখা যেত। তবে বেন-গুরিয়ান বলশেভিকদের নির্মম কৌশল আত্মস্থ করেছিলেন।

তিনি শুরু করেছিলেন সমাজতন্ত্রী হিসেবে, শ্রমিক আন্দোলনে বেড়ে উঠেছিলেন, ইহুদি ও আরব শ্রমজীবীদের সহযোগিতার মাধ্যমে নতুন ফিলিস্তিন গড়ার বিশ্বাস খুব একটা হারাননি। বেন-গুরিয়ান হয়তো ইহুদি রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখতেন, তবে তা পুরোপুরি অসম্ভব, অনেক দূরের বিষয় বলে মনে হতো। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, 'আরব জাতীয়তাবাদ আন্দোলন এবং রাজনৈতিক জায়নবাদ প্রায় একই সময় গড়ে ওঠেছে।' তিনি মনে করতেন, বর্তমানে ইহুদিরা সর্বোচ্চ আরব-ইহুদি কনফেডারেশনের আশা করতে পারে। তিনি ও মুফতি উভয়েই অভিন্ন রাষ্ট্রের পরিকল্পনা নিয়ে একে অপরের চিন্তা-ভাবনা খতিয়ে দেখছিলেন, একটি সমঝোতা তখনো সম্ভব মনে হচ্ছিল। ১৯৩৪ সালের আগস্টে বেন-গুরিয়ান ব্রিটিশদের আইনজীবী মুসা আল-আলামি* এবং জর্জ অ্যান্টোনিয়াসের সঙ্গে বৈঠক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে শুরু করলেন। আলামি ও অ্যান্টোনিয়াস উভয়েই ছিলেন মুফতির উপদেষ্টা। বেন-গুরিয়ান একটি ইহুদি-আরব অভিন্ন সরকার কিংবা ট্রান্সজর্ডানিয়ান ও ইরাকসহ আরব ফেডারেশনের মধ্যে ইহুদিদের সত্তা নিশ্চিত করার প্রস্তাব করেছিলেন। বেন-গুরিয়ান যুক্তি দিয়েছিলেন, ফিলিস্তিন একটি সোফা : সেখানে উভয়ের জন্য জায়গা আছে। মুফতি এতে অভিভূত হলেও কোনো ধরনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। পরে আলামি স্মৃতিচারণ করেছেন, মুফতি ও বেন-গুরিয়ান উভয়ে একই ধরনের কঠোর জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করতেন, তবে ইহুদি নেতাটি ছিলেন অনেক বেশি নমনীয় ও দক্ষ। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন, আরবেরা কখনো নিজেদের বেন-গুরিয়ান তৈরি করতে পারেনি। এদিকে মুফতি ও তার সমপর্যায়ের বনেদি লোকেরা তাদের আন্দোলনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন।

১৯৩৫ সালের নভেম্বরে শেখ ইজ্জাত আদ-দিন আল কাসিম নামের এক সিরীয় আলেম ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি হাইফায় মুফতির *শরিয়াহ* আদালতে জুনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছিলেন। মুফতির চেয়ে বেশি চরমপন্থী এই লোকটি যেকোনো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতায় বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন। এই বিশুদ্ধ মৌলবাদী *শাহাদাতের* মর্যাদায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, বলা যায় তিনিই বর্তমান আল-কায়েদা ও জিহাদিদের পূর্বসূরি। এখন তিনি তার কৃষ্ণহস্ত (ব্ল্যাক হ্যান্ড সেল) শাখার ১৩ মুজাহিদকে পার্বত্য এলাকায় নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। সেখানে ২০ নভেম্বর ৪০০ ব্রিটিশ পুলিশ অফিসারেরা তাকে ঘিরে ফেলে হত্যা করে। কাসিমের শাহাদাত লাভ মুফতির ঘনিষ্ঠদের উত্তেজিত এবং বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৩৬ সালে কাসিমের উত্তরসূরি নাবলুসের বাইরে অভিযান চালিয়ে দুই ইহুদিকে হত্যা করে, তবে এক জার্মানকে মুক্তি দেয়, যে 'হিটলারের জন্য' নাৎসি হওয়ার দাবি করত। স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হলো। জবাবে ইহুদি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ইরগুন দুই আরবকে হত্যা করে। গোলাগুলি শুরু হলো। কিন্তু এটা মিটিয়ে ফেলার যোগ্যতা স্যার আর্থার ওয়াচোপের ছিল না। এক তরুণ অফিসার উল্লেখ করেছেন, তিনি 'জানেন না কী করতে হবে।'[২০]

* তিনি ছিলেন অন্যতম বনেদি পরিবারের সদস্য। জেরুজালেমে আলামিদের বাড়িটি এখনো সবচেয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ : ১৭ শতকে পরিবারটি চার্চের ঠিক পাশে অবস্থিত বাড়িটি কেনে। বাড়িটি আসলে এর ছাদের কিছু অংশে ঢাকা ছিল। ফলে বেশ আশ্চর্য দেখাত। বাইজানটাইন, ক্রুসেডার ও মামলুক ঐতিহ্যের ভবনটি মালিকানা এখনো রয়ে গেছে মোহাম্মদ আল-আলামির। তার এক কাজিন এখনো পাশের সালাহউদ্দিনের *সালাহিয়া খানকার* শেখ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাজার ফিলিস্তিনি ইসলামি সংগঠন হামাস কাসিমের আন্দোলনে উজ্জীবিত হয়েছে এবং এর সশস্ত্র শাখার নাম রেখেছে কাসিম ব্রিগেড, তাদের ক্ষেপণাস্ত্রের নাম দিয়েছে কাসিম রকেট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৯
আরব বিদ্রোহ
১৯৩৬-৪৫

মুফতির সন্ত্রাস

১৯৩৬ সালের প্রথম দিকের এক ঠাণ্ডা রাতে, জেরুজালেমের 'মেঘহীন আকাশে রাইফেলের বিক্ষিপ্ত গুলির শব্দ ভাসতে লাগল।' হাজেম নুসেইবেহ বুঝতে পারলেন, 'সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেছে।' বিদ্রোহ ধীরে ধীরে তীব্র হতে লাগল। ওই বছরের এপ্রিলে জাফায় আরবদের হাতে ১৬ ইহুদি নিহত হলো। ফিলিস্তিনি দলগুলো মুফতির নেতৃত্বে হায়ার আরব কমিটি গঠন করল। দেশজুড়ে ধর্মঘট ডাকা হলো। দ্রুত পরিস্থিতি সবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল। মুফতি এটাকে জিহাদ বললেন, তার বাহিনীকে হলি ওয়ার আর্মি (মুজাহিদ বাহিনী) হিসেবে অভিহিত করা হলো। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ ও ইহুদিদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সিরিয়া, ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান থেকে স্বেচ্ছাসেবকেরা আসতে শুরু করে। ১৪ মে জুইশ কোয়ার্টারে দুই ইহুদি গুলিবিদ্ধ হয়; মুফতি দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ইহুদিরা আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে, আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে।' দুই দিন পর এডিসন সিনেমায় আরব বন্দুকধারীরা তিন ইহুদিকে হত্যা করল।

ইয়িশুভ আতঙ্কিত হতে শুরু করে, তবে বেন-গুরিয়ান আত্ম-সংযমের নীতি গ্রহণ করলেন। এদিকে ব্রিটিশ মন্ত্রীরা এখন ম্যান্ডেটের পুরো বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করতে থাকল। এ ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য সাবেক কেবিনেট সদস্য আর্ল পিলকে দায়িত্ব দেওয়া হলো। ১৯৩৬ সালের অক্টোবরে মুফতি ধর্মঘট প্রত্যাহার করলেও পিলকে স্বীকৃতি দেননি। অবশ্য ওয়াইজম্যান কমিশনারদের প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। আমির আবদুল্লাহ'র জোরাজুরিতে মুফতি স্বাক্ষ্যে দাবি করলেন ফিলিস্তিনিরা স্বাধীনতা, বেলফোর ঘোষণা বাতিল এবং অবশ্যই ইহুদিদের অপসারণ চায়।

১৯৩৭ সালের জুলাইতে পিল দুই রাষ্ট্রের সমাধানের প্রস্তাব করেন। এতে ফিলিস্তিনের আরব এলাকাকে (দেশের ৭০ ভাগ) আমির আবদুল্লাহর ট্রান্সজর্ডানের সঙ্গে যুক্ত করা এবং একটি আলাদা ইহুদি এলাকা (২০ ভাগ) গঠনের কথা বলা হয়। এ ছাড়া তিনি ইহুদি এলাকার তিন লাখ আরবকে সরিয়ে নেওয়ার প্রস্তাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। জেরুজালেমকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ মর্যাদার প্রস্তাব করা হয়। জায়নবাদীরা এটা গ্রহণ করে। কারণ তারা বুঝতে পারছিল, কোনো ধরনের বিভক্তিতেই জেরুজালেমকে তাদের দেওয়া হবে না। ইহুদি ভূখণ্ডের ছোট আকারে ওয়াইজম্যান হতাশ না হয়ে খুশিমনেই বলেছিলেন, 'কিং ডেভিডের [রাজ্য] আরো ছোট ছিল।'

পিল অভিযোগ করলেন, জায়নবাদীদের বিপরীতে, '১৯১৯ থেকে একজন আরব নেতাও ইহুদিদের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব বলে স্বীকার পর্যন্ত করেননি।' কেবল ট্রান্সজর্ডানের আবদুল্লাহ উৎসাহের সঙ্গে পিলের পরিকল্পনা সমর্থন করেন। সেটা হলে ইসরাইলকে বর্তমান আকারে গঠন থেকে প্রতিরোধ করা যেত। তবে ওই সময় ইহুদি রাষ্ট্র গঠনে ইংরেজ আর্লের প্রস্তাবে প্রতিটি ফিলিস্তিনির মনে ক্ষোভের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। মুফতি এবং তার নাশাশিবি প্রতিদ্বন্দ্বি উভয়েই এটা প্রত্যাখ্যান করেন।

আবারো বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল। এবার মুফতি সহিংসতার আশ্রয় নিলেন। তিনি দৃশ্যত ব্রিটিশ বা ইহুদিদের চেয়ে তার ফিলিস্তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিদের হত্যায় অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন। হোসেইনিদের সর্বশেষ ইতিহাসবিদ লিখেছেন, 'মনে হচ্ছে ভয়াবহ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কৌশল গ্রহণের জন্য তিনিই ব্যক্তিগতভাবে দায়ী।' মুফতির দেহরক্ষীরা ছিল হারামের ঐতিহ্যবাহী সুদানি প্রহরীদের বংশধর। তার প্রিয় খাবার ছিল পাতলা মুসুরির ডাল। আর আচার-আচরণে তাকে মনে হতো মাফিয়া বস। দুই বছরে তার নির্দেশে পরিচালিত গুপ্তহত্যার শিকার হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বি অনেক মার্জিত ও উদারপন্থী আরব মুসলমান প্রাণ হারায়। পিলের প্রতিবেদন প্রকাশের ৯ দিন পর মুফতি জেরুজালেমে জার্মান কনস্যাল-জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাত করে বললেন, নাৎসিবাদের প্রতি তার সহানুভূতি রয়েছে, তিনি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক। পর দিন ব্রিটিশরা তাকে গ্রেফতারের চেষ্টা করলে তিনি পবিত্র আল-আকসায় আশ্রয় নিলেন।

ব্রিটিশরা মসজিদের পবিত্রতা লঙ্ঘন করে সেখানে ঢোকার সাহস করেনি। তারা বরং টেম্পল মাউন্টে হোসেইনিকে অবরুদ্ধ করে রাখে, বিদ্রোহ সংগঠনের জন্য তাকে অভিযুক্ত করে। তবে সব আরব গ্রুপ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কাসিমের জিহাদি অনুসারীরাও বেশ উৎসাহের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে এমন সন্দেহভাজন যেকোনো আরবকে হত্যা করত। আরবদের মধ্যে নৃশংস গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এখন বলা হতে লাগল, মুফতি অনেক পরিবারকে কাঁদিয়েছেন।

প্রথম দিকে বিদ্রোহে সমর্থন দিলেও পরে রাগিব নাশাশিবি মুফতির সন্ত্রাস এবং তার কৌশল উভয়ের বিরোধিতা করতে থাকলেন। নাশাশিবিদের ভিলা মেশিনগানের গুলিতে ঝাঁঝরা হলো, তার এক তরুণ কাজিন ফুটবল ম্যাচ দেখার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় নিহত হলেন। তার ভাইপো ফাখরি বে নাশাশিবি মুফতিকে ধ্বংসকরী আত্মশ্লাঘাপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে অভিযুক্ত করলে সংবাদপত্রে তাকে হত্যার পরোয়ানা ঘোষিত হলো, পরে বাগদাদে তিনি নিহত হন। নাশাশিবি তার অনুসারীদের সশস্ত্র করলেন, তাদের পরিচিতি হলো 'নাশাশিবি ইউনিট' বা 'শান্তি-কর্মী'। তারা মুফতির লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করত। আরব মস্তকাবরণ পরিণত হলো বিদ্রোহের প্রতীকে : হোসেইনি সমর্থকেরা পরত ডোরাকাটা স্কার্ফ *কেফিয়েহ* ; নাশাশিবিরা পরত আপস-রফার তুর্কি টুপি (টারবুশ)। মুফতি বিশ্বাসঘাতকদের বিচার করার জন্য বিদ্রোহী আদালত স্থাপন করেছিলেন, স্ট্যাম্প ইস্যু করাও শুরু করলেন।

জেরুজালেমে বিদ্রোহ সূচনা করেন আবদুল কাদির হোসেইনি, হলি ওয়ার আর্মির (মুজাহিদ বাহিনী) ৩৩ বছর বয়স্ক কমান্ডার। তিনি ছিলেন মরহুম মুসা কাজেম হোসেইনির (তিনি আবু মুসা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন) ছেলে। মাউন্ট জায়নে অ্যাংলিকান বিশপ গোব্যাটস স্কুলে সর্বোত্তম শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন, কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েশন করার সময় ব্রিটিশ বিশ্বাসঘাতকতা এবং জায়নবাদী ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করতেন। মিসর থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তিনি মুফতির ফিলিস্তিন আরব পার্টি সংগঠনে কাজ করেন, সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন, বয় স্কাউট দল গড়ার আড়ালে নিজস্ব গ্রিন হ্যান্ড মিলিশিয়া বাহিনী গড়ে তোলেন যা এর সামরিক শাখায় পরিণত হয়।

পেন্সিল গোঁফ ও ইংলিশ স্যুটে তাকে সত্যিকারের বনেদি পরিবারের সদস্য মনে হতো। তবে তার মন পড়ে ছিল শটগান চালনায়, যুদ্ধে। তিনি প্রায়ই 'জেরুজালেমের আশপাশে ঔপনিবেশিক বাহিনীকে নাজেহাল করতেন,' বীণাবাদক ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ উল্লেখ করেছেন। ১৯৩৬ সালে হেবরনের কাছে ব্রিটিশ ট্যাংক বাহিনীর বিরুদ্ধে এক যুদ্ধে তিনি আহত হয়েছিলেন। জার্মানিতে চিকিৎসার পর লড়াই করার জন্য তিনি আইন কারেমের জন দ্য ব্যাপ্টিস্টস গ্রামে তার ঘাঁটিতে ফিরে আসেন। শহরে তিনি ব্রিটিশ পুলিশ প্রধানকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। পরে ব্রিটিশ বিমান বাহিনীর হামলায় তিনি আবারো আহত হন। হোসেইনির মিত্ররা তাকে আরব নাইট হিসেবে প্রশংসা করত। তাদের ভাষায় অবিশ্বাসী অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে আরব কৃষকদের হয়ে জিহাদ করার জন্য তিনি বিলাসিতা বর্জন করেছেন। তবে তার ফিলিস্তিনি শত্রুরা তাকে মুফতির ভয়ংকর যুদ্ধবাজদের একজন মনে করত, যার সাঙ্গ-পাঙ্গরা হোসেইনিদের সমর্থন করে না এমন গ্রামগুলোতে সন্ত্রাস চালাত।

১৯৩৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর গ্যালিলির ব্রিটিশ ডিস্ট্রিক্ট কমিশনার লুইস আন্দ্রেস গুপ্ত হামলায় নিহত হন। ১২ তারিখে নারীদের পোশাক পরে মুফতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেম থেকে পালিয়ে গেলেন। এই অমর্যাদাজনক পলায়নে ফিলিস্তিনে তার শক্তি হ্রাস পাওয়ার বিষয়টিই ফুটে ওঠল। লেবাননে অবস্থান করে তিনি তীব্রতা বাড়তে থাকা যুদ্ধে নির্দেশনা দিতে থাকলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত আনুগত্য এবং তার আপসহীন কঠোর নীতি নির্মমভাবে বাস্তবায়ন করতেন। ব্রিটিশেরা ফিলিস্তিনে নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হিমশিম খাচ্ছিল। নাবলুস, হেবরন, গ্যালিলির প্রত্যন্ত এলাকা প্রায়ই তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেত। এমনকি স্বল্প সময়ের জন্য হলেও ওল্ড সিটি পর্যন্ত তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশেরা তাদের তথাকথিত জুইশ সেটলমেন্ট পুলিশে হাগানা থেকে ইহুদি স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করল। তবে দূর-দূরান্তের গ্রামগুলো রক্ষা করা তাদের পক্ষে কঠিন মনে হলো। জায়নবাদী জাতীয়তাবাদীরা বেন-গুরিয়ানের সংযমের নীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। বিদ্রোহের শুরুতে ইরগুন জভাই লেওমির (ন্যাশনাল মিলিটারি অর্গ্যানাইজেশন) সদস্য ছিল হাজার দেড়েক। তারা নিরীহ আরবদের ওপর নৃশংসতা চালাচ্ছিল। জেরুজালেমের ক্যাফেগুলোতেও গ্রেনেড ছুঁড়ে আরব হামলার জবাব দিত তারা। ১৯৩৭ সালের নভেম্বরে ব্যাকে সানডেতে তারা সমন্বিত বোমা হামলা চালাল। তাদের নৃশংসতায় ওয়াইজম্যান ও বেন-গুরিয়ান আতঙ্কিত হলেও ইরগুনে ব্যাপকভাবে লোক যোগ দিতে লাগল। মুফতির সন্ত্রাসে আরব মধ্যপন্থী-রা যেমন বিলীন হয়ে পড়েছিল, বিদ্রোহের ফলে সমন্বয় সাধনে উদ্যোগী ইহুদিদের বিশ্বাসযোগ্যতাও শেষ হয়ে গেল। বিশেষ করে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের আমেরিকান সভাপতি জুদাহ ম্যাগনেসের মতো ইহুদির কথা বলা যেতে পারে। তিনি চেয়েছিলেন ইহুদি ও আরবদের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেস নিয়ে একটি দ্বিজাতি রাষ্ট্র, যেখানে ইহুদিদের পৃথক সত্তা একেবারেই থাকবে না। বেন-গুরিয়ানের আত্ম-সংযম শিগগিরই ফুরিয়ে এলো। ব্রিটিশেরা এখন যেকোনো উপায়ে আরবদের ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলো। তারা গ্রামগুলোতে নির্বিচারে শাস্তি দিত, একপর্যায়ে জাফার আশাপাশের পুরো এলাকা ধ্বংস করে দিল। ১৯৩৭ সালে তারা অস্ত্রধারী যে কারো জন্য মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করল। অক্টোবরে স্যার চার্লস টেগার্ট আসলেন জেরুজালেমে, তিনি ৩০ বছর কলকাতায় বেপরোয়াভাবে পুলিশের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তিনি ৫০টি 'টেগার্ট ফোর্ট' বানালেন, সীমান্ত এলাকাগুলোতে নিরাপত্তা বেড়া নির্মাণ করলেন, পাল্টা হামলা ও গুপ্তচরবৃত্তির ব্যবস্থা করলেন, আরব তদন্তকেন্দ্র খুললেন। টেগার্ট সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় কিভাবে নির্যাতন চালাতে হবে তার তদন্তকারীদের তা শেখানোর জন্য পশ্চিম জেরুজালেমে একটি স্কুল খুললেন। বন্দি-নির্যাতনে তার একটি পদ্ধতি ছিল 'ওয়াটার-ক্যান'। এতে কফির পেয়ালা থেকে বন্দিদের নাকে পানি ঢোকানো হতো। এই পদ্ধতি এখন 'ওয়াটার-বোর্ডিং' নামে পরিচিত। নগর প্রশাসক কিথ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্লোচ এটা সরানোর নির্দেশ দেওয়ার আগে পর্যন্ত এর প্রয়োগ অব্যাহত ছিল। বিমানবাহিনী অফিসার আর্থার হ্যারিস, পরে ড্রেসডেনের 'বোম্বার' হিসেবে খ্যাত, বিদ্রোহী গ্রামগুলোতে বিমান হামলার তদারকি করতেন। ইউরোপে হিটলারের তৎপরতা বাড়ায় ব্রিটিশেরা বিদ্রোহ দমনে পর্যাপ্ত সৈন্য পাঠাতে পারছিল না। ফলে তাদের আরো বেশি ইহুদি সহায়তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

অত্যন্ত চেনাজানা ওরদে উইনগেট নামের এক তরুণ বিদ্রোহ-প্রতিরোধ বিশেষজ্ঞকে জেরুজালেমে নিয়োগ দেওয়া হলো। হাই কমিশনার ওয়াচোপ তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। উইনগেট লক্ষ করলেন, ওয়াচোপ 'সবার পরামর্শ গ্রহণ' করেন, কিন্তু পরিস্থিতি উপলব্ধি করতে অক্ষম। তিনি ইহুদি যোদ্ধাদের প্রশিক্ষিত করতে এবং বিদ্রোহটি বিদ্রোহীদের কাছে নিয়ে যাওয়ার সুপারিশ করলেন। তিনি লরেন্সের জায়নবাদী সংস্করণ হয়ে উঠলেন, ওয়াইজম্যান তাকে বলতেন 'লরেন্স অব জুদাই'। কাকতালীয়ভাবে প্রথাবিরুদ্ধ এই দুই ইংরেজ আরববিদ ছিলেন পরস্পরের কাজিন।[২১]

ওরদে উইনগেট ও মোশে দায়ান : ওল্ড সিটির পতন

AMARBOI.COM

উইনগেট ছিলেন এক স্বচ্ছল ঔপনিবেশিক কর্নেলের ছেলে। বাইবেল আর সাম্রাজ্যকে ঘিরে বেড়ে ওঠা এই লোকটির ইভানজেলিক্যাল মিশন ছিল ইহুদিদের ধর্মান্তরিত করা। তিনি অনর্গল আরবি বলতে পারতেন, লরেন্সের মতোই আরব স্বেচ্ছাসেবকদের অনুপ্রাণিত করতে পারতেন; সুদানে ইস্ট আরব কোর পরিচালনা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। ওয়াইজম্যান লিখেছেন, 'তার মধ্যে ছাত্র ও কর্মব্যস্ত লোকের মিশ্রণ ছিল, এ কারণেই তাকে লরেন্স মনে হতো।' জেরুজালেম পৌঁছামাত্র তিনি নিজেই পুরোপুরি বদলে গেলেন। জায়নবাদীদের গতিশীলতায় মুগ্ধ হয়ে, মুফতির গু ামি কার্যক্রম এবং ব্রিটিশ অফিসারদের সেমিটিকবাদবিরোধী মনোভাবে দেখে তিনি ঘোষণা করলেন, 'সবাই ইহুদিদের বিরুদ্ধে, আর তাই আমি তাদের পক্ষে!'

উইনগেট অবরুদ্ধ ব্রিটিশ সৈন্য ও ইহুদি খামারগুলো পরিদর্শন করতেন। রাতের গভীরে তারা বরসোলিনো বা সোলার হ্যাট, ভারী পাম বিচ স্যুট এবং রয়্যাল আর্টিলারি টাই পরা 'অদ্ভুত এক ব্যক্তির' সাক্ষাত পেত। তাকে দেখে মনো হতো 'তিনি তেল আবিবের সন্দেহজনক ক্যাফের পাশে ঘুরঘুর করা গরীব মানুষ।' সব সময় সশস্ত্র থাকতেন তিনি। ৩১ বছর বয়স্ক ক্যাপ্টেন উইনগেটের ছিল 'অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখ, ধারাল মুখায়ব। মনে হতো জ্ঞানী যোগী সাধক। তিনি 'অস্ত্রশস্ত্র, ম্যাপ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লি এনফিল্ড রাইফেল, মিলস গ্রেনেড ও বাইবেল নিয়ে' স্টুডেবেকার সেডানে করে আসতেন। উইনগেট মনে করতেন, 'ইহুদিরা আমাদের সেনাবাহিনীর অনেক ভালো সদস্য যোগান দিতে পারবে।' উইনগেটের 'দুর্দান্ত ব্যক্তিত্বে' মোহিত হয়ে ১৯৩৪ সালের মার্চে স্যার আর্চিবল্ড ওয়াভেল তাকে ইহুদি বিশেষ বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তথাকথিত স্পেশাল নাইট স্কোয়াডগুলোকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মোতায়েন করার নির্দেশ দিলেন। ওয়াভেল জানতেন না, তিনি কার সঙ্গে কাজ করছেন : 'আমি তখন টি ই লরেন্সের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা জানতাম না।'

তিনি জাফা গেটের কাছে ফাস্ট হোটেলে সদরদফতর স্থাপন করলেন। উইনগেট চোস্ত হিব্রু শিখে নিলেন, শিগগিরই জায়নবাদীদের 'মহান বন্ধুতে' পরিণত হলেন। তবে আরবরা তাকে শত্রু মনে করল, তার ব্রিটিশ ভ্রাতৃ-অফিসারদের অনেকে তাকে বেপরোয়া লোক ভাবত। গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে সরে তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে ত্যালপিয়তে উঠলেন। তার স্ত্রী লরনা ছিলেন 'বেশ অল্প বয়স্কা, পোরসিলিন পুতুলের মতো অত্যন্ত সুন্দরী। মানুষ তাকে দেখে চোখ ফেরাতে পারতেন না,' লিখেছেন রুথ দায়ান। তার স্বামী মোশে দায়ানের বয়স ২২। তিনি ছিলেন এক রাশিয়ান অভিবাসীর সন্তান, জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রথম কিববুটজে। তিনি (গোপনে) হাগানায় যোগ দিয়েছিলেন, (প্রকাশ্যে) কাজ করতেন জুইশ সেটলমেন্ট পুলিশ বাহিনীতে। 'এক সন্ধ্যায় হাইফার জনৈক হাগানা সদস্য এক অদ্ভুত লোককে নিয়ে তার কাছে এলেন। উইনগেট ছিলেন হালকা-পাতলা, সঙ্গে থাকত একটি ভারী রিভলভার এবং ছোট্ট একটি বাইবেল। কোনো অভিযানে নামার আগে তিনি সংশ্লিষ্ট জায়গার সঙ্গে সম্পর্কিত বাইবেলের কিছু অংশ পাঠ করতেন।' একনিষ্ঠভাবে বাইবেল পাঠকারী ইভানজেলিক্যালদের উত্তরসূরি এই সামরিক ব্যক্তিটি আরব বন্দুকধারীদের বিরুদ্ধে তার নাইট স্কোয়াডকে নেতৃত্ব দিতেন। আরবেরা 'বুঝতে পারল, তাদের জন্য নিরাপদ বলতে কোনো জায়গা নেই। যেকোনো জায়গায় তারা আকস্মিক গুপ্ত হামলার শিকার হতে লাগল।' বিদ্রোহ এবং পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশেরা ২৫ হাজার ইহুদি স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। এদের মধ্যে রাশিয়ান রেড আর্মির সাবেক অফিসার আইজ্যাক সেদেহ'র নেতৃত্বাধীন কমান্ডো ইউনিটও ছিল। সেদাহ হাগানার চিফ অব স্টাফ হয়েছিলেন। উইনগেট তাদের বলতেন, 'তোমরা ম্যাকাবিদের সন্তান, তোমরা ইহুদি সেনাবাহিনীর প্রথম পর্যায়ের সেনাদল।' তাদের অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপনায় ভর করে পরে ইসরাইলের প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ) গঠিত হয়েছিল।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলিন মিউনিখ চুক্তির করলেন। এতে অ্যাডলফ হিটলারের আগ্রাসন এবং তাকে চেকোস্লাভিয়া দখল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সেনারা ফুসরত পায়, ২৫ হাজার সৈন্য ফিলিস্তিনে অবতরণ করল। তবে জেরুজালেমে বিদ্রোহীরা এতে ভীত না হয়ে 'ক্যু ডি মেইন' ঘোষণা করে। ১৭ অক্টোবর তারা পুরো ওল্ড সিটি দখল করে নেয়, গেটগুলোকে প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করে, ব্রিটিশ সৈন্যদের তাড়িয়ে দেয়, এমন কি আল-কুদসের ছবি-সংবলিত পোস্টাল স্ট্যাম্প প্রকাশ করল। জাফা গেটের কাছে বসবাসকারী ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ গর্বের সঙ্গে দেখলেন, টাওয়ার অব ডেভিডে আরব পতাকা উড়ছে। বন্দুকধারীদের দেখে ওয়েস্টার্ন ওয়ালে অবরুদ্ধ রাব্বি আরব ভীত হয়ে পড়েছিলেন। তবে ১৯ অক্টোবর ব্রিটিশরা প্রবলবেগে গেট দিয়ে ঢুকে নগরীর নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করল, তারা ১৯ বন্দুকধারীকে হত্যা করে। ওয়াসিফ তার বাড়িতে বসে দেখছিলেন : 'ব্রিটিশ সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহীদের মধ্যকার যুদ্ধের রাতটার কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমরা বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ দেখলাম, বোমা আর বুলেটের কানে তালা-লাগা শব্দ শুনতে পেলাম।'

ইহুদিরা উইনগেটকে বীর মনে করলেও তার অভিযানগুলো ব্রিটিশ অফিসারদের কাছে ক্ষতিকারক বিবেচিত হতে লাগল। তারা শুনতে পেল, তিনি সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে অতিথিদের জন্য তার সামনের দরজা খুলে দেন, এক ইহুদি ওপেরা গায়িকার সঙ্গে প্রেম করছেন। এমনকি দায়ান পর্যন্ত স্বীকার করেছেন : 'সাধারণ মানের বিবেচনায়ও তাকে স্বাভাবিক মনে করা যায় না। [অভিযানের পর] তিনি কোণায় সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে বসে বাইবেল পড়েন আর কাঁচা পেঁয়াজ চিবান।' উইনগেটের ডিভিশনাল কমান্ডার মেজর জেনারেল বার্নাড মন্টগোমেরি তার বেপরোয়া সামরিক কার্যকলাপ এবং ইহুদিপ্রীতি অপছন্দ করতেন। মন্টগোমেরি পরে দায়ানকে বলেছিলেন, উইনগেট 'ছিলেন মানসিকভাবে অসুস্থ।' তাকে জেরুজালেমে ব্রিটিশ সদরদফতরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্রিটিশদের এখন পর্যাপ্ত সৈন্য আছে, ফলে তাদের আর ইহুদি কমান্ডোর প্রয়োজন ছিল না।

'তোমরা ইহুদি কিংবা অ-ইহুদি- তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই,' মন্টগোমেরি উভয় পক্ষের প্রতিনিধিদের বললেন। 'আমার দায়িত্ব আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা। আমি সেটা করতে চাই।' মন্টগোমেরি ঘোষণা করলেন বিদ্রোহ 'পুরোপুরি ও চূড়ান্তভাবে শেষ করে দেওয়া হয়েছে।' ৫০০ ইহুদি ও ১৫০ জন ব্রিটিশ নিহত হয়েছিল। কিন্তু বিদ্রোহ ফিলিস্তিনি সমাজকে ভয়ংকরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছিল। সেটা সারিয়ে তোলা সম্ভব হয়নি : ২০ থেকে ৬০ বছর বয়স্ক সব পুরুষের এক-দশমাংশ নিহত, আহত বা নির্বাসিত হয়েছিল। ১৪৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, ৫০ হাজার গ্রেফতার হন, পাঁচ হাজার বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। নিহত হয়েছিল প্রায় চার হাজার, তাদের অনেকে দেশী ভাইদের হাতেই। ঠিক ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়টাতেই ইউরোপে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রয়োজন দেখা দেয়। 'ফিলিস্তিন ত্যাগ করার জন্য অনেক কারণে আমি দুঃখিত হব,' বলেছিলেন মন্টগোমেরি, 'আমি এখানকার যুদ্ধ উপভোগ করেছিলাম।* বেলফোর ঘোষণা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিলেন নেভিল চেম্বারলিন (তার পিতা উগান্ডায় ইহুদি আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেছিলেন)। নেভিল মনে করেছিলেন, যুদ্ধ হলে ইহুদিদের নাৎসিদের বিরুদ্ধে ব্রিটেনকে সমর্থন দেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না, কিন্তু আরবদের কাছে সত্যিকারের বিকল্প আছে। চেম্বারলিন বলেছিলেন, 'আমাদের এক পক্ষকে যদি আঘাত করতেই হয়, তবে আরবদের চেয়ে ইহুদিদের আঘাত করাই ভালো।' তিনি উভয় পক্ষ এবং আরব দেশগুলোকে লন্ডনে সম্মেলনে আহ্বান করলেন।

আরবেরা তাদের প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে মুফতিকে মনোনীত করল। তবে ব্রিটিশেরা তার উপস্থিতি মেনে নিতে প্রস্তুত না থাকায় আরবদের একটি প্রতিনিধি দলের নেতা হলেন তার কাজিন জামাল আল-হোসেইনি। মধ্যপন্থীদের নেতৃত্ব দিলেন নাশাশিবি। হোসেইনিরা থাকল ডরচেস্টারে, নাশাশিবিরা কার্লটনে। জায়নবাদীদের নেতৃত্বে থাকলেন ওয়াইজম্যান ও বেন-গুরিয়ান। আরব ও জায়নবাদীরা প্রত্যক্ষ আলোচনায় অস্বীকৃতি জানালে ১৯৩৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি চেম্বারলিনকে সেন্ট জেমস প্যালেসে দুবার সম্মেলন উদ্বোধন করতে হলো।

অভিবাসন প্রশ্নে ছাড় দিতে চেম্বারলিন জায়নবাদীদের রাজি করানোর ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু কাজ হলো না। ১৫ মার্চ হিটলার চেকোশ্লাভিয়ার বাকি অংশে আক্রমণ চালালে তার বিপুল চাহিদার বিষয়টি প্রকট হয়ে পড়ে। দুই দিন পর ঔপনিবেশিক-বিষয়ক সচিব ম্যালকম ম্যাকডোনাল্ড শ্বেতপত্র প্রকাশ করলেন। এতে ইহুদি ভূমি ক্রয় সীমিত, ইহুদিদের অভিবাসন পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক ১৫ হাজারে নির্ধারণ করা হয়। এর পর আরবদের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে, ১০ বছরের মধ্যে ফিলিস্তিন স্বাধীন হবে, ইহুদিদের কোনো রাষ্ট্র হবে না বলেও জানানো হয়। পুরো বিশ শতকে ব্রিটিশ বা অন্য কারো কাছ থেকে ফিলিস্তিনিদের জন্য এটাই ছিল সর্বোত্তম প্রস্তাব। কিন্তু রাজনৈতিক আপস-মীমাংসায় বিরোধী এবং নিজেকে বিরাট কিছু মনে করে থাকা মুফতি লেবাননের নির্বাসন থেকে এটা প্রত্যাখ্যান করলেন।

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বেন-গুরিয়ান তার হাগানা মিলিশিয়াদের প্রস্তুত করেছিলেন। ইহুদিরা জেরুজালেমে দাঙ্গা বাধাল। ইরগুন ২ জুন জাফা গেটের বাইরে এক বাজারে বোমা হামলা চালিয়ে ৯ আরবকে হত্যা করল। জেরুজালেমে অবস্থানের শেষ দিনে তরুণ আমেরিকান পর্যটক, লন্ডনে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ছেলে, জন এফ কেনেডি ইরগুনের ফাটানো ১৪টি বোমার বিস্ফোরণ শুনতে পেলেন, এর মাধ্যমে পূণ্যনগরীর বিদ্যুৎব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হয়। অনেকে এখন জেনারেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্টগোমেরির মন্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করতে লাগল : 'ইহুদিরা খুন করছে আরবদের আর আরবেরা খুন করছে ইহুদিদের, সম্ভবত আগামী ৫০ বছর এটা চলতে থাকবে।'[২২]

* ফিলিস্তিনে উইনগেট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। চার্চিল তার প্রশংসা করে তার ক্যারিয়ার গঠনে সাহায্য করেছিলেন। ১৯৪১ সালে উইনগেটের গিডেওন ফোর্স ইতালীয়দের হাত থেকে ইথিওপিয়া মুক্ত করেছিল, তারপর মেজর জেনারেল হিসেবে তিনি চিনডিটস গঠন ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যুদ্ধে এটা ছিল মিত্রদের বৃহত্তম বিশেষ বাহিনী। তারা বার্মায় জাপানি লাইনের পেছনে কাজ করত। তিনি ১৯৪৪ সালে এক বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।

মুফতি ও হিটলার : জেরুজালেমে বিশ্বযুদ্ধ

অ্যাডলফ হিটলার সমস্ত বাধা দূর করে ফেলেছেন, এমনটা মনে হওয়ায় জেরুজালেমের মুফতি তাদের অভিন্ন শত্রু ব্রিটিশ ও ইহুদিদের ওপর হামলা চালানোর সুযোগ পেয়ে গেছেন ভাবলেন। ফ্রান্সের পতন হলো, জার্মান বাহিনী (ওয়েহরমাচট) মস্কোর দিকে এগুতে লাগল, হিটলার তার চূড়ান্ত সমাধানে (ফাইনাল সলিউশন) ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যার কাজ শুরু করেছেন।* ব্রিটিশবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করতে মুফতি ইরাকে চলে যান। কিন্তু আরো কয়েকটি পরাজয়ের পর তিনি ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন, ব্রিটিশ এজেন্টদের ধাওয়ার মুখে বিপদসঙ্কুল অনেক পথ পাড়ি দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইতালিতে পৌঁছান। ১৯৪১ সালের ২৭ অক্টোবর রোমের প্যালাজ্জো বেনেতিয়ায় বেনিটো মুসোলিনি তাকে স্বাগত জানান। ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সমর্থন দিয়ে ইল ডিউস বলেছিলেন : ইহুদিরা যদি নিজেদের দেশ চায়, তবে 'তাদের উচিত আমেরিকায় তেল আবিব প্রতিষ্ঠা করা।' তিনি আরো বললেন, 'আমাদের এখানে ইতালিতে ৪৫ হাজার ইহুদি আছে, ইউরোপে তাদের কোনো জায়গা নেই।' মুফতি 'এই সাক্ষাতে খুবই সন্তুষ্ট হলেন।' তারপর তিনি বিমানে করে বার্লিন গেলেন।

২৮ নভেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় চাপা উত্তেজনায় থাকা অ্যাডলফ হিটলার মুফতিকে স্বাগত জানালেন। তখন সোভিয়েতরা মস্কোর উপকণ্ঠে জার্মানদের রুখে দিয়েছে। মুফতির দোভাষী হিটলারকে জানালেন, আরব ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান দেখিয়ে কফি পরিবেশন করা উচিত। হিটলার রেগে জবাব দিলেন, তিনি কফি পান করেন না। মুফতি জানতে চাইলেন কোনো সমস্যা আছে কি না। দোভাষী মুফতিতে প্রবোধ দিয়ে আবারো হিটলারকে বললেন, অতিথি কফি প্রত্যাশা করছেন। হিটলার বললেন, এমন কি হাই কমান্ডকেও তার উপস্থিতিতে কফি পান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার অনুমতি দেওয়া হয় না। তারপর তিনি রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন, ফিরে এলেন লেমোনেডবাহী এসএস গার্ডকে নিয়ে।

হোসেইনি 'ফিলিস্তিন, সিরিয়া ও ইরাকের ঐক্য ও স্বাধীনতা' এবং ওয়েহরমাচটের (জার্মান বাহিনী) সঙ্গে যুদ্ধ করতে একটি আরব বাহিনী (লিজিয়ন) সৃষ্টিতে সমর্থন দিতে হিটলারকে অনুরোধ করলেন। হিটলারকে তখন মনে হচ্ছিল বিশ্বের শাসক। তার কাছে মুফতি নিজেকে কেবল ফিলিস্তিন নয়, পুরো আরব সাম্রাজ্যের শাসক বানানোর প্রত্যাশা করেছিলেন।

তার ও মুফতির শত্রু অভিন্ন হওয়ায় হিটলার খুশি হলেন : 'ইহুদি শক্তির দুই সূতিকাগারের, ব্রিটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, বিরুদ্ধে জার্মানি জীবন-মরণ লড়াইয়ে নিয়োজিত' এবং স্বাভাবিকভাবেই ফিলিস্তিনে কোনো ইহুদি রাষ্ট্র থাকবে না। ফুরার ইহুদি সমস্যার চূড়ান্ত সমাধানের ইঙ্গিতও দিলেন। হিটলার বললেন, 'জার্মানি ধীরে ধীরে একটি একটি করে ইউরোপীয় দেশকে ইহুদি সমস্যার সমাধান করে দিচ্ছে। জার্মানি যে-ই মাত্র ককেশিয়ার দক্ষিণ অক্ষে পৌঁছাবে, তখন জার্মানির একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে আরব গোলার্ধে বসবাসকারী ইহুদিদের ধ্বংস সাধন।'

অবশ্য রাশিয়া ও ব্রিটেনকে পরাজিত করার আগে পর্যন্ত পুরো মধ্যপ্রাচ্যে শাসন করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রশ্নে মুফতিকে ধৈর্য ধরতে হবে। হিটলার বললেন, তাকে 'বিজ্ঞ মানুষের মতো ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে হবে, চিন্তা করতে হবে', তাকে ভিচি ফ্রেঞ্চ (জার্মান-সমর্থিত ফরাসি) মিত্রের বিরুদ্ধে বিরূপ কিছু করার ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। হোসেইনিকে হিটলার বললেন, 'আমরা আপনার বিপদ সম্পর্কে জানি, আমি আপনার জীবন-কাহিনী জানি। আপনার দীর্ঘ ও বিপজ্জনক সফরের কথা শুনে আশ্চর্য হয়েছি। আপনি আমাদের সঙ্গে থাকায় খুশি হয়েছি।' হিটলার এরপর হোসেইনির নীল চোখ এবং লালচে চুলের প্রশংসা করে জানালেন, তার স্থির বিশ্বাস, মুফতির মধ্যে আর্য রক্ত আছে।

মুফতি কেবল ব্রিটেনের প্রতি কৌশলগত শত্রুতা নিয়েই হিটলারের সঙ্গে একমত হননি, তিনি সবচেয়ে ভয়ংকর অবস্থায় তার সেমিটিকবিরোধী অবস্থানের প্রতি সমর্থন দিয়েছিলেন। অনেক পরে লিখিত স্মৃতিকথায় তিনি জানিয়েছেন, রাইখ ফুরার- এস এস হেনরিচ হিমলার, যাকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন, তাকে ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মেই গোপনে বলেছিলেন, নাৎসিরা 'ইতোমধ্যে ৩০ লাখ ইহুদিকে পুরোপুরি শেষ করে দিয়েছে।' মুফতি দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়েছেন, নাৎসিদের প্রতি তার সমর্থন দেওয়ার কারণ ছিল 'আমি বুঝতে পেরেছিলাম এবং এখনো বিশ্বাস করি, জার্মানি জয়ী হলে ফিলিস্তিনে জায়নবাদীদের চিহ্নমাত্র থাকত না।** তিনি বহুজাতিক জেরুজালেম থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলেন। বার্লিনে তার উপস্থিতিতে ইহুদিদের মর্মাহত হওয়াটা ছিল স্বাভাবিক। মুফতির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্যক্রম কোনোক্রমেই যৌক্তিক ছিল না। তবে আরব জাতীয়তাবাদীদের ঢালাওভাবে হিটলার-ধরনের সেমিটিকবিরোধী হিসেবে অভিহিত করার ইহুদি অভিমতও ছিল ভুল। ওঁয়াসিফ জাওহারিয়াহকে আমরা দুর্দশাগ্রস্ত ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন দেখতে পাই। তিনি জেরুজালেমবাসীর মনের কথাই প্রকাশ করেছেন। ডায়েরিতে লিখেছেন, আরব জেরুজালেমবাসী 'তাদের প্রতি ব্রিটিশদের অবিচার, অসততা ও বেলফোরের ঘোষণার কারণে ক্ষুব্ধ থাকায় যুদ্ধে জার্মানির জয় আশা করেছিল। তারা একত্রে বসে খবর শুনত, জার্মানির জয়ের শিরোনাম আশা করত, ইংল্যান্ডের ভালো সংবাদে তারা কষ্ট পেত।'

হাজেম নুসেইবেহ পরে বলেছেন, 'বিস্ময়কর শোনালেও যুদ্ধের সময় জেরুজালেমে নজিরবিহীন শান্তি ও সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল।' ব্রিটিশেরা ইহুদি মিলিশিয়াদের দমন করেছিল : মোশে দায়ান ও হাগানা কমরেডদের গ্রেফতার করে তাদের একর দুর্গে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। তবে ব্রিটিশ ফিলিস্তিন উত্তর আফ্রিকার অক্ষশক্তি ও ভিচি ফ্রেঞ্চ (জার্মান-সমর্থিত ফরাসি) সিরিয়ার মধ্যে সম্ভাব্য শক্তি পরীক্ষার মঞ্চে পরিণত হলে ১৯৪১ সালে মে মাসে ব্রিটিশেরা নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উইনগেট ও সেদেহ'র যোদ্ধাদের মধ্য থেকে পালম্যাচ নামে ছোট আকারের একটি ইহুদি কমান্ডো বাহিনী গঠন করে।

কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে দায়ানকে ভিচি সিরিয়া ও লেবাননে ব্রিটিশ হামলার প্রস্তুতির জন্য পাঠানো হলো। দক্ষিণ লেবাননে যুদ্ধের সময় দায়ান তার বাইনোকুলারে ফরাসি অবস্থান পরীক্ষা করছিলেন : 'এসময় রাইফেলের একটি বুলেটের আঘাতে সেটি গুঁড়িয়ে গেলে লেন্স ও ধাতব কেসটি আমার চোখের কোটরে ঢুকে যায়।' যে ঠুলি তিনি ঘৃণা করতেন, সেটাই এখন তাকে পরতে হবে। তার 'নিজেকে পঙ্গু মনে হলো। এই কালো ঠুলিটি যদি সরিয়ে দিতে পারতাম। এর প্রতি সবার প্রচণ্ড মনোযোগ আমার অসহ্য মনে হতো। আমি কোথাও গিয়ে লোকজনের মুখোমুখি হওয়ার চেয়ে বাড়িতেই নিজেকে বন্দি করে রাখলাম।' চিকিৎসার জন্য দায়ান তার তরুণী স্ত্রীকে নিয়ে জেরুজালেম চলে গেলেন। তিনি জানিয়েছেন, 'ওল্ড সিটিতে ঘোরাফেরা করতে ভালোবাসতাম, বিশেষ করে প্রাচীরগুলোর আশপাশের সরু অলি-গলিতে। নিউ সিটিতে আমার দম বন্ধ হয়ে যেত।' জার্মানি যদি জেরুজালেম দখল করে ফেলে, সেক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি হিসেবে ব্রিটিশদের সহায়তায় হাগানাকে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যাওয়ার মতো করে প্রস্তুত করা হলো।

গ্রিসের দ্বিতীয় জর্জ, যুগোশ্লাভিয়ার পিটার ও ইথিওয়াপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসির মতো প্রবাসী রাজরাজরাদের কাছে জেরুজালেম ছিল প্রিয় আশ্রয়কেন্দ্র। তারা তিনজনই কিং ডেভিডে অবস্থান করছিলেন। সম্রাট রাস্তায় নগ্নপায়ে হাঁটতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেপালচরের বেদিতে তার মুকুট রাখতেন। সত্যি বলতে কী, তার প্রার্থনা কবুল হয়েছিল, তিনি সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন। ***

মিসরীয়, লেবানিজ, সিরীয়, সার্বীয়, গ্রিক ও ইথিওপীয় রাজরাজরা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ, মোসাহেব, পারিষদ, সুবিধাবাদী লোকজন, ধনকুবের, নারীর দালাল, নর্তকী, বেশ্যা, চিত্র তারকারা দিবা-রাত্রি ২৪ ঘণ্টা কিং ডেভিডের করিডর ও বারগুলো ভিড় করে রাখত; মিত্র বাহিনী, অক্ষশক্তি, জায়নবাদী ও আরব গুপ্তচরেরা এবং সেইসঙ্গে ফরাসি, ব্রিটিশ, অস্ট্রেলিয়ান ও আমেরিকান সামরিক, বেসামরিক অফিসার, কূটনীতিকদেরও সদা-উপস্থিত থাকত। ফলে বারে যাওয়া বা কাঙ্ক্ষিত ড্রাই মারটিনি পাওয়ার জন্য এতসব লোককে পাশ কাটাতে দর্শনার্থীদের অত্যন্ত কষ্ট করতে হতো। ১৯৪২ সালে নতুন এক অতিথি এলেন। তিনি বিখ্যাত আরব তারকাদের অন্যতম। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের (লেভ্যান্টাইন) সবকিছুর ধারক হিসেবে তার মধ্যে জেরুজালেমের অধোঃপতন প্রতিফলিত হয়েছিল। আসমাহান নামে তিনি গান গাইতেন। এই বিপজ্জনক ও অপ্রতিরোধ্য নারী ছিলেন দ্রুজ রাজকন্যা, মিসরীয় চিত্র তারকা, আরবীয় জনপ্রিয় গায়িকা, মক্ষীরানী (*গ্রান্ডে হরিজানটালে*) এবং সব পক্ষের গুপ্তচর। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই নিজস্ব ধরনের আড়ম্বর আর রহস্যের প্রলয় বইয়ে দিতেন।

তার নাম আমাল আল-আলট্রাস। সিরিয়ার এক রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে তার দ্রুজ পরিবারটি বেশ গরিব হয়ে পড়েছিল। ১৯১৮ সালে তিনি মিসরে পালিয়ে যান। ১৪ বছর বয়সে সেখানেই তিনি গায়িকা হিসেবে প্রথম পরিচিতি পান। ১৬ বছর বয়সে প্রথম রেকর্ড বের করেন। রেডিও এবং তারপরে চলচ্চিত্রে তিনি দ্রুত খ্যাতি পেতে থাকেন। চিবুকের এক তিল দিয়ে তাকে সব সময় চেনা যেত। ১৯৩৩ সালে তিনি তার কাজিনকে, সিরিয়ার মাউন্ট দ্রুজের আমির, প্রথমবার বিয়ে করেন (তারা দুবার বিয়ে করেছিলেন, দুবারই বিচ্ছেদ হয়)। তিনি আমিরের পার্বত্য প্রাসাদেও পশ্চিমা নারীর মতো স্বাধীন জীবনযাপনের ওপর জোর দিতেন। অবশ্য প্রায়ই থাকতেন কিং ডেভিডে। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা সিরীয় নেতাদের মোহিত করে এবং ঘুষ দিয়ে মিত্র শক্তিকে সমর্থন করার জন্য ১৯৪১ সালের মে মাসে রাজকন্যাকে (আমিরা) হিটলার-সমর্থিত ফরাসি সিরিয়ায় পাঠায়। মিত্রশক্তি সিরিয়া ও লেবানন পুনরায় দখল করলে জেনারেল দ্য গল ব্যক্তিগতভাবে তাকে ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। সঙ্গীত, অজেয় আড়ম্বর এবং চরম কামশক্তি (দ্বিলিঙ্গ স্বাদযুক্ত) দিয়ে আসমাহান বৈরুতে ফ্রি ফ্রেঞ্চ (জার্মানবিরোধী ফরাসি) ও ব্রিটিশ জেনারেলদের নাচাতেন, তাদের একজনকে অপরজনের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে ছিলেন। প্রভাব বিস্তারের এজেন্ট হিসেবে উভয় পক্ষ তাকে অর্থ দিত। চার্চিলের দূত জেনারেল লুই স্পিয়ার্স পুরোপুরি অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি বলেছিলেন, 'এমন সুন্দরী আমি আর কখনো দেখিনি, কখনো দেখবও না। তার চোখ দুটি পটলচেরা, স্বর্গের সমুদ্রের মতো সবুজ। সে মেশিনগানের মতো ক্ষিপ্র গতি এবং নির্ভুলভাবে ব্রিটিশ অফিসারদের খতম করে দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই তার অর্থের প্রয়োজন।' বলা হতো, তুমি যদি তার প্রেমিক হও, তবে তার খাসকামরায় তাকে একা পাওয়া তোমার জন্য দুষ্কর হবে। সেখানে হয়তো তুমি দেখতে পাবে এক জেনারেল তার বিছানার নিচে, একজন তার বিছানায় আর স্পিয়ার্স ঝাড়বাতিতে ঝুলছেন।

অবিলম্বে আরব স্বাধীনতা মঞ্জুর করার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে মিত্রশক্তি বিশ্বাসঘাতকতা করল। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে রাজকন্যা তার এক ব্রিটিশ প্রেমিকের কাছ থেকে সামরিক গোপন তথ্য চুরি করে জার্মানদের কাছে পাচার করার চেষ্টা করেছিলেন। তুরস্ক সীমান্তের কাছে তাকে থামানো হলো। যে অফিসার তাকে গ্রেফতার করেছিলেন, তিনি তাকে কামড়ে দিয়েছিলেন। ফ্রি ফ্রেঞ্চ তার বেতন বন্ধ করে দিলে তিনি জেরুজালেমে চলে যান। তার বয়স তখন মাত্র ২৪ বছর। তখন তিনি কিং ডেভিডের 'লবির রানি' হয়ে পড়লেন : সারা রাত তার প্রিয় হুইস্কি-শ্যাম্পেন ককটেল পান করতেন, ফিলিস্তিনি বনেদি ব্যক্তিবর্গ, আরো অনেক ব্রিটিশ অফিসার (এবং তাদের স্ত্রীদের) ও প্রিন্স আলী খানকে মোহিত করতেন। এক ফরাসি বন্ধু পরে লিখেছেন : তিনি ছিলেন পূর্ণাঙ্গ নারী '*ইলি ই টেইট ডায়াবোলিক ইভিক লেস হোমেস*।' তার পদবি আলট্রাস হওয়ায় ইংরেজ নারীরা তাকে বলতেন প্রিন্সেস ট্রাস। তিনি তার দেশী লোকদের এত মর্মাহত করেছিলেন যে তার প্রথম চলচ্চিত্র মুক্তি পাওয়ার পর তারা স্ক্রিনে গুলি বর্ষণ করেছিলেন। তিনি তার সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। সম্ভবত তিনি নিজেই ছিলেন তার সবচেয়ে বড় শত্রু। মিসরীয় প্রাসাদ-সরকারের (রয়্যাল চেম্বারলিন) সঙ্গে অ্যাফেয়ার শুরু হওয়ার পর তিনি মিসরীয় রানিমাতা নাজলিকে সবচেয়ে ভালো স্যুটটি থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন। জনৈক ব্যক্তির জন্য এক মিসরীয় ড্যান্সারের সঙ্গে বস্ত্র হরণ প্রতিযোগিতায় মেতেছিলেন। তিনি জায়নবাদকে ফ্যাশন সুযোগ বিবেচনা করতেন : 'খোদাকে ধন্যবাদ এসব ভেনিশীয় পশমি পোশাকের জন্য। তাদের কারণেই জেরুজালেমে সুন্দর পশমি কোট পাওয়া যাচ্ছে।' জেরুজালেমে বছরাধিকাল অবস্থান এবং তৃতীয় স্বামীকে, এক মিসরীয় প্লেবয়, বিয়ে করার পর ১৯৪৪ সালে তিনি মিসরে ফিরে যান *লাভ অ্যান্ড ভেনজিন্যান্স* ছবিতে কাজ করার জন্য। তবে ছবিটি শেষ করার আগেই রহস্যজনক গাড়ি দুর্ঘটনায় নীল নদে ডুবে মারা যান। এই দুর্ঘটনার জন্য এমআই৬, গেস্টাপো, রাজা ফারুক (তাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন), তার প্রতিদ্বন্দ্বি প্রখ্যাত মিসরীয় গায়িকা উম্মে কুলসুমসহ অনেকের দিকে আঙুল তোলা হয়েছিল। তার ভাই ফরিদকে যদি আরব বিশ্বের সিনাত্রা বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, তবে তাকে বলতে হবে মনরো। আসমাহানের কিন্নরী কণ্ঠ, বিশেষ করে তার হিট গান 'ম্যাজিক্যাল নাইটস ইন ভিয়েনা' এখনো জনপ্রিয়।

রাস্তাগুলো আমেরিকান ও অস্ট্রেলিয়ান সৈন্যতে পরিপূর্ণ থাকত। অস্ট্রেলিয়ানদের নিয়ন্ত্রণ করা ছিল 'জেরুজালেমের পাশা' গভর্নর অ্যাডওয়ার্ড কিথ-রোচের প্রধান চ্যালেঞ্জ। তাদেরকে নতুন শহরের কেন্দ্রে পুরনো সেন্সম্যান্স হোটেলে ম্যাডাম জয়নাবের তত্ত্বাবধানে একটি বেশ্যালয় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ভিডি বিস্তার সীমিত করার জন্য নেওয়া চিকিৎসা তত্ত্বাবধানব্যবস্থা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। ফলে কিথ-রোচকে 'জয়নব এবং তার মনোরঞ্জক লোকদেরকে আমার এলাকার বাইরে' পাঠাতে হয়।

১৯৪২ সালে জার্মানেরা ককেশাসের গভীরে ঢুকে পড়ে, জেনারেল আরউইন রোমেলের আফ্রিকা কোর মিসরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ফিলিস্তিনে ইয়িশুভের উপস্থিতি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। গ্রিসে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলজুড়ে এসএস-ওবারস্টুরমব্যান ফুরার ওয়াল্টার রাউফের নেতৃত্বে এসএস আইনস্যাটঝ কমান্ডো আফ্রিকাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় আফ্রিকা ও ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিদের শেষ করে দেওয়ার। ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ লিখেছেন, 'ইহুদিদের মুখমণ্ডলে ভীতি, বেদনা ও আতঙ্ক দেখা গেল, বিশেষ করে জার্মানেরা তোবরুক দখল করার পর।' এক আরব ফেরিওয়ালা প্রচণ্ড শব্দে উচ্চারণ করল *র‍্যামেল* (বালি), আরবিতে তা রোমেলের মতো শোনাল, তাতে ইহুদিদের মধ্যে জার্মান আগমনভীতি সৃষ্টি হলো। 'তারা কাঁদতে শুরু করল, পালানোর বন্দোবস্ত করতে লাগলেন,' বলেছেন ওয়াসিফ। তার চিকিৎসক ছিলেন ইহুদি। নাৎসিরা যদি এসেই পড়ে, সেক্ষেত্রে ওয়াসিফ তাকে এবং তার পরিবারকে লুকিয়ে রাখার প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু ওই চিকিৎসক নিজেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন : তিনি তার রোগীকে বিষভর্তি দুটি সিরিঞ্জ দেখালেন, তার এবং তার স্ত্রীর জন্য।

১৯৪২ সালের অক্টোবরে আল আমিনে জেনারেল মন্টগোমেরি জার্মানদের বিধ্বস্ত করেন। ওয়াইজম্যান এই আশ্চর্যজনক ঘটনাকে জেরুজালেম থেকে সেন্নাচেরিবের রহস্যজনক প্রত্যাহারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তবে নভেম্বরে হলুকাস্টের ভয়ংকর খবর প্রথমবারের মতো জেরুজালেমে পৌঁছে : 'পোলিশ ইহুদিদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছে!' *প্যালেস্টাইন পোস্ট* খবর প্রকাশ করল। ইহুদি জেরুজালেম তিন দিনের শোক প্রকাশ করল, পবিত্র ওয়ালে প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হলো।

১৯৩৯ সালে ঘোষিত শ্বেতপত্র অনুযায়ী ইহুদি অভিবাসন বন্ধে ব্রিটিশ পদক্ষেপ ছিল সবচেয়ে খারাপ সময়ে। নাৎসি ইউরোপে ইউরোপীয় ইহুদিদের হত্যা করা হচ্ছিল, অথচ ব্রিটিশ সৈন্যরা বেপরোয়া উদ্বাস্তুদের বহন করা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরত থাকল। আরব বিদ্রোহ, হিটলারের চূড়ান্ত সমাধান ও শ্বেতপত্র- সব মিলে অনেক জায়নবাদী মনে করল, প্রতিশ্রুত ইহুদি আবাসভূমি মঞ্জুর করতে ব্রিটেনকে বাধ্য করার একমাত্র পন্থা হলো সহিংসতা।

জুইশ এজেন্সি বৃহত্তম মিলিশিয়া বাহিনী হাগানা নিয়ন্ত্রণ করত। প্যালম্যাচ নামে তাদের বিশেষ বাহিনীর সদস্য ছিল দুই হাজার। আর ছিল ব্রিটিশ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ২৩ হাজার মিলিশিয়া সদস্য। বেন-গুরিয়ান এখন অপ্রতিদ্বন্দ্বি জায়নবাদী নেতা। অ্যামোস ওজের ভাষায়, টেকো মাথার চারদিকে 'রুপালি চুলের ধর্মনেতার মতো দেখতে বেঁটে লোকটির ছিল ঘন ভ্রু, প্রশস্ত নাশিকা, প্রাচীন কালের নাবিকদের মতো দৃঢ় চোয়াল' এবং তার ছিল 'স্বপ্নদ্রষ্টা কৃষকের' সুতীক্ষ্ণ ইচ্ছাশক্তি। তবে এখন নতুন অপ্রতিরোধ্য নেতার অধীনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো রণপটু ইরগুন।

* গ্রিসে যে কয়েকজন অ-ইহুদি সাহসিকতার সঙ্গে ইহুদিদের রক্ষা করেছেন তাদের মধ্যে ছিলেন জেরুজালেমের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কযুক্ত এক প্রিন্সেস। গ্রিসের প্রিন্সেস অ্যান্ড্রু, ব্যাটেনবার্গের প্রিন্সেস অ্যালিস হিসেবে জন্মগ্রহণকারী, ছিলেন রানি ভিক্টোরিয়ার প্রপৌত্রী। ৬০ হাজার গ্রিক ইহুদিকে হত্যার সময় তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোহেন পরিবারের তিন সদস্যকে লুকিয়ে রেখেছিলেন। ১৯৪৭ সালে তার ছেলে প্রিন্স ফিলিপ, রাজকীয় নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট, প্রিন্সেস এলিজাবেথকে বিয়ে করেন, চার বছর পর সিংহাসনে বসেন। প্রিন্সেস অ্যান্ড্রু নান হন, তার চাচি গ্র্যান্ড ডাচেশ ইলার মতো নিজের ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। তিনি লন্ডনে বাস করলেও চাইতেন যেন জেরুজালেমে তার কবর হয়। তার মেয়ে যখন বিড়বিড় করে বলেছিলেন, জেরুজালেম অনেক দূরের পথ, তখন তিনি ক্ষুব্ধভাবে বলেছিলেন, 'বোকা মেয়ে, ইস্তাম্বুল থেকে সুন্দর বাস সার্ভিস আছে।' ১৯৬৯ সালে তিনি মারা গেলেও তাকে দাফন করা হয় ১৯৮৮ সালে, তার চাচি ইলার সমাধির পাশে ম্যারি ম্যাগদালিন চার্চে। ১৯৯৪ সালে প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অব এডিনবরা, ইয়াদ ভ্যাশেমের জেরুজালেমে হলুকাস্ট মেমোরিয়াল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তার মাকে 'জাতির সত্যাশ্রয়ীদের' অন্যতম হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করেন।

** অধ্যাপক গিলবার্ট অ্যাচার তার *আরবস অ্যান্ড দ্য হলুকাস্ট* গ্রন্থে লিখেছেন, "'ইহুদিরা' মানবতার বিরুদ্ধে সব ধরনের অপরাধের হোতা- নাৎসিদের এই প্রলাপে মুফতি জড়িয়ে পড়েছিলেন।" তিনি আরো বলেন, 'এটা অস্বীকার করা যায় না, মুফতি নাৎসিদের সেমিটিকবিরোধী মতবাদকে সমর্থন করেছিলেন, যা সহজেই প্যান ইসলামি ধাঁচে ইহুদিবিরোধী উন্মাদনার সঙ্গে মিলে যায়।' বেলফোর ঘোষণা বার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৪৩ সালে বার্লিনে বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, 'তারা জনগণের মধ্যে পরজীবী হিসেবে বাস করে, রক্ত শুষে নেয়, নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটায়।... জার্মানি নিশ্চিতভাবেই ইহুদি বিপদের সমাধান খুঁজে পেয়েছে, যা বিশ্ব থেকে ইহুদিদের অভিশাপমোচন করবে।' লেবাননে প্রবাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনে লিখিত স্মৃতিকথায় মুফতি জানান, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ইহুদিরা তাদের মোট জনসংখ্যার ৩০ শতাংশ হারিয়েছিল, সে তুলনায় 'জার্মানির ক্ষতি ছিল অনেক কম।' তিনি *প্রটোকলস* এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রশ্নে 'পেছন থেকে ছুরিকাঘাত' করার মিথের উল্লেখ করে হলুকাস্টের যৌক্তিকতা তুলে ধরে বলেছিলেন, এছাড়া ইহুদিদের বৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কার করার আর কোনো পন্থা ছিল না।

***সিংহাসনে বসার আগে ১৯৩০-এর দশকে সম্রাট রাস তাফার নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি জ্যামাইকাতে প্রতিষ্ঠিত রাস তাফারি আন্দোলন উজ্জীবিত করেছিলেন। বিখ্যাত রেগেই শিল্পী বব মারলের সেটাকে জনপ্রিয় করেছিলেন। বব তাকে 'জুদাহর সিংহ' এবং 'যিশুখ্রিস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব' হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। তাদের কাছে ইথিওপিয়া ও আফ্রিকা ছিল নতুন জায়ন। ১৯৭৪ সালে মার্কসবাদী ডারগু (ইথিওপিয়ার মার্কসবাদী সামরিক সরকার) হাইলে সেলাসিকে খুন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০
নোংরা যুদ্ধ
১৯৪৫-৪৭

মেনাহেম বেজিন : কৃষ্ণ সাবাথ

'আমি যুদ্ধ করি, তাই আমি আছি,' বলেছিলেন মেনাহেম বেজিন, ডেসকার্টের উদ্ধৃতির আলোকে। ব্রেস্ট-লিটোভস্কে জন্মগ্রহণকারী এই *শটেটল* (পূর্ব ইউরোপের ইহুদি পরিবারের)-সন্তান পোল্যান্ডে জ্যাবোটিনস্কির 'বেটার' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তবে তিনি তার নায়কের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে আরো কঠোর সামরিক জায়নবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, ধর্মীয় আবেগ দিয়ে চরমপন্থী রাজনৈতিক দর্শনে 'যারাই আমাদের পূর্বপুরুষদের ভূমি দখল করে রাখবে, তাদের বিরুদ্ধেই স্বাধীনতা যুদ্ধ' করার মন্ত্রে তার সমর্থকদের উজ্জীবিত করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে নাৎসি ও সোভিয়েতেরা পোল্যান্ডকে ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। স্ট্যালিনের এনকেভিডি ব্রিটিশ গুপ্তচর হিসেবে বেজিনকে গ্রেফতার করে বাধ্যতামূলক শ্রমশিবির গুলাগে নির্বাসন দেয়। তিনি তখন কৌতুক করে বলেছিলেন : 'এখন কোথায় ওই ব্রিটিশ এজেন্ট?' অল্প কিছুদিন পর ব্রিটিশ পুলিশ তার জন্য সর্বোচ্চ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। ১৯৪১ সালে পোলিশ নেতা জেনারেল সিকোরস্কির সঙ্গে স্ট্যালিনের চুক্তির পর বেজিন মুক্তি পান। এরপর পোলিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে পারস্য হয়ে ফিলিস্তিনে আসেন। স্ট্যালিনের মাংসপেষণ এবং হিটলারের কসাইখানার (যেখানে তার মা-বাবা ও ভাই শেষ হয়ে গিয়েছিলেন) অন্ধকার থেকে বের হওয়া বেজিন ওয়াইজম্যান কিংবা বেন-গুরিয়ানের চেয়ে কঠোর দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন।। তিনি বলেছিলেন, 'এটা মাসাদা [মৃত সাগরের তীরে হেরোডের তৈরি নগরী, যা পরে বিধ্বস্ত হয়েছিল] নয়, মোদিন [যেখানে ম্যাকাবিরা তাদের বিদ্রোহ শুরু করেছিল], যা হিব্রু বিদ্রোহের প্রতীক।' জ্যাবোটিনস্কি ১৯৪০ সালে হৃদরোগে মারা যান, ১৯৪৪ সালে বেজিন ৬০০ যোদ্ধার ইরগুনের কমান্ডার নিযুক্ত হলেন। প্রবীণ জায়নিস্টরা বেজিনকে মনে করত 'গেঁয়ো বা মফস্বলের লোক'। রিমলেস চশমা, 'নরম সদাচঞ্চল হাত, পাতলা হতে থাকা চুল, ভেজা ঠোঁটের'* বেজিনকে বিপ্লবী নেতার চেয়ে বেশি মনে হতো পোলিশ গ্রাম্য স্কুলমাস্টার। তবে তিনি ছিলেন 'ধৈর্যশীল গুপ্তঘাতক।'

নাৎসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে ইরগুন যোগ দিলেও আব্রাহাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টার্নের নেতৃত্বে অল্প কয়েকজন চরমপন্থী আলাদা হয়ে গিয়েছিল। এই অংশটির নাম ছিল লেহি (ফাইটার্স ফর দ্য ফ্রিডম অব ইসরাইল), তারা স্টার্ন গ্যাং নামেও পরিচিত ছিল। ১৯৪২ সালে ব্রিটিশেরা স্টার্নকে হত্যা করে। তবে দলের অন্য সদস্যরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অব্যাহত রাখল। মিত্র বাহিনীর জয় স্পষ্ট হতে থাকায় বেজিন জেরুজালেমে ব্রিটিশদের শক্তি পরখ করা শুরু করলেন। ১৯২৯ সাল থেকে দ্য ওয়ালে 'ডে অব অ্যাটোনমেন্টে' *শোফার* (ভেড়ার শিং) ফুঁকা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু জ্যাবোটিনস্কি প্রতি বছরই বিধানটি চ্যালেঞ্জ করছিলেন। ১৯৪৩ সালের অক্টোবরে বেজিন *শোফার* ফুঁকার নির্দেশ দিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনারত ইহুদিদের ওপর চড়াও হলো। কিন্তু ১৯৪৪ সালে ব্রিটিশেরা কিছুই বলল না। বেজিন এটাকে ব্রিটিশদের দুর্বলতার লক্ষণ ধরে নিলেন।

সহিংসতার এই নাটের গুরু ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বরে ইরগুন জেরুজালেমে ব্রিটিশ পুলিশ থানাগুলোতে আক্রমণ করল। নগরীর ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের হাতে এক সিআইডি অফিসার নিহত হলো। ওল্ড ম্যান (বেন-গুরিয়ানেরও একই ডাকনাম ছিল) ডাকনামের বেজিনের বয়স তখন প্রায় ৩০, আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেলেন, ঘন ঘন ঠিকানা বদল করতেন, দাড়িওয়ালা তালমুদ-শিক্ষকের ছদ্মবেশ নিতেন। তাকে জীবিত বা মৃত ধরার জন্য ব্রিটিশেরা ১০ হাজার পাউন্ড পুরস্কার ঘোষণা করল।

জুইশ এজেন্সি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা জানাল। তবে মিত্র বাহিনী জার্মান-অধিকৃত ইউরোপে ডি-ডে হামলা ** শুরু করলে লেহি দুবার জেরুজালেমের রাস্তায় হাই কমিশনার হ্যারল্ড ম্যাকমাইকেলকে হত্যা করার চেষ্টা করল। ওই নভেম্বরে কায়রোতে তারা ওয়াল্টার গিনিজকে (লর্ড মোয়নে, মিসরে মিনিস্টার রেসিডেন্ট ও চার্চিলের বন্ধু) হত্যা করলো। এই লোকটি সোজাসুজি বেন-গুরিয়ানকে জানিয়েছিলেন, মিত্র বাহিনীর উচিত জায়নে না করে পূর্ব প্রুসিয়ায় ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। চার্চিল জায়নবাদী চরমপন্থীদের 'জঘন্য দুর্বৃত্তচক্র' হিসেবে অভিহিত করলেন। বেন-গুরিয়ান এসব খুন-খারাবির নিন্দা জানালেন, ১৯৪৪-৫ সালে ইহুদি 'ভিন্ন মতালম্বী' মিলিশিয়াদের দমনে সহায়তাও করলেন। ৩০০ মিলিশিয়াকে গ্রেফতার করা হলো। জায়নবাদীরা এটাকে বলল *'লা সাইসন'* (শিকার মওসুম)।

১৯৪৫ সালের ৮ মে, ইউরোপ দিবসের বিজয়ে, নতুন হাই কমিশনার ফিল্ড মার্শাল ভাইকাউন্ট গোর্ট কিং ডেভিড হোটেলের বাইরে স্যালুট গ্রহণ করলেন। ইহুদি ও আরব রাজবন্দিদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন, জেরুজালেমবাসীর জন্য পার্টি দিলেন। তবে পর দিনই সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভয়াবহতা প্রকটভাবে প্রকাশিত হলো। ইহুদি ও আরবেরা বিক্ষোভ করল, উভয় পক্ষই কার্যত মেয়রের অনুষ্ঠান বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে চার্চিল পরাজিত হলেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ক্লেমেন্ট অ্যাটলি। তিনি লেবার পার্টির নির্বাচনী সঙ্গীত হিসেবে উইলিয়াম ব্লেকের গানটি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তার জাতিকে 'নতুন জেরুজালেম' (যদিও তিনি পুরনোটিই চালাতে অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছিলেন) উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

আসন্ন প্রতিকূলতা নিয়ে ব্রিটিশরা ভীত হয়ে পড়েছিল। এক লাখ ইহুদি, ৩৪ হাজার মুসলিম ও ৩০ হাজার খ্রিস্টান অধ্যুষিত নগরীটি ম্যাকমাইকেলের পরামর্শ অনুযায়ী ব্রিটিশ-শাসিত জেরুজালেম হবে না কি গর্টের প্রস্তাবমতে পবিত্র স্থানগুলো ব্রিটিশদের হাতে রেখে নগরীটি বিভক্ত করা হবে? তবে যে প্রস্তাবই গ্রহণ করা হোক না কেন, ফিলিস্তিনে ইহুদি অভিবাসন বন্ধ করতে ব্রিটিশেরা বদ্ধপরিকর ছিল, অনেক অভিবাসী হিটলারের মৃত্যু-শিবির থেকে বেঁচে আসা সত্ত্বেও। তারা তখন ইউরোপজুড়ে স্থাপিত বাস্তুহারা শিবিরে দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও জাহাজবোঝাই বেপরোয়া ইহুদিদের ব্রিটিশ বাহিনী হয়রানি করছিল বা পরিত্যাগ করছিল। ব্রিটিশেরা *এক্সড্যাস* (দলবদ্ধ প্রস্থান) বন্ধ করে দিতে লাগল, উদ্বাস্তুদের আটকে রাখা হচ্ছিল। ব্রিটিশ সৈন্যরা তাদের ওপর চড়াও হতে শুরু করল (তিনজন মারাও গেল)। তাদেরকে নির্মমভাবে আবার জার্মানির ক্যাম্পে ফেরত পাঠানো হচ্ছিল। এমনকি মধ্যপন্থী জুইশ এজেন্সিও এটাকে নৈতিকভাবে মেনে নিতে পারল না।

AMARBOI.COM

ইউরোপের ইহুদি অভিবাসীদের গোপন পথে নিয়ে আসা এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের লক্ষ্যে বেন-গুরিয়ান, বেজিন ও লেহি একমত হয়ে ইউনাইটেড রেসিসট্যান্স কমান্ড গঠন করলেন। তারা দেশজুড়ে ট্রেন, বিমানক্ষেত্র, সেনাঘাঁটি ও থানায় হামলা চালাতে লাগলেন। শুধু দুটি ক্ষুদ্র উপদল আরো উদার হাগানা'র আহ্বান জানিয়ে দায়সারা বক্তব্য দিল। রাশিয়ান কম্পাউন্ড ও এর বিশাল বিশাল হোস্টেল তখন পুলিশের শক্ত ঘাঁটিতে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। সেগুলো ইরগুনের প্রিয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হলো। ২৭ ডিসেম্বর তারা সিআইডি পুলিশ সদরদফতর (সাবেক নিকোলাই তীর্থযাত্রী হোস্টেল) ধ্বংস করে দিল। বেজিন তার সাফল্য প্রত্যক্ষ করতে বাসে করে তেল আবিব থেকে জেরুজালেম গেলেন। ইরগুন ১৯৪৬ সালের জানুয়ারি রাশিয়ান কম্পাউন্ডের ভেতরে অবস্থিত কারাগারে হামলা চালাল।***

এসব হামলায় বিপর্যস্ত ব্রিটিশেরা তাদের সমস্যা সমাধানে আমেরিকার শরণাপন্ন হলো। আমেরিকান ইহুদি সম্প্রদায় ক্রমবর্ধমান হারে জায়নবাদের সমর্থক হয়ে উঠলেও প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট কখনো প্রকাশ্যে ইহুদি রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেননি। ইয়াল্টায় রুজভেল্ট ও স্ট্যালিন হলুকাস্ট নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনা করেছিলেন। 'আমি জায়নবাদী,' বললেন রুজভেল্ট। 'আমিও, নীতিগতভাবে,' জবাব দিয়েছিলেন স্ট্যালিন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, তিনি 'বিরবিদঝানে ইহুদিদের জন্য একটি জাতীয় আবাস প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা দুই থেকে তিন বছর অবস্থান করে সেখান থেকে কেটে পড়েছে।' তারপর তার সেমিটিকবিরোধী মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ল : 'ইহুদিরা 'দালাল, মুনাফাখোর ও পরজীবী।' তবে গোপনে তিনি আশা করেছিলেন, যেকোনো ইহুদি রাষ্ট্র হবে সোভিয়েত-নির্ভর এলাকা।

১৯৪৫ সালের এপ্রিলে রুজভেল্ট মারা গেলেন। তার উত্তরসূরি হ্যারি এস. ট্রুম্যান হলুকাস্টে বেঁচে যাওয়াদের ফিলিস্তিনে পুনর্বাসন করতে চাইলেন, তাদের সেখানে যেতে দিতে ব্রিটেনকে অনুরোধ করলেন। ব্যাপ্টিস্ট হিসেবে বেড়ে ওঠা ট্রুম্যান ছিলেন সাবেক কৃষক, ব্যাংক কেরানি, ক্যানসাস নগরীর মুদি দোকানি। মিসৌরির সিনেটর থাকার সময় তিনি ইহুদিদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, ইতিহাসবোধ ছিল। নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডিনামাইট-বিধ্বস্ত বার্লিন সফরকালে তার 'মনে কার্থেজ, বালবেক, জেরুজালেম, রোম, আটলান্টিসের কথা' উদয় হয়েছিল। এখন ইহুদি সাবেক মুদি দোকানের অংশীদার ইডি জ্যাকবজনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব, জায়নপন্থী সহযোগীদের প্রভাব এবং সেইসঙ্গে 'নিজের প্রাচীন ইতিহাস ও বাইবেল পাঠের কারণে তিনি ইহুদিদের আবাসভূমির সমর্থক হয়ে পড়েন,' জানিয়েছেন তার উপদেষ্টা ক্লার্ক ক্লিফোর্ড। তবে ট্রুম্যান নিজের পররাষ্ট্র দফতরের প্রতিরোধের মুখে প্রায়ই জায়নিস্ট লবিংয়ে বিরক্ত হতেন, শাসিত ইহুদিদের উৎপীড়ক শাসকে পরিণত হওয়ার ইঙ্গিতেও উদ্বিগ্ন হতেন। তিনি হঠাৎ করে বলে ফেলতেন, 'যিশুখ্রিস্ট যখন দুনিয়ায় ছিলেন, তখন তিনি তাদের খুশি করতে পারেননি, তাই দুনিয়ায় কিভাবে কেউ আশা করতে পারেন, আমার সে-ই সৌভাগ্য হবে?' তবে শেষ পর্যন্ত তিনি খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য একটি ইঙ্গ-আমেরিকান কমিশন গঠনে রাজি হলেন।

কমিশনারেরা কিং ডেভিডে অবস্থান করল। কমিশনার লেবার এমপি রিচার্ড ক্রসম্যান দেখতে পেলেন, 'বেসরকারি গোয়েন্দা, জায়নবাদী এজেন্ট, আরব শেখ, বিশেষ প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরিবেশ ভয়ংকর। প্রত্যেকেই অপর পক্ষের কথা শুনতে কান পেতে রয়েছে।' রাতে আরব বনেদি পরিবারের সদস্য এবং ব্রিটিশ জেনারেলেরা ক্যাটি অ্যান্টোনিয়াসের ভিলায় সমবেত হতো। তখন তিনি একা। আরব বিদ্রোহের সময় অন্টোনিয়াসের শিথিল হয়ে পড়া বিবাহবন্ধন ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল। যুদ্ধের সময় ক্যাটি তার অসুস্থ স্বামীকে তালাক দিলেন, তিনি এর মাত্র দুই সপ্তাহ পর অপ্রত্যাশিতভাবে মারা গেলেন। মাউন্ট জায়নে তাকে দাফন করা হলো, সমাধিফলকে লেখা ছিল : 'আরবেরা, তোমরা ওঠো, জাগো।' কিটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সান্ধ্যভোজোৎসব তখনো কিংবদন্তিপ্রতীম। 'সান্ধ্যপোশাক, সিরীয় খাবার ও পানীয় এবং মার্বেল ফ্লোরে নৃত্য' উপভোগ করতেন ক্রসম্যান। তিনি জানালেন, আরবরাই সর্বোত্তম পার্টি দিয়ে থাকে : 'ব্রিটিশরা কেন ইহুদিদের চেয়ে আরবদের উচ্চ শ্রেণীকে পছন্দ করে তা সহজেই বোঝা যায়। আরব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রয়েছে ফরাসি সংস্কৃতি, আমোদপ্রমোদ, সভ্যতা, করুণরস ও প্রফুল্লতা। তাদের তুলনায় ইহুদিরা অস্থির, বুর্জোয়া ও মধ্য ইউরোপীয়।'

অ্যাটলি আশা করেছিলেন, ট্রুম্যান ইহুদি অভিবাসনের বিরুদ্ধে তার নীতি সমর্থন করবেন। কিন্তু এর বদলে ইঙ্গ-আমেরিকান কমিশন অনতিবিলম্বে এক লাখ ইহুদি উদ্বাস্তুকে গ্রহণের সুপারিশ করে। ট্রুম্যান প্রকাশ্যে তাদের সুপারিশমালা সমর্থন করলেন। অ্যাটলি ক্রুদ্ধভাবে আমেরিকান অনাধিকারচর্চা প্রত্যাখ্যান করলেন। জুইশ এজেন্সি হলুকাস্ট থেকে গোপন উদ্বাস্তু অভিবাসন জোরদার করে। তিন বছরে তারা ৭০ হাজার লোককে নিয়ে আসে, এর প্যালম্যাচ সদস্যরা ব্রিটিশদের হয়রানি করা অব্যাহত রাখে। তাদের তৎপরতার চূড়ান্ত ঘটনা ঘটে 'দ্য নাইট অব দ্য ব্রিজেজ' নামের দৃষ্টি আকর্ষক বিস্ফোরণ ঘটনায়।

ব্রিটিশেরা আরবদের শেষ করেছিল; এবার ইহুদিদের ধ্বংস করতে হবে। ১৯৪৬ সালের জুনে আল আমিনের ভাইকাউন্ট মন্টগোমেরি, এখন ফিল্ড মার্শাল ও চিফ অব দ্য ইম্পেরিয়াল জেনারেল স্টাফ, জেরুজালেমে ফিরে এসে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, "ব্রিটিশ শাসন কেবল নামেই আছে; আমার কাছে প্রকৃত শাসক মনে হচ্ছে ইহুদিরা, যাদের অকথিত স্লোগান হচ্ছে- 'আমাদের স্পর্শ করতে সাহস করো না।'" কিন্তু মন্টগোমেরি সাহস করলেন, শক্তি বাড়ালেন।

২৯ জুন, শনিবার তার কমান্ডার (জেনারেল ইভিলিন 'বাবলস' বার্কার) 'অপারেশন আগাস্তা' শুরু করলেন। জায়নবাদী সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে পরিচালিত এই অভিযানে তিন হাজার ইহুদিকে গ্রেফতার করা হলো। তবে বেন-গুরিয়ানকে ধরা গেল না, তিনি সম্ভবত প্যারিসে চলে গিয়েছিলেন। পার্কার জেরুজালেমে তিনটি 'নিরাপত্তা জোন' সুরক্ষিত করেন, রাশিয়ান কম্পাউন্ডকে একটি দুর্গে পরিণত করলেন, ইহুদিরা যেটার নাম দিল বেভিনগ্রাদ, ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট বেভিনের নামে। ইহুদিদের কাছে অভিযানটির পরিচিতি পেল 'ব্ল্যাক সাবাথ' (কৃষ্ণ সাবাথ) নামে। বার্কার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ নির্যাতনের ঘৃণিত প্রতীকে পরিণত হলেন। জেনারেল নিয়মিত ক্যাটি অন্টোনিয়াসের পার্টিতে যেতেন। হোস্টেজ এখন তার মিস্ট্রেজ হয়েছেন : তার প্রেমপত্রগুলো ছিল ইহুদিদের বিরুদ্ধে আবেগমিশ্রিত, অদূরদর্শী ও ঘৃণাপূর্ণ, ব্রিটিশ সামরিক গোপন তথ্য-সংশ্লিষ্ট ও গলাবাজিতে ভরা : 'আমরা যে তাদের ঘৃণা করি, এ কথা বলতে আমাদের ভয় কোথায়?' শিশুদের ট্রলির মাধ্যমে বার্কারকে হত্যা করার চেষ্টা চালাল লেহি। বার্কারের কৃষ্ণ সাবাথের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জবাব দিতে লেহির সমর্থনপুষ্ট ইরগুনের বেজিন এমন প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা করল যা বিশ্বজুড়ে অনুভূত হবে। বেন-গুরিয়ান ও জুইশ এজেন্সি এতে রাজি না হলেও হাগানা তা অনুমোদন করল।

কিং ডেভিড ছিল ম্যান্ডেট জেরুজালেমের ধর্মনিরপেক্ষ তীর্থক্ষেত্র। একটি অংশ ব্রিটিশ প্রশাসন ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ২২ জুলাই আরব ও নুবিয়ান কস্টিউমের ছদ্মবেশে দুধের পাত্রে করে ইরগুন ৫০০ পাউন্ড বিস্ফোরক বেজমেন্টে মজুত করল।[২৩]

* এটা আর্থার কোয়েস্টারের বর্ণনা, লেখক ১৯২৮ সালে রিভিশনিস্ট জায়নিস্ট হিসেবে জেরুজালেম এসেছিলেন। তবে অল্প সময় পর চলে গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে কোয়েস্টার স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য ফিরে এসে বেজিন ও বেন-গুরিয়ানের সাক্ষাতকার নেন।

** ওই গ্রীষ্মে চার্চিল জেরুজালেমে মিত্র বাহিনীর সম্মেলন করার জন্য স্ট্যালিনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার যুক্তি ছিল, 'সেখানে অনেকগুলো প্রথম শ্রেণীর হোটেল, গভর্নমেন্ট হাউজ ইত্যাদি আছে। মার্শাল স্ট্যালিন মস্কো থেকে বিশেষ ট্রেনযোগে মস্কো থেকে জেরুজালেম পৌঁছাতে সব ধরনের নিরাপত্তা পাবেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সহায়ক যাত্রাপথও বলে দিলেন : 'মস্কো-তিবিলিসি-আঙ্কারা-বৈরুত-হাইফা-জেরুজালেম।' তবে এর বদলে তারা (প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে) মিলিত হলেন ইয়াল্টায়।

*** এটা এক সময় নারী তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্য ম্যারিয়ানস্কায়া হোস্টেল নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটাকে ইহুদি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের স্মরণে জাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কারণ তাদের সেখানে বন্দি করে রাখা হতো। রাশিয়ান তীর্থযাত্রীদের জন্য তৈরি শেষ হোস্টেলটির নাম ছিল নিকোলাই হোস্টেল। এতে ১২ শ' তীর্থযাত্রী থাকতে পারতেন। ১৯০৩ সালে এটি উদ্বোধন করেছিলেন রোমানভ প্রিন্স নিকোলাই।

মন্টগোমেরির দমন অভিযান : মেজর ফ্যারানের ঘটনা

ইরগুন ওই হোটেল, *প্যালেস্টাইন পোস্ট* ও ফরাসি কনস্যুলেটে উড়ো ফোন করে অত্যাসন্ন হামলার হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে কিং ডেভিড খালি করতে বলল। এই ফোনে কেউ কান দিল না, তা ছাড়া তখন অনেক দেরিও হয়ে গিয়েছিল। হুঁশিয়ারি অগ্রাহ্য করাটা অনিচ্ছাকৃত হয়েছে না কি পরিকল্পিতভাবে তা নিয়ে অস্পষ্টতা রয়েই গেছে। বেজিন কাছেই অপেক্ষা করছিলেন : 'প্রতিটা মিনিট একটা দিনের সমান মনে হতে লাগল। ১২ টা ৩২, ৩৩... চূড়ান্ত মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছিল। আধঘণ্টা প্রায় শেষ হয়ে গেল। ১২ টা ৩৭। হঠাৎ মনে হলো পুরো শহর কাঁপছে!' কিং ডেভিডের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা অংশ বোমায় পুরোপুরি গুঁড়িয়ে গেল; ব্রিটিশ, ইহুদি ও আরবসহ ৯১ জন নিহত হলো।* নিহতদের মধ্যে এমআই৫'র পাঁচজন ছিল। তবে গোয়েন্দা সংস্থাটির 'লন্ডন লেডিরা' বেঁচে গিয়েছিল। তারা ধ্বংস্তূপ থেকে টলতে টলতে বের হয়ে এলো, তাদের চুলগুলো পলেস্তারায় সাদা হয়ে গিয়েছিল, মনে হচ্ছিল তারা 'ঈশ্বরের অভিশাপে আক্রান্ত'। বোমা হামলার নিন্দা জানালেন বেন-গুরিয়ান। তিনি বেজিনকে ইহুদি সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি বিবেচনা করলেন, ইউনাইটেড রেসিসট্যান্স কমান্ড থেকে জুইশ এজেন্সি সরে গেল।

কিং ডেভিডের বোমা হামলার পর ব্রিটিশদের পাল্টা হামলার তীব্রতা বাড়ল, তবে এতে ম্যান্ডেট থেকে লন্ডনের পিছু হটাও ত্বরান্বিত করল। জেরুজালেমে ইহুদি ও আবরদের মেলামেশা হ্রাস পেল। অ্যামোস ওজ বলেছেন 'মনে হচ্ছে একটি অদৃশ্য মাংসপেশী শিথিল হয়ে গেছে। সবাই যুদ্ধের অনিবার্যতার কথা বলছে। একটি পর্দা জেরুজালেমকে বিভক্ত করা শুরু করেছে।' ইহুদিরা আসন্ন হত্যাযজ্ঞের গুজবে আতঙ্কিত ছিল। জেরুজালেম থেকে ব্রিটিশ বেসামরিক লোকদের সরিয়ে নেওয়া হলো।

ইরগুন অক্টোবরে রোমে ব্রিটিশ দূতাবাস উড়িয়ে দিল। নভেম্বরে মন্টগোমেরি জেরুজালেমে ফিরে এলেন। 'আমি মন্টিকে ক্যাটি অন্টোনিয়াসের একটি পার্টিতে দেখলাম,' স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন নাসিরউদ্দিন নাশাশিবি। ইরগুনের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের পরিকল্পনা করলেন এই ফিল্ড মার্শাল। তাদের শায়েস্তা করতে গঠন করা হলো স্পেশাল স্কোয়াড। নতুন পুলিশ প্রধান কর্নেল নিকল গ্রে এই স্কোয়াডে সাবেক পুলিশ ও বিশেষ বাহিনীর কঠোরমানব হিসেবে পরিচিত লোকদের নিয়োগ দিলেন। মেজর রয় ফ্যারান ডিএসও, এমসি ছিলেন বিশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন। এই আইরিশ এসএএস কমান্ডোর ট্রিগার-হ্যাপি (সামান্য ছুতায় গুলি চালাতে ইচ্ছুক) হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

জেরুজালেমে পৌঁছানোর পর ব্রিফিং দিতে ফ্যারানকে রাশিয়ান কম্পাউন্ডে নিয়ে যাওয়া হলো, তারপর কিং ডেভিড হোটেলে ডিনারের ব্যবস্থা ছিল। ফ্যারান এবং স্পেশাল স্কোয়াড জেরুজালেমে চক্কর দিতে লাগলেন। সন্দেহভাজনদের দেখামাত্র গুলি যদি না-ও করতেন, তবে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করতে লাগলেন। এই স্পেশাল স্কোয়াডের না ছিল গোপন অভিযানের কোনো অভিজ্ঞতা, না ছিল স্থানীয় ভাষা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে কোনো জ্ঞান। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ফ্যারান প্রায় ভাঁড়ের মতো ব্যর্থ হলেন। আর এর মধ্যেই তিনি ১৯৪৭ সালের ৬ মে'র কলঙ্কিত ঘটনাটি ঘটিয়ে ফেললেন। সেদিন রেহাভিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় তার দল আলেকজান্দার রুবোভিটজ নামের এক নিরস্ত্র স্কুলবালককে লেহির পোস্টার লাগাতে দেখল। ফ্যারান ছেলেটিকে অপহরণ করলেন। তবে দস্তাদস্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একপর্যায়ে ভুল বানানে লেখা তার নামশোভিত টুপিটি পড়ে গেল। তিনি আশা করেছিলেন, ভীত কিশোরটি বিশ্বাসঘাতকতা করে উর্ধ্বতন লেহি কর্মকর্তাদের নাম বলে দেবে। তিনি রুবোভিটজকে জেরুজালেমের বাইরে জেরিকো রোডের পাহাড়ি এলাকায় নিয়ে গাছে সঙ্গে বাঁধলেন, ঘণ্টা খানেক নির্যাতন চালালেন, তারপর দূরে গিয়ে পাথর দিয়ে তার মাথা গুঁড়িয়ে দিলেন। ছুরিকাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহটি হয়তো শেয়ালে খেয়েছে।

ইহুদি জেরুজালেম যখন পাগলের মতো নিখোঁজ বালকটিকে খুঁজে চলছিল, তখন মেজর ফ্যারান ক্যাটামনে পুলিশ মেসে তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে ঘটনা স্বীকার করেন, তারপর হঠাৎ করে জেরুজালেম থেকে হাওয়া হয়ে গেলেন। প্রথমে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, পরে বিশ্বজুড়ে হইচই পড়ে যায়। লেহি নির্বিচারে ব্রিটিশ সৈন্যদের হত্যা করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ফ্যারান জেরুজালেমে ফিরে এসে অ্যালেনবাই ব্যারাকে আত্মসমর্পণ করেন। ১৯৪৭ সালের ১ অক্টোবর সুরক্ষিত তালবিয়ে আদালতে তার কোর্টমার্শাল হয়। তবে গ্রহণযোগ্য প্রমাণের অভাবে তাকে খালাস দেওয়া হলো। রুবোভিটজের মৃতদেহ আর পাওয়া যায়নি। রাতের বেলায় দুই অফিসার ফ্যারানকে একটি সাজোয়া গাড়ি করে গাজায় নিয়ে যান। লেহি তাকে হত্যা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। ১৯৪৮ সালে 'আর ফ্যারান' লেখা একটি পার্সেল আসে। একই অদ্যাক্ষরের তার ভাই সেটি খোলামাত্র বিস্ফোরণ ঘটে, তিনি নিহত হন।** ঘটনাটি ব্রিটিশসংশ্লিষ্ট সবকিছুর প্রতি ইয়িশুভের বিদ্বেষ নিশ্চিত করে। সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জন্য কর্তৃপক্ষ ইরগুনের এক সদস্যকে মৃত্যুদ দিলে বেজিন জেরুজালেমের গোল্ডসমিড হাউজে ব্রিটিশ অফিসার্স ক্লাবে বোমা হামলা চালিয়ে ১৪ জনকে হত্যা করেন, একর কারাগার থেকে বন্দিদের বের করে আনেন। তার লোকদের প্রহার করা হলে তিনি ব্রিটিশ সৈন্যদের প্রহার করতেন। সন্ত্রাসের অভিযোগে একর কারাগারে তার লোকদের ফাঁসি দেওয়া হলে তিনি 'হিব্রুবিরোধী তৎপরতার জন্য' দুই সাধারণ ব্রিটিশ সৈন্যকে ঝুলিয়ে দেন।

চার্চিল তখন বিরোধী দলীয় নেতা। তিনি 'ফিলিস্তিনকে আরব কিংবা ঈশ্বরই জানেন অন্য কাউকে দিতে, ইহুদিদের বিরুদ্ধে এই জঘন্য যুদ্ধ শুরুর জন্য' অ্যাটলির কার্যক্রমের সমালোচনা করলেন। এমন কি যুদ্ধের সময়ও চার্চিল ফিলিস্তিনে তার শীর্ষ প্রশাসকদের মধ্যে 'সেমিটিসবিরোধিতা ও অন্যান্য কিছু ' দমনে অভিযান চালানোর কথা ভেবেছিলেন। ইরগুন ও লেহির সম্মিলিত আক্রমণের মুখে এখন ঐতিহ্যবাহী আরববাদ ও সেমিটিজমবিরোধিতা ইহুদিদের বিরুদ্ধে একজোট হলো। ব্রিটিশেরা ইহুদিদের সঙ্গ ত্যাগ করল, অনেক সময় কর্মরত সৈন্যরা আরব বাহিনীকে সহায়তা করতে লাগল।

নতুন হাই কমিশনার জেনারেল স্যার অ্যালেন কানিংহ্যাম ব্যক্তিগতভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়নবাদকে মনে করতেন 'ইহুদি মানসিকতায় চালিত জাতীয়তাবাদ, যা অনেক সময় বেশ অস্বাভাবিক এবং যৌক্তিক আচরণে সাড়া দিতে অক্ষম।' জেনারেল বার্কার ইহুদি রেস্তোরাঁয় ব্রিটিশ সৈন্যদের নিষিদ্ধ করেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন, 'তিনি তাদের পকেটগুলোকে হামলা চালিয়ে ইহুদিরা যেভাবে অন্যদের ঘৃণা করে, তাদেরকে তেমন অবস্থায় নিয়ে তাদের শাস্তি দেবেন।' প্রধানমন্ত্রী বার্কারকে তিরস্কার করলেন, তবে ঘৃণা এখন অস্থি-মজ্জায় মিশে গেছে। ক্যাটি অ্যান্টোনিয়াসকে লেখা প্রেমপত্রগুলোতে বার্কার বলেন, তিনি আশা করছেন আরবেরা 'রক্তপিপাসু ইহুদিদের,... ঘৃণিত সম্প্রদায়, হত্যা করবে,... ক্যাটি, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।'

১৯৪৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, মন্ত্রিসভার বৈঠকে রক্তস্নানে নুয়ে পড়া অ্যাটলি ফিলিস্তিন থেকে সরে আসতে রাজি হলেন। ফিলিস্তিনের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য ২ এপ্রিল তিনি স্পেশাল কমিটি অন প্যালেস্টাইন (ইউএনএসসিওপি) গঠন করার জন্য নবগঠিত জাতিসংঘকে অনুরোধ করলেন। চার মাস পর ইউএনএসসিওপি ফিলিস্তিনকে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং জেরুজালেমকে জাতিসংঘ গভর্নরের অধীনে আন্তর্জাতিক জিম্মাদারিতে রাখার প্রস্তাব করল। অকার্যকর সীমান্ত সত্ত্বেও বেন-গুরিয়ান পরিকল্পনাটি গ্রহণ করলেন। তিনি জেরুজালেমকে 'ইহুদি জনগণের হৃদয়' মনে করলেও 'রাষ্ট্র পাওয়ার মূল্য' হিসেবে এটাকে হারাতে হবে বলে ধরে নিয়েছিলেন। ইরাক, সৌদি আরব ও সিরিয়া-সমর্থিত আরব হায়ার কমিটি বিভক্তি প্রত্যাখ্যান করে 'অখণ্ড স্বাধীন ফিলিস্তিন' দাবি করল। ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘে প্রস্তাবটির ওপর ভোটাভুটি হলো। মধ্য রাতের পর জেরুজালেমবাসী শ্বাসরুদ্ধকর নীরবতায় রেডিওতে কান পাতল।[২৪]

* নিহত একজনের নাম জুলিয়াস জ্যাকবস, বর্তমান লেখকের কাজিন এবং সিভিল সিভিল সার্ভেন্ট, তিনি ইহুদি হতে চাচ্ছিলেন।

** ব্রিটিশ নিরাপত্তা বাহিনীতে ফ্যারান যুদ্ধবীর হিসেবেই পরিচিত হয়েছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি রক্ষণশীল দলের টিকেটে পার্লামেন্টে স্কটিশ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, তবে জয়ী হতে পারেননি। তিনি পরে কানাডায় চলে যান। সেখানে তিনি খামার করেন, আলবার্টা আইনপরিষদে জয়ী হয়েছিলেন, টেলিফোনবিষয়ক মন্ত্রী, সোলিসিটর জেনারেল ও রাজনীতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক হন। ২০০৬ সালে ৮৬ বছর বয়সে মারা যান। জেরুজালেমের ইস্ট ত্যালপিয়তে সম্প্রতি একটি সড়কের নাম রাখা হয়েছে রুবোভিটজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবদুল কাদির হোসেইনি : জেরুজালেম ফ্রন্ট

১৮১ নম্বর প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে ৩৩টি দেশ ভোট দিল, ব্রিটেনসহ ১০টি দেশ বিরত থাকল। অ্যামোস ওজ স্মৃতিচারণ করেছেন, 'শোকাহত কয়েকটি মিনিটের পর ঠোঁটগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফাঁক হয়ে গেল, চোখগুলো বড় বড় হলো। উত্তর জেরুজালেমের প্রান্তে অবস্থিত আমাদের দূরের রাস্তা হঠাৎ করে ফেটে পড়ল, আনন্দে চিৎকার নয়, অনেকটা আতঙ্কে গোঙানির মতো, এমন ভয়াবহ শব্দ যা পাহাড়কেও নড়িয়ে দিতে পারত।' তারপর 'আনন্দ ধ্বনি ওঠল' এবং 'প্রত্যেকে গান গাইতে লাগল। ইহুদিরা এমনকি 'চমকে ওঠা ইংরেজ পুলিশদেরও' চুমু খেতে লাগল।

দেশটাকে বিভক্ত করার কর্তৃত্ব জাতিসংঘের আছে বলে মনে করেনি আরবেরা। ১২ লাখ ফিলিস্তিনি তখনো দেশটির ৯৪ ভাগ জমির মালিক; ইহুদির সংখ্যা ছয় লাখ। উভয় পক্ষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল, ইহুদি ও আরব চরমপন্থীরা তখন পারস্পরিক বর্বরতার নির্মম খেলায় মেতে ওঠেছিল। জেরুজালেম তখন 'নিজের সঙ্গেই যুদ্ধ করছে।'

উচ্ছৃঙ্খল আরবেরা প্রবলবেগে নগরকেন্দ্রে ঢুকে ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের শহরতলিগুলোতে আগুন দিল, তাদের দোকানপাট লুট করল, চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ইহুদিদের জবাই কর!' কমলার বাগান আর ম্যানশনগুলোর উত্তরাধিকারী ক্যাম্ব্রিজ-শিক্ষিত আইনজীবী আনোয়ার নুসেইবেহ এই 'নোংরামি, কোলাহল ও হইচই' সৃষ্টি হতে দেখলেন। 'উভয় পক্ষের অধ্যাপক, চিকিৎসক ও দোকানদারেরা এখন গোলাগুলি করছে, অথচ ভিন্ন অবস্থায় এরাই সম্মানিত মেহমান হতো,' বলে তিনি জানিয়েছেন। ২ ডিসেম্বর ওল্ড সিটিতে তিনজন ইহুদি গুলিবিদ্ধ হলো; ৩ তারিখে আরব বন্দুকধারীরা মন্টেফিওরি কোয়ার্টারে আক্রমণ করল। পরের সপ্তাহে আক্রান্ত হলো জুইশ কোয়ার্টার। সেখানে ১৫ শ' ইহুদি আতঙ্কে অবস্থান করছিল, আশপাশের এলাকার ২২ হাজার আরবের তুলনায় সংখ্যায় তারা খুবই কম। ইহুদি ও আরবেরা মিশ্র এলাকা থেকে সরে গেল। ১৩ ডিসেম্বর ইরগুন দামাস্কাস গেটের বাইরে একটি বাস স্টেশনে বোমা ফেলল। এতে পাঁচজন আরব নিহত হলো, আহত হলো আরো কয়েকজন। আনোয়ার নুসেইবেহ'র চাচা ইরগুনের ওই হামলা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে দেখলেন 'নগর প্রাচীরে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ লেগে রয়েছে।' দুই সপ্তাহে ৭৪ ইহুদি, ৭১ আরব ও ৯ ব্রিটিশ নিহত হলো।

৭ ডিসেম্বর হাই কমিশনারের সঙ্গে দেখা করার জন্য বেন-গুরিয়ান তেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবিব থেকে আসার সময় তার বহর রাস্তায় গুপ্ত হামলার শিকার হলো। হাগানা অনিয়মিত বাহিনীভুক্ত ১৭ থেকে ২৫ বছর বয়স্ক সবাইকে ডেকে পাঠাল। আরবেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো। অনিয়মিতরা স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিভিন্ন মিলিশিয়ায় যোগ দিল : ইরাকি, লেবানিজ, সিরীয়, বসনীয় এবং অনেকে ছিল পূর্বেকার সংগ্রামের জাতীয়তাবাদী যোদ্ধা; অনেকে ছিল জিহাদি মৌলবাদী। বৃহত্তম মিলিশিয়া ছিল আরব লিবারেশন আর্মি, সদস্য প্রায় পাঁচ হাজার। কাগজে কলমে সাতটি আরব দেশের নিয়মিত সেনাবাহিনীর সমর্থনপুষ্ট আরব বাহিনী ছিল সংখ্যায় অনেক বেশি। সদ্য ফিলিস্তিন ত্যাগকারী জেনারেল বার্কার 'একজন সৈনিক হিসেবে' ক্যাটি অ্যান্টোনিয়াসের কাছে উল্লসিতভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'ইহুদিরা নির্মূল হয়ে যাবে।' কিন্তু বাস্তবে ১৯৪৫ সালে সদ্য স্বাধীন হওয়া আরব দেশগুলোর সংস্থা হিসেবে গঠিত আরব লিগ তার সদস্যদের নানা ভূখ গত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বংশগত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিভক্ত ছিল। সম্প্রতি জর্ডানের হাশেমি বাদশাহ খেতাবলাভকারী আবদুল্লাহ তখনো ফিলিস্তিনকে তার রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত দেখতে চাইতেন; দামাস্কাস চাইছিল বৃহত্তর সিরিয়া; মিসরের রাজা ফারুক নিজেকে আরব বিশ্বের ন্যায়সঙ্গত নেতা ভাবতেন, জর্ডান ও ইরাকের হাশেমিদের ঘৃণা করতেন; এরা আবার আবার বাদশাহ ইবনে সৌদকে পছন্দ করতেন না, তিনিই তাদের আরব থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব আরব নেতাই মুফতিকে অপছন্দ করতেন। তিনি তখন মিসরে ফিরে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

এত মতানৈক্য, বিশ্বাসঘাতকতা ও অযোগ্যতার মধ্যেও যুদ্ধে আরব নায়কদের সরবরাহ করল জেরুজালেম। 'নোংরা ষড়যন্ত্র ও বিবাদে' বীতশ্রদ্ধ আনোয়ার নুসেইবেহ অপর দুই বনেদি পরিবার খালিদি ও দাজানিদের নিয়ে অস্ত্র কেনার জন্য হেরোড'স গেট কমিটি গঠন করেন। তার কাজিন আবদুল কাদির হোসেইনি জেরুজালেম ফ্রন্ট নামে অভিহিত আরব সদরদফতরের কমান্ড গ্রহণ করলেন। তিনি ১৯৪১ সালে ইরাকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, তারপর কায়রোতে যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় ছিলেন।

সব সময় *কেফিয়েহ*, খাকি সামরিক পোশাক ও গুলি রাখার বেল্ট পরিহিত হোসেইনি আরব বীরের মূর্তপ্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি ছিলেন একাধারে জেরুজালেমের বনেদি পরিবারের বিপ্লবী সদস্য, মেয়রদের পুত্র ও নাতি, নবিজির বংশধর, রসায়নে গ্রাজুয়েট, সৌখিন কবি, সংবাদপত্রের সম্পাদক এবং প্রমাণিত সাহসী যোদ্ধা। তার কাজিন সাইদ আল-হোসেইনি বলেছেন, 'আমার মনে আছে, শৈশবে তাকে আমাদের কোনো একটি বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিতে দেখেছি। তার ক্যারিশমা ও মহানুভবতার কথা এখনো মনে পড়ে। প্রতিটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরোচিত কাজে তাকে সদা প্রস্তুত পাওয়া যেত। ছোট-বড় সবাই তার প্রশংসা করত।' ইয়াসির আরাফাত নামে গাজার এক কিশোর আবদুল কাদিরের স্টাফ হিসেবে কাজ করত। এই কিশোর তার মায়ের দিক থেকে হোসেইনিদের সঙ্গে সম্পর্কিত থাকায় গর্বিত ছিল।

জায়নবাদী বন্দুকধারীরা জুইশ কোয়ার্টার থেকে টেম্পল মাউন্টের ওপর গুলিবর্ষণ করত, আরবেরা ক্যাটামন থেকে ইহুদি লোকদের ওপর গুলি চালাত। ৫ জানুয়ারি হাগানা ক্যাটামনে হামলা চালিয়ে সেমিরামিস হোটেল ধ্বংস করে দিল, নিহত হলো ১১ নিরীহ খ্রিস্টান আরব। এই নৃশংসতা নগরীতে আরব যুদ্ধ ত্বরান্বিত করল। বেন-গুরিয়ান চার্জে থাকা হাগানা অফিসারকে বরখাস্ত করলেন। দুদিন পর ইরগুন জাফা গেটে একটি আরব চৌকিতে হামলা চালাল, এখন থেকে জুইশ কোয়ার্টারে সরবরাহ পৌঁছাতে বাধা দেওয়া হতো। ১০ ফেব্রুয়ারি হোসেইনির ১৫০ জন মিলিশিয়া মন্টেফিওরি কোয়ার্টারে হামলা চালাল; হাগানাও জবাব দিল। তবে কাছের কিং ডেভিড হোটেল থেকে ব্রিটিশ সৈন্যদের গুলিতে সেখানে এক তরুণ ইহুদি যোদ্ধা নিহত হলো। জেরুজালেমে তখনো ব্রিটিশ শাসন অবসানের চার মাস বাকি; কিন্তু ইতোমধ্যে পূর্ণ মাত্রায় অঘোষিত যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। ছয় সপ্তাহে ১,০৬০ আরব, ৭৬৯ ইহুদি ও ১২৩ ব্রিটিশ নিহত হলেন। প্রতিটি নৃশংসতার দ্বিগুণ প্রতিশোধ নেওয়া হতো।

জেরুজালেমে জায়নবাদীরা অরক্ষিত ছিল; তেল আবিব থেকে ৩০ মাইল দীর্ঘ রাস্তাটির একটি অংশ আরব এলাকার মধ্যে ছিল, আবদুল কাদির হোসেইনির অধীনে থাকা মুফতির হলি ওয়্যার আর্মির (মুজাহিদ বাহিনী) ১০০০ সদস্যের জেরুজালেম ব্রিগেড প্রায়ই সেখানে হানা দিত। পূণ্যনগরীতে জন্মগ্রহণকারী প্যালম্যাচ অফিসার আইজ্যাক রবিন স্মৃতিচারণ করেছেন, 'আরবদের পরিকল্পনা ছিল জেরুজালেমের ৯০ হাজার ইহুদিকে অবরুদ্ধ করে আয়ত্তে রাখা,' সেটা তখনই কাজ করতে শুরু করেছিল। ১ ফেব্রুয়ারি দলত্যাগী দুই ব্রিটিশ সৈন্যের সহায়তায় হোসেইনির মিলিশিয়ারা *প্যালেস্টাইন পোস্টের* অফিস উড়িয়ে দিল, ১০ তারিখে আবারো মন্টেফিওরি হামলা করল, তবে ছয় ঘণ্টার বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে হাগানা সেটা আবারো প্রতিহত করল। ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশেরা চার হাগানা সদস্যকে আটকের পর নিরস্ত্র করে আরব দুর্বৃত্তদের হাতে হাতে তুলে দেয়। তারা তাদের হত্যা করে। হোসেইনি ২২ তারিখে বেন ইয়েহুদা স্ট্রিট উড়িয়ে দিতে দলত্যাগী ব্রিটিশদের পাঠালেন। এই নৃশংস হামলায় ৫২ নিরীহ ইহুদি নিহত হলো। ইরগুন ১০ ব্রিটিশ সৈন্যকে গুলি করে।

নুসেইবেহ স্মৃতিচারণ করেছেন, জেরুজালেমের আরব এলাকাগুলো রক্ষার চেষ্টাটা 'ছিল জীর্ণ পানির পাইপ মেরামতের মতো, এক জায়গা মেরামত করলে

AMARBOI.COM

দুই জায়গায় ফেটে পড়ে।' নুসেইবেহদের পুরনো বাড়ি উড়িয়ে দিল হাগানা। সাবেক আরব মেয়র হোসেইন খালিদি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'প্রত্যেকেই চলে যাচ্ছে। আমি নিজেও আর বেশি দিন থাকতে পারব না। জেরুজালেম শেষ হয়ে গেছে। ক্যাটামনে আর কেউ নেই। শেখ জারা খালি হয়ে গেছে। যার কাছে চেক বা সামান্য অর্থ আছে, সে-ই মিসর, লেবানন বা দামাস্কাসের দিকে চলে যাচ্ছে।' অল্প সময়ের মধ্যেই উদ্বাস্তুরা আরব উপশহরগুলো ছেড়ে চলে গেল। ক্যাটি অ্যান্টোনিয়াস মিসর চলে গেলেন। জেনারেল বার্কারের প্রেমপত্রগুলো পাওয়ার পর হাগানা তার ম্যানশনটি উড়িয়ে দিল। অবশ্য আবদুল কাদির হোসেইনি সফলভাবে ইহুদি পশ্চিম জেরুজালেমকে উপকূল থেকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আরবদের মতো ইহুদিরাও মনে করছিল, তারা জেরুজালেম খুইয়ে ফেলছে। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ওল্ড সিটির জুইশ কোয়ার্টার অবরুদ্ধ হলো, উগ্র-গোঁড়া ইহুদি অ-যোদ্ধার সংখ্যাধিক্যে প্রতিরোধ কঠিন মনে হলো। 'ঠিক আছে, জেরুজালেমের খবর কি?' বেন-গুরিয়ান ২৮ মার্চ তেল আবিবের সদরদফতরে জেনারেলদের কাছে জানতে চাইলেন। 'ওটাই সিদ্ধান্তসূচক যুদ্ধ। জেরুজালেমের পতন হবে ইয়িশুভের প্রতি মারণ আঘাত।' জেনারেলেরা মাত্র ৫০০ লোক জড়ো করতে পারলেন। জাতিসংঘ ভোটাভুটির পর থেকেই ইহুদিরা রক্ষণাত্মক ছিল। তবে এবার বেন-গুরিয়ান জেরুজালেমগামী রাস্তা পরিষ্কার করতে অপরাশেন ন্যাচশন চালানোর নির্দেশ দিলেন। এর মাধ্যমে জাতিসংঘ-ঘোষিত ইহুদি এলাকা ছাড়াও পশ্চিম জেরুজালেমের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে ব্যাপকভিত্তিক আক্রমণ প্লান ডি শুরু হলো। ইতিহাসবিদ বেনি মরিস লিখেছেন, 'পরিকল্পনাটিতে প্রকাশ্যে প্রতিরোধকারী আরব গ্রামগুলো ধ্বংস এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করতে বলা হয়েছিল' কিন্তু "কোথাও ফিলিস্তিন থেকে 'আরব অধিবাসীদের' বহিষ্কার করতে বলা হয়নি।" কোথাও কোথাও ফিলিস্তিনিরা তাদের বাড়িঘরে থেকে গেল; অনেক স্থান থেকে নির্বাসিত হলো।

কাস্টেল গ্রামটি উপকূল থেকে জেরুজালেমগামী রাস্তা নিয়ন্ত্রণ করত। ২ এপ্রিল রাতে হাগানা এই ঘাঁটিটি দখল করল। সেটা পুনর্দখল করতে হোসেইনি তার মিলিশিয়াদের (ইরাকি অনিয়মিত বাহিনীসহ) জড়ো করলেন। তিনি ও আনোয়ার নুসেইবেহ বুঝতে পারলেন, তাদের শক্তি আরো বাড়ানো দরকার। তারা দুজন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের জন্য দ্রুত দামাস্কাসে ছুটে গেলেন। কিন্তু তাদের সামনে শুধু আরব লিগ জেনারেলদের অথর্বতা আর চক্রান্তই উন্মোচিত হলো। ইরাকি কমান্ডার-ইন-চিফ বললেন, 'কাস্টেলের পতন হয়েছে। এটা ফিরিয়ে আনা তোমাদের কাজ, আবদুল কাদির।'

'আমাদের অস্ত্র দিন, আমি অনুরোধ করছি, আমরা অবশ্যই এটা আবার দখল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করব,' ক্রুদ্ধভাবে জবাব দিলেন আনোয়ার।

'কি বলছ, আবদুল কাদির? কামান নেই?' বললেন জেনারেল, তিনিও কিছু দিতে পারলেন না।

হোসেইনি এই বলে বের হয়ে গেলেন : 'আপনারা বিশ্বাসঘাতক! ইতিহাস লিখে রাখবে আপনারা ফিলিস্তিন হারিয়েছেন। আমি কাস্টেল হয় দখল কিংবা আমার *মুজাহিদদের* নিয়ে শাহাদাত বরণ করব!' ওই রাতে তিনি তার সাত বছর বয়স্ক ফয়সালকে, তিনি পরে ইয়াসির আরাফাতের ফিলিস্তিনের জেরুজালেমবিষয়ক 'মন্ত্রী' হয়েছিলেন, একটি কবিতা লিখেছিলেন-

বাহাদুরদের এই ভূখণ্ড আমাদের পূর্বপুরুষদের
এই জমিতে ইহুদিদের হক নেই।
এই জমি ইহুদিরা শাসন করবে আর আমি ঘুমাব, এটাও হয়?
আমার হৃদয় জ্বলছে। মাতৃভূমি আমায় ডাকছে।

পর দিন সকালে কমান্ডার জেরুজালেমে ফিরে তার যোদ্ধাদের সমবেত করলেন।

হারামে গান স্যালুট : আবদুল কাদির হোসেইনি

AMARBOI.COM

৭ এপ্রিল আবদুল কাদির ৩০০ যোদ্ধা ও তিন দলত্যাগী ব্রিটিশকে নিয়ে কাস্টেলে পৌঁছালেন। রাত ১১টায় তিনি গ্রামটিতে আক্রমণ চালালেন, তবে পিছু হটতে বাধ্য হলেন। পর দিন খুব ভোরে আহত এক অফিসারকে সরাতে এগিয়ে এলেন, কিন্তু কুয়াশার কারণে বুঝতে পারছিলেন না গ্রামটিতে কারা আছে। হাগানার এক সেন্ট্রি নতুন ইহুদি সৈন্য আগমন করছে মনে করে অশুদ্ধ আরবিতে বলল, 'বাছারা আসো!' 'হ্যালো বয়েজ,' সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিতে জবাব দিলেন হোসেইনি। ইহুদিরা প্রায়ই আরবি বলত, কিন্তু কখনো ইংরেজি নয়। হাগানা প্রহরী বিপদের গন্ধ পেয়ে গুলিবর্ষণ করল, হোসেইনি লুটিয়ে পড়লেন। তার যোদ্ধারা তাকে মাটিতে রেখেই পালিয়ে গেল। তিনি 'পানি পানি' বলে গোঙাতে লাগলেন। এক ইহুদি চিকিৎসকের চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি মারা গেলেন। তার হাতে সোনার ঘড়ি ও হাতির দাঁতে বাধানো পিস্তল দেখে বোঝা গেল তিনি ছিলেন নেতা, কিন্তু কে?

শ্রান্ত হাগানা প্রতিরোধকারীরা রেডিওতে নিহত কমান্ডারের লাশ উদ্ধারের উদ্বেগ সৃষ্টিকারী কথাবার্তা শুনতে পেল। হোসেইনির ভাই খালিদ কমান্ড গ্রহণ করলেন। অভিযানের কথা ছড়িয়ে পড়লে বাস, গাধা ও ট্রাকে করে আরব মিলিশিয়ারা দ্রুত ওই এলাকায় জড়ো হয়ে গ্রামটি আবার দখল করল। প্যালম্যাচ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যরা তাদের অবস্থানে মারা পড়ল। আরবেরা তাদের ৫০ ইহুদি বন্দিকে হত্যা করল, মৃতদেহগুলো বিকৃত করা হলো। আরবেরা জেরুজালেমের গুরুত্বপূর্ণ স্থানটি পুনর্দখল করল, হোসেইনির লাশটিও নিল।

ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ লিখেছেন, 'কী দুঃখের দিন! তার শাহাদাত সবাইকে বিষণ্ন করল।' তিনি ছিলেন 'দেশপ্রেমিক এবং আরব বাহাদুর!' ৯ এপ্রিল শুক্রবার 'কেউ আর বাড়িতে বসে থাকল না। প্রত্যেকেই জানাজায় শরিক হলো। আমিও সেখানে ছিলাম,' উল্লেখ করেছেন ওয়াসিফ। রাইফেল দোলানো আরব যোদ্ধা, জর্ডান থেকে আসা আরব লিজিয়ন, কৃষক ও বনেদি পরিবারগুলোর সদস্যসহ ৩০ হাজার শোককারীর উপস্থিতিতে হোসেইনির লাশ টেম্পল মাউন্টে জেরুজালেমের আরব কবরস্থানে তার পিতার কবরের পাশে ও বাদশাহ হোসেইনের সমাধির কাছে সমাহিত করা হলো। ১১ বার তোপধ্বনি করা হলো; বন্দুকধারীরা ফাঁকা গুলিবর্ষণ করল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, কাস্টেল দখল করতে যতজন নিহত হয়েছে, এতে তার চেয়ে বেশি লোক মারা পড়ল। 'একটি বড় যুদ্ধ লেগেছে- এমন প্রচ শব্দ হলো। চার্চ ঘণ্টা বাজাল, প্রতিশোধ নিতে রব উঠল; প্রত্যেকেই জায়নবাদী হামলার আতঙ্ক অনুভব করল,' স্মৃতিচারণ করেছেন আনোয়ার নুসেইবেহ, তিনি ছিলেন 'বিষণ্ন।' এ দিকে হোসেইনির জানাজায় শরিক হতে গিয়ে আরব যোদ্ধারা কাস্টেলের গ্যারিসন ফাঁকা রেখে এসেছিল। প্যালম্যাচ বাহিনী ঘাঁটিটি ধ্বংস করে দিল।

AMARBOI.COM

হোসেইনিকে দাফন করার সময় ইরগুন ও লেহির ১২০ যোদ্ধা জেরুজালেমের ঠিক পশ্চিমে দির ইয়াসিন গ্রামে যৌথভাবে হামলা চালিয়ে যুদ্ধে সবচেয়ে লজ্জাজনক নৃশংসতাটি ঘটায়। নারী, শিশু বা বন্দিদের ক্ষতি না করার সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া ছিল। তারা গ্রামে প্রবেশ করার সময় গুলির মুখে পড়ে। চারজন ইহুদি যোদ্ধা নিহত এবং কয়েক ডজন আহত হয়। গ্রামে প্রবেশ করামাত্র ইহুদি সৈন্যরা বাড়িগুলোতে গ্রেনেড ছুঁড়ে নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করতে লাগল। নিহতের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে, তবে তা ১০০ থেকে ২৫৪-এর মধ্যে। কোনো কোনো পরিবারের সবাই নিহত হয়েছিল। বেঁচে যাওয়াদের ট্রাকে করে জেরুজালেমে ঘোরানো হলো, পরে হাগানা তাদের মুক্তি দেয়। ইরগুন ও লেহি নিশ্চিত ছিল, ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ অনেক আরব বেসামরিক লোককে সন্ত্রস্ত এবং যুদ্ধে উৎসাহিত করবে। ইরগুন কমান্ডার বেজিন নৃশংসতার সাফাই গেয়ে বললেন, এর দরকার আছে : [দির ইয়াসিনের] কিংবদন্তিটি ছিল ইসরাইলি বাহিনীর কাছে অর্ধ ডজন ব্যাটালিয়নের সমান। আরবদের মধ্যে আতঙ্ক ঢুকে পড়েছিল।' বেন-গুরিয়ান বাদশাহ আবদুল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তবে তা গৃহীত হলো না।

আরব প্রতিশোধ ঘনিয়ে এলো। ১৪ এপ্রিল কয়েকটি অ্যাম্বুলেন্স ও খাদ্য বোঝাই ট্রাক মাউন্ট স্কপাসের হাদাসাহ হাসপাতালের দিকে যাচ্ছিল। বার্থা স্প্যাফোর্ড দেখলেন, 'দেড় শ' যোদ্ধা, সেকেলে বন্দুক থেকে আধুনিক স্টেন ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রেন গানসহ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র নিয়ে, আমেরিকান কলোনির ক্যাকটাস ঝোঁপের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে। ঘৃণা আর প্রতিশোধের নেশায় তাদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে গেছে,' তিনি লিখেছেন। "এগিয়ে গিয়ে তাদের মুখোমুখি হলাম। তাদের বললাম, 'আমেরিকান কলোনির আশ্রয় থেকে গুলি করা আর মসজিদ থেকে গুলি করা একই কথা'" কিন্তু তারা ৬০ বছর বয়স্ক এই মানবদরদির কথা শুনল না, বরং তারা তাকে সরে যেতে বলল, নইলে তাকেই হত্যা করার হুমকি দিল। ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের আগে ৭৭ জন ইহুদি, তাদের বেশির ভাগই চিকিৎসক ও নার্স, নিহত হলো। আরব হায়ার কমিটি জানাল, 'সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ না হলে একটা ইহুদি যাত্রীও বাঁচতে পারত না।' বন্দুকধারীরা মৃতদেহগুলো বিকৃত করল, লাশগুলোর ওপর উল্লাস করে তারা ছবি তুলল। ছবিগুলো অনেক প্রিন্ট বের করা হলো, জেরুজালেমে সেগুলো পোস্টকার্ডের মতো বিক্রি হলো।

দির ইয়াসিন ছিল যুদ্ধের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা : আতঙ্ক সৃষ্টিকারী আরব মিডিয়ায় ইহুদি নৃশংসতা-সংক্রান্ত প্রচারণায় এই ঘটনা সবচেয়ে বেশি প্রচারিত হতো। এর লক্ষ্য ছিল প্রতিরোধ জোরদার করা, কিন্তু তা যুদ্ধমগ্ন দেশে অমঙ্গলের পূর্বাভাস হিসেবে কাজ করে। দির ইয়াসিনের আগেই মার্চের মধ্যে ৭৫ হাজার আরব তাদের বাড়িঘর ছেড়ে গিয়েছিল। দুই মাস পর আরো তিন লাখ ৯০ হাজার চলে গেল। কিং ডেভিড হোটেলের কাছে পশ্চিম জেরুজালেমে স্ত্রী ও সন্তানদের নিয়ে বসবাসকারী ওয়াসিফ জাওহারিয়াহ'র ভাবনার মধ্যে ওই সময়ের সত্যিকারের চিত্র পাওয়া যায়। তিনি তার চিন্তা-ভাবনা আর কর্মতৎপরতা ডায়েরিতে লিখে রেখেছিলেন, যা ছিল অনন্য। তবে প্রমাণ হিসেবে এটা খুবই কম ব্যবহৃত হয়েছে।

মধ্য এপ্রিলের ঘটনাবলীর পর তিনি লিখেছেন, 'শারীরিক ও মানসিকভাবে আমার অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।' এ কারণে তিনি ম্যান্ডেট প্রশাসনে তার চাকরি ছেড়ে দেন। 'বাড়িতে বসে বসে কী করা যায়' ভাবতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ডায়েরিতে 'আমার বাড়ি ত্যাগের কারণগুলো' লিখলেন। প্রথম কারণ ছিল 'আমার বাড়িটি ছিল বিপজ্জনক এলাকায়।' জাফা গেট থেকে আরবদের, মন্টেফিওরি থেকে ইহুদিদের এবং বেভিনগ্রাদ নিরাপত্তা জোন থেকে ব্রিটিশদের ছোঁড়া গুলি সেখানে আঘাত হানত : 'দিন-রাত বিরতিহীনভাবে গুলিবর্ষণ চলত, ফলে বাড়ি পৌঁছাও কষ্টকর হতো। আরব ও ইহুদিদের মধ্যে যুদ্ধ কিংবা বিভিন্ন ভবন উড়িয়ে দেওয়ার কাজ সব সময় চলত।' ব্রিটিশেরা মন্টেফিওরিতে গোলাবর্ষণ করে স্যার মোজেজ উইন্ডমিলের উপরিভাগ উড়িয়ে দিল, কিন্তু লাভ হলো না। ওয়াসিফ লিখেছেন, মন্টেফিওরি থেকে ইহুদি গুপ্ত হামলাকারীরা 'রাস্তায় চলাচলকারী যে কারো ওপর গুলি করত, প্রাণে রক্ষা পাওয়াটা ছিল অলৌকিক ব্যাপার।' তিনি তার সিরামিকস সংগ্রহ, ডায়েরি ও প্রিয় বীণাটি কিভাবে রক্ষা করবেন তা নিয়ে ভাবতেন। তার স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে যাচ্ছিল : 'আমার দেহ এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, আমি চাপ সহ্য করতে পারছিলাম না। চিকিৎসক আমাকে চলে যেতে বললেন।' পরিবারটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধায় পড়ল : 'ম্যান্ডেটের অবসান হলে কি হবে? আমরা আরব না কি ইহুদিদের অধীনে থাকব?' ওয়াসিফের প্রতিবেশি, ফরাসি কনস্যাল জেনারেল বাড়িটি এবং তার সংগ্রহশালা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিলেন। 'আমাদের ও আমাদের সন্তানদের রক্ষা করতে' ব্যাগ গোছাতে গোছাতে ওয়াসিফ ভাবছিলেন 'আর যদি আমরা ফিরতে না-ই পারি, তাই চিন্তা করছিলাম আমাদের আরো অন্তত দুই সপ্তাহের আগে বাড়ি ছাড়া ঠিক হবে না। কারণ খুব তাড়াতাড়ি সাতটি [লিখিত বর্ণনায় যেমন আছে] আরব সেনাবাহিনী দেশে প্রবেশ করবে, মুক্ত করে দেশের মানুষের কাছেই ফিরিয়ে দেবে, আমরাই সেই দেশের মানুষ!' তিনি ম্যান্ডেটের শেষ দিনগুলোতে চলে গেলেন, কখনো ফিরতে পারেননি। ফিলিস্তিনিদের গল্পও ওয়াসিফের মতোই। অনেককে জোর করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কেউ কেউ যুদ্ধ থেকে রক্ষা পেতে চলে গিয়েছিল, আবার ফিরে আসা হবে এমন আশায়- এবং প্রায় অর্ধেক নিরাপদে তাদের বাড়িতে থেকে গিয়েছিল। তারা হলো ইসরাইলি আরব, জায়নবাদী গণতন্ত্রে অ-ইহুদি নাগরিক। সব মিলিয়ে ছয় লাখ থেকে সাড়ে সাত লাখ ফিলিস্তিনি চলে গিয়েছিল, তারা তাদের বাড়িঘর হারল। তাদের ট্রাজেডি ছিল *নাখবা* (ভয়াবহ বিপর্যয়)।

বেন-গুরিয়ান জেরুজালেম ইমার্জেন্সি কমিটির প্রধান বার্নাড যোশেফকে তেল আবিবে ডেকে পাঠালেন অবরুদ্ধ জেরুজালেমে সরবরাহ পৌঁছানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। ১৫ এপ্রিল বহরগুলো খাদ্য সামগ্রী নিয়ে নগরীতে ঢুকে পড়ল। ২০ তারিখে বেন-গুরিয়ান সৈন্যদের সঙ্গে পাসওভার উদযাপনের জন্য জেরুজালেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেন-গুরিয়ানের এই বিপুল আয়োজনের প্রতিবাদ করলেন প্যালম্যাচের হ্যারেল ব্রিগেডের কমান্ডার রবিন। একটি সাজোয়া বাসে বেন-গুরিয়ানের বহরটি যাত্রা শুরু করামাত্র আরবদের হামলার মুখে পড়ল। 'অবস্থান গোপন করে পজিশন নিতে আমি দুটি চোরাই ব্রিটিশ সাজোয়া যানও নিয়ে আসার নির্দেশ দিলাম,' বলেছেন রবিন। ২০ জন নিহত হলো, তবে খাদ্য ও বেন-গুরিয়ান ইহুদি জেরুজালেমে পৌঁছালেন। তিনি ভয়ংকর রসিকতার মাধ্যমে নিখুঁতভাবে সেখানকার পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন : '২০ ভাগ স্বাভাবিক মানুষ, ২০ ভাগ সুবিধাভোগী (বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি) ৬০ ভাগ বাতিকগ্রস্ত (গ্রাম্য, মধ্যযুগীয় ইত্যাদি)'- যা দিয়ে তিনি হ্যাসিদিমদের বুঝিয়েছেন।

তখন ব্রিটিশ শাসনের শেষ সময়। ২৮ এপ্রিল রবিন আরব শহরতলি শেখ জারা (এখানেই বনেদি পরিবারগুলোর বাড়িগুলো ছিল) দখল করলেন। তবে ব্রিটিশেরা তাকে সেগুলো ছেড়ে দিতে বাধ্য করল। ব্রিটিশেরা তাদের শেষ স্যালুট নেওয়ার সময় ইহুদিদের হাতে ছিল নগরীর পশ্চিমাংশ, আরবদের ছিল ওল্ড সিটি ও পূর্বাংশ। ১৪ মে শুক্রবার সকাল ৮টায় শেষ হাই কমিশনার কানিংহ্যাম পূর্ণ সামরিক পোশাকে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে বের হয়ে গার্ড অব অনার পরিদর্শন করলেন, তারপর সাজোয়া ডাইমলারে চড়ে সৈন্যদের দেখতে কিং ডেভিড হোটেলে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫১
ইহুদি স্বাধীনতা
আরব বিপর্যয়
১৯৪৮-৫১

ব্রিটিশদের বিদায়; বেন-গুরিয়ান : আমরা করেছি!

জেনারেল কানিংহ্যামের নগরী থেকে বিদায় নেওয়ার সময় কয়েকটি আরব বালক ছাড়া রাস্তাগুলো ছিল ফাঁকা। ব্রিটিশ সৈন্যরা রাস্তার কিনারে কিনারে মেশিন-গান নিয়ে তৈরি ছিল। ডায়মলারটি দ্রুতগতিতে চলে যাওয়ার সময় বালকেরা 'শিশুসুলভ হাততালি ও স্যালুট দিল। স্যালুটের জবাব দেওয়া হলো।' হাই কমিশনার কালানদিয়া বিমানবন্দর পৌছলেন সেখান থেকে উড়ে জেরুজালেম তারপর হাইফা পৌছালেন, সেই মধ্যরাতেই তিনি ইংল্যান্ডগামী জাহাজে চাপলেন।

ব্রিটিশ সৈন্যরা রাশিয়ান কম্পাউন্ডের বেভিগ্রাদ দুর্গ খালি করে দিল : ২৫০টি ট্রাক ও ট্যাংক শব্দ করতে করতে কিং জর্জ ফিফথ সড়ক ধরে এগিয়ে চলল, ইহুদি জনতা নীরবে তা দেখল। সঙ্গে সঙ্গেই রাশিয়ান কম্পাউন্ড দখল করার প্রতিযোগিতা শুরু হলো। ইরগুন প্রবল বেগে নিকোলাই হোস্টেলে ঢুকে পড়ল। নগরজুড়ে গুলির শব্দ শোনা গেল। নগরী রক্ষায় বাদশাহ আবদুল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে আম্মান ছুটে গেলেন নুসেইবেহ। 'একবার ক্রুসেডাররা লুণ্ঠন করেছে,' আবার লুণ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বাদশাহ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

১৯৪৮ সালের ১৪ মে বেলা ৪টায় জেরুজালেমের ঠিক বাইরে রাস্তা খোলা রাখতে রাখতে শ্রান্ত রবিন এবং তার প্যালম্যাচ সৈন্যরা রেডিওতে জুইশ এজেন্সির চেয়ারম্যান ডেভিড বেন-গুরিয়ানের ঘোষণা শুনছিল। তেল আবিব মিউজিয়ামে ২৫০ জনের উপস্থিতিতে হারজলের ছবির নিচে বেন-গুরিয়ান ঘোষণা করলেন, 'আমি... রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণাপত্র থেকে পাঠ করছি।' তিনি এবং তার সহকর্মীরা রাষ্ট্রের নাম নিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন। কেউ কেউ জুদাই বা জায়ন নাম প্রস্তাব করেন। এসব নাম জেরুজালেমের সঙ্গে সম্পর্কিত, জায়নবাদীরা তখন নগরীটির কিছু অংশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেও হিমশিম খাচ্ছিল। কেউ কেউ বলল ইভরিয়া বা হারজলিয়া। শেষ পর্যন্ত বেন-গুরিয়ান প্রস্তাব করলেন ইসরাইল, তাতে সবাই একমত হলো। তিনি পাঠ করলেন 'ইহুদি জনগণের জন্মস্থান ইসরাইল ভূমি।' তারা জাতীয় সঙ্গীত হাতিকভা (স্বপ্ন) গাইলেন-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের স্বপ্ন মরেনি
দুই হাজার বছরের স্বপ্ন;
নিজ দেশের স্বাধীন মানুষ হওয়ার,
জায়ন ও জেরুজালেম রাষ্ট্রের স্বপ্ন!

বেন-গুরিয়ান উৎফুল্লভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। 'আমরা করেছি!' তিনি বললেন, তবে তিনি আনন্দ অনুষ্ঠান এড়িয়ে গেলেন। তিনি বারবার দুই রাষ্ট্রে বিভক্তি গ্রহণের কথা বললেন। এখন ইহুদিদের আরব রাষ্ট্রগুলোর সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে হবে, তারা এখন তাদের ধ্বংস করার প্রকাশ্য হুমকি দিচ্ছে। ইসরাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এখন বিপন্ন। অন্য দিকে, তিনি নিজেও আগের অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকে তিনি অভিন্ন সমাজবাদী ফিলিস্তিন বা একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের কথা বললেও এখন ভিন্ন অবস্থান নিয়েছেন। এখন সর্বাত্মক যুদ্ধের মুখে সবকিছুই মুঠোয় নিতে হবে।

জেরুজালেম ফ্রন্টে হ্যারেল ব্রিগেডে রবিনের সৈন্যদের রেডিওতে বেন-গুরিয়ানের কথা শোনার মতো অবস্থা ছিল না। 'ভাইয়েরা, ওটা বন্ধ করে দাও,' তাদের একজন অনুরোধ করল। 'ঘুমের জন্য আমি মারা যাচ্ছি। কাল ভালো করে শুনব!' 'কেউ একজন উঠে এসে নব বন্ধ করে দিল, কবরের নীরবতা নেমে এলো,' স্মৃতিচারণ করেছিলেন রবিন। 'আমি ছিলাম চুপ, আবেগে রুদ্ধশ্বাস অবস্থায়।' আরব বাহিনী বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় বেশির ভাগ লোক ঘোষণাটি শুনতে পায়নি।

১১ মিনিট পর প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ইসরাইলের *কার্যত* স্বীকৃতির ঘোষণা দিলেন। ইডি জ্যাকবসনের উৎসাহে ট্রুম্যান গোপনে ওয়াইজম্যানকে আবারো আশ্বস্ত করেছিলেন, তিনি বিভক্তি সমর্থন করেন। অবশ্য তার জাতিসংঘ কূটনীতিকেরা বিভক্তি স্থগিতের চেষ্টা করতে থাকলে তিনি তার প্রশাসনের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জর্জ মার্শাল, যুদ্ধকালীন চিফ অব স্টাফ এবং আমেরিকান পাবলিক সার্ভিস প্রধান, প্রকাশ্যে স্বীকৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও ট্রুম্যান নতুন রাষ্ট্রকে সমর্থন দিয়েছেন। আর স্ট্যালিন প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে সরকারিভাবে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিলেন।

নিউ ইয়র্কে ওয়ালডর্ফ অ্যাস্টোরিয়ায় নিজের রুমে বসে ওয়াইজম্যান, তখন তিনি প্রায় অন্ধ, স্বাধীনতায় উৎফুল্ল হলেন। তবে সেই মুহূর্তে নিজেকে পরিত্যক্ত ও বিস্মৃত মনে হয়েছিল। অবশ্য বেন-গুরিয়ান ও তার সহকর্মীরা তাকে প্রথম প্রেসিডেন্ট হতে অনুরোধ করলে সেই অবস্থা কেটে যায়। ট্রুম্যান হোয়াইট হাউজে প্রথম আনুষ্ঠানিক সফরের জন্য ওয়াইজম্যানকে আমন্ত্রণ জানালেন। পরে ইডি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাকবসন 'ইসরাইল রাষ্ট্র সৃষ্টিতে সহায়তার জন্য' মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : "'সৃষ্টিতে সহায়তায়' বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন? আমি সাইরাস! আমি সাইরাস!" ইসরাইলের প্রধান রাব্বি যখন তাকে ধন্যবাদ দিলেন, ট্রুম্যান তখন কেঁদে ফেলেছিলেন।

ইসরাইল যাওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট ওয়াইজম্যান আশঙ্কা করেছিলেন, 'মধ্য যুগের বর্বর হামলাগুলোর মধ্যেও টিকে থাকা জেরুজালেমের ইহুদি স্থাপনাগুলো এখন ধ্বংস হতে যাচ্ছে।' জেরুজালেমে আনোয়ার নুসেইবেহ এবং কয়েকজন অনিয়মিত যোদ্ধা (বেশির ভাগই ছিল সাবেক পুলিশ সদস্য) আসল সেনাবাহিনীর আগমন পর্যন্ত ওল্ড সিটি রক্ষার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। নুসেইবেহর উরুতে গুলি লাগায় সেটা কেটে ফেলতে হয়েছিল। তখন অবশ্য অনিয়মিত যুদ্ধ শেষ হয়ে গিয়েছিল। সত্যিকারের যুদ্ধ তখন শুরু হচ্ছে, ইসরাইলের অবস্থান তখন শোচনীয়। ইহুদিদের শেষ করার জন্য বিশেষ মিশনে আরব লিগের রাষ্ট্রগুলো (মিসর, জর্ডান, ইরাক, সিরিয়া ও লেবানন) ইসরাইল আক্রমণ করছে। আরব লিগের সেক্রেটারি আজম পাশা ঘোষণা করলেন, 'মঙ্গোলীয় ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্রুসেডের মতো এটা হবে সম্পূর্ণ ধ্বংস, চিরতরে মুছে ফেলার যুদ্ধ।' তাদের কমান্ডারেরা ছিল অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। ইহুদিরা ছিল ইসলামি সাম্রাজ্যের তুচ্ছ প্রজা, হাজার বছর ধরে মাঝে মাঝে তাদের বরদাস্ত করা হয়েছে, প্রায়ই শাস্তি দেওয়া হয়েছে, তবে সব পরিস্থিতিতেই নতজানু থেকেছে। বাদশাহ আবদুল্লাহ'র আরব লিজিয়নের ইংরেজ কমান্ডার জেনারেল স্যার জন গ্লাব স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন, 'আরবেরা নিজেদের দুর্ধর্ষ সামরিক জাতি ভাবত, ইহুদিদের বিবেচনা করত মুদি দোকানদার জাতি। মিসরীয়, সিরীয় ও ইরাকিরা মনে করছিল, ইহুদিদের হারাতে কোনো সমস্যা হবে না।' ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল জিহাদের উদ্দীপনা। ইহুদিরা ইসলামি সেনাবাহিনীগুলোকে হারাতে পারবে, এটা ছিল অকল্পনীয় বিষয়। তা ছাড়া নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জিহাদি সংগঠন যুদ্ধ করছিল। তাদের মধ্যে সেমিটিজমবিরোধী উন্মাদনা ছিল। মিসরীয় বাহিনীর অর্ধেক ছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের *মুজাহিদিন*, তাদের মধ্যে তরুণ ইয়াসির আরাফাতও ছিলেন।

কিন্তু রক্ত-পিপাসু আশা এবং রাজনৈতিক পারস্পরিক অবিশ্বাসপূর্ণ অনধিকারচর্চা ফিলিস্তিনিদের জন্য বিপর্যয়ের কারণ হলো এবং অনেক বড় ও শক্তিশালী এক ইসরাইলের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দিল, যা অন্য কোনোভাবে হওয়া সম্ভব ছিল না। কাগজে কলমে আরব সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল এক লাখ ৬৪ হাজার। কিন্তু তারা এত অগোছাল ছিল যে মে মাস নাগাদ মাত্র ২৮ হাজার সৈন্য সমবেত করা সম্ভব হলো, যা ইসরাইলের প্রায় সমান। এদের মধ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার আবদুল্লাহর ব্রিটিশ প্রশিক্ষিত আরব লিজিয়ন ছিল সেরা। তাকেই আনুষ্ঠানিকভাবে আরব লিগ বাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার নিয়োগ করা হলো।

বাদশাহ আবদল্লাহ অ্যালেনবাই ব্রিজে দাঁড়ালেন, পিস্তল বের করে ফাঁকা গুলি করলেন। 'আগে বাড়!' তিনি চিৎকার করে বললেন।[২৫]

অধীর আবদুল-াহ

আবদুল্লাহর নাতি হোসেইন স্মৃতিচারণে বলেছেন, বাদশাহ 'ছিলেন পুরোপুরি খোলামেলা ব্যক্তি!' আমরা শেষ বার আবদুল্লাহকে দেখি জেরুজালেমে উইনস্টন চার্চিলের কাছ থেকে তার মরুরাজ্য গ্রহণ করতে। লরেন্স তাকে 'খাটো, ঘোড়ার মতো সুগঠিত ও শক্তিশালী এবং সেইসঙ্গে হাসিখুশি, ঘন বাদামি চোখ, মোলায়েম গোলাকার মুখমণ্ডল, পুরুষ্ট স্বল্প ঠোঁট ও খাড়া নাসিকাযুক্ত' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। তার জীবন ছিল বেশ অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ, তার উচ্ছৃঙ্খল ক্ষমতা প্রদর্শনে লরেন্স বিক্ষুব্ধ হয়েছেন। 'এক দিন আবদুল্লাহ ২০ গজ দূর থেকে তিনবার তার ভাঁড়ের মাথায় কফি-পট ছুঁড়ে ছিলেন।' তিনি ছিলেন নবিজির ৩৭তম অধস্তন পুরুষ। তিনি আলেমদের সঙ্গে রসিকতা করতেন। 'সুন্দরী নারীদের দিকে তাকানো কি খারাপ?' তিনি এক মুফতিকে জিজ্ঞাসা করলেন। 'পাপ, বাদশাহ নামদার।' "কিন্তু পবিত্র কোরআনে বলা আছে 'তুমি যদি কোনো নারীকে দেখ, তোমার চোখ নামিয়ে না-ও।' কিন্তু তার দিকে না তাকান পর্যন্ত তুমি দৃষ্টি সরাতে পারো না!" গর্বিত বেদুইন এবং উসমানিয়া সালতানাতের সন্তান- উভয়টাই তিনি ছিলেন। কিশোর বয়সেই তিনি সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছেন, বৃহত্তর আরব বিদ্রোহের 'মস্তিস্ক' ছিলেন তিনি। তার আকাঙ্ক্ষা ছিল সীমাহীন এবং সেগুলো পেতে জেদ ধরতেন, এ কারণে তার ডাক নাম ছিল 'অধীর' (দ্য হেইস্টি)। অবশ্য জেরুজালেম জয় করার এই সুযোগ পেতে তাকে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে।

'তিনি সুদক্ষ সৈন্য ও কূটনীতিক ছাড়াও অত্যন্ত বিদ্বানও ছিলেন,' জানিয়েছেন স্যার রোন্যাল্ড স্টোরস। আবদুল্লাহ তাকে 'ইসলাম-পূর্ব যুগের 'ঝুলিয়ে রাখা শ্রেষ্ঠ সাত গীতি-কবিতা [*মুয়াল্লাকাত*] শুনিয়ে' মুগ্ধ করেছিলেন। আম্মানে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার অ্যালেক কিরকব্রিজ সব সময় তাকে বলতেন, 'মিটিমিটি চোখওয়ালা বাদশাহ।' কূটনীতিক হিসেবে আবদুল্লাহ ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত। তিনি কখনো তার অপছন্দীয় কোনো কূটনীতিককে গ্রহণ করবেন কি না এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'যখন আমার খচ্চরটি বাচ্চা দেবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন তার খচ্চরটি বাচ্চা দিয়েছিল। তিনি জায়নবাদীদের ব্যাপারে বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি প্রায়ই একটি তুর্কি প্রবাদ বলতেন : "তুমি যখন ভাঙা সেতুতে ভালুকের দেখা পাবে, তখন তাকে 'প্রিয় খালা' ডাকবে।" তিনি অনেকবার ওয়াইজম্যান এবং ইহুদি ব্যবসায়ীদের কাছে প্রস্তাব রেখেছিলেন, তারা তাকে ফিলিস্তিনের বাদশাহ বলে স্বীকার করে নিলে তাদেরকে ইহুদি আবাসভূমি দেওয়া হবে। তিনি অনেকবার জেরুজালেমে গেছেন, বন্ধু রাগিব নাশাশিবির সঙ্গে দেখা করেছেন। তবে তিনি মুফতিকে পছন্দ করতেন না। তিনি মনে করতেন, 'কোনো সমাধানে অবিশ্বাসী এসব গোঁড়া লোকের' কারণেই জায়নবাদ এমন বিকশিত হচ্ছে।

বাদশাহ গোপনে জায়নবাদীদের সঙ্গে অনাগ্রাসন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন : তিনি আরবদের জন্য নির্ধারিত পশ্চিম তীরের অংশগুলো দখল করে নেবেন, বিনিময়ে জাতিসংঘ নির্ধারিত ইহুদি রাষ্ট্রের বিরোধিতা করবেন না। ব্রিটিশেরাও তার এই সম্প্রসারণে একমত হয়েছিলেন। 'আমি এমন কোনো নতুন আরব রাষ্ট্র গঠন করব না, যে রাষ্ট্র আরবদের আমার ওপর হামলা চালাতে সাহায্য করবে,' তিনি জায়নবাদী দূত গোল্ডা মাইয়েরসনকে (পরে মেয়ার) বলেছিলেন। 'আমি চালক হতে চাই, ঘোড়া নয়।' কিন্তু ঘোড়াটি এখন দ্রুত ছুটছে : যুদ্ধ বিশেষ করে দির ইয়াসিনের হত্যাযজ্ঞ তাকে ইহুদিদের বিরুদ্ধে নামাতে বাধ্য করেছে। অধিকন্তু ফিলিস্তিন উদ্ধার করতে আসা আরব রাষ্ট্রগুলোও আবদুল্লাহর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, মিসরীয় ও সিরীয়রাও জয় করা ভূখণ্ড নিজেদের দেশে অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। আবদুল্লাহর কমান্ডার গ্লাব পাশার মিশন ছিল হাশেমিদের একটি সুন্দর সেনাবাহিনী উপহার দেওয়া। এখন তিনি এই বাহিনীকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলতে চাইছিলেন না।

তার আরব লিজিয়ন জুদাইন পাহাড় ধরে সতর্কভাবে জেরুজালেমের দিকে অগ্রসর হতে লাগল, সেখানে অনিয়মিত আরব লিবারেশন আর্মি ইহুদি উপশহরগুলোতে হানা দিচ্ছিল। ১৬ মে'র রাতের মধ্যেই হাগানা উত্তরে মেয়া শেয়ারিম থানা এবং শেখ জারা থেকে নিউ সিটি ও ওয়াইএমসিএ দখল করে নিয়েছিল। 'আমরা আগাস্তা ভিক্টোরিয়া ও ওল্ড সিটি ছাড়া প্রায় পুরো জেরুজালেম দখল করে ফেলেছি,' আত্মবিশ্বাসী বেন-গুরিয়ান দাবি করলেন।

'এসওএস! ইহুদিরা প্রাচীরের কাছাকাছি এসে গেছে!' আনোয়ার নুসেইবেহ সাহায্যের জন্য বাদশাহর কাছে ছুটে গেলেন। আবদুল্লাহ ইতিহাসে তার স্থানের কথা ভুলেননি। 'আল্লাহর ইচ্ছায় আমি মুসলিম শাসক, হাশেমি বাদশাহ, আমার পিতা ছিলেন সব আরবের বাদশাহ।' এবার তিনি তার ইংরেজ কমান্ডারকে লিখলেন : 'প্রিয় গ্লাব পাশা, আরব, মুসলমান ও আরব খ্রিস্টানদের চোখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের গুরুত্ব সবার জানা। ইহুদিদের হাতে নগরীর মানুষদের যেকোনো বিপর্যয়ের পরিণাম হবে আমাদের সবার জন্য সুদূরপ্রসারী। ওল্ড সিটি ও জেরিকো রোডসহ আমরা যাকিছু ধরে রেখেছি, তা রক্ষা করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা নিন।'

আবদুল্লাহ : জেরুজালেমের যুদ্ধ

বাদশাহ'র 'সৈন্যরা ছিল খোশ মেজাজে। তাদের অনেকে গাড়ি সাজিয়েছিল করবী ফুলের গোছা বা সবুজ ডালপালা দিয়ে।' গ্লাব লক্ষ করেছেন, আরব লিজিয়নের জেরুজালেম যাওয়াটা 'মনে হচ্ছিল কোনো উৎসবযাত্রা, তাদেরকে যুদ্ধে গমনরত সেনাবাহিনীর মতো লাগছিল না।' ১৮ মে প্রথম লিজিয়ন ওল্ড সিটির প্রাচীরগুলোর আশপাশে অবস্থান গ্রহণ করে। তিনি লিখেছেন, ওই জায়গাটি থেকে 'প্রায় ১৯ শ' বছর আগে ইহুদিরা আওয়ান টাইটাস বাহিনীর দিকে বর্শা নিক্ষেপ করেছিল।' কিন্তু বাদশাহ 'ইহুদিদের ওল্ড সিটিতে প্রবেশ এবং তার পিতা হেজাজের মরহুম বাদশাহর কবর টেম্পলে প্রবেশ নিয়ে বেশ উদ্বিগ্ন ছিলেন।' গ্লাবের বাহিনী ইসরাইলি দখলে থাকা শেখ জারা ভেদ করে দামাস্কাস গেট পর্যন্ত পৌঁছাল।

ওল্ড সিটির মধ্যে প্রথমে অনিয়মিতরা এবং পরে আরব লিজিয়নগুলো জুইশ কোয়ার্টার ঘিরে ফেলল। সেখানে ফিলিস্তিনের প্রাচীনতম ইহুদি পরিবারগুলোর কয়েকটির বসতি ছিল, তাদের অনেকে ছিলেন প্রবীণ হ্যাসিদিক বিদ্বজ্জন। তাদেরকে রক্ষা করে যাচ্ছিল মাত্র ১৯০ জন হাগানা ও ইরগুন যোদ্ধা। ওল্ড সিটি রক্ষায় মাত্র অল্প কয়েকজন সৈন্য আছে জেনে রবিন ক্রুদ্ধ হলেন। জেরুজালেমের কমান্ডার ডেভিড শালটিয়েলেল কাছে তিনি চিৎকার করে জানতে চাইলেন, 'ইহুদিদের রাজধানী মুক্ত করতে মাত্র কয়েকজনকে সংগ্রহ করা গেছে?'

রবিন জাফা গেটে প্রবেশের ব্যর্থ চেষ্টা চালালেন। তবে একই সঙ্গে তার অন্য সৈন্যরা জায়ন গেট ভেঙে ওল্ড সিটিতে প্রবেশ করল। জায়ন গেট হাতছাড়া হওয়ার আগে প্যালম্যাচনিকের ৮০ সৈন্য প্রতিরোধকারীদের সঙ্গে যোগ দিতে সক্ষম হলো। তবে এখন আরব লিজিয়ন পূর্ণ শক্তিতে এসে গেছে। ওল্ড সিটির জন্য লড়াই হলো বেপরোয়া, গ্লাব উল্লেখ করেছেন, হাজার বছরের ধ্বংসস্তূপ আর জঞ্জালের মধ্যে গড়ে ওঠা জুইশ কোয়ার্টারে রুমে রুমে, অন্ধকার গলিতে, ওপরে ওঠার সিঁড়িতে, নিচে নামার সিঁড়িতে যুদ্ধ হতে লাগল। গ্লাব এখন জুইশ কোয়ার্টার পরিকল্পিতভাবে ছোট করার নির্দেশ দিলেন। রাব্বিরা সাহায্যের আবেদন জানাল। বেন-গুরিয়ান ক্রুদ্ধ হলেন : 'যেকোনো মুহূর্তে জেরুজালেমের পতন হতে পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেকোনো মূল্যে আক্রমণ করো!'

২৬ মে আরব লিজিয়ন হুরভা স্কয়ার দখল করল, জাঁকাল সিনাগগগুলো ডিনামাইটে উড়িয়ে দিল। গ্লাব উল্লেখ করেছেন, দুই দিন পর 'বয়সের ভারে নুয়ে পড়া দুই রাব্বি সাদা পতাকা হাতে সংকীর্ণ গলি দিয়ে বের হয়ে এলো।' যুদ্ধের রঙ্গমঞ্চের কয়েক শ' ফুট দূরে মাউন্ট জায়ন থেকে রবিনও 'বিধ্বস্ত দৃশ্য'টি দেখলেন : 'আমি আতঙ্কিত হলাম।' ২৩১ জন প্রতিরোধকারীর ৩৯ জন মারা গেছে, আহত হয়েছে ১৩৪ জন। 'অর্থাৎ শত্রুর হাতে সিটি অব ডেভিডের পতন ঘটেছে,' লিখেছেন বেজিন। 'আমরা শোকে নুয়ে পড়লাম।' গ্লাব ছিলেন গর্বিত : 'জেরুজালেমের প্রতি আমার গভীর ভালোবাসা ছিল। আমাদের চোখের সামনে বাইবেল ভাসে।' তার পরও তিনি জুইশ কোয়ার্টার লুণ্ঠনের অনুমতি দিলেন : ২৭টি সিনাগগের ২২টি গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। ১১৮৭ সালে মুসলিম পুনর্জয়ের পর এই প্রথমবারের মতো ইহুদিরা ওয়েস্টার্ন ওয়ালে প্রবেশের অধিকার হারাল। গ্লাব পশ্চিম জেরুজালেমের রাস্তা বন্ধ করে দিতে ল্যাট্রান দুর্গ ব্যবহার করলেন। ইসরাইলের যত প্রাণহানিই ঘটুক না কেন, ল্যাট্রান দখল করতে নির্দেশ দিলেন বেন-গুরিয়ান। কিন্তু হামলা ব্যর্থ হলো। ইহুদি জেরুজালেমবাসী তাদের বন্ধ কক্ষগুলোতে ক্ষুধায় মরতে বসেছিল। শেষ পর্যন্ত ইসরাইলিরা ল্যাট্রানের দক্ষিণে তথাকথিত বার্মা রোড দিয়ে তাদের কাছে সরবরাহ পৌঁছানোর নতুন একটি রুট তৈরি করল।

AMARBOI.COM

১১ জুন, জাতিসংঘ মধ্যস্ততাকারী কাউন্ট ফোক বারনাডোট (বিশ্বযুদ্ধের শেষ মাসগুলোতে হিমলারের সঙ্গে আলোচনা করে ইহুদিদের উদ্ধারকারী সুইডিশ রাজার নাতি) সাময়িক যুদ্ধবিরতির মধ্যস্ততায় সফল হলেন। তিনি বিভক্তি পরিকল্পনায় সংশোধন করে পুরো জেরুজালেম বাদশাহ আবদুল্লাহকে দিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। ইসরাইল বারনাডোটের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করল। এ দিকে বেন-গুরিয়ান একটি প্রায়-বিদ্রোহ ঠেকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। মেনাহেম বেজিন ইতোপূর্বে তার ইরগুনকে রাষ্ট্রীয় বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করতে রাজি হলেও এবার তার নিজস্ব অস্ত্র নামানোর চেষ্টা চালালেন। কিন্তু ইসরাইলি সেনাবাহিনী তার জাহাজটি ডুবিয়ে দিল। গৃহযুদ্ধ শুরুর বদলে আন্ডারগ্রাউন্ড অবস্থা ত্যাগ করে বেজিন প্রকাশ্য রাজনীতিতে নামলেন।

বারনাডোটের সাময়িক যুদ্ধবিরতির অবসান ঘটলে যুদ্ধ আবার শুরু হলো। পর দিন মিসরীয় একটি বিমান পশ্চিম জেরুজালেমে বোমা ফেলল। উদ্দীপ্ত নিয়মিত আরব লিজিয়নগুলো জায়ন গেট দিয়ে নিউ সিটি আক্রমণ করল, নটর ডেমের দিকে অগ্রসর হতে লাগল : 'মাথা ঘুরিয়ে তারা ডোম অব দ্য রক ও আল-আকসা দেখতে পারত,' লিখেছেন গ্লাব। 'তারা আল-হহর রাস্তায় যুদ্ধ করছে।'

ইসরাইলিরা আবারো ওল্ড সিটি দখলের চেষ্টা করল।

'আমরা কি জেরুজালেম ধরে রাখতে পারব?' গ্লাবকে জিজ্ঞাসা করলেন আবদুল-াহ।

'তারা এটা নিতে পারবে না, স্যার!'

বাদশাহ বললেন, 'আপনি যদি মনে করেন, ইহুদিরা জেরুজালেম দখল করতে পারবে, তবে আমাকে জানান। আমি সেখানে গিয়ে নগরীর প্রাচীরে মরব।' ইসরাইলের পাল্টা হামলা ব্যর্থ হলো। তবে ইসরাইলের সামরিক শক্তি বাড়ছিল : নতুন রাষ্ট্রটি এখন ৮৮ হাজার সৈন্য মোতায়েন করতে পারছে, বিপরীতে আরব সৈন্য ৬৮ হাজার। দ্বিতীয় সাময়িক যুদ্ধবিরতির আগে ইসরাইল লিড্ডা ও রামলা দখল করল।

বারনাডোট তার প্রস্তাবে জায়নবাদীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্রোধ সৃষ্টি হয়েছে দেখে পিছু হটে জেরুজালেমকে আন্তর্জাতিকীকরণের কথা বলতে লাগলেন। ১৭ সেপ্টেম্বর সুইডিশ কাউন্ট বিমানে করে পূণ্যনগরীতে গেলেন। কিন্তু লেহি চরমপন্থী আইজ্যাক শমির (ভবিষ্যতের ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী) বারনাডোট ও তার পরিকল্পনা উভয়ই চিরতরে শেষ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। বারনাডোট রেহাভিয়ায় ইসরাইলি গভর্নর ডভ যোশেপের সঙ্গে দেখা করতে গভর্নমেন্ট হাউজ থেকে ক্যাটামন দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় একটি চেক পয়েন্টে পতাকা দেখিয়ে তার জিপটি থামানো হলো। আরেকটি জিপ থেকে স্টেন গান নিয়ে তিনটি লোক বেরিয়ে এলো; তাদের দুজন গুলি করে তার জিপের টায়ার ফুটো করে দিল; তৃতীয়জন তার বুকে স্টেন-গান ঠেকিয়ে গুলি করল। তারপর তিনজনই দ্রুত চলে গেল। কাউন্ট হাদাসাহ হাসপাতালে মারা গেলেন। বেন-গুরিয়ান লেহিকে দমন করে ভেঙে দিলেন। তবে হত্যাকারীদের কখনো ধরা যায়নি।

AMARBOI.COM

আবদুল্লাহ ওল্ড সিটির দখল নিশ্চিত করেছিলেন। পশ্চিম তীরের দক্ষিণ দিক ছিল বাদশাহর দখলে, উত্তর দিক ইরাকিদের। মিসরীয় অগ্রবর্তী দল ওল্ড সিটি দেখতে পেত, তারা দক্ষিণের শহরতলীগুলোতে গোলাবর্ষণ করতে লাগল। মধ্য সেপ্টেম্বরে আরব লিগ গাজাভিত্তিক ফিলিস্তিনি 'সরকারকে স্বীকৃতি দিল। এতে মুফতি ও জেরুজালেমের বনেদি পরিবারগুলোর প্রাধান্য ছিল।* তবে যুদ্ধ আবার শুরু হলে ইসরাইলিরা মিসরীয়দের পরাজিত ও অবরুদ্ধ করে নেগেভ মরুভূমি দখল করে নিল। পর্যুদস্ত মিসরীয়রা মুফতিকে কায়রো ফেরত পাঠালেন। এর মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবনের অবসান হলো। ১৯৪৮ সালের নভেম্বরের শেষ দিকে লে. কর্নেল মোশে দায়ান (এখন জেরুজালেমের কমান্ডার) জর্ডানিদের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হলেন। ১৯৪৯ সালের প্রথমার্ধে ইসরাইল পাঁচটি আরব দেশের সবার সঙ্গে অস্ত্রবিরতি স্বাক্ষর করল। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের কিং জর্জ ফিফথ অ্যাভেনিউতে জুইশ এজেন্সি ভবনে ইসরাইলি পার্লামেন্ট নেসেটের অধিবেশন বসল, ওয়াইজম্যানকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রেসিডেন্ট (পদটা ছিল আসলে অলংকারিক ধরনের) নির্বাচিত করল। ৭৫ বছর বয়স্ক ওয়াইজম্যান নিজেকে প্রধানমন্ত্রী বেন-গুরিয়ানের অবজ্ঞার পাত্র হিসেবে দেখতে পেলেন, তার অ-নির্বাহী ভূমিকায় হতাশ হলেন। ওয়াইজম্যান জানতে চাইলেন, 'আমি কেন সুইস প্রেসিডেন্ট হতে যাব? আমেরিকান প্রেসিডেন্ট নয় কেন?' রেহোভথ শহরে নিজের প্রতিষ্ঠিত ওয়াইজম্যান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রসঙ্গ টেনে তিনি কৌতুক করে নিজেকে বলতেন 'দ্য প্রিজনার অব রেহোভথ'। জেরুজালেমে তার সরকারি বাসভবন থাকলেও 'নগরীটির বিরুদ্ধে আমার পূর্ব-ধারণা বলবৎ ছিল, আমি এখন এখানে থেকে অসুস্থও হয়ে পড়লাম।' তিনি ১৯৫২ সালে মারা যান।

১৯৪৯ সালের এপ্রিলে স্বাক্ষরিত অস্ত্রবিরতি চুক্তিটি (জাতিসংঘকে এটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দেওয়া হলো। তাদের ঘাঁটি স্থাপন করা হলো গভর্নমেন্ট হাউজে।) জেরুজালেমকে বিভক্ত করল : ইসরাইল পেল মাউন্ট স্কপাসের এক টুকরা জায়গাসহ পশ্চিম দিক এবং আবদুল্লাহ'র হাতে থাকল ওল্ড সিটি, পূর্ব জেরুজালেম ও পশ্চিম তীর। চুক্তিতে পবিত্র ওয়াল, মাউন্ট অব অলিভেস সমাধি ও কিদরন উপত্যকা কবরগুলোতে ইহুদিদের প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হলো, তবে তা রক্ষা করা হয়নি। ইহুদিদের পরের ১৯ বছর পবিত্র ওয়ালে প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। ** তা ছাড়া তাদের কবরস্থানের সমাধিফলকগুলোও গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়।

AMARBOI.COM

ইসরাইলিরা এবং আবদুল্লাহ উভয়েই জেরুজালেমে নিজ নিজ অংশ হারানোর আশঙ্কায় ভীত ছিলেন। জাতিসংঘ নগরীটির আন্তর্জাতিকীকরণে অটল ছিল। ফলে উভয় পক্ষই অবৈধভাবে জেরুজালেম দখল করে ছিল। মাত্র দুটি দেশ আবদুল-াহর ওল্ড সিটি দখলকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ওয়াইজম্যানের তরুণ চিফ অব স্টাফ জর্জ ওয়েডেনফেল্ড (এই ভেনেশীয় সম্প্রতি লন্ডনে তার নিজের প্রকাশনা সংস্থা খুলেছেন) ইসরাইলের পশ্চিম জেরুজালেম দখলে রাখা উচিত বলে বিশ্বকে বোঝানোর অভিযান শুরু করলেন। ১১ ডিসেম্বর জেরুজালেমকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণা করা হলো।

আরব বিজয়ী ছিলেন অধীর আবদুল্লাহ। আরব বিদ্রোহের ৩২ বছর পর শেষ পর্যন্ত তিনি জেরুজালেম জয় করতে পারলেন। বললেন, 'আমাকে হত্যা না করে কেউ জেরুজালেম কেড়ে নিতে পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* হোসেইনিদের দুই কাজিন পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী হলেন, আনোয়ার নুসেইবে হলেন ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, মুফতি হলেন ফিলিস্তিন জাতীয় পরিষদের প্রেসিডেন্ট।

** জেরুজালেমের ধর্মীয় প্রতিযোগিতা এবং এর পবিত্রতা সৃষ্টির একটি অনন্য অযৌক্তিক উদাহরণ হলো ইহুদি তীর্থযাত্রীরা পবিত্র ওয়ালে পর্দা লাগত, মাউন্ট জায়নে ডেভিডের কবরে প্রার্থনা করত; সেখানে দেশের প্রথম হলুকস্ট জাদুঘর নির্মাণ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫২
বিভক্তি
১৯৫১-৬৭

জেরুজালেমের বাদশাহ : টেম্পল মাউন্টে রক্ত

'কাঁটাতারের বেড়া, মাইনফিল্ড, ফায়ারিং পজিশন ও পাহারাচৌকিতে সুরক্ষিত একটি রেখা [নগরী] ভেদ করে গেছে,' লিখেছেন অ্যামোস ওজ। 'একটি কংক্রিটের পর্দা নেমে আমাদেরকে শেখ জারা এবং আরব প্রতিবেশীদের থেকে বিভক্ত করে দিয়েছে।' প্রায়ই চোরাগুপ্তা হামলা হতো। ১৯৫৪ সালে ৯ জন নিহত হলো, আহত ৫৪ জন। সহযোগিতামূলক বিষয়েও পারস্পরিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াত। জাতিসংঘ ১৯৫৪ সালে ইসরাইল-নিয়ন্ত্রিত মাউন্ট স্কপাসের বাইবেলিক চিড়িয়াখানায় একটি বাঘ, একটি সিংহ এবং দুটি ভালুকের খাবার ব্যবস্থায় মধ্যস্ততা করেছিল। সরকারিভাবে ব্যাখ্যা করা হলো, 'সিদ্ধান্ত নিতে হবে (ক) ইসরাইলি সিংহকে খাওয়ানোর জন্য আরব গাধা কিনতে ইসরাইলি অর্থ ব্যবহার করা হবে না কি (খ) সিংহকে খাওয়ানোর জন্য ইসরাইলি গাধা জর্ডান-অধিকৃত ভূখণ্ড দিয়ে যেতে দেওয়া হবে।' শেষ পর্যন্ত জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রাণীগুলো জর্ডান ভূখণ্ড পাড়ি দিয়ে পশ্চিম জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয়।

কাঁটাতারের ওপারে নুসেইবেহরা এই দুরাবস্থায় মর্মাহত হয়েছে : 'আমি প্রচ কষ্ট পাচ্ছিলাম,' স্বীকার করেছেন হাজেম নুসেইবেহ। তার ভাইপো স্যারি 'ইংরেজ ও আরব বনেদি, উচ্ছল পর্যটক, মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী, সৈন্যদের আহার সংস্থানকারী আধা-গৃহস্থ নারী, সমৃদ্ধ মিশ্র সংস্কৃতি, বিশপ, আলেম ও কালোশ্মশ্রুমণ্ডিত রাব্বিদের একই রাস্তায় চলাচল' মিস করছিলেন। নভেম্বরে কপ্টিক বিশপ উৎকটভাবে আবদুল্লাহকে জেরুজালেমের বাদশাহ হিসেবে মুকুট পরিয়ে দেন। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের পর তিনি হলেন নগরী নিয়ন্ত্রণকারী প্রথম রাজা। তিনি ১ ডিসেম্বর জেরিকোতে নিজেকে ফিলিস্তিনের বাদশাহ ঘোষণা করে রাজ্যের নতুন নামকরণ করলেন সংযুক্ত জর্ডান রাজতন্ত্র (ইউনাইটেড কিংডম অব জর্ডান)। হোসেইনি এবং আরব জাতীয়তাবাদীরা আপস-রফার জন্য আবদুল্লাহর সমালোচনা করল, ফিলিস্তিন বিপর্যয়ের মধ্যে একমাত্র আরব হিসেবে সাফল্য লাভ করায় তারা তাকে ক্ষমা করতে পারেনি।

বাদশাহ জেরুজালেমের বনেদি পরিবারগুলোর দিকে নজর ফেরালেন, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আশ্চর্য রেনেসাঁস উপভোগ করছে। তিনি রাগিব নাশাশিবিকে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রিত্ব দিতে চাইলেন। নাশাশিবি রাজি না হননি, তবে মন্ত্রী হতে সম্মত হন। বাদশাহ তাকে পশ্চিম তীরের গভর্নর এবং দুই হারেমের (জেরুজালেম ও হেবরন) জিম্মাদার নিয়োগ করলেন। তিনি তাকে একটি স্টুডবেকার গাড়ি এবং 'রাগিব পাশা' উপাধি দিলেন। (জর্ডানিরা ১৯৫০-এর দশক পর্যন্ত উসমানিয়া পদবিগুলো ব্যবহার করত।) তার সপ্রতিভ ভাইপো নাসিরউদ্দিন নাশাশিবি হলেন প্রাসাদ-সরকার (রয়্যাল চেম্বারলিন)।* ঘৃণিত মুফতির বিপর্যয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বাদশাহ। এবার তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরখাস্ত করে শেখ হুসাম আল জারাল্লাকে ওই পদে নিযুক্ত করলেন। ১৯২১ সালে এই লোকটির কাছ থেকেই প্রতারণার মাধ্যমে পদটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

আবদুল্লাহকে গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি সব সময় বলতেন, 'আমার দিন শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ আমার ক্ষতি করতে পারবে না; আর সেই দিনটি যখন আসবে, কেউ আমাকে রক্ষা করতে পারবে না।' যে বিপদই থাকুক না কেন, তখন আবদুল্লাহ, বয়স ৬৯, জেরুজালেমের মালিকানার জন্য গর্বিত ছিলেন। তার নাতি হোসেইন স্মৃতিচারণ করেছিলেন, 'আমি যখন বালক ছিলাম, দাদা আমাকে বলতেন, জেরুজালেম বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর নগরীগুলোর একটি।' সময় যত গড়াতে লাগল, বাদশাহ 'তত বেশি জেরুজালেমকে ভালোবাসতে লাগলেন।' আবদুল্লাহ তার জ্যেষ্ঠ পুত্র তালালকে নিয়ে হতাশ ছিলেন। তিনি তার নাতিকে পরবর্তী বাদশাহ হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। স্কুল ছুটি থাকলে দুজনে প্রতিদিন একসঙ্গে নাস্তা করতেন। 'তিনি যেমনটি চাইছিলেন, আমি ঠিক তেমন ছেলে ছিলাম,' লিখেছেন হোসেইন।

১৯৫১ সালের ২০ জুলাই শুক্রবার আবদুল্লাহ গাড়ি নিয়ে জেরুজালেম গেলেন। সঙ্গে ছিলেন হ্যারো স্কুলের ১৬ বছর বয়সী ছাত্র হোসেইন। আবদুল্লাহ তাকে মেডেলসহ তার সামরিক পোশাক পরার নির্দেশ দিলেন। রওনা হওয়ার আগে বাদশাহ তাকে বললেন, 'প্রিয় বৎস, একদিন তোমাকে সব দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি আরো বললেন, 'যখন আমাকে মরতে হবে, তখন চাইব কোনো তুচ্ছ লোক আমার মাথায় গুলি করুক। এটাই সবচেয়ে সহজ রাস্তা।' তারা মুফতির কাজিন ডা. মুসা আল-হোসেইনির সঙ্গে দেখা করতে নাবলুসে থামলেন। এই লোকটি নাৎসি বার্লিনে মুফতির সঙ্গে ছিলেন। মুসা নত হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলেন।

জুমার নামাজ পড়ার জন্য দুপুরের ঠিক আগে নাতিকে নিয়ে আবদুল্লাহ জেরুজালেমে প্রবেশ করলেন। সঙ্গে আরো ছিলেন গ্লাব পাশা, প্রাসাদ-সরকার নাসিরউদ্দিন নাশাশিবি ও তুখোড় ধর্মীয় বক্তা মুসা হোসেইনি। জনতা ছিল গম্ভীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সন্দিগ্ধ। উদ্বিগ্ন আরব লিজিয়নের দেহরক্ষী এত বেশি ছিল যে, হোসেইন কৌতুক করে বলেছিলেন 'ব্যাপার কী, জানাজা আছে না কি?' আবদুল্লাহ তার পিতার কবর জেয়ারত করলেন, তারপর আল-আকসার দিকে হাঁটতে লাগলেন। তিনি প্রহরীদের ফিরে যেতে বললেন। তবে মুসা হোসেইনি খুব কাছে কাছে থাকলেন। আবদুল্লাহ বারান্দায় পৌছালে মসজিদের ইমাম তার হাতে চুমু খেলেন, সঙ্গে সঙ্গে এক তরুণ দরজার পেছন থেকে বের হলো। তরুণটি বাদশাহ'র কানের দিকে নল তাক করে ট্রিগার চাপল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে নিহত হলেন। বুলেটটি তার চোখ দিয়ে বের হয়ে গেল, আবদুল্লাহ পড়ে গেলেন, তার সাদা পাগড়ি গড়াগড়ি খেল। প্রত্যেকে আতঙ্কিত বয়স্ক নারীর মতো হুমড়ি খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়লেন। হোসেইনি বললেন, 'কিন্তু আমি ওই মুহূর্তটাতে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছিলাম, হত্যাকারীর দিকে এগিয়ে গেলাম।' সে তখন হোসেইনের দিকে ফিরেছে : 'আমি তার খোলা দাঁত দেখলাম, তার বিভ্রান্ত চোখ দেখলাম। তাকে দেখলাম আমার দিকে বন্দুক তাক করতে, ধোঁয়া দেখলাম, শব্দ শুনলাম, আমার বুকে আঘাত টের পেলাম। মৃত্যু কি এমনই? বুলেট বুকে ধাতব মেডেলে বিঁধল।' নাতিকে মেডেল পরার হুকুম দিয়ে আবদুল্লাহ তার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

দেহরক্ষীরা নির্বিচারে গুলি চালিয়ে আততায়ীকে হত্যা করল। মৃত রাজার নাক দিয়ে রক্ত বের হচ্ছিল। নাশাশিবি দেহটিকে বাহুতে নিয়ে তার হাতে বারবার চুমু খাচ্ছিলেন। আরব সৈন্যরা রাস্তায় রাস্তায় তা ব চালাতে লাগল, গ্লাব তাদের সংযত করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। বাদশাহর সামনে হাঁটু গেড়ে হোসেইন তার পোশাক খুলে ফেললেন, লাশের সঙ্গে অস্ট্রিয়ান ধর্মশালায় গেলেন। সেখানে হোসেইন ছিলেন ভাবগম্ভীর। তারপর তিনি দ্রুত বিমানে করে আম্মানে ফিরে গেলেন।[২৬]

* রাগিব নাশাশিবি ক্যান্সারে ভুগছিলেন। বাদশাহ আগাস্তা ভিক্টোরিয়া হাসপাতালে তাকে দেখতে যান। 'আবদুল্লাহ বললেন, 'এই ভবনে ১৯২১ সালের বসন্তে উইনস্টন চার্চিলের সঙ্গে আমি প্রথম বৈঠক করেছিলাম।' ১৯৫১ সালের এপ্রিলে নাশাশিবি ইন্তেকাল করেন, তাকে তার ভিলার কাছে একটি ছোট কবরে সমাহিত করা হয়। পরে বাড়িটি গুঁড়িয়ে অ্যাম্বাসেডর হোটেল বানানো হয়।

জর্ডানের হোসেইন : জেরুজালেমের শেষ বাদশাহ

মুফতি ও মিসরের রাজা ফারুক এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিলেন বলে জানানো হলো। মুসা হোসেইনিকে গ্রেফতার করে তার ওপর নির্যাতন চালানো হলো। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকে এবং অন্য তিনজনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। আরব পরাজয়ের ফলে যেসব হত্যাকাণ্ড ও অভ্যুত্থান ঘটেছে, আবদুল্লাহ'র ঘটনাটি ছিল তার একটি মাত্র। মেহমেত আলীর আলবেনীয়দের শেষ শাসক ছিলেন রাজা ফারুক। ১৯৫২ সালে জেনারেল মোহাম্মদ নাজিব ও কর্নেল জামাল আবদুন নাসেরের নেতৃত্বাধীন ফ্রি অফিসারদের জান্তা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করল।

জর্ডানে আবদুল্লাহ'র উত্তরাধিকারী হলেন তার ছেলে বাদশাহ তালাল। তিনি ছিলেন মারাত্মক স্কিজোফ্রেনিয়ার রোগী, তিনি তার স্ত্রীকে প্রায় খুন করে ফেলেছিলেন। ১৯৫২ সালের ১২ এপ্রিল তরুণ হোসেইন ছুটি কাটাতে জেনেভায় এক হোটেলে ছিলেন। তখন এক ওয়েটার রুপার প্লেটে করে তার কাছে একটি খাম নিয়ে এলো : এটি লেখা হয়েছিল 'মহামান্য বাদশাহ হোসেইনকে। তার পিতা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন। হোসেইনের বয়স তখন মাত্র ১৭ বছর। ভালোবাসতেন সুন্দরী নারী, বিয়ে করেছিলেন পাঁচটি। দ্রুতগতির গাড়ি, মটরসাইকেল, বিমান ও হেলিকপ্টার পছন্দ করতেন। তিনি নিজেই সেগুলো চালাতেন। তার দাদা যেখানে একবারের জন্যও বৃহত্তর হাশেমি রাজ্য গঠনের স্বপ্ন ত্যাগ করেননি, জেরুজালেম জয়ের জন্য সব ধরনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, সেখানে হোসেইন ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন, জর্ডানের বাদশাহ হিসেবে কোনোমতে টিকে থাকতে পারাটাই হবে বিরাট কাজ।

স্যান্ডহার্স্ট-প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিসার, সদাপ্রফুল্ল এই বাদশাহ ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী। তার রাজ্যে তহবিলের যোগান দিত প্রথমে ব্রিটেন, পরে আমেরিকা। অবশ্য আরব বিশ্বের শক্তিগুলোর সঙ্গে তাল মেলাতে নিজের অবস্থান বারবার পরিবর্তন করতে হচ্ছিল। প্রায়ই মিসরের নাসের ও ইরাকের সাদ্দাম হোসেইনের মতো চরম স্বৈরাচারীর বিদ্বেষপূর্ণ আচরণের শিকার হতে হতো। তবে দাদার মতো তিনিও ইসরাইলিদের সঙ্গে কাজ করতে পারতেন; অনেক পর তিনি রবিনকে বিশেষভাবে পছন্দ করতেন।

অশীতিপর চার্চিল ১৯৫১ সালে আবার প্রধানমন্ত্রী হলেন। পরে তার এক অফিসারকে গোপনে বলেছিলেন, 'তোমরা উচিত ইহুদিদের জেরুজালেম দিয়ে দেওয়া, তারাই এটাকে বিখ্যাত করেছে।' তবে নগরীটি তখন পূর্ব ও পশ্চিমে বিভক্ত, এবং 'হিব্রু, ইংরেজি ও আরবিতে লেখা **থামো! বিপজ্জনক! সামনে সীমান্ত!** চিহ্ন'সহ অস্থায়ী বেড়া, প্রাচীর ও সতর্ক ঘণ্টায় ভরা। মেশিন-গানের গুলির শব্দে রাতের নিস্তব্ধতা খান খান হতো। সংযোগস্থল ছিল মাত্র একটিই : ম্যান্ডেলবাম গেট। বার্লিনের চেকপয়েন্ট চার্লির মতোই এটা বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। তবে এটা কোনো গেট বা ম্যান্ডেলবামের বাড়িও ছিল না। সিমচাহ ও ইস্টার ম্যান্ডেলবাম অনেক আগেই বাড়িটি খালি করে চলে গিয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যান্ডেলবাম ছিলেন বেলরুশিয়ান বংশোদ্ভূত নারীদের পোশাক প্রস্তুতকারী। হাগানা বাড়িটি তাদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত করেছিল। ১৯৪৮ সালে আরব লিজিয়ন এটাকে উড়িয়ে দেয়। ম্যান্ডেলবাম চেকপয়েন্টটি ধ্বংস্তূপে দাঁড়িয়েছিল।

এসব মাইন ও কাঁটাতারের বেড়া সত্ত্বেও ইহুদি কিশোর অ্যামোস ওজ এবং ফিলিস্তিনি শিশু স্যারি নুসেইবেহ (আনোয়ারের ছেলে) একে অন্যের খুব কাছাকাছি বাস করতেন। পরে ওজ ও নুসেইবেহ উভয়েই বিখ্যাত লেখক হয়েছিলেন, ফ্যাসিবাদের বিরোধী এবং পরস্পরের বন্ধু হয়েছিলেন। নুসেইবেহ লিখেছেন, 'আমাদের এখানকার সব পরিবারের ধর্ম ছিল ইসলাম, আমি পরে জানতে পারি, কয়েক শ' ফুট দূরে নো-ম্যান্স ল্যান্ডের ওপারে অ্যামোজ ওজের ধর্ম ইহুদি।' ছেলে দুটি দেখল নতুন ধরনের অভিবাসন ঢল জেরুজালেমকে আবারো বদলে দিচ্ছে। আরবেরা, বিশেষ করে ইরাকিরা তাদের ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর প্রতিশোধ নিতে থাকলে ছয় লাখ ইহুদি ইসরাইলে অভিবাসন করে। তবে জেরুজালেমের চেহারা বদলে দিয়েছিল হ্যারেদিম (অ্যাওয়েসট্রাক) নামে পরিচিত অতি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অবশিষ্ট সদস্যরা। মরমিবাদ ও আনন্দদায়ক প্রার্থনায় বিশ্বাসী এসব লোক ১৭ শতকের মিটেলেরোপার সংস্কৃতি ও পোশাক নিয়ে আসেন। স্যারি নুসেইবেহ বলেছেন, 'এমন দিন খুব কমই ছিল, যেদিন আমি নো-ম্যান্স ল্যান্ডের ওপারের রাস্তায় এবং মিয়া শেয়ারিমে তাদের দেখিনি। আমি কালো চাদরে ঢাকা লোকদের দেখতাম। অনেক সময় শ্মশ্রুমণ্ডিত লোকগুলো আমার দিকে ফিরে তাকাতেন।' তিনি ভাবতেন, এরা কারা?

হ্যারেদিমদের মধ্যেও বিভক্তি ছিল। এদের অনেক জায়নবাদকে গ্রহণ করেছিল। আবার মিয়া শেয়ারিমের টলডট হ্যারনেরা ছিল কট্টর জায়নবাদ-বিরোধী। তারা বিশ্বাস করত, একমাত্র ঈশ্বরই টেম্পল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এমন প্রেক্ষাপটে হাসিদিক ও লিথুয়ানিয়ানেরা কঠোর শাস্ত্রচার নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সবাই ইয়িদিশে কথা বলত। হ্যাসিদিমরা সাতটি মূল 'প্রার্থনার' আলোকে অনেকগুলো উপ-সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি গ্রুপ *অ্যাদমর* ('আমাদের প্রধান শিক্ষক ও রাব্বি' থেকে উদ্ভূত) নামে পরিচিত কেরামত প্রদর্শনে সক্ষম একটি বংশের লোকদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো। তাদের রীতিনীতি ও মরমিবাদের ভিন্নতা ইসরাইলি জেরুজালেমের জটিলতা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।*

ইসরাইলিরা পশ্চিম জেরুজালেমে** সেক্যুলার ও ধর্মের অস্বস্তিকর সংমিশ্রণে আধুনিক রাজধানী গড়ে তুলল। জর্জ ওয়েডেনফেল্ড স্মৃতিচারণ করেছেন, 'ইসরাইল ছিল সোস্যালিস্ট ও সেক্যুলার। সবচেয়ে বিত্তবান ও প্রভাবশালীরা ছিল তেল আবিবে। কিন্তু জেরুজালেম আবর্তিত হতো রাব্বি, রেহাভিয়ার জার্মান বুদ্ধিজীবী (যারা ডিনারের পর রান্নাঘরে শিল্পকলা ও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করত), ইসরাইলি এলিট সিনিয়র সরকারি কর্মকর্তা, মোশে দায়ানের মতো জেনারেলদের পুরনো জেরুজালেম কেন্দ্র করে।' হ্যারিদিমরা বাস করত আলাদাভাবে, ওয়েডেনফেল্ডের মতো সেক্যুলার ইহুদিরা জেরুজালেমের সবচেয়ে স্মার্ট রেস্তোরাঁ ফিঙ্কে অ-ইহুদি খাবার বিবেচিত গুলাশ আর সস খেত। ঘষেমেজে তোলা পুরনো সামগ্রী এবং আধুনিক ধ্বংস্তূপের মিশ্রণে সদা পরিবর্তনশীল অদ্ভুত এই শহরে অ্যামোজ ওজ অস্বস্তিবোধ করতেন। 'কেউ কি জেরুজালেমে নিজের বাড়ি ভাবতে পারে, আমার মনে হতো, এখানে কেউ কি একটা শতক পার করতে পারে?' তিনি তার উপন্যাস *মাই মাইকেলে* প্রশ্নটি করেছিলেন। 'মাথা তুললেই তুমি এসব ভবনের মধ্যে দেখবে পাবে পাথুরে জমি। জলপাই বাগান। পরিত্যক্ত নির্জন ভূমি। নবনির্মিত প্রধানমন্ত্রীর অফিসের চারপাশে পশু চরছে।' ওজ জেরুজালেম ত্যাগ করলেন, তবে স্যারি নুসেইবেহ রয়ে গেলেন।

১৯৬১ সালের ২৩ মে বেন-গুরিয়ান তার এক তরুণ সহকারী আইজ্যাক ইয়াকোভিকে অফিসে তলব করলেন। ইয়াকোভির দিকে তাকিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন : 'তুমি কি জানো অ্যাডলফ আইখম্যানকে কে?'

'না,' জবাব দিলেন ইয়াকোভি।

'এই লোকটিই হলুকাস্ট ঘটিয়েছিল, তোমার সদস্যদের হত্যা করেছিল, তোমাকে আওসচউইটজে নির্বাসিত করেছিল,' বললেন বেন-গুরিয়ান। তিনি জানতেন, অর্থোডক্স হাঙ্গেরিয়ান মা-বাবার সন্তান ইয়াকোভিকে এসএস-ওবারস্টুমবানফুরার আইখম্যান ১৯৪৪ সালে ডেথ ক্যাম্পে পাঠিয়েছিলেন বাধ্যতামূলক শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে। এসএস ডা. যোশেফ মেনগেলের গ্যাস চেম্বারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষমানদেরই সেখানে পাঠানো হতো। সম্ভবত নীল চোখ ও সোনালি চুলের জন্য তিনি বেঁচে গিয়েছিলেন। ইসরাইলে অভিবাসনের পর তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, তাতে আহত হয়েছিলেন। পরে তিনি জেরুজালেমে বাস করতে থাকেন, প্রধানমন্ত্রীর অফিসে কাজ গ্রহণ করেন।

বেন-গুরিয়ান বলে চললেন, 'আজ তুমি গাড়ি নিয়ে নেসেটে যাবে, আমার অতিথি হিসেবে বসে আমাকে আইখম্যানকে জেরুজালেমে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ঘোষণা দেওয়াটা প্রত্যক্ষ করবে।'

ইসরাইলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ আর্জেন্টিনার গোপন আস্তানা থেকে আইখম্যানকে অপহরণ করে এনেছিল। জেরুজালেমের কেন্দ্রস্থলে এক আদালতে এপ্রিলে তার বিচার শুরু হলো। রামলা কারাগারে তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

সীমান্তের অপর পাড়ে বাদশাহ নগরীকে 'দ্বিতীয় রাজধানী' ঘোষণা করেছিলেন। তার প্রশাসন আম্মান থেকে আসল রাজধানী সরিয়ে নেওয়াটা মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ মনে করত। মধ্যস্থলে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া পূণ্যনগরীটি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলে 'প্রাদেশিক শহরে' পরিণত হয়েছিল। তবে হাশেমি জেরুজালেম কিছুটা হলেও সাবেক আকর্ষণ পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল। বাদশাহ'র ভাই প্রিন্স মোহাম্মদ পশ্চিম তীর থেকে শাসনকাজ চালাতেন। তিনি সবেমাত্র ষোড়শী ফিলিস্তিনি সুন্দরী ফারিয়াল আর-রাশিদকে বিয়ে করেছেন। প্রিন্সেস ফারিয়াল স্মৃতিচারণে বলেছেন, 'আমরা বছরের ছয় মাস জেরুজালেমে থাকতাম। আমাদের ভিলাটি ছোট হলেও খুবই আকর্ষণীয় ছিল। এটি ছিল দাজানিদের। আমরা স্বামী বেশির ভাগ সময় কাটাতেন খ্রিস্টানদের সঙ্গে আলোচনা করে, দ্বন্দ্বে লিপ্ত অর্থোডক্স, ক্যাথলিক ও আর্মেনীয়দের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায়!'

আনোয়ার নুসেইবেহকে পবিত্র স্থানগুলোর গভর্নর ও অভিভাবক নিয়োগ করেছিলেন বাদশাহ হোসেইন। কয়েক শ' বছরের মধ্যে নুসেইবেহরা এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থায়। আনোয়ার জর্ডানের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করেছেন। তার ভাই হাজেম ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। সব বনেদি পরিবারই তাদের অর্থকড়ি ও জলপাই বাগানগুলো খুইয়ে ফেলেছিল। তবে তাদের অনেকে তখনো শেখ জারা'য় তাদের ভিলায় বসবাস করত। আনোয়ার নুসেইবেহ এখন আমেরিকান কলোনির বিপরীতে পুরনো আমলের একটি ভিলায় 'পারস্য কার্পেট, স্বর্ণাভ অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি, ডিনার-পরবর্তী পানীয় পানের জন্য ক্রিস্টালের সুরাপাত্র, ডজন ডজন টেনিস ট্রফি' নিয়ে বাস করেন। নুসেইবেহকে 'সার্বজনীন ধর্ম' পালন করতে হতো। তিনি জুমার নামাজ পড়তেন আল-আকসায়, প্রতিটি ইস্টারে পুরো পরিবার নিয়ে পাদ্রিদের পোশাক ও সোনালি ক্রস পরে হলি সেপালচারে তিনবার চক্কর দিতেন,' তার ছেলে স্যারি জানিয়েছেন। 'আমার ভাইয়েরা ও আমি এটি [ইস্টার উৎসব] খুব পছন্দ করতাম, কারণ শহরে খ্রিস্টান মেয়েরাই ছিল সবচেয়ে সুন্দরী।' তবে টেম্পল মাউন্ট ছিল শান্ত। 'অল্প কয়েকজন মুসলমান হারামে যেত,' লক্ষ করেছেন ওলেগ গ্র্যাবার, জেরুজালেমের বিখ্যাত বিদ্বজ্জন। তিনি ওই সময় নগরীতে খননকাজ শুরু করতে যাচ্ছিলেন।

স্যারি নুসেইবেহ ওল্ড সিটিতে সোনার পকেটঘড়ি নিয়ে ফিটফাট দোকানদারদের দেখেছেন, বয়স্কা নারীদের জিনিসপত্র ফেরি করা লক্ষ করেছেন, দেখেছেন ঘূর্ণয়মান দরবেশদের, ক্যাফেতে 'হুক্কা টানার' গড়গড় শব্দ শুনেছেন। মার্কিন ভাইস-কনস্যাল ইউজিন বার্ডের মতে জর্ডানি জেরুজালেম ছিল ছোট্ট দুনিয়া : 'আমি আগে কখনো এত ছোট'র মধ্যে বড় শহর দেখিনি। ভদ্র সমাজের সদস্য প্রায় ১৫০ জনে সীমিত ছিল।' বনেদি পরিবারগুলোর অনেকে পর্যটনে ঝুঁকে পড়েছিল। হোসেইনিরা ওরিয়েন্ট হাউজকে হোটেলে রূপান্তরিত করল। সাদা চুলের বার্থা স্প্যাফোর্ড তার আমেরিকান কলোনিকে বিলাসবহুল হোটেলে পরিণত করেন। ব্রোচ-পরিহিত এই সম্ভ্রান্ত নারী নিজেই নগরীর একটি দর্শনীয় বিষয়ে গণ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছেন। তিনি জামাল পাশা থেকে লরেন্স অব অ্যারাবিয়া- সবাইকে চিনতেন। ব্রিটিশ টেলিভিশনে 'দিস ইজ ইয়োর লাইন' নামের অনুষ্ঠানে তাকে দুবার দেখা গেছে। ক্যাটি অ্যান্টোনিয়াস ফিরে এসে ওল্ড সিটিতে একটি এতিমখানা প্রতিষ্ঠা করেন। এ ছাড়া তিনি তার বাড়িতে 'একটি উচ্চবিত্তের লোকজনের জন্য রেস্তোরাঁ-কাম-স্যালুন' দেন। স্থানীয় এক গসিপ কলামের নামে এর নাম রাখেন ক্যাটাকিট। মার্কিন ভাইস-কনস্যাল লিখেছেন, তিনি ছিলেন 'অনেকটা ইলিয়টের ককটেল পার্টির মতো। তিনি গুজব রটনাকারী এবং বেশ দক্ষ'। সব সময় 'সর্বশেষ ফ্যাশন ও মুক্তার মালা পরতেন, সুন্দরভাবে ছোট করে তার চুল ছাটা থাকত,' মনে হতো 'সাদা দ্যুতি চমকাচ্ছে'। ভাইস-কনস্যালের ছেলে লেখক কাই বার্ড লিখেছেন, তিনি ছিলেন 'অর্ধেক ড্রাগন লেডি এবং অর্ধেক প্রণয়বিলাসিনী।' তবে তিনি তার রাজনৈতিক ক্রোধ নষ্ট করে ফেলেননি। একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'ইহুদি রাষ্ট্রের আগে আমি জেরুজালেমে অনেক ইহুদিকে চিনতাম। কিন্তু এখন কোনো আরব বন্ধু যদি ইহুদির সঙ্গে ব্যবসা করে তাকে চড় দেব। আমরা প্রথম রাউন্ডে হেরেছি; কিন্তু যুদ্ধে হারিনি।'

পরাশক্তিগুলো সব সময় তাদের নিজেদের দলকে সমর্থন দেয়। ফলে এটা বিস্ময়কর নয় যে জোব্বা আর জেরুজালেমের বেদিগুলোর নিচে গোপনে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল, 'যেমনটা বার্লিনের অলিগলিতে দেখা যেত।' এটাও আরেকভাবে নগরীকে বিভক্ত করেছিল। মার্কিন ভাইস-কনস্যাল বার্ড ম্যারি ম্যাগডালেনের গ্র্যান্ড ডিউক সার্গেই চার্চের গ্লোন্ডেন অনিয়ন-ডোম মেরামতের জন্য সিআইএ'কে ৮০ হাজার ডলার দান করার পরামর্শ দিলেন। সিআইএ টাকাটা না দিলে কেজিবি দিয়ে দিতে পারে। রাশিয়ান অর্থোডক্সি তখন নিউ ইয়র্কভিত্তিক সিআইএ-সমর্থিত চার্চ ও মস্কোর সোভিয়েত কেজিবি-সমর্থিত চার্চে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আমেরিকার একনিষ্ঠ মিত্র জর্ডানিরা তাদের রাশিয়ান চার্চগুলো কমিউনিস্টবিরোধী চার্চকে প্রদান করল। আর ইসরাইলিরা তাদের নতুন রাষ্ট্রের প্রতি স্ট্যালিনের প্রথম স্বীকৃতির বিষয়টি ভোলেনি। তারা রাশিয়ান সম্পত্তি সোভিয়েতদের দিয়ে দিল। রাশিয়ানেরা পশ্চিম জেরুজালেমে একটি মিশন প্রতিষ্ঠা করল। এর 'পাদ্রি' আসলে ছিলেন কেজিবি কর্নেল, তিনি একসময় উত্তর কোরিয়ায় উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

প্রত্যন্ত এলাকাটি তখনো 'হোসেইনি, নাশাশিবি, আলেম, বিশপদের প্রাধান্য ছিল। স্যারি নুসেইবেহ লিখেছেন, 'আপনি নো-ম্যান্স ল্যান্ড এবং উদ্বাস্তু শিবিরগুলো উপেক্ষা করতে পারলে, মনে হবে কিছুই হয়নি।' অবশ্য কিছুই আগের মতো ছিল না। এবং নতুন বৈশিষ্ট্যে জেরুজালেম এখন হুমকির মুখে। মিসরে প্রেসিডেন্ট নাসেরের উত্থান সবকিছু বদলে দিল। বাদশাহ হোসেইন বিপদগ্রস্ত হলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ ঝুঁকির মুখে পড়ল।

* তাদের বৃহত্তম গ্রুপটির নাম ছিল জার। পোল্যান্ডে এ নামের একটি গ্রাম থেকে তাদের নামকরণ হয়। আলটার পরিবার পরিচালিত এই গ্রুপটি শট্রেমেল পশমি হ্যাট পরত; ইউক্রেনের বেলজারদের গায়ে থাকত আরবীয় জোব্বা ও পশমি হ্যাট; ব্রেস্লাভার্স পূজারীরা ছিল মরমিবাদী। 'হ্যাসিদিক ইহুদি' হিসেবে পরিচিত এসব লোক নাচত, গাইত।

** হলুকাস্টে নিহত ৬০ লাখ ইহুদির স্মরণে মাউন্ট হারজলে ১৯৫৭ সালে ইয়াদ ভ্যাশেম, 'অ্যা প্লেস অ্যান্ড অ্যা নেম' নির্মিত হয়। ১৯৬৫ সালে নতুন নেসেট ভবন ও ইসরাইল মিউজিয়াম উদ্বোধন করা হয়। উভয়টির তহবিলের যোগান দেন জেমস ডি রথচাইল্ড। তিনি অ্যালেনবাইয়ের সেনাবাহিনীতে ইহুদি লিজিয়ন নিয়োগে সহায়তা করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫৩
ছয় দিন
১৯৬৭

নাসের ও হোসেইন : যুদ্ধের ক্ষণগণনা

আরব রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে সেরা আদর্শ হিসেবে পরিচিত নাসেরের পারিবারিক পরিচিতি স্পষ্ট নয়। ১৯৪৮ সালের যুদ্ধে তরুণ অফিসার হিসেবে অংশ নিয়ে তিনি ইসরাইলি বাহিনীর হাতে অবরুদ্ধ হয়েছিলেন। আরব মর্যাদা পুনরুদ্ধারে দৃঢ়প্রত্যয়ী নাসের কয়েক শ' বছরের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় আরব নেতায় পরিণত হয়েছিলেন। অবশ্য গোপন পুলিশ বাহিনীর সাহায্যে তিনি স্বৈরাচারীর মতো শাসনকাজ চালাতেন। আরব বিশ্বে তার পরিচিতি হয় আর-রইস (দ্য বস)। নাসেরের ঘোষিত সমাজতান্ত্রিক প্যান-আরববাদ তার জনগণকে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য এবং জায়নবাদী জয় অগ্রাহ্য করতে উদ্দীপ্ত করেছিল, পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভব বলে তাদের মধ্যে বিপুল আশাবাদ সঞ্চারিত হয়েছিল।

নাসের ইসরাইলের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের চোরাগুপ্তা হামলা সমর্থন করতেন, এর প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি হতো আরো বেশি সহিংসতা। সবচেয়ে শক্তিশালী আরব দেশ মিসরে তার নেতৃত্ব ইসরাইলকে শঙ্কিত করল। ১৯৫৬ সালে তিনি সুয়েজ খাল জাতীয়করণে মাধ্যমে ইঙ্গ-ফ্রেঞ্চ সাম্রাজ্যের ক্ষতচিহ্নকে চ্যালেঞ্জ করলেন, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ান বিদ্রোহীদের সমর্থন দিলেন। লন্ডন ও প্যারিস তাকে ধ্বংস করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে বেন-গুরিয়ানের সঙ্গে গোপন আঁতাত করল। চিফ অব স্টাফ দায়ানের পরিকল্পনামতে সিনাইয়ে ইসরাইলের সফল আক্রমণ পরিচালিত হলো। এতে করে দুই প্রতিবেশীকে পরস্পর থেকে আলাদা রাখার ছদ্মাবরণে মিসরে ইঙ্গ-ফরাসি হামলার সুযোগ সৃষ্টি হলো। তবে এই শেষ সাম্রাজ্যবাদী অ্যাডভেঞ্চার টিকিয়ে রাখার মতো সামর্থ্য তখন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ছিল না, যুক্তরাষ্ট্র তাদেরকে সরে যেতে বাধ্য করল। এর পরপরই বাদশাহ হোসেইন তার সেনাবাহিনীর কমান্ডারের পদ থেকে গ্লাবকে বরখাস্ত করলেন। ১৯৫৬ সাল ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তিম মুহূর্ত এবং আমেরিকার উত্থান-কাল।

হাশেমি রাজ্য দুটিকে টার্গেট করলেন নাসের। রাজ্য দুটির জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে তার চরম প্যান-আরববাদ ক্রমবর্ধমান হারে জনপ্রিয় হচ্ছিল। ১৯৫৮ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে হোসেইনের কাজিন ও স্কুলবন্ধু দ্বিতীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফয়সাল নিহত হলেন। এই পরিবারটি একসময় আরব, হেজাজ, সিরিয়া, ফিলিস্তিন ও ইরাকের বাদশাহ ছিল। এখন শেষ হাশেমি রাজা হিসেবে টিকে থাকলেন হোসেইন। নাসের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (ইউনাইটেড আরব রিপাবলিক) নামে মিসরকে সিরিয়ার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে একীভূত করার মাধ্যমে ইসরাইলকে ঘিরে ফেললেন, জর্ডানের ওপর প্রভাব বিস্তার করলেন। তবে তার সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র দুবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, দুবার আবার জোড়া লাগে। তবে সেটা ভঙ্গুরই থেকে যায়। 'জেরুজালেমের জাদুকরি মর্যাদা বহাল থাকলেও এই শহরে বেড়ে ওঠা মানে ছিল ডেট্রইট ও আধুনিক সেনাবাহিনীতে আক্রান্ত হওয়ার রূপকথার মতো, বিপদগুলো শুধু এর রহস্যই বাড়িয়েছে,' লিখেছেন স্যারি নুসেইবেহ। ধীরে ধীরে 'জেরুজালেম ১৯৪৮ সালে খুইয়ে ফেলা তার জীবনের অনেকাংশেই পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিল,' আবারো 'তীর্থযাত্রার বিশ্ব রাজধানী'তে পরিণত হচ্ছিল। ১৯৬৪ সালে পোপ ষষ্ঠ পলের তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি হিসেবে বাদশাহ হোসেইন কয়েক শ' বছরের ধূলাবালিতে ম্লান ডোম অব দ্য রকের গম্বুজটি নতুন করে স্বর্ণখচিত করেন। সর্বোচ্চ ধর্মবেত্তারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন প্রিন্স মোহাম্মদ ও প্রিন্সেস ফারিয়াল। তারা জেরুজালেমে তার সঙ্গে ছিলেন, সেখানে তাকে স্বাগত জানান গভর্নর আনোয়ার নুসেইবেহ। তবে অন্য যে কারো মতো পোপকেও ম্যান্ডেলবাম গেট পেরুতে হয়। তিনি ক্যালভারির গ্রিক চ্যাপেলে প্রার্থনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক তাকে লিখিত অনুরোধ জানানোর নির্দেশ দেন, পরে তা প্রত্যাখ্যান করেন। স্যারি নুসেইবেহ লিখেছিলেন, 'পোপের সফরের ফলে ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে।' হোসেইনি ও নুসেইবেহরা তাদের জাঁকাল ভিলাগুলো গুঁড়িয়ে কুৎসিত হোটেল তৈরি করে।

বাদশাহ হোসেইন এখন টিকে থাকার লড়াইয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। এক দিকে চরমপন্থী নাসেরবাদী মিসর ও সিরিয়ার চাপ, অন্য দিকে আরব ও ইসরাইলি দ্বন্দ্ব, তার নিজের রাজকীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং ফিলিস্তিনিদের তিক্ত ভাবাবেগ (তারা মনে করত, তিনি তাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন)। বাদশাহকে উৎখাতে নাসেরের চক্রান্তের প্রেক্ষাপটে জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে হাশেমিদের বিরুদ্ধে প্রায়ই দাঙ্গা লেগে যেত।

১৯৫৯ সালে ইয়াসির আরাফাত, ১৯৪৮ সালের যুদ্ধের অভিজ্ঞ যোদ্ধা,* ফাতাহ (বিজয়ী) নামে তার জঙ্গি মুক্তি আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করলেন। ইসরাইলের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের জন্য ঐক্যবদ্ধ আরব কমান্ড গঠনের লক্ষ্যে নাসের ১৯৬৪ সালে কায়রোতে এক শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করলেন, আহমদ আল-শুকাইরির নেতৃত্বে ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থা (পিএলও, প্যালেস্টাইন লিবারেশন অরগানাইজেশন) গঠিত হলো। ওই মে মাসে বাদশাহ হোসেইন অনিচ্ছুকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে ফিলিস্তিন কংগ্রেস উদ্বোধন করেন, যার মাধ্যমে পিএলও পরিচালিত হওয়া শুরু হয়। পরের জানুয়ারিতে আরাফাতের ফাতাহ জর্ডান থেকে ইসরাইলের অভ্যন্তরে স্বল্প পরিসরের একটি গেরিলা হামলা পরিচালনা করে॰। এটা ছিল বিপর্যয়কর। হতাহত ছিল মাত্র একজন, জর্ডানিদের গুলিতে এক ফিলিস্তিনি গেরিলা প্রাণ হারায়। তবে ফাতাহ'র এই অভিযান আরবদের মনে রং লাগে, বিশ্ব পর্যায়ে ফিলিস্তিনিদের স্বার্থ নিয়ে আদায়ে আরাফাতের কার্যক্রমের সূচনা হয়। পিস্তল গুঁজে, খাকি পোশাক ও *কেফিয়েহ* পরা ফাতাহ'র চরমপন্থীদের উত্থানে মুফতি এবং ১৯৪৮-এর কারণে মর্যাদা হারিয়ে ফেলা গর্বিত বনেদি পরিবারগুলো ম্লান হয়ে পড়তে লাগল। চলতি সময়ের স্রোতে মিশে আনোয়ার নুসেইবেহর ছেলে স্যারিও যোগ দেন ফাতাহ'য়।

ফিলিস্তিনিরা হোসেইনের ওপর থেকে আস্থা হারাচ্ছিল। গভর্নর নুসেইবেহ একটি রাজকীয় নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে বাদশাহ হোসেইন তাকে বরখাস্ত করে এক জর্ডানিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে হোসেইন গোপনে ইসরাইলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গোল্ডা মেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। গোল্ডা মেয়ার বলেছিলেন, একদিন 'আমরা অস্ত্র পাশে সরিয়ে রাখব, জেরুজালেমে একটি স্মারকস্তম্ভ তৈরি করব, যা আমাদের মধ্যকার শান্তির প্রতীকে পরিণত হবে।'[২৭]

১৯৬৩ সালে বেন-গুরিয়ান প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে অবসর নিলে তার স্থলাভিষিক্ত হন ৬৮ বছর বয়স্ক লেভি এশকল। কিয়েভের কাছে জন্মগ্রহণকারী এই লোকটি কোনোভাবেই বেন-গুরিয়ানের সমকক্ষ ছিলেন না। ক্ষীণদৃষ্টির এশকলের প্রধান কৃতিত্ব ছিল ইসরাইলি পানি সঙ্কটের সুরাহা করা। ১৯৬৭ সালে সিরিয়া উত্তর ইসরাইলে হামলা চালালে ডগ-ফাইটের সূচনা হয়, দামাস্কাসের আকাশে সিরীয় বিমান বাহিনী ধ্বংস করে দেওয়া হয়। সিরিয়া ইসরাইলে ফিলিস্তিনি চোরাগুপ্তা হামলা সমর্থন দিতে লাগল।** সোভিয়েত ইউনিয়ন নাসেরকে হুঁশিয়ার করে দিল (পরে প্রমাণিত হয়েছিল, সেটা ছিল ভুল), সিরিয়া হামলার পরিকল্পনা করছে ইসরাইল। মস্কো কেন এই ভুল গোয়েন্দা তথ্য জানিয়েছিল এবং কয়েক সপ্তাহ সময় থাকা সত্ত্বেও নাসের কেন সেটা যাচাই করলেন না বা প্রত্যাখ্যান না করে বিশ্বাস করেছিলেন তা এখনো অস্পষ্ট।

মিসর ছিল অনেক শক্তিধর, নাসেরের ছিল ব্যক্তিগত ক্যারিশমা, প্যান-আরববাদের জনপ্রিয়তা তো ছিলই। এসব সত্ত্বেও ইসরাইলি পাল্টা হামলা এবং মিত্র সিরিয়ার বিপজ্জনক ভূমিকা তার জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। তিনি তার সৈন্যদের উপদ্বীপে সমবেত করলেন এটা প্রমাণ করতে যে সিরিয়ার ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হামলা তিনি বরদাস্ত করবেন না। ১৫ মে, স্বাধীনতা দিবস প্যারেডের আগে উদ্বিগ্ন এশকল এবং তার চিফ অব স্টাফ জেনারেল রবিন জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে বৈঠকে বসলেন : কিভাবে তারা নাসেরের হুমকি মোকাবিলা করবেন? পর দিন সিনাই থেকে শান্তিরক্ষীদের সরিয়ে নিতে জাতিসংঘকে অনুরোধ করল মিসর। তখনো যুদ্ধ এড়িয়ে গেলেও নাসের সম্ভবত সঙ্কটটি তীব্রতর করতে চাইছিলেন। তার পদক্ষেপগুলো হয় ছিল হতাশায় মুষড়ে পড়া ঢাক-ঢোল পেটানো কিংবা দায়িত্বহীন। আরব নেতৃত্ব ও রাজপথের জনতা যখন ইহুদি রাষ্ট্রের আসন্ন ধ্বংসের কথা ভাবছে, তখন এশকল ভয়ে কাঁপছিলেন। ইসরাইলজুড়ে সর্বনাশ আর অস্তি ত্বের শঙ্কা সৃষ্টি হলো। নাসেরের সামনে তার উদ্যোম ফুরিয়ে গেল। চেইনস্মোকার জেনারেল রবিন জানতেন, তার কাঁধেই ইসরাইলের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। কিন্তু তিনি এই সময়টাতেই ভেঙে পড়লেন। তখন দিনে ৭০টি সিগারেট আর শুধু কফি পান করে তিনি বেঁচে আছেন।

* আরাফাত দাবি করতেন, তিনি জেরুজালেমে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মা ছিলেন জেরুজালেমবাসী, তবে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছিলেন কায়রোতে। ১৯৩৩ সালে চার বছর বয়সে তিনি পবিত্র ওয়ালের পাশে মাগরেবি কোয়ার্টারে স্বজনদের সঙ্গে চার বছর বসবাস শুরু করেছিলেন।

** উত্তেজনা বাড়তে থাকার প্রেক্ষাপটে এক বৃদ্ধ শেষবারের মতো জেরুজালেম সফর করেন। ঘটনাটির দিকে কেউ তেমনভাবে নজর দেয়নি। তিনি হলেন সাবেক মুফতি হাজি আমিন হোসেইনি। তিনি আল-আকসায় নামাজ পড়েন, তারপরে তার লেবাননি নির্বাসনে চলে যান। সেখানেই ১৯৭৪ সালে ইন্তিকাল করেন।

AMARBOI.COM

রবিন : যুদ্ধের আগে ভেঙে পড়লেন

নাসের মন্ত্রিসভার বৈঠক আহ্বান করে প্রতিকূলতাগুলোর হিসাব করেন, তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সামরিক বাহিনীর প্রধান ফিল্ড মার্শাল আবেদল হাকিম আল আমেরকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। এই বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এবং ড্রাগ গ্রহণকারী মার্জিত লোকটি তখনো নাসেরের সবচেয়ে পুরনো বন্ধু হিসেবে টিকে আছেন।

নাসের : এখন সিনাইয়ে আমাদের সবকিছু জড়ো করায় যুদ্ধের সম্ভাবনা ৫০-৫০। আমরা যদি টাইরান প্রণালী বন্ধ করে দেই, তবে যুদ্ধ ১০০ ভাগ নিশ্চিত। আমাদের সশস্ত্র বাহিনী কি প্রস্তুত আবদেল হাকিম (আমের)?

আমের : 'আমার গর্দান এর ওপর, বস! সবকিছুই একেবারে ঠিকঠাক আছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩ মে নাসের ইসরাইলের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর আইলাতগামী সমুদ্রপথ টাইরান প্রণালী বন্ধ করে দিলেন। সিরিয়া যুদ্ধের জন্য তৈরি হলো। বাদশাহ হোসেইন তার বাহিনী পর্যালোচনা করলেন। রবিন এবং তার জেনারেলরা এশকলকে মিসরের বিরুদ্ধে আগাম যুদ্ধ শুরু করতে পরামর্শ দিলেন, নইলে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এশকল সব রাজনৈতিক বিকল্প প্রয়োগ না করা পর্যন্ত সেটা শুরু করতে অস্বীকৃতি জানালেন। তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাবা ইবান যুদ্ধ যাতে শুরু না হয় এবং যদি শুরু হয়ে যায়-ই, তবে যাতে সমর্থন লাভ করেন সেজন্য মরিয়া চেষ্টা চালাতে লাগলেন। অবশ্য রবিন এই যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গেলেন যে তিনি ইসরাইলকে রক্ষায় সর্বাত্মক চেষ্টা চালাননি : 'আমার মনে হচ্ছিল, ভুল বা ঠিক যা-ই হোক না কেন, যে আমার নিজেকেই সবকিছু করতে হবে। আমি মারাত্মক সঙ্কটে ডুবে গেলাম। আমি ৯ দিন বলতে গেলে কিছুই খাইনি, ঘুমাইনি, শুধু বিরতিহীনভাবে সিগারেট টেনে যেতাম, শারীরিকভাবে নিঃশেষ হয়ে পড়েছিলাম।'

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী যুদ্ধ এড়াতে চাইছিলেন, তার চিফ অব স্টাফ ছিলেন চেতনাশূন্য অবস্থায়, জেনারেলেরা বিদ্রোহ করতে যাচ্ছিলেন এবং দেশটিও ছিল আতঙ্কে, ইসরাইলি সঙ্কটে এটা কৃত্রিম কিছু নয়। ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট এল বি জনসন যেকোনো ধরনের ইসরাইলি হামলায় সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানালেন; মস্কোতে প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন নাসেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত থাকতে কড়াভাবে বললেন। কায়রোতে ফিল্ড মার্শাল আমের এই দম্ভ করতে লাগলেন, 'এবার আমাদেরই যুদ্ধ শুরু করতে হবে,' নাগেভ আক্রমণের প্রস্তুতি নিলেন। সময়মতো নাসের তাকে সংযত করলেন।

আম্মানে বাদশাহ হোসেইনের সামনে নাসেরের সঙ্গে যোগ দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় বলতে গেলে ছিল না। মিসর আক্রমণ শুরু করলে আরব ভাই হিসেবে তাকে সাহায্য করতে হবে। অন্যথায় মিসর পরাজিত হলে তাকে বিশ্বাসঘাতক বিবেচনা করা হবে। ৩০ মে ফিল্ড মার্শালের পোশাক পরে হোসেইন একটি .৩৫৭ ম্যাগনাম নিয়ে নিজেই বিমান চালিয়ে কায়রো গিয়ে নাসেরের সঙ্গে দেখা করলেন। 'যেহেতু আপনার সফরটি গোপন, আমরা আপনাকে গ্রেফতার করলে কি হবে?' বেঁটে বাদশাহ'র মাথার ওপর দিয়ে বললেন নাসের। 'ওই আশঙ্কা আমার মাথায়ই আসেনি,' জবাব দিলেন হোসেইন। তিনি তার ৫৬ হাজার সৈন্য মিসরীয় জেনারেল রিয়াদের অধীনে ন্যস্ত করতে রাজি হলেন। 'এখন সব আরব সেনাবাহিনী ইসরাইলকে ঘিরে ফেলেছে,' ঘোষণা করলেন বাদশাহ। ইসরাইল তিন ফ্রন্টে যুদ্ধের মুখে পড়ল। ২৮ মে রেডিওতে ইশকলের অসংলগ্ন ভাষণ ইসরাইলি উদ্বিগ্ন শুধু আরো বাড়াল। জেরুজালেমে বোমা আশ্রয়কেন্দ্র খোঁড়া হলো, বিমান মহড়া দেওয়া হলো। ইসরাইলিরা ধ্বংস এবং আরেকটি হলুকাস্টের শঙ্কায় পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইবানের কূটনীতি শেষ হয়ে গেল। জেনারেল, রাজনীতিবিদ ও জনগণ এশকলের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেললেন। তিনি বাধ্য হলেন ইসরাইলের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সৈনিককে ডাকতে।

কমান্ড গ্রহণ করলেন দায়ান

১ জুন মোশে দায়ান প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন এবং মেনাহেম বেজিন জাতীয় সরকারে দফতরবিহীন মন্ত্রী হলেন। সব সময় চোখে কালো ঠুলি পরা দায়ান ছিলেন বেন-গুরিয়ানের শিষ্য, এশকলকে অপছন্দ করতেন। তিনি তাকে আড়ালে আবু জিলদি ডাকতেন, এক চক্ষুবিশিষ্ট আরব দস্যুর নামে।

উইনগেটের ছাত্র, সুয়েজ যুদ্ধকালীন চিফ অব স্টাফ এবং বর্তমানে পার্লামেন্ট সদস্য দায়ানের মধ্যে বৈপরীত্যে ভরা ছিল। একদিকে তিনি ছিলেন প্রত্নতত্ত্ববিদ এবং সেইসঙ্গে শিল্পকর্ম লুটেরা, সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হতে আগ্রহী এবং সহিষ্ণু সহাবস্থানে বিশ্বাসী, আরবদের ধ্বংস করতে ইচ্ছুক এবং আরব সংস্কৃতির প্রেমিক। তার বন্ধু শিমন পেরেস স্মৃতিচারণ করেছেন, তিনি ছিলেন 'চূড়ান্ত রকমের বুদ্ধিমান, অসাধারণ মেধাবী, একবারের জন্যও বোকার মতো কোনো কথা বলতেন না।' তার সহযোদ্ধা জেনারেল অ্যারিয়াল শ্যারন মনে করতেন, দায়ান 'এক শ'টি ধারণা নিয়ে জাগতেন। এগুলোর ৯৫টি হতো বিপজ্জনক, তিনটি হতো খারাপ; অবশ্য দুটি হতো দুর্দান্ত।' শ্যারন বলেছেন, তিনি 'বেশির ভাগ লোককে অপছন্দ করতেন, তা গোপন করার চেষ্টা করতেন না।' তার সমালোচকেরা তাকে বলত 'গোঁড়া ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়।' তবে দায়ান একবার পেরেসের কাছে স্বীকার করেছিলেন, 'একটা কথা মনে রাখবে, আমি অবিশ্বস্ত।'

পেরেসের মতে দায়ানের নতুন কর্মচাঞ্চল্য ইহুদি ক্যারিশমা বিচ্ছুরণ ঘটানোর 'কারণ এই নয় যে তিনি আইন অনুসরণ করতেন, বরং এর কারণ হলো তিনি সক্ষমতা ও মুগ্ধতার মাধ্যমে সেগুলো ছুঁড়ে ফেলেছিলেন।' তার এক ক্লাসমেট তার সম্পর্কে বলেছেন : 'মিথ্যুক, দাম্ভিক, কল্পনাপ্রবণ ও মেজাজি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সবার প্রশংসাভাজন।' তিনি ছিলেন বন্ধুহীন নিঃসঙ্গ, দুর্জ্ঞেয় শো-ম্যান ও নারীসঙ্গলিপ্সু, যা বেন-গুরিয়ান ক্ষমা করে দিয়েছিলেন কারণ কিং ডেভিডের- বা অ্যাডমিরাল নেলসনের- মতো দায়ানও ছিলেন 'বাইবেলীয় সামগ্রী থেকে উত্থিত' : 'তোমাকে এটা নিয়ে কাজ করতে হবে,' তিনি দায়ানের যন্ত্রণাদগ্ধ স্ত্রী রুথকে বলেছিলেন। 'মহান লোকদের ব্যক্তিগত ও প্রকাশ্য জীবন প্রায়ই দুটি ভিন্ন পথে সমান্তরালভাবে চলে, কখনোই একই সমতলে আসে না।' ইবান যখন বললেন,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমেরিকা সামরিক পদক্ষেপ সমর্থন করবে না, তবে সেটা প্রতিরোধ করার চেষ্টাও করবে না, তখন দায়ান ঠাণ্ডা মাথায় কৌশল প্রণয়ন করলেন। তিনি জোর দিলেন, ইসরাইলকে এখনই মিসরীয়দের ওপর আক্রমণ করতে হবে, জর্ডানের সঙ্গে সব ধরনের সঙ্ঘাত এড়িয়ে যেতে হবে। তার জেরুজালেম কমান্ডার উজি নারকিস তাকে চ্যালেঞ্জ করলেন : 'জর্ডান মাউন্ট স্কপাস আক্রমণ করলে কি হবে?' দায়ান শুষ্কভাবে জবাব দিলেন, 'সেক্ষেত্রে ঠোঁট কামড়িয়ে লাইন ধরে রাখবে!'

নাসের ততক্ষণে বিশ্বাস করে ফেলেছেন, তিনি রক্তপাতহীন জয় পেয়ে গেছেন। মিসরীয়রা সিনাই আক্রমণের পরিকল্পনা করে যাচ্ছে। ইরাকি এক ব্রিগেডের সমর্থনপুষ্ট জর্ডানিরা ইহুদি পশ্চিম জেরুজালেম ঘেরাও করতে অপরাশেন তারিক প্রণয়ন করে ফেলেছে। ৫ লাখ সৈন্য, ৫ হাজার ট্যাংক ও ৯০০ বিমান সমৃদ্ধ আরব বিশ্বকে আগে কখনো এত ঐক্যবদ্ধ দেখা যায়নি। 'আমাদের মূল লক্ষ্য হবে ইসরাইলকে ধ্বংস করা,' বললেন নাসের। ইরাকের প্রেসিডেন্ট আরেফ বললেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য মানচিত্র থেকে ইসরাইলকে মুছে ফেলা।' ইসরাইল ২ লাখ ৭৫ হাজার সৈন্য, ১১ শ' ট্যাংক ও ২০০ বিমান মোতায়েন করল।

৫ জুনের সকাল ৭.১০-এ ইসরাইলি পাইলটেরা বিস্ময়কর হামলা চালিয়ে মিসরীয় বিমান বাহিনী পুরোপুরি ধ্বংস করে দিল। ৮.১৫-এ দায়ান ইসরাইলি ডিফেন্স ফোর্সকে সিনাই আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। জেরুজালেমে জেনারেল নারকিস নার্ভাসভাবে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন, জর্ডানিরা অরক্ষিত মাউন্ট স্কপাস দখল করে নেবে, পশ্চিম জেরুজালেমের ১ লাখ ৯৭ হাজার ইহুদিকে ঘেরাও করবে। অবশ্য তিনি আশা করছিলেন, জর্ডানিরা মিসরীয় যুদ্ধে কেবল প্রতীকীভাবে অংশ নেবে। সকাল ঠিক ৮.০০টার পর বিমান হামলার সাইরেন বেজে ওঠল। মৃত সাগরীয় স্ক্রলগুলো নিরাপদ স্থানে সুরক্ষিত করা হলো, রিজার্ভ বাহিনী তলব করা হলো। ইসরাইল তিনবার, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর, জেরুজালেমে জাতিসংঘ ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্র অফিসের মাধ্যমে, বাদশাহ হোসেইনকে সতর্ক করে দিল : 'জর্ডান নিশ্চুপ থাকলে ইসরাইল জর্ডান হামলা করবে না, আবারো বলা হচ্ছে, হামলা *করবে না*। তবে জর্ডান হামলা করলে ইসরাইল সব শক্তি দিয়ে জবাব দেবে।'

'বাদশাহ নামদার, মিসরে ইসরাইলি হামলা শুরু হয়েছে,' বাদশাহ হোসেইনের ব্যক্তিগত সচিব তাকে সকাল ৮.৫০-এ জানালেন। সদরদফতরে টেলিফোন করে হোসেইন জানতে পারলেন যে ফিল্ড মার্শাল আমের ইসরাইলি বাহিনীকে ধ্বংস করে সফলভাবে পাল্টা আক্রমণ চালাচ্ছেন। সকাল ৯.০০টায় হোসেইন সদরদফতরে গিয়ে দেখতে পেলেন যে তার মিসরীয় জেনারেল রিয়াদ ইসরাইলি লক্ষ্যবস্তুগুলোতে হামলা চালানোর এবং দক্ষিণ জেরুজালেমে গভর্নমেন্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাউজ দখলের নির্দেশ দিচ্ছেন। নাসের মিসরীয় বিজয় এবং ইসরাইলি বিমান বাহিনী ধ্বংসের বিষয়টি নিশ্চিত করলেন।

সকাল ৯.৩০-এ ভগ্নহৃদয়ে বাদশাহ তার জনগণকে বললেন : 'প্রতিশোধ গ্রহণের সময় এসেছে।'

৫-৭ জুন, ১৯৬৭ : হোসেইন, দায়ান ও রবিন

বেলা ১১.১৫। জর্ডানি গোলন্দাজ বাহিনী ইহুদি জেরুজালেমে ৬ হাজার শেল ব্যারেজ নিক্ষেপ করল। এগুলো নেসেট, প্রধানমন্ত্রীর অফিস, হাদাসা হাসপাতাল ও মাউন্ট জায়নের চার্চ অব ডোরমিশনে আঘাত হানল। দায়ানের নির্দেশ অনুসরণ করে ইসরাইলিরা শুধু ছোট অস্ত্রে জবাব দিল। বেলা ১১.৩০-এ দায়ান জর্ডানি বিমান বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাতে বললেন। বাদশাহ জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, ভবিষ্যতের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ, নিয়ে প্রাসাদের ছাদ থেকে তার বিমানগুলো বিধ্বস্ত হতে দেখলেন।

জেরুজালেমে ইসরাইল যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিল, কিন্তু জর্ডানিরা সাড়া দিল না। ডোম অব দ্য রকের মিনার থেকে মোয়াজ্জিন চিৎকার করে বলতে লাগলেন : 'অস্ত্র হাতে নাও, ইহুদিদের চুরি করা তোমাদের দেশকে ফিরিয়ে আনো।' ১২.৪৫-এ জর্ডানিরা গভর্নমেন্ট হাউজ দখল করে নিল : এটা জাতিসংঘ সদরদফতর থাকলেও জেরুজালেমের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল। দায়ান সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তার বাহিনী ঢোকার নির্দেশ দিলেন, চার ঘণ্টা পর এর পতন হলো। উত্তর দিকে ইসরাইলি মর্টার ও গোলন্দাজ বাহিনী জর্ডানিদের ওপর গোলাবর্ষণ করে চলল।

জেরুজালেমকে পবিত্র জ্ঞান করতেন দায়ান। তবে বুঝতে পেরেছিলেন, এর রাজনৈতিক জটিলতা ইসরাইলের প্রাথমিক অস্তিত্বকেই হুমকিগ্রস্ত করতে পারে। মন্ত্রিসভায় যখন ওল্ড সিটি দখল করা হবে না কি শুধু জর্ডানি কামানগুলো নিস্তব্ধ করে দেওয়া হবে তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল, দায়ান তখন দখলের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি টেম্পল মাউন্ট পরিচালনার দায়দায়িত্ব নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তবে তার অভিমত খারিজ করে দেওয়া হলে তিনি সিনাই জয় পর্যন্ত সেখানে অভিযান চালনা বিলম্বিত করলেন।

হোসেইন লিখেছেন 'ওই রাতটি ছিল দোজখের মতো, দিনের মতোই সবকিছু পরিষ্কার ছিল। ইসরাইলি বিমানের ফেলা বোমার বিস্ফোরণ আর রকেটের আলোয় আকাশ আর জমিন আলোকিত ছিল।' '৪৮-এর বদলা নিতে জেনারেল নারকিসের (তিনি নিজে নগরীতে যুদ্ধ করেছিলেন) উৎসাহে ৬ জুন ভোররাত ২.১০-এ তিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কোয়াড ইসরাইলি ছত্রীসেনা তৈরি হলো। প্রথম স্কোয়াডটি অ্যামুনিশন হিল দখল করতে ম্যান্ডেলবাম গেট দিয়ে নো-ম্যান্স ল্যান্ড অতিক্রম করল, এখানে অ্যালেনবাই তার অস্ত্রভাণ্ডার মজুত করেছিলেন। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হলো, ৭১ জন জর্ডানি ও ৩৫ জন ইসরাইলি নিহত হলো। ছত্রীসেনারা শেখ জারা দিয়ে দ্রুত গতিতে আমেরিকান কলোনি ছাড়িয়ে রকফেলার মিউজিয়ামের দিকে যেতে লাগল, সেটার পতন ঘটেছিল ৭.২৭-এ।

বাদশাহ্ তখনো মাউন্ট স্কপাস ও মাউন্ট অব অলিভসের মাঝখানের আগাস্তা ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিলেন, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে ওল্ড সিটি রক্ষার বেপরোয়া চেষ্টা চালালেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হোসেইনকে নাসের বললেন, তাদের দাবি করা উচিত, আরবদের পরাজিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন, ইহুদিরা কেবল নিজেদের শক্তিতে জেতেনি।

হোসেইন দ্রুতগতিতে একটি জিপ চালিয়ে জর্ডান উপত্যাকার দিকে ছুটলেন। সেখানে তিনি উত্তর দিক থেকে তার সৈন্যদের পশ্চাদপসরণ দেখতে পেলেন। ওল্ড সিটিতে ১৯৪৮ সাল থেকে আর্মেনিয়ান মনেস্টেরিতে সদরদফতর স্থাপন করে অবস্থান করছিল জর্ডানিরা। তারা এর প্রতিটি গেটে ৫০ জন করে মোতায়েন করে অপেক্ষা করছিল। ইসরাইলিরা আগস্তা ভিক্টোরিয়া দখল করার পরিকল্পনা করল। তবে তাদের শেরম্যান ট্যাংকগুলো ভুল করে কিদরন উপত্যাকায় নেমে গেলে লায়ন্স গেট থেকে প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পড়ল। তারা গার্ডেন অব গেথসেম্যানের খুব কাছে পাঁচ সৈন্য ও চারটি ট্যাংক খোয়াল। ইসরাইলিরা ভার্জিন্স টম্বের নর্দমায় আশ্রয় নিল। ওল্ড সিটি তখনো ঘিরে ফেলা সম্পন্ন হয়নি।

দায়ান মাউন্ট স্কপাসে নারকিসের সঙ্গে যোগ দিয়ে ওল্ড সিটির দিকে তাকালেন : 'কী স্বর্গীয় দৃশ্য!' বললেন দায়ান। তবে তিনি আর কোনো হামলা চালানোর অনুমতি দিলেন না। ৭ জুন ভোরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দেওয়ার প্রস্তুতি নিল। মেনাহেম বেজিন অবিলম্বে ওল্ড সিটি আক্রমণ করতে এশকলকে উদ্বুদ্ধ করলেন। দায়ান হঠাৎ করে সময় না পাওয়ার বিপদে পড়লেন। যুদ্ধ কক্ষে তিনি 'যুদ্ধের সবচেয়ে কঠিন ও মর্যাদাসম্পন্ন পুরস্কারটি' গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন রবিনকে।

ইসরাইলিরা প্রথমে আগস্তা ভিক্টোরিয়ার চূড়ায় নাপাম বোমা ফেলল, জর্ডানিরা পালিয়ে গেল। তারপর ইসরাইলি ছত্রী সেনারা মাউন্ট অব অলিভসের দখল করে গার্ডেন অব গেথেসেম্যানের দিকে নেমে এলো। 'ওল্ড সিটির পাশের উঁচু স্থানগুলো দখল করব,' ছত্রীসেনাদের কমান্ডার কর্নেল মত্তা গুর তার বাহিনীকে বললেন। 'এর অল্প সময় পর আমরা এর ভেতর প্রবেশ করব। প্রাচীন জেরুজালেম নগরী, যার স্বপ্ন আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে দেখেছি, লালায়িত হয়েছি। আমরাই প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে প্রবেশ করব। ইহুদি জাতি আমাদের জয়ের প্রতীক্ষা করছে। গর্বিত হও। ভাগ্য সহায় হোক।'

সকাল ৯.৪৫-এ ইসরাইলি শেরম্যান ট্যাংকগুলো লায়ন্স গেটে গোলা বর্ষণ করল, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বাসটিকে গুঁড়িয়ে দিল, দরজাগুলো উড়ে গেল। জর্ডানি বাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের মুখে ইসরাইলিরা গেটে চড়াও হলো। ছত্রীসেনারা ভায়া ডোলোরোসা ভেঙে দিল, কর্নেল গুরের নেতৃত্বে একটি গ্রুপ টেম্পল মাউন্টে স্থান নিল। গোয়েন্দা কর্মকর্তা অ্যারিক অ্যাখমন লিখেছেন, 'দুই দিন যুদ্ধের পর তুমি অর্ধেক পথ পেরিয়েছ, এখনো গুলিবর্ষণ চলছে, তুমি হঠাৎ করে এই খোলা জায়গায় প্রবেশ করেছ যা প্রত্যেকেই ছবিতে আগে দেখেছে। আমি যদিও ধার্মিক ছিলাম না, কিন্তু তবুও আমার মনে হয় না এমন একজনও ছিল যে আবেগে আচ্ছন্ন হয়নি। বিশেষ কিছু ঘটেছিল।' জর্ডানি সৈন্যদের সঙ্গে কিছু বিক্ষিপ্ত সংঘর্ষ চলছিল। তারপর গুর রেডিওতে ঘোষণা দিলেন : 'টেম্পল মাউন্ট এখন আমাদের হাতে!'

এদিকে মাউন্ট জায়নে জেরুজালেম ব্রিগেডের একটি কোম্পানি জায়ন গেটের একটি তোরণ দিয়ে দ্রুত বেগে আর্মেনিয়ান কোয়ার্টারে গিয়ে জুইশ কোয়ার্টারের দিকে ছুটল। তখন একই ইউনিটের অন্য সৈন্যরাও ডাঙ গেট ভেঙে ফেলেছে। সবাই যাচ্ছেন পবিত্র ওয়ালের দিকে। টেম্পল মাউন্টের পেছনে গুর ও তার ছত্রীসেনারা জানত না কিভাবে সেখানে উঠতে হবে। তখন এক বয়স্ক আরব তাদেরকে মাগরেবি গেট দেখিয়ে দেন, তিন কোম্পানির সবাই একইসঙ্গে পবিত্র স্থানটিতে পৌঁছাল। ইসরাইলি সেনাবাহিনীর প্রধান পুরোহিত শ্মশ্রুমণ্ডিত রাব্বি শলোমো গোরেন হাতে *শোফার* ও তাওরাত নিয়ে পবিত্র ওয়ালে উঠে ক্যাদ্দিশ শোক প্রার্থনা করতে লাগলেন। আর সৈন্যরা প্রার্থনা, কান্না, আনন্দ, নৃত্য এবং কেউ কেউ নগরীর নতুন সঙ্গীত 'জেরুজালেম অব গোল্ড' গাইতে লাগল।

AMARBOI.COM

দুপুর ২.৩০-এ 'ধূমায়িত ট্যাংকের সারি' পাশ কাটিয়ে 'সম্পূর্ণ জনশূন্য গলিপথ ও ভুতুরে নীরবতা ভঙ্গকারী চোরাগুপ্তা গুলি অগ্রাহ্য করে রবিন ও নারকিসকে নিয়ে দায়ান নগরীতে প্রবেশ করলেন। আমার শৈশবের কথা মনে পড়ল,' বললেন রবিন, 'কোটেলের কাছাকাছি গিয়ে দারুণ উদ্দীপ্ত হলো।' তারা টেম্পল মাউন্টে এলেন। দায়ান দেখলেন, ডোম অব দ্য রকের শীর্ষে একটি ইসরাইলি পতাকা উড়ছে, 'আমি সঙ্গে সঙ্গে এটা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলাম।' রবিন যখন 'যুদ্ধবিধ্বস্ত লোকদের কাঁদতে দেখলেন' তখন তার 'শ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল' কিন্তু 'এখন কাঁদার সময় নয়- এখন দায়মুক্তির সময়, স্বপ্ন পূরণের সময়।'

রাব্বি গোরেন চাইছিলেন তখনই টেম্পল মাউন্টের মসজিদগুলো ডিনামাইটে উড়িয়ে দিয়ে মহাপ্রলয় (মিসাইয়ানিক) ত্বরান্বিত করতে, কিন্তু জেনারেল নারকিস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বললেন, 'থামুন!'

'আপনি ইতিহাসে প্রবেশ করবেন,' বললেন রাব্বি গোরেন।

'আমি ইতোমধ্যেই জেরুজালেমের ইতিহাসে আমার নাম লিখিয়ে ফেলেছি,' নারকিসের জবাব।

'এটা ছিল আমার জীবনের সেরা সময়,' স্মৃতিচারণ করেছেন রবিন। '৪০ বছর ধরে আমি স্বপ্ন পুষে রেখেছিলাম, ইহুদি জনগণের জন্য ওয়েস্টার্ন ওয়াল ফিরিয়ে আনতে অবদান রাখব। এখন সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে, হঠাৎ করেই অবাক হচ্ছি, কেন সবাইকে বাদ দিয়ে আমাকে এই কাজের জন্য বাছাই করা হলো।' এই যুদ্ধের নাম রাখার সম্মান রবিনকে দেওয়া হলো। সব সময় তিনি ছিলেন বিনয়ী, মহৎ, স্বল্পভাষী। তিনি সহজতম নাম বাছাই করলেন : ছয় দিনের যুদ্ধ (সিক্স ডে ওয়ার)। নাসের অন্য নাম রাখলেন : *আন-নাকসা* (উল্টে যাওয়া)।

দায়ান কাগজে ছোট্ট একটি নোট লিখলেন : 'ইসরাইলের সমস্ত বাড়িতে শান্তি নেমে আসুক'- এটা তিনি হেরোডের বিশাল বিশাল পাথরের মধ্যে গুঁজে দিলেন। তারপর তিনি ঘোষণা করলেন, 'আমরা ইসরাইলের রাজধানী নগরীটিকে জোড়া লাগিয়েছি। আর কখনো এটা বিভক্ত হবে না।' তবে ইসরাইলিদের মধ্যে আরবদের কাছে দায়ান ছিলেন সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন, তিনিও আরবদের সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন। আরবেরা তাঁকে বলত আবু মুসা (মুসার পুত্র)। তিনি বললেন, 'আমাদের আরব প্রতিবেশীদের বলছি, ইসরাইল সব ধর্মের লোকদের প্রতি শান্তির হাত বাড়িয়েছে, আমরা পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিচ্ছি। আমরা অন্য ধর্মের পবিত্র স্থানগুলো জয় করতে আসিনি, আমরা এসেছি সবার সঙ্গে শান্তি পূর্ণভাবে বসবাস করতে।' চলে যাওয়ার আগে তিনি 'পবিত্র ওয়াল ও মাগরেবি গেটের মাঝখানে কচি শাখায় দুলতে থাকা কয়েকটি বুনো সাইক্লোন ফুল' তুলে নিলেন তার দীর্ঘ দুর্ভোগ পোহানো স্ত্রীকে উপহার দিতে।

জেরুজালেম নিয়ে দায়ান অনেক ভেবে নিজস্ব নীতি প্রণয়ন করলেন। ১০ দিন পর তিনি আল-আকসায় গিয়ে হারামের শেখ ও আলেমদের সঙ্গে সামনাসামনি বসলেন। তিনি তাদের জানালেন, জেরুজালেম এখন ইসরাইলের, তবে টেম্পল মাউন্ট নিয়ন্ত্রণ করবে *ওয়াকফ*। ২০০০ বছর পর অবশেষে ইহুদিরা এখন থেকে হার হা-বাইয়িত পরিদর্শন করতে পারবে, তবে সেখানে প্রার্থনা করা তাদের জন্য নিষিদ্ধই থাকবে। দায়ানের রাষ্ট্রনায়োকচিত সিদ্ধান্তটি বহাল রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট নাসের সাময়িকভাবে পদত্যাগ করলেও ক্ষমতা ছাড়েননি, বন্ধু ফিল্ড মার্শাল আমেরকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমের অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করলে গ্রেফতার হন, কারাগারে রহস্যজনকভাবে মারা যান। নাসের জোর দিয়ে বলতেন, 'আল-কুদস কখনো ত্যাগ করা হবে না।' তবে তিনি তার পরাজয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোক কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তিন বছর পরে হৃদরোগে মারা যান। বাদশাহ হোসেইন পরে স্বীকার করেছিলেন যে ৫-১০ জুন 'ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে খারাপ সময়।' তিনি তার অর্ধেক ভূখণ্ড এবং মূল্যবান জেরুজালেম হারিয়েছিলেন। আল-কুদসের জন্য গোপনে কাঁদতেন : 'আমার আমলে জেরুজালেম হারাব, এটা মেনে নিতে পারি না।'[২৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যেকেরই দুটি নগরী আছে, একটি তার নিজের, অপরটি জেরুজালেম।

টেডি কোলেক, সাক্ষাতকার

একটি ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের কারণে, রোমান সম্রাটের জেরুজালেম ধ্বংস, আমি কোনো এক ডায়াসফোরায় (ফিলিস্তিনের বাইরে ইহুদি বসতি) জন্মগ্রহণ করেছি। কিন্তু তবুও সব সময় নিজেকে জেরুজালেমের সন্তান মনে করেছি।

এস ওয়াই অ্যাগনন, নোবেল পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠান, ১৯৬৬

যে জেরুজালেমের ভালোবাসায় আমি বেড়ে উঠেছি সে ভূখণ্ডটি বেহেশতের প্রবেশদ্বার, সেখানে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলিম নবিরা, সন্তদ্রষ্টা ও মানবিকতাসম্পন্ন মানুষেরা মিলিত হয়েছেন, কল্পনায় হলেও।

স্যারি নুসেইবেহ, *ওয়ান্স আপন এ কান্ট্রি*

হে জেরুজালেম, নবিদের সুবাস মাখা
বেহেশত আর দুনিয়ার সংক্ষিপ্ততম পথ
ঝলসানো আঙুল আর মনমরা একটি সুন্দর ছেলের চোখে...
হে জেরুজালেম, শোকের নগরী,
তোমার চোখে কান্না...
তোমার রক্তাক্ত প্রাচীরগুলো কে ধুয়ে দেবে?
হে জেরুজালেম, আমার প্রাণপ্রিয়
কাল লেবুগাছে ফুল ফুটবে, জলপাই গাছগুলো
হাসবে; তোমার চোখ নৃত্য করবে; এবং তোমার পবিত্র মিনারগুলোতে পায়রা উড়ে আসবে।

নাইজার কাব্বানি, *জেরুজালেম*

ইহুদি জাতি তিন হাজার বছর আগে জেরুজালেম নির্মাণ করেছে এবং ইহুদি জাতি আজ জেরুজালেম নির্মাণ করছে। জেরুজালেম কোনো বসতি নয়। এটা আমাদের রাজধানী।

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু, বক্তৃতা, ২০১০

আবারো আন্তর্জাতিক দুর্যোগের কেন্দ্র। অ্যাথেন্স বা রোম এমন আবেগ জাগায় না। কোনো ইহুদি যখন প্রথমবারের মতো জেরুজালেম পরিদর্শন করে, এটা প্রথমবার নয়, এটা বাড়ি ফেরা।

ইলি ইউসেল, বারাক ওবামার কাছে লেখা খোলাচিঠি, ২০১০

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে সকাল : তখন থেকে এখন পর্যন্ত

বিজজয়ের এই বিস্ময়কর চমক (যা ছিল একইসঙ্গে মিসাইয়ানিক ও অ্যাপক্যালিপটিক, কৌশলগত ও জাতীয়তাভিত্তিক) জেরুজালেমকে রূপান্তরিত, উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন ও জটিল করে তুলেছে। আর এই নতুন রূপকল্প (ভিশন) ইসরাইল, ফিলিস্তিন ও মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিয়েছে। আতঙ্কের মধ্যে নেওয়া হয়েছিল এই অভিযানের সিদ্ধান্ত; তেমন পরিকল্পনাও ছিল না এর পেছনে; আর বিজয়টা উঠে এসেছিল বিপর্যয়ের মুখ থেকে। অথচ এই বিজয় আমূল বদলে দিয়েছে তাদেরকে-যারা বিশ্বাসী ছিল, যারা কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করত না এবং যাদের মধ্যে আকুতি ছিল কোনো একটা কিছুতে বিশ্বাস আঁকড়ে রাখার।

ওই সময় এর কিছুই স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু অতীত পর্যালোচনায়, জেরুসালামের দখল ধীরে ধীরে ইসরাইলের শাসন চেতনা (যা ছিল ঐতিহ্যগতভাবে সেক্যুলার, সমাজবাদী, আধুনিক এবং রাষ্ট্রের কোনো ধর্ম থাকলেও সেটা ছিল গোঁড়া ইহুদিবাদ হিসেবে অনেকটা জুদাইন প্রত্নতত্ত্ব ইতিহাস বিজ্ঞানের মতো) বদলে দিয়েছে।

জেরুজালেম দখলে এমনকি সবচেয়ে সেক্যুলার ইহুদিও পরম উল্লসিত হয়। গানে, প্রার্থনায় ও কল্পকথায় জায়নের জন্য আকুতি এত গভীর, এত প্রাচীন, এত বদ্ধমূল ছিল, পবিত্র ওয়াল থেকে বহিষ্কার এত দীর্ঘস্থায়ী এবং এত বেদনাদায়ক, পবিত্রতার দীপ্তি এত শক্তিশালী ছিল যে এমনকি বিশ্বের যেকোনো স্থানের সবচেয়ে অ-ধার্মিক ইহুদিও পরমানন্দের অনুভূতি লাভ করেন, যা ধর্মীয় অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে এবং ছোট হয়ে আসা আধুনিক বিশ্বে তারা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ হন।

ধার্মিক ইহুদিরা জন্য (হাজার হাজার বছরের ওইসব ইহুদির উত্তরসূরি), বেবিলন থেকে কর্ডোবা ও ভিলনা পর্যন্ত, এটা ছিল, আমরা যেমন দেখেছি, অত্যাসন্ন মিসাইয়ানিক (মানবজাতির ত্রাণকর্তা-সংক্রান্ত) উদ্ধারের প্রত্যাশায় থাকা, একটি সঙ্কেতচিহ্ন, একটি মুক্তি, একটি প্রায়শ্চিত্ত এবং বাইবেলের দৈব-বার্তার বাস্তবায়ন, নির্বাসনের সমাপ্তি এবং দাউদের (ডেভিড) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত নগরীর ফটক ও প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তন। জাতীয়তাবাদী, সামরিক জায়নবাদী, জ্যাবটিনস্কির উত্তরাধিকারী ইসরাইলিদের জন্য এই সামরিক জয় ছিল রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে নিরাপদ সীমান্ত-সংবলিত বৃহত্তর ইসরাইল নিশ্চিত করার ঈশ্বর-প্রদত্ত সুযোগ। ধার্মিক ও জাতীয়তাবাদীসহ সব ইহুদি সমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত, ইহুদি জেরুজালেম পুনর্নির্মাণ ও চিরদিনের জন্য ধরে রাখার লক্ষ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদেরকে অবশ্যই উদ্দীপ্ত মিশনে অত্যন্ত গতিশীলতা থাকতে হবে। ১৯৭০-এর দশকে মিসাইয়ানিক ও চরমপন্থী এসব ব্যাটালিয়ন সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসরাইলির মতোই প্রতিটি বিভাগে গতিশীল ছিল। বেশির ভাগ নাগরিকই ছিল সেক্যুলার ও লিবারেল। তাদের জীবন পূণ্যনগরী নয়, তেল আবিবকেন্দ্রিক ছিল। তবে জাতীয়তাবাদী-প্রায়শ্চিত্তপন্থী কর্মসূচি ছিল ঈশ্বরের অত্যাবশ্যক কর্তব্য এবং এই ঐশ্বরিক নির্দেশনা অল্প সময়ের মধ্যেই জেরুজালেমের বাহ্যিক অবয়ব ও রক্তধারা বদলে দিয়েছিল।

কেবল ইহুদিরাই আক্রান্ত হননি, সংখ্যায় বিপুল ও প্রভাবশালী খ্রিস্টান ইভানজেলিক্যালেরাও, বিশেষ করে আমেরিকায় এই মতালম্বীরা, তাৎক্ষণিক প্রায় অ্যাপক্যালিপটিক (বাইবেলের ভাষ্যানুযায়ী মহাপ্রলয়ের আগাম বার্তাবাহক) পরমানন্দ লাভ করে। ইভানজেলিক্যালেরা বিশ্বাস করত, কিয়ামত দিনের (জাজমেন্ট ডে) আগে দুটি পূর্বশর্ত বাস্তবায়িত হতে হবে : ইসরাইলের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইহুদি জেরুজালেম। যেটা বাকি ছিল তা হলো থার্ড টেম্পল পুনঃনির্মাণ এবং সাত বছরের কঠোর যন্ত্রণা (ট্রিবিউলেশন), তারপর হবে অ্যারমাগেডনের যুদ্ধ, যেখানে টেম্পল মাউন্টে খ্রিস্টবিরোধীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে মাউন্ট অব অলিভসে সেন্ট মাইকেলের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় ইহুদিদের সবাই হয় ধর্মান্তরিত কিংবা ধ্বংস হবে, সেকেন্ড কামিং (দ্বিতীয় আগমন) এবং যিশুখ্রিস্টের হাজার বছরের শাসনকাল শুরু হবে।

সোভিয়েত অস্ত্রপুষ্ট আরব স্বৈরাচারীদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ইহুদি গণতন্ত্রের বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র উপলব্ধি করতে পারে, ইসরাইল সবচেয়ে বিপজ্জনক প্রতিবেশীদের মধ্যে তার বিশেষ বন্ধু, কমিউনিস্ট রাশিয়া, নাসেরবাদী চরমপন্থী ও ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার মিত্র। আমেরিকা ও ইসরাইলের মিল আরো অনেক গভীরে : উভয় দেশই ঐশ্বরিক আশীর্বাদপুষ্ট স্বাধীনতার আদর্শে প্রতিষ্ঠিত : একটি নতুন জায়ন, 'পাহাড়ের ওপর নগরী' এবং অপরটি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পুরনো জায়ন। আমেরিকান ইহুদিরা আগেই আগ্রহী সমর্থক হয়ে পড়েছিল, তবে এখন আমেরিকান ইভানজেলিস্টেরা বিশ্বাস করতে শুরু করল, ইসরাইল হলো ঈশ্বরের আশীর্বাদপুষ্ট। বিভিন্ন জরিপে দেখা যায়, আমেরিকানদের ৪০ শতাংশের বেশি জেরুজালেমে সেকেন্ড কামিং বিশ্বাস করে। এটা যত অতিরঞ্জিতই হোক না কেন, আমেরিকান খ্রিস্টান জায়নবাদীরা ইহুদি জেরুজালেমের প্রতি তাদের সমর্থন প্রদান করেছে (যদিও তাদের কিয়ামত দিনের দৃশ্যপটে ইহুদিদের ভূমিকা মর্মান্তিক) এবং ইসরাইল এতে কৃতজ্ঞ, যদিও তাদের কিয়ামতের দিনের দৃশ্যপটে ইহুদিদের ভূমিকা মর্মান্তিক।

পশ্চিম জেরুজালেমের ইসরাইলিরা, পুরো ইসরাইল এবং ডায়াসফোরা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগত, পবিত্র ওয়াল স্পর্শ এবং সেখানে প্রার্থনা করার জন্য ওল্ড সিটিতে ভিড় করে আছে। এই নগরীর মালিকানা এত উন্মাদনা সৃষ্টিকারী যে, এটাকে ছেড়ে দেওয়া অসহনীয় ও অচিন্তনীয় হয়ে পড়েছে, আর সেখানে বিপুল সম্পদ জড়ো করে কাজটি খুবই কঠিন করে তোলা হয়েছে। এমনকি বিচক্ষণ বেন-গুরিয়ান তার অবসর থেকে প্রস্তাব করেছিলেন, শান্তির বিনিময়ে ইসরাইল পশ্চিম তীর ও গাজা ছেড়ে দিতে পারে, কিন্তু জেরুজালেম কখনো নয়।

ইসরাইল আনুষ্ঠানিকভাবে নগরীর দুই অংশকে জোড়া লাগিয়েছে, দুই লাখ ৬৭ হাজার ৮০০ নাগরিকের (এক লাখ ৯৬ হাজার ৮০০ ইহুদি এবং ৭১ হাজার আরব)) জন্য মিউনিসিপ্যাল সীমান্ত সম্প্রসারিত করেছে। ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে জেরুজালেম এখন অনেক বড়। বন্দুকের নল ঠাণ্ডা হতে না হতেই সালাহউদ্দিনের ছেলে আফজাল প্রতিষ্ঠিত মাগরেবি কোয়ার্টারের অধিবাসীদের নতুন ঠিকানায় সরিয়ে তাদের বাড়িগুলো গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়, প্রথমবারের মতো পবিত্র ওয়ালের সামনে খোলা চত্বর সৃষ্টি করা হলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী ৯ ফুটের গলিপথে গাদাগাদি করে, আবদ্ধ থেকে, নির্যাতিত হয়ে প্রার্থনা করার পর নতুন প্লাজার খোলামেলা, আলোকিত চত্বরে সর্বশ্রেষ্ঠ ইহুদি তীর্থক্ষেত্রটি নিজেই মুক্ত হয়েছে; ইহুদিরা প্রার্থনার জন্য সেখানে ভিড় করে। ধ্বংসপ্রাপ্ত জুইশ কোয়ার্টার নতুন করে গড়া হয়, ডিনামাইটে গুঁড়িয়ে দেওয়া সিনাগগগুলো পুনঃনির্মিত এবং তাতে নতুন পবিত্রতাও আরোপ করা হয়েছে। এর বিধ্বস্ত স্কয়ার ও গলিগুলো আবারো খোলা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। অর্থোডক্স ধর্মীয় স্কুলগুলো (ইয়েশিভা) নতুন করে নির্মিত বা সংস্কার করা হয়, সবকিছুই করা হয়েছে দীপ্তিময় সোনালি পাথরে।

বিজ্ঞানও উল্লসিত হয়। ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা অখণ্ড নগরী খনন শুরু করেন। দীর্ঘ ওয়েস্টার্ন ওয়াল ভাগ করে মাগরেবি গেটের উত্তরে প্রার্থনা এলাকাটির নিয়ন্ত্রণ দেওয়া হয় রাব্বিদের এবং প্রত্নতাত্ত্বিকেরা দক্ষিণে খননকাজের অনুমতি পায়। পবিত্র ওয়ালের আশপাশে, মুসলিম ও জুইশ কোয়ার্টারে এবং দাউদের নগরীতে (সিটি অব ডেভিড) ক্যানানাইট দুর্গ, জুদাইন সিল, হেরোডীয় ফাউন্ডেশন, ম্যাকাবি ও বাইজানটাইন আমলের প্রাচীর, রোমান রাজপথ, উমাইয়া প্রাসাদ, আইয়ুবি ফটক, ক্রুসেডার চার্চের মতো বিস্ময়কর সম্পদরাজি আবিস্কৃত হয়। এসব বৈজ্ঞানিক আবিস্কার রাজনৈতিক-ধর্মীয় উদ্দীপনার সঙ্গে গুলিয়ে যায়। তাদের আবিস্কৃত পাথরগুলো (হেজেকিয়ার প্রাচীর এবং হেরোডের বড় বড় পাথর থেকে প্রাপ্ত, সেগুলো রোমান সৈন্যরা ফেলেছিল হেরোডীয় কারডোর শান বাধানো পথে) পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ওল্ড সিটির স্থায়ী প্রদর্শনীতে পরিণত হয়।

পশ্চিম জেরুজালেমের মেয়র টেডি কোলেক (তিনি পুনঃনির্বাচিত হয়ে অখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেরুজালেমে ২৮ বছর ওই দায়িত্বে ছিলেন) আরবদের আশ্বস্ত করতে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। তিনি ইহুদি শাসনাধীন তবে আরব জেরুজালেমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ঐক্যবদ্ধ নগরী প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী লিবারেল ইসরাইলিদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।* ম্যান্ডেট আমলে সমৃদ্ধ জেরুজালেম পশ্চিম তীর থেকে আবরদের আকৃষ্ট করেছিল, ১০ বছরে তাদের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছিল। এখন বিজয়ের পর সব পক্ষের ইসরাইলি, বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী ও প্রায়শ্চিত্তপন্থী জায়নবাদীরা, 'বিদ্যমান বাস্তবতা' সৃষ্টি করে তাদের বিজয় নিশ্চিত করতে উৎসাহিত হয়ে আরব পূর্ব জেরুজালেমের আশপাশে দ্রুত নতুন নতুন ইহুদি উপশহর নির্মাণ শুরু করল।

প্রথমে আরব বিরোধিতা ছিল নীরব। অনেক ফিলিস্তিনি ইসরাইলে বা ইসরাইলিদের সঙ্গে কাজ করত। বাল্যকালে আমার জেরুজালেম সফরের কথা স্মরণ আছে। আমি জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি বন্ধুদের সঙ্গে অনেক দিন কাটিয়েছি, কখনো বুঝতে পারিনি, বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব ও মেলামেশার এই সময়টি খুব শিগগিরই শাসনকালের ব্যতিক্রমক্ষণে পরিণত হবে। বাইরে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ইয়াসির আরাফাত এবং তার ফাতাহ ১৯৬৯ সালে পিএলও'র নিয়ন্ত্রণ নিলেন। ফাতাহ ইসরাইলের ওপর গেরিলা হামলা জোরদার করে। মার্কসবাদী-লেলিনবাদী পপুলার ফ্রন্ট অব দ্য লিবারেশন অব প্যালেস্টাইন নামের অন্য একটি গ্রুপ বিমান ছিনতাইয়ের নতুন দৃষ্টি আকর্ষক পন্থার সূচনা এবং বেসামরিক লোক হত্যার বেশ প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে।

AMARBOI.COM

টেম্পল মাউন্ট (দায়ান যেমনটি উপলব্ধি করেছিলেন) ভয়াবহ দায়িত্বের সৃষ্টি করে। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট দৃশ্যত জেরুজালেম সিনড্রোমে আক্রান্ত** অস্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান ডেভিড রোহান সেকেন্ড কামিং ত্বরান্বিত করতে আল-আকসা মসজিদে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুনে সেখানে সালাহউদ্দিনের স্থাপন করা নূরউদ্দিনের *মিম্বারটি* ধ্বংস হয়ে যায়। এতে টেম্পল মাউন্ট দখলে ইহুদি ষড়যন্ত্রের গুজব সৃষ্টি হয়, পরিণতিতে আরব দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

১৯৭০ সালের 'কৃষ্ণ সেপ্টেম্বরে' বাদশাহ হোসেইন জর্ডানে তার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জকারী আরাফাত ও পিএলওকে পরাজিত এবং বহিষ্কার করেন। আরাফাত তার সদরদফতর লেবাননে সরিয়ে নেন। ফিলিস্তিনি দুর্দশার প্রতি বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ফাতাহ ছিনতাই ও বেসামরিক নাগরিক হত্যার আন্তর্জাতিক কার্যক্রম শুরু করে, যা রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে ছিল হত্যাযজ্ঞ। ১৯৭২ সালে ফাতাহ বন্দুকধারীরা 'কৃষ্ণ সেপ্টেম্বরকে' সামনে রেখে মিউনিখ অলিম্পিক্সে ১১ ইসরাইলি ক্রীড়াবিদকে হত্যা করে। ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোশাদ ইউরোপজুড়ে হত্যাকারীদের ধাওয়া করে। ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে ডে অব অ্যাটনমেন্টে মিসরে নাসেরের উত্তরসূরি আনোয়ার সাদত সিরিয়ার সহযোগিতায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ইসরাইলের বিরুদ্ধে বিস্ময়কর সফল হামলা চালান। আরবেরা খুব সহজেই সাফল্য পায়, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোশে দায়ান কৃতিত্ব খর্ব হয়, দুই দিনের পাল্টা হামলার পর তারপ্রায় প্রায় বিকল হয়ে যেতে বসেছিল। তবে আমেরিকান বিমানবাহিত সহায়তায় এবং এর ওপর ভর করে সুয়েজ খালজুড়ে ইসরাইল পাল্টা আক্রমণ করে। এই যুদ্ধে জেনারেল অ্যারিয়েল শ্যারন সুনাম অর্জন করেন। এরপর আরব লিগ ফিলিস্তিনিদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে পিএলওকে স্বীকার করে নিতে বাদশাহ হোসেইনকে উদ্বুদ্ধ করে।

কিং ডেভিডে বোমা হামলার ৩০ বছর পর ১৯৭৭ সালে লেবার পার্টিকে (১৯৪৮ সাল থেকে শাসনকারী দল) শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে মেনাহেম বেজিন এবং তার লিকুদ পার্টি ক্ষমতায় আসে, জেরুজালেমকে রাজধানী করে বৃহত্তর ইসরাইল গঠনের জাতীয়তাবাদী-মিসাইয়ানিক কর্মসূচি নিয়ে। অবশ্য ১৯ নভেম্বর সাহসিকতাপূর্ণ ফ্লাইটে জেরুজালেমে আগমনকারী প্রেসিডেন্ট সাদতকে স্বাগত জানিয়েছিলেন বেজিনই। কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থান করে সাদত আল-আকসায় নামাজ পড়েন, ইয়াদ ভ্যাশেম সফর করেন এবং নেসেটে শান্তির প্রস্তাব দেন। ব্যাপক আশাবাদের সঞ্চার হয়। মোশে দায়ানের সহযোগিতায় (তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন) শান্তিচুক্তির বিনিময়ে বেজিন মিসরকে সিনাই ফিরিয়ে দেন। তবে দায়ানের মতো (তিনি এর অল্প সময় পর পদত্যাগ করেছিলেন) বেজিন আরব বিশ্বকে বুঝতেন না। তিনি পোলিশ *শটেলট*-সন্তানই (ইহুদি ধর্মের প্রতি আবেগময় সংশ্লিষ্টতা এবং বাইবেলীয় ইসরাইলের স্বপ্নদর্শন-সংক্রান্ত ইহুদি সংগ্রামের ম্যানিচিয়েন দৃষ্টিভঙ্গিপুষ্ট কট্টর জাতীয়তাবাদী) রয়ে গিয়েছিলেন। প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাদতের সঙ্গে আলোচনায় বেজিন দৃঢ়তার সঙ্গে জানালেন, 'জেরুজালেম ইসরাইলের অখণ্ড রাজধানী হিসেবে চিরদিন বহাল থাকবে এবং এটাই শেষ কথা।' নেসেট ভোটাভুটির মাধ্যমে একই ধরনের একটি প্রস্তাব ইসরাইলি আইনে পরিণত করল। কৃষিমন্ত্রী অ্যারিয়াল শ্যারনের সবকিছু দুমড়ে মুচড়ে দেওয়ার দর্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং 'জেরুজালেমকে ইহুদি জনগণের স্থায়ী রাজধানী হিসেবে রাখা নিশ্চিত করতে' বেজিন শ্যারনের ভাষায় 'বৃহত্তর জেরুজালেম নির্মাণে'র লক্ষ্যে 'আরব এলাকাগুলোর চারপাশে বহির্বৃত্ত নির্মাণে'র কাজ ত্বরান্বিত করলেন।

১৯৮২ সালের এপ্রিলে অ্যালেন গুডম্যান নামের এক ইসরাইলি রিজার্ভিস্ট টেম্পল মাউন্টজুড়ে তাণ্ডব চালিয়ে দুই আরবকে গুলি করেন। মুফতি অব্যাহতভাবে বলে আসছিলেন, ইহুদিরা আল-আকসার স্থানে টেম্পল পুনঃনির্মাণ করতে চায়। এখন আরবেরা এ ধরনের কোনো গোপন পরিকল্পনা সত্যিই আছে কি না তা নিয়ে ভাবতে বসল। ইসরাইলি ও ইহুদিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ লোক এ ধরনের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিকল্পনার কথা দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করে থাকে এবং সবচেয়ে গোঁড়া-অর্থোডক্স বিশ্বাস হলো, ঈশ্বরের কাজে মানুষের হাত লাগানো ঠিক নয়। কেবল টেম্পল মাউন্ট ফেইথফুলের মতো কয়েকটি গ্রুপের হাজার খানেক মৌলবাদী টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করার দাবি করছে বা মুভমেন্ট ফর দ্য ইস্টাবলিশমেন্ট অব দ্য টেম্পল নামের গ্রুপটি থার্ড টেম্পলের জন্য পুরোহিতসংক্রান্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বলে জানিয়ে থাকে। অত্যন্ত গোঁড়াদের একটি অতি ক্ষুদ্র শাখার সবচেয়ে ছোট উপদল কেবল মসজিদগুলো ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে। তবে এখন পর্যন্ত ইসরাইলি পুলিশ তাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিতে পেরেছে। মসজিদ ভাঙার নীতিবিরুদ্ধ কাজ কেবল মুসলমানদের জন্যই নয়, ইসরাইলের জন্যও হবে বিপর্যয়কর।

ইসরাইলি কূটনীতিক ও বেসামরিক লোকদের ওপর পিএলও'র আক্রমণের জবাবে ১৯৮২ সালে বেজিন লেবাননে (যেখানে আরাফাত নিজের জায়গির কায়েম করেছিলেন) হানা দেন। আরাফাত ও তার বাহিনী বৈরুত থেকে সরে যেতে বাধ্য হন। তারা তিউনিসে আশ্রয় নেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্যারনের পরিকল্পিত ওই যুদ্ধ তাদের পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত করে। ওই যুদ্ধের মধ্যেই খ্রিস্টান মিলিশিয়ারা সাবরা ও শাতিলা আশ্রয়শিবিরে ৩০০ থেকে ৭০০ ফিলিস্তিনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এই নৃশংসতার জন্য প্রত্যক্ষভাবে দায়ী শ্যারন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, বেজিনের ক্যারিয়ার হতাশা, পদত্যাগ ও নিঃসঙ্গতার মধ্যে শেষ হয়।

১৯৭৭ সালে সৃষ্ট আশাবাদ শেষ হয়ে যায় উভয় পক্ষের আপসহীন মনোভাব, বেসামরিক লোক হত্যা এবং জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণের কারণে। জেরুজালেমে যাওয়ার শাস্তি হিসেবে মৌলবাদীদের হাতে ১৯৮১ সাদতের নিহত হওয়া ছিল ইসলামে নতুন শক্তির উত্থানের প্রাথমিক ইঙ্গিতবহ। ১৯৮৭ সালে গাজায় ইনতিফাদাহ (গণ-আন্দোলন) নামে পরিচিত স্বতঃস্ফূর্ত ফিলিস্তিনি বিদ্রোহ সৃষ্টি হয় এবং জেরুজালেমে ছড়িয়ে পড়ে। ইসরাইলি পুলিশ টেম্পল মাউন্টে (হারাম আশ শরিফ) বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সজ্ঘাতে লিপ্ত হয়। যুবকেরা জেরুজালেমের রাস্তায় রাস্তায় ইউনিফর্ম পরিহিত ইসরাইলি সৈন্যদের প্রতি পাথর নিক্ষেপ করে, নির্যাতিত তবে অদম্য ফিলিস্তিনির প্রতীক হিসেবে পিএলও'র খুনি ছিনতাইকারীদের স্থান দেয় ।

ইনতিফাদাহ'র উদ্দীপনা ক্ষমতার শূন্যতার সৃষ্টি করে যা নতুন নতুন নেতা ও আইডিয়া পূরণ করে : পিএলও এলিটরা ছিল ফিলিস্তিনি রাজপথের সংস্পর্শহীন, মৌলবাদী ইসলাম নাসেরের সেকেলে প্যান-আরববাদের স্থলাভিষিক্ত হতে থাকে মৌলবাদী ইসলাম। ১৯৮৮ সালে ইসলামি চরমপন্থীরা ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন (ইসলামিক রেসিস্ট্যান্স মুভমেন্ট) হামাস গঠন করে। এটা মিসরীয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম ব্রাদারহুডের শাখা, যারা ইসরাইলকে ধ্বংসে জিহাদে নিবেদিত।

কোলেক স্বীকার করেছেন, ইনতিফাদাহ ইহুদি জেরুজালেমকেও 'মৌলিকভাবে' বদলে ফেলেছে, এটা অখণ্ড নগরীর স্বপ্নকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ইসরাইলি ও আরবেরা একত্রে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছে, তারা আর একে অন্যের উপশহরে যায় না। উত্তেজনা কেবল মুসলিম বা ইহুদিদের মধ্যেই ছড়ায়নি, ইহুদিদের নিজেদের মধ্যেও ছড়িয়েছে। উগ্র-অর্থোডক্সদের আক্রমণের শিকার হয়ে সেক্যুলার ইহুদিরা এখন জেরুজালেম থেকে সরে যেতে শুরু করেছে। খ্রিস্টান জেরুজালেমের পুরনো জগৎও দ্রুত সঙ্কুচিত হচ্ছে : ১৯৯৫ সাল নাগাদ সেখানে মাত্র ১৪ হাজার ১০০ খ্রিস্টান ছিল। অবশ্য ইসরাইলি জাতীয়তাবাদীরা কখনো জেরুজালেমের জুদাইকরণ পরিকল্পনা থেকে সরে আসেনি। শ্যারন উস্কানিমূলকভাবে মুসলিম কোয়ার্টারের একটি অ্যাপার্টমেন্টে উঠেন। ১৯৯১ সালে ধর্মীয় উগ্র-জাতীয়তাবাদীরা মূল দাউদ নগরীর (সিটি অব ডেভিড) পাশের আরব সিলওয়ানে বসতি স্থাপন শুরু করে। আগ্রাসী প্রাশ্চচিন্তাপন্থীদের কাজকর্মে কোলেক তার সারা জীবনের সাধনা শেষ হতে দেখে শ্যারন এবং ওইসব বসতি স্থাপনকারীর সমালোচনা করেছেন। তার মতে এ ধরনের 'ত্রাণকর্তা আবির্ভাব মতবাদ ইতিহাসে সব সময় আমাদের জন্য চরম ক্ষতির কারণ হয়েছে।'

ইনতিফাদাহ পরোক্ষভাবে ওসলো শান্তি আলোচনার পথ করে দেয়। ১৯৮৮ সালে আরাফাত দ্বিজাতি সমাধান-সংক্রান্ত ধারণাটি গ্রহণ এবং ইসরাইল ধ্বংসের সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করেন। বাদশাহ হোসেইন জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরের ওপর তার দাবি ছেড়ে দেন, আরাফাত সেখানে আল কুদসকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করেন। ১৯৯২ সালে আইজ্যাক রবিন প্রধানমন্ত্রী হয়ে ইনতিফাদাহ গুঁড়িয়ে দেন। রাখঢাকহীন কঠোরভাষী হিসেবে তার মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী ইসরাইলি যোগ্যতা ছিল। আমেরিকানেরা মাদ্রিদে ব্যর্থ আলোচনায় সভাপতিত্ব করে। তবে প্রধান সব খেলোয়াড়ের কাছেই অপরিজ্ঞাত অবস্থায় আরেকটি গোপন প্রক্রিয়া ফল বয়ে আনে।

ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি বুদ্ধিজীবীদের (অ্যাকাডেমিক) মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে এর সূচনা হয়। আমেরিকান কলোনি (স্থানটি নিরপেক্ষ এলাকা বিবেচিত হয়), লন্ডন এবং তারপর ওসলোতে বৈঠক হয়। রবিনের অজ্ঞাতসারে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিমন পেরেস এবং তার সহকারী ইউসি বেইলিনের মাধ্যমে প্রাথমিক আলোচনা চলে। ১৯৯৩ সালে তারা রবিনকে বিষয়টা অবহিত করলে তিনি আলোচনার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের সদয় তত্ত্বাবধানে ১৩ সেপ্টেম্বর রবিন, পেরেস ও আরাফাত হোয়াইট হাউজে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। পশ্চিম তীর ও গাজার অংশবিশেষ ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারা প্রাচীন হোসেইনি ম্যানশন ওরিয়েন্ট হাউজকে তাদের জেরুজালেম সদরদফতর হিসেবে গ্রহণ করেন, পরিচালনার দায়িত্ব পান নগরীর সবচেয়ে শ্রদ্ধাভাজন ফিলিস্তিনি ফয়সাল আল-হোসেইনি, ১৯৪৮ সালের এক নায়কের ছেলে।***

রবিন জর্ডানের বাদশাহ হোসেইনের সঙ্গে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করেন, জেরুজালেমের ইসলামি পূণ্যস্থানের (স্যাঙচুয়ারি) অভিভাবক হিসেবে তার বিশেষ হাশেমি ভূমিকা নিশ্চিত করেন, এখনো তা বহাল রয়েছে। ইসরাইলি ও ফিলিস্তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা শান্তির ব্যাপারে তাদের নিজস্ব অ্যাকাডেমিক অবস্থান থেকে আলোচনা করেন, প্রথমবারের মতো উৎসাহ নিয়ে একসঙ্গে কাজ শুরু করেছেন।

জেরুজালেম ধাঁধা নিয়ে আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ের জন্য তুলে রাখা হয়। রবিন যেকোনো ধরনের চুক্তির আগেই জেরুজালেমে বসতি নির্মাণ ত্বরান্বিত করেন। বেইলিন ও আরাফাতের সহকারী মাহমুদ আব্বাস অখণ্ড মিউনিসিপ্যালিটির অধীনে আরব ও ইহুদি এলাকায় জেরুজালেম বিভক্তি এবং ওল্ড সিটিকে 'বিশেষ মর্যাদা' প্রদানের ব্যাপারে আলোচনা করেন, অনেকটা মধ্যপ্রাচ্যের ভেটিক্যান সিটির মতো। কিন্তু কিছুই স্বাক্ষরিত হয়নি।

ওসলো চুক্তিতে সম্ভবত খুব বেশি বিষয় সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রাখা হয়েছিল, এসব ব্যাপারে উভয় পক্ষের পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। মেয়র কোলেক (৮২) জাতীয়তাবাদী ও উগ্র-অর্থোডক্সদের সমর্থিত আরো কট্টরপন্থী ইহুদ ওলমার্টের কাছে পরাজিত হন। ১৯৯৫ সালের ৪ নভেম্বর জেরুজালেম প্রশ্নে বেইলিন ও আব্বাস অনানুষ্ঠানিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার মাত্র চার দিন পর রবিন এক ইহুদি গোঁড়ার হাতে নিহত হন। জেরুজালেমে জন্মগ্রহণকারী রবিন সেখানেই ফিরে গেলেন মাউন্ট হারজলে সমাহিত হতে। বাদশাহ হোসেইন তার উচ্চ প্রশংসা করলেন, আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ও তার দুই পূর্বসূরি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট মোবারক প্রথমবারের মতো সফর করেন, প্রিন্স অব ওয়ালেস ইসরাইল প্রতিষ্ঠার পর প্রথম আনুষ্ঠানিক রাজকীয় সফরে জেরুজালেম গেলেন।

শান্তি প্রক্রিয়া নস্যাৎ হয়ে যায়। হামাসের ইসলামি মৌলবাদীরা আত্মঘাতী বোমা হামলা শুরু করে, ইসরাইলি বেসামরিক লোকজন নির্বিচার শিকার হতে থাকে : জেরুজালেমের একটি বাসে আরব আত্মঘাতী বোমায় ২৫ জন নিহত হয়। এক সপ্তাহ পর একই বাস রুটে আরেকটি বোমা হামলায় নিহত হয় ১৮ জন। ফিলিস্তিনি সহিংসতার জন্য ইসরাইলি ভোটারেরা প্রধানমন্ত্রী পেরেসকে শাস্তি দিয়ে তার বদলে বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে নির্বাচিত করে। এই লিকুদ নেতার স্লোগান ছিল : 'পেরেস জেরুজালেম বিভক্ত করবেন।' নেতানিয়াহু ভূমির বিনিময়ে শান্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নীতিমালা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন; জেরুজালেম বিভক্তির বিরোধিতা এবং আরো বসতি স্থাপন শুরু করেন।

১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বরে নেতানিয়াহু একটি সুড়ঙ্গ উদ্বোধন করেন, যেটি পবিত্র ওয়াল থেকে টেম্পল মাউন্ট হয়ে মুসলিম কোয়ার্টারে পৌঁছে। ইসরাইলের কয়েকজন চরমপন্থী টেম্পল মাউন্টের ওপরের দিকে খননকাজ চালানোর চেষ্টা করলে *ওয়াকফের* ইসলামি কর্তৃপক্ষ দ্রুত গর্তটি ভরাট করে দেয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে, ইসলামি পূণ্যস্থানটি (হারাম আশ-শরিফ বা স্যাঙচুয়ারি) ধ্বংস করার জন্য সুড়ঙ্গগুলো খনন করা হচ্ছে। এতে সৃষ্ট দাঙ্গায় ৭৫ জন নিহত ও ১৫ শ' লোক আহত হয়। প্রমাণিত হয় যে জেরুজালেমে প্রত্নতত্ত্বের মূল্য জীবন। কেবল ইসরাইলিরাই তাদের প্রত্নতত্ত্বকে রাজনীতিকরণ করেছে এমন নয় : ইতিহাসই প্রধানতম বিষয়। পিএলও জেরুজালেমে কোনোকালে কোনো ইহুদি টেম্পল থাকার কথা স্বীকার করতে ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদদের নিষেধ করে। এই নির্দেশটি এসেছে খোদ আরাফাতের কাছ থেকে। তিনি ছিলেন সেক্যুলার গেরিলা নেতা, কিন্তু ইসরাইলিদের মতোই সেক্যুলার জাতীয় বর্ণনা ধর্মীয় গুরুত্ব পেয়ে যায়। ১৯৪৮ সালে আরাফাত মুসলিম ব্রাদারহুডের হয়ে লড়াই করেছিলেন, তাদের বাহিনীকে বলা হতো আল-জিহাদ আল-মুকাদ্দাস (জেরুজালেম হলি ওয়ার)। তিনি নগরীটির ইসলামি তাৎপর্য গ্রহণ করে ফাতাহ সশস্ত্র শাখাকে আকসা মারট্যার (শহিদ) ব্রিগেড নাম দিয়েছিলেন। আরাফাতের সহকারীরা স্বীকার করেছেন, জেরুজালেম ছিল তার 'ব্যক্তিগত আবেগ'। তিনি নিজেকে সালাহউদ্দিন ও মহান [খলিফা] ওমরের পর্যায়ে ভাবতেন, জেরুজালেমের সঙ্গে ইহুদিদের কোনো ধরনের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করতেন। ফিলিস্তিনি ইতিহাসবিদ ড. নাজমি জুবেহ বলেছেন, 'মাউন্ট টেম্পলের ওপর ইহুদি চাপ যত বেড়েছে, ফার্স্ট ও সেকেন্ড টেম্পলের কথা তত বেশি অস্বীকৃত হয়েছে।'

সুড়ঙ্গ দাঙ্গার (টানেল রায়ট) পরের উত্তেজনাকর দিনগুলোতে এবং সোলায়মানের আস্তাবলে (স্টেইবলস অব সলোমন) সিনাগগ উদ্বোধন পরিকল্পনার গুজবের মধ্যে ইসরাইলিরা *ওয়াকফকে* আল-আকসার নিচের প্রাচীন হলগুলো পরিষ্কার করতে এবং হেরোডের বৈঠকখানায় সিঁড়িঘরে বুলডোজার ব্যবহার এবং একটি নতুন বিশাল ভূ-গর্ভস্থ মসজিদ (মারওয়ান) নির্মাণের অনুমতি দেয়। জঞ্জাল যেনতেনভাবে ছুঁড়ে ফেলা হয়। ইসরাইলি প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পৃথিবীর সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত স্থানের দায়দায়িত্বহীন বুলডোজিংয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। ধর্ম ও রাজনীতির যুদ্ধে প্রত্নতত্ত্ব হয় পরাজিত পক্ষ।****

ইসরাইলিরা শান্তির প্রতি আস্থা পুরোপুরি হারায়নি। ২০০০ সালের জুলাইয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্টের অবকাশ যাপনকেন্দ্র ক্যাম্প ডেভিডে ক্লিনটন নতুন প্রধানমন্ত্রী ইহুদ বারাক ও আরাফাতকে একত্রিত করেন। বারাক সাহসিকতার সঙ্গে 'চূড়ান্ত' চুক্তি প্রস্তাব দেন : আবু দিসকে ফিলিস্তিন রাজধানী করে পশ্চিম তীরের ৯১ ভাগ এলাকা এবং পূর্ব জেরুজালেমের সব আরব উপশহর প্রদান। ওল্ড সিটি ইসরাইলি সার্বভৌমত্বে থাকলেও মুসলিম ও খ্রিস্টান কোয়ার্টারগুলো এবং টেম্পল মাউন্ট থাকবে ফিলিস্তিনি 'সার্বভৌম অভিভাবকত্বে।' হারাম আশ-শরিফের (স্যাঙচুয়ারি) নিচের মাটি ও সুড়ঙ্গগুলো (টেম্পলের ফাউন্ডেশন স্টোনের ওপরের) ইসরাইলের থাকবে এবং প্রথমবারের মতো সীমিত সংখ্যায় ইহুদিদের টেম্পল মাউন্টের কোথাও প্রার্থনা করার অনুমতি দেওয়া হবে। ওল্ড সিটিতে যৌথভাবে টহলের ব্যবস্থা থাকবে, এটা অসামরিকীকরণ করে সবার জন্য খুলে দেওয়া হবে। ইতোমধ্যে ওল্ড সিটির কোয়ার্টারগুলোর অর্ধেক ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব সত্ত্বেও আরাফাত আর্মেনিয়ান কোয়ার্টার দাবি করলেন। ইসরাইল তাতে রাজি হলো, এতে কার্যত ওল্ড সিটির তিন-চতুর্থাংশের প্রস্তাব দেওয়া হলো। এটা গ্রহণ করতে সৌদি চাপ সত্ত্বেও আরাফাত ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তন অধিকার প্রশ্নে চূড়ান্ত নিষ্পত্তিতে ছাড় দিতে রাজি হননি কিংবা পুরোপুরি ইসলামি স্থাপনা ডোমে ইসরাইলি সার্বভৌমত্বও অনুমোদন করেননি।

তিনি চিৎকার করে ক্লিনটনকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি আমার জানাজায় অংশ নিতে চান? আমি জেরুজালেম ও পুণ্যস্থানগুলো ছাড়ব না।' তবে তার প্রত্যাখ্যানের মধ্যে অনেক বড় একটি মৌলিক বিষয় জড়িত ছিল : আলোচনাকালে আরাফাত দৃঢ়তার সঙ্গে আমেরিকান ও ইসরাইলিদের এই বলে মর্মাহত করলেন যে, জেরুজালেমে কখনো ইহুদি টেম্পল ছিল না, সেটা ছিল আসলে সামারিতান মাউন্ট জেরিজিমে, নগরীর প্রতি ইহুদিদের পবিত্রতা আধুনিককালের আবিষ্কার। ওই বছরের শেষ দিকে ক্লিনটনের প্রেসিডেন্ট আমলের শেষ পর্যায়ে ইসরাইল টেম্পল মাউন্টের পূর্ণ সার্বভৌমত্বের প্রস্তাব দেয়, শুধু নিচের হলি অব হলিজে প্রতীকী সংযোগ থাকবে। কিন্তু আরাফাত এটা প্রত্যাখ্যান করলেন।

২০০০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর বিরোধী লিকুদ দলের নেতা শ্যারন ইসরাইলি পুলিশ বাহিনীর বিশেষ সদস্যদের পাহারায় 'শান্তির বার্তা' নিয়ে দম্ভভরে টেম্পল মাউন্টে গিয়ে বারাকের সমস্যা আরো বাড়িয়ে দেন। এটা ছিল ইসলামের প্রাণপ্রিয় আকসা ও ডোমের জন্য আতঙ্ক সৃষ্টিকারী। এর ফলে সৃষ্ট দাঙ্গায় আকসা ইনতিফাদাহ ত্বরান্বিত করল, যা ছিল আংশিকভাবে আরেকটি পাথর-ছোঁড়া আন্দোলন এবং আংশিকভাবে ফাতাহ ও হামাসের ইসরাইলি বেসামরিক লোকদের লক্ষ করে আত্মঘাতী বোমা হামলা চালানোর পূর্ব-পরিকল্পিত কর্মসূচি। প্রথম ইনতিফাদাহ ফিলিস্তিনিদের সাহায্য করেছিল, কিন্তু এটা শান্তি প্রক্রিয়ার প্রতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসরাইলিদের আস্থা ধ্বংস করে দিল। এতে করে শ্যারনের নির্বাচনের পথ সৃষ্টি করল, ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ভয়াবহ বিভক্তি সৃষ্টি হলো।

শ্যারন ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে ধ্বংস, আরাফাতকে অবরুদ্ধ ও অপদস্ত করার মাধ্যমে ইনতিফাদাহ দমন করলেন। আরাফাত ২০০৪ সালে ইন্তিকাল করেন, ইসরাইলিরা তাকে টেম্পল মাউন্টে সমাহিত করার অনুমতি দেয়নি। তার উত্তরসূরি আব্বাস ২০০৬ সালের নির্বাচনে হামাসের কাছে পরাজিত হন। সংক্ষিপ্ত সজ্ঘাতের পর হামাস গাজা দখল করে, আর পশ্চিম তীরে আব্বাসের ফাতাহ'র শাসন অব্যাহত থাকে। শ্যারন জেরুজালেমজুড়ে নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করেন। এই হতাশাজনক কনক্রিট চক্ষুশূলটি অবশ্য আত্মঘাতী বোমা হামলা ঠেকাতে সফল হয়।

শান্তির বীজ কেবল পাথুরে ভূমিতেই পড়েনি, বিষাক্তও হয়েছে। শান্তি এর প্রতিষ্ঠাকারীদের কলঙ্কিত করেছে। জেরুজালেম এখন স্কিটসোফ্রিনিক দুশ্চিন্তায় ভুগছে। ইহুদি ও আরবেরা একে অন্যের এলাকায় যেতে ভরসা পায় না; সেক্যুলার ইহুদিরা উগ্র-অর্থোডক্সদের এড়িয়ে চলে, যারা সাব্বাতের দিনে বিশ্রাম নেয় না বা অসৌজন্যমূলক পোশাক পরে তাদের প্রতি পাথর ছোড়া হয়; মিসাইয়ানিক ইহুদিরা টেম্পল মাউন্টে প্রার্থনা করার চেষ্টা চালিয়ে পুলিশের সংকল্প এবং মুসলিম উদ্বেগকে পরখ করে দেখে; এবং খ্রিস্টান গ্রুপগুলো ঝগড়া করা অব্যাহত রেখেছে। জেরুজালেমবাসীর চেহারা উদ্বেগজনক, তাদের কণ্ঠস্বর ক্রুদ্ধ, প্রত্যেকেরই মনে হবে, কেউই, এমনকি তিন ধর্মের যেসব লোক ঐশ্বরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে বলে মনে করে তারাও, জানে না ভবিষ্যৎ কী ফল বয়ে আনবে।

AMARBOI.COM

* কোলেক জন্মগ্রহণ করেছিলেন হাঙ্গেরিতে, বেড়ে ওঠেন ভিয়েনায়। থিওডোর হারজলের নামে তার নাম রাখা হয়েছিল। জুইশ এজেন্সির গোপন মিশনে তিনি পারদর্শী ছিলেন। ইরগুন ও স্টিম গ্যাঙের বিরুদ্ধে অভিযানকালে তিনি ব্রিটিশ গোয়েন্দা সার্ভিসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পরে তিনি হাগানার জন্য অস্ত্র কিনতেন। আরো পরে তিনি বেন-গুরিয়ানের প্রাইভেট অফিসে পরিচালক ছিলেন।

** জেরুজালেম সিনড্রোম বা পাগলামির ব্যাপারে একটি নির্ভরযোগ্য একাডেমিক গবেষণায় বলা হয়েছে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত 'ব্যক্তিদের ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্টের চরিত্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে শনাক্ত করা যায় কিংবা এমনকি তারা নিজেরাও মনে করে তারা এসব চরিত্রের কোনো একটি। এসব লোক জেরুজালেমের কোনো মনস্তাত্ত্বিক আখ্যানের শিকার হয়।' এ সিনড্রোমে আক্রান্তদের খুঁজতে হলে ট্যুর গাইডদের যেসব লক্ষণ দেখা দরকার সেগুলো হলো : '১. উত্তেজনা। ২. দল বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, ৩. স্নান এবং হাত-পায়ের নখ কাটার ব্যাপারে অতিমাত্রায় মনোযোগ, ৪. প্রস্তুতি, প্রায়ই হোটেল বেড-লিনেন বা টোগা ধরনের গাউনের সাহায্যে, অবশ্যই সাদা রঙের, ৫. উচ্চস্বরে বাইবেলের পংক্তি আবৃতি। ৬. জেরুজালেমের কোনো একটি পবিত্র স্থানের দিকে শোভাযাত্রা, ৭. কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তীর্থস্থানে বক্তৃতা।' এসব সিনড্রোমের জন্য বিশেষভাবে স্থাপিত জেরুজালেমের কফার শাওল মেন্টাল হেলথ সেন্টারটি দির ইয়াসিন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বলে জনশ্রুতি আছে।

*** আবদুল কাদিরের ছেলে ফয়সাল হোসেইনি ইনতিফাদাহ'র অন্যতম নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ফাতাহ'র বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন, বেশ কয়েক বছর ইসরাইলি কারাগারে কাটান, যা ছিল যেকোনো ফিলিস্তিনি নেতার জন্য চরম অপরিহার্য ব্যাজ। তবে মুক্তির পর তিনি ইসরাইলিদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মাদ্রিদ ছুটে যান। তার দাবি আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে তিনি হিব্রুও শিখেছিলেন। হোসেইনি মাদ্রিদ আলোচনাও অংশ নেন, জেরুজালেমে আরাফাতের ফিলিস্তিনি মন্ত্রী হন। ওসলো সমঝোতা ভেঙে গেলে ইসরাইলিরা তাকে ওরিয়েন্ট হাউজে আটকে রাখে। পরে তারা হাউজটি বন্ধ করে দেয়। ফয়সাল ২০০১ সালে ইন্তিকাল করেন, তাকে তার পিতার মতো হারামে কবর দেওয়া হয়। তার মৃত্যুতে ফিলিস্তিনিরা আরাফাতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো যোগ্য একমাত্র নেতাকে হারায়।

প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ১৯৫০-এর দশকে টেম্পল মাউন্টের পুরো ওয়েস্টার্ন ওয়ালে (পশ্চিম দেয়াল) সীমান্তে আরব বাড়িগুলোর নিচ দিয়ে সুড়ঙ্গগুলো অনুসন্ধান শুরু করেছিল। অধ্যাপক ওলেগ গ্রাবার (পরে তিনি জেরুজালেম বিশেষজ্ঞদের ডিন হয়েছিলেন) জানিয়েছিলেন, বিস্মিত অধিবাসীদের রান্নাঘরগুলোর মেঝ থেকে অবাক করা অনেক কিছু আবিস্কৃত হয়েছে। ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদদের অনুসন্ধানে সুড়ঙ্গ থেকে হেরোডের টেম্পল, ম্যাকাবি, রোমান, বাইজানটাইন, উমাইয়া ভবনের ভিত্তি পাওয়া গেছে। নতুন একটি ক্রুসেড চ্যাপেলেও আবিস্কৃত হয়েছে। তবে সুড়ঙ্গটি টেম্পলের ফাউন্ডেশন স্টোনের খুবই কাছে ছিল, যেখানে এখন ইহুদিরা প্রার্থনা করতে পারে, এটা ইহুদি ও মুসলিম কোয়ার্টারকে সংযুক্ত করে জেরুজালেমকে অখণ্ড করেছে।

***** এসব সংগ্রাম উভয় পক্ষের মধ্যে জটিলতা প্রকাশ করে, অনেক সময় ইসরাইলি ও আরবদের ঐক্যবদ্ধও করে। রাব্বি গোরেন যখন ইয়েশেভা থেকে পবিত্র ওয়ালটি আড়ালকারী খালিদি হাউজটি দখল করার চেষ্টা করেন, তখন মিসেস হাইফা খালিদির পক্ষাবলম্বন করেন দুই ইসরাইলি ইতিহাসবিদ অ্যামন কোহেন ও ড্যান বাহাত। তিনি এখনো বিখ্যাত খালিদিয়াহ লাইব্রেরি ওপরে তার বাড়িতে বাস করছেন। ধার্মিক ইহুদিরা দাউদের নগরীর (সিটি অব ডেভিড) নিচে সিলওয়ানে তাদের খনন ও বসতি সম্প্রসারণের চেষ্টা চালালে ইসরাইলি প্রত্নতত্ত্ববিদেরা আদালতের সাহায্য নিয়ে তাদের থামায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভবিষ্যৎ

পক্ষপাতদুষ্ট, বর্জনমূলক, আধিপত্যপ্রবণতার সেঁকোবিষ থেকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য পৃথিবীর অন্য যেকোনো স্থানের তুলনায় আমরা এখানে সহিষ্ণুতা, যৌথ অধিকার, উদারতার এক ফোঁটা সুধা ব্যাকুলভাবে, প্রবলভাবে আশা করি, খুঁজে ফিরি। এটা পাওয়া সব সময় সহজ নয়। ২০১০ সালে জেরুজালেম যত বড়, যত সুশোভিত, যত ইহুদিতে ভারাবনত, তেমনটি দুই হাজার বছরের মধ্যে ছিল না। তার পরও এটা সবচেয়ে জনবহুল ফিলিস্তিনি নগরী।* অনেক সময় তার প্রকট ইহুদিত্বকে বিশেষ কৃত্রিমতায় এবং জেরুজালেমের সহজাত অবস্থার বিপরীতে উপস্থাপন করা হয়, যা নগরীর অতীত ও বর্তমানের বিকৃতি।

জেরুজালেমের ইতিহাস হলো অনেকবার সম্প্রসারিত এবং ঘনীভূত হওয়া একটি স্থানে আরব, ইহুদি এবং আরো অসংখ্য বসতি স্থাপনকারী, ঔপনিবেশিক ও তীর্থযাত্রীর উপাখ্যান। সহস্রাধিক বছরের ইসলামি শাসনকালে জেরুজালেমে ঔপনিবেশ গড়েছে আরব, তুর্কি, ভারতবর্ষের, সুদানি, ইরানি, কুর্দি, ইরাকি ও মাগরেবি এলাকার ইসলামি বসতি স্থাপনকারী, আলেম, সুফি ও তীর্থযাত্রীরা। খ্রিস্টান আর্মেনিয়ান সার্ব, জর্জীয় ও রাশিয়ানও এসেছিল এবং পরে একই কারণে সেখানে বসতি স্থাপনকারী সেফারদিক ও রাশিয়ান ইহুদিরাও খুব বেশি ভিন্ন ছিল না। আর এ কারণেই লরেন্স অব অ্যারাবিয়া বলেছিলেন, জেরুজালেম আরব শহরের চেয়ে অনেক বেশি লেভ্যান্টাইন (ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল) নগরীর বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এটাই এই নগরীর চরম স্বকীয় বৈশিষ্ট্য।

জেরুজালেম নগরপ্রাচীরের বাইরে অবস্থিত উপশহরগুলো যে নতুন বসতি, সে কথাটি প্রায়ই ভুলে যাওয়া হয়। আরবদের পাশাপাশি ইহুদি ও ইউরোপিয়ানেরা ১৮৬০ থেকে ১৯৪৮ সালে এগুলো নির্মাণ করেছে। শেখ জারা'র মতো আরব এলাকাগুলো ইহুদিদের চেয়ে পুরনো নয় এবং একই সঙ্গে সেগুলোর চেয়ে কম বা বেশি বৈধও নয়।

মুসলিম ও ইহুদি উভয়েরই সন্দেহাতীত ঐতিহাসিক দাবি রয়েছে। ইহুদিদেরও আরবদের মতো করে জেরুজালেম ও এর আশপাশে বসবাস করার এবং বসতি স্থাপনের অধিকার আছে। অনেক সময় এমনকি সবচেয়ে অক্ষতিকর ইহুদি স্থাপনা পুনর্নির্মাণও অবৈধ হিসেবে প্রচারিত হয় : ২০১০ সালে ইসরাইলিরা অবশেষে জুইশ কোয়ার্টারে পুনঃনির্মিত হুরভা সিনাগগ উদ্বোধন করে (১৯৪৮ সালে জর্ডানিরা এটাকে ভেঙে ফেলেছিল)। বিষয়টি উত্তেজিত ইউরোপীয় মিডিয়ায় সমালোচিত হয়, পূর্ব জেরুজালেমে ছোটখাট দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

অবশ্য, রাষ্ট্র ও মেয়র অফিসের পূর্ণ শক্তির সমর্থন নিয়ে নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন করার জন্য বিতর্কিত আইনের সাহায্যে এবং ঐশ্বরিক মিশন সম্পন্ন করার তাগিদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভবকারী কট্টর লোকদের উৎসাহে বিদ্যমান আরব অধিবাসীদের যখন উচ্ছেদ করা হয়, দমন করা হয়, নির্যাতন চালানো হয়, তাদের সম্পত্তি দখল করা হয়, সেটা পুরোপুরি ভিন্ন বিষয়। আরব এলাকাগুলোতে ঔপনিবেশ সৃষ্টি এবং নগরী যৌথ কর্তৃত্বে আনার যেকোনো ধরনের শান্তিচুক্তিকে ধ্বংস করতে দেওয়ার লক্ষ্যে সেখানে আগ্রাসী বসতি স্থাপন, আরব এলাকাগুলোতে পরিকল্পিতভাবে সেবা না দেওয়া এবং নতুন বাড়ি নির্মাণ নিষিদ্ধ করার ফলে সবচেয়ে নির্দোষ ইহুদি প্রকল্পও সংশয়ের সৃষ্টি করে।

ইসরাইলের সামনে দুটি পথ রয়েছে- জেরুজালেমগামী এবং উদার হাওয়া (পশ্চিমাকৃত তেল আবিব যার ডাক নাম 'দ্য বাবেল')। আশঙ্কার সৃষ্টি হচ্ছে, জেরুজালেমে জাতীয়তাবাদী প্রকল্প এবং পশ্চিম তীরে আবেগপূর্ণ বসতি নির্মাণ ইসরাইলের নিজস্ব স্বার্থ এত বিকৃত করতে পারে, সেগুলো ইহুদি জেরুজালেমের জন্য কল্যাণকর কিছু বয়ে আনার বদলে ইসরাইলের স্বার্থই আরো বেশি ক্ষতি করবে।** তারা নিশ্চিতভাবেই সব ধর্মের সহাবস্থানমূলক জেরুজালেমের অভিভাবক হিসেবে ঐতিহাসিক মানদণ্ডে নজিরবিহীনভাবে স্বীকৃত ইসরাইলের ভূমিকা নস্যাৎ করছে। ২০১০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ওবামার কাছে এক খোলা চিঠিতে ইলি ইউসেল লিখেছিলেন, ইসরাইলি গণতন্ত্রের অধীনে 'ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানেরা তাদের পূণ্যস্থানগুলোতে স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করতে পারছে।' কথাটা তাত্ত্বিকভাবে সত্য।

এটা ঠিক যে ৭০ সালের পর এই প্রথম ইহুদিরা অবাধে প্রার্থনা করতে পারছে। খ্রিস্টান শাসনকালে ইহুদিদের জন্য এই নগরীর কাছাকাছি যাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল। ইসলামি শাসনকালে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের *জিম্মি* গণ্য করা হতো, তবে প্রায়ই নির্যাতিত হতো। খ্রিস্টানেরা ইউরোপীয় শক্তিগুলোর যে সুরক্ষা পেত, ইহুদিরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল। ফলে তারা প্রায়ই খারাপ পরিস্থিতির মুখে পরত। তবে সেটা যত খারাপই হতো না কেন তা কখনোই খ্রিস্টান ইউরোপের জঘন্যতম অবস্থায় তারা যে পরিস্থিতিতে পরত, তেমনটি ছিল না। ইসলামি বা খ্রিস্টান পবিত্র স্থানগুলোতে গেলে ইহুদিরা হত্যাকাণ্ডের শিকার হতো। তবে তাদের যে কেউ পবিত্র ওয়ালের (প্রায়োগিকভাবে সেটা করা যেত অনুমতিপত্র গ্রহণসাপেক্ষে) কাছের রাস্তা দিয়ে গাধা চালাতে পারত। এমনকি ২০ শতকেও ব্রিটিশেরা পবিত্র ওয়ালে ইহুদিদের প্রবেশাধিকার অত্যন্ত সীমিত করেছিল, জর্ডানিরা পুরোপুরি নিষিদ্ধ করে। ইসরাইল কথিত 'সৃষ্ট পরিস্থিতির' কারণে অ-ইহুদিদের জন্য প্রার্থনার স্বাধীনতা উদ্ভব হয়েছে বলে ইউসেল যে দাবি করেছেন, তা মোটেই সত্য নয়। তাদেরকে আবাসিক পারমিটসহ নানা আমলাতান্ত্রিক বাধার মুখে পরতে হয়। এক দিকে ইসরাইলি পুলিশ অব্যাহতভাবে টেম্পল মাউন্টের ফটকগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করছে, অন্য দিকে নিরাপত্তা প্রাচীরগুলো পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের চার্চ বা আল-আকসায় প্রার্থনা করার জন্য জেরুজালেম যাওয়া আরো কঠিন করে তুলেছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সজ্ঘাতময় পরিস্থিতি না থাকলে ইহুদি, মুসলমান ও খ্রিস্টানেরা উট পাখির মতো বালির মধ্যে মাথা গুঁজে অন্য কারো অস্তিত্ব না দেখার ভান করার প্রাচীন জেরুজালেম ঐতিহ্যে ফিরে যায়। ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইহুদি হলি ডে'স এবং পবিত্র রমজান একসঙ্গে পড়লে অলিগলিগুলোতে সৃষ্টি হয় *নিউ ইয়র্ক টাইমসের* ভাষায় 'একেশ্বরবাদী ট্রাফিক জ্যাম।' আরবেরা আসছিল হারাম আশ-শরিফে (স্যাঙচুয়ারি) ইবাদত করতে, ইহুদিরা যাচ্ছিল পবিত্র ওয়ালে প্রার্থনা করতে। 'এসবকে *উত্তেজনাকর মুখোমুখি হওয়া* বলা ভুল হবে, কারণ কোনো ধরনের মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা ঘটেনি।' ইথান ব্রাউনারের ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, 'কথা বিনিময় হয়নি; [তারা] একে অন্যকে এড়িয়ে গেছে। সমান্তরাল পৃথিবীর মতো রাতে গ্রুপের পর গ্রুপ প্রতিটি স্থান ও মনুমেন্টকে ভিন্ন নামে অভিহিত করেছে, নিজেদের বলে দাবি করেছে।'

জেরুজালেমের অন্তর থেকে আসা উটপাখির মতো এই নির্লিপ্ততাপূর্ণ আচরণ স্বাভাবিকতার লক্ষণ, বিশেষ করে নগরীটি আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে যখন বৈশ্বিকভাবে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান জেরুজালেম মধ্যপ্রাচ্যের রণভূমি, পশ্চিমা সেক্যুলারবাদ বনাম ইসলামি মৌলবাদের যুদ্ধক্ষেত্র, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের লড়াইয়ের কথা না হয় উল্লেখ করা না-ই বা হলো। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন ও প্যারিসের লোকেরা অনুভব করে তারা নাস্তিক, সেক্যুলার দুনিয়ায় বাস করে, সেখানে সঙ্ঘবদ্ধ ধর্ম এবং এর বিশ্বাসীরা বড় জোর ভদ্রভাবে বিদ্রুপ করে, যদিও মৌলবাদী মিলেনিরিয়ান (অনাগত স্বর্ণযুগের অবশ্যম্ভাবিতায় বিশ্বাসী) ইব্রাহিমি ধর্মাবলম্বীদের (খ্রিস্টান, ইহুদি ও মুসলিম) সংখ্যা বাড়ছে।

জেরুজালেমের অ্যাপক্যালিপটিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা আগের চেয়ে অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠেছে। আমেরিকার প্রাণপ্রাচুর্যপূর্ণ গণতন্ত্র ভয়াবহ রকমের বৈচিত্র্যপূর্ণ ও সেক্যুলার। তবে একইসঙ্গে এটা শেষ এবং সম্ভবত এযাবৎকালের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী খ্রিস্টান শক্তি। এই দেশটির ইভানজেলিক্যালেরা অব্যাহতভাবে জেরুজালেমে কিয়ামতের দিনের প্রতীক্ষায় আছে। তাদের এই চাওয়া এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এবং সেখানকার আরব মিত্রদের সঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত সম্পর্কের জন্য শান্ত জেরুজালেম কামনা করার মাত্রা একই। এ দিকে আল-কুদসের ওপর ইসরাইলি শাসনের ফলে এর প্রতি মুসলিম অনুরাগ তীব্র হয়েছে। ইরানের বার্ষিক জেরুজালেম দিবসে (১৯৭৯ সালে আয়াতুল্লাহ খোমেনি সূচিত) নগরীটিকে ইসলামি তীর্থভূমি এবং ফিলিস্তিনি রাজধানীর চেয়েও বড় করে উপস্থাপন করা হয়। তেহরানের পরমাণু অস্ত্রপুষ্ট আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে তারস্নায়ু-যুদ্ধের কারণে জেরুজালেম ইরানি শিয়াদের সঙ্গে ইসলামি প্রজাতন্ত্রটির উচ্চাভিলাষ নিয়ে সংশয়ে থাকা সুন্নি আরবদের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টির সহজ উপলক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। লেবাননের শিয়া হিজবুল্লাহ কিংবা গাজার সুন্নি হামাস- সবার জন্যই নগরীটি এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়নবাদবিরোধী, আমেরিকানবাদবিরোধী এবং ইরানি নেতৃত্বের উজ্জীবনার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমদিনেজাদ বলেছেন, 'জেরুজালেম দখলকার জান্ত াকে ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে।' আহমদিনেজাদও মিলেনেরিয়ান। তিনি 'সত্যনিষ্ঠ, পূর্ণাঙ্গ মানব প্রেরিত পুরুষ ইমাম আল-মাহদির' অত্যাসন্ন আগমনে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন, 'অতিপ্রাকৃত শক্তিধর' এই দ্বাদশ ইমাম জেরুজালেম মুক্ত করবেন, তারপর আসবে পবিত্র কোরআন যেটাকে বলেছে 'কিয়ামত'।

যিশুখ্রিস্টকে নিয়ে এই পুনরাবির্ভাব-রাজনৈতিক তীব্র আবেগ ২১ শতকের জেরুজালেমকে (তিন ধর্মের 'মনোনীত শহর') এসব সঙ্ঘাত ও স্বপ্নবিভোরতার কেন্দ্রবিন্দুতে ফেলে দিয়েছে। জেরুজালেমের অ্যাপক্যালিপটিক ভূমিকা হয়তো অতিরঞ্জিত হয়েছে; কিন্তু শক্তি, বিশ্বাস ও প্রথার (সবকিছুই ২৪ ঘণ্টার টিভি সংবাদের তপ্ত দৃষ্টির নিচে সক্রিয়) এই অনন্য সমন্বয় সার্বজনীন নগরীর কোমল পাথরগুলোর ওপর এবং সেইসঙ্গে কোনো না কোনোভাবে বিশ্বের কেন্দ্রে চাপ পুঞ্জীভূত করে।

অধীর আবদুল্লাহর (আবদুল্লাহ দ্য হেইস্টি) প্রপৌত্র জর্ডানের বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ ২০১০ সালে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, 'জেরুজালেম একটি দেয়াশলাইয়ের বাক্স, যেকোনো সময় এটা বিস্ফোরিত হতে পারে। আমাদের এই অংশের বিশ্বে সব রাস্তা, সব সঙ্ঘাত জেরুজালেমগামী।' এ কারণেই আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের প্রয়োজন সবচেয়ে দুর্ভাগ্যপূর্ণ সময়ও সব পক্ষকে একত্রিত করা। এক দিকে ইসরাইলি গণতন্ত্রে শান্তিবাদী দল ম্লান হয়ে পড়েছে, এর দুর্বল সরকারগুলোতে কট্টর ধর্মীয়-জাতীয়তাবাদীদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অন্য দিকে কোনো ফিলিস্তিনি সত্তা, স্থিতিশীলতা, গণতান্ত্রিক সমঝোতা-প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। ফাতাহ'র পশ্চিম তীর ক্রমবর্ধমান আপসমুখী হলেও সবচেয়ে গতিশীল ফিলিস্তিনি সংগঠন গাজা নিয়ন্ত্রণকারী মৌলবাদী হামাস ইসরাইলের অবলুপ্তির ব্যাপারে একনিষ্ঠই রয়ে গেছে। হামাসের পছন্দের অস্ত্র হলো আত্মঘাতী বোমা এবং তারা প্রায়ই দক্ষিণ ইসরাইলে ক্ষেপণাস্ত্র ছোঁড়ে, যা ইসরাইলি আগ্রাসন উস্কে দেয়। ইউরোপীয় ও আমেরিকানেরা হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন মনে করে। ১৯৬৭ সালের সীমান্তভিত্তিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তাদেরকে মিশ্র অবস্থানে দেখা গেছে।

১৯৯৩ সালে যে সংলাপ শুরু হয় তার ইতিহাস এবং একদিকে ভালো ভালো কথা আর অন্য দিকে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সহিংস তৎপরতার চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জেরুজালেম নগরীতে সহাবস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় আপসের মনোভাব কোনো পক্ষেরই ছিল না। জেরুজালেমের দিব্য, জাতীয় ও আবেগের মধ্যে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সময়েও জটিল গোলকধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। ২০ শতকে জেরুজালেম নিয়ে ৪০টিরও বেশি পরিকল্পনা ছিল, সবগুলোই ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমানে শুধু টেম্পল মাউন্টকে যৌথ কর্তৃত্বে আনার অন্তত ১৩টি ভিন্ন ভিন্ন মডেল রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট ওবামা ২০১০ সালে বারাকের জোটের সমর্থনপুষ্ট হয়ে ক্ষমতায় ফিরে আসা নেতানিয়াহুকে জেরুজালেমে সাময়িকভাবে বসতি স্থাপন বন্ধ রাখতে বাধ্য করেন। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলি সম্পর্কের তিক্ততম মুহূর্তের বিনিময়ে ওবামা দুই পক্ষকে আবার আলোচনায় বসান, যদিও অগ্রগতি ছিল নিরস ও স্বল্পস্থায়ী।

ইসরাইল প্রায়ই কূটনৈতিকভাবে অনমনীয়, এর নিজের নিরাপত্তা ঝুঁকিগ্রস্ত এবং বসতি স্থাপন নিয়ে তার কুখ্যাতি আছে। তবে বসতি স্থাপনের বিষয়টি আলোচনাযোগ্য। অপর পক্ষের সমস্যাও একই ধরনের মৌলিক। রবিন, বারাক ও ওলমার্টের অধীনে ওল্ড সিটিসহ জেরুজালেম যৌথ কর্তৃত্বে নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ইসরাইল। ২০১০ সাল পর্যন্ত দুই দশকের শান্তি আলোচনার তীব্রতার মধ্যেও ফিলিস্তিনিরা কখনোই নগরীটি যৌথ কর্তৃত্বে নিতে সম্মত হয়নি।

জেরুজালেমের বর্তমান অবস্থা হয়তো আরো কয়েক দশক স্থায়ী হবে, তবে কখনো যদি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তবে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ইসরাইলের অস্তিত্ব এবং ফিলিস্তিনিদের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য অপরিহার্য। ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র জেরুজালেম যৌথ কর্তৃত্বে নেওয়ার বিষয়টি উভয় পক্ষের কাছেই পরিচিত। ওসলো চুক্তির স্থপতি ইসরাইলি প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেস (অন্য যে কারো মতোই তিনি জানেন) বলেছেন, 'জেরুজালেম হবে উভয় রাষ্ট্রের রাজধানী, আরব উপশহরগুলো হবে ফিলিস্তিনিদের, ইহুদি উপশহরগুলো হবে ইহুদিদের।'

ক্লিনটনের দেওয়া সীমারেখা অনুযায়ী ইসরাইল পূর্ব জেরুজালেমের ১২টির মতো বসতি পাবে, তবে ফিলিস্তিনিরা ক্ষতিপূরণ হিসেবে অন্য কোথাও ইসরাইলি ভূমি পাবে। পশ্চিম তীরের বেশির ভাগ এলাকা থেকে ইসরাইলি বসতিগুলো অপসারণ করা হবে। খুব সহজ সমাধান। তবে পেরেসের মতে, 'আসল চ্যালেঞ্জ হলো ওল্ড সিটি। আমাদেরকে অবশ্যই সার্বভৌমত্ব ও ধর্মের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করতে হবে। প্রত্যেকেই তাদের নিজ নিজ তীর্থস্থান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তবে কেউ ওল্ড সিটিকে টুকরা করতে পারবে না।'

ওল্ড সিটি হতে পারে অসামরিকরণকৃত ভ্যাটিক্যান, যাতে যৌথ আরব-ইসরাইলি পুলিশ টহলের ব্যবস্থা করা হবে কিংবা আন্তর্জাতিক ট্রাস্টির অধীনে থাকবে। ভ্যাটিক্যানের সুইস গার্ডের জেরুজালেম সংস্করণের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। আরবেরা হয়তো আমেরিকাকে গ্রহণ করবে না, জাতিসংঘ ও ইইউকে অবিশ্বাস করে ইসরাইল। এক্ষেত্রে ন্যাটো কাজটি করতে পারে রাশিয়াকে নিয়ে, দেশটি আবার জেরুজালেমে ভূমিকা পালনে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে ওঠেছে। *** টেম্পল মাউন্টকে আন্তর্জাতিককরণ করা কঠিন কাজ। কারণ কোনো ইসরাইলি রাজনীতিবিদই টেম্পলের ফাউন্ডেশন স্টোনের দাবি পুরোপুরি ছেড়ে দিয়ে সেই কাহিনী বলা পর্যন্ত জীবিত থাকতে পারবে না। একইভাবে কোনো ইসলামি শাসক এই হারাম আশ-শরিফের (নোবল স্যাঙচুয়ারি) ওপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসরাইলের পূর্ণ সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে বেঁচে থাকতে পারবে না। তাছাড়া ডানজিগ থেকে টিয়েস্ট পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বা মুক্ত শহরগুলো সাধারণত পুরোপুরি ব্যর্থতার মধ্যে শেষ হয়েছে।

টেম্পল মাউন্ট ভাগ করা কঠিন। হারাম এবং কোটেল, ডোম, আকসা ও ওয়াল সবাই একই কাঠামোর অংশবিশেষ। পেরেস বলেছেন, 'কেউই পবিত্রতাকে একক কর্তৃত্বে নিতে পারে না। জেরুজালেম কোনো নগরী নয়, একটি অগ্নিশিখা। আর অগ্নিশিখাকে কেউ ভাগ করতে পারে না।' অগ্নিশিখা হোক কিংবা না হোক, কাউকে না কাউকে সার্বভৌমত্ব বজায় রাখতে হবে। ফলে বিভিন্ন পরিকল্পনায় ভূপৃষ্ঠ প্রদান করা হয়েছে মুসলমানদের, আর সুড়ঙ্গগুলো এবং নিচের প্রকোষ্ঠগুলো (অর্থাৎ ফাউন্ডেশন স্টোন) দেওয়া হয়েছে ইসরাইলকে। ভূগর্ভস্থ গুহা, পাইপ ও পানি সরবরাহের প্রায় অজানা অতীতকালের অতিসূক্ষ্ম মনোবিকৃতি জেরুজালেমবাসীর জন্য দম বন্ধ করা বিষয় : কে জমিনের মালিক, ভূমির মালিক কে, স্বর্গের মালিক কে?

বিশেষ কিছু করা না হলে কোনো সমঝোতা হবে না বা হলেও টিকবে না। মানচিত্রে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব আঁকা যায়, আইনগত সমঝোতায় প্রকাশ করা যায়, এম-১৬ দিয়ে সেটা বলবৎ করা যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক, অতীন্দ্রিয় ও আবেগময়তার সংশ্লিষ্টতা না থাকলে সেটা হবে ভঙ্গুর ও অর্থহীন। সাদাত বলেছিলেন, 'আরব-ইসরাইলি সঙ্ঘাতের দুই তৃতীয়াংশই মনোস্তাত্ত্বিক।' শান্তির জন্য প্রকৃত শর্তাবলী কেবল হেরোডীয় প্রকোষ্ঠগুলোর কোন অংশ ফিলিস্তিনি বা ইসরাইলিদের হাতে থাকবে তার বিস্তারিত বর্ণনা নয়, বরং তা হতে হবে পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার স্পর্শনাতীত হৃদয়গ্রাহী অবস্থান থেকে। উভয় পক্ষেরই কেউ কেউ অন্য পক্ষের ইতিহাস অস্বীকার করে আসছে। এই গ্রন্থের যদি কোনো মিশন থাকে, আমি আবেগময় ভাষায় মনে করি, এতে অন্য পক্ষের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন উৎসাহিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। জেরুজালেমে ইহুদি ইতিহাস আরাফাতের অস্বীকার করার বিষয়টি তার নিজের ইতিহাসবিদেরাই সঠিক মনে করছে না (তাদের সবাই ব্যক্তিগতভাবে ওই ইতিহাস স্বীকার করে), তবে কেউ তার সঙ্গে ভিন্ন মত প্রকাশ করার ঝুঁকি নেয় না। এমনকি ২০১০ সালেও শুধু দার্শনিক স্যারি নুসেইবেহ একথা স্বীকার করার সাহস দেখিয়েছে যে হারাম আশ-শরিফেই ছিল ইহুদিদের টেম্পল। ইসরাইলি বসতি নির্মাণ আরব আত্মবিশ্বাস, বিশেষ করে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রের ধারণাকে অবমূল্যায়ন করছে। অবশ্য ফিলিস্তিনিদের প্রাচীন ইহুদি দাবি অস্বীকার একই রকমভাবে শান্তিপ্রক্রিয়ায় বিপর্যয়কর। এর আগে আমাদের আরেকটি বড় জটিলতার সমাধান করতে হবে : প্রত্যেককে অবশ্যই অন্যের ট্রাজেডি ও বীরত্বের পবিত্র আধুনিক বর্ণনাগুলোকে স্বীকার করে নিতে হবে। উভয়েই অপর পক্ষের বীরদের ভয়ংকর শত্রু হিসেবে তুলে ধরায় এ নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে। কিন্তু তার পরও এটা সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাই জেরুজালেম। কেউ কেউ অচিন্তনীয় কিছুও ভাবতে পারে: জেরুজালেম কি পাঁচ বা ৪০ বছর টিকে থাকবে? সব সময় আশঙ্কা থাকে, চরমপন্থীরা যেকোনো মুহূর্তে টেম্পল মাউন্ট ধ্বংস করে বিশ্বের হৃদয় গুঁড়িয়ে দিতে পারে এবং মৌলবাদীদের বোঝাতে পারে, কিয়ামতের দিন এসে পড়েছে, খ্রিস্টান ও অ্যান্টি-খ্রিস্টান শক্তির মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

জেরুজালেমবাসী লেখক অ্যামোস ওজ (বর্তমানে নেগেভে বাস করেন) এই অদ্ভুত সমাধান পেশ করেছেন : 'আমাদের উচিত হবে পবিত্র স্থানগুলোর প্রতিটি পাথর এক শ' বছরের জন্য স্ক্যানডিনেভিয়ায় নিয়ে যাওয়া। আমাদের প্রত্যেকে জেরুজালেমে একত্রে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে না শেখা পর্যন্ত সেগুলো সেখানেই রেখে দিতে হবে।' দুঃখজনক বিষয় হলো, এটা কিছুটা অবাস্তব।

১০০০ বছর জেরুজালেম ছিল কেবল ইহুদিদের, খ্রিস্টান ছিল প্রায় ৪০০ বছর এবং মুসলমানদের ছিল ১৩০০ বছর। তিন ধর্মের কেউই তরবারি, ম্যানগোনেল বা হাউটজার ছাড়া জেরুজালেমের দখল নিতে পারেনি। জাতীয়তাবাদী ইতিহাসগুলোতে বীরোচিত জয় বা ভয়াবহ বিপর্যয় ছাড়া আর কোনো পথ না থাকার কঠিন পরিস্থিতির কথা বলা হয়। কিন্তু আমি এখানে যে ইতিহাস বলার চেষ্টা করেছি তাতে দেখা যায়, কোনো কিছুই অনিবার্য ছিল না, সব সময় বিকল্প ছিল। জেরুজালেমবাসীর ভাগ্য ও পরিচিতি খুব কমই স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। এখনকার মতোই হেরোডীয়, ক্রুসেডার বা ব্রিটিশ জেরুজালেমের জীবন ছিল জটিল এবং অতি সূক্ষ্ম।

শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের পাশাপাশি নাটকীয় বিপ্লবও ঘটেছে। অনেক সময় ডিনামাইট, স্টিল ও রক্ত জেরুজালেমকে বদলে দিয়েছে। অনেক সময় প্রজন্ম পরম্পরায় গাওয়া গান, লালিত ঐতিহ্য, কথিত গল্প, আবৃত্তি কবিতা, খোদিত ভাস্কর্যের মন্থর বিবর্তনের পরিক্রমায় বদলিয়েছে জেরুজালেম। পরিবারগুলোর অর্ধচেতন দুর্বোধ্য গতানুগতিক সূচি কয়েক শতাব্দী ধরে সর্পিল সিঁড়িগুলোর ছোট ছোট ধাপে ঘুরপাক খেয়ে হঠাৎ দ্রুত লাফ দিয়ে প্রতিবেশীর দোরগোঁড়ায় পৌঁছে গেছে, চকচকে না হওয়া পর্যন্ত অমসৃণ পাথরগুলো ঘষা হয়েছে।[১]

জেরুজালেম অনেকভাবেই খুবই প্রীতিময়। আবার কোনো কোনো ব্যাপারে ঘৃণায় পরিপূর্ণ। সব সময় পবিত্রতার সঙ্গে মিশে থাকে ক্রোধ। বেপরোয়া, উদ্ভট কুরুচিপূর্ণ এবং সৌন্দর্যে ভরপুর, অন্য যেকোনো স্থানের চেয়ে অনেক বেশি ভাবাবেগপূর্ণ। সবকিছুই মনে হয় একই আছে, যদিও কোনো কিছুই নিশ্চল নয়। প্রতিদিন ভোরে তিন ধর্মের তিনটি তীর্থস্থান তাদের নিজস্ব পন্থায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

* ২০০৯/২০১০ সালে বৃহত্তর জেরুজালেমে জনসংখ্যা ছিল সাত লাখ ৮০ হাজার : এদের মধ্যে ইহুদি পাঁচ লাখ ১৪ হাজার ৮০০ (উগ্র-অর্থোডক্স এক লাখ ৬৩ হাজার ৮০০সহ) এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরব দুই লাখ ৬৫ হাজার ২০০। ওল্ড সিটিতে আরব প্রায় ৩০ হাজার, ইহুদি সাড়ে তিন হাজার। পূর্ব জেরুজালেমের নতুন উপশহরগুলোতে দুই লাখ ইসরাইলি বাস করছে।

** দুর্বল কোয়ালিশন সরকার-সংবলিত ইসরাইলের অকার্যকর গণতন্ত্রে জাতীয়-ধর্মীয় সংগঠনগুলো জেরুজালেমের পরিকল্পনা ও প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যক্রমে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ২০০৩ সালে ইসরাইল ওল্ড সিটির পূর্বে ইস্ট ওয়ান (ই১) সেকশন নির্মাণ শুরু করে। এটা কার্যত পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব জেরুজালেমকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে এবং এর ফলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র সৃষ্টি বাধাগ্রস্ত করবে। ইসরাইলি উদারপন্থীরা এবং আমেরিকা এই উদ্যোগ বন্ধ করতে ইসরাইলকে অনুরোধ করলেও শেখ জারা ও সিলওয়ানের কাছাকাছি আরব এলাকায় ইহুদি বসতি স্থাপন পরিকল্পনা অব্যাহত রাখা হয়। সিলওয়ান অনেকবার খননকৃত প্রাচীন সিটি অব ডেভিডের খুব কাছে। ইহুদি জাতীয়তাবাদী-ধর্মীয় ফাউন্ডেশন ইলাদ অত্যন্ত মূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং ইহুদি জেরুজালেমের কাহিনী বর্ণনার একটি ভিজিটর্স সেন্টার পরিচালনা করে। তারা আরো ইহুদি বসতি এবং কিং ডেভিড পার্ক (তাদের ভাষায় কিং'স গার্ডেন) নির্মাণের জন্য ফিলিস্তিনি অধিবাসীদের পাশের হাউজিংয়ে সরিয়ে নেওয়ারও পরিকল্পনা করছে। এ ধরনের পরিস্থিতি প্রত্নতাত্ত্বিক পেশাদারিত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী ইতিহাসবিদ ড. রাফায়েল গ্রিনবার্গ প্রত্নতাত্ত্বিকদের 'সেক্যুলার একাডেমিক দৃষ্টিভঙ্গির' প্রতিনিধিত্ব করেন। এই প্রকল্পের পৃষ্ঠপোষকেরা 'তাদের ধারণা-সংবলিত জেরুজালেমের ইতিহাসের বৈধতা দেয় এমন ফলাফল' আশা করে। তবে এখন পর্যন্ত গ্রিনবার্গের ভয়টা বাস্তবে রূপ লাভ করেনি। প্রত্নতাত্ত্বিকদের সততা উচ্চপর্যায়ের ছিল, আমরা দেখেছি যে, বর্তমান খননে ইহুদি নয়, ক্যানানাইট প্রাচীর পাওয়া গেছে। বলাই বাহুল্য, এসব স্থান ফিলিস্তিনি ও ইসরাইলি উদারপন্থীদের প্রতিবাদের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।

***জেরুজালেমের জন্য রাশিয়ান ভক্তি আধুনিকায়ন করা হয়েছে ভ্লাদিমির পুতিনের লালিত একনায়কতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্য। ২০০৭ সালে পুতিন সাবেক সোভিয়েত মস্কো প্যাট্রিয়াচেট ও হোয়াইট রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চ আউটসাইড রাশিয়ার পুনঃমিলন তত্ত্বাবধান করেন। হাজার হাজার উৎফুল্ল রাশিয়ান তীর্থযাত্রীতে রাস্তাগুলো আবার ভরে যায়। ক্রেমলিনের এক প্রভাবশালী কর্মকর্তার নেতৃত্বে সেন্টার ফর ন্যাশনাল গ্লোরি এবং দ্য অ্যাপস্টল আন্দ্রেই ফাউন্ডেশন বিমানে করে হলি ফায়ার (পবিত্র অগ্নি) মস্কোতে নিয়ে আসে। ডেভিড'স টম্বের (দাউদের সমাধি) বাইরে 'জার ডেভিড'-এর প্রমাণ আকারের লোকমনোরঞ্জক স্বর্ণমূর্তি শোভা পাচ্ছে। পুনঃজীবিত প্যালেস্টাইন সোসাইটির প্রধান সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন স্টেপাশিন বলেছেন, 'জেরুজালেমের কেন্দ্রে একটি রাশিয়ান পতাকা অমূল্য বিষয়।'

এই সকালে

ভোর ৪.৩০-এ ওয়েস্টার্ন ওয়াল এবং ধর্মীয় স্থানগুলোর রাব্বি স্যামুয়েল রবিনোভিটজ ঘুম থেকে ওঠে তাওরাত পাঠসহ তার দৈনন্দিন শাস্ত্রাচার শুরু করেন। তিনি জুইশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোয়ার্টার থেকে হেঁটে পবিত্র ওয়ালে (যেটি কখনো বন্ধ হয় না) যান, হেরোডীয় পাথরের বিশাল স্তরগুলো তখন অন্ধকারে দীপ্তি ছড়াতে থাকে। ইহুদিরা সেখানে সারা দিন, সারা রাত প্রার্থনা করে।

রাব্বি সাহেবের বয়স ৪০। রাশিয়ান অভিবাসীদের বংশধর তিনি। সাত প্রজন্ম আগে তার পূর্বপুরুষেরা গেরার ও লুবাভিটচার রাজসভা থেকে জেরুজালেমে অভিবাসন করেছিল। তিনি সাত সন্তানের পিতা, নীল চোখে চশমা পরেন। দাড়ি আছে। কালো জামা ও টুপি পরে জুইশ কোয়ার্টার থেকে যাত্রা শুরু করেন। শীতে বা গরমে, বৃষ্টি পড়ুক কিংবা বরফ জমুক, হেরোড দ্য গ্রেটের ওয়ালটি তার সামনে ভেসে না ওঠা পর্যন্ত তিনি চলতেই থাকেন। 'বিশ্বের বৃহত্তম সিনাগগটির কাছে এলে' প্রতিবারই তার 'হৃদপিণ্ড থমকে' যায়। 'এসব পাথরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের বিষয়টি প্রকাশ করার পার্থিব কোনো উপায় নেই। এটাই আধ্যাত্মিকতা।'

হেরোডের পাথরগুলোর অনেক ওপরে ডোম অব দ্য রক এবং আল-আকসা। ইহুদিরা এগুলোকে বলে 'ঈশ্বরের ঘরের পর্বত' (মাউন্টেন অব দ্য হাউজ অব গড)। 'ওখানে আমাদের সবার জায়গা আছে,' বললেন রাব্বি। তবে তিনি টেম্পল মাউন্টে অনভিপ্রেতভাবে প্রবেশের ধারণা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তার মতে, 'একদিন ঈশ্বর টেম্পলটি আবার নির্মাণ করবেন, মানুষের হস্তক্ষেপ করার কোনো অবকাশ নেই। এটা কেবল ঈশ্বরেরই ব্যাপার।'

AMARBOI.COM

রাব্বি হিসেবে তার দায়িত্ব পবিত্র ওয়ালটি পরিষ্কার রাখা। পাথরের ফাঁকগুলো প্রার্থনাকারীদের গুঁজে দেওয়া নোটে পরিপূর্ণ। বছরে দুবার- পাশওভার ও রোশ হাশান-াহ'র আগে- এসব নোট পরিষ্কার করা হয়। এগুলোও পবিত্র বিবেচিত হয়, তিনি এগুলো মাউন্ট অব অলিভসে কবর দেন।

তিনি যখন পবিত্র ওয়ালের কাছে পৌঁছেন, তখন সূর্য উঠছে, সেখানে তখনই প্রায় ৭০০ ইহুদি প্রার্থনা করছে। তবে তিনি *মিনিয়ান* নামের একটি গ্রুপকে সব সময় পবিত্র ওয়ালের পাশে এক বিশেষ স্থানে প্রার্থনা করতে দেখেন : 'শাস্ত্রাচার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতে করে প্রার্থনায় মনোনিবেশন করা যায়।' তবে তিনি এই *মিনিয়ানদের* শুভেচ্ছা জানালেন না। তিনি মাথা ঝোঁকালেও কোনো কথা হলো না : 'প্রথম কথা হবে ঈশ্বরের জন্য।' তিনি তার বাহুর পাশে *টেফিলিন* বেঁধে সকালের প্রার্থনা আওড়াতে লাগলেন। *শ্যাচারিত* থেকে তার আবৃত্তি শেষ হলো 'ঈশ্বর আমাদের জাতিকে শান্তিতে রাখুন' বলে। এরপরই কেবল তিনি তার বন্ধুদের যথাযথভাবে শুভেচ্ছা জানালেন। পবিত্র ওয়ালের দিন শুরু হয়ে গেল।

ভোর ৪টার সামান্য আগে, স্যামুয়েল রবিনোভিটজ যেভাবে জুইশ কোয়ার্টারে যখন জেগেছেন, শেখ জারায় ওয়াজিহ আল-নুসাইবেহ'র জানালায় তখন হালকা টোকা পড়ল। তিনি দরজা খুললে ৮০ বছর বয়স্ক আদেদ আল-জুদেহ তাকে ১২ ইঞ্চি লম্বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগীয় একটি ভারী চাবি দিলেন। নুসেইবেহ'র বয়স এখন ৬০। জেরুজালেমের অন্যতম বনেদি পরিবারের বংশধর তিনি।* তিনি ইতোমধ্যে স্যুট ও টাই পরে ফেলেছিলেন, দ্রুত দামাস্কাস গেট দিয়ে হলি সেপালচরের চার্চের দিকে ছুটতে শুরু করলেন।

নুসেইবেহ ২৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে হলি সেপালচরের তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করছেন। ঠিক ৪টায় পৌঁছে মেলিসেন্দের রোমানেস্ক বহির্ভাগের সামনে বিশাল প্রাচীন দরজাগুলোতে টোকা দেন। আগের দিন রাত ৮টায় তিনি দরজাটি বন্ধ করেছিলেন। ভেতরে তখন গ্রিক, ল্যাতিন ও আর্মেনিয়ান সেক্সটনেরা (ঘণ্টা বাজানো, কবর খোঁড়া ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত গির্জার কর্মচারী) আলোচনা করে ঠিক করে ফেলেছে, ওই নির্দিষ্ট দিনে কে দরজাগুলো খুলবে। বিদ্যমান তিন সম্প্রদায়ের পাদ্রিরা প্রফুল্লদায়ক সাহচর্য ও শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রাতটি কাটিয়েছে। ভোর ২টায় প্রভাবশালী অর্থোডক্সেরা (প্রতিটি বিষয়েই তারা প্রথম) ভজন শুরু করে দিয়েছে, আটজন পাদ্রি গ্রিক ভাষায় টম্বের পাশে স্তুতি করছিল। তারপর তারা সেটা আর্মেনিয়ানদের জন্য ছেড়ে দিল তাদের আর্মেনিয়ানে *বেদারক* উপাসনা অনুষ্ঠানের জন্য। দরজাগুলো খোলার সময় থেকে এই অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে। ক্যাথলিকদের সুযোগ আসে ৬টার দিকে। এ সময় সব ধর্মসম্প্রদায় তাদের প্রভাত-সঙ্গীত উপাসনা চালিয়ে যায়। রাতে কেবল একজন কপ্টিককে চার্চের ভেতরে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়, তিনি প্রাচীন কপ্টিক মিসরীয় ভাষায় একাকী প্রার্থনা করেন।

AMARBOI.COM

দরজাগুলো খুলে গেলে ইথিওপীয়রা তাদের রুফটপ (ছাদ) মঠ ও সেন্ট মাইকেল'স চ্যাপেলে (এর প্রবেশপথ প্রধান দরজার ঠিক ডান দিকে) অ্যামহারিক ভাষায় ভজন শুরু করে দেয়। তাদের উপাসনা এত দীর্ঘ হয় যে তারা রাখালদের ছড়িতে ভর করে থাকে। ক্লান্ত প্রার্থনাকারীদের সহায়তা করতে এসব ছড়ি চার্চগুলোতে মজুত থাকে। রাতের বেলায় চার্চটিতে অনেক ভাষায় মধুর সঙ্গীত অনুরণিত হয়, মনে হয় পাথুরে বনে অসংখ্য পাখি নিজ নিজ সুরে গান গাইছে। এটাই জেরুজালেম, আর নুসেইবেহ জানেন না কী ঘটতে যাচ্ছে : 'আমি জানি হাজার হাজার লোক আমার ওপর নির্ভরশীল। ভয় লাগে চাবি যদি না খোলে বা কোনো ভুল হয়ে যায়। ১৫ বছর বয়স থেকে আমি দরজা খুলছি। প্রথমে এটা একটা মজার কাজ মনে হতো। কিন্তু এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।' যুদ্ধ বা শান্তি যা-ই হোক না কেন, তাকে অবশ্যই দরজা খুলতে হবে। তিনি জানান, ঠিক সময় দরজা খোলা নিশ্চিত করতে তার পিতা প্রায়ই চার্চের লবিতে ঘুমাতেন।

অবশ্য নুসেইবেহ জানেন যে বছরে বেশ কয়েকবার পাদ্রিদের মধ্যে কলহের আশঙ্কা থাকে। এমনকি এই ২১ শতকেও পাদ্রিরা অপ্রত্যাশিত সৌজন্যতা, সদাচরণ রক্ষা করা এবং কবরতুল্য ক্লান্তিকর দীর্ঘ রাত্রিগুলো ফাঁকে ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এ ছাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে জমে থাকা ঐতিহাসিক ক্ষোভ যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে, বিশেষ করে ইস্টারে।

চার্চের বেশির ভাগ অংশ দখলকারী এবং সংখ্যায় অনেক বেশি গ্রিকেরা ক্যাথলিক ও আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করে, যুদ্ধে সাধারণত তারাই জয়ী হয়। একই একেশ্বরবাদের অনুসারী হলেও কপ্ট ও ইথিওপিয়দের পরস্পরের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষভাবাপন্ন। ছয় দিনের যুদ্ধের পর চার্চে ইসরাইলের বিরল হস্তক্ষেপে নাসেরের মিসরকে শাস্তি এবং হাইলে সেলাসির ইথিওপিয়াকে সমর্থন দিতে কপ্টিক সেন্ট মাইকেলস চ্যাপেলটি ইথিওপিয়ানদের দিয়ে দেওয়া হয়। শান্তি আলোচনায় মিসরীয় দাবিগুলোর মধ্যে সাধারণত কপ্টদের বক্তব্যও স্থান পায়। ইসরাইলি হাইকোর্ট রায় দেয়, সেন্ট মাইকেলস কপ্টদের। কিন্তু তবুও এটা ইথিওপিয়দের মালিকানাতেই রয়ে গেছে, যা জেরুজালেমের স্বকীয় সমাধান। ২০০২ সালের জুলাই মাসে ইথিওপিয়দের বিধ্বস্ত রুফটপ মঠের কাছে রোদ পোহাচ্ছিলেন এক কপটিক পাদ্রি। এ সময় আফ্রিকান ভাইদের প্রতি কপ্টিকদের বাজে আচরণের প্রতিশোধ নিতে তাকে লৌহদণ্ড দিয়ে পেটানো হয়। কপ্টিকরা তাদের পাদ্রির সাহায্যে ছুটে আসে। পরিণতিতে চারজন কপ্টিক ও সাতজন ইথিওপীয়কে (এখানে তারা প্রতিটি মারামারিতে হেরে যায়) হাসপাতালে পাঠানো হলো।

AMARBOI.COM

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে হলি ক্রস পর্বে গ্রিক প্যাট্রিয়ার্ক আইরেনস ফ্রান্সিসক্যানদেরকে অ্যাপারিশন চ্যাপেলের দরজা বন্ধ করতে অনুরোধ করেন। তারা তা করতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি তার দেহরক্ষী ও পাদ্রি দলকে ল্যাতিনদের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেন। ইসরাইলি পুলিশ হস্তক্ষেপ করলে তাদের ওপর পাদ্রিরা আক্রমণ করে। পাদ্রিরা ফিলিস্তিনি পাথর নিক্ষেপকারীদের মতোই বৈরী হয়ে থাকে। ২০০৫ সালের হলি ফায়ারে গ্রিকদের বদলে আর্মেনীয় অধ্যক্ষ অগ্নিশিখা হাতে আবির্ভূত হওয়ার উপক্রম করলে কিলাকিলি শুরু হয়ে যায়।** জাফা গেটের বাইরের ইম্পেরিয়াল হোটেলটি বসতি স্থাপনকারীদের কাছে বিক্রি করার জন্য মুষ্টিযোদ্ধাসুলভ প্যাট্রিয়ার্ক আইরেনস শেষ পর্যন্ত অপসারিত হন। নুসেইবেহ ক্লান্তিকর উদাসিনতার সঙ্গে বললেন : 'তাদের মধ্যে গোলমালের সৃষ্টি হলে ভাই হিসেবে আমি নিষ্পত্তির চেষ্টা করি। এই পূণ্যস্থানে শান্তি বজায় রাখার জন্য আমরা জাতিসংঘের মতো নিরপেক্ষ।' প্রতিটি খ্রিস্টান পর্বে নুসেইবেহ ও জুদেহ জটিল ভূমিকা পালন করেন। হলি ফায়ারের উত্তেজনাকর ও জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে নুসেইবেহ হন আনুষ্ঠানিক প্রত্যক্ষদর্শী।

এখন সেক্সটন ডান দিকের দরজার একটি ছোট অংশ খুলে সেটা দিয়ে একটি মই বের করে দেন। নুসেইবেহ মইটি নিয়ে সেটাকে বাম দিকের দরজায় স্থাপন করেন। তিনি তার বিশাল চাবিটি দিয়ে ডান দরজার নিচের দিকের তালা খোলেন, তারপর মই বেয়ে উপরের তালাটি খোলেন। তিনি নিচে নেমে এলে পাদ্রিরা ডান দিকের বিশাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজাটি খোলেন, তারপর তারা দরজার বাম দিকের পাল্টা খোলেন। নুসেইবেহ ভেতরের পাদ্রিদের 'সালাম' (শান্তি) বলে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

তারাও আশাবাদী হয়ে জবাব দেন 'সালাম!' নুসেইবেহ ও জুদেহরা অন্তত ১১৯২ সাল থেকে সেপালচরের দরজাগুলো খুলে আসছেন। ওই সময় সালাহউদ্দিনই জুদেহদের 'চাবির অভিভাবক' এবং নুসেইবেহদের 'হলি সেপালচর চার্চের অভিভাবক ও দ্বাররক্ষক' (ওয়াজিহ'র বিজনেস-কার্ডে এমনটাই বলা হয়েছে) নিযুক্ত করেছিলেন। নুসেইবেহরা ডোমের সাখরার (পবিত্র পাথর, দ্য রক) উত্তরাধিকারসূত্রে পরিষ্কারকও নিযুক্ত হয়। তারা দাবি করে, ৬৩৮ সালে খলিফা ওমরই তাদের ওই পদে নিযুক্ত করেছিলেন, সালাহউদ্দিন কেবল তাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে গেছেন। ১৮৩০-এ দশকে আলবেনীয়দের বিজয় পর্যন্ত তারা ছিল অত্যন্ত ধনী। এখন তারা ট্যুর গাইড হিসেবে কোনো রকমে বেঁচে আছে।

অবশ্য এই দুই পরিবারের মধ্যেও সার্বক্ষণিক বিরোধ রয়েছে। ২২ বছর ধরে চাবি হেফাজতকারী অশীতিপর জুদেহ বলেন, 'নুসেইবেহরা আমাদের সমতুল্য নয়। তারা স্রেফ দ্বাররক্ষক!' আর নুসেইবেহ জোর দিয়ে বলেন, 'জুদেহদের দরজা বা তালা স্পর্শ করার অধিকার পর্যন্ত নেই।' তাদের এই অভিমত খ্রিস্টানদের মধ্যকার বিবাদের ইসলামি রূপ বলা যায়। ওয়াজিহ'র ছেলে ওবাদাহ (পারসন্যাল ট্রেইনার) তার উত্তরসূরি। নুসেইবেহ ও জুদেহ তাদের ৮ শ' বছরের পূর্বসূরিদের মতো লবিতে দিনের কিছুটা সময় কাটান, তবে কখনো একসঙ্গে নয়। 'আমি এখানকার প্রতিটি পাথর চিনি, এটা আমার বাড়ির মতোই,' স্বপ্নাচ্ছন্নভাবে বললেন নুসেইবেহ। তিনি চার্চটিকে পবিত্র মনে করেন : 'আমরা মুসলমানেরা মোহাম্মদ, যিশু ও মুসাকে নবি মনে করি এবং মেরিকে [মরিয়ম] পবিত্র বিবেচনা করি। ফলে এটা আমাদের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান।' তিনি নামাজ পড়তে চাইলে দরজার পাশের মসজিদে (খ্রিস্টানদের মধ্যে সম্ভ্রম সৃষ্টির জন্য নির্মিত) কিংবা পাঁচ মিনিট হেঁটে আল-আকসায় যেতে পারেন।

রাব্বি যখন পবিত্র ওয়ালের দিকে হাঁটতে শুরু করেন এবং নুসেইবেহ যখন সেপালচরের চাবি প্রদানের জন্য জানালায় টোকা শুনতে পান, ঠিক একই সময় আদেব আন-আনসারি (৪২ বছর বয়স্ক এবং পাঁচ সন্তানের পিতা) কালো জ্যাকেট পরে তার মামলুক বাড়ি থেকে বের হন। মুসলিম কোয়ার্টারে এই বাড়িটি তার পারিবারিক *ওয়াকফ* সম্পত্তি। তিনি পাঁচ মিনিট হেঁটে উত্তর-পূর্ব দিকের বাব আল-ঘাওয়ানমেহ যান, নীল পোশাক পরিহিত ইসরাইলি পুলিশের চেক-পয়েন্ট অতিক্রম করেন। অবাক করা বিষয় হলো অনেক সময় ইহুদিদের হারাম আশ-শরিফে প্রবেশ বন্ধ করতে সেখানে দ্রুজ বা গ্যালিলিয়ান আরবরাও দায়িত্ব পালন করে।

পবিত্র চত্বরটি এখন বৈদ্যুতিক বাতিতে আলোকিত হয়। তার পিতার সবগুলো লণ্ঠন জ্বালাতে দুই ঘণ্টা লাগত। হারাম নিরাপত্তা কর্মীদের সঙ্গে সালাম বিনিময় করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি ডোম অব দ্য রকের চারটি প্রধান ফটক এবং আল-আকসার ১০টি ফটক খোলার কাজ শুরু করেন। এতে ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। আনসারিরা মদিনায় হজরত মোহাম্মদের সময়কালের মদিনার আনসারদের বংশধর। তারা দাবি করে, হজরত ওমর তাদেরকে হারামের অভিভাবকত্ব প্রদান করেছেন। তবে বলা নিষ্প্রয়োজন, ওই পদে তাদের দায়িত্ব নিশ্চিত করেছিলেন সালাহউদ্দিন। (এই পরিবারের কুলাঙ্গার ছিলেন হারামের শেখ, মন্টি পার্কার তাকে ঘুষ দিয়েছিলেন।)

ফজরের নামাজের এক ঘণ্টা আগে মসজিদটি খোলা হয়। তিনি অবশ্য প্রতি ভোরে এই কাজটি করেন না, এখন তার একটি দল আছে। তবে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারী হওয়ার আগে তিনি প্রতিদিন সকালে গর্বের সঙ্গে দায়িত্বটি পালন করতেন : 'এটা প্রথমত স্রেফ একটি চাকরি, তারপর পারিবারিক পেশা এবং একটি বিশাল দায়িত্ব, তবে সর্বোপরি এটা সম্মানিত ও পবিত্র কাজ। তবে পারিশ্রমিক তেমন নেই। আমি মাউন্ট অব অলিভসে একটি হোটেলের রিসিপশনে কাজ করি।'

হারামের উত্তরাধিকারী পদগুলো ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। শিহাবিরা আরেকটি বনেদি পরিবার। লেবাননি রাজবংশের উত্তরসূরি এই পরিবারের সদস্যরা লিটল ওয়ালের কাছে তাদের নিজস্ব পারিবারিক *ওয়াকফে* বাস করে। তারা ছিলেন নবিজির দাড়ি মোবারকের তত্ত্বাবধায়ক। দাড়ি মোবারক বা চাকরি কোনোটিই এখন নেই। তবে স্থানটির আকর্ষণ ঠিকই রয়ে গেছে। শিহাবিরা এখনো হারামে কাজ করে।

রাব্বি যখন পবিত্র ওয়ালের দিকে হাঁটেন, নুসেইবেহ যখন চার্চের দরজাগুলোর দিকে যান, আনসারি যখন হারামের ফটকগুলো খুলে দেন, তখন নাজি কাজাজ তার বাব আল-হাদিদের বাড়ি (২২৫ বছর ধরে বাড়িটির মালিক তার পরিবার) থেকে বের হয়ে কয়েক গজ দূরে আয়রন গেট দিয়ে হারামে প্রবেশ করেন। তিনি সরাসরি আল-আকসার ভেতরের মাইক্রোফোন ও মিনারেল ওয়াটারের বোতলভর্তি একটি ছোট কক্ষে প্রবেশ করেন। ১৯৬০ সাল পর্যন্ত কাজাজ পরিবার মিনারটি ব্যবহার করত। তবে এখন এই কক্ষটিকে আজানের জন্য অ্যাথলেটদের মতো প্রস্তুতি নিতে ব্যবহার করা হয়। কাজাজ ২০ মিনিট বসেন, টানটান হন, পবিত্র কাজটির জন্য নিজেকে তৈরি করে নেন। তারপর শ্বাস টানেন, পানি দিয়ে গারগল করেন, মাইক্রোফোনটি ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করেন। ঘড়িতে সময় নির্দেশ করলে তিনি কিবলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে *আজান* দিতে শুরু করেন, ওল্ড সিটিজুড়ে সেটা অনুরণিত হয়।

মামলুক সুলতান কুতাইবার আমল থেকে ৫০০ বছর ধরে কাজাজ পরিবার আল-আকসায় মোয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করছে। নাজি ৩০ বছর ধরে মোয়াজ্জিন। তার কাজে সহায়তা করে তার ছেলে ফিরাজ এবং দুই কাজিন।

জেরুজালেমে সূর্যোদয় হতে এখনো এক ঘণ্টা বাকি। ডোম অব দ্য রক এখন খোলা : মুসলমানেরা নামাজ পড়ছে। পবিত্র ওয়াল সব সময় খোলা থাকে : ইহুদিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপাসনা করছে। হলি সেপালচরের চার্চটি খোলা : খ্রিস্টানেরা অনেক ভাষায় প্রার্থনা করছে। জেরুজালেমের ওপরে সূর্য ওঠছে, এর রশ্মি পবিত্র ওয়ালের হেরোডীয় পাথরগুলোকে বরফের মতো ধবধবে করে ফেলেছে- ঠিক দুই হাজার বছর আগে জোসেফাস যেমন বর্ণনা করেছিলেন- এবং তারপর ডোম অব দ্য রকের গৌরবজ্জ্বল সোনায় স্পর্শ করছে, সূর্যের দিকে চকচকে আলো প্রতিফলিত হচ্ছে। যে পবিত্র চত্বরে বেহেশত ও জমিন মিশেছে, যেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাত ঘটে মানুষের, সেই স্থান এখনো মানবিক অনুভূতির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কেবল সূর্যের আলোই তা করতে পারে। অবশেষে জেরুজালেমের সবচেয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত ও রহস্যময় স্বপ্ন-সৌধে আলো পড়েছে। সূর্যরশ্মিতে অবগাহন করে উদ্ভাসিত হওয়ায় অট্টালিকাটি তার স্বর্ণালি নাম পেয়েছে। তবে গোল্ডেন গেট বন্ধই রয়ে গেছে, কিয়ামতের দিন পর্যন্ত এমনই থাকবে।[১]

* জেরুজালেমে পরিবারগুলো এখনো গুরুত্বপূর্ণ। ফয়সাল হোসেইনির ইন্তিকালের পরে আরাফাত স্যারি নুসেইবেহকে (ওয়াজিহ'র কাজিন) জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তবে তিনি আত্মঘাতী বোমা হামলা প্রত্যাখ্যান করলে আরাফাত তাকে বরখাস্ত করেন। আল-কুদস ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা নুসেইবেহ এখনো নগরীতে স্বকীয় মতবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত, উভয় পক্ষের প্রশংসাভাজন। এই গ্রন্থটি লেখার সময় জেরুজালেমে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি ছিলেন আদনান আল-হোসেইনি। তার আরেক কাজিন ড. রফিক আল-হোসেইনি প্রেসিডেন্ট আব্বাসের উপদেষ্টা। খালিদি পরিবারের রাশিদ খালিদি বারাক ওবামার উপদেষ্টা। তিনি নিউ ইয়র্কে কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটির মডার্ন আরব স্টাডিজের অ্যাডওয়ার্ড সাইদ অধ্যাপক।

** মৃত্যুর আগে ১৯৯২ সালে জেরুজালেমে শেষ সফরের আগে অ্যাডওয়ার্ড সাইদ চার্চ সম্পর্কে বলেছিলেন, 'খিটখিটে মেজাজের মধ্যযুগীয় পর্যটককে গাদাগাদি করে থাকা বিপর্যয়কর ও স্বল্পালোকিত অচেনা, জরাজীর্ণ, আকর্ষণহীন স্থান, যেখানে কপ্টিক, গ্রিক, আর্মেনিয়ান ও অন্যান্য খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের আকর্ষণহীন যাজকীয় উদ্যান লালন করে, অনেক সময় একে অপরের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদে মেতে ওঠে।' প্রকাশ্য বিবাদের সবচেয়ে বিখ্যাত চিহ্নটি হচ্ছে চার্চের আঙিনার ডান জানালার বাইরের ব্যালকনিতে থাকা আর্মেনীয়দের একটি ছোট মই। ট্যুর গাইডগুলোতে দাবি করা হয়, অন্য সম্প্রদায়গুলোর লোকদের সহায়তা ছাড়া মইটা সরানো যাবে না। বস্তুত এই মই বেয়ে আর্মেনীয় অধ্যক্ষ ব্যালকনিতে তার বন্ধুদের নিয়ে কফি পান করতে যান এবং তার ফুল বাগানের পরিচর্যা করেন। ব্যালকনিটি পরিষ্কার করার জন্য মইটি সেখানে রাখা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THE MACCABEES: KINGS AND HIGH PRIESTS

160 BC–37 BC

Rulers are in capitals; dates refer to the dates of their reigns

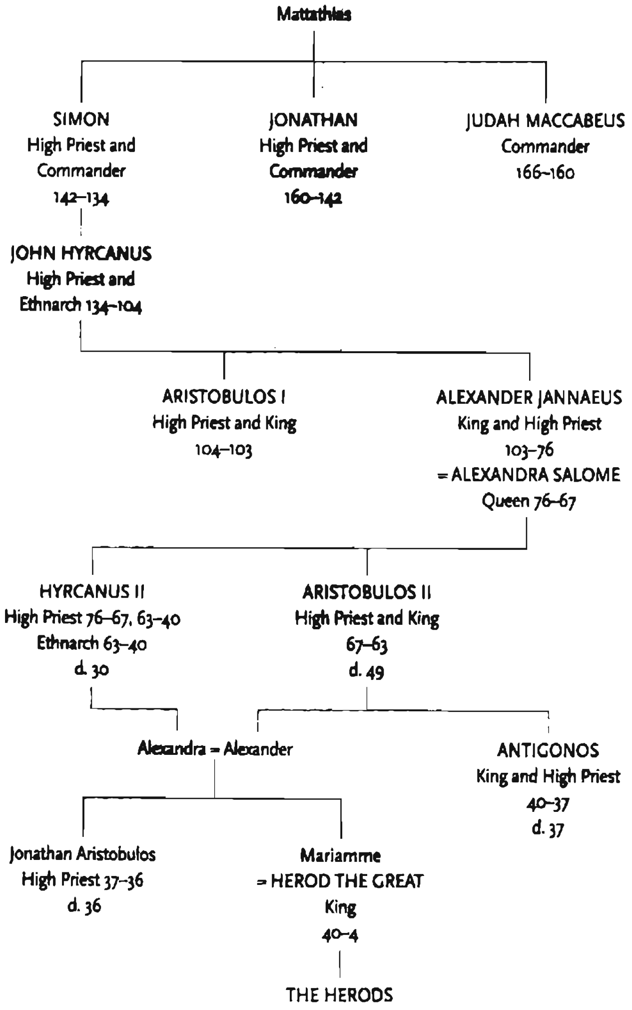

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THE HERODS
37 BC–AD 100

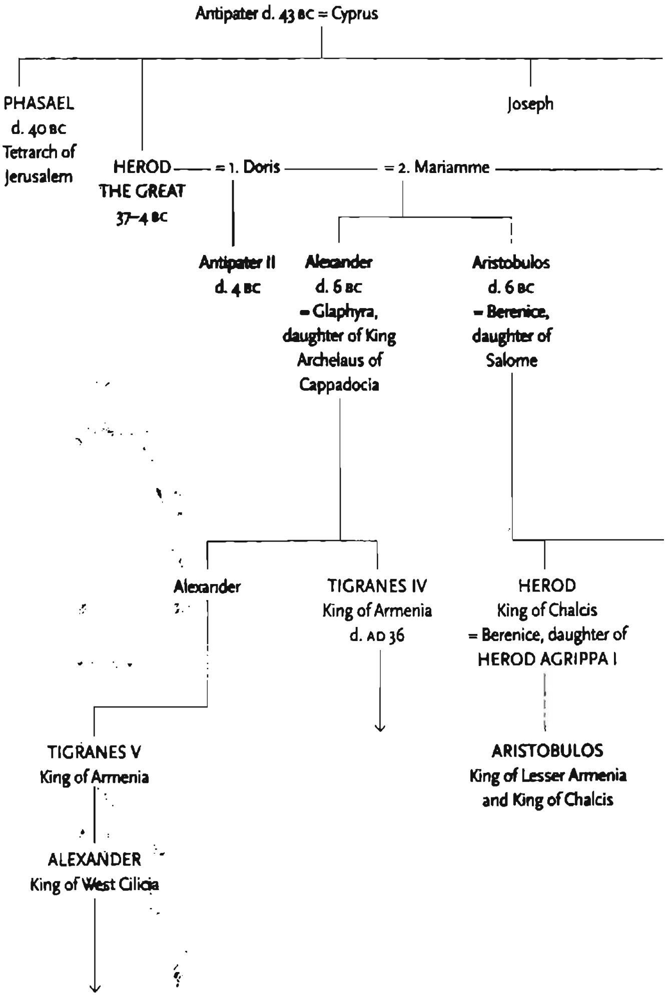

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Rulers are in capitals; dates refer to the dates of their reigns.
This family tree shows only the Herodian rulers. The Herodians frequently intermarried making a full family tree extremely complex.

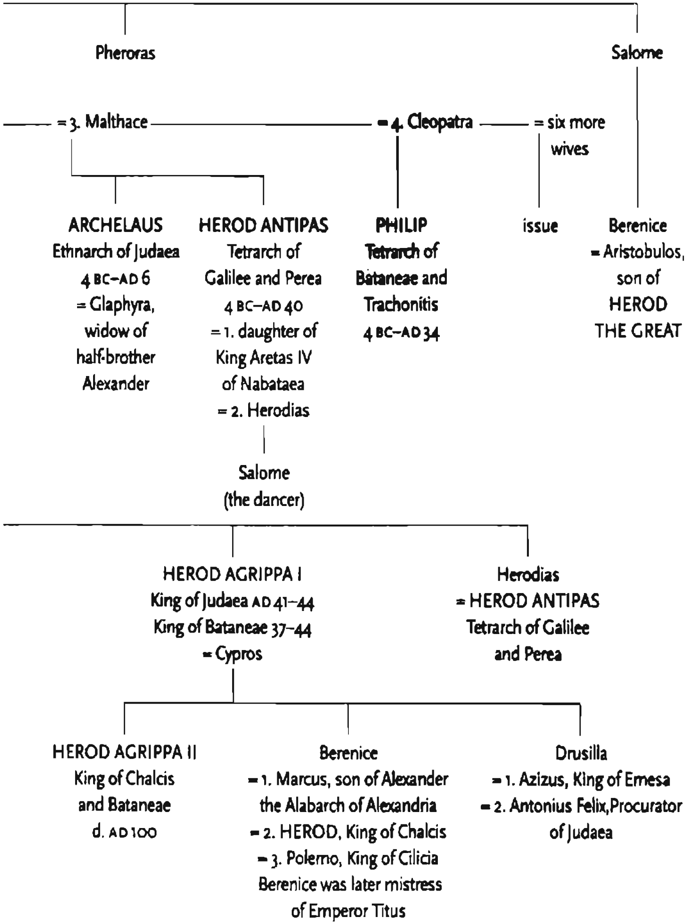

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THE PROPHET MUHAMMAD AND THE ISLAMIC CALIPHS AND DYNASTIES

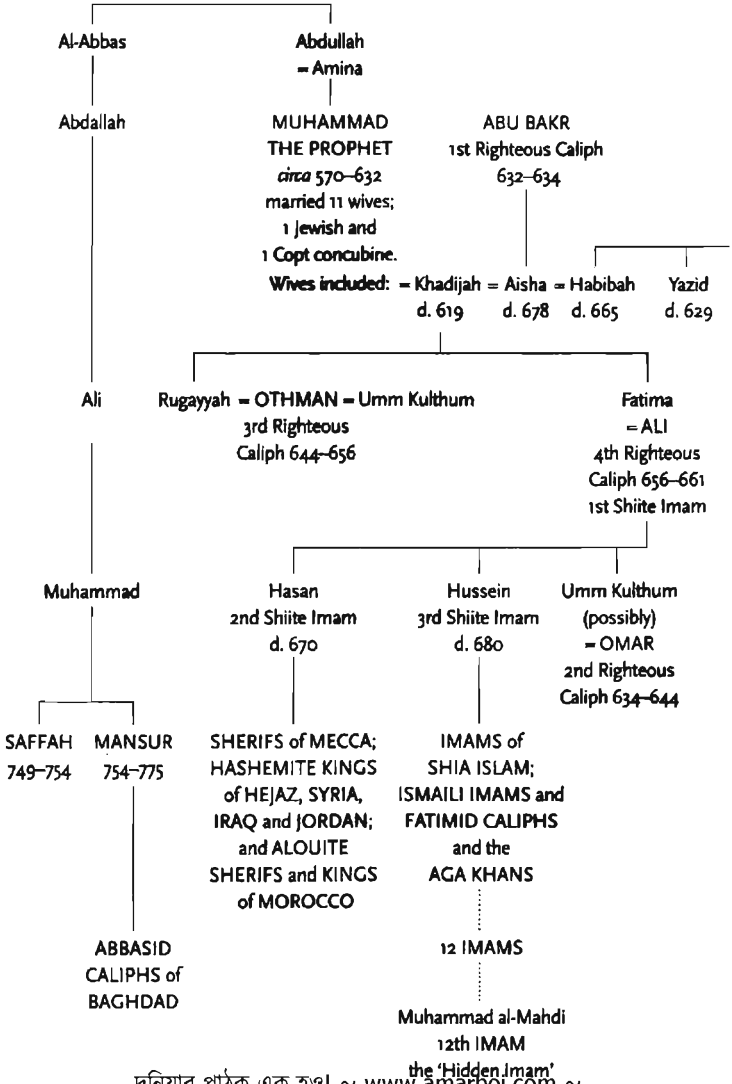

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

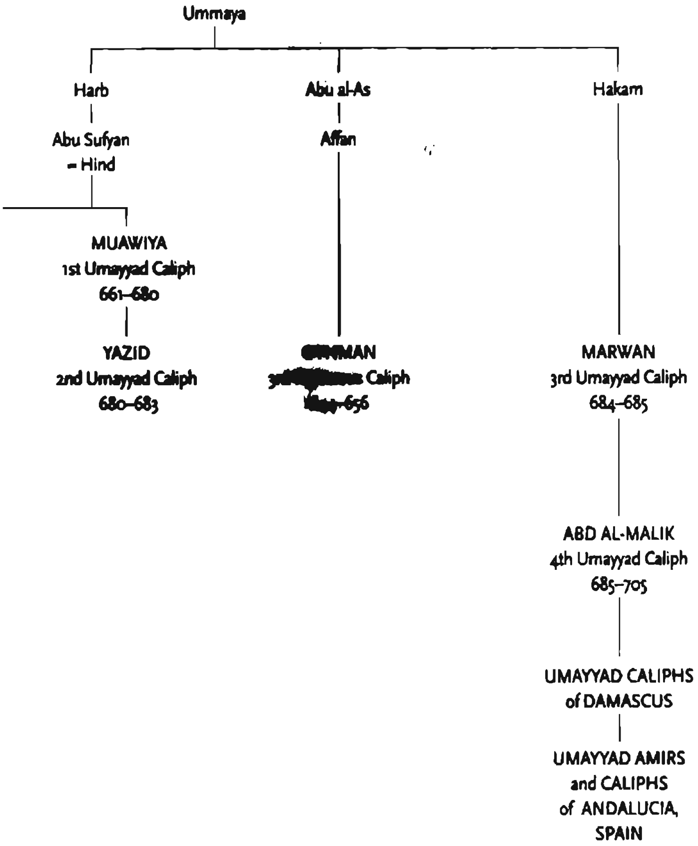

Ruling caliphs are in capitals.
This family tree is not complete but is designed to show
the connections of the Prophet and the dynasties of Islam.
Ali and Fatima's descendants are known as the Sherifs (Ashraf)
and as sayyids.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

CRUSADER KINGS OF JERUSALEM
1099–1291

Ruling kings and queens are in bold capitals; consort titular kings are in roman capitals

cousin

GODFREY
Advocate of the
Holy Sepulchre
1099–1100

BALDWIN I
King of Jerusalem 1100–1118
= 1. Godehilde
= 2. Arda of Armenia
= 3. Adelaide of Sicily

BALDWIN II
1118–1131
= Morphia of Melitene

MELISENDE
Queen of Jerusalem 1131–1153
= FULK V Count of Anjou
King of Jerusalem 1131–1143

BALDWIN III
King of Jerusalem
1143–1162
= Theodora Comnena

AMAURY I
King of Jerusalem
1162–1174
= 1. Agnes Courtenay = 2. Maria Comnena

SYBILLA
Queen of Jerusalem
1186–1190
= 1. William of Montferrat
= 2. GUY DE LUSIGNAN,
King of Jerusalem 1186–1192
King of Cyprus 1192–1194

BALDWIN IV
King of Jerusalem
1174–1185

ISABELLA
Queen of Jerusalem
1192–1205
= 1. Humphrey IV of Toron
= 2. CONRAD of Montferrat
King of Jerusalem 1192
= 3. HENRY of Champagne
King of Jerusalem 1192–1197
= 4. AMAURY of Lusignan
King of Jerusalem 1197–1205

BALDWIN V
1185–1186

MARIA OF MONTFERRAT
Queen of Jerusalem 1205–1212
= JOHN of Brienne
King of Jerusalem 1210–1212
Latin Emperor of Byzantium 1229–1237

LUSIGNAN KINGS
of Cyprus and
Jerusalem

YOLANDE
(Isabella II) Queen of Jerusalem 1212–1228
= FREDERICK II Holy Roman Emperor
King of Sicily
King of Jerusalem 1225–1228

CONRAD II
King of Jerusalem 1228–1254

CONRAD III
King of Jerusalem 1254–1265

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

THE HASHEMITE (SHERIFIAN) DYNASTY 1916–

Rulers are in capitals; dates refer to the dates of their reigns

- Sherif HUSSEIN bin Ali
  Sherif of Sherifs, Amir of Mecca, King of Hejaz
  1916–1924
  - ALI
    King of Hejaz
    1924–1925
    - Abd al-Illah
      Regent of Iraq
      1939–1958
  - ABDULLAH I
    Amir of Transjordan
    1921–1946
    King of Jordan
    1946–1951
    - TALAL
      King of Jordan
      1951–1952
      - HUSSEIN
        King of Jordan
        1953–1999
        - twelve children
          including
          ABDULLAH II
          King of Jordan
          1999–
      - Muhammad
      - Hassan
    - Naif
  - FAISAL I
    King of Syria
    1920
    King of Iraq
    1921–1933
    - GHAZI
      King of Iraq
      1933–1939
      - FAISAL II
        King of Iraq
        1939–1958
  - Zaid

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

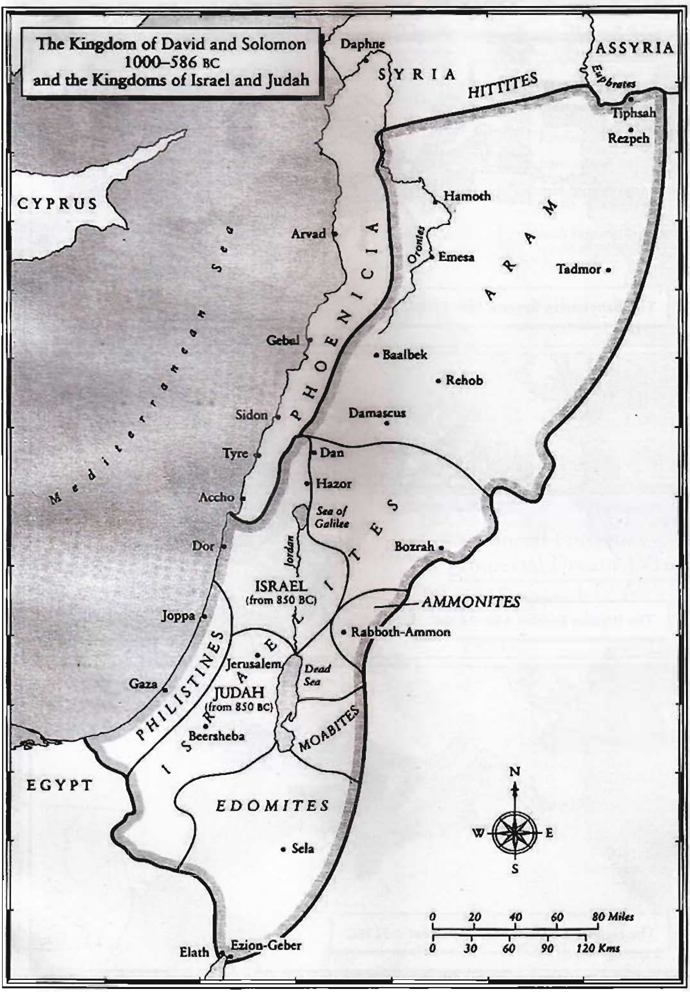

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

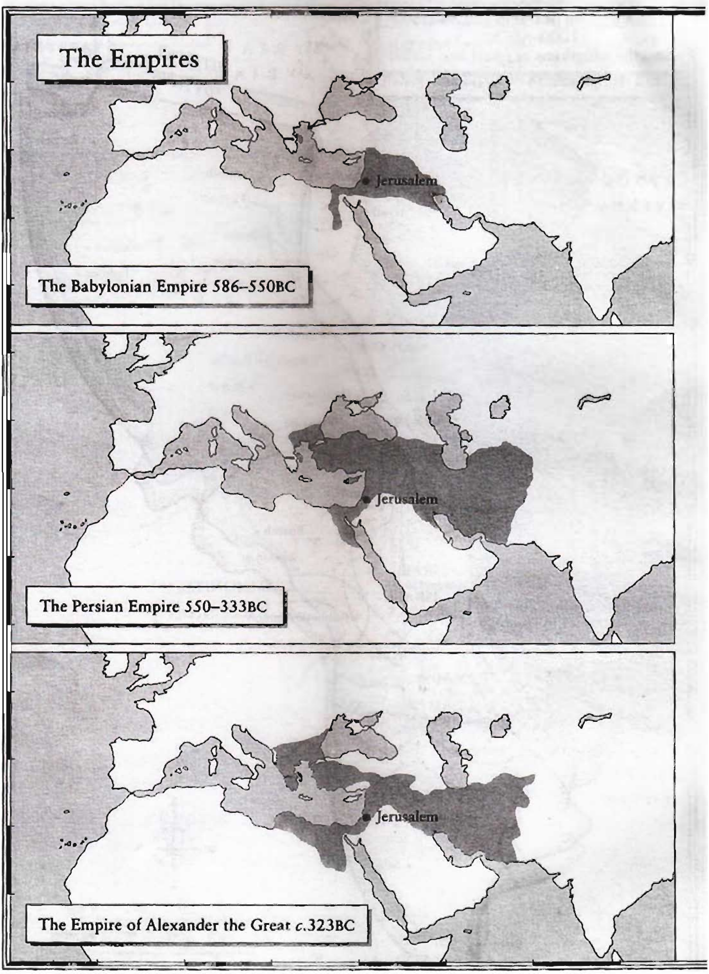

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

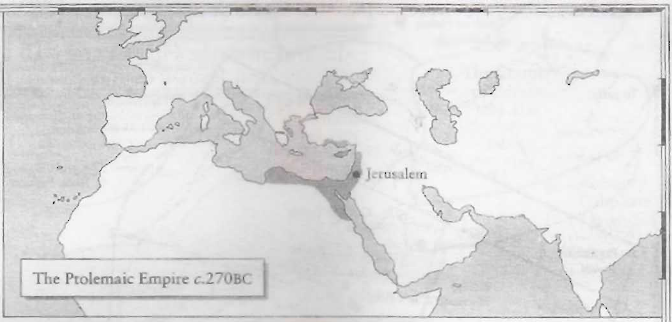

The Ptolemaic Empire c.270BC

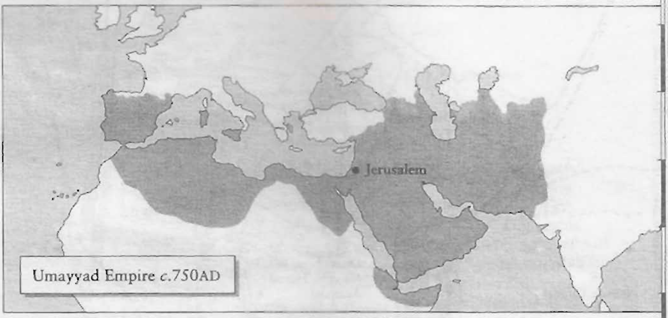

Umayyad Empire c.750AD

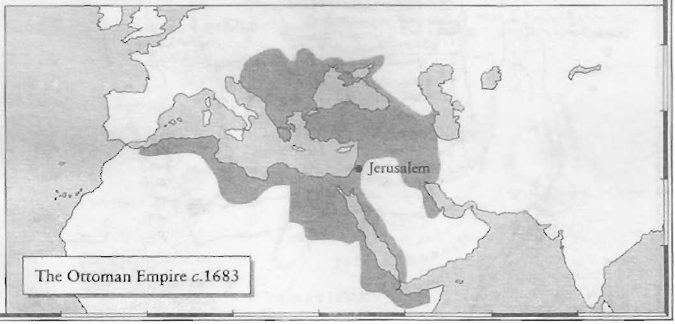

The Ottoman Empire c.1683

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

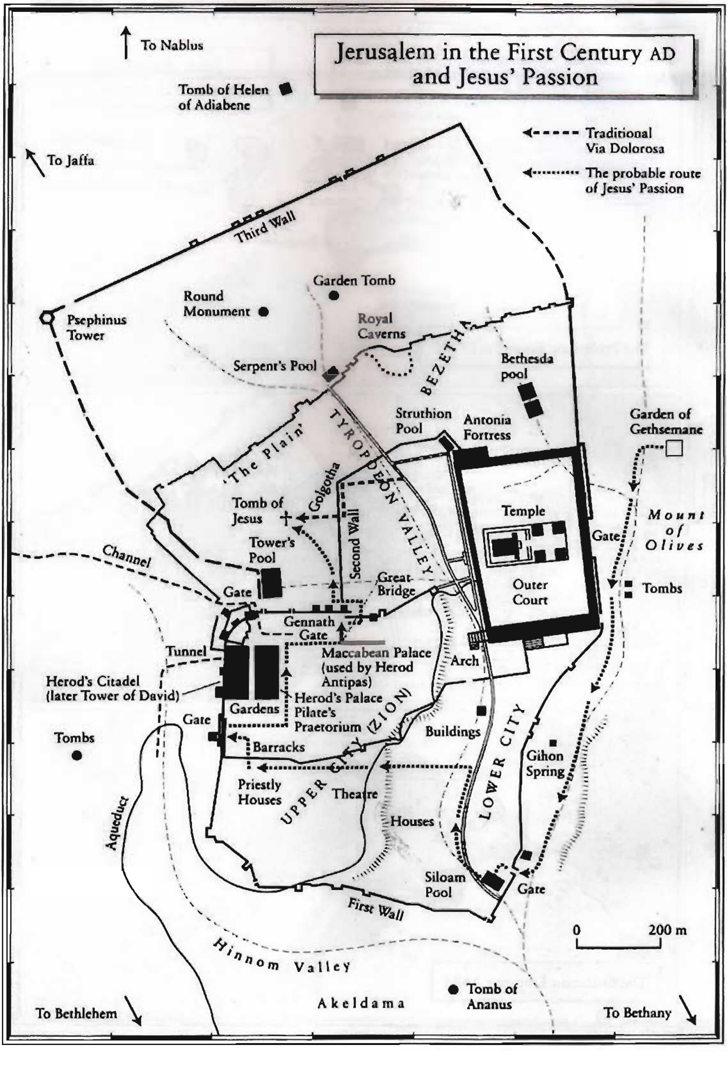

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

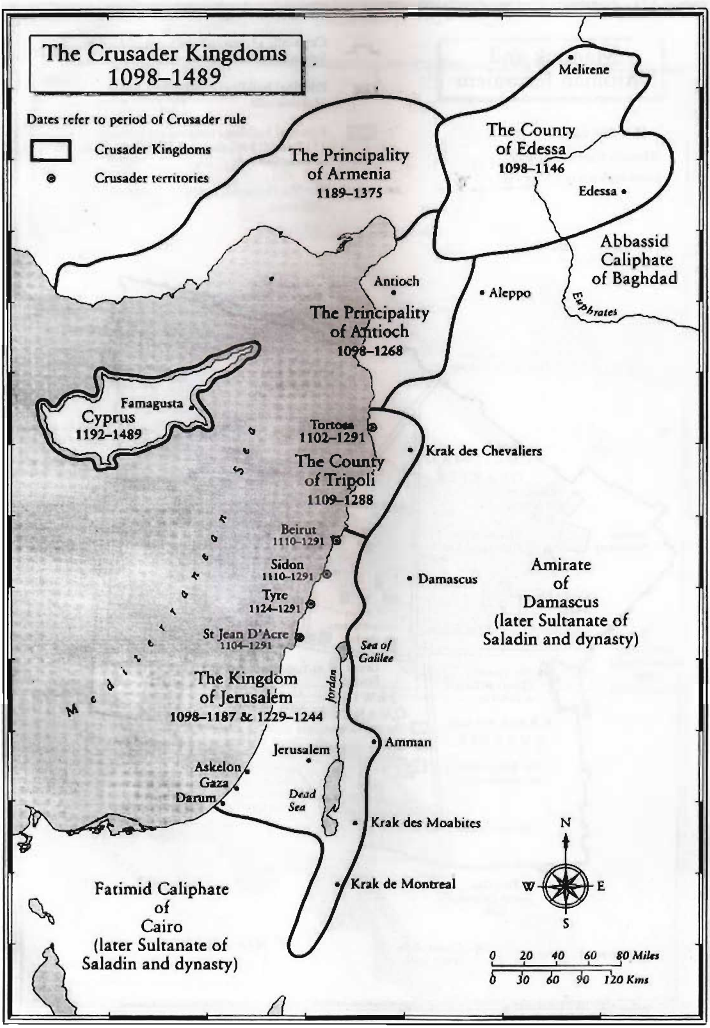

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

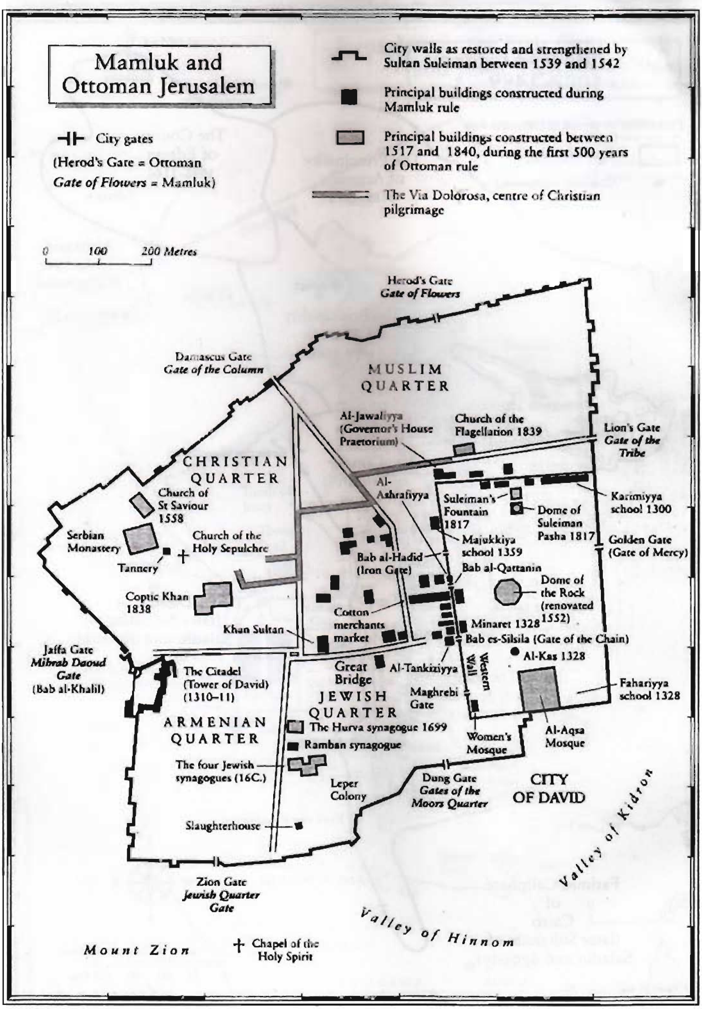
Mamluk and Ottoman Jerusalem
City walls as restored and strengthened by Sultan Suleiman between 1539 and 1542
Principal buildings constructed during Mamluk rule
Principal buildings constructed between 1517 and 1840, during the first 500 years of Ottoman rule
City gates
(Herod's Gate = Ottoman
Gate of Flowers = Mamluk)
The Via Dolorosa, centre of Christian pilgrimage
0 100 200 Metres
Herod's Gate
Gate of Flowers
Damascus Gate
Gate of the Column
MUSLIM QUARTER
Al-Jawaliyya (Governor's House Praetorium)
Church of the Flagellation 1839
Lion's Gate
Gate of the Tribe
CHRISTIAN QUARTER
Church of St Saviour 1558
Al-Ashrafiyya
Suleiman's Fountain 1817
Dome of Suleiman Pasha 1817
Karimiyya school 1300
Serbian Monastery
Church of the Holy Sepulchre
Majukkiya school 1359
Golden Gate (Gate of Mercy)
Tannery
Bab al-Hadid (Iron Gate)
Bab al-Qattanin
Coptic Khan 1838
Dome of the Rock (renovated 1552)
Cotton merchants market
Minaret 1328
Khan Sultan
Bab es-Silsila (Gate of the Chain)
Jaffa Gate
Mihrab Daoud Gate
(Bab al-Khalil)
Al-Kas 1328
The Citadel (Tower of David) (1310–11)
Great Bridge
Al-Tankiziyya
Western Wall
JEWISH QUARTER
Maghrebi Gate
Fakhriyya school 1328
ARMENIAN QUARTER
The Hurva synagogue 1699
Ramban synagogue
Women's Mosque
Al-Aqsa Mosque
The four Jewish synagogues (16C.)
Leper Colony
Dung Gate
Gates of the Moors Quarter
CITY OF DAVID
Slaughterhouse
Valley of Kidron
Zion Gate
Jewish Quarter Gate
Valley of Hinnom
Mount Zion
Chapel of the Holy Spirit

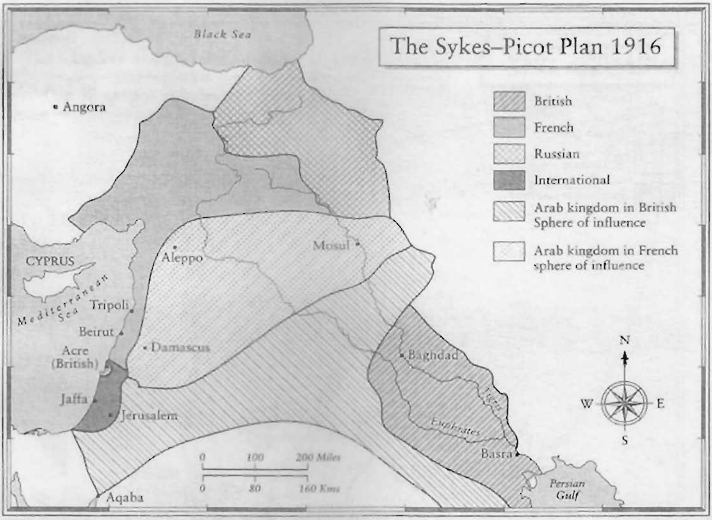

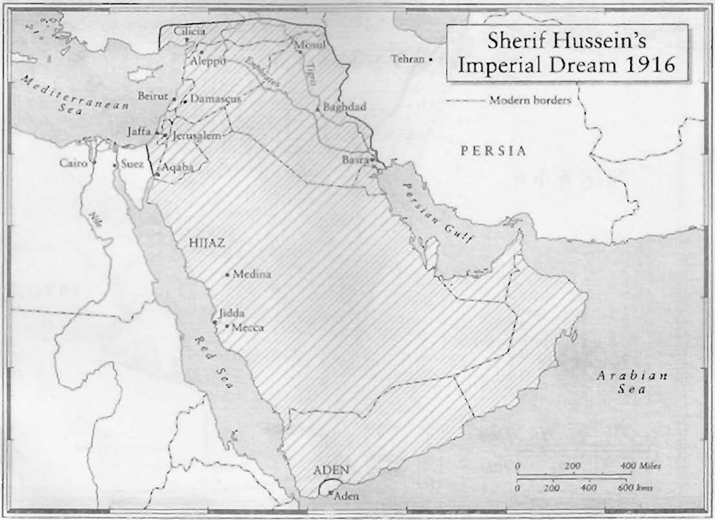

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

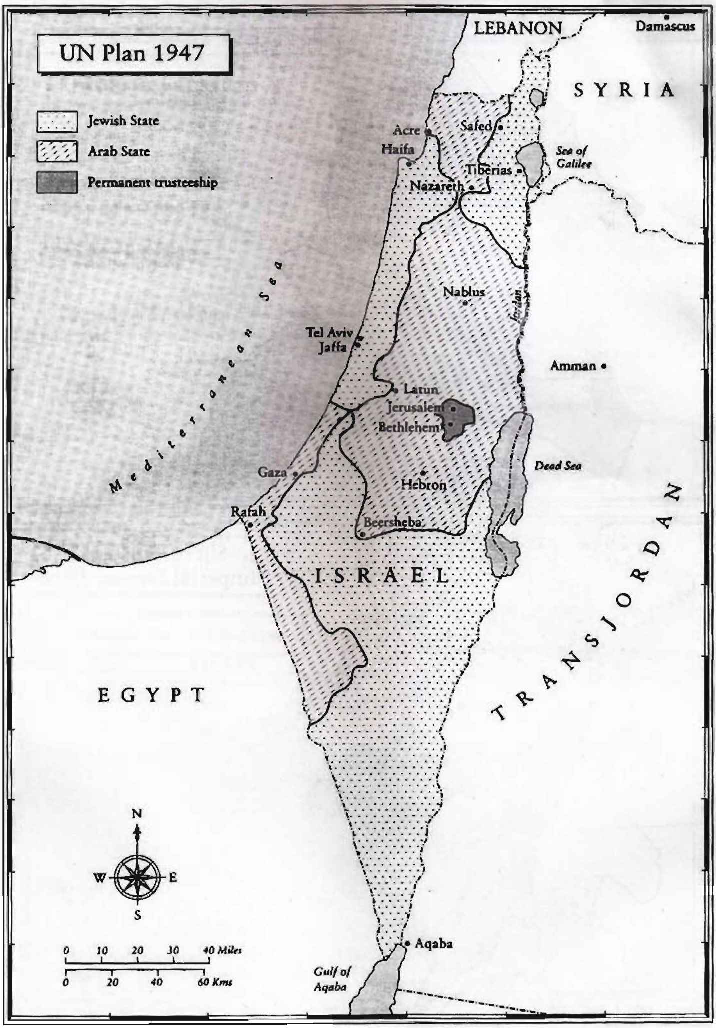

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

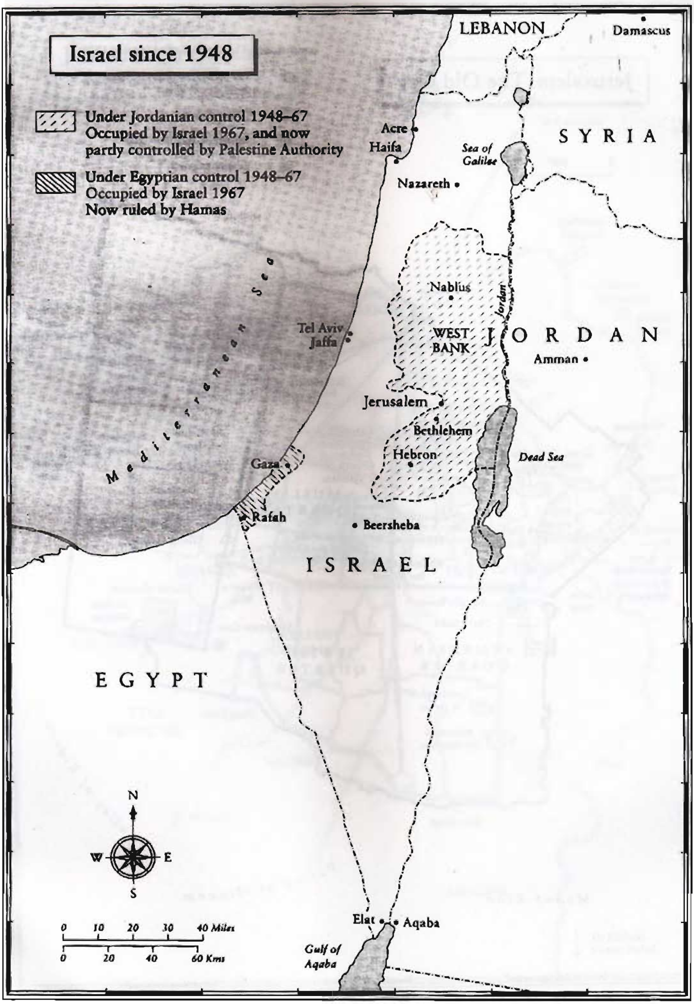

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

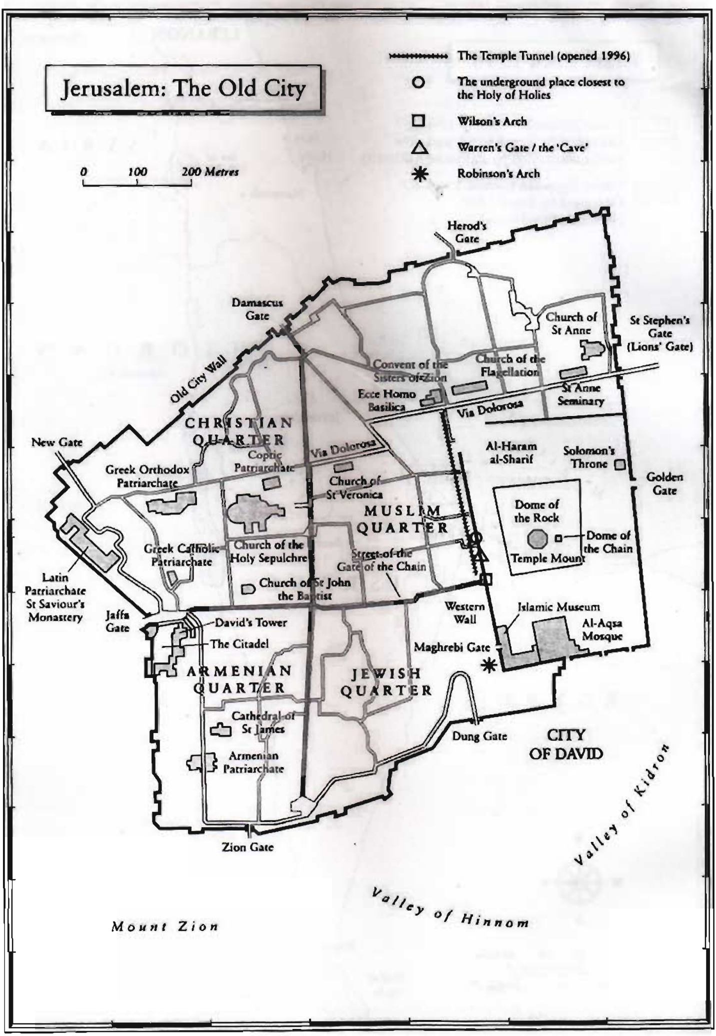

Jerusalem: The Old City
The Temple Tunnel (opened 1996)
The underground place closest to the Holy of Holies
Wilson's Arch
Warren's Gate / the 'Cave'
Robinson's Arch
0 100 200 Metres
Herod's Gate
Damascus Gate
Church of St Anne
St Stephen's Gate (Lions' Gate)
Old City Wall
Convent of the Sisters of Zion
Church of the Flagellation
Ecce Homo Basilica
St Anne Seminary
Via Dolorosa
CHRISTIAN QUARTER
New Gate
Coptic Patriarchate
Al-Haram al-Sharif
Solomon's Throne
Golden Gate
Greek Orthodox Patriarchate
Church of St Veronica
MUSLIM QUARTER
Dome of the Rock
Dome of the Chain
Temple Mount
Greek Catholic Patriarchate
Church of the Holy Sepulchre
Street-of-the Gate of the Chain
Latin Patriarchate St Saviour's Monastery
Church of St John the Baptist
Jaffa Gate
David's Tower
The Citadel
Western Wall
Islamic Museum
Al-Aqsa Mosque
Maghrebi Gate
ARMENIAN QUARTER
JEWISH QUARTER
Cathedral of St James
Armenian Patriarchate
Dung Gate
CITY OF DAVID
Zion Gate
Valley of Kidron
Valley of Hinnom
Mount Zion

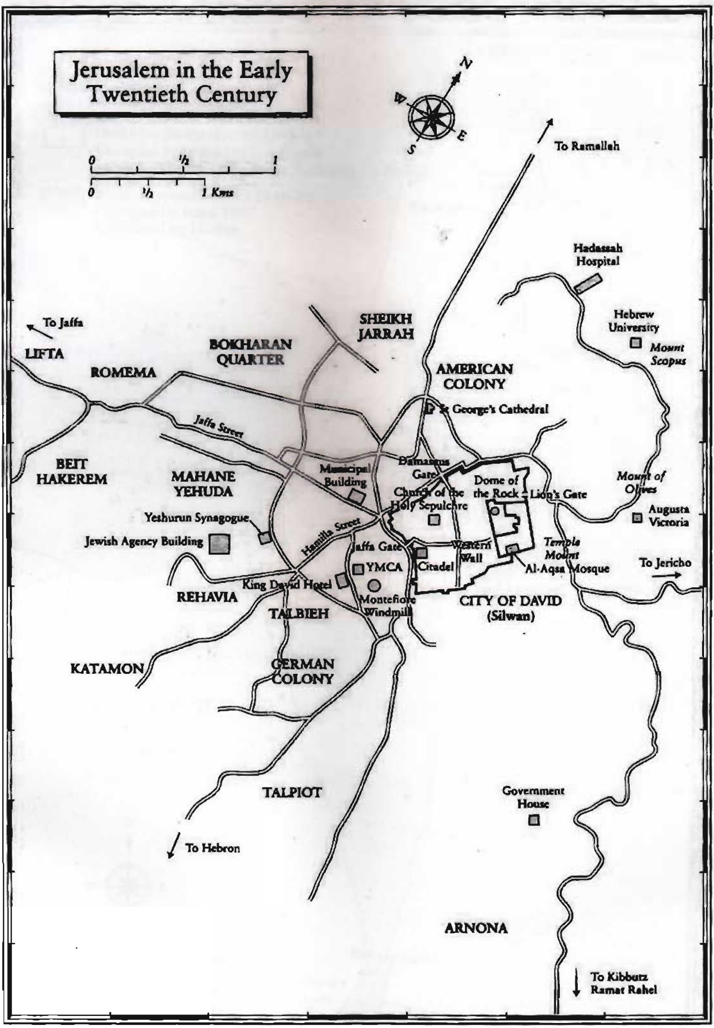

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

NOTES

PREFACE

[1] Aldous Huxley quoted in A. Elon, *Jerusalem* 62. G. Flaubert, *Les Oeuvres complètes* 1.290. Flaubert on Jerusalem: Frederick Brown, *Flaubert* 231–9, 247, 256–61. Melville on Jerusalem: H. Melville, *Journals* 84–94. Bulos Said quoted in Edward W. Said, *Out of Place* 7. Nazmi Jubeh: interview with author. David Lloyd George in Ronald Storrs, *Orientations* 394 (henceforth Storrs). For my introduction I am indebted to the superb discussions of identity, coexistence and culture in Levantine cities in the following books: Sylvia Auld and Robert Hillenbrand, *Ottoman Jerusalem: Living City 1517–1917*; Philip Mansel, *Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean*; Mark Mazower, *Salonica: City of Ghosts*; Adam LeBor, *City of Oranges: Jews and Arabs in Jaffa*.

AMARBOI.COM

PROLOGUE

[1] Josephus, *The New Complete Works*, 'The Jewish War' (henceforth JW) 5.446–52. This account is based on Josephus, the Roman sources; Martin Goodman, *Rome and Jerusalem: the Clash of Ancient Civilisations* (henceforth Goodman), and also the latest archaeology.

[2] JW 5.458–62, 4.324.

[3] JW 4.559–65.

[4] JW 5.429–44.

[5] JW 6.201–14. All biblical quotations from the Authorized Version: Matthew 8.22.

[6] JW 6.249–315.

[7] JW 9. Tacitus, *Histories* 13. This account of the archaeology is based on: Ronny Reich, 'Roman Destruction of Jerusalem in 70 CE: Flavius Josephus' Account and Archaeological Record', in G. Theissen et al. (eds), *Jerusalem und die Länder*. City peculiar, bigotry: Tacitus 2.4–5. Jews and Jerusalem/Syrians/death agony of a famous city/Jewish superstitions/600,000 inside: Tacitus 5.1–13. Jerusalem before siege: JW 4.84–5.128. Titus and siege: JW 5.136–6.357. Demolition and fall: JW 6.358–7.62. Titus' prowess: Suetonius, *Twelve Caesars* 5. Prisoners and death: Goodman 454–5. Josephus saved crucified and friends: Josephus, 'Life'419 and JW 6.418–20. One-third of population dead: Peter Schäfer, *History of the Jews in the Greco-Roman World* (henceforth Schäfer) 131. Arm of woman/burnt house: Shanks 102. Escape of Christians: Eusebius, *Church History* 3.5. Escape of ben Zakkai: F. E. Peters, *Jerusalem: The Holy City in the Eyes of Chroniclers, Visitors, Pilgrims and Prophet from the Days of Abraham to the Beginning of Modern Times* (henceforth Peters) 111–20. Ronny Reich, Gideon Avni, Tamar Winter, *Jerusalem Archaeological Park* (henceforth *Archaeological Park*) 15 and 96 (Tomb of Zechariah). Oleg Grabar, B. Z. Kedar (eds), *Where Heaven and Earth Meet: Jerusalem's Sacred Esplanade* (henceforth *Sacred Esplanade*): Patrich, in *Sacred Esplanade* 37–73.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

PART ONE: JUDAISM

1 Ronny Reich, Eli Shukron and Omri Lernau, 'Recent Discoveries in the City of David, Jerusalem: Findings from the Iron Age II in the Rock-Cut Pool near the Spring', *Israel Exploration Journal* 57 (2007) 153–69. Also conversations with Ronny Reich and Eli Shukron. On population and shrine-castles over springs: conversations with Rafi Greenberg. Richard Miles, *Ancient Worlds* 1–7.

2 Tel Armarna: I. Finkelstein and N.A. Silberman, *The Bible Unearthed: Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of its Sacred Text* (henceforth Finkelstein/Silberman) 238–41. Peters 6–14.

3 Egypt, Moses and Exodus: Exodus 1. 'I am who I am': Exodus 3.14. Abraham covenant: Genesis 17.8–10. Melchizedek King of Salem: Genesis 14.18. Isaac: Genesis 22.2. Ramases II and Exodus: Toby Wilkinson, *The Rise and Fall of Ancient Egypt* (henceforth *Egypt*) 324–45; Merneptah 343–5; Israel, Sea Peoples, Philistines 343–53. Nature of God and the two biblical writers: Lester L. Grabbe, *Ancient Israel* 150–65. Finkelstein/Siblerman 110. Robin Lane Fox, *Unauthorized Version* 49–57, 57–70, 92, 182, 198–202. Wayne T. Pitard, 'Before Israel: Syria–Palestine in the Bronze Age', in M. Coogan (ed.), *Oxford History of the Biblical World* (henceforth *Oxford History*) 25–9. Edward F. Campbell, 'A Land Divided: Judah and Israel from Death of Solomon to the Fall of Samaria', in *Oxford History* 209. Two sets of Ten Commandments: see Exodus 20 and Deuteronomy 5. Two sackings of Shechem: Genesis 34 and Judges 9. Goliath two versions: 1 Samuel (henceforth S) 17 and 2 S 21.19. T. C. Mitchell, *The Bible in the British Museum* (henceforth *BM*), 14 Merneptah Stela. Victor Avigdor Hurowitz, 'Tenth Century to 586 BC: House of the Lord (Beyt YHWH)', in *Sacred Esplanade* 15–35. H. J. Franken, 'Jerusalem in the Bronze Age', in K. J. Asali (ed.), *Jerusalem in History* (henceforth Asali) 11–32.

4 Saul and David: 1 S 8–2 S 5. David and Goliath 1 S 17 and 2 S 21.19. Saul's armour-bearer and lyre-player: 1 S 16.14–23. Anointed by Samuel: 1 S 16.1–13. Marries Saul's daughter: 1 S 18.17–27. Ziklag: 1 S 27.6. Rule in Hebron: 2 S 5.5. Lament: 2 S 1.19–27; King of Judah: 2 S 2.4. David's Philistine and Cretan guards: 2 S 8.18 and 1 Chronicles (henceforth C) 18.17. Ronald de Vaux, *Ancient Israel: Its Life and Institutions* (henceforth de Vaux) 91–7. Slings: James K. Hoffmeier, *Archaeology of the Bible* (henceforth Hoffmeier) 84–5. Reich, Shukron and Lernau, 'Findings from the Iron Age II in the Rock-Cut Pool near the Spring', *Israel Exploration Journal* 57 (2007) 153–69.

5 2 S 6, 2 S 7.2–13. Takes Jerusalem: 2 S 5, 2 S 24.25, 2 S 5.6–9, 2 S 7.2–3, 2 S 6.13–18. Renames Jerusalem: 2 S 5.7–9 and 1 C 11.5–7. Builds wall: 2 S 5.9. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35. David's palace and terraced structure: Dan Bahat, *Illustrated Atlas of Jerusalem* (henceforth Bahat) 24. God and the Ark: de Vaux 294–300 and 308–10. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35.

6 2 S 6.20.

7 Bathsheba: 2 S 11–12.

8 Absalom and court politics: 2 S 13–24.

9 2 S 24.6 and 1 C 21.15. Abraham: Genesis 22, 1 Kings (henceforth K) 5.3. Threshing-floor and altar: 2 S 24.19–24, 1 C 21.28–22.5, 1 K 1. David bloodshedder: 1 C 22.8 and 28.3.

10 Death and Solomon anointment: 1 K 1 and 2, 1 C 28–9. Burial: 1 K 2.10. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35. John Hyrcanus plunders David's tomb: Josephus, 'Jewish Antiquities' (henceforth JA) VII.15.3.

11 Seizure of power: 1 K 1–2.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12 Solomon, chariots/horse-gate: 1 K 9–10, 2 K 11.16. Horse-dealing/chariots: 1 K 10.28–9. Gold: 1 K 10.14. Megiddo, Hazor, Gezer: 1 K 9.15. Ark installed and Temple inaugurated: 1 K 8 and 2 C 7. David's spears in Temple: 2 K 11.10. Lane Fox, *Unauthorized Version* 134–40 and 191–5. 1 K 2–7 and 1 K 10. Horses, chariots, magnificence: 1 K 10.14–19. Gateways: 1 K 9.15–27. Fleet: 1 K 9: 26–8 and 1 K 10.11–13. Empire and administration: 1 K 4.17–19. Wives: 1 K 11.3. 3,000 proverbs and 1,005 songs: 1 K 4.32. With whips: 1 K 12.11. Temple and palace: 1 K 6–7, 2 C 2–4. Ezekiel 40–4. 1 C 28.11–19. The Rock tomb: Shanks 165–74. Carol Meyers, 'Kinship and Kingship: The Early Monarchy', in *Oxford History* 197–203. Traditions of the rock: Rivka Gonen, 'Was the Site of the Jerusalem Temple Originally a Cemetery?', *Biblical Archaeology Review* May–June 1985, 44–55. *BM*, lavers 45; Phoenician style 61. Trade with Hiram and Phoenicians/craftsmen/origin of Phoenicians/Temple designs and as 'corporations' with barbers, prostitutes: Richard Miles, *Carthage Must be Destroyed* 30–5. Israelites and Phoenicians, purple, alphabet: Miles, *Ancient Worlds*, 57–68. Temple as 'site par excellence for divine–human communication': A. Neuwirth, 'Jerusalem in Islam: The Three Honorary Names of the City', in Sylvia Auld and Robert Hillenbrand (eds), *Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517–1917* (henceforth *OJ*) 219. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35. Graeme Auld and Margreet Steiner, *Jerusalem* 1 54. Solomon and Pharaoh, spoils and daughter: 1 K 9.16. Pharaoh Siamun raid; daughter marriage: Wilkinson, *Egypt* 404. Tel Qasile potsherd on gold in Lane Fox, *Unauthorized Version* 235–40. De Vaux 31–7, 108–14, 223–4, 274–94. Grabbe, *Ancient Israel* 113–18. Ivory in Sargon's Palace in Assyria and King Ahab in Samaria: 1 K 22.39. Phoenician/Syrian parallels: Shanks 123–34 and 165–74. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35. On archaeology: author conversations with Dan Bahat and Ronny Reich. New dating of Megiddo, Hazor, Gezer: Finkelstein/Silberman 134–41; Omrid building in Megiddo vs Solomon: Finkelstein/Silberman 180–5. Nicola Schreiber, *Cypro-Phoenician Pottery of the Iron Age*, on the chronology of Black-on-Red and its implications 83–213, especially Section I '10th Century and the Problem of Shishak' 85–113. Ayelet Gilboa and Ilan Sharon, 'An Archaeological Contribution to the Early Iron Age Chronological Debate: Alternative Chronologies for Phoenicia and their Effects on the Levant, Cyprus and Greece', *Bulletin of the American Schools of Oriental Research* 332, November 2003, 7–80.

13 Israel breakaway: 1 K 11–14 Rehoboam. Kings of Israel Asa to Omri: 1 K 15–17 – Zimri's massacre – pisseth against wall 1 K 16.11. Sheshonq (Shishak), attack on Jerusalem: Wilkinson, *Egypt* 405–9. Osorkon: Hoffmeier 107. Grabbe, *Ancient Israel* 81. Campbell, *Oxford History* 212–15. Meyers, *Oxford History* 175. De Vaux 230. Lane Fox, *Unauthorized Version* 260. Omrid vs Solomonic structures: Finkelstein/Silberman 180–5.

14 Ahab/Jehoshaphat: 1 K 15–18, 2 K 1–8. Jehoshaphat: I K 15–24 and 2 C 17–20. Finkelstein/Silberman 231–4. Jehu: 2 K 10.1–35. Tel Dan stele: Hoffmeier 87. Ahab vs Assyria/Shalmaneser Monolith inscription: Campbell, *Oxford History* 220–3. Black Obelisk of Shalmaneser III: *BM* 49–54. Moabite Stone: *BM* 56.

15 Jehu: 2 K 9–11, 2 C 22. *BM* 49–56. Tel Dan inscription: Campbell, *Oxford History* 212. Athaliah: 2 K 11–12. Campbell, *Oxford History* 228–31. Reich, Shukron and Lernau, 'Findings from the Iron Age II in the Rock-Cut Pool near the Spring', *Israel Exploration Journal* 57 (2007) 153–69: Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35. Uzziah/Jotham: 2 K 13–16. Expanding Jerusalem: 2 C 26.9. Fall of Israel/Jerusalem transformed: Finkelstein/Silberman 211–21, 243–8.

16 Ahaz and Isaiah – all references from Book of Isaiah: vision of Jerusalem as sinful

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

nation 1.4; Jerusalem as woman-harlot 1.21 and mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem 10.32; Jerusalem as guide to nations 2.1–5; Zion in every place 4.5; God in temple 6.1–2; Ahaz 7; Emmanuel 8.8 and a child born 9.6–7; judgement and justice/wolf and lamb, guidance to gentiles 11.4–11; judgement day 26.1–2 and 14–19. Fall of Israel: 2 K 15–17. Finkelstein/Silberman 211–21, 243–8. Jews of Iran: K. Farrokh, *Shadows in the Desert: Ancient Persia at War* (henceforth Farrokh) 25–7. M. Cogan, 'Into Exile: From the Assyrian Conquest of Israel to the Fall of Babylon', in *Oxford History* 242–3. Campbell, *Oxford History* 236–9. Latest findings on Jewish genetics: 'Studies Show Jews' Genetic Similiarity', *New York Times* 9 June 2010.

17 Hezekiah: 2 K 18–20, 2 C 29–31. New walls, houses: Isaiah 22.9–11. New Jerusalem: swords into ploughshares: Isaiah 2.4; justice 5.8–25, 1.12–17. Sennacherib and Hezekiah: Isaiah 36–8. New rites: 2 C 30. Jeremiah 41.5. Hezekiah's tunnel and building: 2 K 20.20 and 2 C 32.30. New quarters: 2 C 32.5. Siloam Inscription: Bahat, *Atlas* 26–7. Jar-handles belonging to the king: *BM* 62. *Lmlk*: for the king – Hoffmeier 108. Reich, Shukron and Lernau, 'Findings from the Iron Age II in the Rock-Cut Pool near the Spring', *Israel Exploration Journal* 57 (2007) 153–69. Royal Steward inscription: *BM* 65 – confirming Isaiah 22. 15–25. Judaean headdress: *BM* 72. Grabbe, *Ancient Israel* 169–70. *Archaeology* 66; the wall, 137, possibly Nehemiah 3.8. Finkelstein/Silberman 234–43 and 251–64. Hurowitz, *Oxford History* 15–35.

18 Sennacherib and Assyria: this section is based on J. E. Curtis and J. E. Reade (eds), *Art and Empire: Treasures from Assyria in the British Museum*, including: the dress of a Judaean soldier 71; the dress of Sennacherib on campaign is based on the reliefs of various Assyrian kings on campaign; the siege of Jerusalem is based on the Lachish reliefs of Nineveh. Assyria: Miles, *Ancient Worlds* 68–77. Grabbe, *Ancient Israel* 167; Assyrian texts 185. Egyptian rule: Wilkinson, *Egypt* 430–35. Disaster of war: Nahum 3.1–3. Micah 1.10–13. Isaiah 10: 28–32 and chapters 36–8. Cogan, *Oxford History* 244–51.

19 Manasseh: 2 K 21. Child sacrifice: Exodus 22.29. Kings of Jerusalem child sacrifice: 2 K 16.3 and 21.6. See also: 2 C 28.3, Leviticus 18.21, 2 K 17.31, 2 K 17.17, Jeremiah 7.31 (see Rashi commentary) and Jeremiah 32.35. Phoenician/Carthaginian child sacrifice and discovery of *tophet* in Tunisia: Miles, *Carthage Must be Destroyed* 68–73. On Manasseh: Finkelstein/Silberman 263–77. Miles, *Ancient Worlds*, Grabbe, *Ancient Israel* 169. Cogan, *Oxford History* 252–7. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35.

20 Isaiah 8.1; 9.6–7; 11.4–11; 26.1–2, 14–19. Josiah: 2 K 22 and 23, 2 C 35.20–5. De Vaux 336–9. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35.

21 Fall: 2 K 24–5. Jeremiah 34.1–7, 37–9, 52. Depravity, hunger, cruelty, cannibalism, menstruous lamentation 1.17; cruelty of women 4.3; children meat 4.10. Psalms 74 and 137. Daniel 1.4 and 5; Desolation, Daniel 11.31. Lachish ostracon: *BM* 87–8. Iron arrowheads, Bahat, *Atlas* 28. Lavatory/sewer: Auld and Steiner, *Jerusalem* 44. House of the Bullae: *Archaeological Park* 52–4. Gemariah son of Shephan: Jeremiah 36.9–12. Ivory sceptre: Hoffmeier 98. The section on Babylon is based on I. L. Finkel and M. J. Seymour, *Babylon: Myth and Reality*, D. J. Wiseman, *Nebuchadnezzar and Babylon*; Finkelstein/Silberman 296–309; Wilkinson, *Egypt* 441–4; Tom Holland, *Persian Fire* 46–7. Lane Fox, *Unauthorized Version* 69–71. Cogan, *Oxford History* 262–8. Grabbe, *Ancient Israel* 170–84. De Vaux 98. Hurowitz, *Sacred Esplanade* 15–35.

22 Cyrus and the Persians: A. T. Olmstead, *History of the Persian Empire* (henceforth Olmstead) 34–66. Farrokh 37–51. Lane Fox, *Unauthorized Version* 269–71. M. J.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

W. Leith, 'Israel among the Nations: The Persian Period', in *Oxford History* 287–9. E. Stern, 'Province of Yehud: Vision and Reality' in Lee I. Levine (ed.) *Jerusalem Cathedra* (henceforth *Cathedra*) 1.9–21. Cogan, *Oxford History* 274. Mythical stories of Cyrus and his rise: Herodotus, *Histories* 84–96. Holland, *Persian Fire* 8–22. On Cyrus Cylinder: *BM* 92. Cyrus and President Truman: Michael B. Oren, *Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East* 501. Return: Isaiah 44.21–8, 45.1 and 52.1–2. Ezra 1.1–11 and 3–4. Josephus, 'Against Apion' 1.154. Leith, *Oxford History* 276–302. First mention of Jew: Esther 2.5. *Archaeological Park* 138.

23 Darius the Great: Ezra 4–6. Haggai 1–2. Zechariah 1.7–6.15. Isaiah 9.2–7. Olmstead, 86–93, 107–18, 135–43; Zerubabbel/Darius possibly in Jerusalem 136–144. The description of Darius is based closely on that of Olmstead 117. Mythical stories of Darius' rise/the mare's vagina: Herodotus 229–42. Farrokh 52–74. Lane Fox, *Unauthorized Version* 78–85 and 271. Leith, *Oxford History* 303–5. Holland, *Persian Fire* 20–62. Joseph Patrich, '538 BCE–70 CE: The Temple (Beyt ha-Miqdash) and its Mount', in *Sacred Esplanade* 37–73. Miles, *Ancient Worlds* 115–19.

24 Nehemiah 1–4, 6–7, 13. *Archeological Park* 137. Leith, *Oxford History* 276–311. Lane Fox, *Unauthorized Version* 85 and 277–81. JA 11.159–82.

25 Fall of Darius III and rise of Alexander: Olmstead 486–508. Farrokh 96–111. JA 11.304–46. Schäfer 5–7. Gunther Holbl, *History of the Ptolemaic Empire* (henceforth Holbl) 10–46. Maurice Sartre, *The Middle East under Rome* (henceforth Sartre) 5–6, 20.

26 Ptolemy Soter and Wars of Successors: JA 2. Josephus, 'Against Apion' 1.183–92. Ptolemies, style, festival in 274, Wilkinson, *Egypt* 469–30. Miles, *Ancient Worlds* 158–70. Adrian Goldsworthy, *Antony and Cleopatra* (henceforth Goldsworthy) 37–41. On Aristeas: Goodman 117–19, quoting Aristeas. For full text see Aristeas, *Letter of Aristeas*. Schäfer 7–18 including Agatharchides on Ptolemy taking Jerusalem. *Cathedra* 1.21. Ptolemy II/Aristeas: Holbl 191. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73.

27 Simon the Just: Ecclesiasticus 50.1–14 and 4. JA 12.2 and 12.154–236. Tobiads: C. C. Ji, 'A New Look at the Tobiads in Iraq al-Amir', *Liber Annuus* 48 (1998) 417–40. M. Stern, 'Social and Political Realignments in Herodian Judinea', in *Cathedra* 2.40–5. Leith, *Oxford History* 290–1. Schäfer 17–23. Holbl 35–71. Edwyn Bevan, *House of Seleucus* 2.168–9. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73.

28 Antiochus the Great and the Seleucids: Bevan, *Seleucus* 1.300–18 and 2.32–3 and 51–94. Holbl 127–43 and 136–8. JA 3 and 12.129–54. Seleucid court/dress/army: Bevan, *Seleucus* 2.269–92. Schäfer 29–39. New Greek Jerusalem: 2 Maccabees 3.1–4.12.

29 Ecclesiasticus 50. Schäfer 32–4. Henri Daniel-Rops, *Daily Life in Palestine at the Time of Christ* – theocracy 53–5; city life 95–7; punishments 175–8. Sabbath: de Vaux – sacrifices/holocaust 415–7; Sabbath 3482–3; festivals 468–500; high priest 397. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73.

30 Antiochus IV Epiphanes: 1 Maccabees 1, 1 Maccabees 4. Jason/Menelaos/Antiochus: 2 Maccabees 1 and 2 Maccabees 4–6, 2 Maccabees 8.7. JA 12.237–65. Antiochus enters temple: 2 Maccabees 5.15. Debauchery in the Temple: 2 Maccabees 6.2. Character: Polybius, *Histories* 31 and 331; festival 31.3. On Antiochus/festival: Diodorus, *Library of History* 31.16. This account closely follows Bevan, *Seleucus* 2.126–61; character 128–32; God manifest 154; death 161. Schäfer 34–47. Sartre 26–8. Building the gymnasium: 2 Maccabees 4.12. Religious edicts: 1 Maccabees 1.34–57, 2 Maccabees 6.6–11. Abomination: Daniel 11.31, 12.11. Schäfer 32–44. Holbl 190. Shanks 112–15; face on coins: silver tetradrachm in Shanks 113. Sartre

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

9–14. Martyrs and atrocities: 2 Maccabees 6. Greek culture: Goodman 110. Crucifixion: JA 12.256.

31 Judah and Maccabee Revolt: JA 12.265–433. 1 Maccabees 2–4. The Hammer: 2 Maccabees 5.27. Hasidim: origins of Essenes and apocalyptic thought: Book of Enoch 85–90 and 93.1–10 and 91.12–17. JA 12.7. Lysias: 1 Maccabees 4, 2 Maccabees 11. Hanukkah: 1 Maccabees 4.36–9, 2 Maccabees 10.1–8. JA 12.316. Judah in Jerusalem: 1 Maccabees 4.69. Conquests: 1 Maccabees 4–6. Jewish rights restored by Antiochus V: 1 Maccabees 6.59. Lysias vs Jerusalem: 2 Maccabees 11.22–6. Alcimus: 1 Maccabees 7, 8 and 9, 2 Maccabees 13.4–8, 14, 15. JA 8, 9, 10. Nicanor threats defeat head, tongue, hand: 1 Maccabees 7.33–9, 2 Maccabees 14.26, 2 Maccabees 15.36, 2 Maccabees 15.28–37, 1 Maccabees 8.1. Bacchides/death of Judah: 1 Maccabees 8–9. Bevan, *Seleucus* 2.171–203. Joseph Sievers, *The Hasmoneans and their Supporters: From Mattathias to the Death of John Hyrcanus I* (henceforth Sievers) 16–72. Michael Avi-Yonah, *The Jews of Palestine: A Political History from the Bar Kochba War to the Arab Conquest* (henceforth Avi-Yonah) 4–5. Sartre 9–14. Resurrection and apocalypse: Lane Fox, *Unauthorized Version* 98–100. Daniel 12.2–44. Isaiah 13.17–27. Jeremiah 51.1. Acra foundation: *Archeological Park* 45. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73.

32 Jonathan: 1 Maccabees 9–16 and JA 13.1–217. Philometer: 1 Maccabees 11.6–7. Onias IV: Holbl 190. JA 12.65–71, 14.131. Holbl 191–4. Schäfer 44–58. Bevan, *Seleucus* 2.203–28. Sievers 73–103. Simon: JA 13.187–228. Simon as high priest, captain and leader: 1 Maccabees 12 and 13, 1 Maccabees 13.42–51. Acra falls/purple and gold: 1 Maccabees 13.51, 14.41–4. Antiochus VII Sidetes: 1 Maccabees 15.1–16. Simon death: JA 13.228. 1 Maccabees 16.11. Schäfer 56–8. Bevan, *Seleucus* 2.227–43. Sievers 105–34. Sartre 9–14. Acra foundations: *Archeological Park* 45; wall 90. Hasmonean walls – Avi-Yonah, 221–4. Peters, *Jerusalem* 591. Ptolemy VII Euergetes II: Jews and elephants Josephus, 'Against Apion' 2.50–5. Holbl 194–204.

33 Hyrcanus: JA 13.228–300. Schäfer 65–74. Hasmonean walls: Avi-Yonah, 221–4. Peters, *Jerusalem* 591. Walls: *Archeological Park* 90, 138. Bahat, *Atlas* 37–40. Converstions with Dan Bahat. Hyrcanus fortress residence: JA 14.403, 18.91. JW 1.142. Mass conversions: Goodman 169–74. Conversions and conquest: Sartre 14–16. Negotiations with Parthians: Marina Pucci, 'Jewish–Parthian Relations in Josephus', in *Cathedra* quoting the Book of Josippon. Greek culture: Goodman 110. Jewish contributions to Temple wealth: JA 14.110. Aristobulos: JA 13.301–20. Alexander Jannaeus: JA 13.320–404. Sartre 9–14. M. Stern, 'Judaea and her Neighbours in the Days of Alexander Jannaeus', in *Cathedra* 1.22–46. Alexandra Salome: JA 13.405–30. Hyrcanus II vs Aristobulos II: JA 14.1–54. Bevan, *Seleucus* 2.238–49. Sievers 135–48. Shanks 118. Roman treaty: Sartre 12–14.

34 Pompey: JA 14.1–79, including capture of city and entering Holy of Holies 14.65–77; Scaurus/Gabinius/Mark Antony: JA 14.80–103. Antipater: JA 14.8–17. Pompey reduces wall: JA 14.82. Greek allegations about Temple: see Apion and Josephus, 'Against Apion'. Tacitus, *Histories* 5.8–9. Cicero, *For Flaccus*, quoted in Goodman 389–455. John Leach, *Pompey the Great* 78–101 and 212–14. Goldsworthy 73–6. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73.

35 Crassus: Farrokh 131–40. JA 14.105–23, especially 110.

36 Caesar, Antipater, Cleopatra: JA 14.127–294. This analysis and account of Cleopatra and Caesar is based on Goldsworthy 87–9; 107; 125–7; 138; 172–81; Holbl 232–9; Schäfer 81–5; Sartre 44–51; Wilkinson, *Egypt* 492–501. Cleopatra, Mark Antony Plutarch, *Makers of Rome*; Antipater origins and early career: Niko Kokkinos, *Herodian Dynasty: Origins, Role in Society and Eclipse* (henceforth Kokkinos) 195–243.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

37 Antony, Herod, Parthia: JA 14.297–393. Parthian invasion/Antigonos: Farrokh 141–3. Parthian society, cavalry: Farrokh 131–5. This account of Antony and Cleopatra is based on Holbl 239–42; Goldsworthy 87–9, 183, 342–3; Schäfer 85–6; Sartre 50–3; Wilkinson, *Egypt* 501–6. See Plutarch, *Makers of Rome*. Massacre of Sanhedrin: M. Stern, 'Society and Political Realignments in Herodian Jerusalem', in *Cathedra* 2.40–59.

38 Herod takes Judaea 41–37 BC: JA 14.390–491. Farrokh 142–3; Antony's Parthian war 145–7. Schäfer 86–7. Sartre 88–93.

39 Antony, Cleopatra, Herod: JA 14–15.160. Holbl 239–42.

40 JA 15.39–200. Herod, Actium and Augustus: this account of Cleopatra including the note on the fate of their children is based on Holbl 242–51; Goldsworthy 342–8; Actium 364–9; death, 378–85; Wilkinson, *Egypt* 506–9 Herod and Cleopatra: JA 15.88–103. Herod as best friend of Augustus and Agrippa: JA 15.361. Description of Augustus: see Suetonius. Herod and Augustus: JA 15.183–200.

41 Herod and Mariamme 37–29 BC: marriage JA 14.465. Relationship: JA 15.21–86 and 15.202–66. Kokkinos 153–63; on Salome 179–86 and 206–16. Herod as king: this account of Herod is based on JA; Kokkinos; P. Richardson, *Herod the Great: King of the Jews, Friend of the Romans*; Stewart Perowne, *Herod the Great*; Michael Grant, *Herod the Great* 117–44. Herod's court: Kokkinos 143–53 and 351 – quote on Herod's cosmopolitanism. Wives and concubines: JA 15.321–2. Kokkinos 124–43 and Herod's education 163–73. Sartre 89–93. Schäfer 87–98. Herod's wealth: Grant, *Herod* 165. Games and theatres: JA 15.267–89. Fortressess/Sebaste/Caesarea: JA 15.292–8; 15.323–41. Famine relief: JA 15.299–317. Citadel and Temple: JA 15.380–424.

42 Herod's Jerusalem. Temple: JA 15.380–424 and JW 5.136–247. Bahat, *Atlas* 40–51. On stones/seam – Ronny Reich and Dan Bahat, conversations with author. Seam and extension of Temple Mount: *Archeological Park* 90. The street probably paved by Agrippa II: *Archeological Park* 112–13; on Vitruvius and engineering, my explanation is based on *Archeological Park* 29–31. Philo on Augustus' sacrifices in Temple: Goodman 394. Trumpeting place: JW 4.12. *Cathedra* 1.46–80. Simon temple-builder: Grant, *Herod* 150. Shanks 92–100. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73. The Red Heifer: Numbers 19. Heifer: this modern research is based on Lawrence Wright, 'Letter from Jerusalem: Forcing the End', *New Yorker*, 20 July 1998.

43 Herod, Augustus/sons to Rome/many wives: JA 15.342–64; with Agrippa/Crimea/Diaspora Jews etc: JA 16.12–65. Grant, *Herod* 144–50. Augustus and Agrippa sacrifices: Goodman 394; Philo, *Works* 27.295.

44 Herod family tragedies/Augustus' rulings/execution of princes/four wills/last massacre and of innocents/death: JA 16.1–404 and 17.1–205. Kokkinos 153–74. Grant, *Herod* 211. Diagnosis of death: Philip A. Mackowiak, *Post Mortem* 89–100. Jesus birth, Bethlehem Massacre, King of Israel/escape to Egypt: Matthew 1, 2 and 3. Sacrifice in Temple/tax/Bethlehem/circumcision: Luke 1–2, Isaiah 7.14. Lane Fox, *Unauthorized Version*, on timing of birth: 202. Brothers, sisters: Mark 6.3, Matthew 13.55, John 2.12, Acts 1.14. Speculative Cleophas theory: James D. Tabor, *The Jesus Dynasty* (henceforth Tabor) 86–92.

45 Varus' war/Archelaus before Augustus and reign and downfall: JA 17.206–353. Goodman 397–401. Sartre 113–14. Archelaus: Herod of Luke 1.5. Kokkinos – on coins/using name of Herod, 226. Schäfer 105–12. Zealots founded by Judas the Galilean: JA 18.1–23. Gabriel's Revelation: Ethan Bronner, 'Hebrew tablet suggests tradition of resurrected messiah predates Jesus', *New York Times*, 6 August 2008.

46 Jesus the life and ministry. Pinnacle of temple: Matthew 5.5. Aged twelve in Temple:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Luke 2.39–51. Herod Antipas threat to Jesus/Pharisees/the hens/prophet outside Jerusalem: Luke 13.31–5. (Matthew's version of the same speech is set in the Temple during Jesus' last visit: Matthew 23.37.) Destruction of Jerusalem and armies foreseen: Luke 22.20–4. Jesus, John resurrected – Herod: Mark 6.14. I beheaded John, but reborn: Luke 9.7–9. Visit to high mountain and meeting with Moses and Elias (similarity to Muhammad's Night Journey): Mark 9.1–5. Vision of King of Heaven: Matthew 24.3–25.46. Repent Kingdom of Heaven coming: Matthew 5.17. Blessed be the poor: Matthew 5.3. Not destroy law: Matthew 5.17. Exceed righteous Pharisees: Matthew 5.20. Let dead bury dead: Matthew 8.22. Apocalyptic sword and vision of Judgement Day: Matthew 10.21–32. Gnashing of teeth and furnace: Matthew 13.41–58. Son of Man and glory: Matthew 20.28. Must go to Jerusalem: Matthew 16.21. Nations judged: Matthew 25.31–4. Life eternal for righteous: Matthew 25.41 and 25.46. Elite followers, Joanna, wife of Herod's steward: Luke 8.3. City of great king: Matthew 5.35. Earlier visits to Temple/early version of cleansing of Temple: John 2.13–24.

Son of Man: Daniel 7.13. Vision of Kingdom of Heaven, End of Days, Son of Man, be ready: Matthew 24.2–25.46. Early visits to Jerusalem and escapes from stoning: John 7, 8, 10.22.

Jesus and John the Baptist – same message, repentance/Kingdom of Heaven: Matthew 3.2 and 5.17. John the Baptist, birth: Luke 1.5–80. Mary visits John's parents: Luke 1.39–41. John denounces Herod and Herodias: Luke 3.15–20.

Herod Antipas and John the Baptist beheading: Mark 6.14–32. John baptizing Jesus: Luke 3.21, Matthew 3.16. Herod Antipas: JA 18.109–19 (story of Herodias, Aretas' daughter and John the Baptist), JA 18.116–19. Kokkinos 232–7, including identity of Salome. Antipas and Philip's Tetrarchy and Nabataean war: JA 18.104–42. Salome: Mark 6.17–19. Matthew 14.3–11. Jesus on that fox: Luke 13.32 Diarmaid MacCulloch, *A History of Christianity: The First Three Thousand Years* (henceforth MacCulloch) 83–91.

47 Jesus in Jerusalem. King of Israel entrance: John 12.1–15. Insurrection, Pilate, Siloam: Luke 13.1–4. Prediction of abomination, destruction: Mark 13.14. Hens, vision of desolation: Matthew 23.37–8. In Temple, vision of King of Heaven and Judgement Day: Matthew 24.3–25.46. Jesus in the Temple/not one stone: Mark 13.1–2 and 14.58 and later Stephen quote Isaiah: Acts 7.48. Not one stone: Matthew 24.1–3. Jewish traditions against Temple: Isaiah 66.1. The days in Jersualem: Mark 11–14 and John 12–19. JA 18.63. Early version of cleansing of Temple: John 2.13–24. Portrait of character is based on Geza Vermes, *The Changing Faces of Jesus*; Geza Vermes, *Jesus and the World of Judaism*; Geza Vermes, 'The Truth about the Historical Jesus', *Standpoint*, September 2008; MacCulloch; Charles Freeman, *A New History of Early Christianity*; A. N. Wilson, *Jesus*; F. E. Peters, *Jesus and Muhammad, Parallel tracks, Parallel Lives*.

Jerusalem in Jesus' time. Many nations: Acts 2.9–11. Daniel-Rops, *Daily Life in Palestine in the Time of Christ* 80–97. MacCulloch 91–6. Palatial Mansion and *mikvahs*, see *Archeological Park*. Bahat, *Atlas* 40–53 and 54–8. Adiabene queen and Jewish kingdom in Iraq: JA 18.310–77. Queen Helena: JA 20.17–96. Goodman 65. Ossuaries: Tabor 10. Son of Man: Daniel 7.13. Upper Room/Last Supper/Pentecost Holy Spirit: Mark 14.15. Acts 1.13–2.2. Patrich, *Sacred Esplanade* 37–73. For Jesus' movements in city: see Shimon Gibson, *The Final Days of Jesus*, especially map facing 115; entry into city 46–9; Last Supper 52–5; Gethsemane 55–5; Gibson's research and excavations on the pools of Bethesda and Siloam, showing that they may have been *mikvah* purification pools 59–80; arrest 81–2. Healings at the pools:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

John 5.1–19 and 9.7–11. Caiaphas in John 11.50. Conversations with Ronny Reich and Eli Shukron on excavations of the first-century Siloam Pool.

48 Pilate: JA 18.55–63; Samaritan disturbances JA 18.85–95. Pilate's violence: Philo quoting Agrippa I in Sartre 114–15; Goodman 403. See also Daniel R. Schwartz, 'Josephus, Philo and Pontius Pilate', in *Cathedra* 3.26–37. (On Pilate's actions, Philo says it was shields; Josephus says military standards.) Philo, *Works*, vol. 10, Embassy to Gaius 37.301–3. Trial: John 18–19 and Mark 14 and 15. Daughters of Jerusalem: Luke 23.28. Powers of Sanhredrin/trial: Goodman 327–31, including Josephus quotation and other examples such as sentencing of James brother of Jesus in AD 62. Barabbas: Mark 15.7. Insurrection, Pilate, Siloam: Luke 13.1–4. Herod and Pilate: Luke 23.12. Arrest and trial: Gibson, *Final Days of Jesus* 81–106. MacCulloch 83–96.

49 Crucifixion: this account of technique and death is based on Joe Zias, 'Crucifixion in Antiquity' on www.joezias.com. Crucifixion, nakedness, burial and new shroud evidence discovered by Shimon Gibson: *Final Days of Jesus* 107–25 and 141–7; tomb 152–65. This account is based on John 19–20, Mark 15, Matthew 28. JW 7.203 and 5.451. Tabor 246–50. Resurrection: quotation from Luke 24. Matthew 27–8. Mark 16. Caiaphas: Matthew 27.62–6 and 28.11–15. Judas, silver and Potters Field: Matthew 27.5–8 and Acts 1.16–20. Removal of body: Matthew 27.62–4, and 28.11–15 for story of priests offering guards bribes to claim disciples removed the body. Gospel of Peter (probably dating from early second century) 8.29–13.56 in which a crowd surrounds the tomb, then two men remove the body: for analysis, see Freeman, *New History of Early Christianity* 26–31 and 31–8. Resurrection to Ascension: John 20–1 (including Doubting Thomas).

James the Just as leader, early days of sect: Acts 1–2 and Galatians 1.19, 2.9, 12. Pentecost and tongues: Acts 2. Beautiful Gate healing: Acts 3. Stephen: Acts 6 and 7; stoning 7.47–60. Saul at death of Stephen/persecutor/conversion and acceptance by Church: Acts 7.58–60 and 8.1–9.28.

Various sources reflect the Jewish Christianity: Gospel of Thomas; Clement of Alexandria; the Ascents of James and the Second Apocalypse of James – all quoted and discussed by Tabor, 280–91. Pilate, Samaritans, downfall: JA 18.85–106. Sartre 114–15. Schäfer 104–5. Lane Fox, *Unauthorized Version* 297–9, 283–303. Peters, *Jerusalem* 89–99. *Archeological Park* 72, 82, 111. Judas, Potter's Field: Matthew 27.3–8. Tacitus, *Histories* 15.44. MacCulloch 92–6. Sartre 336–9. Kevin Butcher, *Roman Syria and the Near East* (henceforth Butcher) 375–80.

50 Herod Agrippa I: JA 18.143–309, 19.1–360. Persecution of James and Peter: Acts 12.20–3. Kokkinos 271–304. Third Wall: *Archeological Park* 138. Bahat, *Atlas* 35. Sartre 78–9 and 98–101. Approved by Mishnah: Peters, *Jerusalem* 96–7. James son of Zebedee and Peter: Acts 11.27–12.1–19. Herod Agrippa reads Deuteronomy: Goodman 83. On Philo, see Philo, *Works* vol. 10, Embassy to Caligula. Goodman 88, 118. Caligula character: Suetonius, Caligula. Claudius expels Jewish Christians/Chrestus: Suetonius, Claudius.

51 Herod Agrippa II and sisters, Claudius, Nero, Poppaea, the procurators: JW 2. 250–70. JA 20.97–222. Goodman 375–82. Kokkinos 318–30. Stewart Perowne, *The Later Herods* 160–6. Sartre 79–80.

52 Paul: origins Acts 9–11 and 22–5; Saul at death of Stephen/conversion and acceptance by Church 7.58—60 and 8.1—9.28; return to Jerusalem Acts 11. Quotations from Galatians 11—2.20, 6.11; sin offering 2 Corinthians 5.21; James, Peter, John as 'pillars' Galatians 2.6 and 9; Paul's new Jerusalem, new Israel, Galatians 4.26; on circumcision Philippians 3.2—3; later visit to Jerusalem, arrest, Felix, Agrippa

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Acts 21—8. Analysis is based on the following: A. N. Wilson, *Paul: The Mind of the Apostle;* MacCulloch 97—106; Freeman, *New History of Early Christianity* 47—63; Tabor 292—306; Goodman on Paul's vast ambition 517—27. James the Just: see Gospel of Thomas and Clement of Alexandria/Eusebius, quoting Hegesippus; the Ascents of James in the Pseudo-Clementine Recognitions; the Second Apocalypse of James – quoted in Tabor 287–91. Apostles in Temple: Acts 2.46, 5.21, 3.1–2. 'Christian' first used later in Antioch: Sartre 298, 336–9; Acts 11.26.

53 James the Just: death/succession of Simon. James as priest. Paul: life and conversion Acts 7–11 and 22–5. Eusebius of Caesarea, *Church History: Life of Constantine the Great* 2.23. Peters, *Jerusalem* 100–7. On James as righteous priest – Hegesippus; succession of Simon, Hegesippus, Epiphanius, Eusebius, Tabor 321–32.

54 Josephus, his life and visit to Rome: Josephus, 'Life' 1–17. Book of Revelation: MacCulloch 103–5; Freeman, *New History of Early Christianity* 107–10: the note on Number of the Beast code is based on Freeman 108. Nero persecutions: see Tacitus, *Histories*. Jewish Revolt starts: Josephus, 'Life' 17–38. JW 2.271–305. JA 20.97–223, 20.252–66. Goodman 404–18. Perowne, *Later Herods* 98–108 and 117–18. Sartre 113–21. Schäfer 114–23. Nero: death of Peter and Paul, citing Origen, Goodman 531.

55 War, Josephus' defection and Vespasian as emperor including portents: Suetonius, Vespasian 5; Tacitus, *Histories* 1.11; Titus and Berenice, Tacitus 2.1–2; emperor/Agrippa II's support/Berenice in best years and at height of her beauty: Tacitus 2.74–82. JW 2.405–3.340, Josephus defects: JW 3.340–408. War, Gamala and after: JW 4.1–83. Suetonius, Titus 7; wasted a day 8; looks 3. Schäfer 125–9. Sartre 123–7.

PART TWO: PAGANISM

1 Triumph: JW 7.96–162. This analysis of Roman attitudes to Judaism from AD 70 owes much to Goodman 452–5. Tacitus 2.4–5, 5.1–13. Masada: JW 7.163–406 (quotation on Jerusalem is Eleazar in JW). Titus, Agrippa II and Berenice after AD 70: Tacitus 2.2. Suetonius, Titus 7. Cassius Dio quoted in Goodman 459. Agrippa II's political career: Goodman 458–9; diamond of Berenice quoting Juvenal in Goodman 378. Josephus afer AD 70: Josephus, 'Life' 64–76. Last Herodians: Kokkinos 246–50 and 361. Last Herodian under Marcus Aurelius: Avi-Yonah 43.

2 Flavians, Nerva and Trajan. Domitian, Jerusalem and Book of Revelation: MacCulloch 103–5. Nerva relaxes Jewish tax: Goodman 469. On Trajan and revolts of 115: Goodman 471–83. Simon, Jesus' cousin, persecution of House of David, execution 106: Tabor 338–42 quoting Eusebius and Epiphanius as sources on Flavian and Trajan executions of Davidians. Synagogues in Jerusalem: Eusebius, *Church History* 4.5. Epiphanius quoted in Peters, *Jerusalem* 125. Sartre 126–8. Eschatological hopes in Palestine: Sibylline Oracles 4–5; Greek Apocalypse of Baruch III and the Syrian Apocalypse of Baruch II. Zakkai: Schäfer 135–40. Jerusalem: Eusebius quoted in Perowne, *Later Herods*, half city destroyed and seven synagogues, 191. Judaism/ben Zakkai and Jews could live in Jerusalem 70–132: Avi-Yonah 12–54. Trajan: Goodman 471–81, including quote of Appian on Trajan destroying Jews in Egypt; and of Arrian on general destruction of Jews. Jewish revolt: Dio Cassius 68.32.1–2. Eusebius, *Church History* 4.2.1–5. Schäfer 141–2. Sartre 127–8. Butcher 45–50.

3 Hadrian: Dio Cassius 69.12.1–13.3. Character both admirable and bad: Anthony R. Birley, *Hadrian the Restless Emperor* 301–7, including *Historia Augusta* 'cruel and merciful' etc. and *Epitome de Caesaribus* 'diverse, manifold, multiform'. Frank

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

McLynn, *Marcus Aurelius* 26–39. Aelia: Bahat, *Atlas* 58–67. Thorsten Opper, *Hadrian: Empire and Conflict* – career 34–68 and bar Kochba 89–97 and Antinous 168–91. Goodman 481–5. *Archeological Park* 140. Yoram Tsafrir, '70–638 CE: The Templeless Mountain', in *Sacred Esplanade* 73–99.

4 Simon bar Kochba/Hadrian: this account is based on Dio Cassius 69.12.1–13.3 and 69.14.1–3; Eüsebius, *Church History* 4.6 and Justin. See Opper, *Hadrian* 89–97, including latest finds from the Cave of Letters. Birley, *Hadrian the Restless Emperor*: influence of Antiochus Epiphanes 228–9; coins on visit to Judea 231; foundation of Aelia 232–4; revolt, bar Kochba 268–78; Book of Numbers/Akiba/ correspondence/ Justin and Eusebius/fall of Betar/plan of new Jerusalem with Hadrian statue on horseback on Holy of Holies with idol of Jupiter from Eusebius, and statue of pig from Jerome, all quoted in Birley. McLynn, *Marcus Aurelius* 26–39. Bahat, *Atlas* 58–67. Goodman 485–93, including Roman burial of memories of conflict, even more disastrous than the triumphalism of 70, continuity of Hadrian to Severan dynasty meant no incentive to challenge Hadrian's ethos 496. See also: Yigal Yadin, *Bar-Kokhba* – clothes, keys 66; Babatha documents 235. Avi-Yonah 13, probably took Jerusalem/seventy-five settlements destroyed/ Palestinian Jewish population – 1.3 million. Did Hadrian destroy Temple?: Shanks 47, quoting Chronicon Paschale, Julian, rabbinical references to Third Temple destroyed by Hadrian. Cave resistance: Amos Klauer, 'Subterranean Hideaways of Judean Foothills', in *Cathedra* 3.114–35. After 335: Sartre 320–5. Post bar Kochba and Simon bar Yohai: Avi-Yonah 15–39, 66. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99.

5 Hadrianic city/Roman administration: Butcher 135–300, 240–50, 335–45. Sartre 155, 167–9. Archaeological mysteries, Tenth Legion/Roman finds south of Temple Mount, Herodian ashlars in foundations of Hadrianic Temple: Shanks 43–53. Statues of emperors still on Temple Mount for visit of Bordeaux Pilgrim 333: Bordeaux Pilgrim, *Itinerary* 592–3. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99. Deliberate burying of Golgotha: Eusebius, *Life of Constantine* 3.26–8. Sozomen, *Church History* 2.1, quoted in Peters 137–42. Zalatinos/Alexander Church/Hospice, Hadrianic walls and outside wall of Helena's Church: author conversations with Gideon Avni and Dan Bahat. Syncretism of Aelia gods: Sartre 303–21. Attitude to Jews and Roman Aelia: Goodman 490–5. Relaxation of Antoninus Pius: Sartre 320–5. Visit of Marcus Aurelius: Goodman 498. Marcus Aurelius: Butcher 46–8. Herodian Governor of Palestina Julius Severus: Avi-Yonah 43–5. Marcus Aurelius in Aelia quoting Ammianus Marcellinus: Goodman 498. Today's Old City is Hadrianic shape: David Kroyanker, *Jerusalem Architecture* (henceforth Kroyanker) 14. Jews: Visit of Septimus Severus, Caracalla, Judah haNasi: Goodman 496–7, 506–11. Severus: Butcher 48–51. Judaism/Judah haNasi: Sartre 319–35. Visits to Jerusalem, Judah haNasi: Avi-Yonah 50–6, 140; Tanaim and court of Nasi/patriarchs up to Judah the Prince 39–40, 54–75; Jerusalem, rending garments 79–80; Severans and Judah the Prince and small group of Rabbi Meir's students of Holy Community settle in Jerusalem 77–9. Severus and civil war, Caracalla: Sartre 148–9, 157; Butcher 48–51. Jewish return to Jerusalem: Sartre 321–2; Goodman 501–8. Jewish traditions on Jerusalem, in Tosefta, Amidah etc. quoted in Goodman 576–7. Simon Goldhill, *Jerusalem: A City of Longing* 179. Christian beliefs and persecutions: Goodman 512–24. Isaiah Gafni, 'Reinterment in Land of Israel', in *Cathedra* 1.101. Christianity after 135: Freeman, *New History of Early Christianity* 132–41; Ebionites 133; Gnostics 142–54. Early Christians, Gnosticism: MacCulloch 121–37; relations with Roman state 156–88; Christian alternative to Rome 165; Severus, to third-century crisis, Mithraism, Mani, Diocletian 166–76. Joseph Patrich, 'The Early Church of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Holy Sepulchre in the Light of Excavations and Restoration', in Y. Tsafrir (ed.), *Ancient Churches Revealed* 101–7. Synagogues: seven synagogues; one remained on Mount Zion in AD 333: Bordeaux Pilgrim, *Itinerary* 592–3. Epiphanius quoted: Peters, *Jerusalem* 125–7. Schäfer 168. Christianity and persecutions and decay of Roman power: Butcher 86–9; revolts against Romans 65–6. Twenty-five changes of emperor in 103 years/Zenobia; Diocletian visits Palestina 286: Avi-Yonah 91–127 and 139–49. Michael Grant, *Constantine the Great* 126–34. Sartre 339. On Palmyran empire and Zenobia: P. Southern, *Empress Zenobia: Palmyra's Rebel Queen*.

PART THREE: CHRISTIANITY

1 Constantine. Rise and character: Warren T. Treadgold, *A History of Byzantine State and Society* (henceforth Treadgold) 30–48. Grant, *Constantine* 82–4, 105–15; Sun God 134–5; Milvian Bridge vision 140–55; Church 156–86. Judith Herrin, *Byzantium: The Surprising Life of a Medieval Empire* (henceforth Herrin) 8–11. Patron gods of Caesar Augustus and Aurelian, smallness of Christian religion, Jews as detestable mob, Jewish history as Roman history: Goodman 539–48. Crispus/Fausta sexual offence: Treadgold 44. Avi-Yonah 159–64. Lane Fox, *Unauthorized Version* 247. MacCulloch 189–93. Last years: Grant, *Constantine* 213. John Julius Norwich, *Byzantium: The Early Centuries* (henceforth Norwich) 1.31–79. Fred M. Donner, *Muhammad and the Believers: At the Origins of Islam* 10–11. On Christological debates and shock-troop monks: Chris Wickham, *The Inheritance of Rome: A History of Europe from 400 to 1000* (henceforth Wickham) 59–67.

2 Helena in Jerusalem. Eusebius, *Life of Constantine* 3.26–43. Sozomen, *Church History* 2.1, 2.26. Helena barmaid: Grant, *Constantine* 16–17; visit 202–5. Zeev Rubin, 'The Church of Holy Sepulchre and Conflict between the Sees of Caesarea and Jerusalem', in *Cathedra* 2.79–99 on early visit of Constantine's mother-in-law, Eutropia, in 324. Founding of Church: MacCulloch 193–6. Temple Mount, space and holiness to Jews/defeat of old revelation and victory of new: Oleg Grabar, *The Shape of the Holy: Early Islamic Jerusalem* 28. Goldhill, *City of Longing* 179. Peters, *Jerusalem* 131–40. New Jerusalem: Goodman 560–77; Jewish reverence for Jerusalem 576–7. Jews: Avi-Yonah 159–63; small Jewish revolt reported in John Chrysostom 173. Basilicas and ceremonies of church: MacCulloch 199; Arianism 211–15. Bordeaux Pilgrim, *Itinerary* 589–94; see also Peters, *Jerusalem* 143–4, including new name for Zion. Confusion about real Zion: 2 Samuel 5.7, Micah 3.12. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99.

3 Constantius: Avi-Yonah, 174–205. Julian: Treadgold 59–63. Jews/Temple: Yohanan Levy, 'Julian the Apostate and the Building of the Temple', in *Cathedra* 3.70–95. Temple: Sozomen, *Church History* 5.22. Isaiah 66.14. *Archeological Park* 22. Norwich 339–100. Did Jews remove statues?/Isaiah inscription: Shanks 53–5. Arab revolts of Queen Maria and Saracen War in 375: Butcher 65–6.

4 The first pilgrims fourth/fifth century/Hun invasion: Zeev Rubin, 'Christianity in Byzantine Palestine – Missionary Activity and Religious Coercion', in *Cathedra* 3.97–113. Cheating, adultery – Gregory of Nyssa quoted in Peters, *Jerusalem* 153; prostitutes, actors – Paulinus of Nola quoted 153; Jerome on Paula quoted 152. Jerome: Freeman 274–84, including quotes on sex, virginity and swine. Festivals evolve, cross-biting: Egeria, *Pilgrimage to the Holy Places*, 50, 57–8, 67–74; and Bordeaux Pilgrim, *Itinerary* 589–94. Jerome on Britons: Barbara W. Tuchman, *Bible and Sword* (henceforth Tuchman) 23. Byzantine guides to Jerusalem: Breviarius and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Topography of the Holy Land, quoted in Peters, *Jerusalem* 154–7. The Jews in Jerusalem/Temple Mount with statues: Bordeaux Pilgrim, *Itinerary* 589–94. Mob of wretches: Jerome quoted in Peters, *Jerusalem* 145. Jewish revolt: Treadgold 56. Lane Fox, *Unauthorized Version* 213–14. Shanks 57. Peters, *Jerusalem* 143–4. Zion: 2 Samuel 5.7, Micah 3.12. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99. Monasticism: Wickham 59–67.

5 Eudocia, Barsoma, Christianity in Palestine: Rubin, 'Christianity in Byzantine Palestine – Missionary Activity and Religious Coercion', in *Cathedra* 3.97–113. Treadgold 89–94. Bahat, *Atlas* 68–79. Remains of Eudocia's walls/Siloam Church: *Archeological Park* 42–4, 137 and 138. Eudocia and Barsoma: Peters, *Jerusalem* 157–62, including Piacenza Pilgrim seeing her tomb. Christology, monastic shock-troops: Wickham 59–67. Relics: Stephen Runciman, *A History of the Crusades* (henceforth Runciman) 1.40 and 49. Grabar, *Shape of the Holy* 25, 37. Christianization and anti-Jewish laws: Theodosius I and II: Avi-Yonah 213–21, 240–5; on Jerome – Jewish worms quoted at 222; end of patriarchate 225–30. Norwich 139–51. Creed and righteous behaviour: Donner, *Muhammad* 10–17. MacCulloch on monasticism including lollipop stylite pillar: 200–10; on Nestorius/Monophysitism 222–8. End of Hillelite patriarchs: G. Krämer, *A History of Palestine* (henceforth Krämer) 24. Armenian monks and asceticism: Igor Dorfmann-Lazarev, 'Historical Itinerary of the Armenian People in Light of its Biblical Memory', ms.

6 Justinian – Byzantine climax. Justin and Justinian: Treadgold 174–217. Donner, *Muhammad* 5–6; apocalyptic vision of the Last Emperor 16; Yemenite Jewish kingdom 31–4; Justinian's vision 4–17. Wickham 92–5. Vision and building: Herrin 50–7. Gossip: see Procopius, *Secret Life*. Building: Bahat, *Atlas* 68–79. Building and pilgrims: Peters, *Jerusalem* 162–4; Piacenza Pilgrim; 'Life of Sabas' by Cyril of Scythopolis; Procopius, 'On Buildings', quoted in Peters. Grabar, *Shape of the Holy* 38–40, including Cyril quote; life in Jerusalem 24–38, including concepts of holy space/churches facing or backing on to Temple Mount. Jewish tragedy: Avi-Yonah 221–4 and 232–7, but c. 520 new Sanhedrin chief from Babylon to Tiberias, ruling Jews for seven generations until move to Jerusalem in 638; Justinian anti-Jewish legislation 246–8; Jews in Tiberias in contact with Jewish kings of Yemen 246–8. Treadgold 177. Butcher 383. Temple menorah – Byzantine triumph then to Jerusalem in 534: Perowne, *Later Herods* 177. Norwich 212. Byzantine style of dress: see Ravenna mosaic and Herrin on Theodora and ladies-in-waiting 67. Houses, mosaics and churches: on Orpheus semi-pagan/semi-Christian: Ashar Ovadius and Sonia Mucznik, 'Orpheus from Jerusalem – Pagan or Christian Image', in *Cathedra* 1.152–66. Nea Church: Grabar, *Shape of the Holy* 34–8; Madaba Map 27. M. Avi-Yonah, 'The Madaba Mosaic Map', *Israel Exploration Society*. See also article: Martine Meuwese, 'Representations of Jerusalem on Medieval Maps and Miniatures', *Eastern Christian Art* 2 (2005) 139–48. H. Donner, *The Mosaic Map of Madaba: An Introductory Guide*. Nea, last column in Russian Compound: Shanks 86–7. Byzantine rich houses south and west of Temple Mount: *Archeological Park* 147 and 32–3; extended Cardo 10 and 140; bathhouses near Jaffa Gate 125; Nea 81; monks in First Temple Jewish tombs 39. Burial with bells: see Rockefeller Museum. Jerusalem chariot-racing: Yaron Dan, 'Circus Factions in Byzantine Palestine', in *Cathedra* 1.105–19. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99.

7 Persian invasion. The Persian general's full name was Razmiozan, known as Farrokhan Shahrbaraz – the Royal Boar. Justin II to Phocas – decline: Treadgold 218–41. Sassanian king, state and religion: Donner, *Muhammad* 17–27. Avi-Yonah, 241, 254–65, including Midrash of Elijah and 20,000 Jewish soldiers quoting

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Eutychius; Salvation Midrash/Book of Zerubbabel, Nehemiah stories 265–8; Jews expelled 269–70. Sebeos, *Histoire d'Héraclius* 63–71. See also: A. Courret, *La Prise de Jérusalem par les Perses;* and Norwich 279–91. Arab tribes: Butcher 66–72. Jerusalem chariot-racing: Dan, 'Circus Factions in Byzantine Palestine', in *Cathedra* 1.105–19.

Sassanids rise: Farrokh 178–90; Khusrau II 247–61. Sassanians before the Arab conquest: Hugh Kennedy, *The Great Arab Conquests* 98–111.

Destruction of Jerusalem: F. Conybeare, 'Antiochus Strategos: Account of the Sack of Jerusalem', *English Historical Review* 25 (1910) 502–16. City destroyed: Bahat, *Atlas* 78–9. Bones of monks in Monastery of St Onufrius: *Archeological Park* 137. Jewish role and Lion's Cemetery where martyrs buried in Mamilla: J. Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom of Jerusalem* 57 and 241. Dan, 'Circus Factions in Byzantine Palestine', in *Cathedra* 1.105–19, inscription on Blues. Massacre myths: Grabar, *Shape of the Holy* 36–43. Traces of a Jewish building on Temple Mount, seventh century but dating from Persian or early Islamic period: Tsafrir, *Sacred Esplanade* 99.

8 Heraclius: this is based on Walter E. Kaegi, *Heraclius: Emperor of Byzantium*. Treadgold 287–303. Farrokh 256–61. Butcher 76–8. Herrin 84–6. Norwich 291–302. Entering Jerusalem: Conybeare, 'Antiochus Strategos' 502–16. Defeated Romans: Koran (trans. M.A.S. Abdel Haleem) 30.1–5. Golden Gate – Byzantine or Umayyad: Bahat, *Atlas* 78–9. Goldhill, *City of Longing* 126. Heraclius and Jews, Benjamin of Tiberias: Avi-Yonah 260–76. First Crusader: Runciman 1.10–13. Heraclius in Jerusalem: Abu Sufyan's memory: Kennedy, *Conquests* 74; Palestine in decline 31–2. Tsafrir, *Sacred Esplanade* 73–99. Heraclius and campaigns: Donner, *Muhammad* 17–27; Last Emperor 17–18. Wickham 256–61.

AMARBOI.COM

PART FOUR: ISLAM

1 Muhammad: Arabia before Prophet: this is based on the following: Koran; Ibn Ishaq, *Life of Muhammad*; Al-Tabari, *Tarikh: The History of al-Tabari*. Analysis and narrative – for conventional approach: W. Montgomery Watt, *Muhammad: Prophet and Statesman*; Karen Armstrong, *Muhammad: A Biography of the Prophet*. For new analysis: Donner, *Muhammad*; F. E. Peters, *Muhammad and Jesus, Parallel Tracks, Parallel Lives*.

Apocalypse in Koran/Last Days/The Hour: Hour is near: Koran 33.63, 47.18. Hour nigh: Koran 54.1. Koran: Introduction ix–xxxvi. Isra and Miraj: Koran 17.1, 17.60, 53.1–18, 81.19 and 25. Change of *qibla*: Koran 2.142–50; Solomon and djinns in temple: Koran 34.13. Jewish sins and Nebachadnezzar fall of Temple: Koran 17.4–7. Jihad/killing/sword verse/People of the Book/*dhimmi*: Koran 16.125, 4.72–4, 9.38–9, 9.5, 9.29; no compulsion in religion 2.256, 3.3–4, 5.68, 3.64, 29.46. Donner, *Muhammad* 27–38; life and rise of Muhammad and limits of his biography 39–50; limits of sources, quotes of Thomas the Presbyter 50–7; beliefs of early Islam, Donner's theory of Believers vs Muslims and number of mentions in Koran: 57–61; rituals 61–9; ecumenism of early Believers especially attitude to Jews and the *umma* document 72–4; Prophet and Apocalypse 78–82; militant jihad 83–6; ecumenical openness to Jews and Christians – quotations from Donner 87–9; Abu Sufyan and Meccan elite co-opted 92–7.

Ibn Ishaq, *Muhammad* 200–10. Jesus meets Moses and Elijah: Mark 9.1–5. Muhammad, mystery of early Islam; doubts of some scholars of entire history before 800, question of conquest, early caliphs: Wickham 279–89. Armstrong,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Muhammad 94; *qibla* 107; relations with Jews 102, 111, 161–3.

Muhammad in Syria: Kennedy, *Conquests* 77. Early Islam: Chase F. Robinson, *Abd al-Malik* 13. Herrin 86–8. Muhammad's rise: Kennedy, *Conquests* 45–7; no one more destitute than us, among us who would bury our daughters, God sent us a well-known man, the best among us, Arabian tribes before Muhammad, letters of Muslim soldiers vs Persians, 47. Letters of Muslim soldiers on Persian conquest: al-Tabari, *Tarikh* 1.2269–77, 2411–24; 2442–4; 2457–63. These sources describe the Arab invaders of Persia just after the Palestinian conquest. Sophronius: Peters, *Jerusalem* 175. Relations with the Arabian Jewish tribes, first *qibla* etc., Israiliyat: Isaac Hassan, 'Muslim Literature in Praise of Jerusalem', in *Cathedra* 1.170–2. Importance of advice of Jewish converts: Ibn Khaldun, *The Muqaddimah: An Introduction to History* (henceforth Ibn Khaldun) 260.

2 Abu Bakr to Othman. The first successors to Prophet, sources: Donner, *Muhammad* 91–5; Prophet and Apocalypse 78–82 and 97; knowledge of Syria 96; jihad 83–6; ecumenical openness to Jews and Christians – quotations from Donner 87–9; caliph title used only (possibly) by Abu Bakr but more usually Commander of the Believers and succession 97–106; the nature of Islamic expansion, churches not destroyed 106–19; early version of *shahada* (without 'Muhammad is his prophet/apostle') 112; Bishop Sebeos and Jewish governor 114; ecumenical 114–15; on sharing churches 114–5; on Cathisma Church with *mihrab* and in Jerusalem itself 115; Abu Bakr conquests 118–33.

Apocalypse/The Hour: Koran 33.63, 47.18. Hour nigh: Koran 54.1. Early armies at Yarmuk and al-Qadisiyah, only 30,000 men; power of religious propaganda and motivation: Ibn Khaldun 126. Development of title khalifa: Ibn Khaldun 180. Omar takes title Commander of the Faithful: Kennedy, *Conquests* 54–6 and 72–5. Barnaby Rogerson, *The Heirs of the Prophet Muhammad and the Roots of the Sunni–Shia Schism* (henceforth Rogerson) 83, 128–9, 169.

Omar takes Palestine, Byzantine empire, weaknesses, plague, poverty: Kennedy, *Conquests*, 142–98; settlement of Palestine and Iraq 95–7; Amr al-As 46–51 and 70–3; Khalid bin Walid 70–3. Yaqubi, *History* 2.160–70, and al-Baladhuri, *Conquest of the Countries*, quoted in Peters, *Jerusalem* 176–7. Defeat of Byzantines: Runciman 1.15 Khalid in command at Damascus and Yarmuk: Kennedy, *Conquests* 75–89. Early administration: Rogerson 220.

3 Omar enters Jerusalem: Koran 17.1, change of *qibla*: Koran 2.142–4. Concept of Day of Judgement: Koran 3.185 33.63, 47.18. 54.1.

Covenant – Tabari, *Annals* 1.2405, in Peters, *Jerusalem* 18. Muthir al-Ghiram in Guy Le Strange, *Palestine under the Moslems* 139–44. Eutychius quoted in Peters, *Jerusalem* 189–90.

Grabar, *Shape of the Holy* 45–50. Omar looks, character, stories: Ibn Khaldun 162. Kennedy, *Conquests* 125–30. Rogerson 171–82.

Donner, *Muhammad*: Omar conquest of Jerusalem, 125; Jews 114–15; Apocalypse 78–82 and 97; militancy 83–6; openness to Monotheists – quotations from Donner 87–9. Shlomo D. Goitein, 'Jerusalem in the Arab Period 638–1099, in *Cathedra* 2: 168–75.

Omar takes surrender: Kennedy, *Conquests* 91–5. Abdul Azis Duri, 'Jerusalem in the Early Islamic Period', in Asali, 105; early *hadith* and *fadail*: in Asali, 114–16. Jerusalem further place of prayer: Koran 17.1. On importance of Holy Land, Jerusalem and Aqsa: Mustafa Abu Sway, 'The Holy Land, Jerusalem and the Aqsa Mosque in Islamic Sources', in *Sacred Esplanade* 335–43. Wickham 279–89.

Jewish hopes, move to Jerusalem: J. Mann, *The Jews in Egypt and Palestine under*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

the Fatimid Caliphs (henceforth Mann) 1.44–7. Jewish traditions – Israiliyat and Kaab quotations: Hassan, 'Muslim Literature in Praise of Jerusalem,' in *Cathedra* 1.170–2. Meir Kister, 'A Comment on the Antiquity of Traditions Praising Jerusalem', in *Cathedra* 1.185–6.

The names of the city: Angelika Neuwirth, 'Jerusalem in Islam: The Three Honorific Names of the City', in *OJ* 77–93. Seventeen Muslim names/seventy Jewish in Midrash/multiplicity is greatness, quoted in Goitein, 'Jerusalem' 187. Grabar, *Shape of the Holy* 112. Omar on Temple Mount: Isaac ben Joseph quoted in Peters, *Jerusalem* 191–2; on Jews cleansing Temple Mount and banning: Salman ben Yeruham quoted in Peters, *Jerusalem* 191–4. Filth on Temple Mount deliberately placed by Helena – Mujir al-Din, *Histoire de Jérusalem et d'Hébron* (henceforth Mujir) 56–7, and on Jews cleansing Temple Mount. Earliest mosques: Kennedy, *Conquests* 121 and 134.

First cemetery and early burials of Companions of Prophet: Kamal Asali, 'Cemeteries of Old Jerusalem', in *OJ* 279–84. Sophronius, abomination: in Peters, *Jerusalem* 190. First sight of Jerusalem from hill: Sari Nusseibeh, *Once Upon a Country* 29. Hussein bin Talal, King Hussein of Jordan, *My War with Israel* 122. Arculf in Thomas Wright, *Early Travels in Palestine* 1–5. Jews in Omar's armies – see Professor Rood in *JQ* 32, Autumn 2007. Jewish aspirations: Sebeos quoted in Goldhill, *City of Longing* 76. Mann 1.44–7. Shared church and mosques: Ross Burns, *Damascus: A History* 100–5. Donner, *Muhammad*: see earlier references.

Early names of Jerusalem: see *Sacred Esplanade* 13. Palestine/Syria holy land: Koran 5.21. Jewish worship on Temple Mount: Miriam Frenkel, 'Temple Mount in Jewish Thought', in *Sacred Esplanade* 346–8.

The Arabs and armies – elite, tactics, armies, motivation, poverty including camel hair mixed with blood: Ibn Khaldun 162–3; 126. Kennedy, *Conquests* 40–2, 57–65; style of soldiers and female booty 111–13. Al-Tabari, *Tarikh* 1.2269–77, 2411–24, 2442–4, 2457–63. These sources describe the Arab invaders of Persia just after the Palestinian conquest. Duri in Asali, *Jerusalem* 105–9.

4 Muawiya: this portrait is based on R. Stephen Humphreys, *Muawiya ibn Abi Sufyan: From Arabia to Empire* 1–10 and 119–34; family 38–42; rise 43–53. Donner, *Muhammad*: Muawiya admired by Jews and Christians 141–3; Apocalypse 143–4; first civil war 145–70; reign of Muawiya 171–7; openness 87–9. Jews plan new Temple: Sebeos quoted in Guy Stroumsa, 'Christian Memories and Visions of Jerusalem in Jewish and Islamic Context', in *Sacred Esplanade* 321–33 especially 329–30. Building on Temple Mount, Persian or early Islamic: Tsafrir, '70–638 CE: The Templeless Mountain', *Sacred Esplanade* 99. Jewish worship on Temple Mount ended by Caliph Omar ibn Abd al-Malik 717–20: Frenkel, 'Temple Mount in Jewish Thought', *Sacred Esplanade* 346–8 Ibn Khaldun: on *bayah* 166–7; change from theocratic to royal authority 160–8; Christian administration 192; Muawiya – develops the *mihrab* after attempted assassination 222; introduces sealing of letters 219; introduces throne due to fatness 216. Caesar of the Arabs: Rogerson 326. Mosque: Arculf, St Adamnan, *Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land* 1.1–23.

Lover of Israel (Muawiya) hews Temple Mount, built mosque – Simon ben Yahati quoted in Peters, *Jerusalem* 199–200; possibility of Muawiya making Jerusalem the capital of Arab empire/adapting Herodian platform from square to rectangular and lowering Antonia Fortress 201. Jewish Arabian food: S. D. Goitein, *A Mediterranean Society* 1.72. Apocalyptic Midrash and al-Mutahar ibn Tahir attribute building of prayer place on Temple Mount to Muawiya: Goitein, 'Jerusalem' 76. Grabar, *Shape of the Holy* 50.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Administration by Christians: Mansur ibn Sargun: Burns, *Damascus* 100–15. Administering Palestine: Rogerson 189–92, including quotation 'I apply not my sword . . .' Goitein, 'Jerusalem' 174.

Othman: Rogerson 233–87. Muawiya's palaces: Humphreys, *Muawiya* 10–12; politics of lineage 26–37.

Muawiya on Judgement Day/on Syria/sanctifying land/land of ingathering and Judgement: Hassan, 'Muslim Literature in Praise of Jerusalem', in *Cathedra* 1.170. On Judgement Day: Neuwirth, 'Jerusalem in Islam: The Three Honorific Names of the City', *OJ* 77–93. War against Byzantines: Herrin 91–2. Dome of the Chain: Grabar, *Shape of the Holy* 130. *Bayah* allegiance – Tabari quoted in Grabar, *Shape of the Holy* 111–2. Walks through Christian sites: Humphreys, *Muawiya* 128–9. Umayyads and Jerusalem: Asali, *Jerusalem* 108–10. Patron and sheikh: Chase F. Robinson, *Abd al-Malik* 65. Yazid and succession: Humphreys, *Muawiya* 96–102. Yazid: Ibn Khaldun 164.

5 Abd al-Malik and Dome. This portrait of the caliph and imagery and significance of the Dome is based on Andreas Kaplony, 'The Mosque of Jerusalem', in *Sacred Esplanade* 101–31; Grabar, *Shape of the Holy*; and Oleg Grabar, *The Dome of the Rock*; Donner, *Muhammad*; and Chase F. Robinson, *Abd al-Malik*. Islamic traditions: al-Tabari, *Tarikh* 1.2405, and Muthir al-Ghiram quoted in Peters, *Jerusalem* 187–9.

Donner, *Muhammad*: civil war 177–89; community of believers into organized Islam 194–9; Last Judgement and Dome of Rock 199–203; Believers into Islam and caliphate, emphasis on caliph/Koran/double *shahada/hadith*/God's deputy 203–12; development of Islamic rituals 214; development of Islamic origins, history 216–18. Political mission and religious aims: Wickham 289–95. Abd al-Malik looks: Robinson, *Abd al-Malik* 52–61; on concubines 20; on flattery 85; rise 25–43; Umayyad residences 47–8. On royal authority: Ibn Khaldun 198–9. Le Strange, *Palestine under the Moslems* 114–20 and 144–51.

Description and aesthetics of the Dome: Grabar, *Shape of the Holy* 52–116. On services based on Jewish Temple, quote on Temple rebuilt, Koran as Torah: Kaplony, *Sacred Esplanade* 108–112, including Umayyad ritual from al-Wasiti, *Fadail Bayt al-Muqaddas* 112. Building the Dome. Robinson, *Abd al-Malik* 4–9 and 98–100; character 76–94; milestones around Ilya 113–12. On aim to overshadow Church of Sepulchre see al-Muqaddasi, *A Description of Syria Including Palestine* (henceforth Muqaddasi) 22–3.

Caliph Omar ibn Abd al-Malik 717–20: Frenkel, *Sacred Esplanade* 346–8. Jews dream of rebuilding Temple and granted acccess – Salman ben Yeruham quoted in Peters, *Jerusalem* 193, and Isaac ben Joseph at 191–2. Jewish attendants of Dome: Mujir 55–7. Jews and Temple: Sebeos quoted in Stroumsa, *Sacred Esplanade* 321–33 especially 329–30. Traces of building, seventh century, Persian or early Islamic: Tsafrir, *Sacred Esplanade* 99. Mosque: Arculf, St Adamnan, *Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land* 1.1–23.

Eating a banana; Goitein, 'Jerusalem' 190 quoting Ibn Asakir's *fadail*. Caliph Suleiman ibn Abd al-Malik in Jerusalem/*bayah*/plan to make it imperial capital/Jewish attendants in Dome: Mujir 56–8. The Dome: Duri in Asali, *Jerusalem* 109–11. Peters, *Jerusalem* 197. Goitein, 'Jerusalem' 174. Jewish attendants, other buildings: Goitein, 'Jerusalem' 175–80. Byzantine influences on Dome: Herrin 90. Shanks 9–31.

On importance of Holy Land, Jerusalem and Aqsa: Mustafa Abu Sway, *Sacred Esplanade* 335–43.

6 Umayyad Jerusalem. Al-Aqsa – Grabar, *Shape of the Holy* 117–22; Aphrodito papyri

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12; Umayyad caliphs in Jerusalem, Sulayman and Umar 111; palaces to south of Temple Mount 107–10; the Haram Double and Triple Gates/Gate of Prophet and possibly Golden Gate 122–8 and 152–8; four major domes 158; sceptical that the new Umayyad public buildings south of Temple Mount are necessarily palaces 128–30; Haram 122–8; Dome of the Chain 130–2; city life, Christians and Jews in city 132–5. Goitein, 'Jerusalem' 178. Kroyanker 32. Umayyad residences Robinson, *Abd al-Malik* 47–8. Herrin 90. Shanks 9–31. Moshe Gil, *A History of Palestine* 69–74 and 104. Mann, 1.44–5. Day of Judgement: Koran 3.185. Byzantine wooden beams in Rockefeller Museum. On apocalyptic geogyaphy and site of Divine-human communication: Neuwirth, *OJ* 77–93. This account of Islamic End of Days is substantially based on Kaplony, *Sacred Esplanade* 108–31, especially 124.

Decline of Umayyads and rise of Abbasids: Goitein, 'Jerusalem' 178–81. Dynasties have a natural span like individuals: Ibn Khaldun 136. On associations of Apocalypse and Divine Judgement with Jewish traditions of creation and Apocalypse: Grabar, *Shape of the Holy* 133. Jewish worship on Temple Mount 717–20: Frenkel, *Sacred Esplanade* 346–8.

On Jewish living areas, on Umayyad palaces: Bahat, *Atlas* 82–6. Jews banned from Haram and praying at walls, gates: Isaac ben Joseph quoted in Peters, *Jerusalem* 191, and Solomon ben Yeruham at 193. Mujir 56–7. On Christian pilgrims and festivals and Sepulchre: Arculf, St Adamnan, *Pilgrimage of Arculfus in the Holy Land* 1.1–23. Williband and Arculf, quoted in Peters 202–12. Umayyad palaces: *Archeological Park* 26–7, including old stones and lavatory. Walid I and the desert *qasrs*, Umayyad singing stars: *The Umayyads: The Rise of Islamic Art* 110–25. Walid II/Hisham – Palace of Khirbet al-Mafjar near Jericho – paintings at Rockefeller Museum. Decline of Umayyads and rise of Abbasids: Goitein, 'Jerusalem' 180–1. Abassid denunciation of Umayyads: Humphreys quoting Tabari. Abbasid revolution: Wickham 295–7.

7 Al-Mansur. Take surname titles to separate themselves: Ibn Khaldun 181; Abbasid black banners and change to green 215. Goitein, 'Jerusalem' 180–1. Kennedy, *Conquests* 11–50, including the dead Alids 16; Baghdad 133; court life 139; House of Wisdom/translation of Greek texts 252–60. House of Wisdom, 6,000 books: Wickham 324–31. Jonathan Lyons, *House of Wisdom* 62–70 and 89–90. Al-Mansur and al-Mahdi visits to Jerusalem: Peters, *Jerusalem* 215–17. Abbasid Haram: Kaplony, *Sacred Esplanade* 101–31. Al-Mansur and meanness of restorations: Mujir 59. Mahdi visit: Muqaddasi 41–2. Duri in Asali, *Jerusalem* 112–13. Decline in Jerusalem/quote of Thaur ibn Yazid: Neuwirth, *OJ* 77–93.

8 Haroun al-Rashid and Charlemagne. Goitein, 'Jerusalem' 181–2. Kennedy, *The Court of the Caliphs: The Rise and Fall of Islam's Greatest Dynasty* 51–84. Peters, *Jerusalem* 217–23, including Benedict Chronicle and Memorandum on the Houses of God and Monasteries in the Holy City, listing staff and taxes; and Bernard, Itinerary. Hywel Williams, *Emperor of the West: Charlemagne and the Carolingian Empire*, 230–3. William of Tyre, *Deeds Done Beyond the Sea* (henceforth William of Tyre) 1.64–5. Gift to Charlemagne: Lyons, *House of Wisdom* 45. On legend see: Anon., *Le Pèlerinage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople*. Charlemagne as David: Wickham 381.

9 Maamun. Climax of Arab culture – marriage of al-Maamun and Buran: Ibn Khaldun 139. Maamun: Kennedy, *Court of the Caliphs* 252–260; House of Wisdom, 6,000 books: Wickham 324–31; Lyons, *House of Wisdom* 62–70 and 89–90. Inscription of Maamun on al-Aqsa: Nasir-i-Khusrau, *Diary of a Journey through Syria and Palestine*. Goitein, 'Jerusalem' 182. Abbasid Haram: Kaplony, *Sacred Esplanade* 101–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

31. Abbasid culture: Kennedy, *Conquests* 84–129; Tahirids and Abd Allah ibn Tahir liberates Jerusalem 91 and 203; sumptuous marriage 168; singing girls 173; Maamun in Syria and Egypt 208–9 and death 211–12. Maamun and House of Wisdom, 6,000 books: Wickham 324–31. Translation of Greek texts: Kennedy, *Court of the Caliphs* 252–60.

10 Destruction of dynasty prestige and rise of Persian/Turk *ghulam*: Ibn Khaldun 124; title of sultan, Abbasids lose power 155 and 193; decay of Abbasids 165–6. Goitein, 'Jerusalem' 182–3. Al-Mutasim, peasant revolts 840s, Turkish *ghulam*: Kennedy, *Court of the Caliphs* 213–17; *dhimmi* forced to wear yellow clothing by Caliph al-Mutawwakil in 850 240. Peasant revolt 841: Duri in Asali, *Jerusalem* 113; Goitein, 'Jerusalem' 182. Khazar debate: see K. A. Brook, *The Jews of Khazaria*; A. Koestler, *The Thirteenth Tribe*; S. Sand, *The Invention of the Jewish People*; on the latest findings on Jewish genetics: 'Studies Show Jews' Genetic Similiarity', *New York Times* 9 June 2010.

11 Ibn Tulun and Tulunids: Thierry Bianquis, 'Autonomous Egypt from Ibn Tulun to Kafur 868–969', in Carl F. Petry (ed.), *Cambridge History of Egypt*, vol 1: *Islamic Egypt 640–1517* (henceforth *CHE* 1) 86–108; the Carmatian rebellion 106–8; special role of Jerusalem 103. Karaites: Norman Stillman, 'The Non-Muslim Communities: The Jewish Community', in *CHE* 1.200. Rise of Karaites: Mann 1.60–5.

The Turkish amir Amjur and son Ali ruled Palestine for the Abbasids from 869 and were praised by Patriarch Theodosius for tolerance: Goitein, 'Jerusalem' 183. Kennedy, *Court of the Caliphs* 84–111. Khazars: Brook, *The Jews of Khazaria* 96–8; Mann, 1.64. Gideon Avni: conversations with author, Khazar synagogue in Jewish Quarter quoted in Geniza. Khazars respect Jerusalem Academy: Mann 1.64–5.

12 Ikhshids and Kafur: Bianquis, *CHE* 1.109–19. Goitein, 'Jerusalem' 183–4. Byzantine advance on Jerusalem: John Tzimiskes text in Peters, *Jerusalem* 243.

13 Ibn Killis: Bianquis, *CHE* 1.117. Stillman, *CHE* 1.206. Goitein, 'Jerusalem' 184.

14 Fatimids/Jawhar/Killis as vizier. Fatimids: Paul E. Walker, 'The Ismaili Dawa and the Fatimid Caliphate', in *CHE* 1.120–48. Paula A. Sanders, 'The Fatimid State', in *CHE* 1.151–4. Bianquis, *CHE* 1.117. Messianic Fatimids: Wickham 336–8. Jewish potentates: Stillman, *CHE* 1.206–7. Goitein, 'Jerusalem' 184. On Killis, Jewish Governor of Palestine-Syria, Christian viziers: Goitein, *Mediterranean Society* 1.33–4.

15 Paltiel/Jews and Christians in Jerusalem under the Fatimids. On Paltiel and places of prayer in Jerusalem: Ahima'as, *The Chronicle of Ahima'as* 64–6, 95–7. Moses Maimonides, *Code of Maimonides* Book 8 *Temple Service* 12, 17 and 28–30. On Paltiel and family: Mann, 1.252. Fatimids pay Jewish subsidy: Peters, *Jerusalem* 276 – proved by al-Hakim's cancellation. Grabar, *Shape of the Holy*: Jews in Jerusalem/Paltiel's funeral attacked in 1011: 144–50, 162–8. Mourners of Zion/call for aliyah by Daniel al Kumisi: Peters, *Jerusalem* 227–9; Karaites 229–32. Moshe Gil, 'Aliyah and Pilgrimage in Early Arab Period', in *Cathedra* 3.162–73. Jewish Academy: Peters, *Jerusalem* 232–3; poverty and begging letters 233–4; place of worship – Mount of Olives – Geniza says above Absalom's monuments 603. Pilgrimage – aura of distinction and Jewish/Christian emulation of Muslims: Goitein, *Mediterranean Society* 1.55 Stillman, *CHE* 1.201–9. Christian pilgrimages from Egypt: Ibn al-Qalanisi, *Continuation of the Chronicle of Damascus* (henceforth Qalanisi) 65–7. Duri in Asali, *Jerusalem* 118–19.

16 Al-Muqaddasi and Islamic Jerusalem under the Fatimids: quotations are from Muqaddasi – on beauty of Dome, Haram and al-Aqsa 41–68; on mystics and cheeses 67–9; Jews and Christians 75–7; on Day of Judgement, filthy baths, water

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

34–7. Day of Judgement and arrival of Mahdi: Ibn Khaldun 257–8. Fatimid Haram: Kaplony, *Sacred Esplanade* 101–31. Duri in Asali, *Jerusalem* 119. A banana at the Dome: Goitein, 'Jerusalem' 190 quotes Ibn Asakir.

17 Al-Hakim: Christian mother – William of Tyre 1.65–7. Sanders, *CHE* 1.152. Goitein, 'Jerusalem' 185. Islamic seeking of knowledge: Goitein, *Mediterranean Society* 1.51. Runciman 1.35–6. Mann 1.33–41. On al-Khidr shrine see William Dalrymple, *From Holy Mountain* 339–44. Jaber el-Atrache, 'Divinity of al-Hakim', *Lebanon through Writers' Eyes* (eds.) T. J. Gorton and A. F. Gorton, 170–1.

18 Holy Fire: Qalanisi 65–7. Martin Gilbert, *Rebirth of a City* 160. Shudder with horror – Mujir 67–8. Holy Fire, descriptions in Peters, *Jerusalem* 262, including first mention AD 870 of ritual in Bernard *Itinerary* 263. Christian pilgrims, including Fulk: David C. Douglas, *William the Conqueror* 35–7. Runciman 1.43–9.

19 Hakim, Holy Sepulchre and Death: Gilbert *Rebirth of a City* 160. Holy Fire: Mujir 67–8. Holy Fire, descriptions in Peters, *Jerusalem* 262, including first mention AD 870 of ritual in Bernard Itinerary 263. Christian pilgrims: Runciman 1.43–9. Fatimid Haram: Kaplony, *Sacred Esplanade* 101–31. Qalanisi 65–7. Yahya ibn Said quoted in Peters, *Jerusalem* 260; Jewish persecutions, loss of subsidy 276. Hiyari in Asali, *Jerusalem* 132. Goitein, 'Jerusalem' 185–6. Goitein, *Mediterranean Society* 1.1–5, 18, 34, 71. On Sweyn, Duke Robert of Normandy: Douglas, *William Conqueror* 35–7: Tuchman 3–4. 'Divinity of Hakim', *Lebanon* 170–1.

20 Al-Zahir and al-Mustansir, rebuilding of Holy Sepulchre, walls, Christian Quarter: Kaplony, *Sacred Esplanade* 101–31. Al-Zahir: William of Tyre 1.67–71; walls, Amalfitian hospice, Quarter 1.80–1; area of Muristan rebuilt 2.240–5. Goitein, 'Jerusalem' 188. Rebuilding: Peters, *Jerusalem* 267; walls of Jerusalem and protection of Christian Patriarchs' Quarter – Yahya quoted in Peters. Hiyari in Asali, *Jerusalem* 132–3.

Christian pilgrimage, al-Mustansir, Jewish viziers: Stillman, *CHE* 1.206–7. Norman/Royal/aristocratic pilgrims: Douglas, *William Conqueror* 35–7. German pilgrimage led by Arnold Bishop of Bamberg and bloodbath outside Jerusalem 1064: *Peters, Jerusalem* 253. Bloodbath: see Florence of Worcester, *Chronicle*. Age of pilgrims: Runciman 143–9. Christopher Tyerman, *God's War: A New History of the Crusades* (henceforth Tyerman) 43. Dangers and persecution of Christian pilgrims: William of Tyre 1.71 and 81. Tortures and burst bowels, Urban II quoted in Peters, *Jerusalem* 251; Jews, al-Zahir security 277. Jewish pilgrimage and travel: Goitein, *Mediterranean Society* 1.55–61. Muslim pilgrimage, Nasir-i-Khusrau: all quotations are from Nasir-i-Khusrau, *Diary of a Journey through Syria and Palestine*; on Nasir, Grabar, *Shape of the Holy* 137–8, 145–53. Holiness of Jerusalem: Hasson, *Cathedra* 1.177–83. Sanctity: Ibn Khaldun 269. Consecration of *haj* from Jerusalem: Duri in Asali, 118. Tustari grand viziers: Mann 1.74–6. Solomon ben Yehuda, gaon of Jerusalem 1025–51 – things 'so bad like of which didn't occur since the Jews returned'/on fall of Tustari; Jerusalem threatened by Arab rebels 1024–9; tolerance of al-Zahir of Jews and Karaites: Mann 1.134–6. Gaon and Nasi Daniel ben Azarya in Jerusalem eleven years 1051–62 succeeded as gaon by Elijah Hakkohen – but fled Jerusalem to Tyre: Mann 1.178–80; Arab revolt of Hassan of Banu Jarrah 1.158–71. Treaty with Byzantines: Runciman 1.35–7.

21 Seljuks: Ibn Khaldun 252. Atsiz takes Jerusalem, revolt and storming; Tutush and Ortuqids: Solomon ben Joseph Ha-Kohen, 'The Turkoman Defeat at Cairo', *American Journal of Semitic Languages and Literatures* January 1906. Hiyari in Azali, *Jerusalem* 135–7. Goitein, 'Jerusalem' 186. Joshua Prawer, *Latin Kingdom of Jerusalem* 7–9. Turkish military tactics: Norman Housley, *Fighting for the Cross:*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Crusading to the Holy Land 111–14. Ortuq and arrow: Runciman 1.76; Seljuks 1.59. Muslim revival including visit of al-Ghazali and Ibn al-Arabi: Mustafa A. Hiyari in Asali, *Jerusalem* 130–7. Dangers and persecution of Christian pilgrims: William of Tyre 1.71. Tortures, Urban II: Peters, *Jerusalem* 251; Jews flee to Haifa then Tyre 277. Ruins of Jerusalem sites: Halevi, *Selected Poems of Judah Halevi*, ed. H. Brody 3–7. Maimonides, *Code* 28–30. Peters, *Jerusalem* 276–9. Muslims: Ghazali quoted in Peters, *Jerusalem* 279–80 and 409; Mujir 66 and 140; Nusseibeh, *Country* 126–7. Popular history of the Seljuks: John Freely, *Storm on Horseback: Seljuk Warriors of Turkey* 45–64.

PART FIVE: CRUSADE

1 Crusade, Godfrey, taking of Jerusalem. This account of the Crusades is based on the essential classics Steven Runciman, *The Crusades*; Jonathan Riley-Smith, *The Crusades: A Short History*; Jonathan Riley-Smith, *The First Crusade*; Joshua Prawer, *The Latin Kingdom of Jerusalem*; Denys Pringle, *The Churches of the Crusader Kingdom of Jerusalem: A Corpus* (henceforth Pringle); the works of Benjamin Z. Kedar; and the excellent new books Christopher Tyerman, *God's War*, Jonathan Phillips, *Holy Warriors*; and Thomas Asbridge, *The Crusades*; along with primary Christian sources William of Tyre, Fulcher of Chartres, *Gesta Francorum* and Raymond d'Aguilers, and Muslim sources Ibn al-Athir, and later Ibn Qalanisi and Usama bin Munqidh; on warfare, Norman Housley, *Fighting for the Cross*; on life in Jerusalem, Adrian Boas, *Jerusalem in the Time of the Crusades*.

Raymond and Gesta are quoted in August C. Krey, *The First Crusade: The Accounts of Eyewitnesses and Participants* 242–62. Al-Athir and al-Qalanisi are quoted, unless otherwise sourced, in Francesco Gabrieli, *Arab Historians of the Crusades* (henceforth Gabrieli). Storming: al-Athir, Gabrieli 10–11. Tyerman 109–12. 3,000 dead, smaller massacre: Benjamin Z. Kedar, 'The Jerusalem Massacre of July 1099 in Western Historiography of the Crusades', in *Crusades* 3 (2004) 15–75. Phillips, *Warriors* 24; Asbridge, *Crusades* 90–104. 3,000 killed on Haram and women killed in Dome of Chains: Ibn al-Arabi quoted in Benjamin Z. Kedar and Denys Pringle, '1099–1187: The Lord's Temple (Templum Domini) and Solomon's Palace (Palatium Salomonis)', in *Sacred Esplanade* 133–49. Prawer, *Latin Kingdom* 15–33. On Jerusalem image and Holy War: Housley, *Fighting for the Cross* 26 and 35–8; massacre 217–19. The Princes of the Crusade: Tyerman 116–25; Crusader psychopaths 87. Fragmentation of Arabs and Islamic city states – see William of Tyre and al-Athir quoted in Tyerman 343 and Grabar, *Shape of the Holy* 18. Runciman 1.280–5. Hiyari in Asali, *Jerusalem* 137–40.

On Crusader buildings of Jerusalem, thanks to Professor Dan Bahat who gave the author a Crusader tour. On Arnulf morals: B. Z. Kedar, 'Heraclius', in B. Z. Kedar, H. E. Mayer and R. C. Smail (eds), *Outremer: Studies in the History of the Crusading Kingdom of Jerusalem* 182. B. Z. Kedar, 'A Commentary on the Book of Isaiah Ransomed from the Crusaders', in *Cathedra* 2.320. *OJ* 281. Storming and ransoming of Jews: Prawer, *Jews in the Latin Kingdom* 19–40. On Jews: Mann 198–201. William of Tyre 1.379–413. The campaign: Tyerman 124–153; storming 155–64; few knights 178. Massacre: al-Athir in Gabrieli 10–11. Storming: *Gesta Francorum* 86–91. Fulcher of Chartres, *A History of the Expedition to Jerusalem* 1.xxiv and xxxiii and 2.vi. up to bridle reins in blood – quoted in Peters, *Jerusalem* 285. City population statistics: Tyerman 2–3. Turkish tactics: Housley, *Fighting for the Cross* 111–14; Frankish tactics 118–22.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

2 Baldwin I. This portrait is based on William of Tyre 1.416–17; Fulcher, *History*; Tyerman 200–7; Runciman 1.314–15 and 2.104, including Baldwin's wives and Adelaide's arrival in Jerusalem and Sigurd visit 92–3. 'Saga of Sigurd' quoted in Wright, *Early Travellers* 50–62.

Building – use of Citadel, spolia from al-Aqsa for Sepulchre: Boas, *Jerusalem* 73–80. The Crusader Haram: Kedar and Pringle, '1099–1187: The Lord's Temple (Templum Domini) and Solomon's Palace (Palatium Salomonis)', *Sacred Esplanade* 133–49. Holy Sepulchre: Charles Couasnon, *The Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem* 19–20. Kroyanker 40–3. N. Kenaan, 'Sculptured Lintels of the Crusader Church of the Holy Sepulchre', in *Cathedra* 2.325. Runciman 3.370–2. The traditions and calendar, pilgrims: Tyerman 341. Holy Fire – Daniel the Abbott quoted in Peters, *Jerusalem* 263–5; methesep and administration of city 301. Calendar and rituals: Boas, *Jerusalem* 30–2; chief political posts and courts 21–5; coronation 32–5; Golden Gate, on possible Crusader domes 63–4, citing Pringle; Crusader graves on Temple Mount 182; John of Wurzburg says 'illustrious' people buried near Golden Gate, Crusader style and workshop on Temple Mount 191–8. Prawer, *Latin Kingdom* 97–102 on coronations; True Cross 32–3; crown 94–125. On True Cross: Imad quoted in Grabar, *Shape of the Holy* 136. James Fleming, *Biblical Archaeology Review*, January–February 1969, 30. Shanks 84–5. Red tent of king: Runciman 2.458–9; Crusader style 3.368–83. Style and reuse of Herodian stones, citadel and towers: Kroyanker 4, 37–43.

3 Baldwin II: Tyerman 206–8. Gift for kingship: al-Qalanisi, Gabrieli 40. Jerusalem: Bahat, *Atlas* 90–101. Royal palaces, palace close to Sepulchre: Boas, *Jerusalem* 77–80. Palace: Arnald von Harf quoted in Peters, *Jerusalem* 355.

On the Orders, this is based on Jonathan Riley-Smith, *The Knights of St John in Jerusalem and Cyprus 1050–1310*; Piers Paul Read, *The Templars*; Michael Haag, *The Templars: History and Myth*; Boas, *Jerusalem*; and Prawer, *Latin Kingdom*. Templar Temple Mount: Theodorich, *Description of the Holy Places* 30–2. Templar traditions, rules: Anonymous Pilgrim quoted in Peters, *Jerusalem* 323. Military organization, knights, Turcopoles: Tyerman 220, 228 and orders 169. Orders: Boas, *Jerusalem* 26–30; Templar Temple Mount, baths 142–60; stables quoting John of Wurzburg and Theodorich (10,000 horses) 163; Hospitallers 156–9. Prawer, *Latin Kingdom* 252–79. Orders: Runciman 2.312–14. Crusaders on Temple Mount: Oleg Grabar, *The Dome of the Rock* 163. The Crusader Haram: Kedar and Pringle, *Sacred Esplanade* 133–49. On Temple Mount: Church on Antonia site, Michael Hamilton Burgoyne, *Mamluk Jerusalem: An Architectural Survey* 204–5; Templar Hall on south-west corner of Temple Mount 260–1; Templar Augustinian Canons north of Dome. Single gate with access to Solomon's Stables: *Archaeological Park* 31. On Armenian settlement and rebuilding of St James's Cathedral after 1141: Dorfmann-Lazarev, 'Historical Itinerary of the Armenian People in Light of its Biblical Memory'.

4 Fulk and Melisende, based on William of Tyre 2.50–93 and 135; character of Melisende 2.283. Tyerman 207–9. Runciman 2.178, 233, 190. Coronation of Jerusalem kings: *Conquest of Jerusalem and the Third Crusade: Old French Continuation of William of Tyre and Sources in Translation* (henceforth *Continuation*) 15. Calendar and rituals: Boas, *Jerusalem* 30–2; chief political posts 21–5; coronation 32–5. Prawer, *Latin Kingdom* 97–102 on coronations.

Zangi and Edessa: al-Athir, Gabrieli 41–3 and 50–1; character and death 53–5; Qalinisi 44–50; Usamah on life in Zangi army, Zangi king of amirs 38 and 169–71. Zangi: Phillips, *Warriors* 75–6; Ibn Jubayr quoted on wedding 47; coronation 56–8; penalties for adultery 60–1; psalter as Fulk's gift 69–71; Holy Sepulchre 103.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Zangi, character: Asbridge, *Crusades* 225–7.

5 Usamah bin Munqidh, *The Book of Contemplation: Islam and the Crusades* (henceforth Usamah – scholar, cavalier, Muslim 26; Zangi king of amirs 38; brutality of amirs 169–71; hunting with Zangi 202–3; loss of library 44; importance of Islam and jihad, father 63–4 and 202; Eastern doctors 66; Franks' medicine 145–6; meetings with Fulk 76–7; goshawk 205–6; pilgrimage to Jerusalem 250; buying hostages 93; meeting Baldwin II 94; father cuts arm off servant 129; Frankish converts to Islam 142–3; nature of Franks' invitation to Europe 144; at Temple 147–8; women and pubic shaving 148–50; law 151–2; Franks acclimatized to East 153; small things and death 156; victory and God 160.

Description of markets and streets: condition of the city of Jerusalem 1187 quoted in Peters, *Jerusalem* 298–303. The Crusader Haram: Kedar and Pringle, *Sacred Esplanade* 133–49. Commerce: Prawer, *Latin Kingdom* 408–9. On Syrian doctors, see William of Tyre on death of Baldwin III and Amaury. Population and adoption of Eastern customs: Fulcher, *History* 2.vi, 6–9 and 3.xxxvii. Different peoples in Jerusalem: anonymous pilgrim in Peters 307–8. Ali al-Harawi, on pictures in Dome: Peters, *Jerusalem* 313–18. Templars ride out to practise daily: Benjamin of Tudela, *The Itinerary of Benjamin of Tudela* 20–3; see also Wright, *Early Travellers*. Jerusalem in 1165, 'people of all tongues', Jews pray at Golden Gate: Benjamin of Tudela quoted in Wright 83–6. Jerusalem 1103: Saewulf quoted in Wright, *Early Travellers* 31–9. On festivals, City of Jerusalem guide and al-Harawi: Peters *Jerusalem*, 302–18.

On Armenian settlement and rebuilding of St James's Cathedral after 1141: Dorfmann-Lazarev, 'Historical Itinerary of the Armenian People in Light of its Biblical Memory'. On Melisende building, settlement, Armenians under Crusades: Kevork Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 18–23 and 25–8. On Armenian settlement of refugees – thanks to George Hintlian. Armenian Quarter develops: Boas, *Jerusalem* 39. Crusader plans for Bab al-Silsila St Giles Church: author's visit to Temple Tunnels, guided by Dan Bahat. Crusader churches on Bab al-Silsila: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 443 and on site of Antonia 204–5. On Melisende Fulk regime: Tyerman 206–11. Runciman 2.233. On building: Grabar, Dome of Rock grille 167. On churches: see Pringle. Building – use of Citadel, spolia from al-Aqsa for Sepulchre: Boas, *Jerusalem* 73–80. Kedar and Pringle, *Sacred Esplanade* 133–49. Holy Sepulchre: Couasnon, *Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem* 19–20. Kroyanker 40–3. Kenaan, 'Sculptured Lintels of the Crusader Church of the Holy Sepulchre', in *Cathedra* 2.325.

Burial rites and shrines as theatre: Jonathan Riley-Smith, 'The Death and Burial of Latin Christian Pilgrims to Jerusalem and Acre, 1099–1291', *Crusades* 7 (2008): burial sites, holy places as stage-sets, including quote from Riley-Smith, on burial of Beckett's murderers. Death in Jerusalem/Mamilla: Prawer, *Latin Kingdom* 184. Boas, *Jerusalem* 181–7, including Aceldama and burial on Temple Mount of Frederick, Advocate of Regensburg, died 1148; Conrad Schick found bones near Golden Gate. Archery practice, Boas, *Jerusalem* 163.

Psalter, arts: Prawer, *Latin Kingdom* 416–68. Runciman 3.383. See also J. Folda, *Crusader Art: The Art of the Crusaders in the Holy Land, 1099–1291*. Population and dress of military orders and Jerusalemites: Boas, 26–30 and 35–40. Tavern with chains: conversations with Dan Bahat. Life in Jerusalem, baths, Venetian and Genoese streets, *poulains*: Runciman 2.291–3.

Life and luxury, turbans, furs, burnous, baths, pork, Ibelin Beirut palace: Tyerman 235–40. Maps and vision of Jerusalem: fourteen maps of Frankish Jeru-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

salem, eleven of them round, usually with the cartographic convention of the cross within a circle on the streets: Boas, *Jerusalem* 39 in royal palace on Cambrai map. Royal palace: Prawer, *Latin Kingdom* 110–11.

Sex and women on Crusade: Housley, *Fighting for the Cross* 174–7. Whores in Outremer – Imad al-Din quoted in Gabrieli 204–5. Muslims: Ali al-Harawi quoted in Peters, *Jerusalem* 381. Jews – visit of Judah Halevy: Brenner 88–90. Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom* 144. *Selected Poems of Judah Halevi*, trans. Nina Salaman; also see Peters, *Jerusalem*: 278.

Runciman 3.370–2. The traditions and calendar, pilgrims: Tyerman 341. Holy Fire – Daniel the Abbott quoted in Peters, *Jerusalem* 263–5, methesep and administration of city 301. Calendar and rituals: Boas, 30–2; 21–5; 32–5. Prawer, *Latin Kingdom* 97–102; True Cross 32–3; crown: 94–125. On True Cross: Imad quoted in Grabar, *Shape of the Holy* 136.

Golden Gate: Boas, 63–4; Crusader graves 182; Temple Mount 191–8. J. Fleming, *Biblical Archaeology Review* January–February 1969, 30. Shanks 84–5. Red tent of king: Runciman 2.458–9; Crusader style 3.368–83. Style and reuse of Herodian stones: Kroyanker 4, 37–43. Dome of Rock: Ali al-Harawi quoted in Peters, *Jerusalem* 318.

Zangi, character, deathbed witness, Asbridge, *Crusades* 225–7. Hamilton A. R. Gibb, 'Zengi and the Fall of Edessa', in M. W. Baldwin (ed.), *The First Hundred Years*, vol. 1 of K. M. Setton (ed. in chief), *A History of the Crusades* 449–63.

6 Second Crusade: Qalinisi quoted in Gabrieli 56–60; al-Athir 59–62. William of Tyre: on Eleanor and Raymond 2.180–1; on debacle of Damascus 2.182–96. Zangi's character, death: Asbridge, *Crusades* 225–7. Gibb, 'Zengi and the Fall of Edessa', in Baldwin, *First Hundred Years* 449–63.

The most recent account is Jonathan Phillips, *The Second Crusade* 207–27. On Louis and Eleanor: Ralph V. Turner, *Eleanor of Aquitaine* 70–98. Tyerman 329–37. Fourteen maps of Frankish Jerusalem, Boas, *Jerusalem* 39. Royal palace: Prawer, *Latin Kingdom* 110–11. On Church of Holy Sepulchre, this account and analysis is closely based on Riley-Smith, 'Death and Burial of Latin Christian Pilgrims to Jerusalem and Acre, 1099–1291', *Crusades* 7 (2008); Pringle; Folda, *Crusader Art*, Couasnon, *Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem* 19–20; Kroyanker 40–3; Kenaan, *Cathedra* 2.325; Boas, *Jerusalem* 73–80; Runciman 3.370–2.

7 Baldwin III: character, William of Tyre 2.137–9; the account of his reign is based on 2.139–292; death and grief 2.292–4. Tyerman 206–8. Runciman 2.3.334, 2.242, 2.361–3; Ortuqids attack 2.337; Ascalon 2.337–58. Nur al-Din and Sunni revival: Qalinisi 64–8. Tyerman 268–73. Asbridge, *Crusades* 229–33. Nur al-Din polo: Phillips, *Warriors* 110. Hamilton A. R. Gibb, 'The Career of Nur-ad-Din', in Baldwin, *First Hundred Years* 513–27. On Andronicus: Bernard Hamilton, *The Leper King and his Heirs: Baldwin IV and the Crusader Kingdom of Jerusalem* (henceforth *Leper*) 173–4.

8 Amaury and Agnes, sleaziness of Jerusalem politics: *Leper* 26–32. Tyerman 208–10. Amaury builds Royal Palace: Boas, *Jerusalem* 82. On Egyptian strategy/negotiations with Assassins: *Leper* 63–75. Five Egyptian invasions: Tyerman 347–58; Syrian doctors 212. Runciman 2.262–93; death of kings 2.398–400. Overmighty military orders – e.g. Hospitallers vs patriarch, William of Tyre 2.240–5; Templar disobedience to Amaury. Agnes married Reynard of Marash; engaged to Hugh of Ibelin; married Prince Amaury then Hugh of Ibelin then Reynard of Sidon, who divorced her; lovers allegedly included Amaury of Lusignan and Heraclius the Patiarch: Runciman 2.362–3, 407.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

9 William of Tyre: life and link with Usamah's library: Introduction, William of Tyre 1.4–37. Usamah's books 44. Baldwin IV, leprosy: William of Tyre 2.397–8. *Leper* 26–32.

10 Moses Maimonides: this account is based on Joel L. Kraemer, *Maimonides: The Life and World of One of Civilisation's Greatest Minds*; refusal to serve Crusader king probably between 1165 and 1171, 161; Jerusalem visit 134–41; Fatimid doctor 160–1; doctor of Qadi al-Fadil and then Saladin 188–92; al-Qadi al-Fadil 197–201; Saladin's doctors 212 and 215; fame and court life – doctor of al-Afdal 446; Taki al-Din/sex life 446–8. Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom* 142. Did Maimonides pray in the Dome of the Rock?: Kedar and Pringle believe he did – *Sacred Esplanade* 133–49. Benjamin of Tudela on Jewish dyers, David's Tomb and Alroy: see Wright, *Early Travellers* 83–6, 107–9. Michael Brenner, *Short History of the Jews* (henceforth Brenner), on Alroy 80; on Maimonides 90–92.

11 Books/Usamah. William of Tyre 1.4–37. Usamah, 44. Baldwin IV, leprosy: William of Tyre 2.397–8. *Leper* 26–32.

12 Baldwin IV. Death of Nur al-Din – al-Athir, in Gabrieli 68–70. William of Tyre, death of kings, 2.394–6; succession and symptoms 2.398–9. Along with William of Tyre, this is based on *Leper* 32–197; on leprosy see article by Dr Piers D. Mitchell in *Leper* 245–58. Heraclius and mistress, child: *Continuation* 43–5. Tyerman 216. Heraclius debauchery unfairly exaggerated – for a more positive view see B. Z. Kedar in Kedar, Mayer and Smail (eds), *Outremer* 177–204. W. L. Warren, *King John*: Heraclius' tour and Prince John, 32–3. Burial of Baldwin V and sarcophagus: Boas, *Jerusalem* 180. Tyerman 210–13 and 358–65. Runciman 2.400–30. Reynard of Chatillon: *Leper* 104–5. Reynald raids Mecca caravan and takes Saladin's sister: *Continuation* 29.

13 Guy and Sibylla: road to Hattin, crowning and spy in Sepulchre: *Continuation* 25–9; Reynauld, torture of Mecca caravan: *Continuation* 25–6. Ibn Shaddad, *The Rare and Excellent History of Saladin* (henceforth Shaddad) 37. For sympathetic analysis of Guy: R. C. Smail, 'The Predicaments of Guy of Lusignan', in Kedar, Mayer and Smail (eds), *Outremer* 159–76. Tyerman 356–65. Runciman 2.437–50. Coronation: Kedar, *Outremer* 190–9. M. C. Lyons and D. E. P. Jackson, *Saladin: Politics of Holy War* (henceforth *Saladin*) 246–8. Massacre of Templars and political unity: *Continuation* 32–5. Hattin/killing of Reynald: *Continuation* 37–9, 45–8. Cresson and invasion: Shaddad 60–3. For Raymond's role see M. W. Baldwin, *Raymond III of Tripoli and the Fall of Jerusalem*.

14 Saladin and Hattin: Shaddad 37–8. *Continuation*, 36–9 and 45–8. Battle, Reynald: Shaddad 73–5. Al-Athir: Gabrieli 119–25; Imad al-Din (army, battlefield, killing of Reynald, True Cross, killing Templars): Gabrieli 125. B. Z. Kedar (ed.), *The Horns of Hattin* 190–207. N. Housley, 'Saladin's Triumph over the Crusader States: The Battle of Hattin, 1187', *History Today* 37 (1987). Promise to kill Reynald: *Saladin* 246–8; the battle 252–65. Runciman 2.453–60. Tyerman 350–72. Saladin splits infantry from knights: Housley, *Fighting for the Cross* 124–6.

15 Saladin takes Jerusalem: Shaddad 77–8; Shaddad joins service of Saladin 80; visits to Jerusalem for festivals 89. *Continuation* 55–67. Al-Athir quoted in Gabrieli 139–46; Imad al-Din 146–63 (women). *Saladin* 271–7; campaign after Jerusalem 279–94. Runciman 2.461–8. Fall of the city: Michael Hamilton Burgoyne, '1187–1260: The Furthest Mosque (al-Masjid al-Aqsa) under Ayyubid Rule', in *Sacred Esplanade* 151–75.

16 Saladin, character, career, family, court: this is based on the primary sources Ibn Shaddad and Imad al-Din; on Lyons and Jackson, *Saladin*; and R. Stephen

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Humphreys, *From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus 1193–1260*. Shaddad: early life 18; beliefs and character 18; modesty, old man, crises with Taki al-Din, justice 23–4; lack of interest in money 25; illness 27, 29; jihad 28–9; crucifixion of Islamic heretic 20; visits to Jerusalem 28; sadness over Taki 32; court life, asceticism 33; fill of worldly pleasures 224; mud on clothes 34; geniality like Prophet holding hands until released 35; Frankish baby 36; rise to power 41–53; favourite son 63; special advice to Zahir on ruling 235; crises and conflict with amirs and grandees 66; swap of Zahir and Safadin 70.

Youth in Damascus polo, *Saladin* 1–29; debauchery satire of Taki 118–20; challenges of Taki and sons 244–6; distribution of new conquests 279–94; war 364–74. Saladin's style of ruling: Humphreys, *Ayyubids* 15–39. Saladin's mistakes: al-Athir quoted in Gabrieli 180. As court physician to Saladin and Taki al-Din, sex life: Kraemer, *Maimonides*, doctor of Qadi al-Fadil and then Saladin 188–92; 197–201; Saladin's 212 and 215; doctor of al-Afdal 446; Taki al-Din 446–8.

17 Saladin and Islamic Jerusalem. Ibn Shaddad in charge of Jerusalem, Salahiyya Shafii madrassa, appoints governors: *Saladin* 236–7. Imad al-Din: Gabrieli 164–75, including Taki al-Din and princes cleaning the Haram, opening up of Rock, robe for preacher, Citadel of David restored with mosques; convent for Sufis in patriarch house, Shafii madrassa in St Anne's; Adil encamped in Church of Zion. Turkish military tactics: Housley, *Fighting for the Cross* 111–14; Saladin's multinational army 228; Saladin's image 229–32. Ayyubid architecture on the Haram: Burgoyne, '1187–1260: The Furthest Mosque (al-Masjid al-Aqsa) under Ayyubid Rule', *Sacred Esplanade* 151–75. Saladin and Afdal's buildings and changes: Hiyari in Asali, *Jerusalem* 169–72 and Donald P. Little, 'Jerusalem under the Ayyubids and Mamluks', in Asali, *Jerusalem* 177–83. Saladin's madrassa, *khanqah*, Muristan/Afdal's Mosque of Omar: Bahat, *Atlas* 104–7. Qubbat al-Miraj – Dome of Ascension, either Crusader baptistery or built with Crusader spolia; Bab al-Silsila built with Crusader spolia: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 47–8.

Armenian Jerusalem: Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 1–5; Muazzam pays for Armenian building 43.

Jewish return, Harizi: Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom* 134 and 230. Saladin invitation and return: Yehuda al-Harizi quoted in Peters, *Jerusalem* 363–4. Prawer, *Latin Kingdom* 233–47.

On the Nusseibehs: see Mujir al-Din who saw Saladin's signature on appointment to Sepulchre/Khanqah Salahiyya. Hazem Zaki Nusseibeh, *The Jerusalemites: A Living Memory* 395–9.

18 Richard and Third Crusade: unless otherwise stated, this portrait of Richard I is based on John Gillingham, *Richard I*. Crisis on second march to Jerusalem: Shaddad 20–122; sadness over Taki death 32; fury over amirs' refusal to fight at Jaffa 34. *Continuation* 92–121. Runciman 3.47–74.

Acre: Shaddad 96–8; arrival of Richard 146–50; fall and killing of prisoners 162–5; infant child 147; killing of Frank prisoners 169; negotiations with Adil and Richard 173–5; Arsuf 174–80; inspection of Jerusalem 181; Adil and Richard letters 185; marriage 187–8, 193; best course is jihad 195; marriage to Richard's niece 196; winter in Jerusalem 197; advance on Jerusalem/attack on Egyptian caravan 205–7; crisis at Jerusalem; love of city move mountains 210– 12; prayers in Jerusalem 217; Jaffa red-haired Richard 223; Saladin no worldly pleasures 224; Jerusalem walls 226; Richard ill 227; Treaty of Jaffa visitors to Jerusalem, Saladin and Adil to Jerusalem 231–4; Saladin's advice to son Zahir 235; Shaddad in charge of Jerusalem, Salahiyya Shafii madrassa, appoints governors 236–7.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Acre: al-Athir quoted in Gabrieli 182–92 and 198–200; Imad al-Din 200–7, including women; Richard 213–24; negotiations up to Treaty of Jaffa 235–6. See also *Itinerarium Regis Ricardi*, quoted in Thomas Archer, *Crusade of Richard I*. Phillips, *Warriors* 138–65. *Saladin* 295–306, 318–30; Saladin and Richard 333–6; Arsuf 336–7; negotiations 343–8; advance on Jerusalem 350–4; Jaffa 356–60; treaty 360–1; to Jerusalem 13 September and Fadil's anxiety about city 362–3. Long siege of Acre: Housley, *Fighting for the Cross* 133; Richard's genius at Arsuf 124–6 and 143; Turkish military tactics 111–14; Saladin and Richard 229–32; sex and women on Crusade 174–7. Frank McLynn, *Lionheart and Lackland* 169–218.

19 Saladin's death: this is based, unless otherwise stated, on Shaddad and Humphreys, *Ayyubids*. Ayyubid dynasty to Safadin: death, Shaddad 238–245. Rise of Safadin: Humphreys, *Ayyubids* 87–123; investment of Muazzam with Damascus in 1198 108; Muazzam moves to Jerusalem in 1204 145; Safadin character and rule, brilliantly successful, the ablest of his line 145–6, 155–6; Muazzam in Jerusalem 11; inscriptions, title of sultan, independent ruler 150–4; Muazzam independent after death of Safadin 155–92; character of Muazzam 185–6, 188–90. War of Saladin's sons: Runciman 3.79–83. Jerusalem under Afdal, Safadin and Muazzam, architecture, Burgoyne, '1187–1260: The Furthest Mosque (al-Masjid al-Aqsa) under Ayyubid Rule', *Sacred Esplanade* 151–75. Inscriptions of Adil in citadel and fountains on Haram and Muazzam's Ayyubid Tower, madrassas, Haram, walls, khan in Armenian Gardens: Bahat, *Atlas* 104–7. Adil and Muazzam on al-Aqsa: Kroyanker 44. Qubbat al-Miraj – Dome of Ascension; Bab al-Silsila 1187–99: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 47–8; Muazzam golden age of Ayyubids, restored south-east stairway to Dome 1211, built Nasiriyya Zawiya at Golden Gate 1214, central portal of al-Aqsa 1217, walls restored, built Qubbat al-Nahwiyya 1207 at south-west corner of Haram as a Koran school, Hanafi madrassa 48–9. M. Hawari, 'The Citadel (Qal'a) in the Ottoman Period: An Overview', in *Archeological Park* 9, 81. On Muazzam character: Mujir 85–7 and 140. Muazzam – seven towers plus mosque at Citadel: Little in Asali, *Jerusalem*; Muazzam's Jerusalem 177 –180; Ayyubid panic 183–4.

John of Brienne and Fifth Crusade: Tyerman 636–40. Runciman 3.151–60; al-Athir quoted in Gabrieli 255–6. Panic in Jerusalem: Little in Asali, *Jerusalem* 183. Jews leave: Prawer, *Latin Kingdom* 86–90.

20 Frederick II: character – this is based on David Abulafia, *Frederick II: A Medieval Emperor*, especially concept of monarchy 137; lance of Christ 127; Jews 143–4; crushing Muslims 145–7; Jews and Muslims 147–53; Lucera 147; marriage 150–4; crusade 171–82; songs, culture 274; Michael Scot magician 261. On Kamil and Muazzam: Humphreys, *Ayyubids* 193–207. Runciman 3.175–84. Tyerman 726–48, 757.

21 Frederick in Jerusalem: Ibn Wasil quoted in Gabrieli 269–73 and al-Jauzi 273–6. Abulafia, *Frederick II* 182–94; gifts to Kamil 267; songs to 'flower of Syria' 277. Little in Asali, *Jerusalem* 184–5. Building in Jerusalem: author discussion with Dan Bahat. Tyerman 752–5. Runciman 3.188–91. Phillips, *Warriors* 255.

22 Latin Jerusalem 1229–44. Franks refortify Jerusalem; Nasir Daud takes city; then faced with Thibault of Navarre/Champagne restored to Franks along with part of Galilee; Nasir Daud retakes; then in spring 1244 Jerusalem again returned to Franks, allowed to control Haram: Humphreys, *Ayyubids* 260–5. New Frankish building, invasion of Nablusites, siege of Nasir Daud: Boas, *Jerusalem* 20 and 76. Tyerman 753–5, 765. Runciman 3.193 and 210–11. Jews: Prawer, *Latin Kingdom* 90. Goitein, Palestinian Jewry, 300. B. Z. Kedar, 'The Jews in Jerusalem', in B. Z. Kedar (ed.), *Jerusalem in the Middle Ages: Selected Papers* 122–37. Hiyari in Asali, *Jerusalem*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

170–1. Templars in Dome of the Rock: Little in Asali, *Jerusalem* 185. J. Drory, 'Jerusalem under Mamluk Rule', in *Cathedra* 1.192. Wine in Dome: Ibn Wasil quoted in C. Hillenbrand, *Crusaders* 317.

23 Khwarizmian Tartars/Barka Khan: author visit to Khalidi Library, Barka Khan *turba* in Silsila Street, thanks to Haifa Khalidi. Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 109–216 and 380. Humphreys, *Ayyubids* 274–6. Tyerman 771. Runciman 3.223–9. On tomb: conversation with Dr Nasmi Joubeh.

24 Fall of Ayyubids/assassination of Turanshah and rise of Baibars: character portrait based on Robert Irwin, *The Middle East in the Middle Ages: The Early Mamluk Sultanate 1250–1382* (henceforth Irwin). Ibn Wasil quoted in Gabrieli 295–300; Baibars at war, Ibn Az-Zahir quoted in Gabrieli 307–12. Tyerman 797–8. Runciman 3.261–71. Rise of Baibars, ferocious, nervous, sleepless, inspections, character, the rise of the Mamluks, Irwin 1–23; career 37–42. Humphreys, *Ayyubids* 302–3; Baibars in Palestine Syria 326–35; Nasir gets Jerusalem again, Baibars moves down to Jerusalem and plunders it 257.

Nachmanides: Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom* 160–1, 252–3. King Hethum II: Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 4–5. Mamluk as Islam's Templars: Ibn Wasil quoted in Gabrieli 294. Baibars, Aibek and Shajar diamonds, dogs: Phillip, *Warriors* 258–69. Khalidi Library: author interview with Haifa Khalidi; Jocelyn M. Ajami, 'A Hidden Treasure', in *Saudi Aramco World Magazine*.

AMARBOI.COM

PART SIX: MAMLUK

1 Baibars in power: Irwin 37–42 and 45–58. Tyerman 727–31, 806–17. Runciman 3.315–27. Mamilla – the Zawiya al-Qalandariyya and Turba al-Kabakayya (tomb of exiled Governor of Safed, al-Kabaki): Asali in *OJ* 281–2. On Mamluk rise: this account of the Mamluks is based on Linda S. Northrup, 'The Bahri Mamluk Sultanate', in *CHE* 1.242–89, especially on nature of Mamluk relationships 251; quotation from Ibn Khaldun (grouse/House of War) 242; Baibars military power 259; Mamluk favourite Sufism vs Taymiyya 267; pressure on Christians and Jews 271–2; Baibars victory over Mongols, Crusaders, Seljuks 273–6. Mamluk culture, on horseback, rules: Stillman, 'The Non-Muslim Communities: The Jewish Community', *CHE* 1.209, and Jonathan P. Berkey, 'Culture and Society during the Middle Ages', *CHE* 1.391. Mamluk emblems, Baibars' lions: Irene A. Bierman, *CHE* 1.371–2. Baibars at war: Ibn Az-Zahir quoted in Gabrieli 307–12; sarcastic letter on Cyprus campaign 321. Burns, *Damascus* 198–200. Baibars' death: Runciman 3.348. Jerusalem/Baibars: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 58–9, 66, 77. Donald P. Little, '1260–1516: The Noble Sanctuary under Mamluk Rule – History,' in *Sacred Esplanade* 177–87. Michael Hamilton Burgoyne, 'The Noble Sanctuary under Mamluk Rule – Architecture', in *Sacred Esplanade* 189–209. Baibars builds Khan al-Zahir: Mujir 239. Baibars' violent, perverted Sufi adviser Sheikh Khadir: Irwin 54. Asali, *OJ* 281–2. *Cathedra* 1.198. Edward I Crusade: Tyerman 810–12; Runciman 3.242–3. M. Prestwich, *Edward I*, 66 and 119.

2 Qalawun, Ashraf Khalil, Nasir Muhammad: the portrait of Qalawun is based on Linda Northrup, *From Slave to Sultan: The Career of al-Mansur Qalawun and the Consolidation of Mamluk Rule in Egypt and Syria*, and on Irwin: Irwin 63–76. Jerusalem titles: Northrup, *From Slave to Sultan* 175. Repair of al-Aqsa roof: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem 77 and* 129. Khalil and Acre: Irwin 76–82. Fall of Acre: Runciman 3.387–99, 403–5, 429.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

3 Ramban and other Jewish visitors: Prawer, *History of the Jews in the Latin Kingdom* 155–61 and 241. Peters, *Jerusalem* 363 and 531. Minaret: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 513.

4 Armenians and Mongols 1300: Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 4–5. Reuven Amitai, 'Mongol Raids into Palestine', *JRAS* 236–55. Niccolo of Poggibonsi quoted in Peters, *Jerusalem* 410.

5 Mamluk Jerusalem: this is based on Burgoyne's *Mamluk Jerusalem*; Irwin on Mamluk politics; Kroyanker. Nasir visit 1317 and building: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 77–85; Sufis 419–21; Nasir and Tankiz 278–97 and 223–33; Citadel 85; Mamluk style 89; blind Ala al-Din 117; tradition of Mamluk tombs from Nur al-Din 167–8. Mamluk style: Kroyanker 47–58. On building: Drory, *Cathedra* 1.198–209. Citadel rebuilt: Hawari, *OJ* 493–518.

Nasir Muhammad: this portrait is based on Irwin 105–21, including Irwin quote greatest and nastiest. On Nasir and killing of amirs: Ibn Battutah, *Travels* 18–20; on Jerusalem 26–8. Nasir: Burns, *Damascus* 201–16. Administration: Little in Asali, *Jerusalem* 187–9; on Muslim literature of *fadail*; 193–5, Sufis 191–2. On Nasir *waqfs*, building, Mujir 102; on parades in Jerusalem 181–2. Irwin: Mamluk executions 86; on religious jurist Ibn Taymiyya 96–7; anti-Christian and anti-Jewish policies 97–9; Mongols 99–104. Mamluk religion, Sunni and Sufism: Northrup, *CHE* 1.265–9; politics, rise of Nasir and autocracy 251–3. On proximity to Haram: Tankiz inscription 'pure neighbour': Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 65. On *waqfs*: Ibn Khaldun quoted in Peters, *Jerusalem* 381. Al-Hufi poem on hell and paradise: quoted by Mujir 184. Bedouin attacks: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 59; on Sufis 63. New sanctity of Jerusalem: *Book of Arousing Souls* by al-Fazari quoted in Peters, *Jerusalem* 374; Ibn Taymiyya 375–8. King Robert and Franciscans: Clare Mouradian, 'Les Chrétiens: Un Enjeu pour les Puissances', in C. Nicault (ed.) *Jérusalem, 1850–1948: Des Ottomans aux Anglais, entre coexistence spirituelle et déchirure politique* 177–204. Franciscans and King Robert of Apulia/Calabria: Felix Fabri, *The Book of Wanderings* 2.279–82. Ludolph von Suchem in Peters, *Jerusalem* 422. Little, *Sacred Esplanade* 177–87. Burgoyne, *Sacred Esplanade* 189–209. Irwin: brutality 86; Ibn Taymiyya 96–7; anti-minority policies 97–9; Mongol invasion 99–104.

6 Ibn Khaldun and Tamurlane: Ibn Khaldun 5, 39, 269. Walter J. Fischel, *Ibn Khaldun and Tamerlane* 14–17, 45–8. Jerusalem *ulema* offer keys: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 59. Local Jerusalems: Anu Mand, 'Saints' Corners in Medieval Livonia', in Alan V. Murray, *Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier* 191–223.

7 Non-Muslim Jerusalem under late Mamluks: Little, *Sacred Esplanade* 177–87; Burgoyne, *Sacred Esplanade* 189–209. Stillman, *CHE* 1.209. New minarets at Salahiyya Khanqah in 1417: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 517; on Jews 64 – on tranquillity – Isaac ben Chelo 1374; on trades Elijah of Ferrara. New minarets over Christian and Jewish shrines: Mujir 69, 163, 170; attack on Christians 1452, 254–6. A. David, 'Historical Significance of Elders Mentioned in Letters of Rabbi Obadiah of Bertinaro', and Augusti Arce, 'Restrictions upon Freedom of Movement of Jews in Jerusalem', in *Cathedra* 2.323–4. Prayers at Golden Gate: Isaac ben Joseph quoted in Peters, *Jerusalem* 192; population and prayers, Meshullam of Voltera 408; Obadiah, prayers at gates 408; gradual ruin, jackals, attacks during drought, Obadiah's disciple, seventy families, Jewish study house near Western Wall?, facing Temple on Olives 392, 473, 407–9; Meshuallam and Obadiah, Jewish pilgrims 407–9; Isaac ben Joseph 1334 on French Jews, law studies, Kabbala 474–5. Jewish prayers at Zechariah tomb, cemetery, and visit to the gates, Huldah, Golden Gate: *Archaeological Park* 36, 98, 107.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Christians: Armenians and Jaqmaq: Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 5. On visit to Haram in disguise, interest in others and learning phrases: Arnold von Harff quoted in Peters, *Jerusalem* 406–7. Governor's house and concubines: Fabri, *Book of Wanderings* 1.451; Barsbay and Jewish bid for Tomb of David 1.303–4; rules for pilgrims 1.248–54; entering Sepulchre, hair, stalls, Saracens, bodies, graffiti, traders, exhaustion, stress, questions 1.299, 341, 363, 411–15, 566–7, 2.83–7. History of Franciscans: Elzear Horn, *Ichnographiae Monumentorum Terrae Sanctae* 81–3. Pay or beaten to death: Niccolo di Poggibonsi (1346) quoted in Peters, *Jerusalem* 434; way of the Cross 437; on Mount Zion, King Rupert etc.: Elzear Horn quoted at 369; burning of four monks 1391, 459; no entry on horseback, Bertrandon de la Brocquière 1430s, 470. Henry IV: Tuchman 45. Henry V: Christopher Allmand, *Henry V* 174.

8 Qaitbay. Parades: Mujir 182; beauty 183, quotes Ibn Hujr; Qaitbay visit 142–4, 288. Ashrafiyya and *sabil*: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 78–80, 589–608; royal residence Tankiziyya 228. Kroyanker 47. Qaitbay and omelette: Peters, *Jerusalem* 406. Door of Aqsa: Goldhill, *City of Longing* 126. Drory, *Cathedra* 1.1196–7. Governor's house and concubines: Fabri, *Book of Wanderings* 1.451; also Qaitbay allows refurbishment of Sepulchre 1.600–2; town, Obadiah on Jerusalem Jews 1487: Peters, *Jerusalem* 475–7. Al-Ghawry: Carl F. Petry, 'Late Mamluk Military Institutions and Innovation', in *CHE* 1.479–89. Rise of Ottomans: Caroline Finkel, *Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 1300–1923* (henceforth Finkel) 83–4.

amarboi.com

PART SEVEN: OTTOMAN

1 Selim the Grim. Fall of Mamluk Sultan Ghawri: Petry, *CHE* 1.479–89. Rise of Ottomans – taking the city, desire of all possessors, wars, possession of Padishah Sultan: Evliya Celebi, *Evliya Tshelebi's Travels in Palestine* (henceforth Evliya) 55–9 and 85; Evliya Celebi, *An Ottoman Traveller* 317. Selim's rise, character, death: Finkel 83–4.

2 Suleiman, walls, gates, fountains, citadel: this account is based on Sylvia Auld and Robert Hillenbrand (eds), *Ottoman Jerusalem: The Living City, 1517–1917* (*OJ*: volume one unless otherwise stated). Amnon Cohen, '1517–1917 Haram al-Sherif: The Temple Mount under Ottoman Rule', in *Sacred Esplanade* 211–16. Bahat, *Atlas* 118–22. Citadel and Haram, Suleiman's dream, Sinan in charge of works, beauty of Suleiman's works: Evliya 63–75; Evliya Celebi, *An Ottoman Traveller* 323–7 including Suleiman dreams and Sinan. Roxelana *waqf*: Dror Zeevi, *An Ottoman Century: The District of Jerusalem in the 1600s* 27. Sultan's Pool, *Archeological Park* 128. Hawari, *OJ* 493–518. Fountains: *OJ* 2 and 2.15. Planned visit 1553 of Suleiman: *OJ* 2.709–10. Fountains: Khadr Salameh, 'Aspects of the *Sijills* of the Shari'a Court in Jerusalem', in *OJ* 103–43. Suleiman fountains, population Haram: *OJ* 4–8. Spolia in Jaffa Gate: Boas, *Jerusalem* 52. Suleiman and Roxelana, political ethos: Finkel 115–18, 129–30; 133, 144–5, 148–50. Solomon of his age, politics, imperial projection: David Myres, 'An Overview of the Islamic Architecture of Ottoman Jerusalem', *OJ* 325–54. Abraham Castro, gates, Sinan planner, *Archeological Park* 8. Walls, second Solomon: Yusuf Natsheh, 'The Architecture of Ottoman Jerusalem', in *OJ* 583–655. Urban renewal, number of tiles, and Dome/al-Aqsa: Beatrice St Laurent, 'Dome of the Rock: Restorations and Significance, 1540–1918', in *OJ* 415–21. Khassaki Sultan project: *OJ* 747–73. David Myres, 'Al-Imara al-Amira: The Khassaki Sultan 1552', in *OJ* 539–82. Ottoman style: Hillenbrand, *OJ* 15–23. Hereditary architect dynasty of al-Nammar: Mahmud Atallah, 'The Architects in Jeru-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

salem in the 10th–11th/16th–17th Centuries', in *OJ* 159–90.

Jewish Jerusalem: Selim, Suleiman reigns, sees Wailing Wall as place of worship – in 1488 Rabbi Obadiah does not mention Western Wall as site of prayer but Rabbi Israel Ashkenazi in 1520 says he prayed there and by 1572 Rabbi Isaac Luria was praying there: Miriam Frenkel, 'The Temple Mount in Jewish Thought', in *Sacred Esplanade* 351. Rabbi Moses of Basola, in Peters, *Jerusalem* 483–7; House of Pilate, one synagogue, David Reubeni of Arabia 490–2; population 484. Asali, *Jerusalem* 204. Yusuf Said al-Natsheh, 'Uninventing the Bab al-Khalil Tombs: Between the Magic of Legend and Historical Fact', *JQ* 22–3, Autumn/Winter 2005.

Franciscans: Boniface of Ragusa, St Saviour's, Way of Cross develops: Horn, *Ichnographiae Monumentorum Terrae Sanctae* 160–6. Ottoman repairs on Haram: St Laurent, *OJ* 415–21. Economy: Amnon Cohen, *Economic Life in Ottoman Jerusalem* 1–124.

3 Duke of Naxos: Cecil Roth, *The House of Nasi: The Duke of Naxos* 17–28, 75–111; Duke of Mytilene 205. Brenner 142–3. Finkel 161. Bedouin attack: Cohen, *Economic Life in Ottoman Jerusalem* 120 and 166. French consuls and constant changes of *praedominium*: Bernard Wasserstein, *Divided Jerusalem: The Struggle for the Holy City* (henceforth Wasserstein) 15–23. Kabbalists such as Shalom Sharabi in Jerusalem: Martin Gilbert, *Jerusalem: Rebirth of a City* 125; early Jerusalemites such as Meyugars family. Kuski family from Georgia arrived eighteenth century: conversation with Gideon Avni. Yehuda ha Hasid and Ashkenazi immigrants: Hurva Synagogue, Goldhill, *City of Longing* 167. French consul from Sidon, fighting between Christian sects, disdain for Orthodox feigned body of Christ with spices and powders, fancied corpse, tattoos of pilgrims, Holy Fire, Bedlam and burnt beards: Henry Maundrell, *A Journey from Aleppo to Jerusalem in 1697* 80–100 and 125–30. Muslim attitudes to Easter (Feast of Red Egg); and Church: Evliya, *Ottoman Traveller* 330–7 and 352. Way of the Cross develops: Peters, *Jerusalem* 437.

4 Ridwan and Farrukh, seventeenth century: Zeevi, *Ottoman Century* 20–5; Ridwan 35–1; Farrukhs 43–56; downfall 57–61. Ridwan building on Haram, *OJ* 831–57. Abdul-Karim Rafeq, *Province of Damascus 1723–83* 57. Druze chieftain threatens Palestine: Finkel 179. Suicidal Christians: Peters, *Jerusalem* 461. Way of the Lord/Stations of the Cross: Horn, *Ichnographiae Monumentorum Terrae Sanctae* 160–86. Sepulchre, Henry Timberlake in Peters, *Jerusalem* 508–9; Sanderson 488–90, 510–15. Commerce: George Hintlian, 'Commercial Life of Jerusalem', in *OJ* 229–34: Cohen, *Sacred Esplanade* 211–16. French *praedominium*: Wasserstein 15–23.

5 Christians early seventeenth century. George Sandys, *A Relation of a Journey begun AD 1610* 147–9, 154–73. Sandys and American views of Jews and Jerusalem: Hilton Obenzinger, *American Palestine: Melville, Twain, and the Holy Land Mania* 14–23. Timberlake in jail: Peters, *Jerusalem* Peters, 511–2; John Sanderson accused of being Jew 512–14. American Puritans, Cromwell, End of Days and conversion: MacCulloch 717–25. Oren, *Power*, Sandys, Bradford and *Mayflower* quotation, early Awakenings 80–3. Mysticism: Evliya, *Ottoman Traveller* 330–7. Cohen, *Sacred Esplanade* 211–26. Armenian visitor Jeremiah Keomurdjian reports Easter parade led by Pasha of Jerusalem with drums and trumpets: Kevork Hintlian, 'Travellers and Pilgrims in the Holy Land: The Armenian Patriarchate of Jerusalem in the 17th and 18th Centuries', in Anthony O'Mahony (ed.), *The Christian Heritage in the Holy Land* 149–59. Cromwell, Menasseh bin Israel: Brenner 124–7. Bible as national epic – Thomas Huxley quoted in Tuchman 81; on Sanderson and Timberlake, on Cromwell and return of Jews 121–45. Zeevi, *Ottoman Century* 20–5;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Ridwan 35–41; Farrukh 43–56; downfall 57–61. Rafeq, *Province of Damascus* 57. *Praedominium*: Wasserstein 15–23.

6 Sabbatai: this account is based on Gershom G. Scholem, *Major Trends in Jewish Mysticism*; on G. G. Scholem, *Sabbatai Zevi: The Mystical Messiah*; on David Abulafia, *The Great Sea: A Human History of the Mediterranean*; on Brenner. Scholem, *Mysticism* 3–8, *Zohar* 156–9, 205, 243; influence of Spanish exodus and Isaac Luria 244–6; Sabbatai 287–324. Mazower, *Salonica* 66–78. Kabbalists such as Shalom Sharabi in Jerusalem: Gilbert, *Rebirth* 125. Yehuda ha Hasid, Hurva Synagogue: Goldhill, *City of Longing* 167. Sabbatai: Finkel 280.

7 Evliya: portrait is based on Robert Dankoff, *An Ottoman Mentality: The World of Evliya Çelebi*; Evliya Celebi, *An Ottoman Traveller* 330–7 including Easter at the church; Jerusalem as the Kaaba of the poor and Dervishes 332; and on Tshelebi, *Travels in Palestine*. Dankoff, *Çelebi* 9–10; quote on longest and fullest travel book 9; uncle tomb in Jerusalem 22; education 31; courtier and page of Murad IV 33–46; female circumcision 61; Dervish 117; sex 118–19; unfair executions 139; as Falstaff and shitty martyr 142–5, 151; checking myths on Solomon ropes and Holy Fire 197–8. Evliya, *Travels in Palestine* 55–94. Sufism: Mazower, *Salonica* 79–82. Sufism and Islamic customs on entering/touring shrines: Ilan Pappe, *Rise and Fall of a Palestinian Dynasty: the Husaynis 1700–1948* (henceforth Pappe) 26–7. Laxness on Haram, Qashashi, *Jewels on the Excellence of Mosques* quoted in Peters, *Jerusalem* 496–8. Zeevi *Ottoman Century* quotes criticism of Abu al-Fath al-Dajani on conduct on Haram 25–8. Laxness on Haram: Claudia Ott, 'The Songs and Musical Instruments of Ottoman Jerusalem' in *OJ* 305. Ill-treatment of Christian pilgrims, Timberlake in jail: Peters, *Jerusalem* 511–12. Fighting, Holy Fire: Maundrell, *Journey* 80–100, 125–30. Dangers for Jewish pilgrims: Abraham Kalisker quoted in Peters, *Jerusalem* 525; Ashkenazi Jews immigration 1700, Gedaliah quoted at 526–34; use of Wailing Wall, Moses Yerushalmi and Gedaliah 528. Minna Rozen, 'Relations between Egyptian Jewry and the Jewish Community in Jerusalem in 17th Century', in A. Cohen and G. Baer (eds), *Egypt and Palestine* 251–65. Cohen, *Sacred Esplanade* 216–26. Gilbert, *Rebirth* 125. Hurva: Goldhill, *City of Longing* 167. Western struggle for *praedominium*: Wasserstein 15–23. Zeevi, *Ottoman Century* 20–5; 35–41; 43–56; downfall 57–61. Christian sects, rivalry of Powers and *praedominium*: Mouradian, 'Les Chrétiens', in Nicault, *Jérusalem* 177–204.

8 Naqib al-Ashraf revolt: Minna Rozen, 'The Naqib al-Ashraf Rebellion in Jerusalem and its Repercussions on the City's Dhimmis', *Journal of Asian and African Studies* 18/2, November 1984, 249–70. Adel Manna, 'Scholars and Notables: Tracing the Effendiya's Hold on Power in 18th-Century Jerusalem', *JQ* 32, Autumn 2007. Butris Abu-Manneh, 'The Husaynis: Rise of a Notable Family in 18th-Century Palestine', in David Kushner (ed), *Palestine in Late Ottoman Period: Political, Social and Economic Transformation* 93–100; and Pappe 23–30. Fall of the Ashkenazis: Gedaliah quoted in Peters, *Jerusalem* 530–4. Ottoman change in attitude to Jews: Finkel 279. Zeevi, *Ottoman Century* 75. M. Hawari, *OJ* 498–9, shelling of Dome. Gilbert, *Rebirth* 125. Goldhill, *City of Longing* 167. Jewish pilgrims Abraham Kalisker quoted in Peters, *Jerusalem* 525; Ashkenazi Jews 526–34; Wall, Moses Yerushalmi, Gedaliah 528. Wasserstein 15–23.

9 The Families/early to late eighteenth century: Adel Manna, 'Scholars and Notables Tracing the Effendiya's Hold on Power in 18th Century Jerusalem', *JQ* 32, Autumn 2007. On change of name: Papper 25–38 Illan Pappe, 'The Rise and Fall of the Husaynis', Part 1, *JQ* 10, Autumn 2000. Butrus Abu-Manneh, 'The Husaynis: Rise of a Notable Family in 18th Century Palestine', in David Kushner (ed.). *Palestine in*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

the Late Ottoman Period: Political, Social and Economic Transformation 93–100. Thanks to Adel Manna and also to Mohammad al-Alami and Bashir Barakat for sharing his research into the origins of the Families. Zeevi, *Ottoman Century* 63–73. A. K. Rafeq, 'Political History of Ottoman Jerusalem', *OJ* 25–8. Families, name changes, religious background, Alamis, Dajanis, Khalidis, Shihabis, al-Nammars: Mohammad al-Alami, 'The Waqfs of the Traditional Families of Jerusalem during the Ottoman Period', in *OJ* 145–57. Hereditary architect dynasty of al-Nammar: Atallah, *OJ* 159–90. Lawrence Conrad, 'The Khalidi Library', in *OJ* 191–209. Sari Nusseibeh, *Country* 1–20, killing of two Nusseibeh tax collectors by Husseinis and marriage alliance 52. Nashashibi family Mamluk origins: Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 60. Families build monuments on the Haram: Khalwat al-Dajani, Sabil al-Husseini, Sabil al-Khalidi – *OJ* 2.963, 966, 968. Alamis and house: author interview with Mohammad al-Alami. On family name changes and origins, Hazem Zaki Nusseibeh, *Jerusalemites* 398–9.

Christians and Jews: sects in Sepulchre, food, diseases, squalid lavatories, Greek vomit: Horn, *Ichnographiae Monumentorum Terrae Sanctae* 60–78. Bells, strings, lines, 300 people in Sepulchre: Henry Timberlake quoted in Peters, *Jerusalem* 508–9. Fighting, Holy Fire: Maundrell, *Journey* 80–100, 125–30. Church like a prison: Evliya Celebi, *Ottoman Traveller* 332. Holy Week riots 1757: Peters, *Jerusalem* 540. Ottoman repairs on Haram: St Laurent, *OJ* 415–21. Rise of Ayan Notables: Amnon Cohen, *Palestine in the 18th Century* 1–10; instability of Ottoman garrison and fighting and debauchery 271–80. Jerusalem promised by Bulutkapan Ali to Russia: Finkel 407–9; treaty 1774 with Russia 378–9. Most evil people: Constantin Volney, *Voyage en Egypte et en Syrie* 332.

10 Zahir al-Umar: Rafeq, *OJ* 28–9. D. Crecelius, 'Egypt's Reawakening Interest in Palestine', in Kushner, *Palestine in Late Ottoman Period* 247–60; Cohen 12–19 and 92, including plan to take Jerusalem, 47; Zahir's North African troops 285; Vali's expedition, the *dawra* 147–250. Pappe 35–8. Eugene Rogan, *The Arabs: A History* (henceforth Rogan) 48–53. Zahir as 'first King of Palestine': Karl Sabbagh, *Palestine: A Personal History* 26–46. Bulutkapan Ali: Finkel 407–9; Russia 378–9.

PART EIGHT: EMPIRE

1 Napoleon Bonaparte and Jazzar Pasha. Rise and tortures and mutilations: Constatin de Volney, *Voyage en Egypte et en Syrie* 235. Edward Daniel Clarke, *Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa* 2.1.359–88, 2.2.3–5. *Voyage and Travels of HM Caroline Queen of Great Britain* 589–91. Cohen, *Palestine in the 18th Century* 20–9, 68–70, 285. Pappe 38–46. Finkel 399–412. Krämer 61–3. Nathan Schur, *Napoleon in the Holy Land* (henceforth Schur) 17–32. Paul Strathern, *Napoleon in Egypt* (henceforth Strathern) 185, 335–7.

2 Napoleon in Palestine: this account is based on Schur and Strathern. Jaffa massacre Schur 67; Acre 140–6; retreat 163; Governor of Jerusalem in Jaffa 163–7. Strathern, origins of expedition 6–17; siege of Acre 336–46; Solomon's Temple 317; Jaffa massacre 326. Jewish offer: Schur 117–21. Strathearn 352–6. Napoleon's tent: Hintlian, *JQ* 2, 1998. Pappe on Jerusalem Families: 46–51.

3 Sidney Smith – this account of his life is based on: Tom Pocock, *A Thirst for Glory: The Life of Admiral Sir Sidney Smith*, in Acre, Jaffa, Jerusalem 100–20. Also: John Barrow, *The Life and Correspondence of Admiral Sir William Sidney Smith* 207. Strathern 337–40; Napoleon's retreat 371–81; killing of sick 378; Kléber 409. Franciscan welcome in Jerusalem: Peter Shankland, *Beware of Heroes: Admiral Sir S.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Smith 91–5. Smith's vanity, talking of himself: Colonel Bunbury quoted in Flora Fraser, *The Unruly Queen: The Life of Queen Caroline* 136. March into Jerusalem: Clarke, *Travels in Various Countries* 2.1.520. James Finn, *Stirring Times* (henceforth Finn) 157. Edward Howard, *The Memoirs of Sir Sidney Smith* 146. Old Jazzar: Schur 171. 1808 fire in Sepulchre: Peters, *Jerusalem* 542. Population by 1806 – 8,000: *OJ* 4–5. Jerusalem and Gaza same population, c. 8,000 in 1800: Krämer 41–4. Jazzar versus Gaza: Pappe 47–51.

4 Early visitors and adventures: N. A. Silberman, *Digging for Jerusalem* (henceforth Silberman) 19–29. Y. Ben-Arieh, *Jerusalem in the 19th Century* 31–67. Peters, *Jerusalem* 582–62. A. Elon, *Jerusalem: A City of Mirrors* 217. Clarke, *Travels in Various Countries* 2.1.393–593, 2.2.3.

5 F. R. de Chateaubriand, *Travels in Greece, Palestine, Egypt and Barbary during the Years 1806 and 1807* 1.368–86 and 2.15–179. Chateaubriand's servant: Julien, *Itinéraire de Paris à Jérusalem par Julien, domestique de M. de Chateaubriand* 88–9. On last of pilgrims, first of cultural imperialists including Chateaubriand: Ernst Axel Knauf, 'Ottoman Jerusalem in Western Eyes', in *OJ* 73–6. Pappe 49–53.

6 1808 fire, Suleiman Pasha conquest: Hawari, *OJ* 499–500. Rafeq, *OJ* 29. Pappe 49–50. Suleiman and Sultan Mehmet II restore Dome tiles: Salameh, *OJ* 103–43. Suleiman Pasha builds Iwan al-Mahmud II, pavilion, restores Maqam al-Nabi, Nabi Daoud 1817, see Hillenbrand, *OJ* 14. Peters, *Jerusalem* 582. Cohen, *Sacred Esplanade* 216–26.

7 Caroline and Hester: thanks to Kirsten Ellis for generously sharing her unpublished research on Hester and Caroline. First visit of Montefiore: Moses and Judith Montefiore, *Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore* (henceforth Montefiore) 36–42. Abigail Green, *Moses Montefiore: Jewish Liberator, Imperial Hero* (henceforth Green) 74–83. Alphonse de Lamartine, *Travels in the East Including Journey to the Holy Land* 78–88. Pappe 60–65.

8 Disraeli: Jane Ridley, *Young Disraeli* 79–97. On his various pedigrees, fantasies of Jewish settlement in conversations with Edward Stanley and his possible authorship of pre-Zionist memorandum 1878 'Die jüdische Frage in der orientalischen Frage': Minna Rozen, 'Pedigree Remembered, Reconstructed, Invented: Benjamin Disraeli between East and West', in M. Kramer (ed.), *The Jewish Discovery of Islam* 49–75. Disraeli's 1857 pre-Zionist ideas of Rothschilds buying Palestine for Jews: Niall Ferguson, *World's Banker: A History of the House of Rothschild* (henceforth Ferguson) 418–22 and 1131. Pappe 66–76. Jewish life: Tudor Parfitt, *Jews of Palestine 1800–1882* ch. 2. Tuchman 220–3.

9 Mehmet Ali/Ibrahim Pasha: Finkel 427, 422–46, 428. Rogan 66–83. On Mehmet Ali regime: Khaled Fahmy in *CHE* 2.139–73. Pappe 66–76. Philip Mansel, *Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean* 63–90. William Brown Hodgson, *An Edited Biographical Sketch of Mohammed Ali, Pasha of Egypt, Syria, and Arabia*. Rafek, *OJ* 31–2. Judith M. Rood, 'The Time the Peasants Entered Jerusalem: The Revolt against Ibrahim Pasha in the Islamic Court Sources', *JQ* 27, Summer 2006. Judith M. Rood, 'Intercommunal Relations in Jerusalem during Egyptian Rule 1934–41', *JQ* 32, Autumn 2007 and *JQ* 34, Spring 2009. Jews and synagogues – Y. Ben-Arieh, *Jerusalem in the 19th Century*, 25–30; Ibrahim and fellahin revolt 67–70. Holy Fire: R. Curzon, *Visits to the Monasteries of the Levant* 192–204. Restoration of Hurva and four Sephardic synagogues: Goldhill, *City of Longing* 169. Montefiore, meetings with Muhammad Ali/1839 visit: Montefiore 177–87; Green ch. 6. Thomsons in Jerusalem, baby and book: Oren, *Power* 121–5. Mouradian, 'Les Chrétiens', in Nicault, *Jérusalem* 177–204.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

10 On Shaftesbury, Palmerston, James Finn and return of Jews, Christian Zionism: David Brown, *Palmerston: A Biography* on Mehmet Ali crisis 211–37; on religion and Shaftesbury 416–21; Norman Bentwich and John M. Shaftesley, 'Forerunners of Zionism in the Christian Era', in *Remember the Days: Essays on Anglo-Jewish History Presented to Cecil Roth* 207–40. Green 88–9. Tuchman 175–207. Shaftesbury/British interest: Wasserstein 26–9; on the consuls and Anglo-Prussian bishopric 29 and 34–7. Rise of British power: Gilbert, *Rebirth* 14–27, 42–5. M. Vereté, 'Why was a British Consulate Established in Jerusalem?', *English Historical Review* 75 (1970) 342–5. M. Vereté, 'The restoration of the Jews in English Protestant Thought, 1790–1840', *Middle Eastern Studies* 8 (1972) 4–50.

Ruth Kark, *American Consuls in the Holy Land* (henceforth Kark) on US missionaries 26–9 on nature of Jerusalem consulates 55, 110–11; on consuls 128–90; on Livermore and American millenarians, quote by US consul in Beirut 212–27, 307–10. On Lieutenant Lynch: Silberman 51–62. James Finn as evangelist, and wife daughter of evangelist, character, brave, tactless, Diness scandal: James and Elizabeth Finn, *View from Jerusalem, 1849–58: The Consular Diary of James and Elizabeth Anne Finn* (henceforth Finn diaries) 28–35 and 51; blood libel 107–15. Consular rivalries and pretensions: Finn 2.141, 2:221. Shaftesbury, Finn and Gawler's Hebraism/evangelism: Green 214–19 and 232–3. Return of patriarchs: Mouradian, 'Les Chrétiens', in Nicault, *Jérusalem* 177–204.

11 Cresson and American millenarianism: Warder Cresson, *The Key of David*, on Anglican conversion of Jews 327–30; leaving Philadelphia for Jerusalem 2; charges of insanity and defence 211–44. Levi Parsons, *Memoir of Rev. Levi Parsons* 357–79. On American Second Awakening, first pilgrims Fisk and Parsons, John Adams, Robinson, Livermore, Joseph Smith, Blackstone Memorial: Oren, *Power* 80–92, 142–3. Obenzinger, *American Palestine*, on early Americans and Cresson 4–5 and 188–27. MacCulloch 903–7. Harriet Livermore – thanks to Kirsten Ellis for access to her unpublished chapters. US missionaries, Silberman 31–6. US Christian Zionism: W. E. Blackstone, Memorial, in Obenzinger, *American Palestine* 269–70. Herzl and Zionism: Gilbert, *Rebirth* 217–22. Zangwill, Galveston settlement, Africa, Argentina, Angola and Territorialism: M. Obenzinger, *JQ* 17 February 2003. Jews in Jerusalem, 1895: 28,000; 1905: 35,000; 1914: 45,000; Krämer 102–3 and 138. Kark 19–37. W. Thackeray, *Notes on a Journey from Cornhill to Grand Cairo* (henceforth Thackeray) 681–99.

H. Melville, *Journals* 84–94; on Clarel 65–81. Knauf, *OJ* 74–5. Challenge to US consular flag: Finn diaries 260–77. Finn's evangelism: Green 219 and 232–33. Mouradian, 'Les Chrétiens', in Nicault, *Jérusalem* 177–204.

12 Nicholas I: W. Bruce Lincoln, *Nicholas I*, handsome 49, Victoria 223, Russian God 243–6, Our Russia 251, Paul and knight, quote of Marquis de Castelbajac (French ambassador) 291, Jerusalem and the Eastern Question, French monk, legend of Alexander I and Russian love of Jerusalem 330–4. Orlando Figes, *Crimea: The Last Crusade* (henceforth Figes) 1–17; on Nicholas 36–7. H. Martineau, *Eastern Life*, 3: 162–5. FO 78/446, Finn to Aberdeen and FO 78/205 Finn to Palmerston. Gogol: V. Voropanov, 'Gogol v Ierusalime', *Pravoslavny Palomnik* (2006) 2, 44–6 and 3. 35–59. 1.99–105. P. A. Kulish, *Zapiski iz zhizni N. V. Gogolia sostavlennye iz vospominaniy ego druzey i znakomykh i iz ego sobstvennykh pisem* 2.164–89. N. V. Gogol, *Polnoe sobranie sochineniy: Pisma, 1848–52* vol. 14. I. P. Zolutusky, *Gogol* 394–401. Elon, *Jerusalem* 138–9. Jerusalem Syndrome: Yair Bar-El et al., *British Journal of Psychiatry* 176 (2000) 86–90.

13 Start of Crimean War: W. B. Lincoln, *Nicholas I* 330–40. Figes 100–8; Nicholas

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

instability 155–7; Nicholas' 'solely Christian purpose' 157. Writers: Finkel 457–60. Elon, *Jerusalem* 70–1. Gilbert, *Rebirth* 67–9, 83–6. Finn 2: 192–32. FO 195/445 Finn to Clarendon 28 April 1854. Ben-Arieh, 66–8. Derek Hopwood, *The Russian Presence in Syria and Palestine* 1–49. Lynch diaries quoted in Gilbert, *Rebirth* 51. Karl Marx, *New York Daily Tribune* 15 April 1854. Colin Shindler, *A History of Modern Israel* 23. Americans, Lynch: Oren, *Power* 137–40. James Finn, wars against Arab/Bedouin warlords of Hebron, Abu Ghosh, fighting and Pasha military expeditions: Finn 230–50. Murders, Holy Fire: Finn diaries 104 and 133–57. On nature of Jerusalem: Finn xxvii, 4, 40–2; on governor's prison etc. 159–74; Holy Fire fighting 2.458–9; Sudanese guards on Haram 2.237.

Split in Jews between Hassidim and Perushim: Green 116–17; 1839 trip 119–32; Nicholas I and Montefiore 181; 1859–60 purchase of land for Montefiore Cottages 235–57; windmill 324–38; witty reply 1859 to Cardinal Antonelli 'Not as much as I gave your lackey' 277. On Montefiore legend in Russia, Chaim Weizmann, *Trial and Error* (henceforth Weizmann) 16. David F. Dorr, *A Colored Man Round the World by a Quadroon* 183–4 and 186–7. G. Flaubert, *Notes de voyage* in vol. 19 of *Les Oeuvres complètes* 19. Frederick Brown, *Flaubert: A Life* 231–9, 247, 256–61; also Elon, *Jerusalem* 37 and 139–41. Antony Sattin, *Winter on the Nile* 17–18. Flaubert on Du Camp official mission: Ruth Victor-Hummel, 'Culture and Image: Christians and the Beginnings of Local Photography in 19th Century Ottoman Palestine', in Anthony O'Mahony (ed.), *Christian Heritage in the Holy Land* 181–91.

Americans: Oren *Power* 236–47. Melville: Melville, *Journals* 84–94; on Clarel 65–81. Obenzinger, *American Palestine* 65–82, including Jew mania; Grant/Lincoln 161; on Blyden and Dorr 227–47. Knauf, OJ 74–5. Alexander Kinglake, *Eothen* 144–58, 161–2. Lynch, Jewish picnic outside walls: Gilbert, *Rebirth* 51. On Gogol see note 12 above.

14 End of Crimean War, 1850s: Finkel 457–60. Elon, *Jerusalem* 70–1. Gilbert, *Rebirth* 67–9, 83–6. Finn 1.2–4, 78, 2.452. Ben-Arieh, 66–8. Hopwood, *Russian Presence* 1–49. Mouradian, 'Les Chrétiens', in Nicault, *Jérusalem* 177–204. Gilbert, *Rebirth* 51. Figes 415–16; Montefiore Balaclava Railway 418; brawl 464–5.

15 Montefiore: all quotations unless otherwise stated are from the *Diaries*. Green 176–94, 227, 35–53, 59; fifth visit 1857 63–9; Montefiore windmill and almshouses 1860 109–16; death of Judith 140; sixth visit 1866 171–86; Jerusalem views 338; awning for Wailing Wall and removal of slaughterhouse 332–3; pre-Zionist views, Jewish empire 320; negotiations with Ottomans 324. Rothschilds: Montefiore missions funded; Disraeli comment; reluctance to involve in Jordan; Ferguson, 418–422, and 1131. Melville on Montefiore, 'this Croesus – a huge man of 75': Melville, *Journals* 91–4. Hurva Synagogue: Gilbert, *Rebirth* 98–100. Ben-Arieh, 42–4. Visits and tensions: Finn diaries 197, 244; Montefiore and Col Gawlon Jewish settlements: Green 50–9.

Flaubert, *Notes de voyage* 19. Brown, *Flaubert* 231–9, 247, 256–61; also Elon, *Jerusalem* 37 and 139–41. Flaubert on Du Camp official mission: W. B. Lincoln, Nicholas I, war and death 340–50. Victor-Hummel, 'Culture and Image' 181–91.

16 Archaeologists and emperors, spiritual imperialism: Wasserstein 50–65. Robinson: Silberman 37–47, 63–72; Wilson 79–85; Warren 88–99; British Palestine Archaeology 79, 86, 113–27; Bliss on Mount Zion 147–60; German archaeology 165–70. French: Ben-Arieh, 169; frenzy to identify biblical sites 183–5. Saulcy: Goldhill, *City of Longing* 216. Gilbert, *Rebirth*, on Robinson and Smith xxii, 4–7 and 65–7; on Warren 128–35; Jewish principality a separate kingdom guaranteed by the Great Powers 128–32. American missionaries and archaeologists, Robinson: Oren, *Power*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

135–7; U. S. Grant and American visitors 236–8. Lane Fox, *Unauthorized Version* 216–19. Kark on Robinson 29–30. Obenzinger, *American Palestine*, on Titus Tobler 253. Ben-Arieh, 183–5. Ruth Hummel, 'Imperial Pilgrim: Franz Josef's Journey to the Holy Land in 1869', in M.Wrba (ed.), *Austrian Presence in the Holy Land* 158–77. Russians: Simon Dixon, 'A Stunted International: Russian Orthodoxy in the Holy Land in the 19th Century', draft paper. Romanov pilgrimages: N. N. Lisovoy and P. V. Stegniy, *Rossiya v Svyatoy Zemle: Dokumenty i materialy* 1.125–7; Grand Duke Constantine 1859 visit 128–35. Hopwood, *Russian Presence*, Grand Duke Constantine 51. Russian pilgrims: Bertha Spafford Vester, *Our Jerusalem* (henceforth Vester) 86–7. Spiritual imperialism: Wasserstein 50–65.

British, American and German archaeology, Silberman 113–27; 147–53–70; Moabite Stone 100–12; Moses Shapira 131–40. Americans: Obenzinger, *American Palestine*, 161. Consuls and Selah Merrill: Kark 128–30 and 323–5. British royals: Gilbert, *Rebirth* 109–14 and 177–80. Rider Haggard, *A Winter Pilgrimage* 267. Edward Lear in Elon, *Jerusalem* 142; 1881 Crown Prince Rudolf 144–5. Kitchener/Gordon: Gilbert, *Rebirth* 187. Pollock, *Kitchener: Saviour of the Realm* 29–37 and 31. Kitchener photographs Muristan, in Boas, *Jerusalem* 160. Gordon in Goldhill, *City of Longing* 21; Elon, *Jerusalem* 147; Grabar, 16.

17 1860–9: Hummel, 'Imperial Pilgrims' 158–77. Russians: Dixon, 'A Stunted international.' Lisovoy and Stegniy, *Rossiya v Svyatoy Zemle* 1.125–45. Hopwood, *Russian Presence* 51. Vester 86–7. Wasserstein 50–65.

18 Edward W. Blyden, *From West Africa to Palestine* 9–12 on Jerusalem mind; arrival 165; Holy Sepulchre 166; Bible in hand 170; black Muslims 180; Wall 280–3; second coming 199. Obenzinger, *American Palestine* 161–2; Blyden and Dorr 227–47. Mark Twain, Mediterranean Hotel and Ariel Sharon: see *Haaretz* 15 July 2008. Quotations from Mark Twain, *The Innocents Abroad, or the New Pilgrims' Progress*. Green: Judith Montefiore 140; visit 1866, 171–86; views 338; awning for Wailing Wall and removal of slaughterhouse; 332–3. U. S. Grant, Twain, Lincoln: Oren, *Power* 189, 236–8, 239–47. On archaeology, picturesque visions, new travel: Mazower *Salonica* 205–21.

19 Yusuf Khalidi and Ottoman Jerusalem: Alexander Scholch, 'An Ottoman Bismarck from Jerusalem: Yusuf Diya al-Khalidi', *JQ* 24, Summer 2005. K. Kasmieh, 'The Leading Intellectuals of late Ottoman Jerusalem', in *OJ* 37–42. Execution: Warren quoted in Goldhill, *City of Longing*, 146. Conrad, 'Khalidi Library,' *OJ* 191–209. Arab mansions, Ben-Arieh, 74–6. Martin Drow, 'The Hammams of Ottoman Jerusalem', *OJ* 518–24. Arab mansions: Sharif M. Sharif, 'Ceiling Decoration in Jerusalem during the Late Ottoman Period: 1856–1917', in *OJ* 473–8. Houses, slaves, women: Susan Roaf, 'Life in 19th-Century Jerusalem', in *OJ* 389–414. Clothes: Nancy Micklewright, 'Costume in Ottoman Jerusalem', in *OJ* 294–300. Ott, 'Songs and Musical Instruments of Ottoman Jerusalem', in *OJ* 301–20. Wasif Jawhariyyeh, *Al Quds Al Othmaniyah Fi Al Muthakrat Al Jawhariyyeh* on Jewish Purim shared with other sects 1.68; Jewish Picnic at Simon the Just tomb and singing of Christian, Muslim and Spanish Jewish songs 1.74; musicians, belly dancers, Jews and Muslims 1.148. Salim Tamari, 'Jerusalem's Ottoman Modernity: The Times and Lives of Wasif Jawhariyyeh', and 'Ottoman Jerusalem in the Jawhariyyeh Memoirs', *JQ* 9, Summer 2000. Vera Tamari, 'Two Ottoman Ceremonial Banners in Jerusalem', in *OJ* 317. Joseph B. Glass and Ruth Kark, 'Sarah la Preta: A Slave in Jerusalem', *JQ* 34, Spring 2009. Sephardic Jews shared festivals, circumcision, *matzah*, welcome after *haj*, Sephardis pray for rain at request of Muslim leaders, Valero relations with Nashashibis and Nusseibehs: Ruth Kark and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Joseph B. Glass, 'The Valero Family: Sephardi–Arab Relations in Ottoman and Mandatory Jerusalem', in *OJ* 21, August 2004. Greek Orthodox anti-Semitism/Easter songs – reported by British visitors 1896: Janet Soskice, *Sisters of the Sinai* 237. On Arabs calling Jews 'Jews sons of Arabs' see Wasif Jawhariyyeh, diary, note 4, Zionism section. Weddings. Pappe 53 and 97–8.

Nusseibehs' castle house: Sari Nusseibeh, *Country* 48–9. Khalidis, Khalidi Library: Nazmi al-Jubeh, 'The Khalidiyah Library', *JQ* 3, Winter 1999. Conrad, 'Khalidi Library', *OJ* 191–205. Author interview with Haifa Khalidi. Ajami, 'Hidden Treasure', *Saudi Aramco World Magazine*. Kasmieh, 'Leading Intellectuals of Late Ottoman Jerusalem', *OJ* 37–42. Husseinis: Illan Pappe, 'The Rise and Fall of the Husaynis', Part 1, *JQ* 10, Autumn 2000; 'The Husayni Family Faces New Challenges: Tanzimat, Young Turks, the Europeans and Zionism, 1840–1922', Part 2, *JQ* 11–12, Winter 2001. New wealth of the Families: Pappe 87–91.

Nahda: Rogan 138–9. Nationalism: Krämer 120–8, all nations develop in the light of history, modern articulation of imagined communities etc., but opposition not yet based on Arab Palestinian identity. Nabi Musa: Wasserstein 103. Privatization of *waqfs*: Gabriel Baer, 'Jerusalem Notables and the Waqf', in Kushner, *Palestine in the Late Ottoman Period* 109–21. Yankee Doodle: Vester 181; Nabi Musa/Sufis 114–17; kerosene lamps 69; Ramadan fair, peepshows, horseraces 118. Clan-fighting around Jerusalem: Rafeq, *OJ* 32–6.

Photography: Victor-Hummel, 'Culture and Image' 181–91.

Abdul Hamid: Finkel 488–512. Herzl on Abdul Hamid. Tuchman 292. Jonathan Schneer, *The Balfour Declaration: the Origins of the Arab–Israeli Conflict* (henceforth Schneer), on Abdul-Hamid 17–18. Cohen, *Sacred Esplanade* 216–26. Eclectic building in imperial age: Kroyanker 101–41. On numbers of foreign monasteries and monks: Mouradian, 'Les Chrétiens' in Nicault, *Jérusalem* 77–204. 17,000 Jews: Brenner 267.

American Colony: this account is based on Vester. Family: Vester 1–64; the Husseini house 93 and 187; Gordon 102–4; Jacob and Hezekiah, Siloam Tunnel 95–8; simples and lunatics 126–41; Dutch countess 89. *Detroit News* 23 March 1902. See: J. F. Geniesse, *American Priestess*. On Overcomers vs Selah Merrill, anti-Semitism: Oren, *Power* 281–3. Kark 128–30 and 323–5. Husseinis and schools: Pappe 104–7.

Schick and his buildings, new styles of late nineteenth century including French, British, Russian, Greek and Bokhara areas: Kroyanker 101–41. Abdul Hamid: Finkel 488–512. Archaeological national expeditions and rivalries: Silberman 113–27; 147–70; 100–12. Kark on consuls/Selah Merrill 128–30; 323–5.

20 Gilbert, *Rebirth* 14 and 177–80; Kitchener/Gordon 187. Haggard, *Winter Pilgrimage* 267. Edward Lear in Elon, *Jerusalem* 142; Rudolf 144–5. Pollock, *Kitchener* 29–37. Kitchener photographs Boas, *Jerusalem* 160. Gordon in Goldhill, *City of Longing* 21; Elon, *Jerusalem* 147; Grabar, *Shape of the Holy* 16. Russians: Dixon, 'A stunted international'. Russians and Westerners: Stephen Graham, *With the Russian Pilgrims to Jerusalem* (henceforth Graham) – clothes, sea journey, obsession with death 3–10; Montenegrin guide 35; life in Compound 40–2; Romanov visits and charges in Compound 44–6; ludicrous English tourists 55; Holy Sepulchre 62–4; corruption in Jerusalem, the Jew Factory, corrupt degenerate priests 69–76; pageant of Easter and Holy Fire 101–10; Arab women selling booze in Compound 118; Holy Fire 126–8; meetings in the street 130–2. Lisovoi and Stegnii, *Rossiia v Sviatoi Zemle* 1.125–7; diary of Archimandrite Antonin 1881 and visits of Grand Duke Sergei 1888 1.147–60. Palestine Society and Russian Compound: Hopwood, *Russian Presence*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

70–115. Christopher Warwick, *Ella: Princess, Saint and Martyr:* Sergei character and first visit 85–101; visit with Ella 143–53; Jewish pogrom Moscow 162–6. Tsarist policies and pogroms: Brenner 238–43. Vester 86–7. Jewish *aliyah*: Ben-Arieh 78. Modernization and Ottoman reforms, Arab reactions: Krämer 120–8. Nusseibeh, *Country* 48–9. Al-Jubeh, 'Khalidiyah Library'. Kasmieh, 'Leading Intellectuals of Late Ottoman Jerusalem', *OJ* 37–42. Anti-Zionist measures: Pappe 115–17.

PART NINE: ZIONISM

1 Herzl, Zionism 1880s: Shindler, *History* 10–17. Assyrian profile: Jabotinsky quoted in Colin Shindler, *The Triumph of Military Zionism* 54–61, including Christmas tree. Desmond Stewart, *Herzl* 171–222, 261–73. Zionism, Herzl, new fashion for racial anti-Semitism: Brenner 256–67. Relations with Rothschilds, Ferguson 800–4. Tuchman 281–309. Jewish majority by 1860?: Paolo Cuneo, 'The Urban Structure and Physical Organisation of Ottoman Jerusalem in Context of Ottoman Urbanism', in *OJ* 218. Hassidics and other groups arrive: Gilbert, *Rebirth* 118–23 and 165–73; Hebrew culture 185–9, 207–15. Jewish immigration and population figures: Ben-Arieh 31–40 and 78 on First Aliyah figures. First Aliyah, Hess, pogroms and reaction of Tolstoy/Turgenev: Shmuel Ettinger and Israel Bartal, 'First Aliyah, Ideological Roots and Practical Accomplishments', in *Cathedra* 2.197–200. Yemenite *aliyah*: Nitza Druyon, 'Immigration and Integration of Yemenite Jews in 1st *Aliyah*', in *Cathedra* 3.193–5. Immigration of Bokharans: author interview with Shlomo Moussaieff. Karl Baedeker (1876), 186 Spanish Jews vs squalid Polish brethen. Kalischer, Alkalai and early proto-Zionists: Green 322–4. Evangelist Zionism: W. E. Blackstone, in Obenzinger, *American Palestine* 269–70. Herzl and Zionism: Gilbert, *Rebirth* 217–22. Zangwill, Galveston settlement, Africa, Argentina; Angola and Territorialism: Obenzinger, *JQ* 2003. Jews in Jerusalem 1895: 28,000; 1905: 35,000; 1914: 45,000: Krämer 102–11, 138; pogroms and rise in Jewish population 197–9. Martin Gilbert, *Churchill and the Jews*, Churchillian Territorialism in Tripolitania and Cyrenaica 249. Kark 19–37. Jewish neighbourhoods: Gilbert, *Rebirth* 140–5..Tom Segev, *One Palestine Complete: Jews and Arabs under the British Mandate* 221–3. Jewish suburbs: Ben-Arieh 48–58. Herzl on extra-territorial Temple Mount: Wasserstein 320. Weizmann, *Trial and Error*: on Herzl style, character, not of people 41, 63; Sir Francis Montefiore, Rothschilds, Herzlian Zionism 62–5. Early Zionist distaste for Jerusalem: Sufian Abu Zaida, '"A Miserable Provincial Town": The Zionist Approach to Jerusalem 1897–1937', *JQ* 32, Autumn 2007. Rothschild bids to buy Wall: Pappe 116–17.

2 Kaiser and Herzl in Jerusalem: *New York Times* 29 October 1898. Cohen, *Sacred Esplanade* 216–26. Travel agent Cook: *New York Times* 20 August 1932. Thomas Cook: Gilbert, *Rebirth* 154–60. Luxury Thomas Cook and Rolla Floyd tents: Vester 160–1. Luxury tourist tents: Ruth and Thomas Hummel, *Patterns of the Sacred: English Protestant and Russian Orthodox Pilgrims of the Nineteenth Century*, photograph. Kaiser, Jews and Herzl: John Rohl, *Wilhelm II: The Kaiser's Personal Monarchy 1888–1900* 944–54; on Church of Redeemer 899; I alone know something; all of you know nothing 843; on Jews 784. Kaiser and anti-Semitism: John Rohl, *The Kaiser and his Court* 190–212; on sexual hijinks at court/poodle 16. German architecture: Kroyanker 24. Visit to Temple Mount: *OJ* 270–1. Vester 194–8. Silberman 162–3. Sean McMeekin, *The Berlin–Baghdad Express*, on Kaiser in Jerusalem and letters to tsar 14–16.

Stewart, *Herzl* 261–73. Goldhill, *City of Longing* 140. Gilbert, *Rebirth* 223–7.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Modernity, Kaiser and photography: Victor-Hummel, 'Culture and Image' 181–91. Photos: *OJ* 267. Ben-Arieh 76. On Arab politics and Ruhi Khalidi: Marcus, *Jerusalem, 1913: Origins of Arab–Israeli Conflict* 39–44 and 99. Krämer 111–15. Herzl and Uganda: Lord Rothschild's introduction, Ferguson 802–4. Herzl, Uganda, Lloyd George as lawyer in two applications for Sinai homeland in 1903 and 1906: David Fromkin, *A Peace to End All Peace* (henceforth Fromkin) 271–5. Churchillian Territorialism: Gilbert, *Churchill and the Jews* 249. Zangwill, Galveston settlement, Africa, Argentina, Angola and Territorialism: Obenzinger, *JQ* 2003 17. Pappe 108–11. Ilan Pappe, 'Rise and Fall of the Husaynis', Part 1, *JQ* 10, Autumn 2000; 'Husayni Family Faces New Challenges', Part 2, *JQ* 11–12, Winter 2001. Wasserstein 320.

Amy Dockser Marcus, *Jerusalem 1913: Origins of the Arab–Israeli Conflict* 30–60. Yusuf al-Khalidi to Chief Rabbi of France Zadok Khan in Nusseibeh, *Country* 23. Kasmeh, 'Leading Intellectuals of Late Ottoman Jerusalem', *OJ* 37–42.

3 The portrait of Ben-Gurion throughout the book is based on the biography Michael Bar-Zohar, *Ben-Gurion*; David Ben-Gurion, *Recollections*; Weizmann; Shindler, *History* and *Military Zionism*; conversations with Shimon Peres and Yitzhak Yaacovy. Ben-Gurion, *Recollections* 34–43, 59–61. Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 1–12, 26–8. Krämer 111–15. Political philosophy, articles in 1914 and 1920: Shindler, *History* 21–35, 42–4 and 99–101. Weizmann: Herzl Ugandaism and El Arish plans 119–122; meeting with Plehve and Kishinev pogroms 109–18. *Protocols of Elders of Zion*: David Aaronovitch, *Voodoo Histories* 22–48. Early Zionist distaste for Jerusalem: Abu Zaida, '"A Miserable Provincial Town"', *JQ* 32, Autumn 2007.

4 Young Turk Revolution and Arab nationalism: this section is based on Wasif Jawhariyyeh, *Al Quds Al Othmaniyah Fi Al Muthakrat Al Jawhariyyeh*, vol. 1: *1904–1917*, vol. 2: *1918–1948*, trans. for this book by Maral Amin Quttieneh (henceforth Wasif). Among the diary entries used are 1.160, 167, 168–9, 190, 204, 211, 217, 219, 231. Also based on: Tamari, 'Jerusalem's Ottoman Modernity', *JQ* 9, Summer 2000. On cafés, atmosphere, women in the city: Salim Tamari, 'The Last Feudal Lord in Palestine', *JQ* 16, November 2002. Salim Tamari, 'The Vagabond Café and Jerusalem's Prince of Idleness', *JQ* 19, October 2003. Antebi: Marcus, *Jerusalem 1913* 50–73. Baedeker on city of no entertainment: Gilbert, *Rebirth* 154–60. Baedeker (1912) xxii, 19, 57. On Arab nationalism and Young Turk revolution/Khalil Sakakini quote: Norman Rose, *A Senseless Squalid War: Voices from Palestine* 8. Arab renaissance, disappointed nationalism, Young Turks: Rogan 147–9. Shindler, *History* 23–8. Young Turks, seizure of power by Committee of Union and Progress, Turkish nationalism, rise of Enver: Efraim Karsh and Inari Karsh, *Empires of the Sand: Struggle for Mastery in the Middle East 1789–1923* (henceforth Karsh) 95–117. See also: P. S. Khoury, *Urban Notables and Arab Nationalism: The Politics of Damascus 1860–1920*. On CUP: Mazower, *Salonica* 272–290. Football/school: Pappe 124–6; early nationalism 127–9; anti-Zionism 39–46.

5 Russian pilgrimage/Rasputin: G. E. Rasputin, *Moi mysli i razmyshleniia. Kratkoe opisanie puteshestviya po svyatym mestam i vyzvannye im razmyshleniya po religioznym voprosam* 60–74. Garb, journey, deathcaps Graham 3–10; kvass 35; accommodation 44–6; Westerners 55; Sepulchre 62–4; corruption in Jerusalem, 69–76; Easter 101–10; booze in Compound 118; Holy Fire 126–8; street embraces 130–2. Russian shoot-out in Sepulchre; Martin Gilbert, *Jerusalem in the Twentieth Century* (henceforth Gilbert, *JTC*) 20. Eduard Radzinsky, *Rasputin* 180–3. Hummel, *Patterns of the Sacred* 39–61.

6 This account is based on the Parker family archive: special thanks to the present Earl of Morley and his brother the Hon. Nigel Parker for their help and papers. *The*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Times (London) 4 May 1911. *New York Times* 5 and 7 May 1911. Major Foley, *Daily Express* 3 and 10 October 1926. Philip Coppens, 'Found: One Ark of the Covenant?', *Nexus Magazine* 13/6, October–November 2006. Silberman 180–8. On riots and high jinks: Vester 224–30. Pappe 142.

7 1910–14. Rogan 147–9. 1908 to rise of Enver: Karsh 95–117. Majower: 280–90 Excitement 1908: Marcus, *Jerusalem 1913* 66–8, 186. Young Turks and Three Pashas: Finkel 526–32. Abdul-Hamid's clock: Krämer 75. Visit of Pr Eitel Fritz 1910, fight at Sepulchre; Gilbert, *JTC* 20–4; Zionist settlement and politics 25–40. Jerusalem as Babel by Weizmann 3–4. Wasserstein 70–81. Augusta Victoria: Storrs 296. Enver coup: Karsh 94–101. Pappe 139–150.

8 Jemal Pasha/First World War. Arrival of Pasha, and 'beautiful' parade of Mecca Sheikh Sayeed Alawi Wafakieh with green flag, Wasif 1:167. Kress von Kressenstein on Sheikh's parade and Suez expedition, Sean McMeekin, *Berlin–Baghdad Express*, 166–179. Jemal, al-Salahiyya, Enver visit: Wasif 1.232. *OJ* 57–62. Pappe 150–9. Most quotes from Jemal are either from the diaries of his private secretary Falih Rifki quoted in Geoffrey Lewis, 'An Ottoman Officer in Palestine 1914–18', in Kushner, *Palestine in the Late Ottoman Period* 403–14, or from Djemal Pasha, *Memoirs of a Turkish Statesman 1913–19*. Franz von Papen, *Memoirs* 70. Terror, urban planning in Damascus: Burns, *Damascus* 263–5. Rudolf Hoess, *Commandant of Auschwitz* 38–41. Rudolf Hess: Vester 209 and 263. On high politics/military: Karsh 105–17; Suez attacks 141; repression of Zionists, NILI spy-ring 160–70. Krämer 143–7. Finkel 533–40. On war declaration and al-Aqsa allegiance, Count Ballobar and Jemal: Segev, *Palestine* 15–20. Hanging Mufti of Gaza: Storrs 371; Jews welcome Kressenstein 288; on Ballobar 303. Arrival of Armenians: Hintlian, *History of the Armenians in the Holy Land* 65–6. Gilbert, *JTC* 41–5. Jemal character: Vester 259–67; destruction of Jerusalem plan 81; Rudolf Hess in Jerusalem 208–9 and 263. Fromkin: Jemal terror 209–11. Military campaign: Roger Ford, *Eden to Armageddon: World War I in the Middle East* 311–61. Jemal takes Faisal to hangings; Jemal, Enver most ruthless: T. E. Lawrence, *Seven Pillars of Wisdom* (henceforth Lawrence) 46, 51. The start of the war: George Hintlian, 'The First World War in Palestine and Msgr. Franz Fellinger', in Marion Wrba, *Austrian Presence in the Holy Land in the 19th and Early 20th Century* 179–93. Wasserstein 70–81. Jemal repressions: Karsh 161–70.

9 Death and sex under Jemal. This section is based on the diarists Wasif, Ihsan Turjman, Khalil Sakakini. Political thought, Jerusalem life, nationalism, Jemal and Turkish debauchery, prostitutes in schools, at Turkish parties, on street, Tennenbaum: Salim Tamari, 'The Short Life of Private Ihsan: Jerusalem 1915', *JQ* 30, Spring 2007. Vester, 264–7, 270–1. Wasif 1.160, 167, 168–9, 190, 204, 211, 217, 219, 231. Tamari, 'Jerusalem's Ottoman Modernity', *JQ* 9, Summer 2000. Adel Manna, 'Between Jerusalem and Damascus: The End of Ottoman Rule as Seen by a Palestinian Modernist', *JQ* 22–23, Autumn/Winter 2005. Jemal repressions: Karsh 161–70. On Syrian nationalism and terror: see Khoury, *Urban Notables and Arab Nationalism*. Pappe 150–9.

Offer of Wailing Wall to Jews: Henry Morgenthau, *United States Diplomacy on the Bosphorus: The Diaries of Ambassador Morgenthau 1913–1916* 400: thanks to George Hintlian for bringing this to my attention. Jemal and Jews/Albert Antebi exiled October 1916; asks Jemal 'What have you done to my Jerusalem?': Marcus, *Jerusalem 1913* 138–44; 156–9. Jews, deportations, tired of hangings, Aaronsohn/NILI: Karsh 166–70. Jemal's peace offer: Raymond Kevorkian, *Le Génocide des Arméniens* ch. 7. Prostitution: Vester 264. Leah Tennenbaum and Villa Leah: Segev,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Palestine 7. On Jemal, Leah Tennenbaum, feasts, and bons mots on Three Pashas see Conde de Ballobar, *Diario de Jerusalén* – 26 May 1915 and 9 July 1916. On analysis of Ballobar, see R. Mazza, 'Antonio de la Cierva y Lewita: Spanish Consul in Jerusalem 1914–1920', and 'Dining Out in Times of War', *JQ* 40, Winter 2009, and 41, Spring 2010. On 'bon garçon' Jemal by Ballobar: Storrs 303–4. See also R. Mazza, *Jerusalem from the Ottomans to the British*.

10 Portrait of Lawrence is based on Jeremy Wilson, *Lawrence of Arabia: The Authorized Biography of T. E. Lawrence*, until otherwise stated. Lawrence, action and reflection: Wilson, *Lawrence* 19; on Sherif Hussein 656 and unfit to govern 432; Lawrence views pro-Brit pro-Arab 445; 'tragi-comic' demands of Sherif 196; Hogarth on Lawrence as moving spirit of McMahon and Revolt 213; early plan for Jerusalem book of *Seven Pillars* 74; Jerusalem and Beirut, shop-soiled hotel servants 184–5; on the McMahon letters and negotiations, and plan to include Jerusalem in Egypt 212–18; Gertrude Bell on Lawrence intelligence 232; Lawrence on characters of Abdullah and Faisal 305–9 and 385–7; his concept of guerilla warfare and insurgency 314; killing, Buffalo Bill 446; on sexual comedy 44; 27 Articles on how to lead an Arab insurgency 960–5; clothes 333–5; Sykes 230–3; can't stand lies 410–12; Sykes–Picot, Lawrence informs Faisal 361–5; Aqaba plan 370–81; executes murderer 383; American description of Lawrence at Versailles 604–5. Lawrence lack of scruples, 'genius for backing into the limelight': Margaret Macmillan, *Peacemakers: The Paris Peace Conference of 1919 and its Attempt to End War* 399–401. George Antonius, *The Arab Awakening: The Story of the Arab National Movement* 8–12, 245–50. Rogan 150–7. Karsh on Lawrence and Arab Revolt: man with the gold 191. Janet Wallach, *Desert Queen: The Extraordinary Life of Gertrude Bell:* imp 299. Hashemite/Sherifian dynasty: Avi Shlaim, *Lion of Jordan: The Life of King Hussein in War and Peace* 1–10. Schneer 24–6. Lawrence: Storrs 467 and 202. Silberman 190–2. Sherifian descent and family: Lawrence 48; Abdullah too clever 64–7, 219–20; Faisal Arab clothes 129; Lawrence character, 'brain as quick and silent as a wild cat' 580–1; egotistical curiosity 583; Faisal pity 582. Arab Revolt: Karsh 199–221; Sykes–Picot 222–43. Karl E. Meyer and S. B. Brysac, *Kingmakers: The Invention of the Modern Middle East* on Arab Revolt, Sykes–Picot 107–13. Karsh: 171–221; Sykes–Picot 222–46. Fromkin 218–28; Kitchener and views of Wingate and Storrs 88–105 and 142; Sykes 146–9; McMahon 173–87; Sykes–Picot 188–99. The best detailed account of McMahon remains Elie Kedourie, *In the Anglo-Arab Labyrinth: The McMahon–Husayn Correspondence and its Interpretations*. Schneer gives an excellent account 32–48 and 64–74.

11 Arab Revolt/British advance/Falkenhayn: Papen, 7–84. Jemal shows Falkenhayn Dome: *OJ* 276. Antonius, *Arab Awakening* 8–12, 245–50. Rogan 150–7. Shlaim, *Lion of Jordan* 1–10. Lawrence: Storrs 467 and 202; Silberman 190–2. On Sherifians: Lawrence 48, 64–7, 219–20, 129, 582; on himself 580–3. Taking of Aqaba and report to Allenby: Wilson, *Lawrence* 400–20; rape at Deraa 462–4. Arab Revolt: Karsh 171–221; Sykes–Picot 22–43. Meyer and Brysac, *Kingmakers* 107–13. Fromkin 88–105, 142; Sykes 146–9, 218–28; McMahon 173–87; Sykes–Picot 188–99; Jemal terror 209–11; Jemal bids for power himself 214–15. Jemal peace offer. S. McMeekin, *Berlin-Baghdad Express* 294–5. Scheer 87–103; on NILI ring 171–2. Enver visit: Wasif 1.232–3. Enver/wartime Jerusalem: Vester 246–71. On spy-rings, Sakakini, Levine, Jemal terror, brothels, NILI: Manna, 'Between Jerusalem and Damascus', *JQ* 22–23, Autumn/Winter 2005 (quoting Turkish security policeman Aziz Bey). Sakakini and Levine: Segev, *Palestine* 13–15. Aaronsohn: Fromkin 309. Marcus, *Jerusalem 1913* 149–51.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

12 Balfour, Lloyd George, Weizmann: Documents, motives and process of Declaration drafting: Doreen Ingrams (ed.), *Palestine Papers, 1917–1922: Seeds of Conflict* 7–18, quoting from William Ormsby-Gore memo on origins Declaration 7–8; on hopes to win Russian/US support; Balfour memo to Cabinet 9; Cabinet minutes 31 October quoting Balfour 16. John Grigg, *Lloyd George: War Leader* 339–57, especially 347–9 on Weizmann; Lloyd George to Weizmann quote; Samuel cold and dry; Asquith to Venetia Stanley on Lloyd George keeping Jerusalem from atheistic France; on Zionism serving British empire 349. R. J. Q. Adams, *Balfour: The Last Grandee* 330–5. MacMillan, *Peacemakers*: on Lloyd George character 43–51; on Balfour's frivolity, silk handkerchief, Jewish genius, Zionism only worthy thing he did 424–6. Krämer 148–54 and 167. Segev, *Palestine* 33–50. Balfour on propaganda in Russia and America: Rogan 153–6. Weizmann: Hebrew university 100; first meeting with Balfour 143–5; 1906 Jerusalem, university land bought, why Jerusalem, 169–76 and 181; C. P. Scott, Lloyd George's account not true, may get Jerusalem 190–8; 'I … a Yid' 207; opponents of Zionism, Claude Montefiore, Leopold de Rothschild, Edwin Montagu 200–30 and 252; religious old statesmen 226; maze of personal relationships 228; Germany negotiates with Zionists 234–5; drafting of Declaration 252–62; Weizmann mistaken for Lenin 358. Weizmann as well-nourished Lenin: MacMillan, *Peacemakers* 423. Sykes on Jews/black people, Schneer 44–6; Lloyd George on Samuel's race, 126; on British Jews, Zionists vs Assimilationists, Rothschilds, Montefiores 124–61; Sykes on Power of Jews 166–8; power to Zion, Armenians, Arabs (Sykes), on possible Ottoman peace 349–59, Curzon quote 350.

German Zionists, negotiations with German Ottomans (Jemal), Talaat's promise to German ambassador, and British alarm at Zionism as German idea (Sir Ronald Graham); McMeekin, *Berlin-Baghdad Express* 340–51.

Herbert Samuel, *Memoirs* 140. Meyer and Brysac, *Kingmakers* 112–26. Max Egremont, *Balfour* 293–6. Karsh 247–58. Fromkin 276–301, including Leo Amory on Bible, Brandeis and Wilson. Avi Shlaim, *Israel and Palestine* 3–24. Lloyd George grabbing Palestine: Rose, *Senseless Squalid War* 16–17. Karsh 247–58. Gilbert, *Churchill and the Jews*: Churchill, Weizmann and acetone 23–30; biblical prophet 95. George Weidenfeld, *Remembering My Good Friends* 201–20, on Weizmann, character and style. Lord Rothschild support for Zionism: Ferguson 977–81. Early Zionist views: Abu Zaida, '"A Miserable Provincial Town",' *JQ* 32, Autumn 2007.

13 Fall of city/surrender. Allenby's orders from Lloyd George, Jerusalem by Christmas: Grigg, *Lloyd George: War Leader* 339–43. Germans unmoved by withdrawal, Storrs 303–5; mayor well bred 292. Alter Levine and Sakakini: Marcus, *Jerusalem 1913* 149–51. Levine and Sakakini, Sakakini quote on artillery: Segev, *Palestine* 30. Moshe Goodman, 'Immortalizing a Historic Moment: The Surrender of Jerusalem', in *Cathedra* 3.280–2. Vester 273–80. Husseinis meeting; marriageable virgins; blouse and bedsheets: Pappe 162–6. Diary of Bishop Mesrob Neshanian quoted in Hintlian, 'First World War in Palestine and Msgr. Franz Fellinger', in Wrba, *Austrian Presence* 179–93. Rumours, debate with Sakakini, Germans vs Turks on surrender: Tamari, 'Last Feudal Lord in Palestine', *JQ* 16, November 2002. Manna, 'Between Jerusalem and Damascus', *JQ* 22–23, Autumn/Winter 2005. Diary: K. Sakakini 20 January 1920. Arab Syrian nationalism: Nasser Eddin Nashashibi, *Jerusalem's Other Voice: Ragheb Nashashibi and Moderation in Palestinian Politics 1920–1948* (henceforth Nashashibi) 134–5, 130–1; Ben-Gurion and Alami on small sofa 69. Faisal and Weizmann: Krämer 158–62. Carriage stolen from American Colony: Frederick Vester to Storrs 14 March 1919, American Colony Hotel archive. Anti-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Semitic frenzy of Turks in Jerusalem: Ballobar, *Diario* 30 November 1917.

14 Allenby: Grigg, *Lloyd George: War Leader* 342–5. Wasif 2.280. Storrs 305–7. Lawrence 330; on Jerusalem 341, 553; Lawrence rape at Deraa, entry into city, thoughts of rape as Allenby speaks; effects of rape trauma later 668. Absurdly boyish: Wilson, *Lawrence* 459–66: Gilbert, *JTC* 45–61. Segev, *Palestine* 23–4 and 50–5. Allenby's book: Meyer and Brysac, *Kingmakers* 109. Allenby and Storrs in Jerusalem: Fromkin 308–29. War Office advice: Elon, *Jerusalem* 167. Vester 278–80. Allenby and Crusader comments to Husseini and to Nusseibehs: Nusseibeh, *Jerusalemites* 426–7. Thanks to my cousin Kate Sebag-Montefiore for researching William Sebag-Montefiore's role in Palestine. Thanks to Peter Sebag-Montefiore and his daughter Louise Aspinall for the private archive of Major Geoffrey Sebag-Montefiore: reports quoted of 24 April 1918 (sex with local women); VD prevalent 11 June 1918; VD rampant 16 June 1918; guarding holy places 23 June 1918; Desert Mounted Corps in brothels 29 June 1918; brothels troublesome and VD rampant 14 July 1918; brothels moved, thirty-seven arrested 18 August 1918; women astray 1 September 1918; brothels VD, nothing else to report 8 September 1918; Australians in brothels 13 October 1918 and 18 November 1918. Pappe 165–75: Maghrebis interested in sale of Wall 234.

15 Storrs, most brilliant: Lawrence 56–7. Lawrence visits and meets Lowell Thomas: Wilson, *Lawrence* 489; Faisal and Lawrence's attitude to Zionism, hope for Zionist Jewish advisers and financiers for Faisal Syria, Lawrence on Zionism and letter to Sykes, Faisal meetings with Weizmann near Aqaba and in London 442–4, 513–14, 514 and 576–7; on 12 December 1918 meeting in London, Faisal and Weizmann, Faisal says there is room in Palestine for 4–5 million Jews 593. Shindler, *Military Zionism* 61–7. Ben-Gurion article 'Towards the Future' on sharing Palestine, on Jabotinsky and article 'Iron Wall' 1923: Shindler, *History* 26–30; Jabotinsky, Fascists, Duce as buffalo 131. Weizmann: Jabotinsky 86; on Allenby, Storrs, *Protocols of Elders of Zion* 265–81, 273; on Faisal meetings and Lawrence 293–6; founding of Hebrew University 296; Nabi Musa riots 317–21. *Protocols of Elders of Zion*: Aaronovitch, *Voodoo Histories* 22–48. Early Zionist attitude: Abu Zaida, '"A Miserable Provincial Town"', *JQ* 32, Autumn 2007. Pappe 166–87: Grand Muftiship; Husseini estates' involvement with King Faisal; Musa Kazem's career 111–12; Amin in Damascus 170–1; Nabi Musa 189–203.

16 Herbert Samuel, arrival: Storrs 352–8 and 412–14. Stiffish character: Segev, *Palestine* 155. Oyster: Schneer 122–6. Cold, dry: Lloyd George quoted in Grigg, *Lloyd George: War Leader* 348. Wooden: Edward Keith-Roach, *Pasha of Jerusalem* 73. Chaim Bermant, *The Cousinhood: The Anglo-Jewish Gentry* 329–54. Politics: Krämer 213–24. Segev, *Palestine* 91–9. Gilbert, *JTC* 88. Samuel, *Memoirs* 154–75. Luke and Keith-Roach, *Handbook of Palestine* 86–101. Jabotinsky, revisionism: Shindler, *Military Zionism* 50, 61–5, 85–92; Samuel and watering down of Balfourism 1–32. Political philosophy of evolution, socialist cooperation and move towards ruthless pragmatism, strongman of Zionism, articles in 1914 and 1920: Shindler, *History* 21–35. Abu Zaida, '"A Miserable Provincial Town"', *JQ* 32, Autumn 2007.

17 Churchill: Martin Gilbert, *Churchill: A Life* 428–38; also Gilbert, *JTC* 92. Gilbert, *Churchill and the Jews*, WSC boyhood essay 1; as Manchester MP and early meetings with Weizmann 7–15; Zionism and First World War 24–33; on article on International Jew 37–44, quoting Sunderland speech and *Illustrated Sunday Herald* 8 February 1920; colonial secretary trip to Cairo and Jerusalem 45–64; Rutenberg concession 78–85; created Transjordania 'one Sunday afternoon' 109. Faisal and Abdullah kingdoms: Shlaim, *History* 11–20. Lawrence as adviser, Hussein crass:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Wilson, *Lawrence* 540; Sherifian solution, Cairo conference and Jerusalem meetings with Abdullah, Lawrence on Churchill 643–63 and 674. Karsh 309–25, especially 314–16, 318. Rogan 178–85. Fromkin 424–6, 435–48, 504–29. Khoury, *Urban Notables and Arab-Nationalism* 80–90. Cairo: Wallach, *Desert Queen* 293–301. Segev, *Palestine* 143–5. Krämer 161–3. Saudis vs Sherifians: Rogan 179–84. On Lawrence and Last Crusade: Fromkin 498–9. Faisal, Lawrence and Zionism: Weizmann 293–6. Thomas and Lawrence: Oren, *Power* 399–402.

18 Husseini vs Nashashibi. Portraits written with reference to Mahdi Abdul Hadi (ed.), *Palestinian Personalities: A Biographical Dictionary*. Mufti, character, career: Pappe 169–73; selection of mayor and mufti 201, 212–45. Gilbert Achcar, *The Arabs and the Holocaust: The Arab–Israeli War Narratives*, (henceforth Achcar) on Mufti policies and character 123–0; on megalomania 127, on variety of Arab opinions, liberals, Marxist nationalists, Islamicists 41–123; quote 52. On political parties, on blond mufti, jokes without laughter: author interview with Nasser Eddin Nashashibi. Nashashibi 14–19; election of mufti 38 and 126–8; mufti leader 79; differences between mufti and Nashashibi 75; Nashashibi brought down by Sir Arthur Wauchope 32. Wasserstein 324–7. Krämer 200–7 and 217–22. On Notables and rivalries: Benny Morris, *1948: A History of the First Arab–Israeli War* 13–14. Mufti, poacher, British intimidated: Weizmann 342. Totalitarianism enlightened: Keith-Roach quoted in Segev, *Palestine* 4–9. Mufti, cause just, method unwise and immoral: John Glubb Pasha *A Soldier with Arabs* 41. Sole qualifications, pretension of family: Edward Keith-Roach, *Pasha of Jerusalem* 94. Sari Nusseibeh, *Once Upon a Country*: disastrous 36. Projection of holinesss and importance of Haram for nation: Krämer 237 and redemption of the land 251–3; family political parties 239–40. Tamari, 'Jerusalem's Ottoman Modernity', *JQ* 9, Summer 2000. Tamari, 'Vagabond Café and Jerusalem's Prince of Idleness', *JQ* 19, October 2003. On Haile Selassie and kings: John Tleel, 'I am Jerusalem: Life in the Old City from the Mandate Period to the Present', *JQ* 4, Spring 1999. Amos Oz, *A Tale of Love and Darkness* (henceforth Oz) 23, 38–42, 62, 118–19, 307, 324, 325, 329. Partition plans: Wasserstein 108–12. Shlaim, *Israel and Palestine* 25–36. 'Harem Beauties Drive Fords thro Jerusalem', *Boston Sunday Herald* 9 July 1922. British dislike Jews: John Chancellor quoted in Rose, *Senseless Squalid War* 31; easy to see why Arabs preferred to Jews, Richard Crossman 32. High British life and George Antonius' swinging party: Segev, *Palestine* 342–5; Ben-Gurion, evolving views and proposals to Musa Alami and George Antonius 275–7. Stalin/Birobidzhan: Simon Sebag Montefiore, *Stalin: Court of the Red Tsar* and *Young Stalin*; Arkady Vaksberg, *Stalin against the Jews* 5.

19 Buraq Uprising and after: Wasif 2.484. Pappe 233–45. Achcar 128–133. Nusseibeh, *Jerusalemites* 39–43. Ilan Pappe, 'Haj Amin and the Buraq Revolt', *JQ* 18, June 2003. Shindler, *Military Zionism* 94–104. Keith-Roach, *Pasha* 119–22. Nusseibeh 31. Rogan 198–201. Krämer 225–37. Segev, *Palestine* 296–333. Gilbert, *JTC* 119–28. A. J. Sherman, *Mandate Days: British Lives in Palestine* 73–93. Mufti visits Nazi consul: Jeffrey Herf, *Nazi Propaganda for the Arab World* 16–17 and 29. Koestler quotes: Michael Scammell, *Koestler: The Indispensable Intellectual* 55–65. Ben-Gurion, evolution, socialism, pragmatism: Shindler, *History* 21–35.

White Paper, Black Letter, Passfield: Weizmann 409–16; deposed as president 417–22. Fall of Weizmann, rise of Ben-Gurion, Jabotinsky as Il Duce: Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 59–67.

20 British Mandate life. Architecture: Kroyanker 143–65. *Boston Sunday Herald* 9 July 1922. British anti-Semitism: John Chancellor quoted in Rose, *Senseless Squalid War*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

31; Richard Crossman 32. High British life, Antonius' party: Segev, *Palestine* 342–50; author interview with Nasser Eddin Nashashibi. Kai Bird, *Crossing Mandelbaum Gate* (henceforth Bird), including 'she was naughty' quote, open marriage 16–19 and 22–42. Colonel P. H. Massy, *Eastern Mediterranean Lands: Twenty Years of Life, Sport and Travel* 69–70. Hunting etc.: Keith-Roach, *Pasha* 89; modern city, beauty parlour 95; Plumer and Chancellor good-looking actor 99/100. Brawl between Latins and Greeks with umbrella: Harry Luke, *Cities and Men: An Autobiography* 207; staff 213; life 241–5; toastmaster 218. King David Hotel: Gilbert, *JTC* 101–19 and 130. Private aeroplane: John Bierman and Colin Smith, *Fire in the Night: Wingate of Burma, Ethiopia and Zion* 79. Plumer and Chancellor: Segev, *Palestine* 289. Café life: Tamari, 'Vagabond Café and Jerusalem's Prince of Idleness', *JQ* 19 October 2003. Neighbourhoods: Oz, *Tale* 23, 38–42. The May family: Miriam Gross, 'Jerusalem Childhood', *Standpoint* September 2010. Burial of Grand Duchess Ella: Warwick, *Ella* 302–12; Luke, *Cities and Men* 214.

The Families and the British: Storrs 423–5. Nusseibeh, *Country* 28–36, 62. Krämer 257–66. Congreve: Segev, *Palestine* 9; Wauchope and new Government House, duck-shooting 342–8. Nusseibeh, *Jerusalemites*: exhilarating city 52; Katy Antonius 133; houses, bookshops, families, white suits 409–25; no choice but armed rebellion 44–7. Immigration figures: Segev, *Palestine* 37. Churchill and Moyne visit King David Hotel: Gilbert, *Churchill and the Jews* 102; Woodhead Commission and increase in population of Arabs and Jews 152; partnership and characters of Ben-Gurion and Weizmann 76–9; negotiations with Musa Alami 82–7; on love life 118–19. On Ben-Gurion books and reading: author conversation with Shimon Peres. On Ben-Gurion Napoleon joke: conversation with Itzik Yaacovy. Weizmann character and attitude to Ben-Gurion: Weidenfeld, *Remembering my Good Friends* 201–20. Achcar, variety of Arab opinons, nationalists, liberals, Marxists, Islamicists 41–123. Mufti and Zionist proposal for shared states and two-tier legislatives: Pappe 226–8.

21 Arab Rebellion: Krämer 259–65. Rogan 204–7. Morris, *1948* 18–20. Achcar 133–40; on breadth of Arab opinions 41–133. Tarboush and gangs: Nashashibi 97–103 and 46–57. Wasif 2.539–49. Ruthless methods: Segev, *Palestine* 350–2, 361–74, 382–8, 402, 414–43. Nusseibeh, *Jerusalemites* 42–9: first shots. Revolt, Wingate, like Lawrence: Weizmann 489–91 and 588. Destruction of compromise and Judah Magnes: Oren, *Power* 436–8. Walid Khalidi, *From Haven to Conquest*, 20–2, 33–5 Abd al-Kadir Husseini, portrait written with reference to Hadi, *Palestinian Personalities*. Pappe quoted 278; on mufti violence 246–82; Abd al-Kadir 225; 260–2; 269; 292–6.

22 Wingate and Dayan, Arab Rebellion: Wasif 2.539–49. Ruthless methods: Segev, *Palestine* 400–2, 414–43. Bierman and Smith, *Fire in the Night* 29–30, 55–130. Moshe Dayan, *Story of my Life* (henceforth Dayan) 41–7; Montgomery executions: Rose, *Senseless Squalid War* 45. Walid Khalidi, *From Haven to Conquest*, 20–2, 33–5. Dayan: Ariel Sharon, *Warrior* 76, 127, 222.

Revolt, restraint: Segev, *Palestine* 420–43; Wingate, negotiations 489–91 and 588. Wasserstein 115–16. Ben-Gurion emergence as strongman of Zionism: Shindler, *History* 21–35; restraint 35–6; Sadeh and Wingate 36–8. St James's Palace conference/White Paper/war: Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 93–105. Moderates undermined: Oren, *Power* 436–8. Jerusalem lost to Arabs 17 October 1938: Pappe 287; Abd al-Kadir Husseini 292–6.

23 Mufti in Berlin, Second World War: Herf, *Nazi Propaganda for the Arab World*, with Hitler 73–9, 185–9; with Himmler 199–203. Views on Holocaust and Jews: Morris,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

1948 21–2. Achcar: mufti's extremist views; mufti's views unrepresentative of Arab views 140–52. Pappe 305–17. Decadence Asmahan: Mansel, *Levant* 306–7; Philip Mansel, *Asmahan, Siren of the Nile* (unpublished ms). Wartime: Nusseibeh, *Jerusalemites* 49–51. Rogan 246–50. Dayan 48–74. Krämer 307–10. Pappe 305–17. Second World War Jewish fears; Wasif 2.558–60; Abd el-Kadir Husseini 2.601–2. Musa Budeiri, 'A Chronicle of a Defeat Foretold: The Battle for Jerusalem in the Memoirs of Anwar Nusseibeh', *JQ* 3, Winter/Spring 2001. Begin parochial not poetical: Rose, *Senseless Squalid War* 63–5. Koestler quotes on Begin/Ben-Gurion: Scammell, *Koestler* 331. Begin's military Zionist clash with Jabotinsky: Shindler, *Military Zionism* 205–12, 219–23, Begin's character and ideology including quote on hunter from ex-Israeli ambassador to Britian and paraphrased quote on maximalist ideology, emotional Judaism: Shindler, *History* 147–150. Pappe 323–7. Menachem Begin, *The Revolt* (henceforth Begin) 25; *shofar* at Wall 88, 91; Descartes 46–7; attacks in Jerusalem 49, 62; operations and United Command 191–7; King David 212–20. Christopher Andrew, *Defence of the Realm: The Authorized History of MI5* 352–66, including King David bomb 353. Population 93,000: Wasserstein 121; MacMichael plan 116; Fitzgerald/Gort plan 120–3; Truman/Anglo-American Commission 122; population 100,000 128. Katy Antonius parties: author interview with N. Nashashibi. Stalin and FDR at Yalta: S. M. Plokhy, *Yalta: The Price of Peace* 343. Vaksberg, *Stalin Against the Jews* 139. FDR, Stalin and Truman on Zionism: Morris, *1948* 24–5. Churchill and Stalin to Jerusalem: Gilbert, *Winston S. Churchill* 7.1046–7, 1050, 1064 – thanks to Sir Martin Gilbert for bringing this to my attention. Truman and founding of Israel: quotes from David McCullough, *Truman* 415 and 595–620. Truman, character: Oren, *Power* 475–7. Lord Moyne, East Prussia offer: Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 106. Katy Antonius, divorce, death of George, relationship with Barker: Segev, *Palestine* 480, 499; also Katy Antonius obituary, *The Times* 8 December 1984; author interview with N. Nashashibi; Bird 16–19 and 37–43.

AMARBOI.COM

24 1947/Farran: Rogan 251–62. Krämer 310–12. Pappe 328–41. Gilbert, *JTC* 186–271. Gilbert, *Churchill and the Jews*, speech 'senseless squalid war' 261–7. The Farran story is based on David Cesarani, *Major Farran's Hat: Murder, Scandal and Britain's War against Jewish Terrorism 1945–8*: Montgomery's crackdown and rising terrorism 10–58; Farran character 63–81; policing style and kidnapping 90–8; trial 173–4. *The Times* 6 June 2006 obituary. Ben-Gurion price of statehood: Wasserstein 125. Montgomery at Katy Antonius: author interview with N. Nashashibi. Truman 'Biblical scholar': Clark Clifford quoted in Rose, *Senseless Squalid War* 73. US-Soviet attitude to Palestine: Morris, *1948* 24–5. McCullough, *Truman* 415, 595–620. Truman, put an underdog on top: Gilbert, *Churchill and the Jews* 266. Anti-Jewish comments by British officials: Efraim Karsh, *Palestine Betrayed* quoting Cunningham 75. Katy Antonius and Barker: Segev, *Palestine* 480, 499; also Katy Antonius obituary, *The Times* 8 December 1984; author interview with N. Nashashibi: Bird 16–18 and 37–43. Churchill on anti-Semitism among British officials: Gilbert *Churchill, and the Jews* 190; Irgun vilest gangsters 270. British security forces: Andrew, *Defence of the Realm* 352–66; Keith Jefferey, *MI6* 689–97.

25 1947–May 1948, Deir Yassin and Abd al-Kadir Husseini: Rogan 251–62. Wasserstein 133–424; Nigel Clive quote on clapping children, 150. Abd al-Kadir Husseini, character: Hadi, *Palestinian Personalities*.

Ben-Gurion: Oz, *Tale* 424. Dayan 48–74. Yitzhak Rabin, *The Rabin Memoirs* (henceforth Rabin): childhood 1–10; battle for Jerusalem 16–27. Krämer 310–12. Gilbert, *JTC* 186–271. Nusseibeh, *Country* 38–56, including appeal to Abdullah; heroic Abd al-Kadir Husseini 52–4; fighting after UN vote 43; father shot 56.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Fighting at Montefiore between Jews, Arab and British: during the Montefiore battle, 10 February 1948: Avraham-Michael Kirshenbaum was killed by British sniper at Montefiore Battle. Nusseibeh, *Jerusalemites* 64–5. End of Mandate: Wasif 2.603–5. Abd el-Kadir Husseini: Wasif 2.601–2. Budeiri, 'Chronicle of a Defeat Foretold', *JQ* 3, Winter/Spring 2001. Abdullah: Shlaim, *Lion of Jordan* 20–49. On Gaza Palestine government: Shlaim, *Israel and Palestine* 37–53. Oz, *Tale* 318–21; Ben-Gurion diary quoted at 333; UN vote 343. On mufti's role: Achcar 153–6.

This account of the war is based on Morris, *1948*, including Plan D 121; also on Shindler, *History*; Pappe 336–41; Rogan; *Nakhba* personal account by Wasif. Wasif 2.603–5. War, Abd al-Kadir Husseini and breakdown: Nusseibeh, *Jerusalemites* 59–77. Declaration of independence and choice of state names: Shindler, *History* 38–42; Ben-Gurion's views 43–4 and 99–100; war and troop numbers 46. Arab Liberation Army, 5,000 troops maximum: Morris, *1948*: 90; Jerusalem under Abd al-Kadir Husseini 91; civil war 93–132, including Plan D 122; Husseini poem and Kastel, mutilation of bodies at Kastel 121–5; Deir Yassin 126–8; 13 April attack on Hadassah ambulances 128–9; battle for Jerusalem 129–32. Bertha Spafford Vester and intervention in Arab ambush of Hadassah convoy: Bird 11. Abd al-Kadir Husseini, Deir Yassin and revenge and postcards of corpses, Plan D: Rogan 255–61. War 262–9 and the Catastrophe, *Nakhba*, origin of word Achcar 268–9. Katy Antonius mansion and letters found: Segev 480, 499. Bird 16 and 37–43. Battle of Jerusalem: Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 164–70. Abd al-Kadir Husseini and brother Khaled: Pappe 334–5.

26 Unless stated otherwise, this account of the war is based on Morris, *1948*; Rogan 262–9, Pappe 323–41; and Shindler, *History* 45–9. Regular war 1948–9, Abdullah: Abdullah bin Hussein, King of Jordan, *Memoirs* 142–203. Shlaim, *Lion of Jordan* 20–49. Storrs 135. Luke, *Cities and Men* 243 and 248. Abdullah: Lawrence 67–9, 219–21. On Abdullah character: Hussein bin Talal, King Hussein of Jordan, *Uneasy Lies the Head* 1–18. Rabin 16–27. John Glubb, *A Soldier with the Arabs*, on Abdullah 50–5, 271–5; the battle 105–31; on Jerusalem 43–4, 213. Abdullah, 'I want to be the rider': Karsh, *Palestine Betrayed* 96. Burial of Hussein I in Burgoyne, *Mamluk Jerusalem* 358. The account of Abdullah and negotiations is based on Avi Shlaim, *The Collusion across the Jordon*, and Benny Morris, *The Road to Jerusalem: Glubb Pasha, Palestine and the Jews*. Krämer 315–19. Destruction in Jewish Quarter: Elon, *Jerusalem* 81.

Assassination: author interview with witness N. Nashashibi. Hussein, *Uneasy Lies the Head* 1–9. Glubb, *Soldier with the Arabs* 275–9; Shlaim, *Lion of Jordan* 398–417. Pappe on assassination, and Musa al-Husseini 313 and 343–5. Nusseibeh, *Country* 62–75. Nashashibi 20–1, 215–20. Budeiri, 'Chronicle of a Defeat Foretold', *JQ* 3, Winter/Spring 2001. Split Jerusalem: Nusseibeh, *Country* 59–64; Jordanian city 64–94. Oz, *Tale* 369–70. Fall of Jerusalem: Begin 160. King of Jerusalem: Wasserstein 165; nobody takes Jerusalem 169; Nabi Musa 188; lions and zoo 182. Nusseibeh, *Jerusalemites* 59–77. Weizmann, Swiss president, Weidenfeld Jerusalem campaign: Weidenfeld, *Remembering My Good Friends* 201–20. Author interviews with Lord Weidenfeld. Let Jews have Jerusalem: Churchill quoted by John Shuckburgh in Gilbert, *Churchill and the Jews* 292. Weizmann on dislike of Jerusalem as president: Weizmann 169. Battle of Jerusalem: Bar-Zohar, *Ben-Gurion* 164–70. Truman, 'I am Cyrus': Oren, *Power* 501.

27 King Hussein 1951–67. Succession and early reign: Shlaim, *Lion of Jordan* 49; PLO 218–27; war 235–51. Nigel Ashton, *King Hussein of Jordan: A Political Life* (henceforth Ashton) 13–26; war 113–20. Hussein, *Uneasy Lies the Head* 110. Mufti's last visit

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

March 1967; Pappe 346; Arafat, Mufti's heir 337. Renovations of Dome etc.: Cresswell in *OJ* 415–21. Author interview with Princess Firyal of Jordan. Goldhill, *City of Longing* 38. Nusseibeh, *Country* 62–8; father's career 72–5; rise of Arafat, Fatah 62–94. Budeiri, 'Chronicle of a Defeat Foretold', *JQ* 3, Winter/Spring 2001. Oz, *Tale* 70. Mandelbaum Gate – not gate not Mandelbaum, snipers, divided city/population: Wasserstein 40, 180–2, 191–2, 200. Life in divided Jerusalem, Mandelbaum Gate, return of Katy Antonius, small town, Bertha Spafford Vester: Bird 10–11; Katy Antonius, dragon and flirt, café 16–20; quotation by Kai Bird on 'jarring series of ad hoc fences' 19; Mandelbaums 20–4; Russian émigré vs Soviet Churches and CIA payments 32, including Kai Bird quotation on Cold War in Jerusalem (as ardently as Berlin alleyways); Orient House hotel 33.

Nasser discusses Jerusalem: author interview with N. Nashashibi. Orthodox Jews: Yakov Lupo and Nitzan Chen, 'The Ultra-Orthodox', in O. Ahimeir and Y. Bar-Simon-Tov (eds), *Forty Years in Jerusalem* 65–95. Also: Yakov Loupo and Nitzan Chen, 'The Jerusalem Area Ultra-Orthodox Population', ms. Elon, *Jerusalem* 189–94. Ben-Gurion and Eichmann: interview with Yitzhak Yaacovy. Haram quiet, few Muslim visitors in 1950s: Oleg Grabar, *Sacred Explanade* 388. Hussein, PLO, United Kingdom plan: Nusseibeh, *Jerusalemites* 133–53.

28 Six Day War: this is based on Michael B. Oren, *Six Days of War: June 1967 and the Making of the Modern Middle East*; Tom Segev, *1967: Israel, the War and the Year that Transformed the Middle East*; Shlaim, *Lion of Jordan*; Jeremy Bowen, *Six Days: How the 1967 War Shaped the Middle East*; and Rogan 333–43, including Nasser–Amer conversation; and Nasser hope to claim victory without war, post-war Palestinian nationalism/Arafat 343–53. Nasser not Abdullah: Nashashibi 228. Shlaim, *Lion of Jordan* 235–51. Ashton 113–20. Dayan 287–381. Gilbert, *JTC* 272–97. Dayan personality: Shindler, *History* 101. On Dayan: author conversation with Shimon Peres. Michael Bar-Zohar, *Shimon Peres: A Biography* 87–90. Bar-Zohar, *Ben-Gurion* on Dayan's sex life 118–19. Dayan character: Ariel Sharon, *Warrior* 76, 127, 222.

29 Wall liberated: Dayan 13–17. On Dayan: author conversation with Shimon Peres. Ashton 118–20. Shlaim, *Lion of Jordon* 248–51 and 258. Hussein weeps for city: Noor, Queen of Jordan, *Leap of Faith*, 75–7.

Epilogue

1 1967–present: population Wasserstein 212, 328–38; peace plans 345; white flight of secular Jews, falling proportion of Jews from 74 per cent in 1967 to 68 per cent in 2000. Forty peace plans for Jerusalem: Shlaim, *Israel and* Palestine 229, also 25–36; on Jerusalem 253–60. Population in 2000 including 140,000 Orthodox Jews: Loupo and Chen, 'Ultra-Orthodox', Ahimeir and Bar-Simon-Tov, *Forty Years in* Jerusalem 65–95. Population 2008: figures based on Jerusalem Institute for Israel Studies. After 1967 and Resolution 339 Rogan 242. 'Jerusalem's Settlements', *The Economist* 3 July 2010 'Jerusalem Mayor Handing City to Settlers' *Haaretz*, 22 February 2010 and 'Jerusalem Master Plan', *Haaretz*, 28 June 2010. Jerusalem Syndrome: Yair Bar-El et al., *British Journal of Psychiatry* 176 (2000) 86–90.

2 This cursory account of the political developments since 1967 is based, unless otherwise stated, on: Krämer; Rogan; Shindler, *History*. Arafat and Fatah: Rogan 343–53; Hussein recognition of PLO to West Bank 378; First Intifada, Hamas and Nusseibeh and Faisal Husseini roles 429–37 and 465–7; Netanyahu settlements 476; Second Intifada 478–9. PLO years: Achcar 211–31. Pappe: Arafat 337 and 351

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(Husseini connection); Faisal al-Husseini 348–9. On ideology of settlement of Jerusalem and West Bank: Ariel Sharon, *Warrior* 354–72; 'how to secure Jerusalem as permanent capital of the Jewish people . . . to create an outer ring of development around Arab neighbourhoods' 359; 'flow of pioneering nationalism' 364. On Menachem Begin and redemptionist/maximalist Judaism: Shindler, *History* 147–50. On peace talks: Shlomo Ben-Ami, *Scars of War, Wounds of Peace*, on Sadat and Begin 146–71; the Oslo talks and Arafat on Jerusalem 247–84. In my conclusion, I have been greatly helped by the following outstanding works on history, nationalism and cities: Sylvia Auld and Robert Hillenbrand, *Ottoman Jerusalem: Living City 1517–1917*; Philip Mansel, *Levant: Splendour and Catastrophe on the Mediterranean*; Mark Mazower, *Salonica: City of Ghosts*; Adam LeBor, *City of Oranges: Jews and Arabs in Jaffa*. Palestinian portraits written with reference to: Hadi, *Palestinian Personalities*. Modern Russian links to Jerusalem: 'Where Pity Meets Power', *The Economist* 19 December 2009. Archaeology: see Raphael Greenberg, 'Extreme Exposure: Archaeology in Jerusalem 1967–2007', *Conservation and Management of Archaeological Sites* 2009, vol. 11, 3–4, 262–81.

Islamic, Christian and Jewish fundamentalism: On American millennial speculation about Armageddon; Sarah Palin, Pentecostalists' view on Second Coming; Latter Rain prophecies; America as new Jerusalem:Sarah Curtis, 'Sarah Palin's Jerusalem and Pentecostal faith', *Colloquy Text Theory Critique* 17 (2009) 70–82. Numbers 19, modern apocalyptic expectations. Lawrence Wright, 'Letter from Jerusalem: Forcing the End', *New Yorker* 20 July 1998. Marwan Mosque vs Temple Tunnel, Temple Institute parallel to Northern Islamic Movement, plan to bury Arafat on Haram: Benjamin Z. Kedar and Oleg Grabar, 'Epilogue', in *Sacred Esplanade* 379–88. Islamicism, Hamas Charter, *Protocols*: Achcar 233–40. *Protocols of Elders of Zion*: Aaronovitch, *Voodoo Histories* 22–48, including Hamas Charter. On Palestinian denial of Jewish heritage: Ben-Ami 247–84; 'PA study claims Kotel was never part of Temple Mount, *Jerusalem Post*, 23 November 2010.

On challenges of the division of Jerusalem in one or two states: Michael Dumper, 'Two State Plus: Jerusalem and the Binational Debate', *JQ* 39, Autumn 2009. Sari Nusseibeh, 'Haram al-Sharif', in *Sacred Esplanade* 367–73. Sepulchre: Nusseibeh, *Country* 72. Religions ignore each other: Ethan Bronner, 'Jews and Muslims Share Holy Season in Jerusalem', *New York Times* 28 September 2008. Quotations from author's conversations/with Shimon Peres, Amos Oz, Rabbi S. Rabinowitz, Wajeeh al-Nusseibeh, Aded al-Judeh, Adeb al-Ansari and Naji Qazaz.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~